মনোজ মিত্র
নাটক
সমগ্র

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০, জানুয়ারী ১৯৯৪

—আশি টাকা—

প্রচ্ছদপট অঙ্কন ও অলঙ্করণ

সুব্রত চৌধুরী

মুদ্রণ

চয়নিকা প্রেস

NATAK SAMAGRA VOL I

A collection of dramas by Monoj Mitra. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd, 10 Shyama Charan Dey street, Calcutta – 700 073.

Price: Rs. 80.00

ISBN : 81-7293-199-9

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ. লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মেঘনা কম্পিউটার সারভিস, ৩৮ বি মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে শব্দগ্রন্থিত ও প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত

নিবেদন

পাঠকের সঙ্গে নাটকের, বিশেষ করে বাংলা নাটকের দূরত্বটা কখনো কখনো বড় অসহনীয় ঠেকে। নাটক যেন বন্দী হয়ে আছে থিয়েটারে, গৃহবন্দী। তার ভালো মন্দ বিচার চলে কেবলই মঞ্চ-নিরিখে। গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান মেলে প্রযোজক পরিচালক নটনটী দর্শকদের তরফ থেকে। এমন এক তরফা রায়ে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। সাহিত্য-পাঠকের অভিমতটাই বা কেন শোনা যাবে না? মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনার এই নাট্যসংগ্রহ প্রকাশন আশা করি বাংলা নাটক আর একালের পাঠকদের মাঝখানের ভাঙা সেতুটা পুনর্নির্মাণ করে দিতে পারবে। প্রবীণ অভিজ্ঞ এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে এই নাট্যসংগ্রহ। কোনো খণ্ডেই রচনাকালানুযায়ী নাটকগুলো সাজানো হলো না। রচনার বিষয়, রূপ আর রসে বৈচিত্র্য আনার জন্যেই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন। অধ্যাপক ডঃ বিষ্ণু বসু তৈরী করে দিয়েছেন গ্রন্থপরিচিতি। শিক্ষা-সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি ক্ষেত্রের এই দুই যশস্বী ব্যক্তিত্বের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে এঁদের বন্ধুতা এবং প্রশ্রয় আমি যে এই প্রথম পেলুম, তা তো নয়।

মনোজ মিত্র
২০।১।৯৪

এ-জি ৩৫, সল্ট লেক,
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

প্রকাশকের নিবেদন

নাটক-জগতে শ্রীমনোজ মিত্রের নাম নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা এই ত্রিবিধ মাত্রার গুণে অন্বিত। তৎসত্ত্বেও এই তিনটির মধ্যে নাট্যকার মনোজ মিত্রের অবদান সর্বাধিক একথা তর্কাতীত। অভিনয়ের জন্যে প্রয়োজন তো বটেই, তাছাড়াও নাটক-পাঠে রসোৎসাহী ব্যক্তির অভাব নেই বলেই আমরা মনোজবাবুর সমস্ত নাটকগুলির একত্র সংকলনে প্রয়াসী হয়েছি। নাটকসমগ্রের প্রতিটি খণ্ডে পাঠক যাতে সামগ্রিক রসের আস্বাদ পান, সেই ভাবেই প্রতিটি খণ্ডের বিন্যাস পরিকল্পিত হয়েছে। নাট্যরসামোদী পাঠক এই নাটকসমগ্র পড়ে আনন্দ পেলেই আমরা শ্রম সার্থক মনে করব।

সূচীপত্র

নাট্যকার মনোজ মিত্র

নাট্যরসিকদের কাছে মিত্র ও ঘোষ আরেকবার নিজেদের জন্য গৌরব ও কৃতজ্ঞতার পুঁজি তৈরি করলেন। 'উৎপল দত্তের নাটকসমগ্র' প্রথম খণ্ড প্রকাশের এক মাসও পার হল না, তারই মধ্যে এঁরা প্রায় জাদুমন্ত্রবলে 'মনোজ মিত্রের নাটকসমগ্রে'র প্রথম খণ্ড তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। এ উপহারের যে কী মূল্য তা অল্প কথায় বোঝানো যাবে না। সাধারণভাবে নাটকের বই যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের বাহবার পাত্র, কিন্তু তাঁরা মূলত মেনস্ট্রিম প্রকাশক নন। তাঁরা স্পেশালাইজ্‌ড প্রকাশক—শুধু নাটক এবং নাট্যবিষয়ক বই তাঁরা প্রকাশ করেন। নাটকের বইগুলি অধিকাংশ পেপারব্যাক সংস্করণে, মলাটে রংরঙে ডিজাইন থাকলেও ভিতরের কাগজে বা মুদ্রণে দাম সস্তা রাখতে হয় বলেই এই নিরুপায় অযত্ন। আজকাল লম্বা ফুলস্কেপে পার্ট লিখে পার্ট মুখস্থ করার দিন চলে গেছে বলে শুনেছি। তাই নাটক নামালে একই দল পাঁচ-দশখানা বইই কিনে নেয়, তা থেকে হয়তো জিরক্স করে ডিরেক্টরের স্ক্রিপ্ট, আলোকসম্পাতকারীর স্ক্রিপ্ট, মিউজিকের স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়, ফলে বইয়ের দাম বেশি হলে জিরক্সের দোকানের লাভ বাড়ে, প্রকাশকের বাড়ে না। এইসব বিশেষার্থী (স্পেশালাইজ্‌ড) প্রকাশকেরা মূলত নাট্যকর্মীদের কথা ভেবে নাটকের বই ছাপেন বলে মনে হয়। নাটকের লোকেদের হাতে ঘুরতে-ঘুরতে বইয়ের মলাট যত তাড়াতাড়ি খুলে যায়, পাতা যত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হতে হতে নাটকটি যত তাড়াতাড়ি কৈবল্যদশা লাভ করে ততই ওই জাতীয় প্রকাশকের লাভ; নতুন এবং ওইরকম অবহেলাক্লিষ্ট সংস্করণের সুযোগ তত তাড়াতাড়ি তার দরজায় এসে ভিড়বে। সাধারণ পাঠকের কথা ভাবলে হয়তো আর-একটু মমতা ও সতর্কতা নিয়ে ছাপতেন। তাহলে সে নাটকের বই আর একটু স্থায়ী, সুন্দর ও শক্তপোক্ত চেহারা পেত।

অন্যদিকে বড় ও জনপ্রিয় মেইনস্ট্রিম প্রকাশকেরা সাধারণভাবে নাটক ছাপতেই চান না। তাঁরা গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, সমালোচনা সবই ছাপেন, কিন্তু নাটক ছাপেন ক্বচিৎ কদাচিৎ। কারণ তাঁদের ধারণা, নাটক পাঠকের জন্য নয়, নাটুকেদের জন্য। কেবল নাট্যদলের লোকেরাই নাটক কেনেন, পড়েন, ব্যবহার করেন; অন্যরা নাটকের ধার-কাছ ঘেঁষতে চান না। হয়তো কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্যও আছে, নইলে শারদ সংখ্যায় সাত-আটখানা উপন্যাস যেখানে ছাপা হচ্ছে সেখানে খুব কম ক্ষেত্রেই একটি নাটক সে সব জায়গায় নাক গলিয়ে ঢুকে পড়ে। ইদানীং বড় কাগজের ক্ষেত্রে যদি তার ব্যতিক্রম দেখি তাহলে বুঝতে হবে তা ব্যতিক্রমই। আর বুঝতে হবে, ওই নাট্যকার কোনো না কোনোভাবে নাট্যকর্মীদের সীমাবদ্ধ মক্কেলগোষ্ঠী পার হয়ে সাধারণ পাঠকের কৌতূহলের দেয়াল ডিঙিয়ে তার জগতে ঢুকে পড়েছেন, ফলে জনপ্রিয় পত্রিকাগুলিও তাঁর জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করতে চাইছে। এ একরকম ভালোই বলতে হবে, কারণ বাংলা সাহিত্যে নাটক শুধু নাট্যমঞ্চের মালমশলা হয়ে থাকাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকের

ক্ষতি হয়েছে, সাহিত্যেরও লাভ হয়নি। পেশাদার মঞ্চের তাগিদে তার চেহারা একরকম দাঁড়িয়েছে; তার মধ্যে প্রথানুবর্তন চর্বিতচর্বণ বেয়াড়া ধরনের অতিনাটক এবং পল্লবিত কবিত্ব এসেছে। আবার শুধু নাট্যদলের জন্য লেখা নাটককে সাহিত্যের বড় কোনো লক্ষ্য তৈরি হয়নি। কেবল দু-চারজন নাট্যকারই নাটমঞ্চের দাবি পুরোমাত্রায় মিটিয়ে নিছক দর্শকের থাবা থেকে নাটককে ছিনিয়ে নিয়ে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, এবং তাঁদের সম্বন্ধে, সংগতভাবেই, বড় প্রকাশকেরাও আগ্রহ পোষণ করেন। আবার বড় প্রকাশকেরা আগ্রহী হয়ে উঠলে অবশ্যই তাঁরা আরও ব্যাপকভাবে পাঠকসমাজে বিস্তারিত হওয়ার সুযোগ পান—কাজেই তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেন, ব্যাপারটা মোটেই একতরফা নয়। মিত্র ও ঘোষ-এর নাটকসমগ্র প্রকাশের সংকল্পকে আমরা এইভাবে দেখি এবং অভিনন্দন জানাই। উৎপল দত্তের নাটকসমগ্রের ক্ষেত্রে যেমন, মনোজ মিত্রের ক্ষেত্রেও তাঁরা বইগুলির এমন সাজ ও বাঁধুনি তৈরি করছেন যা নাটকের দলের ব্যবহার্য হওয়ার চেয়ে পাঠকের শেল্‌ফেই বেশি শোভা পাবে। আমরা সকলেই জানি যে, এক্ষেত্রে কোনো কোনো নাট্যকারের দু-জায়গাতেই অধিকার দাঁড়িয়ে যায়। উৎপল দত্ত বা মনোজ মিত্র সেই ধরনেরই নাট্যকার।

২

মার্কেটিং রিসার্চ নামে ইদানীংকালে যে বস্তু চলে তাতে আমার অভিজ্ঞতা নেই বলে পরিসংখ্যান দিয়ে হয়তো সমর্থন করতে পারব না—কিন্তু আমার অনুমান মনোজ মিত্রই এ সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় মৌলিক বাঙালি নাট্যকার। 'জনপ্রিয়' শুধু দর্শকদের দিক থেকে নয়। যত দল এই মুহূর্তে তাঁর নাটক অভিনয় করে তত দল অন্য কোনো নাট্যকারের নাটক অভিনয় করে কি না সন্দেহ। মনোজ নিজে অবশ্যই তাঁর দল সুন্দরম্-এ তাঁর নাটক নিয়মিত অভিনয় করছেন, কিন্তু পেশাদার, আধাপেশাদার, শৌখিন, অফিস-ক্লাব, পাড়ার দল, গ্রুপ থিয়েটার ইত্যাদিতে যত নাটক অভিনীত হয় তার একটা দর্শনীয় শতাংশ মনোজের নাটক দখল করে থাকে—এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। নিজের দলের বাইরেও নাট্যকারের নাটক এত বেশি করে গৃহীত হচ্ছে—সেটাও একটা বিরল ঘটনা। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের স্বর্ণিল দিনগুলি বিলীন হওয়ার পর পঞ্চাশের বছরগুলির মাঝামাঝি থেকেই গণনাট্যের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল যাঁদের নাটক দিয়ে সেই বিজন ভট্টাচার্যের নাটক পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলির কাছে তার অব্যবহিত আবেদন হারায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ক্রমশ অস্পষ্টতায় নির্বাসিত হন। যে-কারণেই হোক, পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারকে তুলসী লাহিড়ী বা ঋত্বিক ঘটকরাও বেশি দিন খাদ্য জোগাতে পারেন নি। আর পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে যাঁদের যোগ অনেক বেশি ছিল সেই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বা মন্মথ রায় গণনাট্যের আন্দোলনের সঙ্গে শারীরিক বা আত্মিকভাবে যুক্ত থাকলেও এই আন্দোলনে তাঁদের নাটক কদাচিৎ যুক্ত হয়েছে, গ্রুপ থিয়েটারও তাঁদের

মূলত এড়িয়ে গেছে। ফলে প্রায় পনেরো কুড়ি বছর, মোদ্দা হিসেবে ১৯৫১ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত বাংলায় গ্রুপ থিয়েটার হোক গণনাট্য হোক—মৌলিক নাটকের ক্ষেত্রে একটা অস্বাভাবিক মন্দার অবস্থা চলেছিল। তখনই বিদেশি নাটকের রূপান্তরে অন্তত গ্রুপ থিয়েটারের প্রধান দলগুলি প্রচারিত অভিনয়ের জগৎকে ছেয়ে ফেলে, এবং সেই কারণে নানারকম বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে চারজন নাট্যকার কমবেশি আগে-পিছনে এসে আস্তে আস্তে মৌলিক নাটকের উপস্থিতি ব্যাপ্ত করে দেন, যদিও তাঁদের চর্চা ও গ্রহণীয়তার ক্ষেত্র প্রায়ই পৃথক হয়ে যায়। উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থেকে আস্তে আস্তে নাট্যকার এবং পালাকার হিসেবে শৌখিন ও রাজনৈতিক নাট্যকর্মের বড় আঙিনায় ছড়িয়ে যান। নাট্যশৈলীর দিক থেকে বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগই সবচেয়ে বেশি। এইটেই আমাদের বড় বিস্ময়ের জায়গা যে, একাধিক ভাষার বিদেশি (অর্থাৎ ইয়োরোপ-আমেরিকায়) নাট্যকর্মের সঙ্গে তাঁর মতো পরিচয় আর কারও ছিল না। তবু তিনিই অন্তত নাটকের গঠনকর্মে বিদেশি প্রভাব সযত্নে এড়িয়ে যান এবং অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দৃশ্যত বিরত থাকেন। অন্যদিকে বাদল সরকার বিদেশি নাট্যদর্শনের অভিজ্ঞতা শুষে নিয়ে বেশ কিছু বাঁধা মঞ্চের নাটকে নানা নাট্যকাঠামোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, পরে ১৯৬৭ নাগাদ থার্ড থিয়েটারের তত্ত্ব নির্মাণ করে প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য নাটক লেখার ইচ্ছা সংহরণ করেন। বাকি থাকেন মনোজ মিত্র ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মনোজ যেমন অভিনয় ও নাট্যনির্দেশনায় নিজের জন্য একটি উজ্জ্বল ও রীতিমতো পরিপক্ক আসন তৈরি করেছেন সেখানে মোহিত ওসব দিকে এগোননি। মূলত নাট্যকার ও পরে চিত্রনাট্যকার হিসেবে নিজের ভূমিকায় ঘের দিয়ে রেখেছেন। তাঁর পরিচালিত শিশু-চলচ্চিত্রের কথা আমরা জানি, কিন্তু পরিচালকের ভূমিকা তাঁর নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন। মনোজের মধ্যে সেখানে একটি স্পষ্ট ধারাবাহিকতা আছে, এবং নির্দেশনা অভিনয় ও নাট্যরচনা—তিনটে ঘোড়া চড়েই বেদম দৌড়োচ্ছেন তিনি। মোহিত সেখানে নাট্যরচনাতেও মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেন। কিন্তু মনোজ দৌড়টা এইভাবেই চালিয়ে যাবেন—এই আমাদের তাঁর কাছে প্রত্যাশা। ১৯৯১-এর শরৎকাল পর্যন্ত তাঁর রচিত ছোট বড় নাটকের সংখ্যা ছিল ছাপান্ন। 'ঝুলমহম্মদ গুলমহম্মদ' ছিল তাঁর ছাপান্ন নম্বর নাটক।[১] এই দুবছরে তাঁর আরো গুটি পাঁচেক নাটক প্রকাশিত হয়েছে, ফলে তাঁর নাটকের সংখ্যা ষাট ছাড়িয়ে গেছে। এ সংখ্যা উপার্জন করা চারটিখানি কথা নয়। দল চালানো, নির্দেশনা, নাটকে চলচ্চিত্রে দূরদর্শনের সিরিয়ালে নিয়মিত অভিনয়, অধ্যাপনা—তার পাশাপাশি ষাটখানা নাটক—এ আমাদের ঠিক ধারণায় আসে না! আর তা ছাড়া মনোজের নাটক যে ব্যবসায়িক মঞ্চেও দীর্ঘকাল অভিনীত হয়েছে তাও তাঁর নাট্যকার হিসেবে অন্য ধরনের একটা গ্রহণীয়তার প্রমাণ। সমসাময়িক কোনো কোনো নাট্যকার হয়তো একটু বেশি 'পার্শ্বিকতায়' আক্রান্ত—রাজনীতি বা 'বুদ্ধিজীবিতা'-র স্পর্শদোষ তাঁদের দর্শক ও নাট্য-উদ্যোগীদের এক বৃহৎ অংশের কাছে কিছুটা ব্রাত্য করে তোলে। নাট্যচর্চায় ষাটের বছরগুলির পর থেকে 'সাউথ অফ পার্ক স্ট্রিটের' দর্শক অর্থাৎ মুক্ত অঙ্গন—নিউ এম্পায়ার (এখন অব্যবহৃত,

এবং এ মঞ্চ অবশ্য আক্ষরিকভাবে সাউথ অফ পার্ক স্ট্রিটের অন্তর্গতও ছিল না)—আকাদেমি-রবীন্দ্রসদনের দর্শক আর উত্তর কলকাতার ব্যবসায়িক মঞ্চের দর্শকদের মধ্যে একটা চরিত্রের তফাত তৈরি করে দিয়েছিল। মনোজ কিন্তু এই দুই শ্রেণীর দর্শকের কাছেই গৃহীত হওয়ার মতো উপাদান ও বক্তব্য তাঁর নাটকে পরিবেশন করেছিলেন, তাঁর নিজের জীবনমুখী বক্তব্য, গভীর মানবিকতা, উন্নত কারুকর্মে তার জন্য জল ঢেলে তরল করার প্রয়োজন হয়নি। মনোজের এই সর্বত্রগ্রাহ্যতাই তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের থেকে পৃথক করে।

৩

আর তাঁর নাটকের বিষয় ও ভঙ্গির বৈচিত্র্যও নিশ্চিতভাবেই সমসাময়িক সকল নাট্যকারের চেয়ে বেশি। তেমনই বৈচিত্র্য তাঁর বিভিন্ন নাটকে আভাসিত 'মুডের'। কখনও তিনি হাসির আড়ালে বা নিছক বেদনাবদ্ধ ('মৃত্যুর চোখে জল' ১৯৫৯, 'নীলকণ্ঠের বিষ' ১৯৬১), কখনও ক্রুদ্ধ ('চাক ভাঙা মধু' ১৯৬৯, 'নৈশভোজ' ১৯৮৫), কখনও কাব্যময় ও জিজ্ঞাসাসংকুল ('তক্ষক' ১৯৬২, 'অশ্বত্থামা' ১৯৬৩), কখনও রহস্য রোমাঞ্চ রোমান্সে সমর্পিত ('ব্ল্যাকপ্রিন্স' ১৯৬৪, 'অবসন্ন প্রজাপতি' ১৯৬৪, 'বেকার বিদ্যালংকার ১৯৬৪, 'আরক্ত গোলাপ' ১৯৬৫, 'পাহাড়ী বিছে ১৯৭৬-৭৭)। এই শেষের পর্বটিকে তিনি অনেকদিন অতিক্রম করে এসেছেন—এগুলির বিনোদনমুখী আপেক্ষিক বক্তব্যহীনতার পর্যায়কে পিছনে ফেলে তিনি ফিরে এসেছেন মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে, ব্যক্তিমানুষ ও ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক বিষয়ে, ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী শোষণের বিরুদ্ধে অসহনীয়তার চূড়ান্ত মুহূর্তে বিদ্রোহে মানুষের ফেটে পড়া বিষয়ে, মধ্যবিত্ত পরিবারের অ্যালিয়েক্রেশন ও ব্যক্তিবিচ্ছেদ, এই শ্রেণীর স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ ভণ্ডামি বিষয়ে তাঁর গভীর ও সরস অনুধ্যানে। বক্তব্য তাঁর অন্যান্য সব নাটকেই অতিশয় জীবনধর্মী ও 'প্রগতিশীল', কিন্তু মনোজ এমন এক নাট্যকার হয়ে উঠেছেন শেষ পর্যন্ত যাঁর নাটকে বক্তব্য ভার হয়ে থাকে না। বক্তব্যের ওই ভারকে তিনি শাণিত কৌতুকময় অসামান্য সংলাপে, নাট্যঘটনার বিচিত্র বিন্যাসে, প্যারডি ও ক্যারিকেচারের প্রয়োগে, উদ্ভট সিটুয়েশন ও চরিত্র কল্পনায় ('কাকচরিত্র' ১৯৮২ নাটকে একটি কাককেই এনেছেন চরিত্র হিসেবে, যাতে ফর্ম্যালিস্টদের 'অস্ত্রাজেনিয়ে' কৌশলের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করি যেন) সে বক্তব্য এমনই মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে যে, বক্তব্য সহজ উজ্জ্বলতায় দর্শকের মনের মধ্যে ঢুকে যায়, দর্শক তাতে আদৌ কোনো পীড়া বা শিক্ষাদানের বা অভিভাবকত্বের চাপ অনুভব করে না। ১৯৮৫-তে 'কৃষ্টি' পত্রিকার একটি নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই, সেটা হলো দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি, মানুষের এই সংগ্রামকেই

ধরতে চাই।"[২] তা সত্ত্বেও সংগ্রামের একটা ধরাবাঁধা নাট্যিক ছককে তিনি অতি সযত্নে পরিহার করেন। তিনি এই সত্য কথাটা জানেন যে, "আজকের যে গ্রুপ থিয়েটার তা গণনাট্য সঙ্ঘের সেই আদর্শেরই ধারক বাহক।" তা সত্ত্বেও এমন দেখা গেছে যে, "সেই ৫৪-৫৫ সালে, যেসব নাটক, গণনাট্য সঙ্ঘের নাটক আমরা দেখেছি, সেখানে জোর চাপ পড়েছে কনটেন্টের উপর। এবং এটা ঠিক, বেশী চাপ পড়াটা একটা খারাপ ব্যাপার। যেমন কোনো কোনো নাটকে ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়তো সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না, কিন্তু জোর করে সেখানে সিদ্ধান্তটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"[৩] "নাট্যকারেরা হয়েছেন বক্তব্যকৈবল্যবাদী। মানুষ নিয়ে সাহিত্য, সেই মানুষই নাটক থেকে হারিয়ে গেছে। আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ আমাদের ছেড়ে গেছে। আছে শুধু রূপহীন নিরাকার বক্তব্যের আদিম বস্তুপিণ্ড। চরিত্র নামক কয়েকটা মাউথপীসের মুখে সেই পিণ্ড ভাগ করে দিয়েই নাট্যকাররা কাজ সারতে পারেন। নাটক লেখার সহজ সরল একটা ছক তৈরি হয়েছে, কিছু উত্তাপ আর কিছু অভিশাপ নিয়ে বোনা, এক হাততালি-পাওয়া ছক।" কিন্তু পরক্ষণেই মনোজ লক্ষ করেন যে, এই ছকে আজকাল হাততালি জোটাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনিই জানাচ্ছেন যে, "এই বক্তব্যসর্বস্বতা, অহর্নিশ দায়িত্ব পালন বাংলা নাটককে ক্রমশ ক্লান্ত বৈচিত্র্যহীন অস্বাভাবিক করে তুলেছে। যে বিষয়ে কৌলীন্য ছিল গর্বের। তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘাড়ের বোঝা।"[৪]

মনোজের নাটকে এই বোঝা খুব হালকা হয়ে যায়। এই অর্থে নয় যে, বক্তব্যের গুরুত্ব হ্রাস করেন তিনি, কিংবা বক্তব্যকেই নির্বাসন দেন তাঁর নাটক থেকে। বরং দেখি, তাঁর নাট্যরীতি, প্রকরণ, বাঁধুনি ও সংলাপ, চরিত্রের পরিকল্পনা বক্তব্যের সমস্ত মাহাত্ম্য বজায় রেখেও তাকে শিল্পের শরীরে মুড়ে দেয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, মনোজ শ্রেণীকে চরিত্র না করে মানুষকে নিয়ে আসেন ঘটনার কেন্দ্রে। মানুষ, যার মধ্যে আছে হাজারো জটিলতা, ভালো-মন্দ, নীচতা-মহত্ত্ব, লোভ-ঔদার্য, ক্ষমা-নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির এক দুরূহ দ্বান্দ্বিক সমন্বয়, যাকে একটা ঢালাও ছাঁচে ফেলে কখনোই দেখেন না মনোজ। ফলে মনোজের যেগুলি প্রতিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রামের নাটক, 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭), 'নৈশভোজ' (১৯৭৬), ইত্যাদি----সেগুলিতে কোনো সাদা-কালো স্পষ্ট ভাগ নেই, একপক্ষ হিরো আর আর-এক পক্ষ ভিলেইন—এরকম নিছক পক্ষপাতমূলক গণ্ডি বুলোনো নেই। গৌণ চরিত্রগুলিকে তিনি একমেটে করে রাখলেও প্রধান চরিত্রগুলিকে তিনি জটিল বাসনা-কামনা-আবেগের গুচ্ছ হিসেবেই দেখান। ফলে তাঁর ভিলেইন কখনোই পুরোদস্তুর ভিলেইন নয়—সে তার শ্রেণী-অবস্থানে থেকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অভ্যাস ও ব্যবহারের আধার, কিন্তু সেই সঙ্গে সে মানুষও বটে। তেমনই মনোজের প্রোটাগোনিস্ট বা নায়ক ভালোত্ব বা মহত্ত্বের নিখাদ পুঁটুলি নয়, তার মধ্যে ভীরুতা, নীচতা, অন্ধ কুসংস্কার, সংকীর্ণতা সবই আছে। মানুষকে এই গোটা জ্যান্ত আকারে দেখাতেই মনোজের নাটকে বক্তব্য বক্তৃতা হয়ে ওঠে না। যৌথ সংগ্রামের ছবিটি কী আশ্চর্য আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁর নাটকে রূপ নেয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

'চাক ভাঙা মধু' নাটকে মহাজন অঘোর ঘোষের সাপে-কাটা শরীর ডুলিতে এনে নামিয়েছে মাতলার উঠোনে। জটা আর মাতলা তাকে বাঁচাতে চায় না, ফলে নানারকম অজুহাত খুঁজছে। তাদের শ্রেণীর প্রতিবাদ ও ক্রোধ তাদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হতে চায়—কিন্তু মনোজ মিত্র সেটা ধীরে সুস্থে, জটা-মাতলা-বাদামীর নানা মজাদার ও বিপন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে তৈরি করেন, দর্শক বা পাঠকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে একবারেই বুঝিয়ে দেন না। বাদামীর সংস্কার, উঠোনে সাপে-কাটা শরীর যদি আসে ওঝাকে তা ঝাড়তেই হবে, সাপের বিষ নামাতেই হবে। এ হল মনসার কাছে তার দায়। কিন্তু সে এদের জীবনকে জমিকে বন্ধক রাখে, ঘেন্নায় অপমান-অত্যাচারে এদের নানাদিক থেকে নিঃস্ব করে রাখে, ফলে জটা আর মাতলা ওর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে চায় না। অর্থাৎ তাকে মরতে দিতে চায়। কিন্তু মনোজ তাদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো অবাস্তব বীরত্ব আমদানি করেননি। অঘোর ঘোষের ডুলি তাদের বাড়ির দিকে "তীরের মতো হন্ হন্ ছুটে আসে" শুনে মাতলা হঠাৎ তীরের মতো সোজা হয়ে জটাকে বলে— "ডুলি আসে, না? কাকা আমি এ পাশ দে' মাঠ ভেঙে খিঁচে দৌড় লাগাবো? এক্কেরে একদমে পাখির মতো পাঁচক্রোশ পথ উড়ে যাবো গো"....মাতলার এই কাপুরুষতার সঙ্গে জুড়ে যায় জটার অতিশয় প্যাঁচানো কূটবুদ্ধি। সে মাছধরা বঁড়শির সমান্তরাল উপমা দিয়ে তাকে বোঝায়, পালানোটা কাজের কথা নয়, পলায়নপর মাতলার কাছা টেনে ধরে তাক আটকায়, এবং বলে বঁড়শিতে গাঁথা মাছকে খেলানোর মতো অঘোর ঘোষের শরীরে বিষ নামানোর খেলা খেলতে হবে, কিন্তু আসলে তাঁকে বাঁচানো চলবে না—

শোন্, ইমন ভাব দেখাতি হবে যেন আমরা রুগী ঝাড়াতি পস্তুত।

মাতলা॥ আঁ?

জটা॥ হাঁ, তা বলে রুগীর গায়ে হাত দিবিনে। খালি ইদিক-উদিক ছুতোয়-লাতায় ঘুরবি, ফিরবি, এট্টা করে ফ্যাচাং বার করবি...ওষুধ লাড়াচাড়া করবি...গাঁইগুঁই করবি...মানে সুমায় লষ্ট করবি...বস্, উদিকে মাছও দেখবি জলের তলে খেলতি লেগেছে।

এরপর মাতলার হাতে ক্রমশ টাকা গুঁজে দেওয়া হবে এমন ইঙ্গিত করে সে। মাতলার মনে দ্বিধা জাগে—"ট্যাকা যদি গোড়াতেই খেয়ে বসি তালে তো রুগী বাঁচাতিই হবে!" জটা ভেংচি কেটে বিদ্রূপ করে বলে—"বাঁচাতিই হবে! তোমারে বলেচে! শালার এট্টা-এট্টা মানুষ আছে, সাধ করে ল্যাজ ঢোকায় উনুনে!" মাতলা বলে, "ট্যাকা খাবো তো বাঁচাবো না! সে কিরকম কথা!" তখন জটা বলে—

কেনে, এ তো সোজা কথা! ধর্ দেব্‌তার থানে কতো তো হত্যে হয়, মানত হয়, প্যাঁটা কাটা হয়, তা বলে সব বারে কি আর রুগী বাঁচে! দু'চার বার না যায় পটল ক্ষেতে, ইমন না!"[৫]

অঘোর ঘোষ লোকটার অত্যাচারের চেহারাটাও কতভাবে দেখান মনোজ, নাটকের শর্তকে সম্মান করার জন্য কতভাবে সেই খবর পেশ করেন, নিছক বক্তৃতা বা information-এর

পথ পরিহার করে, তার একটি দৃষ্টান্ত শুধু দেখাই—

বাদামী॥ মানুষটারে মেরে ফেলতি চাও তোমরা? সেই ইস্তক বসে বসে হর-গৌরীর কেচ্চা করো...

[মাতলা কিছু বলতে যায়, জটা তাড়াতাড়ি তাকে চেপে দিয়ে—]

জটা॥ কখন? কখন করলাম রে কেচ্চা! আমরা তো ঝাড়নের ওষুধ গোছাতি গোছাতি খুড়ো-ভাইপোয় দুঃখির কথা বলিরে লাতিনী...

বাদামী॥ দুঃখির কথা বলো?

মাতলা॥ হাঁ বলি, বলি দুঃখির কথা! কেনে যখন সুদির বদলি জমিখান লিখে ন্যায়...

জটা॥ বাসনকোসন বিছানা মাদুর টেনে ঘরদোর ফর্সা করে দ্যায়...

মাতলা॥ আমার বুড়ো শুয়োরডারে হাটে নেগে ফেলে কেটে ভাগা দ্যায়...

জটা॥ পেছনের কাপড় তুলে ঠ্যাঙায়...

মাতলা॥ তখন মান্ষের কষ্ট হয় না? দুঃখু হয় না? বেদনা হয় না?

জটা॥ আমরা তো সেইসব বেদনার কথা কই রে লাতিনী, তুই উল্টা শুনলি কেনে?[৬]

তখন এই ধরনের সংবাদের সঙ্গে প্রত্যাশিত বাঁধাছকের প্রতিক্রিয়া ক্রোধের বদলে মনোজ ব্যবহার করেন অসহায়তা, আত্মবিদ্রূপ, হাস্যকর জ্বালা ও যন্ত্রণা—ফলে তাঁর নাটক এমন এক জটিলতার মাত্রা লাভ করে যার তুলনা সুলভ নয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখানে প্রতিঘাত আসে একা বাদামীর হাত থেকে—কচ্ছপ ধরা সড়কি সে চালিয়ে দেয় আলের ওপাশে পড়ে যাওয়া অঘোরের বুকে। গ্রামবাসী ও বেহারারা "চক্ষের নিমেষে উধাও" হয়ে যায়—যদিও একমুহূর্ত আগেই প্রথম দল "মার মার্ শালারে ...মার্ মার্"... বলে চিৎকার করেছে। মনোজ সমালোচিত হয়েছেন এটাকে একার প্রতিঘাত হিসেবে দেখিয়েছেন বলে, কিন্তু সে সমালোচনা যে কত ভ্রান্ত ও বিমূঢ়, মার্ক্সবাদী চিন্তার বদহজমের উদ্‌গার মাত্র—তা আমাদের কাছে ধরা পড়তে দেরি হয় না। এই সব সমালোচকেরা দুটি জিনিস বেমালুম ভুলে থাকেন। প্রথমত বাদামীর চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া কোনো এক মুহূর্তের উদ্‌গম নয়—পুরো নাটকের ঘটনাক্রম তার পিছনে না থাকলে ওই ক্লাইম্যাক্স তৈরি হতেই পারত না; দ্বিতীয়ত এঁরা এটাও বোঝেন না যে, বাদামীর এই কাজ শ্রেণীসংগ্রামকে সাহায্যই করে, তা শ্রেণীসংগ্রামের মূল লক্ষ্যকেই সমর্থন জোগায়। এঁরা আগেই ধরেই নেন যে, বিপ্লবের পথে দক্ষিণবঙ্গের হতশ্রী দারিদ্র্যগ্রস্ত শোষিত মানুষ অনেকটাই এগিয়ে গেছে, ফলে তাদের যৌথ অ্যাকশনই অঘোর ঘোষকে মারবে, বাদামীর হঠাৎ জেগে ওঠা নিরুপায় আক্রোশের কোনো ভূমিকা সেখানে থাকবে না। মনোজ এই সরলীকরণটাই মেনে নেন না, ফলে একটা জটিল মানবিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর নাটক গাঁথেন। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে, শ্রেণীসংগ্রামের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নাট্যকার উৎপল দত্ত নির্দ্বিধায় মনোজকেই সমর্থন করেন এবং বলেন, "শোষকের বিরুদ্ধে ঘৃণা

এইভাবেই সৃষ্টি করতে হয় নাটকের মাধ্যমে।"[৭] উৎপল দত্ত নিজে গুণী ও শক্তিমান নাট্যকার বলেই নাট্যকৃতির এই চমকপ্রদ কলাকৌশল তাঁর কাছে সংগত বাহবা পেয়েছে। যাঁরা নাটকের বাইরে বসে বুদ্ধিজীবী ধরনের সমালোচনা করেন তাঁদের অনেকের পক্ষে নাট্যকারের সমস্যা ও তার সমাধানের চেষ্টাকে এমন কাছের থেকে অনুধাবন করা অসম্ভব। নাটককে যে 'নাটক' হয়ে তার বক্তব্যকে প্রকাশ করতে হবে, এই কথাটা এঁরা অনেকে ভুলে থাকেন।

৪

আমরা মনোজের নাট্যকর্মের কারুকাজ বোঝানোর জন্য একটিমাত্র নাটককে ভিত্তি করেই একটু দীর্ঘ আলোচনা করলাম। এর বাইরেও অবশ্য মনোজ মিত্রের একটা বিপুল অংশ আছে। বিশেষ করে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মধ্য দিয়ে সমাজের, মূলত মধ্যবিত্ত সমাজের ভণ্ডামিকে আঘাত করেন যে মনোজ মিত্র। ব্যঙ্গ অবশ্যই আছে, কিন্তু নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের চেয়ে রঙ্গকৌতুকই ক্ষমাশীল এই নাট্যকারের মূল অবলম্বন, রঙ্গকে ব্যবহার করেন ব্যঙ্গের লক্ষ্যে। এমন কী যখন শোষণের ছবি তুলে ধরেন, তার প্রত্যক্ষ ও তির্যক—এই দুটি উপায় তিনি গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষতার ছবি ফোটে সমসাময়িক মানুষের বাস্তব ছবিতে যেমন 'চাক ভাঙা মধু', 'নেকড়ে' বা 'নৈশভোজে', (যদিও শেষেরটিতে দুটি শৃগাল চরিত্র বাস্তবের অতিরিক্ত একটা মাত্রা যোগ করে) আর তির্যক ছবি ফোটে রূপকের মধ্যে—যেমন 'মেষ ও রাক্ষস'-এ (১৯৭৯)। নাটকের কাহিনীর খোলস বাস্তব, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক হতে পারে, আবার নাটকের মেজাজ ও স্বরমাত্রা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। একই ধরনের বক্তব্য 'চাক ভাঙা মধু'তে অন্তিম ভায়োলেন্সের মরিয়া এক বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে, কিন্তু 'সাজানো বাগান'-এ ভূত নামিয়ে, কিংবা 'নৈশভোজ'-এ গাছের উপর বিক্রমাদিত্যের বেতালের গল্পের মতো মৃতদেহ ঝুলিয়ে, 'শিবের অসাধ্যি'-তে (১৯৭৪) স্বর্গের দেবতা আর মর্ত্যের মানুষের জগাখিচুড়ি পাকিয়ে, মূলত রঙ্গতামাশার মধ্য দিয়ে নাটকের বলার কথা তৈরি হয়ে যায়। সেখানকার যে সংঘাত তা শারীরিক ভায়োলেন্স নয়, এমন কী সে-অর্থে ওর‍্যাল ভায়োলেন্সও নয়। মনোজ একই বক্তব্য নানা খোলসে—বাস্তবে, রূপকে-পুরাণে, কল্পিত ইতিহাসে, এবং নানা মেজাজে—গাম্ভীর্যে, ব্যঙ্গে, কৌতুকে, অশ্রুসিক্ত হাস্যে—প্রকাশ করতে গিয়ে যেন নিজেকে বারবার উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেন, নিজেকে বিস্তারিত করেন এবং নিজের সামনে প্রতি মুহূর্তে একটা করে নতুন চ্যালেঞ্জ খাড়া করেন—'দেখি কথাটা অন্য রকম করে বলা যায় কি না। আগের মতো করে বলব না, নিজের পুনরাবৃত্তি করব না, অনুকরণ করব না।' ফলে কাক ও জোড়া শেয়ালও তাঁর নাটকে চরিত্র হয়ে আসে। কিন্তু মূল কথাটা থেকে তিনি সরেন না, 'শিবের অসাধ্যি'তে চাষী ছিদেমও শোনায় একই কথা—"পরের কাছা ধার করে পার পাওয়া যাবে না।...গরিবেরে বাঁচতে হলে...তারে নিজেরে দাঁড়াতি হবে, লড়তি হবে।" 'নৈশভোজ'-এ তুষ্টু হিংস্রভাবে

গদাধর ধ্বজাধরকে বলে—

> এই খ্যাতায় তোরা আমার টিপছাপ নিবি...তো এই খ্যাতায় আমি আমার জুতোর হিসেব রাখব!...এই ব্যাগে আমার মড়া ভরবি...তো এই ব্যাগে আমি আমার জুতো সেলাই-এর যন্ত্রপাতি ভরব। (ফ্ল্যাগটা তুলে) আর এটা থাকবে তুষ্টু চামারের জুতোর দোকানের মাথায়।...[৮]

খোলস বা মোড়ক যারই হোক, স্বরগ্রাম যেরকমই হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয় ও প্রতিষ্ঠা, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা, এবং মৃত্যুর বিকল্পে জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখানোর সংকল্প থেকে মনোজ মিত্র বিচ্যুত হন না।

এই শোষণ ও অত্যাচার চরিত্রে শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয়। মস্তানরাজ, ভণ্ড ধর্মগুরু, মধ্যবিত্তের নিজস্ব স্বার্থপরতা জনিত শোষণ ও নিষ্ঠুরতা—সবই বারবার তাঁর নাটকে ঘুরে ফিরে আসে। বিশেষত ধর্মধ্বজীদের উপরে তাঁর ক্ষমাহীন ও সংগত ব্যঙ্গ আমাদের উৎসাহিত উদ্দীপিত করে। কিন্তু এখানে তাঁর ব্যঙ্গ অনেকটা পরশুরামের মতোই, রঙ্গে আপ্লুত। 'নরক গুলজার'-এর গুইবাবা যেমন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তেমনই 'মদনের পঞ্চকাণ্ড'-তে দাড়িবাবা আর একজন, যার ভক্তেরা অর্থদক্ষিণার বিনিময়ে তার দাড়ি চুষে দুধ খেয়ে যায়। পরে আমরা জানতে পারি যে, দাড়ির মধ্যে দুধের থলি আর স্পঞ্জ লুকোনো থাকত, তা থেকে দাড়িতে 'ভগবানের দুধ' বেরোত। আমরা মদনের কথায় তার কাজকর্মের একটা হদিশ পাই—

> তো দাড়িবাবা হলেন মুক্তিদাতা। ভক্তেরে মুক্ত করাই তাঁর কম্মো। ধরেন বিধবা বুড়িমা, একমাত্তর ছেলের শোকে কেঁদেকেটে বেড়াচ্ছেন...সংসারে 'আছে' বলতে হাতের দশগাছা সোনার চুড়ি...চুড়িগুলো লুপ্ত করে বাবা বুড়িমাকে মুক্ত করে দিলেন! বেলেঘাটায় যতীনবাবুর বাড়িখানা নিজের অন্তর্ভুক্ত করে বাবা তাঁরে মুক্তকচ্ছ করে ছেড়ে দিলেন! তা দাড়িবাবার সবচেয়ে বড় কারবার হল রোগ ব্যাধি মুক্তি। যে কোনো কঠিন ব্যামো হোক, বাবা খালি এট্টা ওষুধ ছাড়বেন...আজ্ঞে ঐ দাড়ির দুধ ...ব্যস... সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাম আরাম। আহা মরি মরি—বাবা কি না ধন্বন্তরি। ব্যামো সারাতে এলেন হারানবাবু...কদিন ধরে দাড়ি চোষলেন...হারানবাবু দাড়ি চুষছেন...আর বাবা তার মানিব্যাগ চুষছেন..তো এই চোষাচুষির খেলা চুকবার আগেই হারানবাবু নিজের দেহ থেকে মুক্ত হয়ে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেলেন! হে-হে, দাড়িবাবার এমনই কি না গুপ্তবিদ্যে![৯]

অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সংসারের স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামির উপরেও মনোজ খড়্গহস্ত। 'কেনারাম বেচারাম'-এ (১৯৭৯) বেচারাম বলে—"বাপুহে, এ সংসারে কেউ নিজের না। টাকা! নিজের কেবল টাকা! টাকা দাও সবাই আছে...না দেবে কেউ নেই।" সে কেন ছেলে বউ মেয়ে নাতি-নাতনির সাজানো সংসার ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তরে বলে— "গেলাম ঘেন্নায়।...পলে পলে অনুভব করেছি, এরা কেউ আমায় চায় না,

চায় আমার সম্পত্তি, ওদের মায়ের গয়নার বাকস!" সেই গয়নার বাক্সের পুঁজি শেষ হয়েছিল "ওদেরই লেখাপড়া শেখাতে, মেয়ের বিয়ে দিতে, এই বাড়িটুকু করতে"...। তাই সে বাক্সে কিছু টিনের চাকরি ভরে রেখে রোজ রাত্রে তা বাজাত,—"তা যদি না বাজাতাম অনেক আগেই এরা আমায় বিদায় জানাত।" তার অভিজ্ঞতা হচ্ছিল—'একটা জিনিস খেতে চাইলে পাবো না...পরতে চাইলে পাবো না! মুখটি বুঁজে থাকো! বাড়িতে ভদ্দরলোক এলে, ছেলে বলবে, গেট আউট...পার্কে গিয়ে বসো ...তুমি সামনে গেলে, আমার মান যাবে।"[১০]

ফলে নানা কিম্ভুত সিটুয়েশন, চরিত্র ও সংলাপ তৈরি করে মনোজ এই অমানবিক মধ্যবিত্ত সংসারের রঙ্গলীলা দেখিয়ে দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা ও সমবেদনার মানবিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে চান আমাদের। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'তে (১৯৮৯) এক মা তার নবজাত শিশুকে ছেড়ে যায় তো আরেক মা তাকে বুকে আগলে ধরে, বলে, "ছেলেটা আমার। ...হ্যাঁ....ওর মা আর ফিরবে না! একেবারেই চলে গেছে সে! এখন থেকে ও আমার কাছেই থাকবে ভুবনবাবু!"[১১]

মানুষের উপরে মনোজের অগাধ বিশ্বাস। এটা কোনো প্রজন্মের ব্যাপার নয়। অলকানন্দার "বয়েসটা...পশ্চিমে হেলেছে", কিন্তু "কেনারাম বেচারাম"-এ ছোট্ট টোটন তার মানবিক অধিকার জারি করে বেচারামের উপর—"না। তুমি যাবে না। যাবে ঐ লোকটা! তুমি থাকবে...আমার কাছে থাকবে! এসো—(*দরজা থেকে বেচারামকে ফিরিয়ে আনছে*)—বলো যাবে না, আর কখনো যাবে না!"[১২]

মনোজ অনেক সময় একটি করে চরিত্র তৈরি করেন এই সব নাটকে, তাকে আর সকলের চেয়ে আলাদা করে আনেন। যথার্থভাবেই একজন করে প্রোটাগোনিস্ট দাঁড়িয়ে যায় তাঁর অনেক নাটকে—বাঞ্ছারাম, অলকানন্দা, কিনু কাহার, ধনগোপালবাবু (শোভাযাত্রা, ১৯৯১)।

৫

উপরের আলোচনায় এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা বা alienation মনোজের কাছে প্রিয় ও বেদনাময় একটি প্রসঙ্গ এবং এই বিচ্ছিন্নতার ছবিটি তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেও তার বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি, আমাদের অবিশ্বাসী শূন্যের মধ্যে নিক্ষেপ না করে একটা কোনো আস্থা ও আশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে চান। কখনও কখনও দু-একটি শারীরিক ও মানসিকভাবে পার্শ্বিক ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্র সৃষ্টি করে এই বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি আরেকটু গভীরভাবে যেন তিনি বুঝতে চান। সেই জন্য তাঁর নাটকে বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, ও বিকলাঙ্গদের আধিক্য দেখি। এই সব marginalized মানুষজনের সমস্যা তিনি একটু বেশি খতিয়ে দেখেন, কারণ স্বাভাবিক, দৈনন্দিন মানুষকেই, স্বামী-স্ত্রী পিতা-পুত্র কন্যাকেই যেখানে বিচ্ছিন্নতার ক্ষয়রোগ এসে আক্রমণ করেছে সেখানে

এই সব মানুষদের কাফকার সেই পোকা-হয়ে-যাওয়া ছেলের দশা হওয়ার কথা। তবু কাফকার নিরাশ্বাস ভয়ংকর ভবিতব্য থেকে মনোজ আমাদের আস্তিকতায় ফিরিয়ে আনেন, এখানেই তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। মানবিকতার গভীর সূত্রেই তাঁর সমস্ত নাটকগুলি বাঁধা পড়ে। তাঁর সহানুভূতির বিস্তার দেখবার মতো। গজমাধবের মতো এক নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের নিঃসঙ্গতার মূল্যেই অন্যের 'সাজানো ঘরের চেহারা"-কে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখে।

মনোজের নাটকের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করতে গেলে আরও স্ফীতিলাভ করবে এই ভূমিকা, কাজেই পাঠকের সম্ভাব্য ভ্রূকুঞ্চনের কথা ভেবে এবার কলম টেনে নেওয়ার সময় হল। যে দু-একটি কথা শেষ করার আগে বলতেই হবে তা এই: প্রথমত তাঁর নিজের বাছাই করা কথাগুলি বলবার জন্য মনোজ ফর্মেরও প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সম্ভবত তাঁর সমসাময়িক সকল নাট্যকারের চেয়ে বেশি করে। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক, সাধারণ নাটক ও একাভিনয়, বাস্তব ও রূপক, আর্ত থেকে উল্লসিত, প্রত্যক্ষ আর প্যারডি—প্রকরণ ও মেজাজের সবরকম আধারই তিনি প্রায় অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর সংলাপ এবং তৎসংক্রান্ত ভনিতি-বৈচিত্র্য এক কথায় অসামান্য। সত্তর দশকের হানাহানির সময়ে পুনর্লিখিত অশ্বত্থামার মর্মান্তিক হাহাকারকে তিনি যেমন ধরিয়ে দিতে চান,

> অশ্বত্থামা।। (গভীর ক্লান্তিতে) এই চৈত্র-নিশীথ আমার মর্মে মর্মে কী দাহ ছড়ায়! কী ঘোর চতুর্দশী নিশি...প্রবল বায়ু ..মহারাজ, আমাকে উদ্ধার করো...আমি বড় একা! (*থেমে*) একটা পাহাড়, কয়েকটা নদী, শুষ্ক প্রান্তর...কী দুর্গম অন্তহীন পথ অতিক্রম করে এসেছি...দুচোখে তপ্ত বালুকা....
>
> ...কে, কে বলে রে হত্যা...কে বলে রে গুপ্তঘাতক আমি...নীতিহীন অবিবেচক? ওরে মূর্খ, মানুষেরই দেখিস নীতি নেই...দেখিস না এই ধরণীর গাছে একটি পাতা নেই...তড়াগে নেই জলকণা! কাতারে কাতারে মৃতদেহ, শ্মশান শকুনি! এমন রিক্ত নিঃস্ব বিধবা ধরিত্রী। ওরে কোথা হতে আসে নীতি...কোথায় বাস করে পুণ্য! (*থেমে*) মহারাজ, বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত! বলো মহারাজ, আর হিংসা নয়, আর ধ্বংস নয়, সৃজন! ...বলো মহারাজ, যতো প্রাণ নাশ করেছি আমরা তত প্রাণ সৃজন করবো আমরা! বলো মহারাজ এই ধরণীর তৃণমূলে জল দেব! তাকে লালন করব! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে...

তেমনই তাঁর উচ্ছ্বসিত হাসির সংলাপ-তরঙ্গ পাঠক-দর্শককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তবু আমাদের একটু ক্ষোভ জাগে যে, মনোজ 'অশ্বত্থামার' মতো আর লিখলেন না নাটক। তার বদলে তিনি যা লিখলেন, তাঁর যে স্বরান্তর ঘটল তার মূল্য ছোট করতে চাই না। এখানেও মনোজের সংলাপের অসামান্যতা স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁর নানা চরিত্রের সংলাপে ইংরেজি শব্দগুচ্ছের ব্যবহার, কখনও 'পান্'-বিলাস ও মিলের উচ্ছলতা, কখনও সাধুভাষায় সংলাপ, ভুয়ো সংস্কৃত শব্দ, এবং সংলাপে উদ্ভট কল্পনা ও non-sequitur-এর প্রয়োগ

(অর্থাৎ যা যুক্তিসংগত উত্তর নয় তাকেই উত্তর হিসেবে চালানোর চেষ্টা, মজাদার গান ও ছড়ার ছড়াছড়ি, নাটকে একেবারে মহামারী কাণ্ড তৈরি করে। 'কেনারাম বেচারাম'-এ নগেন পাঁজা যখন পরিবারের ঘাড়ে নকল বেচারামকে অর্থাৎ কেনারামকে চাপিয়ে দেয়, তখন তার সুপারিশের সংলাপটি শোনা যাক—

> বেচারামবাবুর চেয়ে সব দিকেই বেটার। বেচারামবাবু দুবেলা ভাত খেতেন...ইনি একবেলা খাবেন, দরকার হলে এঁটোকাঁটা খাবেন...(কেনারাম ঘাড় নাড়ে), বেচারামবাবুকে কাপড় দিতে হত...ইনি শ্রীধরের ছেঁড়া গামছা পরে লজ্জা নিবারণ করবেন। বেচারামবাবুকে বিছানা বালিশ দিতে হত। ইনি রোয়াকে থান ইঁট মাথায় দিয়ে শোবেন—(কেনারাম ঘাড় নাড়ে), মাঝে মাঝে ঠ্যাঙাতেও পারেন। বেস্ট বাবা মশাই...আদর্শ হেড অব্ দি ফ্যামিলি!...[১৪]

পাতার পর পাতা জুড়ে মনোজের সংলাপের মণিমুক্তা তুলে দেওয়া যায়—কিন্তু পাঠক তাঁর নাটকসমগ্রই হাতে পাচ্ছেন, সুতরাং ভূমিকা-লেখকের কলম এবার সংযত হোক।

পবিত্র সরকার

১. এ তথ্য পেয়েছি আমার ছাত্রী শ্রীমতী প্রীতিপ্রভা দত্তের অপ্রকাশিত এম. ফিল্ থিসিস 'নাট্যকার মনোজ মিত্র' (১৯৯১) থেকে। এই ভূমিকা লেখায় তাঁর কাজটি আমাকে খুবই সাহায্য করেছে।
২. সম্পাদক সচ্চিদানন্দ চৌধুরী, সোনারপুর কৃষ্টি সংসদের মুখপত্র। ১৯৮৫ ডিসেম্বর, ৬ পৃ.
৩. দ্র. রথীন চক্রবর্তী (সম্পা) 'নাট্যচিন্তা' ১ম বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা (জুলাই-আগস্ট), ১৯৮২, ১০-১১ পৃ.।
৪. দ্র. নাট্যকারের 'কিনু কাহারের থিয়েটার—অলীক সুনাট্য রঙ্গে', ১৯৮৫, সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, ৪৯ পৃ.।
৫. 'চাক ভাঙা মধু', ৪০-১ পৃ.।
৬. ওই, ৬৩ পৃ.।
৭. 'এপিক থিয়েটার', ১৯৭৩, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (সেপ্টেম্বর)। প্রীতিপ্রভা দত্তের থিসিসে উদ্ধৃত।
৮. 'নৈশভোজ', কলকাতা, অপেরা, ৯৩ পৃ.।
৯. 'কাকচরিত্র ও অন্যান্য', ১৯৮৩, অপেরা ৬১ পৃ.।
১০. 'কেনারাম বেচারাম', ১৯৭৯, অপেরা, ১০৫-৬ পৃ.।
১১. 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', অপেরা, ৯৫ পৃ.
১২. পূর্বোল্লেখ, ১০৯ পৃ.।
১৩. 'অশ্বত্থামা ও তিন একাঙ্ক', ১৯৮৭, অপেরা, ৪১-৪২পৃ.।
১৪. পূর্বোল্লেখ, ৭৪ পৃ.।

চাকভাঙা
মধু

দুই বন্ধু

পার্থপ্রতিম চৌধুরী

ও

দুলাল ঘোষকে

চরিত্রলিপি

মাতলা	ফুকনা
জট্টা	ষষ্ঠি
শঙ্কর	প্রথম গ্রামবাসী
অঘোর ঘোষ	দ্বিতীয় গ্রামবাসী
বেহারা	বাদামী
বৃদ্ধ বেহারা	দাক্ষায়ণী

।। চাক ভাঙা মধু ।।

থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায়
প্রথম অভিনয় ১৬মে, ১৯৭২ ।। রঙ্গনা মঞ্চ, কোলকাতা
নির্দেশনা : বিভাস চক্রবর্তী

আলো : তাপস সেন
মঞ্চ : মহেশ সিংহ
সঙ্গীত : সৌরেশ দত্ত
মেক-আপ : শক্তি সেন

।। অভিনয়ে ।।

বাদামী : মায়া ঘোষ
মাতলা : অশোক মুখোপাধ্যায়
জটা : বিভাস চক্রবর্তী
ফুকনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়
দাক্ষায়ণী : মালা নাথ
শঙ্কর : রাম মুখোপাধ্যায় / মানিক রায়চৌধুরী
ষষ্ঠি : প্রীতম সরকার / বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপায় / চিত্ত দে
বেহারা : সমর দাশগুপ্ত / শিবনাথ চৌধুরী / কমল মান্না
বৃদ্ধ বেহারা : গৌরাঙ্গ গুহঠাকুরতা / নির্মল রায়
অঘোর ঘোষ : বিমলেন্দু ঘোষ

প্রথম অঙ্ক

[*বিকেলের হলদে কোমল রোদ্দুর মাতলা ওঝার জীর্ণ কুঁড়েঘরের চালে চিকচিক করছে। উঠোনে ছড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা গাছের ছায়া, অল্প অল্প কাঁপছেও। দাওয়ায় শরীর এলিয়ে ঘুমুচ্ছে বাদামী। তার ক্লান্ত কালিপড়া চোখেমুখে কী অসম্ভব হলদে নিষ্প্রাণতা! দূরে কোথাও একটা কাঠঠোকরা গাছের গায়ে একটানা ঠোঁট ঠুকছে। জংলা পাখি, ঘুঘু জাতীয়, মাঝে মাঝে ডাকছে। দাওয়ায় একটা দড়ির দোলনা টাঙানো, তার মধ্যে একটা ছেঁড়া মাদুরের টুকরো বসানো। দোলনাটা মৃদু মৃদু দুলছে, ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ উঠছে। অদূরের আলপথের ঢালু পাড় বেয়ে একটা লোক নেমে আসছে উঠোনের দিকে। মাতলা বাড়ি ঢুকছে। টান-টান পাকানো একগোছা শক্ত দড়ির মতো তার চেহারা—ঢ্যাঙা, খড়ি-ওড়া বুকপিঠ, অর্ধনগ্ন। চুপসানো পেট, রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, ভাঙাচোরা মুখ। মাতলার মাথায় একটা মাঝারি আকারের কলসি, মুখটা তার সরা বসিয়ে বাঁধা। মাতলার কোমরে একটা জালবোনা থলি, হাতে একটা ছোট সড়কি। উঠোনের একধারে যে ভাঙাচোরা বাঁশের মাচাটা রয়েছে, কলসিটা সে তার ওপর রেখে, জাল ও সড়কি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাদামীকে একচোখ দেখে, দাওয়ায় উঠে মাদুরটা খুলে নামিয়ে শূন্য দোলাটা গুটিয়ে চালের বাতায় গুঁজে রাখে। তারপর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে। বাদামী চোখ মেলে, হাই তোলে।*]

বাদামী॥ (*পরম আলস্যে*) বাপ!

মাতলা॥ অবেলায় ঘুমোস নে। ওঠ!

বাদামী॥ (*কাপড় ঠিক করে উঠে বসছে*) ফিরেছো তুমি!

মাতলা॥ কেনে, তুই কি ভাবলি, আর ফেরবো না?

বাদামী॥ সকালে যে রকম মাথা গরম করে চলে গেলে...

মাতলা॥ তাতে ভাবলি গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলতি লেগেছে তোর বাপে?

বাদামী॥ যাবার সময় বলে গেলে ভাতের জোগাড় না করে তুমি আর ফেরবা না!...সারাটা বেলা কুথায় ছিলে গো... আমি যে পথে পথে তোমারে কতো খুঁজে বেড়ালাম!

[*বাদামী হালুক-চালুক তাকায়, কিছু খোঁজে।*]

মাতলা॥ কেনে? পথে পথে ঘুরলি কেনে? তোরে না বলিচি অতো লড়াচড়া না করতি! প্যাটেরডারে মারবি!

বাদামী॥ (*লুব্ধ গলায়*) এনেছো কিছু? যোগাড় করতি পারলে কিছু? পারোনি? (*শূন্য জালের থলিটা কুড়িয়ে*) কিচ্ছু পাওনি, না? আজ তিন দিনের মধ্যি তুমি এট্টা দানাও জোটাতি পারলে না!... মরুক, কোন্ রাক্কোস এয়েছে প্যাটে—মরুক!

মাতলা॥ (*সহসা*) হুই দ্যাখ্ দ্যাখ্‌রে বাদাম—

[*কলসিটা দেখায়।*]

বাদামী॥ (*ঘুরেই কলসিটা দেখে*) খোলে কী আছে গো? আঁ, কলসি... হাসো কেনে, কী আছে?

মাতলা॥ সে আছে জিনিস একখান... একের লম্বরের জিনিস...

বাদামী॥ (উত্তেজিত) কী জিনিস—
মাতলা॥ বল্। বল্ দেখি তোর আন্দাজ...
বাদামী॥ আঁখের গুড়?
মাতলা॥ আঁখের গুড়! ত্তোস্ শালা! না না, তার চেয়েও ভাল মাল। ভাব, ভেবে বল্—
বাদামী॥ তো তালের রস! (*মাতলা হাসছে*) ধরিছি! এক কলসি তালের রস! (*জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে*) তাই না বলি, নাকে গন্ধ লাগে কেনে—
মাতলা॥ গন্ধ লাগে! (*মাতলা বেদম হাসে*) তোর গন্ধ লাগে! আঁই শালা তালের রসে এখন বেদম বোঁটকা গন্ধ না, শ্যালেও ছোঁয় না বলে, আর ও পায় রসের গন্ধ!

[*মাতলার হাসিতে বাদামী দারুণ প্রত্যাশায় উত্তেজিত হয়।*]

বাদামী॥ (*কলসি মুখো ছোটে*) কী বাপ? কী এনেছো!
মাতলা॥ (*লাফিয়ে উঠে বাদামীর পথ আটকায়*) অ্যাই-অ্যাই—হাত দিবিনে... আগে বল্—
বাদামী॥ হয়েছে, হয়েছে। (*খুব অবহেলায়*) ইঃ, রাশ দ্যাখো না, যেন ভারি একখান...
মাতলা॥ মধু...মধুরে বাদাম!
বাদামী॥ মধু!
মাতলা॥ হাঁ হাঁ মধু, মৌ! জিবে ঠ্যাকাবি তো জিবখানা এমনি (*হাত কাঁপায়*) করতি লাগবে পুরো সাত দিন। কী, এখন বল্, দেখাবো না রাশ? ...এক্কেরে চাক ভেঙে...
বাদামী॥ মৌচাক!
মাতলা॥ হুই গোদহের জঙ্গলে দুটো ঝাকড়া-শির গাবগাছ আছে না? তারই তল দে যাচ্ছি...তো হঠাৎ কানে এলো...
বাদামী॥ ভোঁ-ও-ও-ও...
মাতলা॥ ভাবি তবে তো হয়েছে! লিশ্চয় ধারেকাছে মাল আছে! যেমন ভাবা, তেমন দ্যাখা...হুই মগডালে পাতার আড়ালে এত্তো বড় বড় ধামার মতো দুই চাক...
বাদামী॥ বাপ!
মাতলা॥ এক্কে লাফে গাছে চড়ে দুই চাক পেড়ে ভেঙে দেখি...ঘন লাল টকটকে মধু... চাকের খোপে খোপে মধু... আর তার ভুরু ভুরু বাসে সারা জঙ্গল থৈ থৈ করতি লেগেছে।
[*শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক বাদামীর কশ বেয়ে জল গড়াচ্ছে, অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় দীর্ঘ টানে সেই জল মুখে টেনে নিয়ে আবার মাতলার কথা শোনে।*]
মাতলা॥ ধাঁ করে মনে পড়ে গেলো, বাদাম! বাদাম দু-রাত খায় নি...বাদাম কাঁদছে, তার বাপেরে শাপ পাড়ছে...বাদাম...
বাদামী॥ আর নেই? মাত্তর দুখান ছিলো চাক?
মাতলা॥ আঁই, ঐ দুখান পাড়তি গে বলে... চারপাশ দে বেড় দে ধরেছে আমারে...ভোঁ-ও-ও...হাল্ল্ হাল্ল্...
[*মাতলা হাল্ হাল্ ক'রে দু-হাতে ঘাড় মাথা পিঠ চুলকায়, যেন এক ঝাঁক ভোমরা এখনো তার চারদিকে।*]

পেছন-পেছন কদ্দূর ধাওয়া করেছে জানিস?

[*বাদামী সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। লোভে মুখচোখ উপচে পড়ছে তার। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বুড়ো জটা ঢুকছে। তার হাবভাব চালচলন সবই কুতকুতে ধূর্ত।*]

বাদামী॥ দাদা, ও দাদা! হেই দ্যাখো...বাপ কী এনেছে...

মাতলা॥ যা যা, খা! আশ মিটুয়ে খা। এসো কাকা। আজ মধু খেয়ে সব উপোস ভাঙি। (বাদামীকে) কই দে? দে না কেনে, প্যাট জ্বলে...মধু দে!

[*মাতলা অদ্ভুতভাবে হাসে। বাদামী দৌড়ে গিয়ে কলসির মুখ খুলছে। জটা সন্দিহান চোখে একবার মাতলার দিকে একবার বাদামীর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা ঠাওর করতে চাইছে, খুট খুট পায়ে সে বাদামীর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দড়ি খুলে কলসির ঢাকাটা একটু সরাতেই বাদামী তীব্র আর্তনাদ ক'রে ছিটকে পড়ে দূরে। হৈ হৈ করে হেসে ওঠে মাতলা।*]

জটা॥ (*চিৎকার করে*) গোক্ষুর! গোক্ষুর!

[*নিমেষে জটা কলসির মুখে ঢাকাটা চেপে ধরে।*]

মাতলা॥ (*বাদামীকে*) মরবিনে, মরবিনে...তোর বাপ-ঠাকুদ্দায় সাপের ওঝা...ভয় পাস কেনে আঁ?

জটা॥ (*ঝপাঝপ সরাটা বাঁধতে বাঁধতে*) এ গোক্ষুরের ছা তুই কুথায় পেলিরে মাতলা? এক চমকি যা দ্যাখলাম...দুকানে চক্চক্ করে দুখান খড়মের ছাপ! তুই যদি গোক্ষুর ধরতি যাবি তো মোরে সাথে নিলিনে কেনে মাতলা?

মাতলা॥ কেডা গেছে তোমার গোখরো ধরতি। গ্যালাম তো প্যাটের তাগিদে, তো পড়ে গেলো পথের পরে...আমি কী করবো আঁই?

জটা॥ ভাতের বদলি মিলে গেলো সপ্পো? (*খিলখিল করে হেসে*) তোর যে সেই ছিরিবচ্ছ রাজার গতিক রে ড্যাকরা।

মাতলা॥ থুঃ! একবার এমন থুক ফেলতি গে, বুঝলে কাকা, দেখি পা'র সামনে কুণ্ডুলি মেরে পড়ে আছে! ভাবি অত্তোবড় সাপটা কি আমার থুকির সাথে বুকির ভেতর থে উঠে এলো আঁ!

জটা॥ হ্যাঁ তা জিনিস এক্কেরে তোর পেত্থম সারির। দ্যাখা যায় না, বুঝলিরে লাতিনী, আজকাল ভাল মুনিষ্যিও লজরে আসে না, সুজাতের সাপও চট করে লজরে পড়ে না। সব যে কুথায় চলে গেল! (*কলসির গায়ে কান দিয়ে*) অই শোন...শোন্‌রে লাতিনী, গজ্জন ছেড়েছে... তোরে একখানা চুমো দেবে বলে চক্কোর তুলে গজ্জন ছেড়েছে!

[*জটা বিশ্রীভাবে হাসে।*]

বাদামী॥ (*রাগে ফুঁসছে*) কেনে বললে মধু! কেনে বললে মিছে কথা? কুথে এট্টা সাপ ধরে এনে বলে...

জটা॥ (*খিটখিট করে হেসে*) চাক ভাঙা মধু!

বাদামী॥ (*ভেংচি কেটে*) ইঃ, দ্যাখা মাত্তর তোর মুখটা মনে পড়লো বাদাম...দু রাত্তির খাসনি তুই! আমারে লোভ দ্যাখালে কেনে?

[*মাতলার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাদামী, দু'হাতে তার চুল টেনে ধরে।*]

মাতলা॥ (*সহসা ঘুরেই বাদামীর গালে একটা চড় বসিয়ে*) আবাগের বিটি! জন্মের মতো বাক্ বন্ধ হয়ে যাক্ তোর!

জটা॥ যাক্। হুঁ! ছুঁড়িডার বড্ড কথার কামড়!

মাতলা॥ দেখতি পাসনে আমার অবস্থা! বুকির পরে ভর দে ঘষটে ঘষটে চলিচি এট্টা সরিস্রেপোর মতো...কেনে, ভাতার তোরে আমার ঘাড়ে তুলে দে গেছে কেনে? মুখ সামলে কথা বলবি!

জটা॥ অরে তোর দিদিমায় যে এক লাগাড়ে সতেরো দিন পাকুস্থলীতে কিল মেরে পড়ি থেকে, শ্যাষে গাঙে ঝাঁপ দিলো...তবু শ্যাষ মুহূত্তেও এট্টা বেফাঁস বাক্যি বলেছে আমারে? বল্ মাতলা, কি রকম সতীলক্ষ্মীর মতো হাসতি হাসতি লেমে গেছে গাঙে, পাড়ের লোকে তাই না দেখে...ঠেকানোর কথা ভুলে গে, দেখেছে—আর ধন্যি ধন্যি করেছে...

মাতলা॥ আর এ বিটি খালি ছোবলায়... খালি ছোবলায়...

[*বাদামী দাওয়ার খুঁটিতে মাথা গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে।*]

জটা॥ দে, ছুঁড়িডারে দূর করে দে...

মাতলা॥ কী বললে?

জটা॥ দে তাড়ায়ে...

মাতলা॥ বটে!

জটা॥ বটে! দ্যাখ আমার লাতজামাই তো তার কাজ হাসিল করে সরে পড়েছে, তুই কেনে বয়ে বেড়াবি? খালাস করার সময় কিছু না হোক এট্টা কুড়ি ট্যাকা লাগবে। কুথায় পাবি? লয়তো দে, খসায়ে দে!

মাতলা॥ (*চাপা গর্জনে*) কী...?

জটা॥ লষ্ট করে দে। ওই লেতাই কাওরার মা'রে সময়মতো এট্টা খবর দিলি এক্কেবেলায় কম্মো ফর্সা করে দে যাবে বিটি। উস্তাদ! কতো যে পোয়াতির গভ্য পাতন করেছে মাগী!

[*বাদামী চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছিল। এবারে শিউরে উঠল।*]

মাতলা॥ কাকা! তুমি এট্টা মানুষ খুন করতি বলো?

জটা॥ হাঁ হাঁ...(*সহসা ঘাড় তুলে মাতলার মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়োর আত্মারাম খাঁচাছাড়া*) *হেই! হেই মাত্‌লা! হেই!*

[*জটা পালাতে যায়, মাতলা বাঘের থাবা চাপায় তার ঘাড়ে।*]

মাতলা॥ যা আনি তোমারে ভাগ দিই বলে এখনো মড়া তুমি চরে বেড়াও! আর এত্তোবড় সাহস তোমার—

জটা॥ (*ডুকরে ওঠে*) অই শালী আজ তিনদিন আমারে কিছু খাতি দেয়নি রে মাতলা—

মাতলা॥ আমারই জোটে না, তা তোমারে দেবে কি আকাশ থে পেড়ে এনে? কেনে, তোমার দুবেলা খ্যাঁটন যোগাতি হবে এমন কোনো বাধকতা আছে আমার?

জটা॥ কেনে দিবিনে! তুই আমার ভাইপো না?

মাতলা॥ ভাইপো! নিজের ছেলেগুলোরে অকালে সগ্যে পাঠায়ে সব্বোনেশে বুড়ো তুমি এখন ভাইপো মারাতি আসো। হাঁটো! হেই দ্যাখো—সামনে থে যদি না সরে যাও তো ললাটে আজ বিস্তর ফ্যাসাদ তোমার। তোমার মুখ দেখলি আমার রক্ত লেচেছে মাথায়!

বলে প্যাটের বাচ্চাডারে নষ্ট করে দে—(সহসা মাতলা জটার দিকে ছোটে) ঠ্যাং দুখান খুলে নেব তোমার—

[মাতলা ছুটে যেতে জটা কুঁজো হয়ে দুদ্দুড় করে পালায়।]

মাতলা॥ (বাদামীর কাছে এসে) অ্যাই কাঁদিস নে...ফের বলি কাঁদিস নে...ঠ্যাঙানি খেয়ে মরে যাবি বলে দিচ্ছি বাদাম। থাম! হেই বাদাম! এঃ! দুঃখু যে শরীলে এক্কেরে হাডুডু খেলতি লেগেছে!

[মাতলা এক ঝটকায় বাদামীর মুখের কাপড়টা টেনে সরায়। বাদামীর দু চোখ লাল, জলে টলমল।]

মাতলা॥ বাদামরে—(একটু থেমে) ভয় পাস কেনে, আঁ? ওরে না, না, মারবো না...ভূমিষ্ঠ হবার আগে তোর ছেলেরে মারতি পারি আমি? (বাদামী উঠে সরে যাচ্ছে) ঠিক তারে পিথিবীর আলো বাতাস দেখায়ে দেবো আমি—সে যখন দেখতি এয়েছে, তারে ফেরাবো না...

বাদামী॥ সে যে অনেক ট্যাকার ধাক্কা!

মাতলা॥ সামলাবো, যেমুন করে পারি ট্যাকা আনবো জোটায়ে—

বাদামী॥ হুঁ! কি করে পারবা তুমি—

মাতলা॥ আরে না পারি, মহাজনের কাছে গে হাত পেতে দাঁড়াবো!

বাদামী॥ কদ্দিন তো করলে ঘোরাঘুরি, পেলে কিছু? দেবে না, সে আর তোমারে সহজে কিছু দেবে না! এই ভিটেখানা যতোক্ষণ না তার কাছে বাঁধা রাখো!

মাতলা॥ তো রাখবো তাই!

বাদামী॥ না, আমার জন্যি কি তুমি সব্বোস্বান্ত হবা? যা কপালে থাকে হোক! (চোখ মুছে) বাপ! আগুন ধরাই—?

মাতলা॥ কেনে?

বাদামী॥ পোড়াই...

মাতলা॥ (তীরের মতো সোজা হয়ে) কী পোড়াবি?

বাদামী॥ খাবানা? কুনোদিন মুখে তুলিনি, কিন্তুক, শ্বশুরবাড়ি শুনিচি আগুনে ঝলসে নিলি...

[বাদামী কলসিটা দেখায়।]

মাতলা॥ না। ওটারে আমি পোষ মানাবো।

বাদামী॥ পোষ!

মাতলা॥ হাঁ পোষ! বিষ দাঁত ছোটাবো না...গায়ে পা চাপায়ে উয়ার আমি ত্যাজ বাড়াবো...

বাদামী॥ এই এত্তোখানি ছোবল তুলেছে আমার দিকি!

মাতলা॥ আরো এত্তোখানি তোলাবো। তারপর মরার কালে উয়ারে আমি ছুঁড়ে মেরে যাবো পিথিবীর বুকি! যতো বজ্জাতে মিলে আমার যে সব্বোনাশ করেছে—

[অদূরে কয়েক জনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চড়া গলায় তারা জটলা করছে। উঁচু পাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে জটা, পড়ি-মরি ছুটতে ছুটতে। জটার গলা কাঁপছে, সর্বাঙ্গ থরথর করছে, হাতের লাঠিটা ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে।]

জটা ॥ মাতলা—অ মাতলা—অরে মাতলারে—

মাতলা ॥ হলো কী!

জটা ॥ অরে...অরে...কী শোনলাম, আমি কী শোনলাম!

মাতলা ॥ কী শুনলে?

জটা ॥ শুনলি! অরে লাতিনী শুনলি? শুনলি তোরা অরে...অরে...

বাদামী ॥ আরে খালি হাপসি কাটো কেনে?

মাতলা ॥ (*একখানা চড় উঁচিয়ে*) হেই দ্যাখো...

জটা ॥ অরে কত্তা! কত্তামশাইরে...

মাতলা ও বাদামী ॥ কত্তা?

জটা ॥ হাঁ হাঁ কত্তা! হাঁড়িফাটা কত্তারে...অঘোর ঘোষ—

মাতলা ॥ অঘোর ঘোষ!

বাদামী ॥ ইদিকে আসে!

মাতলা ॥ হেইরে!

জটা ॥ (*পূর্ববৎ*) অরে শোন্ অ মাত্তলা...অ লাতিনী শোন...

মাতলা ॥ আর কি শোনবো? এসে মাত্তর লাল খ্যাতাটা মেলে ধরবে সামনে...

বাদামী ॥ হাতে সুদ না ধরাতি পারলি—

মাতলা ॥ পেছনে দুই লাথি মেরে ধারে কাছে যা পাবে সব ফর্সা করে নে যাবে...(*ডিঙি মেরে দূরে চেয়ে*) কদ্দূর? হেইরে বাদাম!

বাদামী ॥ আমি বাগানে গে গা-ঢাকা দে বসি।

মাতলা ॥ যা, মোট্টে শব্দ করবিনে...

জটা ॥ (*তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না*) অরে লা, অরে লাতিনী...দাঁড়া!

মাতলা ॥ এ অনামুখো বুড়োডারে কি করতি হয় বলো দেখি। এত্তোবড় একখানা খবর তুমি একদমে বলতি শেখোনি! (*জটা কিছু বলতে যায়*) চোপ্!

বাদামী ॥ তুমি যাও, ওই নারকোল গাছটায় চড়ে বসো...

মাতলা ॥ শালা পলাতি পলাতি জীবন গেলো রে...

[*মাতলা কি করবে না করবে ঠিক করতে করতে হাতের মাথায় সাপের কলসিটা দেখে সেটা নিয়ে ঘরে ঢুকল।*]

বাদামী ॥ (*জটার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানে*) এসো...এসো আমার সাথে...

জটা ॥ অরে কুথায় পালাস! (*খুব ক্ষেপে জটা বাদামীর গায়ে লাঠির বাড়ি মারে*) অরে তোর অঘোর ঘোষের কাঁথায় আগুন! সে যে মরে যাচ্ছে...

[*মাতলা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে থমকে*—]

মাতলা ॥ কী যাচ্ছে?

জটা ॥ (*চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে*) মরে...মরে..মরে যাচ্ছে।

মাতলা ॥ মরে যাচ্ছে!

জটা ॥ হাঁ হাঁ, তারে আর কুনোদিন সুদির তাগেদায় আসতি হবে লা! মরে যাচ্ছে! আর কুনো ভয় লাই। মাতলারে, সত্যি?

মাতলা॥ সত্যি কি না, তা আমি কি করে বলবো, খবর আনলে তুমি।

বাদামী॥ তুমি শুনলে কুথায়?

জটা॥ ওই পথে। সব বলতি বলতি যায়...

[বাদামী ছুটে পথের দিকে গেল।]

মাতলা॥ শালা মরুক!

জটা॥ মরুক...মরুক...মরলি বেঁচে যাই। আমার কাছে পাঁচ কুড়ি টাকা পেতোরে...

মাতলা॥ কাকা! (ছুটে গিয়ে জটাকে বুকে জড়িয়ে) শালা তুমি এতোক্ষণ বলোনি কেনে......

জটা॥ অরে আমি তো বলার আয়োজন করি, তো তোরা যে বাপ-বিটিতে খ্যামটা শুরু করলি—

মাতলা॥ (বগলের নিচে একটা কল্পিত ঢাকে কাঠি দিয়ে) ধাঁই কুড়্ কুড়্—ধাঁই কুড়্ কুড়্ —ধাঁই ধাঁই ধাঁই—

জটা॥ অঘোর ঘোষ লেই, সুদ লেই—

মাতলা॥ কুড়্ কুড়্ ধাঁই—কুড়্ কুড়্ ধাঁই—

জটা॥ ধাঁই ধাঁই—উদিকে ধাঁই ধাঁই বিষ চড়েছে তার মাথায়—

[বাদামী ফিরছে—]

মাতলা ও বাদামী॥ বিষ!

জটা॥ হাঁ হাঁ বিষ। বিষ ধাওয়া করেছে তার মাথায়। এই মস্তকে।

মাতলা॥ বিষ কেনে?

বাদামী॥ কত্তা কিসে মরে গো—

[দ্রুতপায়ে মুসলমান চাষী ফুকনা ঢোকে। আলের ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাঁকিয়ে সাপের ফণা তোলে।]

ফুকনা॥ ফোঁ-ও-ও-স!!

বাদামী॥ (শিউরে ওঠে) সাপে কেটেছে!

ফুকনা॥ (আনন্দে ফেটে পড়ে) ফোঁস্ ফোঁস্ ...ঘ্যাচ্!

বাদামী॥ কী সাপ?

ফুকনা॥ কালাচ! কালাচ!

জটা॥ কালাচ!

মাতলা॥ কালাচের ছোবল! কি করে খেলো সে? আঁ?

ফুকনা॥ আরে শুনতে পাচ্ছি দুপুরে ভোজন সেরে অঘোর ঘোষ দালানে শুয়েছিলো...যেমন রোজ শুয়ে থাকে...তারপর কখন ঢুলে পড়েছে... ব্যস্ ওই নিদের ভেতরেই কুথে এট্টা কালাচ ছুটে এসে পা-র পরে একখান ছোবল ঝেড়েই সরে পড়েছে...

[বাদামী কেঁপে উঠল।]

মাতলা॥ ঘুমির ভিতর বিষ যে দশ পায়ে চলতি লাগে গো...

ফুকনা॥ তবে? সে ঘুম আর ভাঙেনি, ভাঙবে নি।

মাতলা॥ চুলাই খাবে হে? ব্যর করি...

ফুকনা॥ আনো।

[মাতলা উঠানের একটা জংলা কোণে অগ্রসর হতে জটা টেনে ধরে।]

জটা॥ অরে লা লা, রেতে হবে...উচ্ছব হবে...

মাতলা॥ (প্রবল আনন্দে জটাকে তুলে ধরে এক পাক ঘুরে) হৈ কাকা!

বাদামী॥ বাপ! (বাদামীর গলার স্বরে সবাই মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল) এট্টা মানুষ মরে যায়, আর তোমরা নাচতি লেগেছো!

ফুকনা॥ ইবার যে লেচে লেচে বেঁচে থাকবো রে! আহা মুশকিল আসান করে পীর গাজী গো...আহা মুশকিল আসান করে...

[গাইতে গাইতে ফুকনা বেরিয়ে গেল।]

বাদামী॥ চলো...

[জটা ও মাতলা তখনো হাঁপাচ্ছে, ঘামছে।]

মাতলা॥ (কোঁচায় মুখ মুছছে) কুথায়?

বাদামী॥ কত্তামশায়ের বাড়ি!

মাতলা॥ কেনে?

বাদামী॥ কেনে আবার কি! তারে ঝাড়াতি হবে না?

জটা ও মাতলা॥ (দৈববাণী শুনলেও এত আশ্চর্য হতো না) আঁই?

বাদামী॥ জানো না, ওঝার কানে খবর গেলি ছুটে যাতি হয় রুগীর ঠাঁয়? চলো...

মাতলা॥ ও কাকা, এ ছুঁড়ি বলে কি! যে আমার সব্বোস্ব গেরাস করেছে, আমি যাবো তারে ঝাড়াতি!

বাদামী॥ কী কথা কও তোমরা? মানুষটা মরে...

মাতলা॥ ভগবান তারে লিচ্ছে, আঁ! আমি যাবো ভগবানের মুখের গেরাস কাড়তি? সেটা অলেয্য হবে না কাকা?

জটা॥ হবে লা? চুলকে ঘা বাঁধাবার মতোই হবে।

বাদামী॥ তোমরা মানুষ না আর কিছু...

মাতলা॥ হেই বাদাম! উসব কথা ছেড়ে কাঠপাতা জ্বালা...প্যাটের ভেতর ছুঁচোয় নেত্য করে তিন দিন...

[মাতলা ঘরে ঢুকছে।]

জটা॥ জ্বালা! জ্বালা! (থেমে) মাতলা আজ রেতে দুটো অন্নের বন্দোবস্ত করতি পারবি?

মাতলা॥ করতি হবে! তো দাঁড়াও!

[মাতলা ঘরে ঢুকে যায়।]

বাদামী॥ বাপ না যদি যায়, তুমি চলো দাদা।

জটা॥ (রসিকতায় গান ধরে) চলো চলো চলো রাই...বেন্দাবনে যাই...গ্যাঁজার কল্কে ধরাই...

বাদামী॥ বলি কানে যাচ্ছে? দাদা, তোমরা ওঝা হয়ে...

জটা॥ (পূর্ববৎ গানের সুরে) আমি মেয়েলোকেরে ঝাড়াতে পারি, পুরুষের বিদ্যে জানা নাই—

বাদামী॥ উর্যো বুড়ো!

[*বাদামী জটার গাল ঠুসে দিয়ে বাইরে যাচ্ছে*—]

জটা॥ ও লাতিনী কুথায় যাস?

বাদামী॥ (*জটার ভঙ্গি নকল করে*) আজ রেতে দুটো অন্নের বন্দোবস্ত করতে পারবি? (*মাতলার গলায়*) করতি হবে! তো দাঁড়াও!

[*বাদামী বেরিয়ে যেতে জটা খুশী মনে এসে বসে। দূর থেকে মাতলাকে ডাকতে ডাকতে তীরের মতো ছুটে এল দাক্ষায়ণী ঠাকরুন। বয়স সঠিক জানা যায় না, তবে যৌবনোত্তীর্ণ, তবু নানাদিকে সক্ষম, একটু বেটপকা লম্বা। ধবধবে সাদা থানের ওপর সরু কালো পাড়টা দাক্ষায়ণীর দেহে সাপের মতো কিলবিলিয়ে উঠেছে। মুখখানা দেখলে সারাক্ষণ একটা গোপন কেলেঙ্কারির কথা মনে পড়ে।*]

দাক্ষা॥ (*দূরে*) মাতলা! ওরে মাতলারে...(*ঢুকে হাউমাউ করে ওঠে*) এই জটা...জটু ওরে তোর ভাইপো কইরে? ও জটু, দাদাকে আমার সাপে খোবল মেরেছে রে...

জটা॥ কও কি! তাই লাকি গো!

দাক্ষা॥ ওরে দেখতে দেখতে কী সব্বোনাশ হয়ে গেলো রে! কেউ আমরা একটু বুঝতে পারিনি। ভালোমানুষ ঘুমুচ্ছে, ...ওমা, আমি রোদ পড়তে ছানাটুকু কেটে নিয়ে ডাকতে গিয়ে দেখি...ওরে কী সব্বোনাশ হলো রে, দাদা যদি আর আমার না বাঁচে...

জটা॥ আহাহা বড্ড ভালো লোক ছিলেন গো তোমার ভাই, আপদেবিপদে আর কার কাছে গে হাত পেতে দাঁড়াবো...

দাক্ষা॥ বল্, ওরে তোরা বল্। গাঁয়ের কতোবড় একটা বল-ভরসা ছিলেন তুই বল্ জটু। অথচ দ্যাখ আজ তাঁর এই বিপদ, আর সারা গাঁয়ে একটা লোক পাওয়া গেলো না, যাকে দিয়ে তোদের একটু খবর পাঠাবো...

জটা॥ কেনে, লোক পাওয়া গেলো না কেনে?

দাক্ষা॥ শুনতে পাচ্ছি দাদা নাকি গাঁসুদ্ধু মানুষের পাকা ধানে মই দিয়েছে।

জটা॥ শুনতি পাচ্ছো?

দাক্ষা॥ এখন শুনতে পাচ্ছি, যখন লোকটা মরতে পড়েছে। আগে কোনোদিন শুনেছিস?

জটা॥ লা!

দাক্ষা॥ আর যদি সে দিয়েও থাকে মই, তাই বলে এখন সেকথা মনে রেখে দূরে দাঁড়িয়ে ধম্মো দেখতে হবে? (*সহসা লাফিয়ে উঠে দাক্ষায়ণী পোঁ পোঁ ছুটে যায় বাইরের দিকে*) দ্যাখ্, কতো ধম্মো দেখবি দ্যাখ্! হাতি হাবড়ে পড়লে ব্যাঙেও ওই রকম চাঁটি মারে! দিন আসবে না, দিন আসবে না আমাদের? ভেবেছিস কি...সবাই তোদের মতো ছ্যাঁচড়া! তাকে বাঁচানোর কি কেউ নেই? ...মাতলা কইরে জটু?

জটা॥ মাতলা! মাতলা আবার কেডা!

[*বলেই জিব কাটে।*]

দাক্ষা॥ (*ঘরের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে*) মাতলা, ওরে মাতলা...

[*দ্রুত শঙ্কর ঢোকে। অঘোর ঘোষের ছেলে। বয়স পঁচিশ। অল্প বয়সে আড়তদারি করে চেহারায় সে মুরুব্বিয়ানার পাক ধরিয়েছে। ধুতিটা একটু তুলে পরা, গায়ে ছিটের শার্ট।*

বুক পকেটে কাগজ ও পেন গোটাকয়। কব্জিতে ঘড়ি। সেটা সে ঘন ঘন হাত ঘুরিয়ে দেখে।]

শঙ্কর॥ ডেকেছো? পেলে?

দাক্ষা॥ (আরো জোরে) মাতলা!

শঙ্কর॥ বাড়ি নেই?

জটা॥ ওহো, তাইতো! সে তো ব্যড়ি লেই গো ঠাকরুন।

শঙ্কর ও দাক্ষা॥ বাড়ি নেই?

জটা॥ লা, সে তো গেচে চাঁদমারির হাটে...

শঙ্কর॥ চিত্তির!

দাক্ষা॥ হাটে গেছে!

জটা॥ হাঁ, কেনাকাটা আছে।

দাক্ষা॥ কেনাকাটা! ওরে মাতলার আবার কি কেনাকাটা?

জটা॥ আছে আছে। কদ্দিন বাদে আজ হাটে গেলো...মাছ শাক কেনা আছে...মেয়ের পায়েস খাতি সাধ হয়েছে, তার চাল কেনা আছে.. লতুন কাপড় একখান...আর আমার জন্যি এট্টা আলারস কেনারও ইচ্ছে আছে...

শঙ্কর॥ (খপ্ করে জটার হাত চেপে ধরে) সে না থাকে, তুমি চলো কত্তা।

জটা॥ আমি?

শঙ্কর॥ চলো, বাবার অবস্থা খুব খারাপ!

জটা॥ কিন্তুক আমার তো মন্তর তন্তর স্মরণ লেইগো দাদা...

শঙ্কর॥ চলো তো! ...ঠিক মনে পড়বে...

জটা॥ ছাড়োগো ছাড়ো! অ ঠাকরুন, তুমি তো জানো আমার কিছু স্মরণে থাকে না। তিন তিনটে ছেলে ছিলো...কবে মরে ছেড়ে গেছে...আজ তাদের কথাই মনে পড়ে না...(হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) যাও, কত্তামশাইরে তুমরা শহরে লে যাও।

শঙ্কর॥ সেতো নিয়ে যেতেই দেড়দিন...

দাক্ষা॥ তার মধ্যে সব্বোনাশের কিছু কি আর বাকী থাকবে বাবা?

জটা॥ তা লয়তো দ্যাও, এট্টা ভেলায় চাপায়ে গাঙে ভাসায়ে দ্যাও...

শঙ্কর॥ ভাসিয়ে দেবো? (ফ্যাকফ্যাক করে হেসে) ননসেন্স!

জটা॥ দ্যাওগে, গাঙের পাড়ে কত বড় বড় গুণিনের বাস! যদি ভাসতি ভাসতি কত্তার ভেলা তাদের লজরে পড়ে যায় তো বেঁচে গেলো তোমার বাপ। বলো তো, ঝট্ করে একখান ভেলা বানায়ে দি?

[বাদামী বাইরে থেকে ঢোকে। তার হাতে মাটির সানকিতে কচুপাতা ঢাকা দেয়া ভাত।]

বাদামী॥ কী করে বলতি পারলে তুমি গাঙে ভাসানোর কথা? কী করে উশ্চারণ করতি পারলে মুখি? (বাদামী শঙ্করকে দেখে ঘোমটা দেয়) ভয় পেয়ো না গো দাদাবাবু, আমার বাপ যতোক্ষণ আছে, আপনার বাপের কোনো ভয় নেই। (ঘরের দিকে তাকিয়ে) বাপ!

দাক্ষা॥ বাপ?

বাদামী॥ ও বাপ শুনে যাও...এই দেখে যাও কারা তোমারে ডাকতি এয়েছে!

[*দাওয়ায় সানকি রাখে।*]

দাক্ষা॥ বাপ ঘরে?

জটা॥ লা! লা! অ লাতিনী কি বলিস, মাতলা না হাটে গেলো!

বাদামী॥ শোনো কথা। বাপ আমার মরা গরিব...বনের শাকপাতা কুড়োয়ে সে খায়, হাটে যাবার বাবুয়ানি তার আসে কুখে শুনি?

জটা॥ তো তা যদি না গে থাকে, তবে লিশ্চয় তার শরীল খারাপ হয়েছে। কি বলিস, ভেদবমি মতো হয়েছে ন্যা?

[*চোখ টেপে ঘন ঘন।*]

বাদামী॥ (*গর্জে ওঠে*) ভেদবমি তোমার হোক্।

জটা॥ (*তারস্বরে*) তালে তুই কি বলিস, মাতলা ঘরে আচে?

বাদামী॥ (*সজোরে*) আছে! আছে ঘরে...

জটা॥ (*জোরে*) মাতলা! হেই হারামজাদা নিব্বুংশের বেটা...(*থেমে*) অই দ্যাখো, ঘরে থাকলি অত্তো গালাগালি দেবার পর ছুট্টে আসতো না আমারে মারতি? সে লেই!

বাদামী॥ দ্যাখবা, দ্যাখবা সে আছে কি নেই! দেখাবো?

জটা॥ মাতলারে, আচিস ঘরে? না থাকিস তো বলে দে!

[*জটা হতাশ হয়ে দাওয়ায় বসে পড়ে।*]

দাক্ষা॥ (*চাপা গলায়*) ও শঙ্কর...কি বুঝছিস...কি করবি?

[*শঙ্কর কায়দা করে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে আড়চোখে বাদামীকে দেখিয়ে দেয়।*]

ওরে ও মেয়ে, গাঁয়ে তোরা থাকতে এটুকু বিপদে ভাবছি কেন আমরা, অ্যাঁ, কেন ভাবছিরে? (*শঙ্করকে দেখিয়ে*) জানিস ও কে!

বাদামী॥ কেনে না জানবো! দাদাবাবু বড়ো হয়ে গেচেন...তা বলে না চেনবো কেনে? ছোটোবেলায় কতো না গেচি তুমাদের পুকুরি শাপলা তুলতি...তখন কতো দেখিচি! নেকাপড়া করে দাদাবাবু সেবারি কতো বড় পাস দেলেন, আঁ...

শঙ্কর॥ বড়ো না, ছোটো! আই. কম.। পাস হয়নি। (*ঘড়ি দেখে*) ওদিকে সাগঞ্জে কি হচ্ছে কে জানে পিসি...

বাদামী॥ (*দাক্ষাকে*) সাগঞ্জে দাদাবাবুর আড়তখানা কি...আঁই! কত্তো বড়ো!

শঙ্কর॥ বড়ো না, ছোটো। ভেলি আর খোলের। ঝাঁপ বন্দ দেখে ব্যাপারিরা সব ফিরে যাবে গো...নাঃ, সর্বদিকেই আজ চিত্তির!

বাদামী॥ না হয় এট্টা দিন আমাদের দেখে যান দয়া করে...আসেন তো না...আমাদের কথা কি আর মনেও পড়ে...

শঙ্কর॥ পড়ে, বলো পিসি, সর্বক্ষণই পড়ে...(*থেমে*) শোনোতো পিসি, ওর বাবা কি চায়?

বাদামী॥ অ্যাঁ...

শঙ্কর॥ মানে এটা যখন তার পেশা, নিশ্চয়ই রুগী ঝাড়িয়ে সে কিছু আশা-টাশা করে? টাকা পয়সা বা...বা কোনো পুরস্কার-টুরস্কার! আচ্ছা সাধারণত কি নিয়ে থাকে সে! আচ্ছা তার রেট কি, রেট!

দাক্ষা॥ বল্ না বল্, এতে আবার লজ্জা কিরে...মুখ ফুটেই বল্...

শঙ্কর॥ বলতে বলো পিসি, বিনি পারিশ্রমিকে তাকে দিয়ে খাটিয়ে নেবো, আমি সে ধাতুর মানুষই না!

দাক্ষা॥ আচ্ছা ডাক তোর বাবারে। শুনি, কি পেলে সে ...ওরে মাতলা...

শঙ্কর॥ উঁহু, সে বাড়ি নেই পিসি...(*সহসা বাদামীকে*) বাবা বোধহয় আশপাশে কোথাও গেছে...না?

বাদামী॥ (*লজ্জায় তাড়াতাড়ি*) হ্যাঁ...

শঙ্কর॥ ঠিক আছে, ওকে বলো পিসি, আমরা বাইরে দাঁড়াচ্ছি, এর মধ্যে ফিরলে, তাকে যেন ও বুঝিয়ে বলে...অবশ্য বলার কিছু নেই...এ তো জানা কথাই...বাবার এ অবস্থার কথা শুনলে আর কেউ না আসুক, মাতলা নিশ্চয়ই আসতো, নিশ্চয়ই ছুটে আসতো...শোনো...বলে যেন সে যা চায়, মানে যা তার প্রাণে চায়, যেন চেয়ে নেয়, অ্যাঁ! এ ব্যাপারে কত্তার কাছে আর কি চাইবো, এরকমটি যেন না করে...বুঝলে?

বাদামী॥ যাও বাবুমশায়রে তোমরা এখানে নে এসো...

দাক্ষা॥ এখানে?

বাদামী॥ হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে! যাও গো পিসি, দেরি কোরো না...আকাশের অবস্থাখানা দেখেছো! কালবোশেখী নামতি পারে গো!

দাক্ষা॥ আবার এদ্দূরে টেনে আনবো? যার ভরসায় আনবো, সেই তো...

বাদামী॥ ইখানে না আনবা তো কি গাঙে ভাসাবা? এট্টা বেবস্থা করতি হবে তো, নাকি? চলে যাও, কত্তারে নে চলে এসো। আমি যেমন করে পারি বাপেরে হাজির রেখে দেবো, তা'লে তো হলো!

শঙ্কর॥ চলো চলো—

[*দাক্ষায়ণী ও শঙ্কর বেরিয়ে গেল। হুড়মুড় ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মাতলা।*]

মাতলা॥ (*বাদামীর পেছনে দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে*) অ্যাই!

[*বাদামী ঘুরেই দেখে মাতলার ভূতের মতো মুখ।*]

ঘরে আচি বললি কেনে!

জটা॥ দেখলি, তুই দেখলি মাতলা, মুখখানা ও শালী আমার কি করে পোড়ালে...

মাতলা॥ আমি কুথায় ঘাপটি মেরে পড়ে আচি মাচার তলে...টুঁ্যা শব্দ করিনে...

জটা॥ আমি কুথায় তাই না ট্যার পেয়ে শালা এট্টা-এট্টা হুড়কো মারি.. একবার চাঁদমারি, একবার ভেদবমি...আর ও শালী ততো এট্টা-এট্টা-এট্টা করে খুলে দ্যায়!

মাতলা॥ (*বাদামীর চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে*) ধম্মোপুত্তুর সত্যবান হয়েছেন! বাপ ঘরে আছে! (*চুল ছেড়ে*) শ্যাষপজ্জন্ত সেই ঝাড়ায়ে দিতে হয় নাকি কাকা?

জটা॥ লা লা। আমার কাছে পাঁচকুড়ি ট্যাকা পাবে, ঝাড়াবার কথা মনেও লিসনে...

মাতলা॥ কিন্তুক বাড়ির পরে এনে হাজির করে যে...

জটা॥ চল্, সরে পড়ি!

মাতলা॥ তাই চলো—

বাদামী॥ যাচ্ছো যাও, আমি কিন্তুক বাবুদের বলে দেবো—

সুন্দরম্ প্রযোজিত
পরবাস
অভিনয়ে—মনোজ মিত্র

সুন্দরম্ প্রযোজনা
অলকানন্দার পুত্রকন্যা
অভিনয়ে— মনোজ মিত্র,
ত্রা সেন ও শুভ্র মজুমদার

সুন্দরম্-এর নৈশভোজ—অভিনয়ে মনোজ মিত্র ও দুলাল লাহিড়ী।

জটা॥ মেয়েডা বড্ড পেছনে লেগেছে তো মাতলা!

মাতলা॥ হেই বাদাম! বলবি বাপ ভাতের যোগাড়ে গেছে।

বাদামী॥ তোমরা পালাচ্ছো!

জটা॥ (মাতলাকে) দেখলি?

মাতলা॥ কেডা পালাচ্চেরে, কেডা পালাচ্চে!

বাদামী॥ তোমরা! কত্তারে বাঁচাবার ভয়ে!

মাতলা॥ হেই বাদাম! মেলা ট্যাফো করবি তো মুখি কাপড় গুঁজে ফেলে রেখে যাবো!

জটা॥ অ্যাই অ্যাই শালী! আমরা যাচ্ছি বলে বাগানে। থলি গুড়গুড় কচ্চে তাই।

বাদামী॥ থলি?

জটা॥ হাঁ রে হাঁ, থলি! পাকুস্থলী! (পেট ফুলিয়ে) এই যে—

বাদামী॥ হঠাৎ গুড়গুড় কচ্চে কেনে?

জটা॥ কেনে কি রে! বড্ডো বড়ো ভোজন হয়ে গেছে! হেউ! চল মাতলা...

বাদামী॥ তিনদিন না খেয়ে বড্ডো লম্বা-চওড়া ঢেকুর তোলো দেখি! আর দুজনের প্যাট একসঙ্গে মোচড় মারে!

জটা॥ মারে! (মাতলাকে) হেই মাতলা, ধর গামছা, বাঁধ শালীর মুখ!

মাতলা॥ হেই বাদাম!

বাদামী॥ সোজা কথা কও। তোমরা চাও, কত্তামশায়ের বিষ না নামাতি।

মাতলা॥ বাদাম! ঠ্যাঙানি খাবি?

বাদামী॥ মাথা গরম করো না বাপ! সামনে তোমার এখন অনেক খরচা!

জটা॥ কি বলে রে?

বাদামী॥ তোমার ঘরে এট্টা নতুন মানুষ আসতি চলেছে, ভুলে গেলে তার কথা! ট্যাকা লাগবে না? যা কই শোনো, কত্তারে বাঁচাতি পারলি যা চাই আমাদের তাই পাওয়া যাবে, যত্তো ট্যাকা লাগে তোমার বাপ—

[দাক্ষায়ণী ঢুকছে।]

বাদামী॥ একী! তুমি কত্তারে নে আসতি যাওনি পিসি?

দাক্ষা॥ না। ছেলে বললে এই বন বাদাড় ভেঙে তুমি আর কেন যাবে পিসি, তুমি বরং এদের কাছে বসে গপ্পোসপ্পো করো, আমি নিয়ে আসছি! (মাতলাকে) হাট থেকে কখন ফিরলি রে?

মাতলা॥ (গম্ভীর মুখে) এট্টু আগে—

দাক্ষা॥ কোন্ পথ দিয়ে ফিরলি রে?

[মাতলা এমনভাবে হাত নাড়ল — মনে হল শূন্য দিয়ে ফিরেছে।]

ও, শূন্যি দিয়ে নামলি বুঝি? তাই বল্! জলে ডাঙায় ফিরলে তো নজরে পড়তো! (একটু থেমে) কচ্ছপ!

জটা॥ কচ্ছপ!

দাক্ষা॥ ধরিস না জটু? আজকাল তোরা কচ্ছপ...

জটা॥ হাঁ ধরা হয়...

দাক্ষা॥ ধরিস...? তা কই, ভোর শীতকালটা তো এবার একটা দেখতে পেলাম না!

মাতলা॥ কেনে, গেলো মাঘে তিনটে কচ্ছপ নে গেলে না তুমি আর কত্তামশাই তাগাদায় এসে...ওই ওপাশে চিৎ করা ছিলো, মনে পড়ে?

দাক্ষা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন পড়বে না, ওই তো ওপাশে! ...আশ্চয্যি চোখও তোদের বাপু...মাটির নিচে কোথায় একটা কচ্ছপ আছে, তোরা টেরও পাস বাপু! ...খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঠিক টেনে তুলিস...(থেমে) শোল!

জটা ও বাদামী॥ (একে একে) শোল!

দাক্ষা॥ শোল...শোলমাছ!

বাদামী॥ (লুব্ধ গলায়) শোলমাছ!

দাক্ষা॥ খাস তোরা?

জটা॥ আমরা কেনে খাবো না? তুমি খাও?

দাক্ষা॥ আমি?

জটা॥ বলি শোল-কচ্ছপ চলে তোমার?

দাক্ষা॥ দূর্ ব্যাটা, আমার কপালে সিঁদুর আছে? (বাদামীকে) খাবি?

বাদামী॥ কেনে খাবো না? শোলমাছ তো ভালো...

দাক্ষা॥ ভালো! খাবি?

বাদামী॥ পাই যদি খাই...

দাক্ষা॥ আয়, কাছে আয়!

[*বাদামী দাক্ষার কাছে যায়। দাক্ষা একহাতে বাদামীর চোখ টেনে রক্ত দেখে।*]

এখন এই চোত-বোশেখে পাকা শোল...বেশ বড়ো ফালি করে...পাঁচ মাস চলছে নারে?... (*চোখটা ছেড়ে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে*) যদি তেল মশলা দিয়ে মাখো মাখো করে পাক করতে পারিস...

[*বাদামীর জিবে জল আসে, দাক্ষায়ণী কাপড়ের থলি থেকে চকচকে গোল টাকা বার করে।*]

আহা প্রথম পোয়াতি! যা কিনে আন, বটতলায় বিক্রি হচ্ছে...

জটা॥ ট্যাকা! (*দাক্ষার হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে*) আহা ট্যাকা লিয়ে কোনো কথা নেই। সে তুমি ট্যাকা দিলেও কি, না দিলেও কি...কত্তারে তো আমাদের বাঁচাতিই হবে! নাকি, বল মাতলা...আর ক'টা ট্যাকা লাগবে কিন্তুক...

বাদামী॥ (জটাকে) ওটা গ্যাঁটে গুঁজলে কেনে?

জটা॥ (ঘাবড়ে) কেনে?

বাদামী॥ পিসি দিলে আমারে, তুমি ন্যাও কেনে?

জটা॥ (পূর্ববৎ) কেনে?

বাদামী॥ আমার তা আমারে দ্যাও...

জটা॥ কেনে?

বাদামী॥ (ঝাঁঝালো গলায়) দ্যাও দ্যাও বলি ট্যাকা। লজ্জা করে না তোমার! আগে না ঝাড়াও, পরে ট্যাকা!

[জটার গাঁট চেপে ধরে।]

জটা॥ (গাঁট সামলাতে হাচড়াপিচড়ি করছে) অরে মাতলা...

মাতলা॥ (গর্জে ওঠে) বাদাম! ছেড়ে দে! ছেড়ে দে তোর দাদারে...

বাদামী॥ কেনে ছাড়বো? এ ট্যাকা আমার...

[টাকা ছিনিয়ে নেয়।]

মাতলা॥ আঁই শালা, বড্ড শোলমাছ খাবার নোলা হয়েছে ন্যা? লোহা পোড়ায়ে ছ্যাকা দোবো তোর জিবে। দে! ফ্যাল ট্যাকা...

দাক্ষা॥ ছাড়্ না মাতলা, ছেড়ে দে। ওটা ও নিক না...আনুক না মাছটা...

মাতলা॥ না!

দাক্ষা॥ আহা দে। পাঁচমেসে খাউন্তে পোয়াতি। জ্বালা যদি বুঝতিস!

মাতলা॥ লিকুচি করেছে। উয়ার আমি বে' দেবো।

দাক্ষা॥ কি দিবি? বিয়ে?

[মুখে আঁচল দিয়ে হাসি ঢাকে।]

মাতলা॥ হাঁ হাঁ, পোয়াতির ক্যাঁথায় আগুন! ফের বে' দেবো।

জটা॥ দিবি, হেই মাতলা, দিবি তো দে। খাসা পাত্তর আছে হাতে।

মাতলা॥ আছে?

জটা॥ আছে, আছে, সব ভালো তার...বুঝলে ঠাকরুন, খালি এট্টা চোখ এট্টুস কানা!

মাতলা॥ গোষ্ঠর কথা বলো?

জটা॥ কেনে গোষ্ঠরে তোর পছন্দ হয় লা? এককালে তো সে গুয়োরব্যাটা তোর মেয়ের পাশে কোকিলের মতো খলখলাতো!

মাতলা॥ ইখন কি আর সে রাজি হবে?

জটা॥ কেনে হবে লা? লিশ্চয় হবে। আমারে সে পিসে বলে ডাকে!

মাতলা॥ দূর শালা! তোমারে পিসে বললেই দুটো পেরানী একসাথে ঘরে নিতে কেউ রাজি হয়? মাথায় কি তোমার...আঁ, ষাঁড়ের নাদ?

জটা॥ লাদ তোর মস্তকে! সে আমার সব ভাবা আছে।

মাতলা॥ কি?

জটা॥ ওই যে বললি তুই, পোয়াতির ক্যাঁথায় আগুন! প্যাট খলি করেই ফের বে' দেবো!

মাতলা॥ অ...তালে বলছো লেতাই কাওরার মা'রে লাগায়ে আগে ওডারে খতম করে...

জটা॥ হাঁ হাঁ!

বাদামী॥ কী? মেরে ফেলবা? নষ্ট করে দেবা? বলতি তোমাদের মুখি মোট্টে বাঁধে না, ন্যা? আমি কতো আশা নে দিন গুনছি...কতো না গঞ্জনা সয়ে তোমার ঘরে উপোসে কাটাই...কেনে...সে কার মুখ চেয়ে? কথায় কথায় বলে দূর করে দেবো, খুন করে দেবো...দ্যাও, দে দ্যাখো না তোমরা...কার কতো ক্ষ্যামতা...এসো চলে এসো...

[বাদামী টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে বাইরে চলে গেল। মাতলা টাকাটা তুলে দাক্ষায়ণীকে ফিরিয়ে দিল। দাক্ষায়ণী টাকাটা কাপড়ে মুছে জটার হাতে তুলে দিল।]

জটা॥ (*টাকা গাঁটে গুঁজে*) কদ্দিন বাদে এট্টা কাটি-ঘার রুগী পাওয়া গেলো, তুই বল্ মাতলা? ইমন আকাল...আজকাল এট্টা লোকেরেও সাপে কাটে না! (*দাক্ষার চোখে ত্রাস*) কাটবে কেনে? মুনিষ্যি আজকাল সব না খেয়েই অক্কা পাচ্ছে...সাপ পজ্জন্ত আর গে পোঁছয় না! ...ইখনকার মুনিষজন সব হলো গে শ্যাল! হাঁ, সে আগের আমলে ছিলো...ছিলো সব কাছাখোলা হালা-পাগলা লেতাই-গৌর মুনিষ...কুমোর পাড়ায় এট্টা মাগী ছিলো, বুঝলিরে মাতলা, বেয়াল্লি' বছরে তারে সাপে ছুঁয়েছে এককুড়ি ছ-বার!

দাক্ষা॥ এককুড়ি ছ-বার!

জটা॥ হাঁ হাঁ, এককুড়ি ছ-বার! শ্যাষ বারে আমার ভাই...ওই মাতলার বাপে যখন বুঝতে পারলো ইবার আর কোনো মতেই ফেরার না...তখন বলে কি জানো ঠাকরুন...(*সহসা দাক্ষার সামনে হাত পেতে*) এককুড়ি ছ-বার ঝাড়নের পয়সাটা ইবার বুঝে দ্যাও গো কুমোর-মা, লয়তো তোমার গায়ে হাত দেবো লা। ইবার আর বাকিতে কারবার চলবে না গো...আগে ট্যাকা, পরে ঝাড়ন...আজ লগদ তো কাল ধার!

[*ঘোর সন্দেহে আতঙ্কে পায়ে পায়ে পিছুতে পিছুতে দাক্ষায়ণী ছুটে পালায় উর্ধ্বশ্বাসে, তারস্বরে হেসে ওঠে জটা। হাসুয়া হাতে ফুকনা ছুটে এল।*]

ফুকনা॥ ও মাগী তুমাদের ইখানে কেনে? কি বলতেছিলো ওই দাক্ষাউনি! (*দাক্ষার উদ্দেশে*) শালার অঘোর ঘোষ আগে মরুক, তুমারে যদি আমি নিকে না করিচি—

জটা॥ কাকে লিকে করতি চাস রে ফুকনা?

ফুকনা॥ ওই যে গো, ওই দাক্ষি ঠাকরুনেরে! ও ঠাকরুন, হেদে শুনে যাও...তুমারে নিকে করবো, সেই রেতে তুমার গলায় দড়ি পরায়ে, ভোর না হতি তুমার সঙ্গে সওমরণে যাবো...(*জটা হাসে*) যতো দ্যাখবা দুষ্টু বুদ্ধি সব এই এনার। কার ক্ষেতে ধানটা পাটটা হলো, সুদির বদলি কখন সেগুলো ছেঁটে নিতি হবে, সব ফিকির এই রাঁঢ়ীডার! অঘোর ঘোষ ঘরে বসে চক্কর ঘোরায়, আর এইডা চরকির মতো ঘুরে বেড়ায় সারাডা গাঁয়ে...কার গরুটা বিয়োলো, কার হাঁসটা ডিম পাড়লো...

মাতলা॥ কার মেয়ের ক-মাস চলিছে!

ফুকনা॥ দুষ্টু, দুষ্টু! রামদুষ্টু! দ্যাখো বিপদে পড়তি না পড়তি ঠিক তুমারে এসে ধরেছে! শোনো মাতলা, শক্ত হয়ে দাঁড়াও, ডুলি কিন্তুক ছুটেছে তুমার বাড়িমুখো।

মাতলা॥ কী ছুটেছে?

ফুকনা॥ ডুলি! ডুলি!

জটা ও মাতলা॥ ডুলি!

ফুকনা॥ একজোড়া বেয়ারা ডুলিতে চাপায়ে শয়তানডারে বয়ে নে আসে।

জটা॥ অঘোর ঘোষেরে...

ফুকনা॥ মাঠ ভেঙে বনবাদাড়ে খিঁচে তীরের মতো হন্ হন্ ছুট্রে আসে ডুলি। তুমার কাছে ঝাড়ান হতি...

জটা॥ আঁই, সেই কথায় বলে না, বাঁশ তুমি ঝাড়ে কেনে, এসো মোর গত্তে!

মাতলা॥ (*তীরের মতো সোজা হয়ে*) ডুলি আসে, না? কাকা আমি এ পাশ দে' মাঠ ভেঙে খিঁচে দৌড় লাগাবো? এক্কেরে একদমে পাখির মতো পাঁচক্রোশ পথ উড়ে যাবো গো...

ফুকনা॥ তো যাও, এই পথ দে যাও, ও পথে দাক্ষিমাগী পাহারা বসায়েছে...শিগ্‌গির সরে পড়ো...

[ফুকনা বেরিয়ে গেল।]

মাতলা॥ (মালকোছা বেঁধে) আমি চললাম কাকা, তুমি আমার মেয়েডারে দেখো...

জটা॥ (প্রস্থানোদ্যত মাতলার কাছা টেনে) মাতলা, বঁড়শি!

মাতলা॥ বঁড়শি!

জটা॥ হাঁ বঁড়শি! মাছধরা বঁড়শি! কত্তা আসুক! শোন্ ইমন ভাব দেখাতি হবে, যেন আমরা রুগী ঝাড়াতি পস্তুত।

মাতলা॥ আঁ?

জটা॥ হাঁ, তা বলে রুগীর গায়ে হাত দিবিনে। খালি ইদিক-উদিক ছুতোয় লাতায় ঘুরবি, ফিরবি, এট্টা করে ফ্যাচাং বার করবি.. ওষুধ লাড়াচাড়া করবি...গাঁইগুঁই করবি...মানে সুমায় লষ্ট করবি...বস্, উদিকে মাছও দেখবি জলের তলে খেলতি লেগেছে! খটাখট আণ্ডা পড়ছে তোর পা'র পরে...

মাতলা॥ অ্যাণ্ডা!

জটা॥ ট্যাকার পর ট্যাকা! ওই দাক্ষি ঠাকরুনির ঝুলিতে ক্যাঁচা ট্যাকার পাহাড় দেখেছি আমি। দাঁও যখন মিলেছে, বঁড়শি লাচায়ে সবকটা খিঁচে লিতে হবে আজ। তুই দাঁড়া।

মাতলা॥ হেই কাকা, ট্যাকা যদি গোড়াতেই খেয়ে বসি তালে তো রুগী বাঁচাতিই হবে!

জটা॥ (ভেংচি কেটে) বাঁচাতিই হবে! তোমারে বলেচে! শালার এট্টা-এট্টা মানুষ আছে, সাধ করে ল্যাজ ঢোকায় উনুনে।

মাতলা॥ ট্যাকা খাবো তো বাঁচাবো না! সে কি রকম কথা?

জটা॥ কেনে, এ তো সোজা কথা! ধর দেব্‌তার থানে কতো তো হত্যে হয়, মানত হয়, প্যাঁটা কাটা হয়, তা বলে সববারে কি আর রুগী বাঁচে! দু'চার বার না যায় পটল ক্ষেতে, ইমন না! (বাইরে তাকিয়ে) তোর মেয়ে আসেরে! শোন্ যা বললাম, ফলফলাও দাঁও! ছাড়া চল্‌বে না।

মাতলা॥ আরে না না, কী কও, এইসব করবা, জানাজানি হয়ে গেলে তখন?

জটা॥ কেনে জানাজানি হবে? তলে তলে হাসিল করতি হবে কাজ! যা তুই তলায়ে যা—

মাতলা॥ তলায়ে যাবো?

জটা॥ হাঁ হাঁ, উয়ার চোখি ধুলো দিতি হবে...তলা...তলায়ে যা!

মাতলা॥ কিন্তুক...

জটা॥ সিধে কর, মুখচোখ সিধে কর...

মাতলা॥ আঁ! সিধে!

জটা॥ হাঁ হাঁ সিধে! কিছু-না কিছু না—আমরা ভালোমানুষ—হয়ে যা। হ!

মাতলা॥ হেই কাকা!

জটা॥ সরল হয়ে যা! হেই দ্যাখ্, আমার দিকি চেয়ে দ্যাখ্—আঁ! দূর গুয়োরব্যাটা! ভালোমানুষ সাজতি জানিসলে? আয়!

[মাতলার গালে একটা চাপড় মেরে জটা ওকে টেনে নিয়ে ঘরের পেছনে লুকোচ্ছে। বাদামী ঢুকল বাইরে থেকে। ওদের লুকোতে দেখে বাদামীর চিবুক শক্ত হল। ভ্রূ কুঁচকে উঠল। দাওয়ায় বসে, কচুপাতা সরিয়ে বাদামী খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। ভাতের ওপর থেকে ময়লা খুঁটে খুঁটে ফেলতে ফেলতে...]

বাদামী॥ ট্যাকা চাইনে...ভাত চাইনে...আচ্ছরয় চাইনে...আমি কমণ্ডুলু নে মক্কায় গে ওঠবো। তো যাও! এখখুনি যাও! কেডা তোমারে বেঁধে রেখেছে গো? এই যে তোমার ঘরের চালখানা ঝাঁঝরা হয়ে আছে, সামনে ভরা বর্ষা...ছাউনি? চাইনে চাইনে চাইনে! বর্ষাকালে শুয়ে শুয়ে সাঁতার কাটবো, আর প্যাটে কিল ঝাড়বো!...পাচ্ছো না, উপোসের কী ঠ্যালা, বুঝতি পাচ্ছো না... জোয়ান মরদ সব কেতরে পড়েছে! ...আর ক'দিন বাদে বাচ্চাটা...সে থির থাকতি পারবে? উঁ, তা আর থাকতি না হলো! মুহূত্ত দেরি হলে কেঁউকেঁউ'র চোটে আকাশ ফাটায়ে দেবে, তা বোঝে না! এমনো লোকের পাল্লায় পড়িচি গো! হাড়মাস কালি করে দ্যায় রে!

[মাথার ওপর চুলের চুড়ো বাঁধে। খাওয়ার সময় যেন চুল কোনো অসুবিধা না করতে পারে। নতুন কায়দায় ঘুরে বসে, যাতে পেটে বেশী চাপ না পড়ে।]

বলি খাবা তোমরা? নাকি, আমার হাতের জলও মুখি রোচবে না? যেতাম না, বুঝলে, তুমাদের জন্যি লোকের দোরে মেঙে পেতে এট্টু কচু সেদ্ধ ঘেচু সেদ্ধর জন্যি, গেলাম যে কার জন্যি...

[পেটে হাত বোলায় এবং কোমরের গিঁট ঢিলে করে। খাওয়ার প্রস্তুতি।]

বলি সোজা কথাটা বোঝো না? আজ যদি কত্তারে বাঁচাতি পারো তুমরা, তো তার ফলটা কি কি হতে পারে ভেবে দেখেছো? ধরো সে খুশী হয়ে একখান জমি লিখে দেলে, ধরো সে তোমার সোমবচ্ছরের খোরাকিটা সামনে ফেলে দেলে—কি ধরো পেরাণে তোমার আর যা যা চায়—ধরো...

[আলের ওপর ফুকনা এসে দাঁড়ায়।]

ফুকনা॥ ধরিছি!

বাদামী॥ (চমকে) কেডা রে?

ফুকনা॥ ভালো একখান টোপ ফেলেছে দেখি। ধরে ফেলেছি!

বাদামী॥ তো কেনে, আমরা দুটো খাতি পারলি তুমাদের চক্ষু টাটায় কেনে? যখন গুষ্টিসুদ্ধু না খেয়ে মরি, কই তখন তো আসো না, যতো মুরুব্বি! কিসের এত কুটুম্বিতে গো?

ফুকনা॥ না, আমরা কেনে, কুটুম্বু তোর ওই ওরা! শালার মহাজন ঝোপ বুঝে কোপ ঝেড়েছে! লোভ দ্যাখায়েছে—

বাদামী॥ লোভ তুমাদের নেই!

ফুকনা॥ টপ টপ করে লাল ঝরছে! লাল!

বাদামী॥ আমরা ওঝাগিরি জানি, তুমরা জানো না, এমন কালে তুমরা কত্তার কাজে লাগো না, দুটো পয়সা কামাতি পারো না, তাই বুঝি সব মোচড় মারো?

ফুকনা॥ কাজে লাগলিও করতাম না আমরা—

বাদামী॥ না, করতে না আবার...কতো দ্যাখলাম... কতো দ্যাখবো! (জোরে) সে ন্যামতা লাগে, তাই না?

[জনৈক গ্রামবাসী, ষষ্ঠি ঢোকে।]

ষষ্ঠি॥ ফুকনা...অরে ফুকনা! বিলে নেমে পড়েছে ডুলি!

ফুকনা॥ আঁ!

ষষ্ঠি॥ হাঁরে, আড়াল থে দাঁড়ায়ে দ্যাখলাম, বেয়ারা শালারা ল্যাংড়াচ্ছে ...আর এমনি এমনি হাঁপাচ্ছে!

ফুকনা॥ আর ওই দ্যাখ, ইদিকে জিহ্বা বেরুয়ে পড়েছে...এত্তোখানি লোল জিহ্বা—হ্যা—অ্যা—অ্যা—

[ঘৃণায় ফুকনার মুখচোখ ছেতরে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বাদামীর সারামুখে পাল্লা দিয়ে ফুটে উঠল বিকৃতি। জিভ বার ক'রে ভেংচি কেটে 'হ্যা-অ্যা-আ-মর্—মর!' বলে উঠতে গিয়েই স্থির হয়ে গেল বাদামী—মুহূর্তে মুখচোখ নীল, ভয়ার্ত, পেটের ওপর দুখানা হাত...]

বাদামী॥ কই? কইরে? কই! আঁ—

ফুকনা॥ গাঁর এতো গুলান মান্ষেরে মেরে নিজেরা যদি বাঁচতি চাস, ভালো হবে না, এই কয়ে দিলাম—

[হাসুয়াখানা একপাক ঘুরিয়ে ফুকনা ও ষষ্ঠি বেরিয়ে গেল। বাদামী দু-হাতে পেট চেপে অদ্ভুত বিচিত্র পদক্ষেপে নেমে এল উঠোনে, টলছে, কাঁপছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে—]

বাদামী॥ শব্দ নেই কেনে, লড়ন নেই কেনে! মাথা কই রে...মাথা!

[এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে। তীব্র যন্ত্রণা ফুটে ওঠে সর্বাঙ্গে। দম বন্ধ, চারিদিকে সব শব্দ বন্ধ। বাদামী গলার মাদুলিটা একহাতে চেপে দাঁড়িয়ে নীরবে যন্ত্রণা পোহায়। তারপর হঠাৎ দম ছাড়ে, হঠাৎ শব্দরাও হুমড়ি খেয়ে পড়ে।]

লড়েছে! রাক্কোস লড়েছে! এই যে! কী ভয় দেখালো রে! (পেটের ভেতর যেন তাকে কেউ লাথি মারছে, যন্ত্রণাবিদ্ধ আনন্দে) মার্ মার্ লাথি...যে তোরে মর বলেছে তারে তুই মার্! আরো মার্! আরো...

[সহসা মাতলাকে উদ্দেশ ক'রে—]

বাপ! পষ্ট কথা শোনো একখান, তুমি যদি এইসব অলুক্ষুণে মান্ষের কথামতো চলো, তা আমি তারে আজ বাঁচাবো!

[জটা বেরিয়ে আসে।]

জটা॥ অরে নাতিনী...

বাদামী॥ মনে ভেবেছো কি, তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই তারে বাঁচানোর? ভেবেছো কি তোমরা, আমি জানিনে ঝাড়ন? চিনিনে ওষুধ?

জটা॥ জানিস, তা জানিস, কিন্তুক—

বাদামী॥ আমি তারে ইখানে ডেকেছি, আমি উয়ারে ফেরাতি পারবো না।

জটা॥ অরে তোরে যে শ্মশানে যাতি নেই, বাগানে যাতি নেই, পোয়াতিরে যে এসময় ভূতপেরেত সাপখোপের থে দূরে থাকতি হয়—(বাদামীর গলার মাদুলিটা দেখিয়ে) এইডা কেনে আছে জানিসনে?

বাদামী॥ অরে দূর হোক্‌গে তোমার—

[বাদামী টান দিয়ে মাদুলিটা খুলতে যায়, মাতলা ঢোকে।]

মাতলা॥ হেই হেই বাদাম, কি, হলো কি? ভাবনা ছাড়, আমিই তারে বাঁচাবো।

বাদামী॥ বাঁচাবা!

মাতলা॥ হাঁ হাঁ!

বাদামী॥ সত্যি! সত্যি বলো বাপ!

জটা॥ সত্যি না তো কি মিথ্যে! ...সিধে কর, মুখচোখ সিধে কর্ মাতলা...ওঝার ব্যাটায় কাটি-ঘার চিকিচ্ছে করবে লা! আমার ভাই, বুঝলিরে লাতিনী...তোর ঠাকুদ্দায় ছিলো মস্ত ওঝা!

মাতলা॥ লালমুখো সাহেবের বিষ নামায়েছে সে দুই থাবড়ায়—

জটা॥ আর তুই ব্যাটা তারই ছেলে হয়ে বলিস—

মাতলা॥ বাঁচাবো না? আঁই, রুগীর আবার জাত দ্যাখে নাকি বদ্যি?

জটা॥ তবে? (সহসা) হেই মাতলা, সরল?

মাতলা॥ সরল! সরল না তো কি জটিল! ঝাড়াবো!

[জটা ও মাতলা হাসে।]

বাদামী॥ কিন্তুক গাঁর লোকে যে তুমাদের ভয় দেখায়ে গেলো—

জটা॥ আরে চুপ মার্! কত্তা মিত্যুশয্যায়, তাই উ শালাদের ল্যাজের অতো বাহার, কত্তা উঠে বসুক, তখন ও ল্যাজ সব এইরকম কুণ্ডুলি মেরে যাবে!

বাদামী॥ তো ন্যাও, হাতেমুখি জল দে ন্যাও। পেট সব পড়ে গেচে। হেই দ্যাখো, আমি তুমাদের ভাত যোগাড় করে এনেছি।

[বাদামী থালাটা হাতে তুলে নেয়।]

জটা॥ (বাদামীর গালে টোকা দিয়ে) মধু...এ লাতিনীটা ঝাঁটা মারলিও মধু ঝরে...

বাদামী॥ বুড়োর দেখি এখনো রস আছে!

জটা॥ ওলো যাবি, লগদ এট্টা ট্যাকা দেবো...বল্ ইবার আমার সঙ্গে সওমরণে যাবি?

বাদামী॥ (থালা হাতে একপাক ঘুরে, যেমনভাবে হাতে তুলে প্রসাদ বিতরণ করা হয় তীর্থক্ষেত্রে) হাঁ হাঁ যাবো...আগে মরো না...তোমারে চিতেয় তুলে আমি ফের সাতপাক ঘুরো যাবো—

জটা॥ কি করে যাবি লো, তোর বাপের তো আর বাপ-জেঠা লেই?

বাদামী॥ না থাক্...সে আমি বাপেরে বলবো, ও বাপ যাও, যেখান থে পারো আর এট্টা বাপ-কাকা জোটায়ে নে এসো—

জটা॥ উরে বাবারে! মেয়েমানুষ মাত্তরই কিরকম স্বাথ্যপর রে!

বাদামী॥ কেনে, তোমার বৌ? সে না ছিল সতীলক্ষ্মী।

জটা॥ লক্ষ্মী। লোকেরে কই লক্ষ্মী, নিজেরে কই শালী!

মাতলা॥ (হাসতে হাসতে জটার পিঠের কাপড় তুলে) হেই দ্যাখ, আত্মহত্যে করার আগের দিনও কাকী একখানা পুরো চ্যালাকাঠ ভেঙেছে কাকার পিঠে!

[সানকি উঠোনে রেখে জটার পিঠে হাত দেয় বাদামী।]

বাদামী॥ এযে দেখি নক্ষী না ঝক্কি! আহারে চুক্‌চুক্‌চুক্‌—

জটা॥ শেতল! শেতলাবিবি তুমি পিঠ শেতল করো—আমি ততক্ষণে—

[*বলেই জটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে থালার ওপর। তিনজনে হৈ হৈ হেসে ওঠে, এবং মুহূর্তমধ্যে আবিষ্কার করে কখন ওরা তিনজন পাতা পেতে উঠোনের এক কোণে গোল হয়ে খেতে বসে গেছে। ওরা যখন হাসাহাসি করছিল তখন বেহারাদের হাঁক এগিয়ে এসেছে। কিন্তু ক্ষিদের মাথায় ওরা কেউ তা খেয়াল করে নি। এতক্ষণে ওরা ভাতে হাত দিতে হাঁক চরমে উঠল। ডুলি এই বুঝি ঢোকে! বাদামী লাফিয়ে উঠল।*]

মাতলা॥ (*ওর হাত ধরে টেনে বসায়*) বোস, খেয়ে নে—

[*দু'জন বেহারা অঘোর ঘোষের ডুলি নিয়ে ঢুকল। ডুলির সামনে দাক্ষায়ণী।*]

দাক্ষা॥ শেষ পর্যন্ত তোদের দোরে এসেই দাঁড়াতে হলো রে!

বাদামী॥ (*ঘাড় বাঁকিয়ে*) এট্টু দাঁড়াও, খেয়ে নিক্‌...

দাক্ষা॥ (*ডুলির পর্দা একটু সরিয়ে*) আস্তে আস্তে সর্বাঙ্গ কালো হয়ে যাচ্ছে...(*সহসা বিশাল জোরে*) ওরে আমার দাদারে...

বাদামী॥ বাপ, হাত চালাও, হাত চালাও...

[*সকলে গপ্‌ গপ্‌ ক'রে খায়।*]

দাক্ষা॥ (*মৃত্যুশোকাতুর উন্মাদিনীর মত ইনিয়ে বিনিয়ে*) ও দাদা মাত্তর ক-টা ঘণ্টা আগেও যে বুঝতে পারিনি আমার কপাল এমন করে পুড়ছে রে! দাদারে! তুমি যে কতো ছোটবেলায় তোমার দাক্ষারে বিষ্টুপুরের বাড়ি থেকে তুলে এনেছিলে রে... বাল্যবিধবার চোখের জলে সেদিন যে তোমার বুক ভেসে গিয়েছিলো রে...দাদারে...

মাতলা॥ দাঁড়াওগো দুটো খেয়ে নি ঠাকরুন...

দাক্ষা॥ আজ পর্যন্ত কেউ যে কোনদিন বুঝতে পারেনি তুমি আমার নিজের ভাই নারে—

জটা॥ (বাদামীকে) কত্তা ঘোষ, আর ও বামনি! রক্ষিতে ভগিনী! দাঁড়াও গো—খেয়ে নি!

দাক্ষা॥ সেই এতোটুকু বয়েস থেকে তুমি যে আমারে কোনোদিন স্বামীর ব্যথা কারে বলে বুঝতে দাওনি রে...দাদারে...

সকলে॥ দাঁড়াও গো—খেয়ে নি।

● বিরতি ●

দ্বিতীয় অঙ্ক

[*উঠোনের কোণে ভাতের থালা ঘিরে ওরা তিনজন খাচ্ছে—জটা, বাদামী ও মাতলা। ডুলিটা নামানো রয়েছে। বৃদ্ধ বেহারা মাথায় হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে। জোয়ান বেহারাটা মাতলাদের লক্ষ্য করছে। দাক্ষায়ণীর চোখে আঁচল।*]

বাদামী॥ বাপ!

[বাদামী উঠতে যায়।]

মাতলা॥ (বাদামীর হাত ধরে টেনে বসায়) বোস্ তো, খেয়ে নে!

বাদামী॥ বসে রয়েছে গো...

মাতলা॥ বসতি লাগুক!

[মাতলা ফের মন্থর গতিতে খাওয়া শুরু করে। দেখা যায়, মুখের সামনে ভাতের গ্রাস নিয়ে জটা কাঁদছে।]

বাদামী॥ কি হলো, ও দাদা!

মাতলা॥ হেই কাকা, আরে তুর, কাঁদতি লাগলি কেনে?

বাদামী॥ ওরে এ জল-দেয়া ভাতে তুমি আর জল বাড়ায়ো না গো—

মাতলা॥ খাও!

জটা॥ তোর কাকীর কথা মনে পড়ছে রে মাতলা!

মাতলা॥ খেয়েছে!

জটা॥ সে মাগী ভাত-ভাত করে জলে ডুবে মরেছে, অচথ আজ বেঁচে থাকলি তার কতো না আরাম! গ্যাঁটে লগদ দুটো ট্যাকা আমার!

মাতলা॥ হয়েছে, ল্যাও ল্যাও হাত চালাও!

জটা॥ মাগী কতো না খাতি-পরতি পেতো রে!

[বাদামী নিজের পাতা তুলে নিয়ে ভেতরে যায়।]

বেহারা॥ হেই মাতলা!

মাতলা॥ দাঁড়াও গো, খেয়ে নি...

বেহারা॥ আরে ছাড়ো ছাড়ো, এখন খাওন ছাড়ো! উঠে পড়ো! (এগিয়ে) আরে খাও কি সেই ইস্তক! পাতে তোমার আছে কি!

[বলতে বলতে বেহারা পাতের ওপর পা তুলে ধরে। মাতলা খপ করে পা টা টেনে ধরতে বেহারা ঘোড়ার মতো লাফাতে লাফাতে পা ছাড়িয়ে একটা খিস্তি করে। জটা ও মাতলা উঠে মন্থরতর গতিতে হাতের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত চাটে। বৃদ্ধ বেহারা হাঁ করে ওদের হাত চাটা দেখে।]

জটা॥ চল্ হাত ধুয়ে লি।

[মাথায় ফেটি ও কাঁধে ঝুলি নিয়ে বাদামী ঢোকে।]

বাদামী॥ দাদা, আমি ওষুধ তুলে নে আসি...

জটা॥ অরে শোন—

বাদামী॥ পিছু ডেকো না!

[বাদামী দ্রুত বাইরে চলে গেল। ওরা দুজনে হেলতে দুলতে উঠোনের কোণে যায়। দু চারটি উদগার ছাড়ে। তারপর জটা খুব সরু ধারায় মাতলার হাতে জল ঢালছে। কাজকর্ম ধীরলয় ছায়াছবির মতো...]

বেহারা॥ কি গো, এখনো হাত ধোয়া হলো না? দ্যাখো...

[জটা ও মাতলা কাপড়ে হাত মুছে দু-চারটি ঢেকুর তুলে ডুলির দিকে আসে।]

জটা ॥ এ ডুলি বুঝি হাতে বানানো?

বেহারা ॥ হ্যাঁ।

জটা ॥ (আঙুলে দাঁত পরিষ্কার করতে করতে) তা একখান পাল্কি যোগাড় করতি পারলে না? কতো আর সুমায় লাগতো...লাগতো না হয় আর এট্টু...

[মাতলা পর্দা সরিয়ে ডুলির ভেতরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। জটা কোমরে হাত দিয়ে মাতব্বরের মতো মাতলাকে—]

জটা ॥ কি রকম বুঝিস?

মাতলা ॥ (প্রচণ্ড চিন্তায়) হোঁ-ও-ও—

জটা ॥ কালাচের জাত কি?

মাতলা ॥ বজ্জাত!

জটা ॥ বেশ! তা কি ভাবিস, পারবি বাঁচাতি?

মাতলা ॥ (চিন্তায় ভারে নুয়ে পড়ে) হুঁ-উ-উ—

জটা ॥ দ্যাখ্, ভালো করে ভেবে দ্যাখ্, বুঝে লে পারবি কি পারবি লে। পেরাণ লে খেলা না!

মাতলা ॥ (পূর্ববৎ) হুঁ-উ-উ...

জটা ॥ (ভেংচি কেটে) হুঁ-উ-উ! তুই হলি বদ্যি...সেই তুই যদি এরকম ল্যাকা বদ্যিলাথের মতো হাঁ মেরে থাকিস তো আমরা তো আর তোর পরে ভরসা রাখতি পারিনে! ও ঠাকরুন, ত্যাল এনেছো?

দাক্ষা ॥ তেল!

জটা ॥ হাঁ হাঁ সরিষার ত্যাল! ওঝার গায়ে-পিঠে মাখতি হয়—এনেছো?

বেহারা ॥ আরে থোস্! ত্যাল! দেখতি পারো না কি অবস্থায় আমরা—

জটা ॥ চুপ মার্! (দাক্ষাকে) না এনে থাকো তো কথার কি আছে, ত্যালের বদলি পয়সা ধরি দ্যাও, এক ট্যাকা চোদ্দ আনা দ্যাও—

[দাক্ষা তাড়াতাড়ি টাকা বার করে দিল।]

ঠিক আছে! ক্যালা এনেছো?

বেহারা ॥ ক্যালা! ল্যাও ঠ্যালা!

জটা ॥ ঠ্যালা না, ক্যালা! চাঁপাক্যালা শৌরিক্যালা...মনসার সিন্নি দিতি হবে কাল ওঝারে...না এনে থাকো, কথার কি আছে, ক্যালার বদলি ধরি দাও—

[হাত পাতে। দাক্ষা আবার থলি থেকে টাকা দিল।]

জটা ॥ (চিন্তিতভাবে) আর যেন এট্টা কি লাগে...হেই মাতলা, কি লাগেরে?

মাতলা ॥ (জটার কাণ্ড দেখছিল, সহসা) বঁড়শি!

বেহারা ॥ বঁড়শি?

জটা ॥ (লাফিয়ে) লা লা! হেই মাতলা, কি আবোল-তাবোল বকিস! তোর ভাবগতিক তো সুবিধের মনে লয় লা!

বেহারা ॥ লা!

জটা ॥ এট্টা বেক্তি বিষের ভারে তোর উঠোনে নিথর হয়ে আছে, আর তুই শালা বলিস

বঁড়শি! বল কোন্ তক্ উঠেছে বিষ?

মাতলা॥ আঁ, হাঁ! এই তক্...না এই তক্!

বেহারা॥ আঁই! একবার বলে হেঁটো, পরক্ষণে বলে কণ্ঠ! (রে রে ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতলার ওপর) বলি তুমাদের ব্যাপারখানা কি কও দিকিনি!

মাতলা॥ (বেহারাকে ধাক্কা দিয়ে) হেই গায়ে হাত দিও না!

বেহারা॥ তো চলো! ঝাড়াবা চলো!

বৃদ্ধ বেহারা॥ (এতোক্ষণ গুম হয়ে ছিল, এবার ডুকরে উঠলো) কতো বড় ভাগ্যি তোর মাতলা, কত্তার মতো লোকে আজ তোর দরজায়! শুনলি তোরা পেত্যয় যাবি, এই কত্তার মুখি-ভাতে পাল্কি বয়েছি আমি! হাঁ হাঁ আমি! আজো পষ্ট মনে পড়ে...ঝালরে-ঝুলরে সাজানো বারো বেয়ারার ঢাউস পাল্কি...তার খোলে রাঙা চেলি পরা ঐ খোকা কত্তা! কানে মাকড়ি, হাতে সোনার বালা, গাঁর পথে পথে টহল দে বেড়াচ্ছি...হুম্ না! হুম্ না! দরজাখানার ফোকর দে খোকা মাঠ দেখছে...খ্যাত দেখছে...ধানের গোলা দেখে খলখল হেসে হাত বাড়াচ্ছে, ধরতি যাচ্ছে...

[কেঁদে ফেলে।]

বেহারা॥ হায় হায়!

[চোখে আঁচল দিয়ে দাক্ষায়ণী একঝাঁক কেঁদে ওঠে।]

বৃদ্ধ বেহারা॥ কত্তা বে করতি গেছে, সেও এই আমার কাঁধে। ধান কাটতি গেছে সেও! বারো ক্রোশ পথ পাড়ি দে গাজীবল্লভপুরির ভেড়িতে পৌঁছে পাল্কি লামায়ে টাঙি তুলে ধরিছি, সেও এই হাতে!

[বৃদ্ধ বেহারা পুনরায় কেঁদে ফেলে।]

জটা॥ শুনলি, টাঙি তুলে ধরেছে! ইবার ভালো করে ভেবে দ্যাখ, পারবি কি পারবি লে! (বৃদ্ধকে) তা সারা জীবন তুই যে কত্তারে কাঁধে তুলে ঘুরে ঘুরে বেড়ালি, তাতে তুর হলোটা কি, আঁ? জন্মের মুড়ি কম্মে, লাভের মধ্যি তো কাঁধের এই প্যাঁচড়াদুখান—

বেহারা॥ কী হলো?

জটা॥ পাল্কি টেনে টেনে কাঁধে যে চিরতরে ঘা বাঁধায়ে ফেলেছো গো—

বেহারা॥ তাতে তুমার শ্বশুরার কী হলো!

[জটাকে ধাক্কা দিতে সে পড়ে যায়।]

জটা॥ আঁই! গুনিনের গায়ে হাত?

বেহারা॥ মস্করা হচ্ছে! কত্তারে লে তামাসা...

মাতলা॥ হেই!

বেহারা॥ (রুখে) হেই!

[গণ্ডগোল হচ্ছে। সিগারেট টানতে টানতে শঙ্কর ঢোকে।]

শঙ্কর॥ আরে আরে কি হচ্ছেরে...কি করছিসরে তোরা...

বেহারা॥ দাদাবাবু...

শঙ্কর॥ ছাড়, ছেড়ে দে—

বেহারা॥ উয়ারা খুড়ো ভাইপোয় মিলে...

শঙ্কর॥ যা, বাইরে গিয়ে বোস! ননসেন্স। (*বেহারা দু'জন বেরিয়ে গেল।*) কার গায়ে হাত দেয়, অ্যাঁ! ওই ফুটো বাগ্দীর নাতিটার দেখি বড্ড বিদ্ধি! (*মাতলাকে*) টেনে দুটো থাবড়া বসালে না কেন?

দাক্ষা॥ ও শঙ্কর, তোর বাবা বোধ হয় আর নেইরে...

শঙ্কর॥ নেই! বেঁচে নেই!

[*ঝুলিতে লতা নিয়ে বাদামী ঢোকে।*]

বাদামী॥ কেনে থাকবে না! সাপে কাটা মুনিষ্যি এক নাগাড়ে সাতদিনও...ধরো বাপ!

[*মাতলার হাতে শেকড় বাকলের ঝুলিটা দেয়।*]

শঙ্কর॥ (*দাক্ষাকে*) শুনলে তো! থেকে থেকে এমন এক-একখানা কুডাক ছেড়ে ওঠো না! বললাম বাড়ি থাকো।

দাক্ষা॥ এই অবস্থায় বাড়ি বসে থাকা যায়, তুই যে বলিস কি করে——

শঙ্কর॥ তা এখন হাঁকপাক করলে কি কত্তামশাই সেরে উঠবে! ওঝার বাড়ি পা দিলাম, ঘাড়ের ভূত ছুটে গেল! এতো হয় না! সময় যা লাগবে দেবে না?

দাক্ষা॥ ওরে আর কতো সময় দেবো রে...এদিকে যে পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে কাছারি শেষ হয়ে যায়! (*চোখে আঁচল দিয়ে*) ওরে আমার দাদারে...

শঙ্কর॥ আবার শুরু করলে! এক কাজ করো...নাও চাবির ছড়া নাও...যাও, তোমায় এখানে থাকতে হবে না, তুমি সাগঞ্জে গিয়ে বসো...

দাক্ষা॥ সাগঞ্জে!

শঙ্কর॥ যাও, আড়তটা খোলোগে। রাত্তিরে না হয় ওখানেই থেকো! ব্যাপারীরা সব ফিরে যাবে...

দাক্ষা॥ এই অবস্থায় চলে যাবো! ওরে আমি তোর ভেলি খোলের কী বুঝিরে...

শঙ্কর॥ এতো বোঝো আর এটা বোঝো না যে, ভেলি খায় মানুষে আর খোল খায় গোরুতে! না পারো, চুপ করে বসে থাকো। ফ্যাচফ্যাচ করো না...নাঃ, সর্বদিকেই আজ চিত্তির...

[*শঙ্কর দাক্ষার পাশে মাটিতে বসে।*]

বাদামী॥ ওকি! ও পিসি, দাদা যে মাটিতে বসলেন?

শঙ্কর॥ ঠিক আছে!

বাদামী॥ না, চ্যাটাই পেতে দি...

শঙ্কর॥ ঠিক আছে, বলো পিসি, ঠিক আছে! আমরা আড়তদার মানুষ, আমাদের অতো ছোটোবড় উচ্চনীচ ভেদাভেদ নেই।

বাদামী॥ আপনি যে কোনোদিন বসবেন আমার উঠোনে... এ যে কোনোদিন আমি...

শঙ্কর॥ একটু জল খাওয়াতে বলো তো পিসি...

বাদামী॥ জল? খাবেন, আমার ঘরে...ও পিসি...

শঙ্কর॥ কেন, ওদের ঘরে খেলে কী হবে? জাত যাবে? কেন, ওরা মানুষ না?

বাদামী॥ দাঁড়ান দিই...

শঙ্কর॥ ভাবছি পিসি, এদের এতো ঋণ যে কি করে মেটাবো...

বাদামী॥ ঋণ! কী কন্ দাদাবাবু, ইয়ারে আপনে ঋণ কন্ কেনে? পোড়ারমুখো গাঁর মান্যে বোঝে না, শুধু বাপ বলে কথা না, যে কোনো এট্টা মানুষ মরতি দেখলি কী যে বিষম কষ্ট হয়, ভেতরটা যেন কি রকম করতি লাগে...

মাতলা॥ (সহসা) যাও, সরে যাও! (দাক্ষা ও শঙ্করকে) তোমরা দু'জনে এখান থে সরে যাও...

দাক্ষা॥ কোথায় রে!

মাতলা॥ হৈ পুকুর পাড়ে গে বসো! ইখানে তোমাদের থাকা চলবে না।

বাদামী॥ কেনে?

মাতলা॥ হ্যাঁ, যা বলি...

বাদামী॥ না গো, থাকো তোমরা...

মাতলা॥ না! হেই দ্যাখো ঠাকরুন, যতোক্ষণ তোমরা থাকবা ইখানে, ততক্ষণ কিন্তুক...

শঙ্কর॥ চলো পিসি!

[*শঙ্কর বাইরে যায়।*]

দাক্ষা॥ (*উদগত কান্না ঠেলে আসছে, ডুলিটার দিকে শেষবারের মতো তাকাতে চমকে দেখে পর্দাটা একটু একটু কাঁপছে, ডুলিটা দুলছে*) ও মা রে!

বাদামী॥ কোনো ভয় নেইগো, ও পিসি, কোনো ভয় নেই। যাও, আমি তো আছি...

[*বাদামী দাক্ষাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।*]

জটা॥ লে, লাইন কিলিয়ার! তুই ঠিক করেছিস মাতলা, উদের ইখান থে সরানোটা খুব জ্ঞানের কাজ হয়েছে! লয়তো উরা শালা আমাদের ধরে ফেলতো! এ শালা লিশ্চিন্তি! (*মাতলা ছটফট ক'রে ঘুরছে*) হেই তোর মেয়ে আসেরে!

[*বাদামী ঢোকে। দাঁড়ায়। একটু হাঁটে। আবার দাঁড়ায়। তিনজন তিনজনকে নিঃসাড়ে লক্ষ্য করে। জটা ওষুধের লতাগুলো হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে গলা পরিষ্কার করে। মাতলা বাদামীর দৃষ্টি সহ্য করতে পারছে না। ছটফট করতে করতে গর্জে ওঠে।*]

মাতলা॥ ইবার তুই!

[*বাদামী ঘুরে তাকায়।*]

মাতলা॥ ইবার তুই যা!

বাদামী॥ আমি...চলে যাবো!

মাতলা॥ ইখানে কারুর থাকা চলবে না, খালি আমি আর কাকা থাকবো।

জটা॥ যা যা! মেয়েলোক সামনে দাঁড়ালি বিষ লামতি চায় না। সর্!

বাদামী॥ মেয়েলোক দাঁড়ালি বিষ লামতি চায় না!

জটা॥ লা! বেগড়বাঁই করে।

বাদামী॥ ও! তা বেশ! যাচ্ছি চলে। ঝাড়াও তোমরা!

[*বাদামী ভেতরে চলে গেল।*]

মাতলা॥ কাকা, এই ফাঁকে সরে পড়ি!

জটা॥ আঁ!

মাতলা॥ হাঁ হাঁ, আর না!

জটা॥ যাবি? যাবি যদি বঁড়শি খেলাবে কেডা?

মাতলা॥ অনেক খেলা হয়েছে, আধমরা মানুষ লে আর খেলা চলে না! বুঝলে, এতোক্ষণ তো ধানাইপানাই করা গেছে, ইবার..ইবার তো আর কোনো পথ লেই...হয় ঝাড়তি হয়, নয় ধরা পড়তি হয়!

জটা॥ অরে লে লে তোর ভাগ বুঝে লে! ধরা পড়তি হয়! হুঁ! আরো জলের তলে তলায়ে যা, রুই কাতলার মতো খুব আস্তে আস্তে পাখলা লাচা... কোন্ শালী ধরে দেখি! আঁ, শওরে তো হাসপাতিলে কতো নোকে কাটা-ছেঁড়া করতিগে অক্কা পাচ্ছে, তো সে কি ডাক্তারের দোষ! আর এ তো আমরা কোনো কাটাছেঁড়াই করিনে...

মাতলা॥ না...

জটা॥ রুগীর শরীলে হাতও ছোঁয়াইনে!

মাতলা॥ না...

জটা॥ রুগী আপুন গতিতে বেরুয়ে যাচ্ছে! ...ধর, ক'কিস্তিতে পাওয়া গেছে পাঁচ ট্যাকা ...বুঝলি তুই লে তিন ট্যাকা, বাকিটা আমার....আচ্ছা লে, তুই আর আটগণ্ডা পয়সা লে! (*মাতলা কোনো পয়সা না নিয়ে সরে যেতে জটা আনন্দে ছোটো ছোটো দুটো লাফ মেরে*) মাতলা, হেই মাতলা, আজ তো হাতে ট্যাকা আছে, যাবি লাকি এট্টু গানবাজনার আসরে?

মাতলা॥ গানবাজনা হচ্ছে?

জটা॥ হাঁ, বাগ্দী পাড়ায় হরগৌরীর লাচ হবে!

মাতলা॥ (*চোলাই টেনে*) হরগৌরী, না হরপাব্বুতী!

জটা॥ ওই দুটোর এট্টা! শোনলাম তো উদিকে বেঁড়ে বাগ্দী লিপিস করে দাড়ি চাঁচতি লেগেছে। একজোড়া নারকোলের মালা বেঁধে সে লাকি আজ পাব্বুতী হবে—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

[*জটা অশ্লীল কায়দায় পার্বতীর ভঙ্গি অনুসরণ করে, মাতলা আরো বিশ্রীভাবে হাসে।*]

মাতলা॥ চলো, যাওয়া যাক্। ...এক কাজ করি কাকা, উদের ডেকে বলে দি, তোমরা অন্যলোক দ্যাখোগে...

জটা॥ পাগল হলি! যদি অন্যলোকে বাঁচায়ে দ্যায়...

মাতলা॥ যদি দ্যায় দিকগে, আমরা তো আর দিচ্ছিনে!

জটা॥ কিন্তুক তারপর ঝক্কি তো শালা আমাদের পেছনেই ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে পড়বে!

মাতলা॥ বিষের যা ভাব দেখিচি, ও তুমি লিশ্চিন্ত থাকো, মাতলা ছাড়া ইধারে আর কারুর সাধ্যি লেই যে...

জটা॥ ধর্ যদি বাঁচায়ে দ্যায়...

মাতলা॥ তাহলি..তাহলি তুমি এখন আমারে কী করতি বলো...

জটা॥ আমি বলি, যেমন ফাঁদ পেতে আছি, তেমুন থাকি!

মাতলা॥ তুমি ফাঁদ পেতেছো, না ফাঁদে ধরা পড়ে আছো!

জটা॥ কেনে, লিশ্চয় আমি পেতেছি ফাঁদ!

মাতলা॥ কেডা জানে! আমার তো মনে লিচ্ছে আমি পড়ে গেচি শালা মহা ফাঁদে!

নিজেরাও ঝাড়াতি পারবো না, অন্য লোকেরেও হাত দিতে দেয়া চলবে না...তাতে যদি আবার বেঁচে যায়! লোকটা মরতি মরতিও পেছনে শূল ঠেলছে গো!

জটা॥ তাহলি তুই বরং পশ্চিমমুখো ঘুরে বসে থাক্! (*ডুলিটা দেখিয়ে*) উদিকে না তাকালিই হলো—

মাতলা॥ সেই ভালো! (*সহসা উঠোনের দিকে তাকিয়ে মাতলা চিৎকার ছাড়ে*) কী যায়, ওটা কী যায়? কেন্নো!

জটা॥ কেন্নো!

মাতলা॥ ওই যে! মারো শিগগির! ওই যে ডুলিমুখো যায়, লাকে নয় মুখে ঢুকে যাবে...মারো শালারে!

[*মাতলা জটাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিতেই জটা বীরবিক্রমে পোকাটার গায়ে গোটাকয় লাথি ঝাড়ে।*]

মাতলা॥ হাঁ! মরেছে!

জটা॥ মরেছে! মরেছে! তুই তো আচ্ছা হলুমান! পেরাণ যায় যার, তার লাকটা বাঁচাতি আমারে মারলি ধাক্কা!

মাতলা॥ আঁই শালা, এট্টা পোকা মারতি তুমিও যা কিনা একখান মেজিক দেখালে...

জটা॥ (*হেসে*) তা'লে আমরা দুজনেই হলুমান!

[*দরজায় বাদামী।*]

বাদামী॥ মানুষটারে মেরে ফেলতি চাও তোমরা? সেই ইস্তক বসে বসে হর-গৌরীর কেচ্চা করো...

[*মাতলা কিছু বলতে যায়, জটা তাড়াতাড়ি তাকে চেপে দিয়ে—*]

জটা॥ কখন? কখন করলাম রে কেচ্চা! আমরা তো ঝাড়নের ওষুধ গোছাতি গোছাতি খুড়ো-ভাইপোয় দুঃখির কথা বলিরে লাতিনী...

বাদামী॥ দুঃখির কথা বলো?

মাতলা॥ হাঁ বলি, বলি দুঃখির কথা! কেনে যখন সুদির বদলি জমিখান লিখে ন্যায়...

জটা॥ বাসনকোসন বিছানা মাদুর টেনে ঘরদোর ফর্সা করে দ্যায়...

মাতলা॥ আমার বুড়ো শুয়োরডারে হাটে নে গে ফেলে কেটে ভাগা দ্যায়...

জটা॥ পেছনের কাপড় তুলে ঠ্যাঙায়...

মাতলা॥ তখন মানুষের কষ্ট হয় না? দুঃখু হয় না? বেদনা হয় না?

জটা॥ আমরা তো সেইসব বেদনার কথা কইরে লাতিনী, তুই উল্টা শুনলি কেনে?

বাদামী॥ উল্টা আমি শুনি, না শুনাও তুমরা?

[*আলের ওপর ফুকনা এসে দাঁড়ায়।*]

এত্তোখানি বয়েস হলো তবু মানুষ দুটোর গম্যিসম্যি হলো নাগো! পুড়া কপাল আমার, অরে মা মনসার কুপে যে তুমার সব্বোনাশ হবে, সেই কথাটা ভাবো না?

মাতলা॥ কী হবে! সব্বোনাশ!

[*ফুকনা ওদিকে হেসো ঘুরিয়ে জটাকে সাঙ্ঘাতিক কিছু কথা বলছে।*]

হেঁইরে শালা! খিদেতে যে মাটি চটকে খায়. যার ঘরে সোমত্ মেয়ে এমুনি করে (বুক

ঝুকড়ে দেখায়) কোঁকড় মেরে লজ্জা ঢাকে, তোর কানি মনসা তার আর কী লাশ করবে রে! (সহসা থেমে) দে, ওযুধ দে!

জটা॥ মাতলা!

[জটা ছুটে আসে।]

মাতলা॥ তুমারে বার বার বল্লাম, আর না...আর না...দোড় মারি...

জটা॥ (ঝটকা দিয়ে ওষুধ কেড়ে নিয়ে) অরে কারে বাঁচাস!

বাদামী॥ কি করলে দাদা!

মাতলা॥ হেই কাকা! ছেড়ে দ্যাও...

জটা॥ কি ছেড়ে দেবো রে! গাঁর লোকেরে ক্ষেপায়ে দিলি উরা যে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে! শালা তুর বিরুদ্ধে তারা যে উদিকে তেঁতুলতলায় জড়ো হচ্ছে, সে খবর রাখিস?

[ফুকনা বেরিয়ে গেল। জটাও ডাকতে ডাকতে তার অনুসরণ করল।]

ফুকনা!

মাতলা॥ উরে শালা! এমনো গুখোরের কাজ করিচি এই ওঝার বিদ্যে শিখে! (একলাফে বাইরের পথের দিকে ছুটে গিয়ে) ও ঠাকরুন...ও বাবু, যদি বাপেরে বাঁচাতি চাও, লে যাও...ইখান থে লে যাও...আমরা পারবো লা!

[ডুলির কাছে ছুটে আসে।]

আরে মুখ দে গ্যাঁজলা বেরোয়! (ডুলিটা ধরে চিৎকার করে) হৈ বাবু, গেরস্তের উঠোন খালি করে দ্যাও গো...

বাদামী॥ (একটু পরে) বাপ, তোমার না মানুষ খুন করতি বাঁধে!

মাতলা॥ হাঁ!

বাদামী॥ তো এখন কেনে খুন করো?

মাতলা॥ খুন করি!

বাদামী॥ করো না! তোমার হাতের মুঠোয় তার পেরাণ, সে পেরাণ তুমি তারে দ্যাও না!

মাতলা॥ না!

বাদামী॥ তোমার ক্ষ্যামতা নেই!

মাতলা॥ কী বলিস!

বাদামী॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডেল তোমার বাপে এনেচে...তুমি তার কোনো বিদ্যে পাওনি!

মাতলা॥ যা, যা, শালা ওঝাগিরি আমি আমার বাপেরে শেখাতে পারি...

বাদামী॥ রেখে দ্যাও ও কথা! যার উঠোনে মানুষ মরে, সে কিনা আবার ওঝা!

মাতলা॥ মরে! তো দ্যাখ, বাঁচাতি পারি কিনা!

[মাতলা ডুলির পর্দা সরিয়ে অঘোর ঘোষের মাথা থেকে পা অবধি শেকড় টানতে শুরু করে। মাতলার ঠোঁট নড়ছে, কপাল দাপাচ্ছে।]

বাদামী॥ বাপ! নামে...নামে...ঐতো! ঐতো বিষ নামে...বাপ! বাপ! পষ্ট নামে! হাঁ হাঁ কালো রঙ ফর্সা হয়ে যায়! ও বাপ...বাপ গো!

[বাদামী হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে ডুলিটা ধরে সামলে নেয়।]

মাতলা ॥ বাদাম, বেদনা হয়...?

বাদামী ॥ (ভীষণ যন্ত্রণায়) হাঁ...

মাতলা ॥ হাঁ...?

বাদামী ॥ (অল্পক্ষণ দম বন্ধ ক'রে থেকে হঠাৎ দম ছাড়ে) ভেতরে কী যেন লাফায়! মাগো!

মাতলা ॥ লাফায়? (মুখের কাছে একটা অদ্ভুত বাঁকা ভালবাসার রেখা) শালা লাফায়! তোরে না বলিছি এ অবস্থায় মেলা নড়াচড়া করিসনে! বোস্ বোস্ থির হয়ে বোস্। শালার লাফানো বার করছি! (থাই দেখিয়ে) আয়, আয় ইখেনে মাথা রাখ্...

বাদামী ॥ ঝাড়ো, তুমি ঝাড়ো বাপ! ওই তো! ওই তো বাপ! মুখির কাছটা লাফায়! কত্তার পেরাণ ফিরে আসছে গো! ও বাপ, চতুর্দিকে পেরাণ যেন লাফাতি শুরু করছে রে! মাগো!

[বাদামী ডুলিটা ধরে ওপরের দিকে তার বিশীর্ণ ছায়াকালো মুখটা তুলে ধরে। দূরে কাছে পাখির ডাক। আরো দূরে গানের সুর। কয়েকটি অটল মুহূর্ত। জটা ঢুকছে। ভূত দেখার মতো থমকে দাঁড়ায়, চাপা আওয়াজে টলিয়ে দিতে চায় পরিবেশ। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকায় না—না মাতলা, না বাদামী।]

জটা ॥ মাতলা!

বাদামী ॥ দাদা!

জটা ॥ অরে মাতলা!

বাদামী ॥ যাও, সরে যাও, ইদিকে এসো না...

জটা ॥ হেই...

[মাতলার দিকে ছুটে আসে।]

বাদামী ॥ সরে যাও...পেরাণ আসতি লেগেছে...

জটা ॥ অরে থামা, আর লামাসনে , থামা!

[মাতলার হাত থেকে শিকড় বাকল কেড়ে নেয়।]

বাদামী ॥ ছেড়ো না বাপ, ছেড়ো না—

জটা ॥ কী করিস, হেই শালা কী করতেছিলি...

[ডালপালা দিয়ে মাতলার মুখে মারে।]

মাতলা ॥ দেখাই বিদ্যে জানা আছে কিনা...

জটা ॥ হুরে, এই রকম জিনিস লে কেউ দেখায় কেরামতি! একবার ওই গরল বেরুয়ে পড়লি, পারবি, পারবি আর ঢোকাতি!

বাদামী ॥ ছেড়ে দিলে কেনে, ফের ওপরমুখো ওঠে যে...

জটা ॥ উঠুক, উঠুক! ছড়ায়ে পড়ুক...

বাদামী ॥ বিষ এই ওঠে এই লামে... এই কমে এই বাড়ে...ও বাপ তুমি এ সব্বোনাশের খেলা দ্যাখাও কেনে, আমি যে ওই ওঠালামা লামাওঠার লাচন আর সইতে পারিনে গো!

জটা ॥ শালা, এট্টুসখানি বাহার গেছি...সেই ফাঁকে...দেখি লেতাই, তোমার হাতখানা...

[ডুলি থেকে অঘোরের হাতটা টেনে আনে। বাজুতে ঝকমক করছে সোনার পদক। জটা পদকটা ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করছে। বাদামী একটা বাঁশ তুলে এনে জটার মাথায় মারতে যায়।]

বাদামী ॥ ভাগাড়ের শকুন, মড়িখেগো শ্যাল!

জটা ॥ (লাফিয়ে সরে গিয়ে) লাতিনী, লাতিনীরে, অ মাতলা মেরে ফেললো রে...

[মাতলার হাত-পা নাড়ার ক্ষমতা নেই। পাথরের মতো ভারী।]

বাদামী ॥ এক্কে বাড়িতে মাথা ফাটাবো তোর!

জটা ॥ মরে গেলাম রে...

[জটা বাদামীর হাত থেকে বাঁচতে পাক খাচ্ছে।]

বাদামী ॥ কেডা তোরে আজ ঠেকায় দেখি! জ্যান্ত শ্মশানে পাঠাবো!

[কাছাখোলা জটা, মাথার ওপর হাত তুলে ঘেয়ো কুকুরের মতো বেরিয়ে যায় এবং পরক্ষণে আবার ঢুকে ডুলিটাকে উদ্দেশ্য করে বলে—]

জটা ॥ সুদ না শুধতি পারলি তুমি যে ক্ষ্যাপা জানোয়ার হয়ে যেতে গো...ও কত্তা...তোমার সে পেরাণের কড়ি ফেলে তুমি আজ কুথায় চলেছো গো...

বাদামী ॥ দূর..দূর...দূর হয়ে যা! কুকুর, শকুন সব ভাগাড়ে যা...যা...

[জটা বাদামীর উদ্যত বাঁশের নিচে থেকে বাঁচতে যেদিকে পারল ছুটল। জটাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাদামী। মাতলা একা। মাতলা ছুটে গেল ডুলির কাছে, ঘাড় কাৎ করে তীব্র চোখে রোগী দেখল। ছুটে গিয়ে চোলাই-এর কলসিটা মুখে তুলে অনেকখানি খেল। আবার দেখল, খেল। ভারি পা-দুটো টলছে, মাতালের মতো হাসছে।]

মাতলা ॥ তাইতো! ফের ছড়ায়! আঁ, এ শালা বিষ যে উদোম গরুর মতো ফের বাগানে ঢুকে পড়ে চারদিক চুরমার করে ভাঙে!...শালা! শালার বন্ন দেখেছো হে, ম্যাঘ! হেই দ্যাখো, কালাবরণ, তুমি আমারে চেনো না...আমি যদি একবার ধরি...এসো, লেমে এসো...এসো লেমে...

[ফুকনা ঢুকে মাতলাকে আড়চোখে লক্ষ্য করে।]

মাতলা ॥ ফুকনা...(ফুকনার হাত ধরে) হেইরে ফুকনা, এট্টাবার তুরা আমারে ছেড়ে দিবি? এট্টাবার! ধম্মত কই, আর কুনোদিনও শালা একাজ করবো না...

ফুকনা ॥ ঠিক বলতেছো! আর কুনোদিনও করবা লা!

মাতলা ॥ লা লা!

ফুকনা ॥ আল্লার কিরে!

মাতলা ॥ আল্লার কিরে! জানিস রে ফুকনা, বাপ আমারে লিজহাতে ধরে ধরে গাছগাছাড়ি ওষুধবিষুধ চেনায়ে গেছে! আজ থেকে থেকে শুধু তার কথা মনে পড়ে আর দু'খান হাত আমার লিসিরপিসির করে! তুরা যদি আমারে না ছাড়িস, বাপ আমার লরকে বসেও শান্তি পাবে না রে!

ফুকনা ॥ ঠিক আছে! দিলাম ছেড়ে! বাপ বলে কথা!

মাতলা ॥ ফুকনা!

ফুকনা ॥ (চোলাই-এর কলসিটা নিয়ে মাতলার মুখের কাছে ধরে) ল্যাও টানো..

মাতলা ॥ (চোলাই খেয়ে) তুই রাগ করলি নে তো ফুকনা?

ফুকনা॥ লা, লা, বাপের সম্পক্ক! ল্যাও টানো...

মাতলা॥ (*অনেকখানি টেনে*) মনে কর্ ফুকনা, কত্তারে সাপে কাটেনি...

ফুকনা॥ আঁ!

মাতলা॥ হাঁ, সাপে যে কাটবে ইমন তো কথা ছিলো না...

ফুকনা॥ লা!

মাতলা॥ (*জড়িত স্বরে*) তবে? ধর্ আমারে কাটতি তোরে কেটেছে, তোরে কাটতি ভুজঙ্গ উয়ারে কেটেছে...হঠাস, দৈবে...মনে কর্ ফুকনা, কাটেনি, তো শান্তি পাবি...

ফুকনা॥ আর এট্টুস খাবানা...

মাতলা॥ লা বমি লাগে! (*বার দুই বমির ওয়াক তোলে*) ইবার ঝাড়াই ফুকনা...

ফুকনা॥ ঝাড়াও...

মাতলা॥ (*জড়িত গলায়*) হে মা মনসা তোর...(*বমি আসে, ওয়াক্ তোলে*) কইরে আমার ওষুধ...ঝাড়নের ওষুধ...হেইরে ফুকনা, তুই কই...আঁধার লাগে কেনে...

[*মাতলা অন্ধের মতো হাতড়ায়। ফুকনা দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।*]

মাতলা॥ (*বোকার মতো সে হাসি অনুকরণ করে*) হেইরে...(*মাথার দু'পাশে কিল মেরে*) কইরে, মন্তর তন্তর সব...আঁ...ডুলি কইরে... এ আমি কুথায়...

ফুকনা॥ শালা! তুমারে আট্কতে পারবো না!

মাতলা॥ ফুকনা!

ফুকনা॥ ঝাড়াও শালা! কতো ঝাড়াবা...

[*ফুকনা বেরিয়ে যায়।*]

মাতলা॥ আঁই শালা! আমারে আকুণ্ঠ গেলায়ে, তুই শালা...দাঁড়া শালা!

[*মাতলা তেড়েমেরে ছোটে, জবুথবু পা ভারি হয়ে ভেঙে আসে।*]

আঁই শালা, সাধ্যি নেই, দু'খান পা যেন দশমণ ভার...আর ছুটার সাধ্যি নেই! শালা লা পারি এগুতে...লা পারি পিছুতে...বটবিক্ষের মতো স্থির হয়ে গেছি রে! (*ডুলির দিকে চেয়ে*) অ্যাই শালা সুমুন্দি, ভেবেছো কি আঁ, তুমারে নাগালে পাবো না! ক্ষ্যাতের মালিক নেই, তুমি চরে খাবা! তো দাঁড়াও! মজা দ্যাখাই...তোমারে যদি না আমি...

[*মাতলা ঘরের দিকে হাঁটে, ভারি পা টেনে টেনে।*]

আঁই শালা, এ শালা পা না গাছের গুঁড়ি...না লৌকোর গুণ...টান শালা...টান...

[*টলতে টলতে চোলাই-এর কলসি নিয়ে দেহটাকে টেনে টেনে মাতলা ঘরে ঢুকে গেল। অখণ্ড স্তব্ধতা। এখন, এই প্রথম শূন্য মঞ্চে অঘোরের ডুলি। এখন, এই প্রথম একা মৃত্যু। শঙ্কর ঢোকে। ঘন নীল পর্দাটা স্থির হয়েছিল, হঠাৎ ফর্ফর্ নড়তে, শঙ্কর সন্ত্রস্ত হল। একটা সিগারেট বার করে ধরালো। একটা বেহারা এই সময় কি বলতে ঢুকছিল।*]

শঙ্কর॥ (*গর্জে উঠল*) এখানে কী চাইরে?

[*থতমত খেয়ে বেহারাটা বেরিয়ে গেল। দাক্ষায়ণী ঢুকল, শঙ্কর তাকেও একটা ধমক দিতে গিয়ে থেমে গেল।*]

দাক্ষা॥ আর কতোক্ষণ! দ্যাখ্ ও খোকা, বাবা আছে তো!

শঙ্কর॥ আরে হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। যাবে কোথায়? শুনলে না এক নাগাড়ে সাতদিনও...

দাক্ষা॥ তা কী করবি এখন? ওরা তো পষ্ট বলে দিলে, পারবে না...

[শঙ্কর নির্বিকার মুখে সিগারেট টানছে।]

গান্ আর দেরি করিসনে। বেহারাদের ডেকে গলায় বাঁশ দিয়ে বাধ্য কর...

শঙ্কর॥ (তুড়ি মেরে ছাই ঝেড়ে) এই, এই না হলে আর মেয়েছেলের বুদ্ধি বলেছে কেন! চোদ্দ হাত কাপড়েও কাছা লাগায় না...

দাক্ষা॥ তাহলে নিয়ে চল্ এখান থেকে—

শঙ্কর॥ কোথায় নিয়ে যাবো? গাঙে ভাসাতে!

দাক্ষা॥ তা যা হোক একটা কিছু করবি তো!

শঙ্কর॥ কী আবার করবো? ওই তো বয়ে এনেছি...

দাক্ষা॥ বয়ে এনেই সারা? তারপর...

শঙ্কর॥ তারপর আবার কি, বাঁচিয়ে নিয়ে যাবো...

দাক্ষা॥ বাপ মিত্যুশয্যায়, আর তুই যে এখনো কি করে নিশ্চিন্তে বসে আছিস...কিরকম ছেলেরে তুই...

শঙ্কর॥ তাই যদি বুঝবে তবে আর সাগঞ্জের আড়তে আমি না বসে তুমি বসো না কেন? নিজেদের ভুলে কি ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে তুলেছো, বুঝতে পারছো? এখন দ্যাখো, টাকা-পয়সা সব থাকতেও...

দাক্ষা॥ সেই তখন থেকে খালি এক দোষারোপ করে যাচ্ছিস...

শঙ্কর॥ দু'হাতে সামনে যাকে পেয়েছো তার সর্বস্ব মুড়িয়ে খেয়েছো! বুয়েছো, একটু রয়েবসে খেতে হয়! ওজন বুঝে চলতে হয়! যে ডালে বসে পা দোলাবে সে ডালের গোড়ায় কোপ মারতে নেই। পরিণামে মহাকবি বাল্মীকির দশা হয়...

দাক্ষা॥ তা আমরা তো তোর মতো গুণী-জ্ঞানী না...কি করে বুঝবো যে হতচ্ছাড়ারা শেষকালে এমনি করে...

শঙ্কর॥ বুঝতে হয়। হরদিনেই খদ্দেরের গলা কাটলে একদিন না একদিন সে তোমার দাঁড়ি ধরে টান মারবেই...বুঝতে হয়! তোমাদের দৌড় আমি খুব বুঝেছি, এখন সরে পড়ো তো, আমার মতো আমায় এগুতে দাও...

[*শঙ্কর আবার সিগারেট ধরায়। বাদামী সেই লাঠিটা নিয়ে ঢুকল, যেটা নিয়ে জটাকে তাড়া করেছিল। মুখটা কঠিন থমথমে! তারপর রাগে দুঃখে ঠং করে লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল। শঙ্কর দাক্ষাকে ইশারায় বাদামীকে দেখাল।*]

দাক্ষা॥ অরে ও মেয়ে, তোর ভরসাতেই তো বুক বেঁধে টেনে আনলাম...

বাদামী॥ (*চাপা গলায়*) আর তুমাদের ভরসা দিতে পারছিনে...

দাক্ষা॥ অ্যাঁ! (*শঙ্কর বিষম খেল*) তুইও এই কথা বলছিস!

বাদামী॥ হ্যাঁ, ইখানে আর কিছু হবে না। যাও নিয়ে যাও...

দাক্ষা॥ কোথায়?

বাদামী॥ যিখানে হয়, ইখানে হবে না!

দাক্ষা॥ ওরে বাবা, এও তো বিগড়লো...(*শঙ্করকে*) ...ওরে তুই কি এখনো বসে বসে ধোঁয়া ওড়াবি!

[বাইরে একটা গোল উঠল।]

শঙ্কর ॥ যাও তো, দ্যাখো কি করলো বেয়ারা ব্যাটারা...

দাক্ষা ॥ ভগবান!

শঙ্কর ॥ যাও না!

[দাক্ষা বেরিয়ে গেল। শঙ্কর আড়চোখে বাদামীর দিকে চাইছে। বাদামী বিপুল আবেগে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেল্‌তে সহসা মাথার কাপড় ফেলে বলে—]

বাদামী ॥ এট্টা সত্যি কথা বলি, তোমার বাপেরে বাঁচাতি ডর লাগে...

শঙ্কর ॥ সে তুই আর কি বলবি, আমি জানিনে...

বাদামী ॥ অনেক চেষ্টা করছি...হাতেপায়ে ধরে...শ্যাষকালে ওই বুড়ো দাদারে লাঠি দে ঠেলা মেরে খানায় ফেলেছি গো...

শঙ্কর ॥ অ্যাহাহা...

বাদামী ॥ খানায় পড়ে বুড়ো কঁক্ কঁক্ করে কেঁদে উঠলো। তখনি মনে হলো উদের কথাই ঠিক... বলো, কি করে পারবে উরা...

শঙ্কর ॥ ঠিকই তো! কি করে পারবে! ওই রকম একটা পাষণ্ড সুদখোর চশমখোর ব্যক্তি...

বাদামী ॥ দাদাবাবু! দাদাবাবু তুমি কি ভেবে বললে কুথাটা জানিনে...কিন্তুক যা বলেছো তার একবন্ন মিথ্যে না! গাঁখানারে ওড়ায়ে পোড়ায়ে দেছে ঐ এট্টা লোকে...

শঙ্কর ॥ জানি জানি, জানিনে আর? আরে থাকি না হয় সাগঞ্জে, কিন্তু হপ্তায় হপ্তায় আসি তো...

বাদামী ॥ তুমি কতো ভালো, তাই লিজের বাপেরেও...

শঙ্কর ॥ বাপ কেন, বাপ-ঠাকুদ্দা কাউকে রেয়াত করে কথা বলিনে। আরে আমরা হলাম আড়তদার মানুষ, তোদের মতো লোকজনের সঙ্গেই তো আমার কারবার...তোদের দুঃখু বুঝিনে! কতো মুনিষজন নিত্যি এসে বলে যায়...ভালো কথা, সেদিন যে বলরামপুরের হরিশ এসেছিলো রে!

বাদামী ॥ (চমকে) কেডা!

শঙ্কর ॥ হরিশ রে, হরিশ! তোর কত্তা! ভুলে গেলি...(অদ্ভুত গলায়) আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললে...সে সব অনেক কথা! শ্বশুর বাড়ির দেশের লোক তো! বুকের দোষটা এখন মোটামুটি সেরেছে...ওষুধপত্তর খাচ্ছে...আমার কাছ থেকে কটা টাকাও নিয়ে গেল...(বাদামী চুপ করে আছে) খুব মনে পড়ে, ন্যা?

বাদামী ॥ (গলার মাদুলি চেপে) না! এক্কেরে না!

শঙ্কর ॥ (ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে হেসে) না বললে কি হয়রে, এ সময় তোরও যেমন তাকে মনে পড়ে, তারও তেমনি! ...সেদিন যে খুব কাঁদাকাটা করলে। বললে, আমার কি মন চায় এ সময় তাকে শ্বশুরবাড়ি ফেলে রাখতে! ...আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোদের বাচ্চার জন্যে একজোড়া রূপোর বালা কিনেছে হরিশ...

বাদামী ॥ (চোখের জলে ভাসতে ভাসতে) মিছে কথা বলো না দাদা...

শঙ্কর ॥ সত্যি রে, এবার বিঘে দু'চার জমি চাষ করছে যে। ফসলটা উঠলেই তোদের নিয়ে যাবে...

বাদামী॥ সত্যি! সত্যি কও দাদা!

শঙ্কর॥ (সহসা বাদামীর মাথায় হাত বুলিয়ে) হ্যাঁ, তোকে বলতে বলেছে, নানা কাজে থাকি বলে বলা হয়নি...

[বাদামী কাঁদছিল। এবার কেঁপে উঠল।]

শঙ্কর॥ (বিষ ঝাড়ানো লতা দেখিয়ে) ওগুলো তুই আনলি তুলে?

বাদামী॥ হ্যাঁ...

শঙ্কর॥ তুই চিনিস এসব লতাপাতা...

বাদামী॥ হ্যাঁ...

শঙ্কর॥ তুই তাহলে বিষও ঝাড়াতে পারিস...

বাদামী॥ হ্যাঁ...

শঙ্কর॥ (খপ্ করে বাদামীর হাত ধরে) আয়...

বাদামী॥ অ্যাঁ...

শঙ্কর॥ আয়...একবার চেষ্টা করে দ্যাখ!

বাদামী॥ ছেড়ে দ্যাও, আমি কুনোদিন ঝাড়ন ঝুড়ন করিনি...

শঙ্কর॥ নাই বা করলি, জানিস যখন ঠিক হবে। দ্যাখ না, হয় কিনা...

বাদামী॥ ছেড়ে দ্যাও, ডর লাগে...তুমার বাপেরে ডর লাগে...

শঙ্কর॥ (ধমকের সুরে) বাদাম! বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু নেই! আরে মরলে তো সব ফুরিয়ে গেল! অঘোর ঘোষের আর কি হলো, সে তো তার মতো মরে বেঁচে গেলো! এতো সর্বনাশ করেছে তোদের, সেটা লোকটাকে জানাবি না! বাঁচিয়ে তোল্...দাঁড় করিয়ে বল্, এই দ্যাখো কত্তা, তোমারে মারতে পারতাম...না মেরে প্রাণ দিলাম! সেটা প্রতিশোধ হবে না!

বাদামী॥ ওগো, তুমার বাপে সে কথা বুঝবে না...

শঙ্কর॥ বুঝবে! বুঝবে! নিশ্চয় বুঝবে! তোর কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়াবে...দেখিস...ওরে মারলেই কি সব মিটে যায়! তাছাড়া সে তো জেনে যাবে, তাকে মেরেছে সাপে!...আয়...

বাদামী॥ কি কও, কিছু বুঝিনে। ...ও বাপগো...

শঙ্কর॥ (বাদামীকে বুকের কাছে টেনে মুখ চেপে) চুপ! ওদের ডাকিস নে...

বাদামী॥ ওগো বাপের অসাক্ষিতে পারবো না...

শঙ্কর॥ বাদাম! আমার কথা শোন্। হরিশ লোকটা অভাবে পড়ে তোকে ছেড়েছে। ওই অঘোর ঘোষকে দিয়ে আমি তোদের সব অভাব মিটিয়ে দেব। আমি আড়তদার মানুষ...স্পষ্টাপষ্টি কথা। অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে দে, আমি দেখব...হরিশ, তুই আর তোদের বাচ্চাটা যেন বাঁচে! ভালোভাবে বাঁচে!

বাদামী॥ দাদাবাবু...

শঙ্কর॥ ঐ লোকটাকে দিয়ে তোর ঘর গুছিয়ে দেবো। আয়...

[আশায় আনন্দে ভয়ে ভাবনায় চিকমিক করে বাদামীর চোখের জল, শঙ্কর তাকে টেনে আনে ডুলির কাছে।]

নে শুরু কর। অতো ওরকম জড়োসড়ো হচ্ছিস কেন? বেয়ারাদের ডেকে বলবো, এখানে কেউ না আসে...

বাদামী॥ না না!

শঙ্কর॥ আচ্ছা দাঁড়া, আমি দেখছি!

বাদামী॥ না না, তুমি যেয়ো না গো...তুমি থাকো!

শঙ্কর॥ ঠিক আছে, এই তো আমি আছি...

বাদামী॥ তুমি না থাকলি কিন্তুক আমি পারবো না...সরে এসে দাঁড়াও!

[*বাদামী শঙ্করকে কাছে এগিয়ে আসতে বলে। হাঁটু ভেঙে সে ঝাড়াবার জন্যে লতাটা তুলে নেয়, চারদিকে ভয়ার্ত চোখে তাকায়। দূরে কোথাও শঙ্খধ্বনি।*]

বাদামী॥ (*কেঁপে উঠে তার আরো কাছে, একদম গায়ের কাছে একটা জায়গা দেখিয়ে বলে*) এইখানডায় দাঁড়াও!

[*শঙ্কর আরো কাছে সরে আসে। বাদামী লম্বা লতাটা তুলেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় মাতলা। তার গলায় লম্বা লম্বা লতা, হারের মতো জড়ানো, কপালে মস্তবড় সিঁদুরের টিপ।*]

মাতলা॥ ...রাগ করে, অশুদ্ধি হাতের ছোঁয়ায় রাগ করে মা মনসা, পোয়াতির পর্শ বাঁচায়ে চলে সে। তার গায়ে হাত ঠেকাবি তো ওই বিষ উঠে আসবে তোর গভ্যে। ছেলেমেয়ে যা হোক, হবে ওই যার বিষ তার মতো, ঐ অঘোর ঘোষের মতো!

[*বাদামীর হাত থেকে ডালটা খসে পড়ে।*]

কার কথায় সব্বোনাশ করতি ছুটেছিলি। (*ক্রুদ্ধ চোখে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে*) যা জানো না বোঝো না, তা নিয়ে খেলা করো কেনে?... আর তোরেও না বলি, ত্বর সয় না? এট্টু গেছি মনসারে স্মরণ লিতি, ইয়ার মধ্যি কাণ্ড বাঁধাস একখান!

[*বাদামীর এলো চুল থেকে একটা টেনে নিয়ে কুটি কুটি ক'রে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে*—]

ভয় নেই! ডর নেই! সাঁজের বেলায়, কদ্দিন কইছি, উঠোনে পা দিবি নে, পা দিবিনে...কেনে তুই এলোচুলে...

[*একবার বাদামী একবার শঙ্করের দিকে চেয়ে*—]

এতোক্ষণ সব্বোনাশ হয়ে যেতো!

বাদামী॥ (*জলভরা দু-চোখ তুলে*) বকো না বাপ, বকো না... পুণ্যিকাজে ক্ষেতি হয় না গো...উয়াতে ঘরে আলো আসে..

মাতলা॥ ঘরে যা! যত অঘটনের কথা শুনিস...

বাদামী॥ (*শঙ্করের নিচু মুখের দিকে তাকিয়ে*) দ্যাও, দ্যাও, বাঁচায়ে দ্যাও। কি হবে ট্যাকায়, কি হবে পয়সায়...ও বাপ, তুমি না ওঝা! তোমার হাতের গুণ কি যে বাপ, দু'বার টান মেরে ফুঁক্ পাড়লি, তরতর করে পালায় বিষ...পালাবার পথ পায় না।...মাঝে মাঝে সাধ হয় আমি বিষ খেয়ে তোমার হাতে ঝাড়ন হই...তোমার মতো গুণিনের হাতে...

[*বাদামী ছুটে ভেতরে যায়।*]

মাতলা॥ (*শঙ্করকে*) বেঁচে গেলো, হদ্দ বাঁচা বেঁচে গেলো আজ তুমার বাপে!

[*মাতলা তোড়জোড় করছে ঝাড়াবার। বাইরের পথে ধুঁকতে ধুঁকতে জটা ঢোকে। মাতলাকে দেখে এক নজরে সব বুঝে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাতলা তাকে দেখে লাফিয়ে ওঠে।*]

কাকা! যাও কুথায়? এসো...এসো...ইদিকে এসো, দেখে যাওসে, কারে উঠে বসাইগো...

[বাদামী ঢুকে জটার হাত ধরে গায়ে-পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে নিয়ে আসে দাওয়ায়।]

দেখে যাও কাকা, কী অঘটন ঘটায় আজ তুমার ভাইপো! মানুষ মানষেরে বাঁচাবে না কাকা! এট্টা কাকও যদি ফাঁদে পড়ে দশটা কাকে কিরকম আছাড়িপিছাড়ি খায়রে কাকা, স্বজাতেরে মরতি দেখলি কার না নিজের মরণের কথা মনে পড়ে...

[মাতলা আকাশের দিকে দু'হাত তুলে শুরু করে মনসার বন্দনা।]

উত্তরে বন্দনা করি গঙ্গামা চরণ...হো মা মনসা তোর চরণ স্মরণ করি...দক্ষিণে বন্দনা করি ঠাকুরচরণ...হো মা মনসা তোর চরণ স্মরণ করি...

[*পূর্বে, পশ্চিমে এইমত বন্দনা শেষ করে মাতলা ঝাড়ানো শুরু করে। বাদামী ও জটার কণ্ঠে বেহুলার পাঁচালি গীত হচ্ছে। ডুলির ভেতরটা আঁধার। মাতলা হাত দু'খানি ডুলির ভেতরে ঢুকিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে চালাতে শুরু করে, অঘোরের মাথা থেকে পা অবধি। চললো ঝড়ের মতো মন্ত্র। মাঝে মাঝে দুই থাবার ঝাপট! বেহারা দু'জন ও দাক্ষায়ণী এসে জোড় হাতে গড় হয়ে বসেছে।*]

মাতলা॥ (মন্ত্র) আয় না বিষ নামাই তোরে তিন চাপড়ের ঘায়...
বিষের নাম তেগড়বেগড় সাপের নাম ফণী...
মুখের অমৃত দিয়া বিষ করি পানি...
যায় রে পানি জিগির জিগির সাপা হৈল পার...
মনসার স্মরণে বিষ ঘা মুখে মার!
কার আজ্ঞে? বিষহরীর আজ্ঞে...
যা শিগ্‌গির করে লাগ্‌গে!

মাতলা॥ (*প্রতিবার মন্ত্র শেষে হেঁকে উঠছে*) কার আজ্ঞে?

বেহারারা॥ বিষহরীর আজ্ঞে!

[*ফুক্‌না ও ষষ্ঠি ঢুকে এসব দেখে বেরিয়ে গেল। অল্প পরে অন্ধকার ডুলির গর্ভে প্রাণের সাড়া মিলল। হাত পা মুণ্ডু নড়ছে অঘোর ঘোষের। দাপটে ঝাপট ভীষণ হল। লখিন্দরের কাহিনী বাদামীর গলায় ভেসে আসছে। ঘরের ভেতর থেকে লাল টকটকে গনগনে আগুন ছিটকে এসে মাতলা ও ডুলিটাকে রক্তবর্ণ করেছে। ডুলির ভেতর শরীরটা ওলটপালট খাচ্ছে, মড় মড় শব্দ হচ্ছে, যেন বদ্ধ ডুলির যে কোনোদিক ভেঙে অঘোর ঘোষ বেরিয়ে আসবে। বেহারা দু'জন দু'পাশ দিয়ে ডুলিটাকে ঠেলে ধরে স্থির রাখার চেষ্টা করছে। হাত-পা আছড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চতুষ্পদের মতো ডুলির মুখে এল অঘোর ঘোষ। অপ্রত্যাশিতভাবে খর্বকায়, বস্তুত সে একটি বামন। বিষের দাপটে বামনটি বিপর্যস্ত। সর্বাঙ্গ ভিজে, দু'কশে থুথু, চোখের কোণে রক্ত, সমস্ত চুল সাদা, সারামুখ রক্তশূন্য এবং ভীষণ হলদে। হাঁপাচ্ছে, মুখ দিয়ে হাপ-হাপ শব্দ উঠছে। মাতলা শেষবারের মতো মোটা লতাটা টেনে এনে ঝাঁকালো অঘোরের পায়ে, এবং তারপরেই বিপুল বিক্রমে হাসিতে ফেটে পড়ে। শূন্যে হাতের মুঠো। যেন ওঝা জ্যান্ত কালাচটাকে বামনের দেহ থেকে টেনে তুলেছে। অঘোর কাঁপছে থরথর করে। বহুক্ষণের সাধনায় একটা জান্তব চিৎকার করল।*]

দাক্ষা॥ (*ঐ দৃশ্য দেখে*) মা-গো!

বৃদ্ধ বেহারা॥ চেনা যায় না, শরীলখানা তচলচ হয়ে গেছো গো! কত্তামশাই গো, এ কি হয়েছে তোমার—

[*বৃদ্ধ বেহারা আনন্দে বেদনায় হাউমাউ করে কেঁদে উঠে ডুলির সামনে আছড়ে পড়ে।*]

দাক্ষা॥ কি করলি, ও মাতলা, সর্বাঙ্গে ও কিসের দাগ? ডোরাডোরা! ওরে শিগ্‌গির জল আন...

[*বেহারারা ছুটতে যাবে—*]

মাতলা॥ না! জল না...

বৃদ্ধ বেহারা॥ জ্বলে গেছে, জল দ্যাও, ভেতরটা শুকুয়ে গেছে...

মাতলা॥ যা কই শোনো। ইখন জল না, আর এট্টু পরে। বাদামরে আগুনটা লিয়ে যায়।

[*বাদামী ছুটে গিয়ে একটা কড়াইয়ে লাল টকটকে আগুন নিয়ে দ্রুত ঢুকে সেটা উঠোনের মাঝখানে বসায়। এই আগুনের আভাই ছিটকে পড়ছিল এতক্ষণ।*]

মাতলা॥ এসো এসো, ধরে নিয়ে এসো, তাপ দ্যাও!

[*বেহারারা অঘোরকে ধরে নিয়ে মাচার ওপর শোয়াল। মাচার নিচে আগুনের মালসা। অঘোরের পায়ে হাতে বুকে দড়ি ঝুলছে ঢল ঢল করে। ওগুলো বিষ আটকানোর বাঁধন। দাক্ষায়ণী আলতো করে তার মাথাটা নিচু করে ধরল কড়াই-এর মুখে। শিশুর মাথায় জল ধারানি করার কায়দায়। অঘোরের মুখটা হাঁ-করা, গপ্‌গপ্ করে আগুন গিলছে। বাদামী পরিতৃপ্ত চোখে দেখল, দেখছে সবাই। বাপের দিকে চোখ পড়তে বাদামী ভেতরে চলে গেল।*]

দাক্ষা॥ হাজার দিন বলেছি সাবধান হও, ওগো সাবধান হও। তোমার কি শত্তুরের অভাব! যে দিকটা না দেখবো, সে দিকেই একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। বলি, কি এমন হাতিঘোড়া কাজটা করতে হয় গো তোমায়, যে নিজের দিকটাও সামলাতে পারো না।...সেই সেবারে, গোলাবাড়ির চালে উঠে আর নামতে পারো না, ...টিনের চালে সরাৎ সরাৎ পা হড়কাচ্ছে...কী কাণ্ড! বলি কেন, তোমার অতো কেন! যার যা সাজে না, সে তাতে যায় কেন? খাবা দাবা ঘুমুবা...তা নয়—কোন্ কাজটা হচ্ছে না তোমার বলতে পারো! (*বেহারাদের দেখিয়ে*) ওই অতো মাহেন্দার, দিনরাত যা বলচি করছে, কোন্ কাজটা বাদ যাচ্ছে? ধানকাটা মাড়াই সর্ষে কলাই, টাকা লোন দেওয়া, তার হিসেবকিতেব...সব দাক্ষা এই একহাতে! তবু তোমার বিদ্ধি! কদ্দিন বলেছি দালানের মেঝেতে শুয়ো না, ওখানে পাঁচশোখানা বস্তা ডাঁইকরা, ভেতরে কোথায় কি ছুঁচো ইঁদুর... না, আমি শোবো! পাহারা দেবো! কেন, পাহারা আমরা দিচ্ছিনে? না, আমি দেবো। যেটা বারণ করবো, সেটা করবে! (*অভিমানে দাক্ষার চোখে জল, কণ্ঠ বিকৃত*) নিজে তো দিব্যি চলে যাচ্ছিলে, কে কোথায় কিভাবে পড়ে থাকলো ফিরেও দ্যাখোনি। তোমার জন্যে কি ঝড়টা যে বয়ে গেছে এই মেয়ে মানুষটার ওপর দিয়ে...

[*অঘোর ঘোলাটে চোখ মেলে আগুন গিলছে।*]

শঙ্কর॥ আঃ কেন বকবক করছো! লোকটার জ্ঞান ফিরতে দেবে! নন্‌সেন্‌স!

মাতলা॥ (*এগিয়ে এসে*) কত্তা, কি রকম বোঝো, শরীল? ভার লাগে আর, আঁ?

কোনখানডায় করে, থমথম কি চনমন? লেড়েচেড়ে দ্যাখো কেনে, বুঝতি পারো, শরীলের ভাব? বাঘের মুখ থে আমি...আমি তোমারে টেনে লিয়ে এলাম গো! শুধোয়ে শোনো যমে-মানুষে আজ কি বিষম টানাটানি চলেছে। (অঘোরের পায়ের দড়িগুলো ছাড়াতে ছাড়াতে) লাই লাই, ছিটে-ফোঁটাও লাই! কত্তা তোমার যমেরে আজ আমি ঝাপটা মেরে গাঙ পার করে দিছি! ...লাও!

[শেকড়-বাঁধা দড়ি মাতলা অঘোরের গলায় বেঁধে দেয়।]

এই বাঁধন যদ্দিন থাকবে তুমার গলায়, কোনো ভয় নেই, মা মনসার সাধ্যি নেই তুমার ধার ঘেঁযে...কত্তামশাই, আজ তুমারে ঝাড়াতি, নিজের বিষটাও ঝেড়ে ফেললাম!

বৃদ্ধ বেহারা॥ তোর বিষ!

মাতলা॥ হাঁগো হাঁ, আমার! আজ আপুনি সত্য শোনো, তুমার পরে বেজায় ঘেন্নায় একখান আমার বিষিয়ে ছিলো এতোকাল...

বেহারা॥ হেই, কয় কি!

মাতলা॥ কদ্দিন ভেবেছি তুমারে একবার বাগে পেলি হয়! তুমি আমাদের জমি লিয়েছো, ভিটে বন্দক লিয়েছো, মুফোতে খাটায়ে লিয়েছো...কত্তা, দেনার দায়ে আমার বুড়ো শুয়োরডারে চিরে ফেলে তার মাংস বিক্রি করছো...

বেহারা॥ মাতলা!

মাতলা॥ তবু তুমার দেনা মেটেনি। গাঁখানার বুকির পরে পা চাপায়ে লিত্য লতুন রক্ত টেনেছো, লিত্য লতুন দেনার জালে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে মেরেছো...মারতি মারতি কুথায় এনেছো তুমি কত্তা, যেখান থে তেড়ে উঠে তুমারে মারতি গিয়েও...

জটা॥ পেরানের থে বড় কিছু লেই...

মাতলা॥ লেই! লেই! কত্তা, আজ বুঝেছো ট্যাকা-পয়সা কোনোখানা তার চেয়ে বড় না। নিজের পেরান ফিরে পেয়ে, আজ বুঝতি পারো আমাদেরও পেরান আছে! কত্তা, কত্তা তুমার সাথে আপন বিষটাও ঝরে গেলো! তুমারো লবজন্ম...তো আমারো লবজন্ম...

অঘোর॥ (গোঙাতে গোঙাতে) কিন্তু...কিন্তু এতো সময় লাগলো কেন?

বেহারা॥ কত্তা!

অঘোর॥ কখন থেকে ছটফট করছি, কতো ডাকছি, চেঁচাচ্ছি...বাঁচা! বাঁচা! শুনিসনি কেন?

বৃদ্ধ বেহারা॥ চেঁচাচ্ছো! তুমার জ্ঞান ছিলো?

অঘোর॥ আমি কখনো জ্ঞান হারাই নি! যত্নে চেঁচাই, ডাক বেরোয় না! (দাক্ষাকে) অতো জোরে বাঁধলি কেন? (থেমে) এতো হাত-পা আছড়াই, বুঝিস নি কেন!

দাক্ষা॥ তুমি সব জানো?

অঘোর॥ সব! সব! তুই ঘরে ঢুকে বিশ্রী চেঁচামেচি করে কাঁদলি, কেউ এলো না...কেউ না! ...এখানে আনলি কেন বয়ে? ওরা আমার বাড়ি যায়নি কেন?

[গপ্ গপ্ করে আগুন খেয়ে...]

পু-ড়ে যা-চ্চে! জল দে!

দাক্ষা॥ এখন জল না...

অঘোর॥ (দু'হাতে শূন্যে খিমচি দিয়ে) একটা কিছু দে...ছিঁড়ে ফাল্‌ল...আমার ভেতরটা...খাবো! আমি খাবো...ক্ষিদে...ফাল্‌ল্...কিছু ধরতে না পারলে আমার...আমার কষ্ট হচ্ছে...দে...খাবো!

[দাক্ষাকে হ্যাঁচকা দিয়ে টানে। দাক্ষা বুকের কাপড় সামলায়। আগুনের মালসার সামনে শাদা থান তার আগুনের মতো রাঙা হয়।]

মাতলা॥ (আতঙ্কে) সরে যাও! সামনে থে সব সরে যাও!

[কাপড় ছাড়িয়ে দিতে দাক্ষা সরে যায়।]

অঘোর॥ দে! আমার সুদ দে!

মাতলা॥ সুদ!

অঘোর॥ টাকা দে! আমার টাকা ফাঁকি দিবি বলে তোরা আমায় মারতে গিয়েছিলি...

মাতলা॥ কত্তা!

দাক্ষা ও শঙ্কর॥ তাইতো!

অঘোর॥ মারবি! আমায় মারবি! শয়তান! দে!

মাতলা॥ কী চাও কত্তা! সুদ!

শঙ্কর॥ (পায়ের জুতো খুলে হাতে নিয়ে গর্জে ওঠে) এই শুয়োরের বাচ্চার পা ধরতে বাকি রেখেছি শুধু...

অঘোর॥ (টলতে টলতে) দিবিনে! দিবিনে! সব নেবো...ফাল্‌ল্। তোর সব নেবো...

শঙ্কর॥ নে, এবার নে! ঠেকা! কোন্ পিরীতের গোঁসাই আছে ডাক! কেথায় ফুকনা-মুকনা ডাক্। গুষ্টির তুষ্টি করি...

[জটা সুড়সুড় করে পালায়।]

অঘোর॥ ভেবেছিলি আমি মরে গেছি। সব শেষ হয়ে গেছে!

[বাদামী ঢোকে।]

বাদমী॥ বাপ—

মাতলা॥ বাদাম—

অঘোর॥ (দাঁত চেপে) ফাল্‌ল্...কে?

[অঘোর হাত-পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে দাঁড়ায়।]

কে?

দাক্ষা॥ (ঘুরে বাদামীকে দেখে) ওর মেয়ে!

অঘোর॥ (লালা নেমে আসে) বাদাম...,

দাক্ষা॥ যাও, ডুলিতে উঠে বসো—

অঘোর॥ ফাল্‌ল্! বাদাম...

দাক্ষা॥ মরণ! বাড়ি যেতে হবে না! (বেহারাদের) মুখপোড়ারা হাঁ করে কি দেখছিস... ধর...

অঘোর॥ (বিকট স্বরে) না। (দু'হাত দিয়ে সকলকে ঠেলে) বাদাম...ভালো!

দাক্ষা॥ মরণ! ওর পেট হয়েছে! বাড়ি চলো...

অঘোর॥ না... (দাঁত বার করে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে) কলাগাছ!

দাক্ষা ॥ ভাতারের ঘর করে এসেছে...হ্যাঁ, মাজ-ছাড়ানো কলাগাছ!

অঘোর ॥ (দু'হাতে দাক্ষাকে খিমচে ধরে) মাজ-ছাড়ানো! ভালো বলেছিস...ভালো বলেছিস দাক্ষি...

দাক্ষা ॥ আঃ ছাড়ো! কেন বলবো না, এককালে দাক্ষাও কতো শুনেছে!

অঘোর ॥ ওকে ডাক! আমার কাছে দে!

মাতলা ॥ কত্তামশাই!

[মাতলা অঘোরের পায়ের ওপর পড়ে।]

অঘোর ॥ সর্‌র্...

[মাতলার বুকে লাথি মারে।]

মাতলা ॥ কত্তা, আমরা তুমারে পেরান দিলাম...

অঘোর ॥ না! খুন করবি বলছিলি! সব জানি! মারবি! আমায় মারবি! (*বেহারাদের*) বাড়ি মার মাথায়! সুদ দেবে না! মারবে!

মাতলা ॥ কত্তা!

অঘোর ॥ শালা! মার!

[*বেহারারা মাতলাকে চেপে ধরে।*]

মাতলা ॥ (*তার গলায় বেহারা হাত চেপে ধরেছে*) ছেড়ে দ্যাও, হৈ বাদাম, পালা— পালা— আ—

অঘোর ॥ (*দাক্ষাকে*) যা! ধরে নিয়ে আয়! আমি ওকে নিয়ে যাবো—ফাল্‌ল্! —আঃ, বাদাম...ভালো...

শঙ্কর ॥ (*বাদামীকে*) এই, এই, সামনে থেকে সরে যেতে পারছিস না! নন্‌সেন্‌স! যতো ছোটলোক!

অঘোর ॥ এই দাক্ষি! যা, টেনে তোল!

[*দাক্ষাকে ঠেলে দেয় বাদামীর দিকে।*]

দাক্ষা ॥ (*বাদামীকে*) চল্ মেয়ে, আমার সংসারে থাকবি...খাবি! কাপড় দেবো! শোলমাছ দেবো!

[*অঘোর লালসায় গপ্‌গপ্ করে নিজেরই হাত কামড়ায়।*]

মাতলা ॥ না!

দাক্ষা ॥ ঘরে বৌ নেই, ছেলেটা থাকে না, কেন থাকবি রে এখানে মরতে! চল্, দুদিন বাদে লোকে ভুলেই যাবে তুই বামনি না চাঁড়ালি।

অঘোর ॥ তাড়াতাড়ি আন...কষ্ট হচ্ছে!

দাক্ষা ॥ দে, ঘোমটা দে! (*নিজের মাথায় ঘোমটা তুলে দেখায় কতোখানি দিতে হবে*) শঙ্কর, তোর বাপকে সামলা!

শঙ্কর ॥ তুমি চুপ করো, তোমায় দেখলে আমার ঘেন্না হয়!

দাক্ষা ॥ (*বিকৃত স্বরে ঝাপটা দিয়ে*) এঁ:! বাপকে দেখলে ঘেন্না হয় না!

মাতলা ॥ (*বেহারাদের হাত ছাড়িয়ে*) কত্তামশাই, আমার সব্বোস্ব লিয়ো না...

[*বাদামী মাথায় ঘোমটা তুলছে।*]

হেইরে বাদাম!

[বাদামী দাওয়া থেকে নামছে। অঘোর লালসায় একসা।]

মাতলা॥ (পাগলের মতো) হোরে কেড়া কুথায়...দ্যাখোসে...আমার সব্বোস্ব ছেনায়ে নিয়ে গেলোরে...(বাদামীকে) কুথায় যাস?

বাদামী॥ (ফিসফিস করে) বাবুর ঘরে!

[বেহারারা খল খল করে হেসে ওঠে।]

মাতলা॥ বাদাম!

বাদামী॥ কেনে, মেয়ে যায় না শ্বশুরবাড়ি?

মাতলা॥ দাঁড়ারে...

বাদামী॥ কেনে, দু'বেলা যে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করো!

মাতলা॥ ওরে না!

বাদামী॥ এট্টা জিনিস খাতি সাধ হলি, তুমি যে নোলায় ছ্যাঁকা মারো...দিনে রেতে এট্টু নিশ্চিন্তে শ্বাস ছাড়তি পারিনে...

মাতলা॥ উরেঃ বাদাম! ক্ষ্যামা দে! চলে যা, যেখানে তোর খুশি... আর বলিসনে...

বাদামী॥ যাবোই তো! কতো লিশ্চিন্তি! কতো!...কতো! ...কত্তা, জল খাবা বললে না?

অঘোর॥ হ্যাঁ...

বাদামী॥ ভেতরে খুব জ্বালা! ...কিন্তুক আমার হাতের জল, খাবা? না? তো কি দিই তা'লে?...আচ্ছা দাঁড়াও, এট্টা ভালো জিনিস দেই!

[বাদামী চলে যায় ভেতরে।]

অঘোর॥ (মাতলার দিকে ঘুরে) তোরা তো যুক্তি করে আমায় মারতে গিয়েছিলি, আমার গায়ে পা দিয়ে পদক ছিঁড়তে গিয়েছিলি! মারবে আমায়! মার্! সব শালারা সমান! সুদ না দেয় মার শালাদের! (সহসা আলের ওপর তাকিয়ে) কে? কে রে!

[দেখা গেল আলের ওপর আবছা আলোয় আধো ঘোমটা টেনে দাক্ষায়ণী বসে আছে। অঘোর তার চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে।]

অ্যাই রাঁড়ী! তুই না! তুই হেঁটে যা!—বুড়ি রাঁড়! ঘোমটা দেয়! রাঁড়ীর হিংসে হচ্ছে!

[অঘোর বিশ্রীভাবে হেসে টলতে টলতে দাক্ষার মাথার ঘোমটা টেনে খুলে আঁচলে চাবি দেখে...]

চাবি খোকাকে এখনো দিসনি কেন? আমি মরে যাচ্ছিলাম...আর তুই তাকে ফাঁকি দিয়ে সব নিজের পেটে পুরবি ভাবছিলি? (দাক্ষার দু'গাল খিমচে দূরে ছিটকে ফেলে, একটা বাঁশ নিয়ে খোঁচা দিচ্ছে) যা! হেঁটে যা! হেঁটে যা!

[দাক্ষায়ণীর অবস্থা বর্ণনাতীত। বিধ্বস্ত বসন, সকলের বিদ্রূপে হাসিতে দাক্ষায়ণী আর্তনাদ ছেড়ে বিদ্যুতের মতো ঠিকরে বেরিয়ে গেল। তার পেছনে তখনো সবাই হাসছে। মধুর কলসি কোলে নিয়ে বাদামী বেরিয়ে এল।]

মাতলা॥ (বিষম আতঙ্কে) হেই...!

[বেহারা দু'জন পিঠমোড়া দিয়ে মাতলাকে ধরে ফেলেছে। মাতলা ছিটকে বেরিয়ে আসার

চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে তার মুখের মধ্যে একখানা গামছার টুকরো ঢোকাল বেহারা। মাতলার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে।]

অঘোর॥ ওকি! কলসি!

বাদামী॥ মধু!

অঘোর॥ মধু!

বাদামী॥ জল তো খাবা না, মধু খাও।

অঘোর॥ ভালো ম-ধু!

বাদামী॥ এক্কেরে পয়লা। গোদহের গাবগাছে এত্তো বড় বড় ধামার মতো দুই চাক!

বৃদ্ধ বেহারা॥ মৌচাক!

বাদামী॥ বাপ আমার সেই দুই চাক ভেঙে দেখে—

[মুখবাঁধা মাতলা ছটফট করছে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে।]

অঘোর॥ কী!

বাদামী॥ দ্যাখে তার খোপে খোপে মধু! ঘন লাল টকটকে...রক্তের মতোন...

বৃদ্ধ বেহারা॥ আহা, বনের মধু! তার স্বাদই আলাদা!

অঘোর॥ খাবো!

বাদামী॥ খাবা। বাপ আমার জন্যি এনেছে, আমি তুমার জন্যি তুলে রেখেছি...কলস-ভরা মৌ...

অঘোর॥ দে দে! তুই আমারে মধু দিবি!

বাদামী॥ কেনে দেবো না, আমার বাপ তুমারে পেরান দিতি পারলো, আর এট্টু মধু দিতি পারবে না। খাও, খেয়ে ঠাণ্ডা হও...(*বাদামী দাওয়া থেকে নামতে শঙ্করকে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল*—) আড়তদার!

অঘোর॥ দে! মধু দে!

বাদামী॥ ভাবছি কারে দেবো! তুমারে, না তুমার ছেলেরে!

শঙ্কর॥ ননসেন্স।

[*শঙ্কর বেরিয়ে গেল। মাতলা পাগলের মতো গোঙাচ্ছে এবং কলসিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে।*]

মাতলা॥ (*মাথা ঝাঁকাচ্ছে*) লা লা...

বাদামী॥ কেনে বাপ, নিজের হাতে ছিষ্টি বলে আজ তুমার মায়া লাগে!

[*অঘোর ঘোষ ঝাঁপিয়ে পড়ে কলসিটা টেনে নেয় কোলে।*]

অঘোর॥ কে কাড়বি আয়...আয় কে কাড়বি...

[*গজরাতে গজরাতে কলসির মুখের ঢলঢলে দড়ি টানে অঘোর। একটা দুটো*—]

মুখ তুলে চারদিক চেয়ে) আয়, কে নিবি।

অঘোর আবার দড়ি টেনে খোলে—সব দড়ি খোলা হয়ে যাচ্ছে, অথচ এখনো...। একান্তে ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া মাতলার বাহু ধরে অস্থির বাদামী ঘন ঘন লাফাচ্ছে...]

বাদামী॥ ওঠ্! ওঠ্! ওঠে না কেনে বাপ! ফোঁস ফোঁস! ফোঁস করে না কেনে?

মাতলা॥ (এতোক্ষণের চেষ্টায় মুখের বাঁধন সরিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসে) হেইরে, আমি

তারে মেরে ফেলিছি...

বাদামী॥ আঁ?

মাতলা॥ হ্যাঁ, ভাবলাম যদি আবার তুর দিকে কখনো ছোবল তোলে! সেডারে শ্যাষ করিছিরে...

বাদামী॥ আঁ...কি করেছো তুমি!

[*বাদামীর আর্তনাদ। উন্মত্ত বাদামী ছুটে গিয়ে হতভম্ব অঘোরের হাত থেকে কলসিটা কেড়ে নিয়ে দড়াম করে ফেলে ভাঙে উঠোনে। গোক্ষুর...বাদামীর স্বপ্নের গোক্ষুর শুধু মৃত নয়, তার মাথাটা একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামির মতো ফুলে ফেঁপে হাঁ-করা। আর তখন, হাসিতে কান্নায় দাবানলে জ্বলতে জ্বলতে মাতলার মেয়ে বাদামী ঐ মাথাটা ধরে সড় সড় ক'রে সাপটাকে টেনে বার করে পেটের নাড়িভুঁড়ির মতো। ব্যর্থতায় অথবা ভেতরের কোনো গোপনতম আনন্দে বাদামী সাপটাকে বার দুই উঠোনে আছড়ে ছুটে গিয়ে হাতে তুলে নেয় কচ্ছপধরা সড়কি। গর্জন করে ছোটে অঘোরের দিকে। অঘোর পালাতে গিয়ে দেখে গ্রামবাসীরা তাকে ঘিরে ফেলেছে। অঘোর নিমেষে লাফিয়ে পড়ে আলের ওপাশে। বাদামীও আলের ওপরে উঠে সড়কি চালায় ওপাশে।*]

গ্রামবাসীরা॥ (*চারপাশ দিয়ে চীৎকার করে*) মার্ মার্ শালারে...মার্...মার্...

[*তৃতীয় খোঁচায় অঘোরের শেষ আর্তনাদ শোনা গেল।*]

মাতলা॥ আঁই শালা, মেয়ে আমার লিজের হাতে বক্ষ ফাটায়ে দিলো রে!

[*গ্রামবাসীরা ও বেহারারা চোখের নিমেষে উধাও। আসন্ন সন্ধ্যার ভারি আকাশ তখন নিচু হয়ে ঝুলে পড়েছে চারদিকে। মাতলার মেয়ে বাদামী আলের ওপর টলছে। মাতলা তাকে বুকে জড়িয়ে নেমে আসে উঠোনে, উঠোন পেরিয়ে এগোয় দাওয়ার দোলনার দিকে। তখন বহুদূরে গাজনের ঢাক বেজে ওঠে।*]

মেঘ ও রাক্ষস

উৎসর্গ

শ্রী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

মঞ্চাধ্যক্ষ	বেনারসী
কঙ্ক	তোতাপুরী
হীরামন	তপস্বী
নীলকমল	প্রহরী
সুবর্ণ	কারারক্ষী
সেনাপতি—প্রেত ১	নগরবাসিগণ
বিচারপতি—প্রেত ২	মেষরূপী মানুষ
ধনপতি—প্রেত ৩	নটী
রাক্ষস	চন্দ্রলেখা

মেষ ও রাক্ষস

[রচনা ১৯৭৯]

আলোক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে গতিময়তা অব্যাহত রাখা বাঞ্ছনীয়। সুন্দরম্-প্রযোজনায় মঞ্চের মাঝখানে একটি অতিরিক্ত পর্দা ব্যবহার করা হয়। পর্দার ওপিঠে বন, কারাগার, হিমপাহাড় ও রাজসভা এবং পর্দার সামনে প্রস্তাবনা, কঙ্কের বাড়ি ও রাক্ষসের গোপন আস্তানা ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়।

● প্রথম অভিনয় ●

॥ ৯ জুন ১৯৮০ সন্ধ্যা ৭। অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস মঞ্চ॥ প্রযোজনা ● সুন্দরম্। নির্দেশনা ● মনোজ মিত্র। আলো ● তাপস সেন। আবহ ও সঙ্গীত ● দেবাশিস দাশগুপ্ত॥ মঞ্চ ● অজয় দত্তগুপ্ত॥ পোশাক অস্ত্রশস্ত্র ও ব্যবহার্য সামগ্রীর রূপশিল্পকর্ম ● সুরেন চক্রবর্তী। নৃত্য পরিকল্পনা ● শম্ভু ভট্টাচার্য॥ আলোক প্রক্ষেপণ ● অমল রায়॥ শব্দ প্রক্ষেপণ● বিশ্বজিৎ প্রসাদ / সৌমেন ঠাকুর॥ রূপসজ্জা ● অজয় ঘোষ॥ রূপসজ্জা সহযোগী ● প্রসাদচন্দ্র পাত্র॥ কর্মাধ্যক্ষ ● সৌমেন রায়চৌধুরী॥

॥ অভিনয়ে ॥

মঞ্চাধ্যক্ষ—শ্যামল সেনগুপ্ত / অসিত মুখোপাধ্যায়
কঙ্ক—মনোজ মিত্র / দীপক ভট্টাচার্য
হীরামন—শুভ্র মজুমদার
নীলকমল—অরণ্য ঘোষাল / স্বপন রায় / সুদীপ্ত বসু / দীপক দাস
সুবর্ণ—স্বপন মিত্র / রমেন রায়চৌধুরী / বিষ্ণু দে
সেনাপতি—প্রণব সেন / রতন মুখোপাধ্যায়
বিচারপতি—মানব চন্দ্র
ধনপতি—লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাক্ষস—দুলাল লাহিড়ী
বেনারসী—জয়ন্ত দত্ত
তোতাপুরী—শঙ্কর প্রসাদ
তপস্বী—রমেন রায়চৌধুরী / অসিত মুখার্জী
প্রহরী—সৌমেন রায়চৌধুরী
নগরবাসিগণ—সমুদ্র গুপ্ত, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈল ঘোষ, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন মিত্র, চন্দন সেনগুপ্ত, দীপ্তেন মৈত্র, অধীর বসু, রঞ্জন রায়, সত্যব্রত দাস
মেষরূপী মানুষ—শিবেন মিত্র / অধীর বসু
নটী
চন্দ্রলেখা } —জয়তী ঘোষ / সন্ধ্যা চক্রবর্তী

প্রস্তাবনা দৃশ্য

পর্দার সামনে একটি মেষ বসে আছে। হাঁটু মুড়ে, শিঙঅলা মাথাটা সামনের দিকে উঁচিয়ে। আপাদমস্তক কুচকুচে কালো মেষটি একটি আলোকবৃত্তের মধ্যে শান্ত গম্ভীর। টানা টানা চোখে ছেয়ে রয়েছে অসীম নির্বোধ শূন্যতা। ব্যস্তভাবে মঞ্চাধ্যক্ষ ঢুকল। মেষটিকে দেখে থমকে দাঁড়াল।]

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ (*নেপথ্যের উদ্দেশে*) নটী! নটী! হ্যাঁগা ও ভালোমানুষের কন্যে....

নটী॥ (*নেপথ্যে*) ডাকছ কী জন্যে...

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ (*গলা তুলে*) বলি এসব কী 'লজ্জাস্কর' ব্যাপার! সম্মানিত দর্শকবৃন্দ রঙ্গশালায় প্রবেশ কত্তে সুরু করেচেন, মঞ্চের ওপর কিনা ভেড়া বসে রয়েচে!

[*বেণী দুলিয়ে হাল্কা পায়ে নটী ছুটে এল।*]

নটী॥ আহা...আহা...ও যে আজকের নাটকের নায়কগো!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ ও...অ্যাঁ? নায়ক...! ভেড়া!

নটী॥ তা সেটা তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল মাননীয় মঞ্চাধ্যক্ষ! নাটকের নামই যে "মেষ ও রাক্ষস"!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ ঠাট্টা রাখো। মানীগুণী অতিথিরা গাঁটের কড়ি গচ্চা দিয়ে তোমার ভেড়ার নেত্য দেখতে এয়েচেন!

নটী॥ মন্দ কি? একটা নতুন জিনিস!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ তা বলে ভেড়ার নাচ!

নটী॥ আহা নাচতে ও বেশ ভালোই পারে। নাকে নোলক আর গলায় ঘণ্টি বেঁধে দিলে দেখবে কেমন ঝুমুর-ঝুমুর-- ঝুমুর-ঝুমুর... দ্যাখো দ্যাখো কেমন শান্ত, চাকন-চিকন... ডাগর-ডাগর আঁখিপাতে আহারে কী মায়া জড়ানো! ...কম কীসে ... বলি আমাদের নায়ক কম কীসে?

[*নটী গর্বোন্নত ভঙ্গিতে মঞ্চাধ্যক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। মঞ্চাধ্যক্ষ চট করে নটীর চিবুক ধরে।*]

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ পারবে...এমনি করে প্রেম-প্রণয় কত্তে পারবে তোমার নায়ক? পারবে এমনি করে প্রেয়সীর মান ভাঙাতে? হুঁ:! খালিতো হাস্যস্কর ভাবে ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যা করবে...

নটী॥ (*দুঃখিত গলায়*) অদৃষ্ট গো...যেমন অদৃষ্ট! নইলে এ দশা হবে কেন? আহারে কদিন আগেও যে আর পাঁচজনের মতো মানুষ ছিল...

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ ...অ্যাঁ! কদিন আগে কী ছিল! মানুষ!

নটী॥ ...সুন্দর...সুপুরুষ...রূপে গুণে সবার সেরা...

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ নটী তোমার এসব রঙ্গতামাশা শোনার ধৈর্যি এনাদের নেই। (*দর্শকদের*) কী পেয়েচে কী বলুনতো? মানুষ কখনো ভেড়া হয়?

নটী॥ ওমা, হয় না?

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ হয়?

নটী॥ (মঞ্চাধ্যক্ষকে দেখিয়ে) আকচার...আকচার হয়।

[গান ও নাচ।]

হয় হয় হয় তুমি জানতে পারো না
ও সখা তুমি সন্দ করো না
মানুষ কত ভেড়া হয়, চেয়ে দ্যাখো না।
লোভে ভেড়া, ভয়ে ভেড়া, ভেড়া অভাবে
ঘরে সিংহ বাইরে ভেড়া, ভেড়া স্বভাবে
লোকে তাদের ধরতে পারে না।
বুদ্ধি লোপে হয় ভেড়া, ভেড়া থাকে বশে
ওপরআলা চাপ দিয়ে কত ভেড়া পোষে
লোকে তাদের ভেড়া বলে না!

[নেপথ্যে রাক্ষসের কান্না।]

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ কে! কে! ব্যায়লা বাজাচ্ছে কে?

নটী॥ বিচিত্রদন্ত....

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ সে আবার কে?

নটী॥ রূপনগরের রাজা রাক্ষস বিচিত্রদন্ত!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ অ্যাঁ? একে রাক্ষস, তায় রাজা!

নটী॥ তার ওপর জাদুকর!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ গোদের ওপর বিষফোঁড়া!

নটী॥ প্রতিপক্ষে রাজার খাদ্য তালিকায় তোমার মতো একটি তাজা মানুষ!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ বাবাগো!

[ছুটে পালাতে যায়।]

নটী॥ (হেসে) ভয় নেই গো! ভয় নেই! রাক্ষসের হাতে পায়ে শেকল!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ শেকল!

নটী॥ বন্দী! রূপনগরের রাজা রাক্ষসরাজ বিচিত্রদন্ত বন্দী!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ রক্ষে বাবা! তা কে বন্দী করলো!

নটী॥ তিনটি ছেলে...রূপনগরের চোখের মণি...দুরন্ত টগবগে যৌবন ...হীরামন সুবর্ণ নীলকমল! কামারের ছেলে...কুমোরের ছেলে...আর কাঠুরের ছেলে! সাতদিন সাতরাত্রি যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিয়েছে রাক্ষসের জাদুদণ্ড—বিসর্জন দিয়েছে অকূল নদীর মাঝখানে...

[নেপথ্যে রাক্ষসের কান্না।]

ঐ শোনো...জাদুদণ্ডের শোকে কারাগারে বসে হাহাকার করচে রাক্ষস!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ 'ভীতিস্কর'! এখনো মেরে ফেলেনি কেন?

নটী॥ আহা রাক্ষস! সে কি অমনি মরে? সেই হিমপাহাড়ের মাথায় আছেন এক তপস্বী...মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ...দানব বধের উপায় জানেন শুধু তিনি! ...উত্তরের বাতাসে উড়ছে তাঁর শুভ্র বসন...শুভ্র কেশদাম...প্রাণভোমরা তাঁর কাছে। ...তাই সেই দুর্গম

হিমপাহাড়ের পথে যাত্রা করেছে ওরা ...হীরামন...সুবর্ণ...নীলকমল। ...আর রূপনগরের মানুষ অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে...কে পাবে...তিনজনের কে পাবে সেই মৃত্যুবাণ...কার হাতে মরবে রাক্ষস...

[*দীপাধারে তিনটি প্রজ্বলিত প্রদীপ হাতে রূপনগরের পণ্ডিত অন্ধ কঙ্ক চলেছে। পেছনে চন্দ্রলেখা, প্রহরী ও কয়েকজন লোক। দূরে নিবদ্ধ দৃষ্টি। শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।*]

নটী॥ ছুটল দ্যাখো তিনটি ঘোড়া
ক্ষুরে ক্ষুরে উড়িয়ে ধুলি
ডিঙোয় মাঠ ডিঙোয় নদী
বনের মাঝে আলোছায়া
মনের মাঝে ঝিকিমিকি
কার ঘোড়াটা যাচ্ছে আগে
মৃত্যুবাণ সে কেইবা পাবে
কার হাতে মরবে রাক্ষস...

কঙ্ক॥ (প্রদীপ তিনটি উঁচুতে তুলে ধরে) যার হাতে মরবে রাক্ষস, সেই হবে রাজা! সুবর্ণ হীরামন নীলকমল...সেই হবে রূপনগরের রাজা...সেই পাবে আমার চন্দ্রলেখাকে...

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ মহাশয়ের পরিচয়?

নটী॥ পণ্ডিত কঙ্ক। রূপনগরের ছেলেরা... ঐ হীরামন সুবর্ণ নীলকমল... এঁরই পাঠশালায় দীক্ষিত! ...দুটো তপ্ত শলাকা বিঁধিয়ে রাক্ষস ওর চোখ দুটো নষ্ট করে দেয়...তবু কঙ্ক পণ্ডিতের পাঠশালা বন্ধ করতে পারেনি! অনির্বাণ তাঁর হাতের মঙ্গলদীপ।

[*কঙ্ক ও তার সঙ্গীরা চলে গেল। ক্ষুরধ্বনি বন্ধ হলো।*]

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ *বা বা নটী...কাহিনীর এদিকটাতো বেশ বলিষ্ঠ মনে হচ্চে। তেজস্কর!* অতস্পর ছেলেরা...?

নটী॥ যাচ্ছে ওরা। যেতে যেতে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে পড়ল গিয়ে গহন বনে...দিন ফুরোলো...বনের মাঝে নেমে এলো রাত্রি...মহানিশা...এমন সময়...

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ (ভয়ে) এমন সময়?

নটী॥ তিনটি প্রেত! ওদের সামনে!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ প্রেত! এতো আমাদের মহাকবি সেক্ষপিয়েরের রচনা 'ম্যাকব্রেথ'! সুরু করো...এই নাট্যই সুরু করো। আর তোমার এই ভেড়াটিকে সাজঘরে বেঁধে রাখো।

নটী॥ সেকী...বেঁধে রাখব মানে...'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে মেষই থাকবে না?

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ (রেগে) দ্যাখো এইসব সংগ্রামী মানুষের নাট্যে ভেড়ামেড়া যদি আমি টুঁ মারতে দেখি, অভিনয় বন্ধ করে দেব বলে রাখচি!

নটী॥ উঁঃ!

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি মঞ্চাধ্যক্ষ! আমার মঞ্চে কিনা মানুষ হচ্চে ভেড়া। বিস্ময়স্কর অধস্পতন! তাও যদি আসল ভেড়া হতো! বাবাজী শ্রীযুক্ত নরমেষ!

নটী॥ ছি! অমন করে বলে কেউ? দুঃখু পাবে না বুঝি?

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ দুঃখু পাবে, উঁঃ, দুঃখু!

নটী॥ (ভেড়াকে) ওগো শুনচ...তোমাকে যে এরা পছন্দ করচে না! (ভেড়াটি নটীর দিকে তাকায়) ওঠো গো...ওঠো...কী আর করবে! কপাল! নইলে তোমারই বা আজ এ দশা হবে কেন, আমাকেই বা কেন যতো লোকের গঞ্জনা সইতে হবে?

[*নটী চোখে আঁচল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মেষটির সামনে একপাটি শুঁড়অলা নাগরা জুতো পড়েছিল। মেষটি নাগরাপাটি নিয়ে নটীর আঁচল ধরে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ঘুরে পা তুলে মঞ্চাধ্যক্ষকে লাথি দেখায়।*]

নটী॥ এক পা দেখাতে নেই গো...

[*মেষ দু পা দেখাল। নটী ও মেষ চলে গেল।*]

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ বলি কেমন আচরণ হলো এটি? ও আমার শ্বশুরমশাইয়ের বেটি...আমার চেয়ে প্রিয়স্কর হলো ঐ ভেড়াটি? থাকো...জন্ম জন্ম ঐ ভেড়া নিয়েই থাকো। যতই অসহ্যস্কর হই, মনে রেখো কবির বাক্য—মানুষ আমরা নহিতো, মেষ! (*দর্শকদের নমস্কার করে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থেমে*) না না...মানুষ আমরা, নহিতো মেষ!

[*মঞ্চাধ্যক্ষ তার গলায় ঝোলানো বাঁশিটি লম্বা করে বাজিয়ে দিয়ে ছুটে নিষ্ক্রান্ত হল। পর্দা খুলে গেল।*]

প্রথম অঙ্ক//প্রথম দৃশ্য

[*গভীর বন। রাত্রি। হীরামন একটি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। তিনটি প্রেতের আবির্ভাব। হীরামনকে একা দেখে প্রেতেরা উল্লসিত হয়।*]

প্রেতদের গান॥ কী মজাদার থমথমে আঁধার
ওহো এই ছমছমে রাতে
আমরা তিন প্রেতে মিলেছি এক সাথে।
আয় আয় আয়
শিয়াল শকুন হুতোম প্যাঁচা
গলা ছাড় সব হাঁড়িচাচা
জ্বলছে আলেয়া এধার ওধার
কী মজাদার থমথমে আঁধার
ওহো এই ছমছমে রাতে
আমরা তিন প্রেতে মিলেছি এক সাথে।

প্রেতেরা॥ (*নিদ্রিত হীরামনকে ঘিরে, অলৌকিক স্বরে ডাকে*) হীরামন... হীরামন...হীরামন...

[*হীরামনের ঘুম ভাঙছে। প্রেতেরা লঘুপায়ে দ্রুত সরে গিয়ে লুকালো।*]

হীরামন॥ কে! কে ডাকলো! তাই তো! কী হলো?

[*হীরামন আবার ঘুমুতে যায়।*]

প্রেতেরা॥ (আড়াল থেকে) হীরামন...

হীরামন॥ হয়েছে...হয়েছে...ঢের হয়েছে! আর লুকোতে হবে না। ওঃ, কত দেরি করে ফিরলে তোমরা নীলকমল...

প্রেতেরা॥ (আড়ালে) হীরামন...হীরামন...

হীরামন॥ আরে কি হচ্ছে কি ভাই...ক্ষিদেতে নাড়ি শুকিয়ে গেল! কিছু এনে থাকলে দাও! নীলকমল...সুবর্ণ...

প্রেতেরা॥ (মুখ বার করে) হাঃ হাঃ হাঃ...

হীরামন॥ (আতঙ্কে) প্রেত!

[*হীরামন ছুটে পালাতে যায়, প্রেতেরা শয়তানের মতো হাসতে হাসতে তাকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে ধরে।*]

হীরামন॥ (তরবারি তুলে) সরে যাও...

প্রেত ১॥ আমাদের মারা যায় না...

প্রেত ২॥ আমরা অশরীরি...

প্রেত ৩॥ বাতাস কেটে বেরিয়ে যাবে তরবারি...হাঃ হাঃ হাঃ...

হীরামন॥ কী...কী চাও তোমরা?

প্রেত ১॥ কি আর চাইবারে বাছা, চাওয়ার কি আছে.
মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াই গাছে গাছে..

প্রেত ১॥ তা হ্যাঁরে...হেথায় দেখি কেন তোরে...বনের মাঝারে...

হীরামন॥ আমরা চলেছি হিমপাহাড়ে, মহাজ্ঞানী তপস্বীর চরণে...

প্রেত ২॥ ও-ও-ও চলেছিস প্রাণভোমরার সন্ধানে...
রাক্ষস-বধের সুড়ুক আছে সেইখানে...

প্রেত ৩॥ মার্ মার্ মার্ রাক্ষসটাকে মার্...
বুড়োটা ভেবেছিল, যুগ যুগ চালিয়ে যাবে রাজত্বি...
কৃষ্ণপক্ষে রক্ত খেয়ে বাড়াবে গায়ের গত্তি!

প্রেত ২॥ কিন্তু বাছা...তুই যে নেহাৎ কাঁচা...
হিমপাহাড়ে পৌঁছনো কি অতই সস্তা,
ভয়ঙ্কর দুর্গম রাস্তা...

প্রেত ১॥ পড়বে নদী ভীষণ ভয়াল
আসবে ছুটে শ্বাপদ দাঁতাল...
ভাঙবে পাহাড় পড়বে ধ্বসে
কাঁদবি শেষে মহা আফ্‌শোষে...

প্রেতেরা॥ ফিরে যা...ওরে বাছা ঘরে ফিরে যা...

হীরামন॥ কেন মিছে ভয় দেখাও? আছি আমরা তিন বন্ধু। একসাথে দাঁড়ালে কেউ আমাদের রুখতে পারবে না!

[*তিন প্রেত ডুকরে কেঁদে ওঠে।*]

প্রেত ১॥ (কাঁদতে কাঁদতে) বাঁচানো গেল না...এ ছেলেরে বাঁচানো গেল না...

প্রেত ৩॥ বাছারে...তোর কপালে কী আছেরে...

প্রেত ২॥ (ভেংচে) বন্ধু...প্রাণের বন্ধু! বল্‌তো তোকে একা বসিয়ে রেখে, সখারা ওধারে কী করছে?

হীরামন॥ আমার জন্যে খাবার জোগাড় করছে...

প্রেতেরা॥ খাবার! (হেসে) হা হা হা! খাবার! হো হো হো...! বিষ!

হীরামন॥ বিষ?

প্রেত ২॥ বিষ...বিষ...বিষ...

ভবিতব্য মিলিয়ে নিস্‌!

প্রেত ১॥ বিষ দিয়ে তোকে ওরা আজ মারবে!

হীরামন॥ মারবে?

প্রেতেরা॥ মারবে...মারবে...মারবে...

হীরামন॥ নীলকমল...সুবর্ণ! আমায় মারবে! হা হা হা...

প্রেত ২॥ যাহা বলিব ঠিক ঠিক ...আমাদের দৃষ্টি অলৌকিক...

প্রেত ৩॥ আজ তোকে মারতে পারলে ওদের মহালাভ!

হীরামন॥ মহালাভ?

প্রেতেরা॥ (সুর করে) কুঁচবরণ কন্যে সে যে মেঘবরণ চুল...কে...বল্‌তো কে?

হীরামন॥ চাঁদ! তোমরা চন্দ্রলেখার কথা বলছ?

প্রেত ৩॥ কন্যে কার গলায় দেবে মালা ফুটবে বিয়ের ফুল...

প্রেতেরা॥ কুঁচবরণ কন্যে সে যে মেঘবরণ চুল...কন্যে কার গলায় দেবে মালা ফুটবে বিয়ের ফুল...

হীরামন॥ আমার ...চাঁদ আমার!

প্রেতেরা॥ হা হা হা...

হীরামন॥ হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি জানি ঐ পাহাড় থেকে মৃত্যুবাণ আনব আমি! আমার হাতে মরবে রাক্ষস! আমি জানি চাঁদ হবে আমার।

প্রেত ৩॥ বাছারে...সে সুযোগ তুই আর পাবি নারে!

প্রেত ১॥ ঐ কুমোরের ছেলে আর কাঠুরের ছেলে ...তোকে মেরে ফেলে ভাগীদার কমিয়ে ফেলবে রে!

হীরামন॥ না না না। তা কেন হবে? আমরা এ প্রতিযোগিতা হাসিমুখে মেনে নিয়েছি...

[*প্রেতেরা হঠাৎ একযোগে হাত তোলে। মুঠোয় একটা করে লাল টুকটুকে ফল।*]

প্রেত ২॥ আনছে ওরা বিষফল...একটি কামড়ে রক্ত জল...

হীরামন॥ না...না...। কী বলছ তোমরা! আমরা তিন বন্ধু। পণ্ডিত কঙ্ক আমাদের একসঙ্গে মানুষ করেছেন। আমরা এক থালায় ভাত খেয়েছি। এক সাথে রাক্ষসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। ওর ব্যথা আমি সয়েছি, আমার ব্যথা ও!

[*বহু দূরে নীলকমলের ডাক: হীরামন...*]

ঐতো নীলকমল ডাকছে! না না এ হয় না।

[উল্টোদিকে সুবর্ণর গলা: হীরামন...]

ঐ সুবর্ণ ফিরছে! যাও...চলে যাও তোমরা দুষ্ট প্রেত! যাও...

প্রেতেরা॥ (ক্রুদ্ধভাবে) ভেড়া! ভেড়াটা আজ মরবে!

[প্রেতেরা অদৃশ্য হল।]

হীরামন॥ কী বলে গেল? তবে কি ওরা আজ চাঁদের জন্যে আমাকে...মারবে? সুবর্ণ...নীলকমল...

[কাঁধে কুঠার নিয়ে কাঠুরের ছেলে নীলকমল চুপিচুপি ঢোকে। হঠাৎ পেছন থেকে আনমনা হীরামনকে ধাক্কা দিয়ে হেসে ওঠে।]

নীলকমল॥ ওঃ, হীরামন ভাই...বলতো কি এনেছি তোমাদের জন্যে?

হীরামন॥ কী এনেছো!

নীলকমল॥ এমন একটা জিনিস... একটাতে তোমাদের সব ক্ষিধে জুড়িয়ে যাবে,...শরীর ঠাণ্ডা...

হীরামন॥ সত্যি!

নীলকমল॥ আস্তে আস্তে তোমরা ঘুমিয়ে পড়বে...

হীরামন॥ দেখাও দেখাও! ...ওঃ, নীলকমল একটু আগে এমন একটা—এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল...

[নীলকমল কোঁচড় থেকে একটা লাল টুকটুকে ফল বের করে। অবিকল প্রেতের হাতের ফল।]

ও কী!

নীলকমল॥ বল দেখি...কী ফল এটা? দেখেছ কখনো?

হীরামন॥ (আপন মনে) দেখেছি, দেখেছি, প্রেতের হাতে দেখেছি! (অদ্ভুত চোখে ফলটার দিকে চেয়ে থেকে) কী—কী ফল ওটা!

[কাঁধে মাটির কলসীতে জল, হাতে বর্শা—কুমোরের ছেলে সুবর্ণ ঢোকে।]

সুবর্ণ॥ (নীলকমলের হাতের ফলটি দেখে) বাঃ! আশ্চর্য দেখতে!

নীলকমল॥ এর নামও তাই...আশ্চর্য-ফল!

সুবর্ণ॥ আচ্ছা! তুমি চিনলে কি করে ভাই নীলকমল?

নীলকমল॥ আরে ভাই আমি কাঠুরের ছেলে। কতনা অজানা ফল পাকুড় আমি চিনি! (হীরামনকে) খাও!

হীরামন॥ তুমি খাও!

নীলকমল॥ পাগল নাকি! দুটো পেয়েছি...একটা খাবে তুমি...(সুবর্ণকে) আর একটা তুমি...

[সুবর্ণ নীলকমলের কাছ থেকে ফলটা নিয়ে—]

সুবর্ণ॥ দেখলেই লোভ হয়। ...আমিও এনেছি তোমাদের জন্যে—পরিষ্কার ঝর্ণার মিষ্টি জল।

[সুবর্ণ একধারে সরে গিয়ে ফলটা ধুয়ে খাওয়ার উদ্যোগ করে।]

হীরামন॥ (নীলকমলকে) আর তুমি খাবে না?

নীলকমল॥ তোমাদের না দিয়ে খাই কি করে বলো?

হীরামন॥ (চাপা গলায়) চন্দ্রলেখাকে ভালোবাসো তুমি নীলকমল?

নীলকমল॥ চাঁদ? চাঁদকে আমরা সবাই ভালোবাসি।

হীরামন॥ (ক্ষিপ্র কণ্ঠে) তাহলে তুমিই হবে রাজা...আর সে হবে তোমার রাণী...

নীলকমল॥ ভাই কার ভাগ্যে কি আছে, এখনই কি তা জানি!

সুবর্ণ দূরে দাঁড়িয়ে ফলটা খাচ্ছে। হীরামন সেদিকে একবার চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।]

হীরামন॥ জান না? (*বিদ্রূপের হাসি*) তুমি জানো না নীলকমল?

নীলকমল॥ কি হয়েছে তোমার? কিরকম অদ্ভুত লাগছে তোমাকে। ক্ষিধেতে পাগল হয়ে গেছ নাকি?

হীরামন॥ হ্যাঁ ক্ষিধে! ক্ষিধে! ক্ষিধেটা আমার একটু বেশি, সেটা সবাই জানে!...কিন্তু তোমার তো দেখছি চোরের ক্ষিধে!

নীলকমল॥ আগ বাড়িয়ে ঝগড়া করছ কেন ভাই...তুমি আমি কি সুবর্ণ...যে পাই চাঁদকে, আমরা সমান খুশি! এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের বন্ধুতাকে দৃঢ় করবে হীরামন।

হীরামন॥ সত্যি! সত্যি বলছ!

সুবর্ণ॥ (*খেতে খেতে*) আঃ! দারুণ! দারুণ!...এই ফলটা! ঠাণ্ডা...একটা ঠাণ্ডা ছায়া বুকের মধ্যে কেমন যেন ছড়িয়ে পড়ছে। আহ্! আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে!...আচ্ছা চাঁদকে নিয়ে তোমরা কি যেন বলছিলে! ভাই আজ এই চাঁদনি রাতে তোমাদের একটা গল্প বলব।

নীলকমল॥ বলো...বলো...

সুবর্ণ॥ এক দেশে একটি ভারী সুন্দরী মেয়ে ছিল...আর ছিল তিনটি ছেলে। একজনের নাম নীলকমল...একজনের নাম হীরামন...আর একজনের নাম...

নীলকমল॥ সুবর্ণ!

সুবর্ণ॥ যার নাম সুবর্ণ...মেয়েটিকে সে ভীষণ ভালোবাসে...

হীরামন॥ কী বললে?

সুবর্ণ॥ (*আবেগভরা গলায়*) জীবনে কোনো কথাই আমি তোমাদের কাছে গোপন করিনি। শুধু এই কথাটাই!...জানি না কে আমরা চাঁদকে পাবো। ভাই, তোমরা যদি পাও আমার চাঁদকে, বলো আমায় ভিক্ষা দেবে! (*অল্পক্ষণের নীরবতা*) চুপ করে আছো কেন তোমরা?

হীরামন॥ শয়তান!

সুবর্ণ॥ হীরামন!

নীলকমল॥ আঃ! কী করছ তোমরা! সামনে আমাদের দুস্তর পথ, কতনা অজানা বিপদ! আর এর মধ্যে এখন কিনা আমরা চাঁদকে নিয়ে...(*ফলটা বাড়িয়ে*) নাও ধরো!

হীরামন॥ (*চাপড় মেরে ফলটা ফেলে*) বিষফল!

নীলকমল॥ বিষফল!

হীরামন॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বিষফল! (*তরবারিতে ফলটা বিঁধিয়ে তুলে ধরে*) ভেবেছ ফলটা আমি চিনিনা...চিনিনা...চিনিনা! হাঃ হাঃ! সুবর্ণ, আস্তে আস্তে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে...শরীর

ঠাণ্ডা! এই ভয়ঙ্কর বিষ ধীরে ধীরে কাজ করবে। সুবর্ণ, এখনো বুঝতে পারছ না নীলকমলের মতলব! ও নীলকমল, তোমরা মনে এই ছিল!

[*প্রস্থানোদ্যত।*]

নীলকমল॥ দাঁড়াও হীরামন!

হীরামন॥ দেখি কার ভাগ্যে কী আছে!

[*হীরামন দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। নেপথ্যে অশ্বক্ষুরধ্বনি।*]

নীলকমল॥ হীরামন...হীরামন...

[*সুবর্ণর মুখ সন্দেহে শঙ্কায় কুঁচকে ওঠে। চেহারায় আসে তার পরিবর্তন।*]

সুবর্ণ॥ (*মুখের ফল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে*) হ্যাক্...থুঃ থুঃ!

নীলকমল॥ সুবর্ণ!

সুবর্ণ॥ কী...কী খাওয়ালে...থুঃ থুঃ...কী খাওয়ালে তুমি!

নীলকমল॥ সুবর্ণ, তুমিও!

সুবর্ণ॥ ঠাণ্ডা...ভীষণ ঠাণ্ডা একটা বরফের পিণ্ড ভেঙে ভেঙে আমার বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে! আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে!

নীলকমল॥ (*সুবর্ণকে ঝাঁকুনি দিয়ে*) কি হয়েছে কি তোমার? আমি তোমাকে বিষ দিয়ে মারছি?

সুবর্ণ॥ জিতবে বলে। ...চাঁদকে তুমি চাও? আমাদের মেরে তুমি সব ভোগ করবে! (*নীলকমল চুপ*) নীলকমল, আমি হীরামনকে বুঝতে পারি...তোমায় বুঝতে পারি না! নিজের পথটা এইভাবে পরিষ্কার করতে চাও?

নীলকমল॥ সুবর্ণ! ভুলে যেওনা...আমরা কিসের জন্যে বেরিয়েছি। এতে হিমপাহাড় আরো...আরো দূরে সরে যাবে। আর হাসবে আমাদের শত্রুরা, ঐ রাক্ষসের চ্যালা চামুণ্ডা!

সুবর্ণ॥ কী করে বুঝব, তুমি আমায় কি খাওয়ালে! থুঃ থুঃ! ফলটা যে তোমার একার চেনা! আঃ! আঃ!

নীলকমল॥ ওঃ আর একটা থাকলে আমি নিজে খেয়ে দেখিয়ে দিতাম...

সুবর্ণ॥ (*শরীরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে*) না না—ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না! একবার ঘুমুলে, ঘুম আর ভাঙবে না! জেগে থাকতে হবে! বাঁচতে হবে! চাঁদকে পেতে হবে! আমাকে জেগে থাকতেই হবে! (*নেপথ্যে হীরামনের পথে তাকিয়ে*) কোথায় গেল হীরামন! কোথায়!

[*বেরুতে যায়।*]

নীলকমল॥ ওঃ! একী মায়াবনে প্রবেশ করলুম, আমরা নিজেদেরই ভুলে যাচ্ছি! শোনো সুবর্ণ!

[*সুবর্ণকে ধরে।*]

সুবর্ণ॥ ছাড়ো...ছেড়ে দাও...

[*হাত ছাড়িয়ে সুবর্ণ ছুটে বেরিয়ে যায়।*]

নীলকমল॥ সুবর্ণ! সুবর্ণ! (*নীলকমল পিছু পিছু ছুটে বেরিয়ে যায়*) ফিরে এসো সুবর্ণ!

[*একজোড়া ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। উল্টো দিক দিয়ে প্রেতরা হাসতে হাসতে ঢোকে।*]

প্রেতেরা॥ হাঃ হাঃ হাঃ...

[*নীলকমল ফিরে আসে। প্রেতেরা হঠাৎ চুপ করে। কয়েকটি নির্বাক মুহূর্ত।*]

নীলকমল॥ তোমরা?

প্রেতেরা॥ ভয় পেয়োনা...ভয় পেয়োনা নীলকমল...

নীলকমল॥ ভয় আমি পাইনা! তোমরা কি সেই সব হতভাগ্য আত্মা ...পরলোকে যারা অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ঘুরে বেড়াও?

প্রেত ৩॥ মানুষের দেখা যদি পাই...

প্রেত ২॥ ভূত ভবিষ্যৎ বলে যাই...

প্রেত ৩॥ কী হচ্ছে কী হবে...?

প্রেত ১॥ ডান পা, বাঁ পা...কোন্‌টা কোন্‌ পথে যাবে—

প্রেত ৩॥ ওহোহো বেচারী নীলকমল, যেমন শক্তি তেমন ভালোবাসা! আজ তাকেই কিনা...

প্রেত ১॥ মারবে! (*নীলকমলকে দেখিয়ে*) সুযোগ পেলেই ওকে ওরা মারবে!

প্রেত ২॥ ওকে মারতে পারলে ওদের লাভ!

প্রেত ৩॥ লাভ?

প্রেত ২॥ সিংহাসন! সিংহাসন!

প্রেত ১॥ রূপনগরের সিংহাসনটা যে খালি! কে বসবে সেখানে?

প্রেতেরা॥ সিংহাসন...রূপনগরের সিংহাসন...

প্রেত ২॥ বাছারে ঐ কুমোরের ছেলে আর কামারের ছেলে তাকে মেরে ফেলে...ভাগীদার কমিয়ে ফেলবে রে!

প্রেত ৩॥ এখনও বসে আছিস? ওঠ্‌ লেগে পড়্‌। ধাওয়া কর্‌।

প্রেত ১॥ নীলকমল, আমরা তোর সহায়! লাগা যুদ্ধ...

প্রেত ৩॥ টাকা, পয়সা...যুদ্ধের খরচাপাতি...সব আমরা দেবো।

[*মোহরের থলি বার করে নাচাতে নাচাতে*—]

মোহর দেবো, মোহর দেবো...
ভাণ্ডার তোর ভরে দেবো...
সিংহাসন তোর সাজিয়ে দেবো...
ধনরত্নে মুড়ে দেবো...

প্রেতেরা॥ মোহর দেবো...মোহর দেবো...

নীলকমল॥ (*মৌন ভেঙে*) হুঁ, দেখে মনে হয় প্রেত, তবু যেন মানুষের প্রকৃতি! কোথায় যেন মানুষের সুর! মানুষ-মানুষ গন্ধ পাই! এদিকে এসোতো...

প্রেত ২॥ কেন রে? তোর কাছে কেন যাবো রে...

নীলকমল॥ ভূত-প্রেতের গপ্পো অনেক শুনেছি...কিন্তু তোমাদের মতো মোহরের থলি-হাতে থলিদার ভূত তো শুনিনি! এসো!

প্রেত ১॥ (*ভয়ে*) ও আগেভাগে সাবধান করতে এলুম কিনা?

প্রেত ৩॥ কেন এলে? কতোবার বললুম গায়ে পড়ে জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে পীরিত করতে যেয়ো না! মরেও তোমাদের চৈতন্যি হলো না!

প্রেত ২ ॥ ঠিক আছে, আমরা চলে যাচ্ছি...ফুউস্...

নীলকমল॥ (*কুঠার তুলে*) খবরদার!

[*নিরুপায় প্রেতেরা একযোগে ভীষণভাবে হেসে উঠে নীলকমলকে ভয় দেখাচ্ছে।*]

নীলকমল॥ আয়, কাছে আয়!

[*প্রেতেরা ডুকরে কেঁদে উঠে নীলকমলের সামনে এসে দাঁড়ায়। আতঙ্কে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে।*]

নীলকমল॥ হুম্! (*তৃতীয় প্রেতের চুলের মুঠি ধরে*) পাটের বলেই মনে হচ্ছে! (*পরচুলাটা টান দিয়ে খুলে*) এ কে? কী আশ্চর্য! রাক্ষসরাজ বিচিত্রদন্তের বশম্বদ বণিক ধনপতি! শ্রেষ্ঠীজী, একী অবস্থায় দেখছি আপনাকে! (*প্রথম প্রেতের সামনে*) তুমি কে মহাশয়...(*প্রথম প্রেতের চুল খুলে*) আরে বাবা, এ যে দেখছি স্বয়ং সেনাপতি। (*দ্বিতীয়কে*) তুমি? (*চুল খুলে*) মহামান্য বিচারপতি! ...বা বা বা...ধনপতি সেনাপতি বিচারপতি...রাক্ষস-রাজের তিন স্তম্ভ...অর্থ শক্তি এবং বুদ্ধি! তাহলে সত্যিই আপনারা প্রেত নন? (*সবাই ঘাড় নাড়ে*) সেজেছেন? (*সবাই ঘাড় নাড়ে*) ভেবেছিলেন ধরতে পারবো না? (*সবাই সায় দেয়*) অবশ্য ধরাটা বেশ কঠিন! অন্ধকার...বন...নিখুঁত সাজ পোশাক ...(*সবাই সায় দেয়*) তা হঠাৎ এ খেলা কেন? (*সবাই চুপ*) প্রভু রাক্ষসের জীবন বাঁচাতে...আমাদের হিমপাহাড় যাত্রা পণ্ড করতে!

প্রেত/সেনাপতি॥ হলোতো! বললুম চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। খামোখা চুনকালি মাখালেন!

প্রেত/ধনপতি॥ আপনার জন্যেই তো! কত করে বললুম সেনাপতি মশাই গলাটাকে আর একটু নাকী-নাকী করো! এমন বিশ্রী হেঁড়েগলা করে রেখেছে!

প্রেত/বিচারপতি॥ (*ধনপতিকে*) আপনি আর কথা বলবেন না। ফট্ করে মোহরের থলিটা বার না করলে চলছিল না! এই বণিক জাতটার এমন টাকার গরম...স্থানকাল পাত্রাপাত্র হুঁশ থাকে না...

নীলকমল॥ তাহলে তোমরাই যত নষ্টের মূল! তোমরাই মাথা ঘুরিয়েছ আমার বন্ধুদের!

সকলে॥ ক্ষমা করো...ক্ষমা করো নীলকমল...

নীলকমল॥ ক্ষমা! রাক্ষসের এঁটো-খাওয়া কুকুর...অপকর্মের গোঁসাই...আজ বিপদ বুঝে এসেছিস আমাদের মাঝে হানাহানি শুরু করে দিতে...

সকলে॥ মেরো না...মেরো না নীলকমল...

নীলকমল॥ দীর্ঘ পথের যাত্রায় আমায় করেছে একা। প্রেত, তোরা সত্যিই প্রেত! পালাবদলের দিনে তোদের খেলা প্রেতের খেলা! আজ যোগ্যস্থানে পাঠাবো তোদের... ঐ প্রেতলোকে...

[*নীলকমল তার ভীষণ কুঠার তুলে ওদের তাড়া করে। প্রেতেরা প্রাণের ভয়ে দুদ্দাড় পালাচ্ছে। আলো নেভে।*]

প্রথম অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[রূপনগরে কঙ্ক পণ্ডিতের কুটির। কুটিরের সামনে দাঁড়ের ওপর একটা মনোহর রঙিন পাখি বসে আছে। শেষ বিকাল। সূর্যের চোখে ক'নে-দেখা আলো।

কুটিরের ভেতর চন্দ্রলেখার গলা : ময়না...ওরে ও ময়না...।

চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে এলো চন্দ্রলেখা। পরিপাটি সাজগোছ। পিঠের ওপর দীর্ঘবেণী লুটোচ্ছে।]

চন্দ্রলেখা॥ (পাখিকে) খুব সেয়ানা! ডাকা হচ্ছে, কানে যায় না? উঃ গোঁসা হয়েছে! বায়না! করোগে যাও! কে তোমাকে সারাবেলা দোল খাওয়াবে গো!

[ময়নার দাঁড় ঠেলে দোল দেয়।]

কদিন যে ঘর-বার ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছি, একবার ফিরে দেখেছিস! কী জ্বালায় জ্বলছি, মুখপোড়া পাখি ধম্মো দেখে মরছে!...আচ্ছা তুই বল্, বাবার কি অমনধারা পিতিজ্ঞে করা ঠিক হল! তিনজনের যে হবে রাজা, তার সাথে বিয়ে হবে আমার। আহা কী আবদার! যেই রাজা হবে, তাকেই বরণ করে নিতে হবে? কেন, আমার নিজের একটা মন নেই! আমি তো একজনকে ছাড়া কাউকে মালা দিতে পারব না! ও পাখি, তুই সাক্ষী, কতোরাত আমরা দুজন ভরা জ্যোৎস্নায় লুকোচুরি খেলেছি! তুই না আমাদের কতো চিঠি দেয়া নেয়া করলি! ও আমার সোনা পাখি, তাকে ছেড়ে কী করে রাণীর মুকুট পরব আমি! (চোখ ছলছল করে) বাবার আর কি, তিনজনেই যে তার পাঠশালার ছাত্র! চোখের মণি! তাকে কিছু বলে লাভ নেই! আর বললে শুনছে কে! রূপনগরে আজ কঙ্ক পণ্ডিতের ওপর কথা বলার কেউ নেই!

[বাইরের দরজায় প্রহরী ও জনকয় গ্রামবাসী। একজন গ্রামবাসীর হাতে জাদুদণ্ড। সকলকে উত্তেজিত লাগছে।]

প্রহরী॥ পণ্ডিতমশাই আছেন চাঁদ?

চন্দ্রলেখা॥ (কুটিরের ভেতরে তাকিয়ে) বাবা—

প্রহরী॥ (গ্রামবাসীদের) তোমরা এসো—

[গ্রামবাসীরা দুয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলো।]

চন্দ্রলেখা॥ এরা কারা প্রহরী...কোথা থেকে আসছে...

গ্রামবাসী ১॥ অকূল গাঙের মাঝখানে আমরা গিয়েছিলুম মাছ ধরতে...

গ্রামবাসী ২॥ জালে উঠেছে এক বোয়াল মাছ...

চন্দ্রলেখা॥ বোয়াল মাছ!

প্রহরী॥ রাঘব বোয়াল..(জাদুদণ্ড দেখিয়ে) দ্যাখো চাঁদ তার পেটের মধ্যে কী পাওয়া গেছে!

[অন্ধ কঙ্ক পণ্ডিত সবার অলক্ষ্যে কুটিরের দরজায় দেখা দিল।]

চন্দ্রলেখা॥ মণিমুক্তো রত্ন বসানো! দণ্ডটা ঝকমক করছে! বাপরে, চোখ রাখা যায় না! কী ওটা!

গ্রামবাসী ৩॥ কী করে বলব! অদ্ভুত জিনিস! কোনদিন আমরা চোখেও দেখিনি!

প্রহরী॥ তাইতো পণ্ডিতমশায়ের কাছে নিয়ে আসা!

কঙ্ক॥ কই দেখি দেখি...

[কঙ্কর হাতে জাদুদণ্ড দিল। কঙ্ক জাদুদণ্ডে হাত বুলিয়ে জিনিসটাকে পরীক্ষা করছে।]

চন্দ্রলেখা॥ আমি একবার মাছের পেটে এতো বড় একটা ঝিনুক পেয়েছিলাম। ঠিক যেন সিঁদুর কৌটো!

কঙ্ক॥ তাইতো তাইতো! নদীতে এতো ঝিনুক শামুক থাকতে, এটাই বা সে গিলতে গেল কেন? দুর্লক্ষণ! দুর্লক্ষণ! অকূল গাঙের মাঝখানে যা বিসর্জন দিয়েছিলাম...আবার তাকে ডাঙায় ফিরিয়ে আনল!

চন্দ্রলেখা॥ (চমকে) বাবা, এ কী সেই...

কঙ্ক॥ জাদুদণ্ড!

সকলে॥ রাক্ষসের...!

কঙ্ক॥ ...জাদুকর রাক্ষসের মূলশক্তি! মায়াবী রাক্ষস বিচিত্রদন্ত এই এরই প্রভাবে ছিল অপরাজেয়! এই দণ্ড অনাদিকাল থেকে আমাদের ওপর প্রভুত্ব করেছে...শাসন করেছে...বশ করেছে ...এই...এই সেই দণ্ড!

[ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছায়াতেও কঙ্কের উঠোনে ঠিকরে ঠিকরে উঠছে আধখানা সোনার আধখানা রূপোর ভয়ঙ্কর-দর্শন দণ্ডটা। একধারে তার হাঁ-করা হাঙরের মুখ, আর একধারে লম্বা লম্বা পাঁচটা নখ! আতঙ্কে শিউরে ওঠে চন্দ্রলেখা।]

চন্দ্রলেখা॥ উঃ! কী ভীষণ!

কঙ্ক॥ (দণ্ডটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) আরো ভীষণ এর খেলা!

গ্রামবাসীরা॥ (বড় বড় চোখ মেলে) কী খেলা!

কঙ্ক॥ জাদু! জাদু! (দণ্ডটা আকাশের দিকে তুলে) আকাশ থেকে নামাতে পারে নরখাদক বাজপাখির ঝাঁক—

গ্রামবাসীরা॥ বাজপাখি!

কঙ্ক॥ দেশ জুড়ে নাচাতে পারে হলদে হাড়ের কঙ্কাল—

চন্দ্রলেখা॥ রাক্ষুসে খেলা!

কঙ্ক॥ একটি আঘাতে রাক্ষস, মানুষকে বানাতে পারে মেষ!

সকলে॥ ভেড়া!

কঙ্ক॥ বিচিত্রদন্তের রাজ্যে কারো তো মাথা তোলার উপায় ছিল না! প্রতিবাদে যখনি মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে—অমনি তার মাথায়...

[অন্ধ কঙ্ক শূন্যে দণ্ডের আঘাত করে। চমকে মাথা সরিয়ে নেয় চন্দ্রলেখা।]

চন্দ্রলেখা॥ (সত্রাসে) বাবা!

কঙ্ক॥ চাঁদ...চাঁদ...(চন্দ্রলেখার মাথায় হাত বুলিয়ে) ইন্দ্রজালের শাসন মা...শাসনের ইন্দ্রজাল! (থেমে) যদি আবার এটা রাক্ষসের হাতে পড়ে!

চন্দ্রলেখা॥ রাক্ষস তো কারাগারে...

কঙ্ক॥ আঃ! একটা বোয়াল মাছ যেমন এটাকে গভীর নদী থেকে ডাঙায় ফিরিয়ে আনল, একটা চিল যদি এবার কারাগারে রাক্ষসের কাছে উড়িয়ে নিয়ে যায়!

সকলে॥ না...না...

কঙ্ক॥ দত্যিটাকে সবে আমরা কলসির মধ্যে ভরেছি...একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে, ও যে আবার পারে জটপাকানো ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে পড়তে!

চন্দ্রলেখা॥ (*দণ্ডটা দেখিয়ে*) ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলো!

কঙ্ক॥ অক্ষয় ধাতু দিয়ে গড়া, ভাঙা যাবে না।

গ্রামবাসী ২॥ তবে দিন ফেলে দিয়ে আসি, দূরে আরো দূরে...

গ্রামবাসী ৩॥ গহন বনে বা সাগরের তলে...

প্রহরী॥ কেউ যেন কোনদিন সন্ধান না পায়...

সকলে॥ (*হাত বাড়িয়ে কোলাহল করে*) আমায় দিন...আমায়...আমায়...

কঙ্ক॥ (*একটু ভেবে নিয়ে*) প্রহরী! নগরীর কোনোখানে নির্জনে গোপনে একটা গভীর কূপ খনন করো। এটা আমরা সেই কূপের মধ্যে বিসর্জন দেব! যাও, সবাই যাও...

[*প্রহরী ও গ্রামবাসীরা চলে গেল। চন্দ্রলেখাকে টেনে নিয়ে কানে কানে বলছে—*]

কঙ্ক॥ না চাঁদ। একবার যখন হাতে পেয়েছি, আর হাতছাড়া করব না চাঁদ।

চন্দ্রলেখা॥ কিন্তু বাবা তুমি যে ওদের বললে...

কঙ্ক॥ তাছাড়া উপায় কি! দেখলি না, কতগুলো হাত একসঙ্গে এগিয়ে এল। কার মনে কী আছে, কে বলতে পারে! শুধু কণ্ঠ শুনে তো ঠাওর করতে পারি না—মানুষ আজ কে মানুষের পক্ষে, কে বা রাক্ষসের! ...নে, ঘরে তুলে রাখ!

চন্দ্রলেখা॥ না না সন্ধ্যেবেলা ওই অমঙ্গল তুমি ঘরে ঢুকিয়ো না...

কঙ্ক॥ ওরে অমঙ্গল ঘরে বেঁধে রাখাইতো ভালো! অমঙ্গল নড়াচড়া করতে পারবে না—অমঙ্গল ঠুঁটো হয়ে থাকবে! ধর্ ধর্...নজরবন্দী করে রাখবি!

চন্দ্রলেখা॥ (*জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে*) কতোদিন!

কঙ্ক॥ যতোদিন না ওরা হিমপাহাড় থেকে মৃত্যুবাণ নিয়ে ফেরে! জাদুদণ্ড অকেজো করার একটাই পথ...বিনাশ করো, যতো শিগগির পারো জাদুকর বিনাশ করো! জাদুকর বিনাশ হলে জাদুদণ্ডের সব জাদু লুপ্ত হয়ে যাবে! ...দেরি নেই, তার আর দেরি নেই চাঁদ! (*ঘরের দিকে দু হাত তুলে*) আমাদের মঙ্গল প্রদীপ জ্বলছে...আমার হীরামন সুবর্ণ নীলকমল...আমার তিনটি প্রদীপ...

চন্দ্রলেখা॥ (*কুটিরের ভেতর তাকিয়ে*) সর্বনাশ!

কঙ্ক॥ আঁ্যা!

চন্দ্রলেখা॥ দুটো প্রদীপ নিভে গেছে বাবা!

[*চন্দ্রলেখা ছুটে ভেতরে যায়।*]

কঙ্ক॥ (*বিমূঢ় হয়ে*) নিভে গেছে! ...তিনটে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলাম ...তিনজনের নামে তিনটে! যতোক্ষণ জ্বলবে শুভ...শুভ ...শুভ! (*কান্না থমথমে গলায়*) দুটো প্রদীপ নিভে গেল! তবে পতন হয়েছে দুজনের! অমঙ্গল! ঘরে বাইরে আজ একী অমঙ্গল!

[*চন্দ্রলেখা প্রদীপদানি হাতে নিয়ে ঢোকে। দুটি নিভে গেছে, একটি জ্বলছে।*]

চন্দ্রলেখা॥ একটা কিন্তু জ্বলছে বাবা...আরো দপদপিয়ে...

কঙ্ক॥ (*দীপশিখার তাপ নিয়ে*) কে, তুমি কে জ্বলছ? প্রদীপ তুমি কার? হীরামন?

সুবর্ণ? নীলকমল? কার? ও প্রদীপ তুমি কার? (থেমে) প্রার্থনা কর্ চাঁদ্...তিনজনের জন্যে প্রার্থনা কর্...(বাইরের দিকে) প্রার্থনা করো তোমরা... তিনজনের জন্যে প্রার্থনা করো সব...

[কঙ্ক বাইরে চলে যায়।]

চন্দ্রলেখা॥ (*খিলখিল করে হেসে উঠে*) আমি—আমি—আমি! ও ময়না, বাবা জানে না, দুটো পিদিম নিভিয়ে দিয়েছি আমি! (*প্রদীপখানি উঁচুতে তুলে*) জ্বলবে শুধু একজন ...জ্বলবে শুধু সে! কার? প্রদীপ তুমি কার? হীরামন...আমার হীরামন..

[*চন্দ্রলেখা প্রদীপ নিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে যায়। প্রায় চন্দ্রলেখার পিছু পিছু ভীষণাকৃতি ডাকাত তোতাপুরী লাফিয়ে অঙ্গনে ঢোকে। চারদিক দেখে নিয়ে চন্দ্রলেখার ঘরে ঢুকতে যাবে—বেনারসী ডাকাত গুটিগুটি পায়ে ঢুকে পিছন থেকে তোতাপুরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়।*]

তোতাপুরী॥ (*চমকে*) কেরে! ওফ্! ব্যাটা বেনারসী!

বেনারসী॥ হাঃ হাঃ হাঃ...ব্যাটা তোতাপুরী!

তোতাপুরী॥ ব্যাটাকে বাড়িতে বসিয়ে রেখে এলুম, সেই চলে এলো। তোকে কে আসতে বলেছে?

বেনারসী॥ তোকেই বা আসতে কে বলেছে!

তোতাপুরী॥ জাদুদণ্ডটি ছেন্তাই করব!

বেনারসী॥ তার জন্যে আমি আছি! তোকে লাগবে না! সুন্দরী ললনা...ছলনা করে কেড়ে নেব জাদুদণ্ড! রাত বাড়ুক, পেঁচা ডাকুক...তুই যা, বাড়ি গিয়ে আমার গ্যাঁজার কল্‌কেটা সাজগে...

[*বেনারসী তোতাপুরীর পিঠে পেল্লায় চাপড় মারে।*]

তোতাপুরী॥ ওফ্! আমি বাড়ি গিয়ে কলকে সাজবো...আর তুমি ওদিকে জাদুকাঠি নিয়ে কারাগারে রাক্ষসরাজের হাতে দেবে? (*বেনারসী হাসে*) বেনারসী বাহাদুরি কিনবে! আমি ওদিকে গ্যাঁজা খাবো...তুমি এদিকে রাজার গজা খাবে! তোর মতলবটা কিরে? (*বেনারসী হাসে*) আজকের ডাকাতি আমি একাই করবো!

বেনারসী॥ তোর মতলবটা কীরে তোতাপুরী? রাক্ষসরাজার কাছ থেকে মোটা পুরস্কার নিবি...?

তোতাপুরী॥ বটেই তো! মহারাজ বিচিত্রদন্তকে জাদুকাঠি ফিরিয়ে দিতে পারলে...

বেনারসী॥ মোটা মোটা গয়না... (*তোতাপুরী হাসে*) মোটা মোটা হার...মোটা মোটা গোঁটবিছে...তোর ঐ মোটা মোটা মেয়েমানুষগুলোকে পরাবি?

তোতাপুরী॥ হ্যা হ্যা হ্যা—চুপ! (*ছুরি উঁচিয়ে*) ভুঁড়ি সামলে কথা বলবি। এক্ষুনি ফাঁসিয়ে দেব! সর্দারের গিন্নিদের নিয়ে মস্করা!

বেনারসী॥ হে হে হে, গাঁয়ে মানে না আপনি জ্যাঠা! ব্যাটা তোতাপুরী তুই আবার সর্দার হলি কবেরে? আমি ডাকাত সর্দার বেনারসী! তুই আমার চেলা!

তোতাপুরী॥ (*ক্ষেপে*) আমি ডাকাত সর্দার তোতাপুরী! তুই আমার চেলা!

বেনারসী॥ আর একবার বললে দল থেকে বহিষ্কার করে দেব!

তোতাপুরী॥ ওরে আমার কেরে! কার দল, কে বহিষ্কার করে রে!

বেনারসী॥ (*খপ করে তোতাপুরীর চুলের মুঠি ধরে*) আমার দল!

তোতাপুরী॥ (*বেনারসীর চুল ধরে*) আমার!

বেনারসী॥ এ দল আমি গড়েছি!

তোতাপুরী॥ আমি গড়েছি!

[*দুই ডাকাত সব ভুলে পরস্পরের ঝুঁটি পাকড়ে তর্জন গর্জন করে।*]

বেনারসী॥ দল গড়তে আমি তোকে ডেকে এনেছি!

তোতাপুরী॥ আমি তোকে ডেকে এনেছি—

বেনারসী॥ আমার কাছে ভূতপূর্ব মহারাজ রাক্ষস বিচিত্রদন্তের দস্তখত করা লাইসেন্স্ আছে! তিনি আমায় সর্দারের পোস্টে বসিয়েছিলেন।

তোতাপুরী॥ আমার কাছেও মহারাজের শীলমোহরের ছাপ রয়েছে! এই দ্যাখ...

[*গায়ের জামা তুলে পেটের ওপরের ছাপ দেখায়।*]

বেনারসী॥ (*ধাক্কা দিয়ে তোতাপুরীকে ফেলে দিয়ে*) জানিস বন্দী মহারাজ বিচিত্রদন্তের আমি ছিলুম পেয়ারের ডাকাত। কারাগারে বসে এখনো মহারাজ হাঁক পাড়েন, বেনারসী বাঁচা...বেনারসী বাঁচা...

তোতাপুরী॥ ওহোহো আর লোক নেই, মহারাজ ওকে ডাকছে! কী বলব, দলে যদি আর একটা লোক থাকত, তোকে আমি ভোটের জোরে দলছুট করে দিতুম! তাকে চেলা বানিয়ে আমি তার সর্দার হতুম! নেহাৎ দুজনের দল বলে ভোটে যেতে পারছি না!

[*বেনারসী ইতিমধ্যে পাখিটাকে দেখতে পেয়েছে। যে-কোনো কারণেই হোক, পাখি বড় ভালোবাসে এই ডাকাতটি। শিশুর মতো অঙ্গভঙ্গি করছে তার সঙ্গে। খুনসুটি করে দাঁড়ের ছোলা তুলে খাচ্ছে। পাখিটাকে ভয় দেখাচ্ছে।*]

বেনারসী॥ (*বেড়ালের গলায়*) ম্যাও! ভুর্র্ ম্যাও!

তোতাপুরী॥ অ্যাই! ডাকাতি করতে এসে পাখি নিয়ে খেলা করছে! অ্যাঁ! ব্যাটা বেনারসী...খোদার খাসি, আজ পর্যন্ত একটা ডাকাতি করতে পারলুম না তোর জন্যে!

বেনারসী॥ আমাদের এই দুজনের দলের কতোদিন হল রে!

তোতাপুরী॥ ৪২ বছর ৪২ মাস ৪২ দিন ৪২ ঘণ্টা!

বেনারসী॥ সেকি ভাই তোতাপুরী! এতগুলো ৪২এর মধ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে একটা ডাকাতিও হাসিল করতে পারলুম না!

তোতাপুরী॥ কে সর্দার কে চেলা...তাই ঠিক করতে চলে গেল বেলা!

বেনারসী॥ তোতাপুরী ভাই, আমাদের ঐক্য চাই!

তোতাপুরী॥ ঐক্য ছাড়া বাক্যি থাকে না, মাণিক্য আসে না। মাণিক্যের আমদানি বাড়াতে হলে ভাই বেনারসী...

বেনারসী॥ ঐক্য চাই...ঐক্য ছাড়া কার্য উদ্ধার করতে পারব না! তুমি ঐক্য গড়ে তোলো তোতাপুরী...আমি তোমাকে দায়িত্ব দিলুম!

তোতাপুরী॥ কাল সকালে মায়ের থানে চল্। ঐক্যের নাড়া বাঁধা হবে! তবে তুই আমাকে দায়িত্ব দেবার কে? দিলে আমি তোকে দেব!

[বাইরের পথ দিয়ে হীরামনের অকস্মাৎ আগমন। তাকে উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে। বেনারসী ও তোতাপুরী পালায়।]

হীরামন॥ (চাপা গলায়) চাঁদ! চাঁদ!

[চন্দ্রলেখা হীরামনের ডাকে ছুটে আসে।]

চন্দ্রলেখা॥ হীরা...হীরামন! ফিরেছ তুমি!

হীরামন॥ চাঁদ...আমার চন্দ্রলেখা...

চন্দ্রলেখা॥ (জোড় হাতে) ওগো অন্তর্যামী দেবতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ!...আমি জানতাম, সুবর্ণ না ...নীলকমল না...হিমপাহাড় থেকে মৃত্যুবাণ নিয়ে ফিরবে শুধু তুমি! তুমি হবে রাজা...আমার রাজা!

হীরামন॥ (চন্দ্রলেখার মুখ চেপে) না চাঁদ, আমি হিমপাহাড়ে যাইনি...আমি পালিয়ে এসেছি!

চন্দ্রলেখা॥ (অবাক হয়ে) পালিয়ে!

হীরামন॥ হ্যাঁ...হ্যাঁ চাঁদ তোমার জন্যে! মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছি! তুমি আমার...বলো চাঁদ তুমি আমার...

চন্দ্রলেখা॥ (ক্ষোভে ফেটে পড়ে) কী করলে...একী সর্বনাশ করলে! মৃত্যুবাণ না নিয়ে ফিরে এলে? তুমি কি জানো না, যার হাতে মরবে রাক্ষস সেই হবে রাজা! এরপর কেউ কি ভাববে, তোমায় রাজমুকুট পরাবার কথা!

হীরামন॥ চাইনা...তোমাকে পেলে রাজমুকুট চাই না...চলো চাঁদ, আমরা পালিয়ে যাই!

চন্দ্রলেখা॥ সবাই বলে আমি একদিন রাণী হবো...

হীরামন॥ রাণী! রাণী হবে! তাহলে হয় সুবর্ণ, নয় নীলকমল... আসলে ওদেরই তুমি ভালোবাসো?

চন্দ্রলেখা॥ (চাপা ঠাণ্ডায় গলায়) ভুলে গেলে কঙ্কপণ্ডিতের ঘোষণা, যে পাবে সিংহাসন...আমি তার!

হীরামন॥ ওঃ! রাক্ষস না মেরে রাজা হব না...রাজা না হলে তোমায় পাবো না...সিংহাসন আর চাঁদ...আমার দুই জড়িয়ে গেছে...ঐ এক রাক্ষসের মৃত্যুর সঙ্গে!

চন্দ্রলেখা॥ যাও...তুমি আবার ফিরে যাও হিমপাহাড়ের পথে... আনো রাক্ষসের মৃত্যুবাণ!

হীরামন॥ (কপালে মুঠির আঘাত করতে করতে) কী লাভ! আর তো ওদের ধরতে পারবো না! নীলকমল অনেক দূর এগিয়ে গেছে! ওঃ ভগবান! কেন আমি ঐ বিষ খেয়ে মরলাম না!

চন্দ্রলেখা॥ (চমকে) বিষ!

হীরামন॥ বিষ! বিষ! তোমার ঐ নীলকমল বিষফল দিয়ে মারতে এসেছিল! মেরে ফেলেছে—আমাদের সুবর্ণকে এতোক্ষণে মেরে ফেলেছে!

চন্দ্রলেখা॥ সেকী! সুবর্ণকে মেরে ফেলল নীলকমল! (চমকে) ও কে?

[হঠাৎ প্রাঙ্গণের প্রান্তে একখানি বর্শাফলক উঁকি দিতে দেখা যায়। পূর্বে সুবর্ণর হাতে এমন বর্শা দেখা গেছে।]

হীরামন॥ (চমকে) কে!

চন্দ্রলেখা॥ সুবর্ণ! ঐ তো সুবর্ণ!

[বর্শাফলক সরে গেলো।]

হীরামন॥ (*বিভ্রান্ত হয়ে চীৎকার করছে*) তাড়া করেছে! আমাকে তাড়া করেছে! সব নেবে...রাজ্য নেবে, তোমায় নেবে...সব কেড়ে নেবে সুবর্ণ।

চন্দ্রলেখা॥ তবে যে বললে সুবর্ণকে মেরে ফেলা হয়েছে?

হীরামন॥ তাইতো! বিষফলটা খেয়ে ও মরল না কেন? আঃ ঠকে গেছি! আমি সব দিক দিয়ে ঠকে গেছি!

চন্দ্রলেখা॥ মনে হচ্ছে সুবর্ণ আর নীলকমল সত্যিই কোনো চক্রান্ত করেছে!

হীরামন॥ তোমার জন্যে...ও চাঁদ তোমাকে পাবার জন্যে! হয় সুবর্ণ নয় নীলকমল আমার সব কেড়ে নেবে!

চন্দ্রলেখা॥ না! নীলকমলও না সুবর্ণও না। কেউ তোমার সঙ্গে পারবে না। এমন একটা জিনিস আমার কাছে আছে—যার হাতে থাকবে সেই হবে অপরাজেয়!

হীরামন॥ কী চাঁদ!

চন্দ্রলেখা॥ এসো। আমার সঙ্গে এসো।

[*হীরামন চন্দ্রলেখার পিছু পিছু ঘরের ভিতরে গেলো। শূন্য অঙ্গনে বর্শা হাতে সুবর্ণ ঢুকল।*]

সুবর্ণ॥ (*বিষণ্ণ গলায়*) বুঝলাম, এতোদিনে বুঝলাম, চাঁদ আমাদের কাকে ভালবাসে! (*পাখিকে*) তবে বলিসনি কেন...ওরে ও চাঁদের পাখি, তুই না তার প্রাণের সখি, কতো না দূতগিরি করলি তুই! বার বার বললি, চাঁদ আমার...চাঁদ আমার। এমন করে খেললি কেন? (*বর্শা দিয়ে পাখিটাকে বিঁধতে গিয়ে থামে। পাখির গায়ে হাত বোলায়।*) বলত এখন আমি কী করি? কেন ফিরে এলাম...রূপনগরের মানুষের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব? এ মুখ আমি কী করে দেখাবো? ওহ্ নীলকমল, তুমি আমায় ডেকেছিলে! তোমার ফলটা যে বিষফল নয়, তাই এতক্ষণে বুঝেছি! (*চন্দ্রলেখার ঘরের দিকে তাকিয়ে*) হীরামন! তুমি আমায় ঠকিয়েছ, তুমি আমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছ! সুখী হবে তুমি—সুখী! (*ঘর লক্ষ্য করে বর্শা তোলে। থমকে দাঁড়ায়। ছলছল চোখে বিড়বিড় করে*) না—না—না! সুখী হও...তোমরা সুখী হও! ওরে দোহাই তোর পাখি, ওদের দুজনকে বলে দিস, সুবর্ণ ফিরে গেল, ঐ হিমপাহাড়ের পথে...

[*বাইরের দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ চন্দ্রলেখা ঘর থেকে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে।*]

চন্দ্রলেখা॥ (*সুবর্ণর দিকে আঙুল তুলে*) চোর...চোর...চোর...

সুবর্ণ॥ চাঁদ!

চন্দ্রলেখা॥ (*সুবর্ণকে ঠেলে সরিয়ে*) চোর! চোর! চোর পড়েছে গো...

সুবর্ণ॥ চোর!

চন্দ্রলেখা॥ (*সুবর্ণর দিকে ভ্রূক্ষেপই করে না*) কে কোথায় আছো! শিগগির এসো... চোর... চোর...

[*বাইরে থেকে প্রহরীর গলা পাওয়া যায়: হুঁশিয়ার...হুঁশিয়ার! কোলাহল করতে করতে অনেকে আসছে। বিমূঢ় সুবর্ণ খিড়কির পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রহরী ঢোকে।*]

প্রহরী॥ কী হয়েছে চাঁদ! কী হয়েছে!

চন্দ্রলেখা॥ প্রহরী! জাদুদণ্ড চুরি হয়ে গেছে!

প্রহরী॥ জাদুদণ্ড!

চন্দ্রলেখা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ সুবর্ণ জাদুদণ্ড নিয়ে পালাচ্ছে!

প্রহরী॥ সুবর্ণ!

চন্দ্রলেখা॥ ঐ...ঐ পালাচ্ছে...ধরো ...ধরো..

প্রহরী॥ (*নেপথ্যে ধাবমান সুবর্ণের উদ্দেশে*) খর্বদার...খর্বদার!

[*প্রহরী বেরিয়ে যায়। নগরবাসীরা একে একে ছুটে এলো।*]

নগরবাসীরা॥ চোর...চোর..চোর...

চন্দ্রলেখা॥ ঐ পথে...ঐ পথে...ঐ পথে...

[*নগরবাসীরা সুবর্ণর পথে বেরিয়ে গেল। চন্দ্রলেখা ঘরে গেল। নেপথ্যে কোলাহল। বেনারসী ও তোতাপুরী পাগলের মতো ঢুকল।*]

বেনারসী॥ কী হ'ল রে তোতাপুরী! বুঝতে পারলি কিছু?

তোতাপুরী॥ মনে হচ্ছে যেটা আমরা ডাকাতি করতে এলুম—ওরা নিজেরাই সেটা চুরি করল রে!

বেনারসী॥ চোরের ওপর বাটপাড়ি! চল্! ব্যাটা সুবর্ণকে ধরি!

[*বেনারসী তোতাপুরী খিড়কি পথে চলে গেলো। নেপথ্যে কোলাহল বাড়ছে। জাদুদণ্ড নিয়ে হাসতে হাসতে চন্দ্রলেখা ও হীরামন বেরিয়ে এলো।*]

চন্দ্রলেখা॥ চোর! সুবর্ণ চোর!

[*জাদুদণ্ড হীরামনের হাতে দিচ্ছে চন্দ্রলেখা।*]

জাদু...যেমন করে হোক জাদুর খেলাটা শিখে নাও হীরামন...

হীরামন॥ হ্যাঁ মানুষকে মেষ বানাবার খেলাটা! যেমন করে হোক্...

[*নেপথ্যে কোলাহল মিলিয়ে গেলো। আলো নিভলো।*]

প্রথম অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[*কারাগার। লম্বা লম্বা গরাদ। বিশাল কারাগারের ভেতরটা নিকষ অন্ধকার। অন্ধকারে অদৃশ্য রাক্ষসের দুর্বোধ্য বিলাপ প্রলাপ শোনা যাচ্ছে। হুঙ্কারে আর্তনাদে বিভীষিকা নেমেছে। গুপ্তপথে চুপি চুপি কারাগারের সামনে এলো হীরামন। হীরামনের সঙ্গে কারাগারের চাবি ও একটি পুঁটলি দেখা যাচ্ছে।*]

হীরামন॥ হিস্‌স্...চুপ! রাক্ষসটা কাঁদছে!...ঐ শোনো, ডুকরে ডুকরে—ফুলে ফুলে! ...দেয়ালে মাথা কুটছে। হাঃ হাঃ হাঃ! চুপ! কী যেন বলছে...কী বলছে...(কান পাতে।

রাক্ষসের গোঙানি শোনা যায়)—বলছে, 'বাঁচাও—এবারের মতো ছেড়ে দাও বাবারা—আর কৃষ্ণপক্ষে তাজা মানুষের রক্ত খাবো না। কী করে খাবো? তোমরা যে আমার দাঁত ভেঙে দিয়েছ, শিঙ উপড়ে নিয়েছ, জিব ঝুলিয়ে দিয়েছ—ও বাবারা, একটা পাখিরও গলা টেপার সাধ্যি রাখোনি'...(*রাক্ষসকে ভেংচি কেটে কাঁদো কাঁদো গলায় এসব যখন বলা হচ্ছে তখন আড়ালে রাক্ষসের হাসি শোনা যায়।*) একী! একী! হাসছে কেন? দত্যিটা পাগল হয়ে গেল নাকি?...আশ্চর্য কি, অন্ধকূপে বসে বসে মৃত্যুর দিন গোনা! মানুষেরই মাথার ঠিক থাকে না, তায় রাক্ষস! বেচারা জেনে বসে আছে, আমরা সেই হিমপাহাড় থেকে ওর মৃত্যুবাণ নিয়ে আসছি! ...(*হাসে*) যাক্‌গে, রাক্ষসের অন্তরের পরিস্থিতি পরে জানলেও চলবে, আপাতত কাজের কথাটা পাড়ি...

[*শুঁড়অলা নাগরা জুতোয় খটখট শব্দ তুলে বীরদর্পে হীরামন গরাদের সামনে এলো।*]

হো হো হো-ও-ও বন্দী!

[*নেপথ্যে রাক্ষসের হাসি বন্ধ হলো।*]

হো-হো-হো বন্দী হাজির...

[*অন্ধকারের ভেতর রাক্ষসের গলা প্রতিধ্বনি তুলল: কে...কে...কে...*]

হীরামন॥ (*চোখ মটকে*) আগে একটু ভয় দেখানো যাক্! (*গোঁপ পাকাতে পাকাতে*) তোমার জল্লাদ!

[*অদৃশ্য রাক্ষসের সত্রাস নিনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পুলকে হীরামন শিহরিত হয়।*]

হীরামন॥ চলো...বধ্যভূমিতে চলো,...তোমার মৃত্যুবাণ এসে গেছে!

[*রাক্ষসের সানুনয় উত্তর এলো: না...না...না...*]

হীরামন॥ (*চাবির থলি বাজাতে বাজাতে*)) মরার আগে শেষ ইচ্ছে বলো...

রাক্ষস॥ (*নেপথ্যে*) বাঁচাও...

হীরামন॥ হাঃ হাঃ হাঃ! মরার আগে শেষ ইচ্ছে, বাঁচাও... রাক্ষসেরও!

রাক্ষস॥ (*নেপথ্যে*) হীরা দেব... জহরত দেব...

হীরামন॥ (*মজা পেয়ে*) আর কী দিবি?

রাক্ষস॥ (*নেপথ্যে*) সমুদ্রের নীচে আমার সাতমহলা রত্নভাণ্ডার...

হীরামন॥ (*গোঁপ মুচড়ে*) সে তো এমনি পাবো...

রাক্ষস॥ (*নেপথ্যে*) দাস হয়ে থাকব! যা আজ্ঞা করবি, সব করে দেব!

হীরামন॥ (*পা তুলে*) আমার নাগরা...

রাক্ষস॥ (*নেপথ্যে*) মুখে তুলে নেব...মুখে বয়ে বেড়াব...

হীরামন॥ হাঃ হাঃ হাঃ...জুতো খেয়েও বাঁচবে...

রাক্ষস॥ (*নেপথ্যে*) বাঁচাও...

হীরামন॥ (*অল্প নীরবতার পর*) একটা সর্তে তোমায় আমি বাঁচাতে পারি রাক্ষস...(*উভয় পক্ষে চুপচাপ*) শুধু একটা সর্ত! যদি তুমি আমায় জাদুর খেলা শিখিয়ে দাও...

[*হীরামন বস্ত্রের আড়াল থেকে জাদুদণ্ডটা বার করে উঁচু করে ধরে। এবার রাক্ষসকে দেখা যায়। আবছা অন্ধকারে থপ্ থপ্ পা ফেলে গরাদের ওধারে এগিয়ে আসছে। বিশালকায় শরীরে নীলচে কালো রঙ, যেন প্রাগৈতিহাসিক শ্যাতলা ধরেছে। সর্বাঙ্গে ক্ষত। রক্তাক্ত*

জিভ ঝুলে পড়েছে। জুলজুল চোখে জাদুদণ্ডের দিকে চেয়ে আছে।]

হীরামন॥ কী দেখছ? এ সেই তোমার সোনার কাঠি...রূপোর কাঠি! যারা ছিনিয়ে নিয়েছিলো—তাদেরই একজন আবার ফিরিয়ে এনেছে! ...বলো রাজী? জাদুকর রাক্ষস, শেখাবে তোমার গোপন খেলা...?

[*রাক্ষস ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।*]

হীরামন॥ (*গর্জে ওঠে*) বোকামি করো না! তোমার জীবন মরণ নির্ভর করছে! আমার কথা যদি শোনো, বেঁচে যাবে। এই গুপ্তপথে বেরিয়ে যাবে—এই যে চাবি! (*অস্থির হয়ে*) কী ভাবছ? (*রাক্ষস নীরব*) রাক্ষস, আমার সময় নেই! শিগগির বলো কী করবে...

রাক্ষস॥ (*প্রবল বেগে মাথা নাড়ে*) না! না! না!

হীরামন॥ তবে মরো...পচে মরো এই অন্ধকূপে...

[*হীরামন বাইরের দিকে পা বাড়ায়। রাক্ষস সহসা চঞ্চল হয়ে গরাদের বাইরে দুহাত বাড়িয়ে অনুনয় করে।*]

হীরামন॥ হাঃ হাঃ হাঃ! জানতাম রাজী তোমাকে হতেই হবে! এখন বলো, মানুষকে কেমন করে মেষ বানাও তুমি!

রাক্ষস॥ ভে-ভে-ভেড়া!

হীরামন॥ হ্যাঁ ভেড়া! দুটো মানুষকে ভেড়া বানাবো আমি! একজোড়া শান্ত শিষ্ট বোকা ভেড়া! কোনদিন আর আমার সৌভাগ্যে ভাগ বসাবে না তারা! ঐ নীলকমল আর সুবর্ণ হবে আমার পোষা ভেড়া! খেলাটা আমায় শেখাও রাক্ষস...

রাক্ষস॥ (*মাথা নাড়ে*) না না...

হীরামন॥ (*তলোয়ার তুলে গর্জে ওঠে*) বল্ শেখাবি বল্...

[*হীরামন গরাদের ফাঁক দিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে তলোয়ার চালায়। রাক্ষস গোঙাতে গোঙাতে এধার ওধার ছুটোছুটি করে। হীরামন তাকে তাড়া করে অবিরাম তলোয়ারের খোঁচা দেয়।*]

হীরামন॥ (*তলোয়ারে রাক্ষসকে গেঁথে ফেলে*) অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি জাদুকাঠি! খেলাটা আমাকে আজ শিখতেই হবে! ...বল্ রাজী, বল্...

[*বিপর্যস্ত রাক্ষস আকাশের দিকে হাত তুলে গোঙায়।*]

রাক্ষস॥ বা—বা—বাজ! বাজপাখি!

হীরামন॥ বাজপাখি!

রাক্ষস॥ (*শূন্যে হাত নাড়তে নাড়তে*) বাজপাখি!

হীরামন॥ ও তোর সেই আকাশ থেকে বাজপাখির ঝাঁক নামিয়ে হাতে কাঁধে পিঠে বসানোর জাদু! ছোঃ ছোঃ, ওসব ছেলেভোলানো মজার খেলা চাই না আমার...আমার চাই রাজার খেলা! ...যে খেলায় রাজা হওয়া যায়, রাজা থাকা যায়...মানুষকে ভেড়া বানিয়ে পায়ে চেপে রেখে যুগ যুগ সিংহাসন দখলে রাখা যায়!

রাক্ষস॥ জানি না...

হীরামন॥ (*তলোয়ারের কোপ চালাতে চালাতে*) জানিস না? এতোকাল রাজত্ব করলি, বুড়ো ভাম, কত মানুষ তুই ভেড়া বানালি...জানিস না...জানিস না...

রাক্ষস॥ (*পর্যুদস্ত হয়ে*) হ্যাঁ হ্যাঁ জানি...জানি...

হীরামন॥ নে ধর্!

[হীরামন গরাদের ফাঁক দিয়ে রাক্ষসের হাতে জাদুদণ্ড বাড়িয়ে দেয়। দণ্ডটা বুকে জড়িয়ে রাক্ষস হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।]

হীরামন॥ (মিষ্টি গলায়) রাক্ষস! কী ভাবছ? খেলাটা শিখে নিয়ে তোমায় আমি কলা দেখাবো? রাক্ষস! তুমি আমার বন্ধু! বন্ধুর সঙ্গে বেইমানি করতে আছে বুঝি? ছিঃ! (ঝুলি থেকে গেরুয়া আলখাল্লা বার করে) এই সাধুর পোশাকটা পরে তুমি এই কারাগার থেকে বেরিয়ে যাবে। কেউ তোমার দিকে একটা ঢিলও ছুঁড়বে না। তারপর আমার রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত মহারাজার মর্যাদা পাবে তুমি! (রাক্ষস জাদুকাঠি জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্রমশ গরাদের পাশ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।) ও কি! কোথায় যাচ্ছ! দাঁড়াও...খেলাটা শিখিয়ে যাও...আচ্ছা প্রতি পক্ষে একটা করে তাজা মানুষ দেব তোমায়! তুমি নররক্ত খাবে! ...বেয়াদপি যে দেখাবে একটি ঠোকায় তাকে আমি বানাবো মেষ! আমার রাজ্যে মানুষ আমি রাখব না রাক্ষস...মেষ...মেষ...মেষ! আমি একচ্ছত্র মহারাজ হীরামন...মেষের রাজ্যে আমি পশুরাজ! হাঃ হাঃ হাঃ...

[উন্মত্ত হীরামন খেয়ালই করেনি, সে কখন কারাগারের দরজা খুলে দিয়েছে, রাক্ষসের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। হীরামনের হাসি ফুরোবার আগেই, কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ এগিয়ে এসে রাক্ষস পেছন থেকে তার মাথায় জাদুদণ্ডের আঘাত করল। বিকট আর্তনাদে হীরামন লুটিয়ে পড়ল। পায়ের নাগরা ছিটকে গেল। মাটিতে পড়ে হীরামন ছটফট করছে। দেহ এবং কণ্ঠস্বরে এলো জান্তব বিকৃতি। গড়াতে গড়াতে সে খানিকটা অন্ধকারে ডুবে গেলো। এবং চোখের নিমেষে অন্ধকারের ভেতর থেকে গোড় খেতে খেতে যে বেরিয়ে এলো, সে আপাদমস্তক কুচকুচে কালো একটি মেষ। প্রস্তাবনা দৃশ্যের মেষটিকে দিয়ে এই বদলের কাজটা ত্বরিতে ঘটতে পারে। মেষরূপী হীরামন নির্বোধ দুচোখে অসীম শূন্য দৃষ্টি ছড়িয়ে তারই একপাটি নাগরা জুতোর সামনে বসে আছে। ঠিক সেই প্রস্তাবনা দৃশ্যের মতো। রাক্ষস কারাগারের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে গেরুয়া পোশাকটা তুলে নিল। নিঃশব্দে অত্যন্ত তৃপ্ত চোখে সে মেষটিকে দেখছে।]

॥ পর্দা ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[নির্জন পথ। প্রেতবেশী বিপর্যস্ত ধনপতি সেনাপতি ও বিচারপতি কান্নাকাটি করছে। মুখের চুনকালি অনেকটা উঠে গেছে। দিনের আলোয় তাদের ভাঙাচোরা প্রেত-মূর্তি হাস্যকর লাগছে। ইনিয়ে বিনিয়ে তারা তাদের প্রভু রাক্ষস বিচিত্রদন্তকে স্মরণ করছে।]

সেনাপতি॥ প্রভু...প্রভু...কোথায় তুমি...ওগো প্রাণস্বামী প্রাণেশ্বর প্রাণকান্ত...মহারাজ বিচিত্রদন্ত...

ধনপতি ও বিচারপতি॥ (প্রতিধ্বনি তোলে) প্রাণেশ্বর প্রাণকান্ত...মহারাজ বিচিত্রদন্ত...

সেনাপতি॥ ওগো ছলনাময়, খবরে প্রকাশ, কারাগার থেকে নাকি সট্‌কে পড়েছ...

ধনপতি॥ কবেই বা এর চেয়ে বেশিদিন আটকে থেকেছ?

বিচারপতি॥ কোথায় মেরেছ ডুব, দেখা দাও প্রাণনাথ...

সেনাপতি॥ অনাহারে অনিদ্রায় করিতেছি প্রাণপাত...

সকলে॥ প্রভু—

বিচারপতি॥ (পাঁচালির সুরে) কাঠগোঁয়ার কাঠুরের ছেলে কেটে দিল কান...

ধনপতি॥ কেড়ে নিল যত ছিল মান সম্মান...

সেনাপতি॥ ঘুরিতেছি ভূতের সাজে আদাড়ে বাদাড়ে...

বিচারপতি॥ পশ্চাতে পথের নেড়ি ঘেউ ঘেউ করে...

ধনপতি॥ দেখিয়া নকল ভূতে আসল ভূতেরা হাসে...

সেনাপতি॥ কতকাল কাটে বলো এই পরবাসে...

সকলে॥ ওগো প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ প্রাণকান্ত...
দেখা দাও মহারাজ বিচিত্রদন্ত...

[*সাধুর ছদ্মবেশে রাক্ষসের প্রবেশ। মাথায় জটাজুট, পরনে লম্বা গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে খড়ম। তিনজন মাথা তুলে সহসা সাধুবেশী রাক্ষসকে দেখে।*]

সকলে॥ কে রে! (*চিনতে পেরে আত্মহারা হয়*) প্রভু...

রাক্ষস॥ (*গান ও নাচ*) দ্যাখ কেমন সেজেছি
ওরে সুবল ওরে সুদাম
দ্যাখ কেমন সেজেছি...

ধনপতি সেনাপতি ও বিচারপতি॥ (*ধুয়ো ধরে*) দ্যাখ কেমন সেজেছে...

রাক্ষস॥ আমি তিলক কেটেছি
আমি খড়ম ধরেছি
আমার অন্তরে বিষম খাঁই
তাই বাহিরে মেখেছি ছাই
ওরে তোরা সব দ্যাখনা চেয়ে
কালা অঙ্গ কেমন আমি ঢেকে ফেলেছি।

ধনপতি সেনাপতি ও বিচারপতি॥ তুমি তিলক কেটেছ
তুমি খড়ম ধরেছ...

[*রাক্ষসের পথ বেয়ে মেষরূপী হীরামনের প্রবেশ।*]

রাক্ষস॥ (*হীরামনকে দেখে গেয়ে ওঠে*) আহা মুকুরে কী মুখরে
দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ চেয়ে সিন্দুর টুকটুকরে...

[*সকলে ধুয়ো ধরে। মেষরূপী হীরামন নির্বিকার দৃষ্টিতে চারদিকে চায়।*]

রাক্ষস॥ ও ধনপতি...

ধনপতি॥ আজ্ঞে...

রাক্ষস॥ ও বিচারপতি...

বিচারপতি॥ আজ্ঞে...

রাক্ষস॥ ও সেনাপতি...

সেনাপতি॥ আজ্ঞে...আজ্ঞে...আজ্ঞে...

রাক্ষস॥ (*গান*) সব পতিদের পেয়ে কেমন পতিতপাবন হয়েছি।

[*গান শেষ হলে সকলে সাধুবেশী রাক্ষসের পায়ে সাষ্টাঙ্গ হ'ল।*]

বিচারপতি॥ ওগো হৃদয়হরণ...আজি কিবা বেশে দিলে দরশন...

ধনপতি॥ অহো ভূতে আর ভগবানে একই মঞ্চে মিলন...

সেনাপতি॥ মহামিলন! (*মেষকে দেখিয়ে*) সঙ্গে আছে একটি বাহন!

রাক্ষস॥ হীরামন! ও যে হীরামন!

ধনপতি বিচারপতি ও সেনাপতি॥ (*চমকে, কোলাহল করে ওঠে*) বটে! বটে! / সেই ছেলেটা! বাঃ বাঃ / আমরা প্রেত, প্রভু ভগবান, তুই জানোয়ার! মোরা সবাই আজি ছদ্মবেশে! / হাঃ হাঃ খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ারটি তোর কোথায় গেলো! / হাঃ হাঃ বিষফল! আমাদের ভৌতিক খেলার ফলাফল! হাঃ হাঃ হাঃ...

রাক্ষস॥ (*গর্জন*) তবুতো কুঠারের ছেলেটার যাত্রা আটকাতে পারলি না!

সকলে॥ নীলকমল!

বিচারপতি॥ শয়তানটা হিমপাহাড়ের দিকে ছুটেছে...

রাক্ষস॥ মৃত্যু! আমার মৃত্যুর গোপন কথা...কেউ যা জানে না, জানবে ঐ নীলকমল! মৃত্যু! আমার মৃত্যু আনবে সে!

সেনাপতি॥ (*চিৎকার করে*) সম্মুখ-সমরে বধিব তাহারে...

বিচারপতি॥ চুপ! একটার ধাক্কায় অক্কা পেতে চলেছি! আবার সমর! সম্মুখ-সমর!

ধনপতি॥ ভেবেছেন তিনটির একটি ভেড়া হ'ল কি ন্যাড়া ফের বেলতলায় গেলো! আজ্ঞে না! আরো দুটি আছে...

বিচারপতি॥ আছে কানা পণ্ডিতের হাজার হাজার চেলা! খবরে প্রকাশ, তারা প্রভুর তল্লাশে নেমে পড়েছে!

রাক্ষস॥ রক্ত চাই...হাজার মানুষের রক্ত চাই!

সেনাপতি॥ চাই...রক্ত চাই...

ধনপতি॥ (*সেনাপতিকে*) কেন তাতাচ্ছেন সেনাপতি মশাই? আপনার মুরোদ কারো জানতে বাকি নাই। (*রাক্ষসকে*) প্রভু শান্ত হোন, ভেবে দেখুন, মার খেয়ে আমরা দুর্বল—

বিচারপতি॥ এবং নিঃসম্বল...

ধনপতি॥ ওদিকে নীলকমল..

বিচারপতি॥ আতঙ্ক প্রবল...

ধনপতি॥ কেমনে রক্তভৃষা মেটাবো বল্?

রাক্ষস॥ (*গর্জন করে*) সিংহাসন! আমার সিংহাসন!

সেনাপতি॥ চাই...সিংহাসন চাই...

ধনপতি॥ (*ক্ষেপে সেনাপতিকে*) একি দিল্লিকা লাড্ডু মশাই, চাইলেই পেয়ে গেলেন! (*রাক্ষসকে*) প্রভু, আমরাও কি চাই না, আপনি সিংহাসনে বসুন, আর আমরা ত্রিরত্ন...

বিচারপতি॥ তিনপাটি পাদুকার মতো পায়ের কাছে পড়ে রই! কিন্তু উপায় নেই প্রাণনাথ! চলুন রূপনগরের আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা ভিন্ন রাজ্যে পালিয়ে যাই...

রাক্ষস॥ রূপনগর আমি শ্মশান করে দেব...

বিচারপতি॥ বৃথা আস্ফালন! পারিব কি তাহা আর...হাতে নাই হাতিয়ার!

রাক্ষস॥ কে বলে নেই?

[*রাক্ষস মেষের কাঁধে হাত রাখে।*]

সকলে॥ ভেড়া—!

রাক্ষস॥ (*মেষের শিঙে হাত বোলাতে বোলাতে*) কীরে মেষরাজ, পারবিনা এই শৃঙ্গ দুটি দিয়ে ওদের বুকপেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে?

সকলে॥ ধুস্!

রাক্ষস! (*গর্জে*) কে?

সেনাপতি॥ ধুস্ ধুস্! হাজার হাজার তেজী জোয়ান আটকাবে ভেড়া! (*সকলে হেসে ওঠে*) হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল!

সেনাপতি॥ তামাশার একটা সীমা আছে প্রভু...

রাক্ষস॥ তামাশা!

সেনাপতি ধনপতি ও বিচারপতি॥ (*কাঁদতে কাঁদতে*) নয়তো কি? আমাদের এখন কী অবস্থা! / কত ক্ষিধে পেয়েছে! / নগরীর মধ্যে ঢুকতে পারছি না। / নীলকমল একটা করে কান কেটে নিয়েছে। / দু'কান কাটা গেলে তবু যাওয়া যেত, এককান-কাটাদের ভেতরে যেতে দেয় না! / আমরা ভিন্ন রাজ্যে চল্লুম—

[*কোলাহল করতে করতে বেরুতে যায়, রাক্ষসের গর্জন। সকলে থমকে দাঁড়াল।*]

রাক্ষস॥ মানুষকে মেষ বানাতেই দেখেছিস ব্যাটারা...দেখিসনি, মেষ দিয়ে কি করে মানুষ মারতে হয়!

[*রাক্ষস জাদুদণ্ডটা বার করে এক মুখে ফুঁ দেয়। একটা ভৌতিক সুর ছড়িয়ে পড়ে। মেষের গা কাঁপে। ভয়ঙ্কর ভাবে মাথা ঝাঁকায়। শিঙ বাগিয়ে সেনাপতি ধনপতি বিচারপতির দিকে ছুটে যায়। ভয়ে চিৎকার করতে করতে ওরা ছুটোছুটি করে। ওদের চিৎ করে ফেলে মেষ ওদের বুকে শিঙ বসাতে যায়।*]

ধনপতি সেনাপতি ও বিচারপতি॥ থামান...প্রভু, বাঁচান...

রাক্ষস॥ (*বাঁশি থামিয়ে মেষরূপী হীরামনের মাথায় হাত দিয়ে শান্ত করতে করতে*) বুকের অতলে তলিয়ে যাবে এই শিঙজোড়া! মানুষকে মেষ বানিয়ে মেষ দিয়ে আমি মানুষ মারি! আমার শেষ জাদু!

ধনপতি সেনাপতি ও বিচারপতি॥ (*করজোড়ে*) জয় জয় বাবা মেষরাজ!

রাক্ষস॥ এবার রূপনগর অভিযান...

ধনপতি সেনাপতি ও বিচারপতি॥ জয় জয় প্রভু মেষবাহন...

রাক্ষস॥ (*গান*) হাতে আমার কী আছে...

বল দেখি কী আছে...

আছে আছে একটা মেষ।

মেষের আমার কী আছে...
বল দেখি কী আছে...
আছে আছে দুটো শিঙ।
শিঙের আছে কি গুণ...
করতে পারে মানুষ খুন...
কখন পারে দাদারে—
বাজলে বাঁশির ছ্যাঁদারে...

[*সাধুবেশী রাক্ষস মেষের শিঙ ধরে নাচতে নাচতে চলেছে—সঙ্গে হাততালি দিয়ে গাইতে গাইতে চলেছে সেনাপতি ধনপতি ও বিচারপতি।*]

দ্বিতীয় অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[*কক্ষের গৃহাঙ্গন। বিকেল বেলা। চন্দ্রলেখা একা। ফুলের মালা গাঁথছে। আর জটিল চিন্তাভারে ক্ষণে ক্ষণেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।*]

চন্দ্রলেখা॥ কী করল! বলে গেলো, জাদুটা শিখেই চলে আসবে! আজ সাতদিন হয়ে গেলো! রাক্ষসের সাথে কোথায় চলে গেলো! কোন বিপদে পড়েনি তো! (*থেমে*) না না! মিছিমিছি ভেবে মরছি! হয়ত খেলাটা শিখতে সময় লাগছে। তা লাগবে না? মানুষকে মেষ বানানো! বাব্বা! কতোবড় খেলা!

[*অলক্ষ্যে সুবর্ণ ঢোকে। পলাতক চোরের মতো উস্কো চেহারা।*]

উঃ হীরামন যদি একবার জাদুকর হয়ে ফিরতে পারে...

সুবর্ণ॥ (*চাপা গলায়*) চাঁদ...

চন্দ্রলেখা॥ হীরামন! (*চমকে ঘোরে। সুবর্ণকে দেখে আঁতকে ওঠে*) কে!

সুবর্ণ॥ চোর! (*থেমে*) আমি জাদুদণ্ড চুরি করেছি...চুরি করে কারাগারের দরজা খুলে দিয়েছি আমি!

চন্দ্রলেখা॥ আমার কাছে কেন এসেছ?

সুবর্ণ॥ তোমারই কথা শুনে রূপনগরের মানুষ দলে দলে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে! সারাদেশ তোলপাড় করছে! ধরতে পারলে ওরা আমায় জীবন্ত শূলে বসাবে...

চন্দ্রলেখা॥ তার আমি কী করব! আমি কিছু জানি না!

সুবর্ণ॥ জানো না? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি চাঁদ! আমি তো তোমাদের অসুখী করতে চাইনি। তোমাদের মাঝখান থেকে আমি তো সেদিন ফিরেই যাচ্ছিলাম...(*চন্দ্রলেখার হাত ধরে*) কেন আমার এমন সর্বনাশ করলে চাঁদ...

চন্দ্রলেখা॥ ছাড়ো...ছেড়ে দাও!

[*ছিটকে দূরে সরে যায়, যেন সাপের ছোঁয়া থেকে।*]

সুবর্ণ॥ (*কঠিন গলায়*) এখনো সবাইকে সত্যি কথাটা বলো..

চন্দ্রলেখা॥ না, আমি পারবো না...

সুবর্ণ॥ শুধু আমার না, সারা দেশের ক্ষতি! একটা ভুল লোকের পেছনে সময় ব্যয় করছে ওরা...

চন্দ্রলেখা॥ তবু পারবো না! যাও...তুমি যাও...

[*ছুটে ঘরে ঢুকতে যায়—সুবর্ণ পথ আগলে দাঁড়ায়।*]

সুবর্ণ॥ মিথ্যেবাদী! পণ্ডিত কঙ্ককেও ঠকাতে বাঁধল না তোমার! যে মানুষ পথ থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের সন্তানের মতো তোমায় মানুষ করলেন, তাকেও প্রতারিত করছ!

চন্দ্রলেখা॥ হ্যাঁ করছি! আমি পথের মেয়ে...পাতাকুড়ানির মেয়ে! তাই আজ সোনার মুকুট হাতে পেয়ে হারাতে পারবো না! বুঝেছ?

[*চন্দ্রলেখা ঘরে ঢুকে যায়।*]

সুবর্ণ॥ চাঁদ....

[*প্রহরী ও কয়েকজন সশস্ত্র নগরবাসী যুবক ঢুকল। প্রহরীর হাতে ঢাল শেকল বল্লম। নিঃশব্দ পায়ে পেছন থেকে ওরা সুবর্ণকে ঘিরে ধরে। সুবর্ণ ওদের দেখে স্থানু হয়ে যায়।*]

সুবর্ণ॥ আমাকে ধরে কোনো লাভ নেই! যা করেছে হীরামন...

নগরবাসী ১॥ চুপ্ শয়তান! হীরামন গেছে হিমপাহাড়...

সুবর্ণ॥ আমার আগেই সে রূপনগরে ফিরেছে! (*ঘরের দিকে চেয়ে*) চাঁদ এদের সত্যি কথাটা বলে যাও...

নগরবাসী ২॥ বন্দী রাক্ষস মুক্ত করেছিস তুই!

সুবর্ণ॥ ভুল, ভুল করছ তোমরা!

নগরবাসী ৩॥ আমরা না হয় ভুল করছি, কিন্তু পণ্ডিত কঙ্ক—

সুবর্ণ॥ তিনিও বলছেন দোষী আমি!

নগরবাসী॥ তিনি না জেনে কিছু বলেন না....

সুবর্ণ॥ নিজে তিনি দেখতে পান না... তাঁর ঐ কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে তাঁকে যা দেখায়, তাই দেখেন! আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবো...

নগরবাসী ২॥ তিনি তোমার কোন কথা শুনবেন না!

সুবর্ণ॥ (*চিৎকার করে*) তবে তোমরা দ্যাখো...দ্যাখো এখনো আমার বুকে পিঠে রাক্ষসের ভীষণ নখের দাগ আঁকা রয়েছে। তোমরা জানো, জীবনে রাক্ষসের মৃত্যু ছাড়া আমি কিছু চাইনি!

নগরবাসী ৩॥ তবে মৃত্যুবাণ ভুলে মাঝপথ থেকে ফিরেছিলে কেন? কেন ফিরেছিলে?

সুবর্ণ॥ জানি না...জানি না...

নগরবাসী ১॥ ধরা না দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

সুবর্ণ॥ এ মুখ কাউকে দেখাবো না বলে...

[*সুবর্ণ মুখ ঢেকে কাঁদে।*]

প্রহরী॥ (*নিস্তব্ধতা ভেঙে*) আজ ভোরে সাতটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে নগরীর পথে...সাতটা তরুণ যুবক! রাক্ষসের কীর্তি!

নগরবাসী ২॥ রাতের অন্ধকারে...

প্রহরী॥ চওড়া বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে ঐ দানব...

নগরবাসী ৩॥ প্রতিরাতে করছে! মুক্ত রাক্ষস প্রতিরাতে মানুষ মারছে!

সুবর্ণ॥ ছেড়ে দাও! শয়তান দানবের পায়ে শেকল পরাবো আমি ...আবার পরাবো....

[*হঠাৎ প্রাঙ্গণের দ্বারদেশে সাধুবেশী রাক্ষসের আবির্ভাব। সঙ্গে ভক্তবেশী ধনপতি বিচারপতি সেনাপতি। তিলক কাটা—গেরুয়া পরা—মাথার বেঢপ লম্বা টিকিতে ফুল বাঁধা। ধনপতির কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। বিচারপতির হাতে চামর। সেনাপতির গলায় খোল। তার এক মুখে চামড়া নেই।*]

রাক্ষস॥ সাধু! সাধু! সাধু! দেখি দেখি, ওরে বদনখানি দেখি... (সুবর্ণর কান্নাভেজা মুখ তুলে ধরে) আহা কী নিষ্পাপ সরল চক্ষুদুটি... কী নির্দোষ আত্মবিশ্বাস...সাধু সাধু সাধু...

নগরবাসীরা॥ (করজোড়ে) জয়! প্রভু মেঘবাহনের জয়।

সুবর্ণ॥ প্রভু, আমি নির্দোষ।

রাক্ষস॥ ওরে এ সংসারে কে দোষী কে নির্দোষ জানেন শুধু তিনি। আমি দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে খাই...আমি কতটুকু জানি!

ভক্তেরা॥ (টিকি নেড়ে) অহো অহো...

সুবর্ণ॥ বাঁচাও প্রভু—

[*রাক্ষসের পায়ে পড়ে।*]

রাক্ষস॥ কার পায়ে পড়িস? জানিস নাকি ওরে মূঢ়, যেই রক্ষক সেই ভক্ষক—

ভক্তেরা॥ অহো অহো...

রাক্ষস॥ রাক্ষস বধিবি তুই! কোথা পাবি তারে? ওরে বহুরূপে সম্মুখে তোর ছাড়ি কোথা খুঁজিস রাক্ষস!

ভক্তেরা॥ মাইরি! (জিভ কেটে) অহো অহো...

প্রহরী॥ প্রভুর বিচার শিরোধার্য! কিন্তু এই শয়তান রূপনগরের বুকে ডেকে এনেছে অভিশাপ!

রাক্ষস॥ অভিশাপ! দুরন্ত অভিশাপ! ক্ষিপ্ত রাক্ষস...অন্তরে প্রতিহিংসা...জঠরে আগুন! অন্ধকারে নররক্ত পান করছে সে...তাজা যৌবনের রক্ত! (থেমে) সে এখন ছদ্মবেশ ধরেছে। না ধরে উপায় নেই। হৃতসর্বস্ব রাক্ষস মুমূর্ষু! ছদ্মবেশের আড়ালে এবার সে গুপ্তহত্যায় নেমে পড়েছে। একজোড়া শিং চালিয়ে সংগোপনে একে একে বুক চিরে ফেলে—সে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে তার সিংহাসনের দিকে!(থেমে) ...বিচার...বিচার...আমার বিচার! (সুবর্ণকে) লক্ষ্যভ্রষ্ট তুই! কেন ফিরে এলি ঐ বনপথ থেকে? তুই কি জানিস না লক্ষ্য ছেড়ে একবার ফিরে এলে আর ফেরা যায় না! বিচার...বিচার...আমার বিচার...আমার বিচার যে কারাগারে ছিল রাক্ষস, সেখানে থাকিবি তুই...

সুবর্ণ॥ না...মানি না তোমার বিচার! তুমি ভণ্ড!

[*সকলে মিলে সুবর্ণকে ধরে। প্রহরী তার হাতে শেকল পরায়।*]

সুবর্ণ॥ না—আমি যাবো না ঐ অন্ধকূপে! ছেড়ে দাও, ঐ ভণ্ড সাধুর কথায় এতোবড় শাস্তি দিয়ো না! হা ভগবান, আমার জীবনটা কি এরা ভুল বোঝার ওপরে শেষ করে

দেবে! না যাবো না ...আমি মরতে পারবো না...না...

[সবাই মিলে সুবর্ণকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সুবর্ণর আর্তনাদের মধ্যেই ভক্তবেশী ধনপতি সেনাপতি ও বিচারপতি হাততালি দিয়ে গেয়ে ওঠে।]

ভক্তদের গান॥ ভজ মেষবাহন কহ মেষবাহন লহ মেষবাহনের নামরে—

যে জন মেষবাহন ভজে সে হয় আমার প্রাণরে—

[সেই গানের তালে, যেন কোন অদৃশ্যালোক থেকে মেষরূপী হীরামন নাচতে নাচতে ছুটে আসে। রাক্ষসকে ঘিরে নাচতে নাচতে রাক্ষসের গায়ে এলিয়ে পড়ে। মেষ ও রাক্ষসের যুগলমিলনে তৈরি হয় এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর আসুরিক মূর্তি।]

রাক্ষস॥ তিনটি ছেলের দুটি গেল, রইল বাকি এক!

ধনপতি সেনাপতি ও বিচারপতি॥ জয় প্রভু মেষবাহনের জয়!

ধনপতি॥ কৈ গো, গেরস্তের বাড়ি কে আছে? বাবা মেষবাহন দেখা দিয়েছেন...বিদেয় করো মা জননী।

রাক্ষস॥ (জটা চিবুতে চিবুতে) পণ্ডিতের বেটি রূপসী, হবে আমার প্রেয়সী!

বিচারপতি॥ বাবার মনে রঙ ধরেছে, চাই এবার সেবাদাসী।

রাক্ষস॥ (খস্‌খস্ করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে) ইঃ! ইঃ! কুট্টু-কুট্টু-কুট্টু!

ধনপতি॥ কুট্টু-কুট্টু-কুট্টু?

রাক্ষস॥ কুট্টু কুট্টু করছে। খোল্! খোল্!

সেনাপতি॥ না, না, ওকী করছেন! খুলবেন না প্রভু—এখন খুললে লাগাবে কে?

রাক্ষস॥ উকুন উকুন! মাথা জ্বলছে ইঃ—ইঃ—ইঃ—কুট্টু কুট্টু কুট্টু—

[সেনাপতি রাক্ষসের মাথায় বাতাস করে।]

বিচারপতি॥ দেখ সেনাপতি, সম্পর্কে যদিও তুমি আমার ভগ্নীপতি ...তবু না কয়ে পারছি না—তোমার যেমন হেঁড়েগলা, তেমনি ধেড়েমাথা! বাতাস করছো? এতে উকুনরা আরো উৎসাহিত হচ্ছে না?

সেনাপতি॥ (বাতাস থামিয়ে) কী করছেন কি প্রভু! ধরা পড়ে যাবো যে! (খোলের ছেঁড়া চামড়া দেখিয়ে) এই করে সেদিন খোলের চামড়াটা ছিঁড়ে খেলেন...

ধনপতি॥ প্রভু একটু ধর্য্যি ধরুন। সাধু হতে গেলে ঢের ঢের কুটকুটানি সহ্যি করতে হয়—

রাক্ষস॥ (মাথা চুলকোতে চুলকোতে অস্থির হয়ে) দূর সাধু! আমি রাক্ষস!

বিচারপতি॥ (সন্ত্রস্ত হয়ে টেনে বসিয়ে) এখন সাধু!

রাক্ষস॥ (মুচকি হেসে) রাক্ষসের আবার এখন-তখন কিরে ব্যাটা! —রাক্ষস সর্বদাই রাক্ষস! হাঃ হাঃ হাঃ! (হঠাৎ লাফিয়ে) বেটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যাব—

[চন্দ্রলেখা বেরিয়ে আসে। এলোচুল। দুচোখে জল। তাকে দেখে রাক্ষসের চোয়াল ঝুলে পড়ে। লালসায় দুহাতে বিশ্রীভাবে মাথা চুলকোতে থাকে। সবাই মিলে তাকে ধরে বসায়।]

বিচারপতি॥ এতক্ষণে সময় হলো! প্রভু মেষবাহন কুপিত!

চন্দ্রলেখা॥ (হাত জোড় করে) অপরাধ নিয়ো না প্রভু! কোন্ সাহসে তোমার সামনে আসি! আমি যে মহাপাপী!

ধনপতি॥ ও বালিকা দাও মালিকা বাবার চরণপুটে—
পুণ্যবলে স্পর্শ পেলে দুঃখু যাবে ছুটে!

চন্দ্রলেখা॥ প্রভু, আমার হীরামন কোথায়?

সকলে॥ কে?

[*মেষরূপী হীরামন এতোক্ষণ চন্দ্রলেখার উঠোনে আনমনে ঘুরছিল। এবার নির্নিমেষ চোখে চন্দ্রলেখার দিকে এগোয়।*]

চন্দ্রলেখা॥ কোথায় হারিয়ে গেলো আমার হীরামন... (কান্নায় ভেঙে পড়ে) ফিরিয়ে দাও...আমার হীরামনকে তুমি ফিরিয়ে দাও প্রভু...

[*অল্পক্ষণের স্তব্ধতা। মেষটি চন্দ্রলেখার মুখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। রাক্ষস মাথা চুলকোচ্ছে।*]

সেনাপতি॥ আর চুলকোবেন না, খুলে যাবে...

[*চন্দ্রলেখা মুখ তোলে। মেষরূপী হীরামনকে দেখে।*]

চন্দ্রলেখা॥ বাঃ! কাজল-কালো শান্ত চোখ দুটো! কী দেখিস অমন করে? (*হঠাৎ খুশিতে মেষটি ঘুরপাক খায়*) আহা এত খুশি কেন? যেন কতো কালের চেনা!

[*কোন অজানা কারণে চমকে উঠে চন্দ্রলেখা ছুটে আসে তার ময়না পাখির কাছে।*]

ও পাখি, ও পাখি, কেনরে এত মায়া জাগে...কেনরে বুকের মধ্যে...ও পাখি, ওকে দেখে কেন যে আমার এমন হয়! (মেষকে) কে তুমি? শাপভ্রষ্ট দেবতা? নাকি কোনো হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্র? একদিন তোমার মাথায় ছিলো শিখিপাখা...কোমরে তলোয়ার...পক্ষীরাজে চড়ে তুমি আনতে গিয়েছিলে সোনার বরণ রাধাচূড়া ফুল! হঠাৎ কী যে হলো...কোন্ ডাকিনী মন্ত্র দিলো...একী! তোমার চোখে জল! কে, কে তুমি...

[*হঠাৎ রাক্ষস ছুটে গিয়ে মেষ-হীরামনের টুঁটি টিপে চন্দ্রলেখার হাত থেকে ছিনিয়ে আনে। চন্দ্রলেখা আর্তনাদ করে ওঠে।*]

চন্দ্রলেখা॥ (*ভেড়াটিকে ছটফট করতে দেখে*) মরে যাবে যে...মাগো কী ছটফট করছে...

ধনপতি॥ যিনি ধরে আছেন তাঁরও ছটফটানি কিছু কম নয়...

চন্দ্রলেখা॥ ছেড়ে দাও। আমার কাছে আসতে চাইছে, আসতে দাও...

বিচারপতি॥ ছিঃ! ওদিকে তাকায় না! একটা ভেড়া! ছিঃ! চলো, আমাদের সঙ্গে প্রভুর মন্দিরে চলো। তোমার হীরামন সেখানে বসে রয়েছে।

চন্দ্রলেখা॥ হীরামন!

বিচারপতি॥ হ্যাঁগো ...আমাদের দিয়ে খবর পাঠিয়েছে! চলো...

চন্দ্রলেখা॥ না! যাবো না।

[*রাক্ষস ভয়ঙ্কর চোখে চন্দ্রলেখার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।*]

চন্দ্রলেখা॥ একটা অবলা প্রাণীকে যারা এমন করে ব্যথা দেয়, তারা সাধু না, কক্ষনো না—

[*চন্দ্রলেখা ঘরে ঢুকে যায়।*]

বিচারপতি ধনপতি ও সেনাপতি॥ কন্যে...কন্যে...কন্যে...যাঃ!

ধনপতি॥ (*ক্ষিপ্ত গলায়*) সেনাপতি হয়েছেন, ধরতে পারলেন না!

সেনাপতি॥ কোন্‌টা ধরব মশাই? এদিকে খোল পড়ে যাচ্ছে! একবার ভূত একবার ভক্ত, ঝকমারি প্রভূত!

[*সেনাপতি বিচারপতির ঘাড়ে হাত রাখে।*]

বিচারপতি॥ (*সেনাপতিকে*) একটি চড় খাবে। ঘাড়ে হাত দেবে না। বলেছি না তোমার হাতের ঘষানিতে ওখানে একটা কুঁজ গজিয়ে উঠছে...

ধনপতি॥ বিচারপতিদের কুঁজ না উঠলে মানায় না! হি হি হি...দেখি কতোটা গজালো...

বিচারপতি॥ চোপ্‌!

[*রাক্ষসের গর্জনে ওদের বিতণ্ডা থামে।*]

রাক্ষস॥ (*মেষটিকে*) আমার প্রেয়সীর কাছে যাস তুই! পাপিষ্ঠ! খড়্গের আঘাতে করিব পিষ্ট!

বিচারপতি ধনপতি ও সেনাপতি॥ পিষ্ট! পিষ্ট! পিষ্ট!

[*সবাই মিলে মেষ-হীরামনকে মাটিতে ফেলে মারতে থাকে। চন্দ্রলেখা ছুটে আসে।*]

চন্দ্রলেখা॥ মেরো না...আর মেরো না...ছেড়ে দাও...তোমাদের পায়ে পড়ি...ছেড়ে দাও...

[*রাক্ষস মেষটিকে ছেড়ে চন্দ্রলেখাকে টেনে নিয়ে নিমেষে উধাও হয়। সেনাপতি ধনপতি বিচারপতিও তাকে অনুসরণ করে। মার খেয়ে মেষ-হীরামন উঠোনে পড়ে রয়েছে মৃতবৎ। আলো কমে আসে। বাইরে থেকে চিৎকার করতে করতে উত্তেজিত কঙ্ক ঢুকল।*]

কঙ্ক॥ কোথায় গেলি...কোথায় গেলি তুই...চাঁদ! চাঁদ! চুরিটা সেদিন কে করেছে! আয় বলে যা, সুবর্ণ যা বলছে তা কি সত্যি! (*কঙ্কর লাঠিখানা হীরামনের গায়ে ঠেকে। কঙ্ক ভাবে চন্দ্রলেখা।*) এই যে! এই যে মা চাঁদ, বল্‌তো সত্যি কী ঘটেছিল সেদিন? হীরামন কি সেদিন ফিরেছিল? জাদুদণ্ডটা তুই হীরামনের হাতে দিয়েছিলি! না না...তুই কি আমায় ঠকাতে পারিস! নিশ্চয় সুবর্ণ প্রাণের ভয়ে তোকে দুষছে! (*জোরে*) চুপ করে আছিস কেন? অ্যাঁ! তাহলে কি ...না না...বল্‌, বল্‌, ওরে আর আমাকে অন্ধকারে রাখিস না—

[*কারারক্ষীর প্রবেশ। কঙ্কের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল অনুতপ্ত কারারক্ষী।*]

কারারক্ষী॥ প্রভু...আমাকে শাস্তি দিন প্রভু...

কঙ্ক॥ কে! কে রে তুই! কারারক্ষী!

কারারক্ষী॥ প্রভু সুবর্ণ যা বলছে সব সত্যি! রাক্ষসের মুক্তিতে ওর কোনো দোষ নেই! যা করেছি, আমি! আমি!

কঙ্ক॥ কী বলছিস তুই রক্ষী!

কারারক্ষী॥ হ্যাঁ প্রভু—সে রাত্রে কারাগারে এসেছিল হীরামন...

কঙ্ক॥ হীরামন!

কারারক্ষী॥ আর হীরামনকে কারাগারের দুয়ার খুলে দিয়েছিলুম আমি! ওর হাতে ছিলো জাদুদণ্ড!

কঙ্ক॥ জাদুদণ্ড!

কারারক্ষী॥ হ্যাঁ প্রভু—চাঁদ তাকে দিয়েছিলো জাদুদণ্ড! রাক্ষসের কাছে জাদুবিদ্যা শিখবে বলে গিয়েছিল হীরামন...

কঙ্ক॥ কেন কারাগারের দরজা খুলে দিলি! ওরে শয়তান! রূপনগরের মানুষের বিশ্বাস তুই ভাঙলি কেন?

কারারক্ষী॥ মুক্তা...মুক্তাহার...হীরামন আমায় একছড়া মুক্তার হার দিয়েছিলো! ভেবেছিলুম হীরামন শুধু জাদুবিদ্যাই শিখবে! বুঝতে পারিনি—জলজ্যান্ত ছেলেটাকেই ভেড়া বানিয়ে রাক্ষস কারাগার থেকে পালিয়ে যাবে....

কঙ্ক॥ অ্যাঁ ভেড়া! হীরামন ভেড়া! (*হাহাকার করে*) ওহোহো, অন্ধ মানুষটার চোখের আড়ালে কী খেলা চলেছে! লোভ লালসা, তোরাই কেবল সত্য! ঘরে বাইরে...বর্তমানে ভবিষ্যতে তোরাই কেবল সত্য!

কারারক্ষী॥ শাস্তি দিন...আমাকে মারুন...

কঙ্ক॥ চাঁদ! চাঁদ! হতভাগী...সর্বনাশী...কেন তোকে কুড়িয়ে পেয়ে বুকে টেনে নিলাম..কেন ভাবলাম রাজার সঙ্গে বিয়ে দেবো ...কেন ভিখিরির মেয়েকে এত লোভ দেখালাম! ওহোহো শত্রু নিশ্চিহ্ন হবার আগে কেন আমার ছেলেমেয়েদের মাথায় আমি এতোগুলো পাওয়ার ভূত ঢোকালাম! কেন! কেন! (*পাগলের মতো মাথা চাপড়ায়*) ভেবেছিল জাদু শিখে হীরামন রাজা হবে, রাজা! ওরে মানুষ রাক্ষসকে ছাড়ে, রাক্ষস মানুষকে ছাড়ে না! একবার হাতে পেলে আর ছাড়ে না! হাঃ হাঃ হাঃ, ঐ কাঠির ছোঁয়ায় সেই হয়ে গেল একটা ভেড়া!

[*কঙ্কর হাত পড়েছে মেষ-হীরামনের শিঙে। কঙ্ক ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাত বোলায় ভেড়াটার সারা গায়ে।*]

কঙ্ক॥ কে! কে!

কারারক্ষী॥ ভেড়া! একটা ভেড়া!

কঙ্ক॥ ভেড়া!

[*মেষের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কঙ্কর বুকের কাছে মাথা এনে নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁদছে।*]

কঙ্ক॥ একী! একী! কাঁদে কেন? চোখের জল ফেলে কেন এই অবলা প্রাণীটি... (*হঠাৎ*) হীরামন...(*মেষের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে*) হীরামন নাতো... অ্যাঁ, আমার হীরামন নাতো!

[আশঙ্কায় *শিহরিত হয়* কঙ্ক।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[*হিমপাহাড়ের চূড়া। আলোকোজ্জ্বল পাহাড়চূড়ায় কুঠার-কাঁধে নীলকমলকে দেখা যাচ্ছে। জীর্ণ ময়লা পোশাক। লম্বা লম্বা চুল দাড়ি। দুস্তর অভিযানের কতো না সাক্ষ্য তার শরীরে। নীলকমল করজোড়ে অপেক্ষারত। ক্ষণপরে পাহাড়চূড়া উজ্জ্বলতর করে নীলকমলের সামনে মহাজ্ঞানী তপস্বীর আবির্ভাব হ'ল।*]

তপস্বী॥ ধন্য...ধন্য তুমি নীলকমল! শতবর্ষের মধ্যে কোনো মানুষকে দেখিনি, দুস্তর

এই পথ পাড়ি দিয়ে এই হিমপাহাড়ে পৌঁছাতে! বীর তুমি নীলকমল, তুমিই একমাত্র মানুষ—লক্ষ্যে অবিচল!...বলো বৎস, কী চাও তুমি! জগতে এমন কোনো সৌভাগ্য নেই, যা এই হিমপাহাড়ের দেশ তোমায় দিতে পারে না!

নীলকমল॥ ওগো মহাজ্ঞানী তপস্বী, শুনেছি এই হিমপাহাড়ের দেশে একদা ছিল হাজার ডাকিনীর বাস! তুমি এক অমোঘ অব্যর্থ অস্ত্রে ডাকিনীকুল নির্মূল করে গড়েছ এই স্বপ্নের রাজ্য। দাও প্রভু দাও, দানব-বধের অস্ত্রখানি আমায় দাও—

তপস্বী॥ সত্য...সত্য বৎস নীলকমল...সহস্র ডাকিনীর পায়ের ভারে একদিন এই পাহাড়টা কাঁপত, কাঁপত তাদের কুটিল অট্টহাসে। সত্য বটে আমার দেশের মানুষ...তাদের ছুঁড়ে দিয়েছে শূন্যে...মহাশূন্যে! তবে বৎস নীলকমল, মৃত্যুবাণ বলে তো কিছু ছিলো না আমাদের—

নীলকমল॥ ছিলো না!

তপস্বী॥ দানব বধের জন্যে পৃথক কোনো মারণাস্ত্র নেই নীলকমল...জানবে মানুষই রাক্ষসনিধনের ব্রহ্মাস্ত্র!

নীলকমল॥ মানুষ!

তপস্বী॥ মানুষ! নির্লোভ নিষ্পাপ অভ্রান্ত মানুষ...শুদ্ধ জাগ্রত মানুষ তার মহাকাল!

নীলকমল॥ মানুষই তার মৃত্যুবাণ! প্রভু...

তপস্বী॥ (*পাহাড়ের কোটর থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল বার করে*) এই দ্যাখো পবিত্র আগুন। নগরীর মাঝে জ্বালবে অগ্নিকুণ্ড! প্রজ্বলিত কুণ্ডের মধ্যে দিয়ে একে একে হেঁটে যাবে সবাই। যে মানুষ পারবে অদগ্ধ বেরিয়ে আসতে...শরীরে পড়বে না আগুনের ছোঁয়া...জানবে কেবল তারই হাতে মৃত্যু হবে রাক্ষসের!

নীলকমল॥ কিন্তু এমন মহান মানুষ কে আছে রূপনগরে, আগুনে যাকে পোড়াবে না!

তপস্বী॥ জগতে কেউ কি মহান পবিত্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়? ...সব কিছু তাকে অর্জন করতে হয়...বারংবার অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে!

নীলকমল॥ প্রভু—

তপস্বী॥ মানুষ ভুল করে...অজ্ঞানতায় পাপ করে...আবার মানুষই অনুতাপে পোড়ে, নিজের পাপ নিজেই খণ্ডন করে মুক্ত হয়। চৈতন্যে অভিষিক্ত হয়! বৎস নীলকমল, এ আগুন তখন আর তাকে স্পর্শ করে না...

নীলকমল॥ দাও প্রভু...দাও...

[*নীলকমল মশাল নিতে হাত বাড়ায়।*]

তপস্বী॥ তবে একটি কথা! সাবধান! এ মশাল পাওয়া যেমন কঠিন—ধরে রাখাও তেমনি দুষ্কর! ...যেই তুমি হাতে নেবে, অমনি দেখবে কতো মরীচিকা, কতো বিভীষিকা! পথের মাঝে হঠাৎ জাগবে কতো খাদ, কতো গুহা! তরঙ্গের ফণা তুলে ছুটে আসবে কত নদী—মনোহর পরীর বেশে আসবে কতো মোহিনী! পড়বে কতো ঘুমের গাছ—চিকন পাতায় বাজনা তুলে তারা তোমায় ঘুম পাড়াবে...দুচোখ ভরে নামবে তোমার ঘুম...ঘুম ঘুম...পাতালপুরীর অগাধ ঘুম! ভয় পাবে না...ক্লান্ত হবে না...এ মশাল তুমি ছাড়বে না ...(থেমে) সাবধান...

[*তপস্বী অন্তর্হিত হয়। নীলকমল দেখে পাহাড়চূড়ায় মশালটি জ্বলছে। নীলকমলের চোখ*

চকচক করে। নেপথ্য থেকে বারবার ভেসে আসছে কঙ্কের সেই কথাগুলো: "যার হাতে মরবে রাক্ষস, সেই হবে রাজা—সেই পাবে আমার চন্দ্রলেখাকে"। নীলকমল মশালটা হাতে নেয়।]

নীলকমল॥ (অহমিকা ও লোভে) পেয়েছি! আমি পেয়েছি! রূপনগরের মানুষ দ্যাখো রাক্ষসের প্রাণ আমার হাতে! আমি হব রাজা...আমি পাবো চন্দ্রলেখাকে। আমি ...আমি ...আমি...আমিই একমাত্র মানুষ...রূপনগরের শ্রেষ্ঠ মানুষ...

[*হঠাৎ পাহাড়চূড়ায় বিভীষিকাময় অন্ধকার নেমে এলো। শোনা যেতে লাগল ডাকিনীর অট্টহাসি।*]

দ্বিতীয় অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[*ভাঙা মন্দিরে রাক্ষসের গোপন আস্তানা। জ্যোৎস্না রাত। মেষরূপী হীরামনের রক্তমাখা শিঙদুটো জ্যোৎস্নালোকে বীভৎস লাগছে। মন্দিরের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে মত্ত সেনাপতি ধনপতি বিচারপতি জড়িত গলায় গাইছে, টলমল পায়ে নাচছে। দূরে সুরাপাত্র হাতে মাতাল রাক্ষস।*]

ধনপতি সেনাপতি বিচারপতি॥ (*গান*)

ঐ দ্যাখো মেষ
আহা সব রকমে বেশ
শান্ত কোমল শিষ্ট...
খেয়ে দেয়ে নেচে কুঁদে
কেমন হৃষ্টপুষ্ট।

সে যে অতি বোকা মেষ
নাই বুদ্ধির লেশ
হায় হায়রে অদৃষ্ট...
মগজখানি ধোলাই করা
বোঝে না ইষ্ট অনিষ্ট।
মেষ ভাই চেনে না, মেষ বন্ধু চেনে না
যেমন চালাও তেমনি চলে মহাকালের সৃষ্ট...
তার ডাগর চোখে লেখা আছে বংশ ধ্বংস বিনষ্ট।

রাক্ষস॥ (*মেষের দিকে তাকিয়ে*) গোঁসা হয়েছে মনে হচ্ছে!

ধনপতি॥ (*মেষকে*) তাইতো তাইতো! কী হয়েছে ছোটভাই? রাগ হয়েছে?

রাক্ষস॥ সুরা দিয়েছিস? বেচারা সদ্য রক্ত ঝরিয়ে এলো। জানিস না, এ সময় একটু সুরা না খেয়ে ও পারে না...

[*ধনপতি রাক্ষসের হাত থেকে পাত্র নিয়ে মেষের মুখে ধরে।*]

ধনপতি॥ এই যে খাও...চুকু চুকু চুকু...

রাক্ষস॥ ওভাবে দিলে খাবে না, পিঠ চুলকে দে। (*বিচারপতি পিঠ চুলকোয়*) এটা মনে রাখবি, আমার কাছে তোদের চেয়ে ওর মূল্য বেশি। ...খাও, মেষরাজ, মাণিক আমার...ওই দ্যাখো দেশের মহামান্য বিচারপতি তোমার পিঠ চুলকে দিচ্ছে। সেনাপতি বাতাস করছে। আমার সব আমলা তোমার খিদ্‌মত খাটছে...

সেনাপতি॥ কতো মর্যাদা তোমার...

[*মেষ তবুও সুরাতে মুখ দেয় না।*]

রাক্ষস॥ এতো আরামেও তোর মন ওঠে না...

সকলে॥ তাই দেখুন...

রাক্ষস॥ আজকাল মানুষ খুনের পরেই তোকে যেন কেমন আনমনা লাগে!

সেনাপতি॥ কাল আমাকে এক চাঁটি মেরেছে—

রাক্ষস॥ কী ভাবিস? চুপচাপ! না, এ তো ভালো কথা না!

বিচারপতি॥ মাথার মধ্যে কী যেন নড়াচড়া করে। প্রভু দেখা দরকার...

রাক্ষস॥ এখনো রূপনগরে অনেক ছেলে...এখনো কানা পণ্ডিত বেঁচে রয়েছে! এখনো যে তোকে আমার দরকার মেষরাজ...

[*রাক্ষস জাদুদণ্ড বার করে তার সোনালি অংশটা দিয়ে ভেড়ার মাথায় সপাটে আঘাত করে। ভেড়ার ভাবান্তর সুরু হয়।*]

সেনাপতি ধনপতি॥ কী হলো, অমন করে কেন?

বিচারপতি॥ ওকি ওকি! ঠোঁট নড়ছে! কথা বলবে নাকি?

রাক্ষস॥ বলবে! সোনার কাঠির ছোঁয়ায় চেতনা ফিরছে...মানুষের চেতনা... (*মেষরূপী হীরামনের কাছে মুখ নিয়ে*) হী-রা-ম-ন....হী-রা-ম-ন...

[*নিদ্রোত্থিতের মতো মেষদেহী হীরামন জেগে ওঠে। চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। নিজের দেহের দিকে তাকায়। দু-হাতে মুখ ঢাকে। তারপর পরিষ্কার মানুষের গলায় হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। পুলকে শিহরিত হয় ধনপতি সেনাপতি বিচারপতি।*]

হীরামন॥ (কাঁদে) কী করেছিস... এ তুই আমার কী করেছিস রাক্ষস?

রাক্ষস॥ সিংহাসনে বসিয়েছি...মাথায় রাজার মুকুট পরিয়েছি!

হীরামন॥ রাক্ষস! বিশ্বাসঘাতক! শয়তান!

[*হীরামন মাটিতে পড়ে ছটফট করে কাঁদে।*]

ধনপতি॥ তুই নিজে কোন্ ধর্মাবতার রে! গিয়েছিলি তো নিজের বন্ধুদের ভেড়া বানাতে! সকলে হাসে) এখন নে, যার শিল তার নোড়া...তারই ভাঙে দাঁতের গোড়া!

হীরামন॥ ছেড়ে দে! আমাকে তোরা ছেড়ে দে...

রাক্ষস॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

হীরামন॥ সুবর্ণ...নীলকমল...

সেনাপতি॥ সুবর্ণ কয়েদখানায়, আর নীলকমল! ফিরুক না! ফাঁদ পেতে রেখেছি!

হীরামন॥ ফিরে আয়.....ওরে নীলকমল ফিরে আয়! ......আমাকে বাঁচা! .....পণ্ডিতমশাই.....

ধনপতি॥ কানা পণ্ডিত পাগল হয়ে গেছে...

বিচারপতি॥ পথে পথে ঘুরে বেড়ায়! দু'ধারে ছড়িয়ে থাকা রূপনগরের ছেলেদের লাশগুলোকে জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদে...হাঃ হাঃ হাঃ...

সেনাপতি॥ শ্মশানের বুকে বুড়ো শকুন ভাঙা ডানা ঝাপটায়! হাঃ হাঃ হাঃ...

[*নিজের শিঙে হাত লাগে হীরামনের, হাতে রক্ত উঠে আসে।*]

হীরামন॥ রক্ত!

সকলে॥ রক্ত!

হীরামন॥ কার?

সেনাপতি॥ তোরই ভাই-এর বুকের!

হীরামন॥ আঃ!

[*হীরামন কাঁদে। সকলে হাসে।*]

ধনপতি॥ ছেনালি দ্যাখো! গাদা গাদা ফুঁড়ে ফেলে...ছেনালি করে নাকী-কান্না হচ্ছে! প্রভো, ঘিলুর গোলমাল! সংশোধন করুন।

বিচারপতি॥ এক্ষুনি! ভেড়ার মাথা সাফ-মাথা! সাফ-মাথা না হলে নির্দ্বিধায় ভাইবন্ধু মারবে কী করে প্রভো?

সকলে॥ (*হাসতে হাসতে গায়*) মগজখানি ধোলাইকরা—বোঝে না ইষ্ট অনিষ্ট—

হীরামন॥ মেরে ফেল! আমাকে তোরা খেয়ে ফেল...

সেনাপতি॥ খাবো...তোর নরম তুলতুলে মাংস খাবো..

বিচারপতি॥ তোর টেংরি খাবো, গর্দান খাবো...

ধনপতি॥ তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খাবো...

রাক্ষস॥ কিন্তু এতো শিগ্‌গির তোকে খেয়ে নিলে, তোর দেশটাকে খাবো কাকে দিয়ে!

সকলে॥ হ্যা-হ্যা-হ্যা—

রাক্ষস॥ শোন্‌, কানা পণ্ডিত আজ এখানে আসছে!

বিচারপতি॥ একা?

রাক্ষস॥ হ্যাঁ, আমি তাকে বলেছি তার মেয়ের সন্ধান দেব...(*হেসে*) সাধু মেঘবাহনের কথায় বিশ্বাস করেছে সে!

সেনাপতি॥ শেষ! বুড়ো শকুনটা আজ খতম!

রাক্ষস॥ বল্‌ যেমন যা বলবো, সব ঠিক ঠিক করে যাবি। যাকে দেখিয়ে দেব, তাকে মারবি!...কানা পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিবি।

হীরামন॥ (*লাফিয়ে উঠে*) তোকে মারব...তোকে মারব শয়তান—

[*হীরামন শিঙ বাগিয়ে রাক্ষসের দিকে এগোয়। কয়েক পা পিছিয়ে রাক্ষস ওর মাথায় রূপোলি দণ্ডের আঘাত করে। হীরামন জান্তব আর্তনাদ ছেড়ে বসে পড়ে।*]

বিচারপতি॥ ব্যস্‌! ভেড়া! দেখি, কোন্‌ পাশটা দিয়ে মারলেন? রূপোলি! সোনালিতে মানুষ...রূপোলিতে ভেড়া! বাঃ! আর একবার মারুন দেখি—

[*রাক্ষস এবার সোনালি মুখে আঘাত করে।*]

হীরামন॥ (*চেতনা পেয়ে লাফিয়ে ওঠে*) তোকে মারব!

[*সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস রূপোলি দণ্ডের আঘাত করে। হীরামন মেষে রূপান্তরিত হয়। আবার সোনালির আঘাত করতে—*]

রাক্ষস॥ পণ্ডিতকে মারবি!

হীরামন॥ তোকে মারব!

[*রাক্ষস রূপোলির আঘাত করে।*]

রাক্ষস॥ সোনালিতে মানুষ—রূপোলিতে ভেড়া! (*রাক্ষস দ্রুত সোনালি ও রূপোলির আঘাত করতে করতে—*) ভেড়া মানুষ ...মানুষ ভেড়া...ভেড়া মানুষ...মানুষ ভেড়া...

[*এবার রাক্ষস ক্রমাগত দ্রুত লয়ে হীরামনের মাথায় সোনার কাঠি রূপোর কাঠির আঘাত করতে থাকে। তালে তালে চেতনা আর অচেতনা,—বুদ্ধি আর অবুদ্ধি, স্মৃতি আর বিস্মৃতি পালা করে মেষদেহী মানুষটির দেহযন্ত্রে যাওয়া আসা করে। সোনার কাঠির স্পর্শে মানুষ হীরামন চিৎকার করে: মারব!...মারব!...তোকে মারব...শয়তান! আর রূপোর কাঠির ঘা খেয়ে নিস্তেজ নিবীর্য মেষটি হয়ে তৃপ্তিতে উদ্‌গার ছাড়ে।*]

ধনপতি সেনাপতি বিচারপতি॥ (*গান*) আহা বেশ রে বেশ রে—

এ খেলার নেই কোনো শেষ রে—
আধখানা মানুষ আর আধখানা মেষ রে!
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
লাগাতার ছোঁয়া তা
দোল্ দোল্ দুলে যাবে চেতনা ও জড়তা
প্রাণভরে দেখে নাও অর্ধ-নরমেষ রে...

[*এই খেলার মধ্যে একবার মানুষ হীরামন রাক্ষসকে বেকায়দায় পেয়ে যায়। পেয়েই সে দুই শিঙ বাগিয়ে রাক্ষসকে তাড়া করে। রাক্ষস চেষ্টা করে তার মাথায় রূপোর কাঠির ঘা দিয়ে তাকে মেষ বানাতে। পারে না। প্রাণভয়ে রাক্ষস ঘুরপাক খায়, হীরামনও। হঠাৎ ওদের মধ্যে হিমপাহাড়ের মশাল হাতে ছুটে আসে দুই ডাকাত বেনারসী ও তোতাপুরী।*]

বেনারসী ও তোতাপুরী॥ প্রভু—

[*মশাল দেখেই ভীষণ চিৎকার করে ওঠে রাক্ষস। হীরামনও চুপচাপ হয়ে যায়। হীরামন যে মানুষের চেতনায় রয়েছে, তাকে যে ভেড়া বানাতে হবে, তাও ভুলে যায় রাক্ষস।*]

রাক্ষস॥ এ কী!

বেনারসী ও তোতাপুরী॥ মশাল!

রাক্ষস॥ কোথায় পেলি...এ আগুন তোরা কোথায় পেলি...!

বেনারসী ও তোতাপুরী॥ বনের পথে!

সকলে॥ বনের পথে!

বেনারসী॥ আমরা ডাকাতি করেছি প্রভু, নীলকমলের কাছ থেকে—

সকলে॥ নীলকমল!

তোতাপুরী॥ বনের পথে ফিরছিল নীলকমল!

বেনারসী॥ ধরা পড়েছে আমাদের ফাঁদে।

রাক্ষস॥ (*মশাল নিয়ে*) প্রাণ! আমার প্রাণ! এই তো আমার প্রাণ!

[রাক্ষসের চেলা চামুণ্ডা আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে। রাক্ষস মশাল নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে যায়।]

বেনারসী ॥ ফাঁদ ফাঁদ ফাঁদ ইঁদুর-ধরা কল—
সেই কলেই ধরা পড়ল নীলকমল—

তোতাপুরী ॥ হা হা কাঠুরের ছেলে নীলকমল...
বড় ভালোবাসে আশ্চর্য ফল!

সেনাপতি ॥ যাওয়ার সময় পথে দুটো পেয়েছিল
নিজে না খেয়ে বন্ধুদের দিয়েছিল...

বিচারপতি ॥ আর ফেরার পথেও সে...সেই ফলেরই খোঁজ করবে!

তোতাপুরী ॥ আগেভাগে আন্দাজ করেছিলাম...
মারাত্মক সেঁকোবিষ মাখিয়ে রেখেছিলাম।

বেনারসী ॥ দোলে দোলে দোলে...
লাল টুকটুকে বিষমাখা ফল দোলে...

তোতাপুরী ॥ লোভে পড়ে কাঠুরের ছেলে...যেইনা সে ফল খেলে...

বেনারসী ও তোতাপুরী ॥ ধপাস ধরণীতলে! মূর্ছিত!

সেনাপতি ॥ মূর্ছিত! এইবার কিন্তু এক কোপে ওর মুণ্ডুটা কাটতে পারি আমি!

[রাক্ষস বেরিয়ে আসে।]

রাক্ষস ॥ নীলকমল—

সেনাপতি ॥ বল্ ডাকাত সর্দার—কোথায় নীলকমল—

বেনারসী ও তোতাপুরী ॥ আসুন আমাদের সংগে...

[বেনারসী ও তোতাপুরী ছোটে। তার পিছু পিছু রাক্ষস বিচারপতি ধনপতি ও সেনাপতিও ছুটে বেরিয়ে যায়। কেউ হীরামনকে লক্ষ্য করে না। সে যে এতোক্ষণ মানুষের চেতনায় রয়েছে—রাক্ষসের সে কথা মনে নেই।]

হীরামন ॥ মশাল! ঐ মশালে রাক্ষসের প্রাণ!

[মন্দিরের দিকে এগোয়। ভিতর থেকে চন্দ্রলেখার ডাক শোনা যাচ্ছে।]

চন্দ্রলেখা ॥ (নেপথ্যে) হীরামন...

[হীরামন চমকে ওঠে।]

চন্দ্রলেখা ॥ (নেপথ্যে) হীরামন...

[হীরামন মন্দিরের মধ্যে উঁকি দেয়।]

হীরামন ॥ চাঁদ! ঐ তো আমার চাঁদ! ঘুমুচ্ছে! ঘুমের মধ্যে আমায় ডাকছে! চাঁদ এখানে কেন? তবে কি...তবে কি রাক্ষস...ও চাঁদ, রাক্ষসটা বেরিয়ে গেছে। ...পালাও...শিগ্‌গির পালাও চাঁদ...

চন্দ্রলেখা ॥ (নেপথ্যে) হীরামন—

[মন্দিরের ভেতর থেকে চন্দ্রলেখা বেরুচ্ছে, হীরামন লজ্জায় ঘৃণায় দূরে সরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ লুকালো। চন্দ্রলেখা ঢুকল। চোখের কোণে কালি, খোলা চুল।]

চন্দ্রলেখা ॥ হীরামন...আমার হীরামন যে ডাকল...হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনেছি! (ডাকে) হীরামন!

নাকি আমি আজও স্বপ্ন দেখলাম...

হীরামন॥ (মুখ লুকিয়ে) চাঁদ...

চন্দ্রলেখা॥ (চমকে) হীরামন! কই...তুমি কই...

হীরামন॥ চাঁদ...

চন্দ্রলেখা॥ হীরা...হীরামন...

[*চন্দ্রলেখা চারদিকে ছোটাছুটি করে। মেষদেহী হীরামন চন্দ্রলেখার দিকে এগিয়ে যায়।*]

হীরামন॥ চাঁদ...

[*চন্দ্রলেখা বিস্ময়ে পাথর হয়ে যায়।*]

আমি চাঁদ...আমি...

চন্দ্রলেখা॥ (*ভীষণ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে*) না...

হীরামন॥ রাক্ষস আমার এই দশা করেছে চাঁদ...

চন্দ্রলেখা॥ না—না—না—

হীরামন॥ হ্যাঁ চাঁদ...হ্যাঁ। মাথায় সোনার কাঠি রূপোর কাঠির বাজনা বাজিয়ে মজা করছিল রাক্ষস...ডাকাতরা ঢুকল...তাল হারিয়ে রাক্ষস ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল...আমি তখন সোনার কাঠির ছোঁয়ায়...ওহো, কেন ওরা আমার জ্ঞান ফেরালো! চাঁদ, ও চাঁদ তাকাও...আমার মুখের দিকে...কেন তোমাকে রাক্ষসের ডেরায় দেখছি!

চন্দ্রলেখা॥ ও বাবাগো...

হীরামন॥ তোমার বাবাকে আজ আমি খুন করবো...

চন্দ্রলেখা॥ কী?

হীরামন॥ আমি কাউকে ছাড়িনি...পণ্ডিতমশাইকেও ছাড়বো না! শ্মশান...শ্মশান করবো রূপনগর...আমাকে দিয়ে ওরা শ্মশান গড়বে চাঁদ।

চন্দ্রলেখা॥ কেন কেন কেন?

হীরামন॥ কেন তা বুঝিনে। জাদুকর বাঁশি বাজায়, রক্তে আমার দোলা লাগে। আমি ছুটে গিয়ে দুই শিঙ তলিয়ে দিই বুকে...কাকে মারছি...কেন মারছি...আমি বুঝতে পারিনে ...শুধু জিবে গড়িয়ে আসে রক্ত...নোনা...নোনা...

চন্দ্রলেখা॥ সর্বনাশা পশু!

[*হীরামনের গলা চেপে ধরে।*]

হীরামন॥ পশু...আমি ওর পোষা জানোয়ার! বড় আরামের জানোয়ার গো। ভালো খেতে দেয়, কাঁকনে লোম ঝেড়ে দেয়, খুব আস্তে শিঙে শান দিয়ে দেয়। আমি ওর পোষা গোলাম...ওর হাতিয়ার!

চন্দ্রলেখা॥ মর্ মর্! তুই মর্!

হীরামন॥ ও চাঁদ, তোমরা আমার এই চামড়াটা খসিয়ে দাও—মানুষের হাত দুখানা দাও...ওর প্রাণ ছিঁড়ে নেব! রাজ্য চাই না—সম্পদ চাই না, কিছু চাই না...চাই রাক্ষসের প্রাণ!—তোমরা শুধু আমায় মানুষের হাত দুখানা দাও—

চন্দ্রলেখা॥ তুই মারবি রাক্ষস! (*হীরামনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়*) একটা ভেড়া! থুঃ থুঃ!

হীরামন॥ রাক্ষসী, সব দোষ আমার? আমার হাতে জাদুদণ্ড তুলে দিল কে...রাণী হবে কে...মহারাণী...

[*হীরামন ও চন্দ্রলেখা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে কাঁদে। উন্মাদপ্রায় আলুথালু কঙ্ক অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।*]

কঙ্ক॥ এ তবে তোর খেলা!

চন্দ্রলেখা॥ (ডুকরে) বাবা!

কঙ্ক॥ হঠাৎ কোথা থেকে রূপনগরের বুকে উদয় হ'ল সাধু মেঘবাহন! আমি চিনতে পারিনি...আমি বুঝতে পারিনি! কেন সুবর্ণকে কারাগারে পাঠায়! কে মারে—কে মারে অন্ধকারে আমার মানুষ! শয়তান! আমার ছেলেকে ভেড়া বানিয়ে ভেড়া দিয়ে আমায় মারিস!

[*হীরামন আর্তনাদ করে কঙ্কের পায়ের ওপর পড়ে। চন্দ্রলেখা আঁচলে মুখ ঢেকে মন্দিরের ভেতরে ছুটে পালায়।*]

কঙ্ক॥ আমাদের তিনটি প্রদীপ...সুবর্ণ নীলকমল.... (*হীরামনকে ধরে*) হীরামন...হীরামন সে কি তুই! একদিন দানবের পায়ে শেকল পরিয়েছিলি! সে কি তোরা!

হীরামন॥ বাঁচাও...বাঁচাও...

কঙ্ক॥ ওরে দেখে যা—দেখে যা তোরা—আমাদের গর্ব...আমাদের আশা...আমাদের ভবিষ্যৎ...আমাদের দেশের যৌবন আজ একটা চতুষ্পদ জানোয়ার হয়ে আমাদেরই বুকের ওপর দাপাদাপি করে...

[*মশাল হাতে চন্দ্রলেখা বেরিয়ে আসে।*]

চন্দ্রলেখা॥ বাবা...এই আগুনে আছে রাক্ষসের প্রাণ...

হীরামন॥ পালাও...ঐ মশাল নিয়ে পালাও তোমরা...

কঙ্ক॥ পালাবো, তোকে শেষ করে পালাবো! ...ওরে নির্বোধ...ওরে অন্ধ! মার্! মার্! ও চাঁদ! এই শয়তানটাকে মার্!

[*চন্দ্রলেখার হাত থেকে লাল টকটকে মশাল নিয়ে অন্ধ কঙ্ক পশুটাকে খিমচে ধরে।*]

মার্...মার্...পুড়িয়ে মার্...

চন্দ্রলেখা॥ মেরো না—মেরো না বাবা—ও যে হীরামন...

কঙ্ক॥ পশু! পশু! হীরামন মরে গেছে! ও যে কালা পশু! ও বাঁচলে আমরা কেউ বাঁচবো না! মার্!

হীরামন॥ (*পালাচ্ছে*) না—না—

চন্দ্রলেখা॥ বাবা—বাবা—

[*আগুনের হাত থেকে বাঁচতে হীরামন পালাচ্ছে—কঙ্কও মশাল উঁচিয়ে পিছু চলেছে—দুজনেই বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে হীরামনের আর্তনাদ। নেপথ্যে অদূরে তার দেহ ঘিরে দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠেছে। সে আগুনের রক্তশিখা এসে পড়েছে চন্দ্রলেখার মুখে।*]

চন্দ্রলেখা॥ (*আর্তনাদ করে*) হীরামন—

॥ **পর্দা** ॥

উপসংহার

[*পর্দার সামনে ছুটে এল মঞ্চাধ্যক্ষ।*]

মঞ্চাধ্যক্ষ॥ (*নেপথ্যে তাকিয়ে*) পুড়ছে...ঐ পুড়ে মরছে...টকটকে আগুনে কুচকুচে ভেড়াটা দাউদাউ জ্বলছে! মরুক মরুক! ওফ্! হাড় জুড়োয়! এই সব ভেড়ার বংশ যত শীঘ্র নির্বংশ হয়, ততই 'মঙ্গলস্কর'। ...সুরুতেই একটা বহিষ্কার করেছিলুম, মাঝখানে গোকুলপিঠে খেতে একটু বাইরে যেতে, হুস্ করে আর একটা প্রবেশ করিয়ে দিল। এই যে মানুষকে জন্তুরূপে দেখানো...শুধু জন্তু না—'হত্যাস্কারী' জন্তু...এই যে মানুষের অন্তরের ঘুমন্ত পাশবিক প্রতিভাকে এতাদৃশ খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলা—এরই নাম 'প্রতিস্ক্রিয়াশীলতা'! নটী...নটী...(*নেপথ্যে তাকিয়ে*) অ্যাঁ কাঁদছ! বলি ঐ জানোয়ারটার জন্যে তোমার অ্যাতো কী ইয়ে যে একেবারে সদ্য বেধবার মতো চিতের সামনে বসে হুতোশ করা হচ্ছে! অ্যাই 'দুষ্কৃতস্কারিণী' নারী! (*দর্শকদের দিকে*) ওকে বাঁচিয়ে তুলবে নাকি অ্যাঁ—শেষ দৃশ্যে আবার ছেড়ে দেবে, তেড়ে এসে আবার ফুঁড়ে দেবে! কিন্তু ভেড়াটাই বা এখনো ছাই হচ্ছে না কেন, অ্যাঁ! 'তেজস্কর' আগুনের মধ্যে 'আশ্চর্যঙ্কর' ভাবে লম্ফ দিচ্ছে! তাইতো!

[*নেপথ্যে জয়ধ্বনি : জয় মহারাজ বিচিত্রদন্তের জয়।*]

অ্যাঁ! মহারাজ বিচিত্রদন্ত! তার মানে রাক্ষস আবার তার সিংহাসন ফিরে পেল! বিস্ময় ঘনীভূতঙ্কর!

[*নেপথ্যে জয়ধ্বনির সঙ্গে পর্দা সরে গেল। রাজসভা। রাক্ষস সিংহাসনে বসে আছে। পাশে পারিষদ—ধনপতি সেনাপতি বিচারপতি। এবং দুই ডাকাত বেনারসী ও তোতাপুরী। সবাই মঞ্চাধ্যক্ষকে দেখছে।*]

ওরে বাবা, এ যে পরিষ্কার রাজসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি! যে ভাবে কটমট করে তাকাচ্ছে, শেষে আমাকেই না ভেড়া বানিয়ে দেয়!

[*রাজসভার সকলে হেসে উঠল। মঞ্চাধ্যক্ষ ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।*]

রাক্ষস॥ বন্দীরা কই?

সেনাপতি। বন্দী সুবর্ণ...বন্দী নীলকমল হাজির!

[*বেনারসী ও তোতাপুরী দুদিকে বেরিয়ে গেল এবং শৃঙ্খলিত নীলকমল ও সুবর্ণকে নিয়ে ফিরে এলো।*]

নীলকমল॥ সুবর্ণ!

সুবর্ণ॥ নীলকমল!

রাক্ষস॥ আয় আয় আয় বীরপুঙ্গবেরা আয়। মহাবীর সুবর্ণ...মহাবীর নীলকমল...

ধনপতি॥ ফলের লোভটা আর সামলাতে পারলি না বাছা...

বিচারপতি॥ নিষিদ্ধ ফল...খায়া কি পস্তায়া—

বেনারসী ও তোতাপুরী॥ পস্তায়া—পস্তায়া—

রাক্ষস॥ শেষে কিনা ঐ মূষিক দুটোর হাতে ধরা পড়লি বাছা! বিচারপতি...

[*সবার হাসি।*]

বিচারপতি॥ (*লিখিত রায় পড়ে*) যাবজ্জীবন প্রাণদণ্ড!

সেনাপতি॥ কোপটা এমন করে মারতে হবে, মুণ্ডুদুটো যেন উড়ে গিয়ে, ওই যে ওদের মায়েরা দাঁড়িয়ে আছে, যার যার কোলে গিয়ে পড়ে...

[*সকলের হাসি।*]

নীলকমল॥ মা, মাগো, তোমার নীলকমলকে ক্ষমা কর মা। মশালটা হাতে পেয়ে, সিংহাসনের লোভ—বিভীষিকা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। নীলকমল ভাবল, সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ...একমাত্র মানুষ...সে ছাড়া দেশে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই...হতে পারে না। মাগো, আত্মগর্বে স্ফীত নীলকমল সেদিন ভুলে গেল রাক্ষসের শক্তি!

সুবর্ণ॥ মানুষে দানবে যুদ্ধ—এ যুদ্ধের শেষ নেই মা!

নীলকমল॥ অন্তরে বাইরে চলে এই যুদ্ধ—চলে অনন্তকাল...

সুবর্ণ॥ যোদ্ধা তোমার বিরাম নেই, তৃপ্তি নেই!

নীলকমল॥ ভুলে গেলাম তোমার সাবধান বাণী! ওগো তপস্বী...

রাক্ষস॥ বলে দে, তোর তপস্বীকে বলে দে—রাক্ষস অমর!

সুবর্ণ॥ না! অমর তুমি নও! আমাদেরই ভুলে—আমাদেরই পাপে তুমি বেঁচে রয়েছ!

নীলকমল॥ তোমার মৃত্যুর গোপন কথা জানি আমি! আর মরার আগে আমি তা সকলকে জানিয়ে যাবো। শোন, শোন তোমরা—হিমপাহাড়ের পবিত্র আগুন...

রাক্ষস॥ (*সভয়ে*) না...

নীলকমল॥ সেই আগুনে যে পারবে অদগ্ধ বেরিয়ে আসতে...

রাক্ষস॥ ছিঁড়ে নে, ওর জিবটা ছিঁড়ে নে...

নীলকমল॥ সেই অগ্নিশুদ্ধ মানুষের হাতে...

রাক্ষস॥ ওড়াও মুণ্ড...

[*রাক্ষস খাঁড়া তুলেছে। জ্বলন্ত মশাল হাতে কঙ্কের প্রবেশ।*]

কঙ্ক॥ দাঁড়াও রাক্ষস!

সপারিষদ রাক্ষস॥ (*ভীষণ চমকে*) কে! কে!

সুবর্ণ ও নীলকমল॥ পণ্ডিতমশাই...

রাক্ষস॥ আয় আয় আয়...কানা পণ্ডিত আয়। তিনটি মুণ্ডু চাই।

কঙ্ক॥ তার আগে তোর মৃত্যু রে রাক্ষস।

রাক্ষস॥ হাঃ হাঃ হাঃ! ওরে শোন্ শোন্ আগুন যাকে পোড়াবে না—তার হাতে মৃত্যু হবে আমার! আর আগুন কাকে পোড়াবে না? কে সে মানুষ?

[*মুক্ত তরবারি হাতে মানুষ-হীরামন ঢোকে।*]

হীরামন॥ আমিই সেই মানুষ!

সকলে॥ কে!

সুবর্ণ ও নীলকমল॥ হীরামন!

কঙ্ক॥ মারব বলে মশালের আগুন জ্বালিয়ে ছিলাম ওর গায়ে—ভেড়ার চামড়াটাই শুধু

ছাই হ'ল...দেহের কোনখানে এতটুকু তাপ লাগেনি! ...দ্যাখো রাক্ষস, আমার মানুষের গায়ে একটি দাগও পড়েনি...

নীলকমল ॥ ওগো তপস্বী তুমি সত্য!

[*রাক্ষস ভয়ে চিৎকার করে। হাতের খড়্গ পড়ে যায়। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে। পারিষদেরা একে একে নিঃশব্দে পালায়। নীলকমল ও সুবর্ণকে শৃঙ্খলমুক্ত করছে কঙ্ক।*]

কঙ্ক ॥ সত্য! সত্য! মানুষই পাপ করে—আবার মানুষই পাপের বাঁধন ছিন্ন করে। যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে তোমরা এলে আজ পবিত্র মানুষ! এ আগুন আর তোমাদের কাউকে পোড়াবে না!

[*হীরামন সুবর্ণ ও নীলকমল হাতে অস্ত্র তুলে নেয়।*]

হীরামন ॥ (*রাক্ষসের উদ্দেশে*) তোর রক্ত মাটিতে পড়বে...

সুবর্ণ ॥ আর বেঁচে উঠবে আমাদের ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন...

নীলকমল ॥ যাদের আমরা হারিয়েছি—

হীরামন ॥ যাদের আমি মেরেছি—

নীলকমল সুবর্ণ হীরামন ॥ বাঁচাবো...তাদের আমরা বাঁচাবো...

[*তিনদিক দিয়ে রাক্ষসকে ঘিরে ধরে তিনজন। তিনজনের অস্ত্র একযোগে রাক্ষসের দেহ বিদীর্ণ করে। মুহূর্তের জন্যে আলো নিভে আবার জ্বলে। শূন্য মঞ্চে নটী ঢোকে।*]

নটী ॥ কৈ গো—ওগো ও ভালোমানুষের ছেলে—কোথায় পালালে...

[*মঞ্চাধ্যক্ষ লাজুক মুখে উঁকি দিল।*]

বলি কী দেখলে?

মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ মানুষ ভেড়া হ'ল...আবার ভেড়াও মানুষ হ'ল!

নটী ॥ তাহলে শেষমেশ মানুষেরই জয় হ'ল?

মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ 'অতম্পর' কী হ'ল?

নটী ॥ যা হবার তাই হ'ল। যেই না রাক্ষসের রক্ত মাটিতে পড়া, অমনি রূপনগরের আকাশ হ'ল নীল, মাঠ হ'ল সবুজ, নদী রূপোলি, আর চাঁপার বনে থোকা থোকা হলুদ ফুল ফুটল! আর ফুলের দলে একে একে ভেসে উঠল রূপনগরের হারানো সন্তানদের মুখ...শিশিরে ধোয়া নির্মল মুখগুলো...

মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ 'অতম্পর' কী হ'ল?

নটী ॥ ধন হ'ল দৌলত হ'ল, হ'ল সুখ শান্তি
ঈর্ষা গেল, দ্বেষ গেল, গেল ভুলভ্রান্তি!

মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ কী হ'ল 'অতম্পর'? ...রাজা হ'ল কোন্ বীরবর?

নটী ॥ কেউ না—রাজা আর রইল না— আর ওরা তিনজন বলল—দেশকে মুক্ত করেছি আমরা—এবার মুক্তিকে পাহারা দেব আমরা!

মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ 'অতম্পর' কী হ'ল?

নটী ॥ বিয়ে হ'ল। তিন পরমা সুন্দরী কন্যের সাথে তিন বীরের বিয়ে হ'ল—

মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ 'অতম্পর' কী হ'ল?

[*উৎসবের সাজে নগরবাসীরা ঢুকল।*]

নগরবাসীরা ॥ অতস্পর ?

শাঁখ বাজে বাদ্যি বাজে জ্বলে সোহাগবাতি

ঘোড়াশালে ঘোড়া নাচে, হাতিশালে হাতি।

মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ 'অতস্পর' কী হ'ল ?

নটী ॥ দই হ'ল মেঠাই হ'ল হ'ল গোকুলপিঠে

আর ভদ্রজনে জোড়ে জোড়ে হাসেন মিঠে মিঠে।

নগরবাসীরা ॥ শাঁখ বাজে বাদ্যি বাজে জ্বলে সোহাগবাতি

ঘোড়াশালে ঘোড়া নাচে, হাতিশালে হাতি।

মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ 'অতস্পর' কী হ'ল ?

নটী ॥ (*হেসে*) আমার কথাটি ফুরলো...নটেগাছটি মুড়লো...

[*মঞ্চাধ্যক্ষ লম্বা করে বাঁশি বাজাল। নাটকের পাত্রপাত্রীরা সবাই মঞ্চে এলো। দর্শকদের উদ্দেশে নমস্কার করল।*]

॥ যবনিকা ॥

কেনারাম বেচারাম
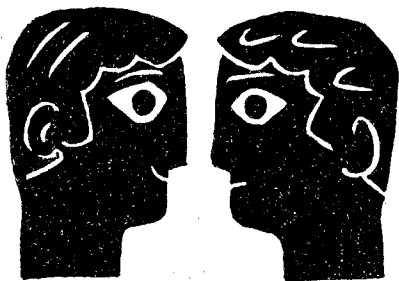
বাবলু বাবুজি খুকু গজু ও ময়ূরীকে

চরিত্রলিপি

বেচারাম চাটুজ্যে
শুভেন্দু
প্রদীপ
পিন্টু
টৌটন
কেনারাম বাড়ুজ্যে
নগেন পাঁজা
ভৈরব
শ্রীধর
চারুচন্দ্র চৌধুরী
নেড়া তালুকদার
পুলিশ ইনস্পেকটার
বুড়ি
দীপ্তি

কেনারাম বেচারাম
রচনা ১৯৭০
পুনর্লিখন ১৯৭৭
পরিমার্জন ১৯৯৩

'কেনারাম বেচারাম' ১৯৭১-এ রঙমহল থিয়েটারে নিয়মিত অভিনীত হয়েছিল 'বাবা বদল' নামে। নির্দেশনায় ছিলেন জহর রায়। মুখ্য চরিত্র নগেন পাঁজার ভূমিকায় দারুণ সুন্দর অভিনয় করেছিলেন তিনি। নাটকটা কিন্তু গোড়ায় লেখা হয়েছিল গ্রুপ থিয়েটারের জন্যে। 'বাবা বদলের' বাড়তি মেদ ঝরিয়ে, হারিয়ে যাওয়া সেই চিকণ চেহারাটা ফিরিয়ে এনেছি কেনারাম-বেচারাম-এ। নাটকটা অনেকখানি বদলেছি, তাই নামটাও বদল করা হয়েছে। এই চেহারায় এই নামে নাটকটির অভিনয় করে চলেছে প্রতিকৃতি নাট্যসংস্থা। নির্দেশনায় আছেন আলোক দেব।

১৯৮৫-তে কেনারাম বেচারাম চলচ্চিত্রায়িত হয় অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়।

আশ্বিন ১৪০০ মনোজ মিত্র
এ. জি-৩৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক
কোলকাতা ৭০০ ০৯১

প্রথম অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[পর্দা ওঠার আগে শোনা গেল :
"নিরুদ্দেশ সম্পর্কে একটি ঘোষণা!...বেচারাম চাটুজ্জে ...বয়স সত্তর...মাথার চুল পাকা...মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি ...গায়ের রঙ আধময়লা...মাতৃভাষা বাঙলা...পরিধানে লাল লুঙ্গি ও গেরুয়া পাঞ্জাবি...বগলে একটি ছাতা...গত আটাশ তারিখ হইতে নিরুদ্দেশ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান জানাইলে তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। সন্ধান জানাইবার ঠিকানা..."

পর্দা সরে গেল। একটি দোতলা বাড়ির নীচের হলঘর। মধ্যবিত্ত সংসারের বসার ঘর। দুপাশে দুটি দরজা—একটি বাইরের, অপরটি অন্দরের পথ। মাঝখানে সিঁড়ি ওপর তলে উঠে গেছে। খানকয়েক চেয়ার ও অন্য দু-একটি সাধারণ আসবাব। সকালবেলা। শুভেন্দু চেয়ারে বসে সামনের নিচু টেবিলের ওপর পা তুলে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে খবরের কাগজ পড়ছে।]

শুভেন্দু॥ কইরে, কী হ'লো! চা-ফা দিবি! শ্রীধর...!

[দীপ্তি ঘরে এলো।]

দীপ্তি॥ ওগো শুনছো?

শুভেন্দু॥ চা কই?

দীপ্তি॥ আর চা খায় না। এদিকে যে ঘোঁটটা বেশ পাকিয়ে উঠল!

শুভেন্দু॥ কেন, কি হ'লো?

দীপ্তি॥ তোমার বোন...

শুভেন্দু॥ বুড়ি? (*সামান্য বিরক্ত গলায়*) আবার কী বলছে সে?

দীপ্তি॥ বলবে আবার কী, নিজের বোনকে চেনো না? বলছে সেই গয়নার কথা!

শুভেন্দু॥ (*কাগজ ফেলে*) গয়না!

দীপ্তি॥ গয়না গয়না! তোমার মা'র সেই গয়না! ভাগ দাও তার।

শুভেন্দু॥ (*বিরক্ত সুরে*) ওরা এলাহাবাদে ফিরবে কবে?

দীপ্তি॥ ফেরার তো নামও করছে না কেউ।

শুভেন্দু॥ আশ্চর্য, আর কদ্দিন জ্বালাবে!

দীপ্তি॥ কি করে বলব? কিছু বলতে গেলেই তোমার ভগ্নীপতি বলছে—"বৌদি, এই বিপদে আপনাদের ফেলে রেখে যাব?"

শুভেন্দু॥ বিপদ তো দেখছি আমাদের চেয়ে তারই বেশি! শ্বশুরমশাই নিরুদ্দেশ হয়েছে শুনে সস্ত্রীক সেই যে এসে উঠেছে! খাচ্ছে দাচ্ছে আর রোজ কাগজে একটা করে বিজ্ঞাপন ছাড়ছে—হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ! বেচারাম চাটুজ্জে, বয়েস সত্তর...পাকাচুল...

দীপ্তি॥ ...লাল লুঙ্গি...বগলে ছাতা...

শুভেন্দু॥ সন্ধান দিতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার! ...কোনো মানে হয়? একমাস ধরে এই চলছে!

দীপ্তি॥ সত্যি, প্রদীপবাবুর ধৈর্য আছে।

শুভেন্দু॥ কেন, তোর অত পাকামো কেন? বাপ হারিয়েছে আমাদের, তোর কী হারিয়েছে! তোর তো হারিয়েছে বৌ-এর বাপ! তাকে খুঁজে বার করতে তোর অত মাথাব্যথা কেন? (থেমে) সিন্দুকের চাবিটা পেলে?

দীপ্তি॥ উঁহু। কোথায় গেল বলতো!

শুভেন্দু॥ খোঁজো খোঁজো! আরে ঐ সিন্দুকের মধ্যেই তো বাবার যা কিছু! মা'র গয়নাপত্তর সব!

দীপ্তি॥ কি করবো, সব দেখা হয়ে গেছে। কোথাও নেই সে চাবি। দ্যাখো তোমার বাবা আবার সেটা ট্যাঁকে নিয়েই নিরুদ্দেশ হলেন কি না!

শুভেন্দু॥ আরে না-না। 'আমি চলিলাম, খুঁজিবার চেষ্টা করিও না', একথা লিখে যে বেরিয়ে যায়, সে একেবারেই যায়। চাবি নিয়ে যাবে কেন?

দীপ্তি॥ যেতেও পারেন। যে রকম লোক তোমার বাবা! সবদিক দিয়ে আমাদের বিপদে ফেলাই যে তাঁর উদ্দেশ্য। আমি বলি, সিন্দুকের কোম্পানিতে একটা খবর দাও, ওরা এসে ভেঙে ফেলুক।

শুভেন্দু॥ না না, বুড়িরা যতক্ষণ আছে ভাঙাভাঙি করতে গেলে জানাজানি হয়ে পড়বে। শোন, সিন্দুকটা তুমি চোখে চোখে রাখো।... আমি দেখছি কালই যাতে ওরা এলাহাবাদে ফিরে যায়! (আপন মনে গজরায়) ভাগ! উঁ! ক'বছর ধরে আমার ব্যবসাটার টটারিং কণ্ডিশান! বহুবার বাবাকে বলেওছি মায়ের ঐ গয়নাগুলো দিন! ...ভা—গ! ভাগ-ফাগ হবে না!

দীপ্তি॥ তাছাড়া দ্যাখো, ছেলেটাও বড় হচ্ছে! টোটনকে দার্জিলিং-এ ইংরেজি ইস্কুলে পাঠিয়ে পড়ানোর এতো সাধ। কিছুতে পারছি?

শুভেন্দু॥ তবে? আর এরপর যদি তোমার আর একটা খুকু হয়...

দীপ্তি॥ থাক্! আহ্লাদ আর ধরছে না!

শুভেন্দু॥ আরে বাবা ভগবানের হাত! তুমি ঠেকাবে কী করে?

দীপ্তি॥ দ্যাখো মশাই হতে যদি হয়, আগে তার আখের গুছিয়ে নিই, তারপর! শোনো তোমার বোন বাবার কম্বলফম্বল যা নিতে চায়, নিয়ে যাক...কিন্তু গয়না, বিষয়-সম্পত্তি এসবে যেন নজর না দেয়! হুঁ!

শুভেন্দু॥ দাঁড়াও না, ওদের ভাগাচ্ছি। ভালো কথা, পিন্টুর মনোভাব কি রকম?

দীপ্তি॥ ভাইটি তো আর এক রত্ন। তিনি আজকাল অফিস-টফিসের পাট চুকিয়ে বারোটা-একটা অবধি ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকেন!

শুভেন্দু॥ সে কি! অ্যাঁ! অতক্ষণ দরজা বন্ধ করে পিন্টে করে কী?

[চা নিয়ে শ্রীধর ঢোকে।]

শ্রীধর॥ কিছু না, কিছু না দাদাবাবু, বাপ হারিয়ে যাওয়ার পর ছোটদা দিনরাত চিৎপাত হয়ে খাটে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছে আর কাকাতুয়া কাকাতুয়া করছে!

শুভেন্দু॥ কাকাতুয়া!

শ্রীধর॥ হ্যাঁ দাদাবাবু, থেকে থেকে বলছে, মাই-মাই কাকাতুয়া...তুমি মোর চুয়া...আমি তোমার চন্দন...তার পরেই ছোটদাদাবাবুর সে কি ক্রন্দন!

শুভেন্দু॥ (*চা খেয়ে*) অ্যাঃ! তেতো! যা, চিনি আন!

শ্রীধর॥ হ্যাঁ, আমি বাবা কোনো কথায় থাকবো না!

[*শ্রীধর চলে যায়।*]

শুভেন্দু॥ ...কেন, পিন্টে হঠাৎ কাকাতুয়া-কাকাতুয়া করছে কেন?

দীপ্তি॥ ভাই প্রেম করছেন। কোন খবরই রাখো না, প্রেয়সী হলেন কাকাতুয়া।

শুভেন্দু॥ অ্যাঁ! (*চায়ে বিষম খেয়ে*) আবার তেতো চা খেলাম! কেন, পিন্টে হঠাৎ কাকাতুয়া, ময়না, কোকিল ছানার সঙ্গে প্রেম করছে কেন?

দীপ্তি॥ ওগো ঐ কাকাতুয়ার হাত ধরে...

শুভেন্দু॥ কাকাতুয়ার হাত নয়, পা বলো।

[*শ্রীধর চিনি নিয়ে ঢোকে।*]

শ্রীধর॥ (*একগাল হাসি*) না দাদাবাবু, যা ভাবছেন তা না, ইনি সে কাকাতুয়া না...এঁর দুখানা ভুরুই কামানো।

দীপ্তি॥ ঐ শোনো—

শ্রীধর॥ (*চায়ে চিনি মেশায়*) আমি দেখেছি দাদাবাবু, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা বয়কাট চুল...দেখে বোঝা মুশকিল বেটাছেলে, না মেয়েছেলে! নাকখানা কাপড়-কাটা কাঁচির মতো। ঠোঁটে মুখে গালে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া লাল! যেন এই মাত্তর শাঁকচুন্নি রক্ত চুষে উঠে এলো। বয়েস ছোটদাদাবাবুর ওপর আরো এককুড়ি! আর, শুনেছি বার বার তিনবার স্বামী ছেড়ে এইবার ছোটদাদাবাবুরে আসামী করে ছাড়বে।

শুভেন্দু॥ (*এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল। হঠাৎ খেয়াল হতে গর্জে ওঠে*) শ্রীধর! ফার্দার যদি এসব ব্যাপারে নাক গলাবি!

শ্রীধর॥ আজ্ঞে না, কোন কথায় থাকব না।

[*শ্রীধর চলে গেল।*]

শুভেন্দু॥ কেন, পিন্টেকে কাকাতুয়া আসামী করবে কেন? আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না!

[*প্রদীপ ঢোকে।*]

প্রদীপ॥ দাদা...

শুভেন্দু॥ এই যে প্রদীপ! এসো ভাই...এসো—

প্রদীপ॥ দাদা, আমি ভেবে দেখলাম, ও বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপনে কিছু হবে না।

শুভেন্দু॥ হবে না! হবে না! এই যে তোমার বৌদিকে আমি এখুনি তাই বলছিলাম! দেখলে তো, এক মাস হয়ে গেল নো রেসপন্স!

দীপ্তি॥ যাক্, আপনি যে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন প্রদীপবাবু...

প্রদীপ॥ হ্যাঁ...আমার মাথায় অন্য একটা প্ল্যান এসেছে বৌদি...

শুভেন্দু॥ (*স্বগত*) ইডিয়ট!

প্রদীপ॥ অ্যাঁ!

শুভেন্দু॥ চা না চিরতার জল! (*জোরে*) আবার চিনি দিয়ে যা ইডিয়ট!—আরো একটা প্ল্যান...!

প্রদীপ॥ হ্যাঁ, এইবারের প্ল্যানে শ্বশুরমশায়ের সন্ধান পাওয়া যাবেই। কোন মার নেই। (থেমে) কুকুর!

দীপ্তি ও শুভেন্দু॥ কুকুর!

প্রদীপ॥ হ্যাঁ কুকুর! কুকুর দিয়ে খোঁজালে কেমন হয়? ধরুন, পুলিশের কুকুর...লাকি কিংবা মিতা...শ্বশুরমশায়ের একটা গন্ধঅলা ফতুয়া কি পাঞ্জাবি শুঁকিয়ে ছেড়ে দিলে...

দীপ্তি॥ ছেড়ে দিলে...?

প্রদীপ॥ কুকুরটা সেই গন্ধ নাকে নিয়ে নিশ্চয় ছুটতে আরম্ভ করবে...

[*চামচে চিনি নিয়ে শ্রীধর ঢুকছে।*]

প্রদীপ॥ রাস্তাঘাট, দোকানপাট ডিঙিয়ে সে এক সময় না এক সময় কাউকে না কাউকে কামড়ে ধরবেই...

শ্রীধর॥ যাকে ধরবে সেই হলো গিয়ে আমাদের বুড়োবাবু...

প্রদীপ॥ একেবারে সিওর সট! থানার সঙ্গে কথা বলে আমিই আজ ছুটন্ত কুকুরের পেছনে ছুটবো...

দীপ্তি॥ সে কি! না না, আপনি জামাই মানুষ, আপনি কেন কুকুরের পেছনে ছুটবেন?

প্রদীপ॥ কিন্তু এ অবস্থায় বসে থাকা যায় কি করে বলুন?

শ্রীধর॥ জামাইবাবু না ছোটেন তো, আমি ছুটতে পারি বউদি!

[*উত্তেজনায় শ্রীধরের চামচ থেকে চিনি ছড়িয়ে পড়ে।*]

শুভেন্দু॥ শ্রীধর! গেট আউট!

[*শ্রীধর ছুটে বেরিয়ে যায়।*]

—তোমার সিন্‌সিয়ারিটির তুলনা হয় না প্রদীপ, তুমি যে আমার বাবার জন্যে এতটা ফিল করছো...প্রদীপ, আমরা তোমার কাছে গ্রেটফুল। কিন্তু কিছু মনে ক'রো না, তোমার প্ল্যানটা যেমন গোলমেলে, তেমনি উদ্ভট!

প্রদীপ॥ (*ম্রিয়মাণভাবে*) কেন?

শুভেন্দু॥ ধরো, কুকুর দিয়ে খুনী ধরা গেলেও, বাবা ধরা যাবে কি না তার কোন সিওরিটি নেই।

প্রদীপ॥ কেন, একই তো প্রসেস দাদা!

শুভেন্দু॥ ওয়েট, সেকেন্ডলি—রিস্‌ক! যদি সত্যি কুকুরটা বাবার গা কামড়ে ধরে...হাইড্রোফোবিয়া! নির্ঘাৎ জলাতঙ্ক! ভেবে দ্যাখো, এ তবু হারিয়ে গিয়েও বাবা বেঁচে আছেন, সে তুমি খুঁজতে গিয়ে তাকে মেরে ফেলছ!

প্রদীপ॥ মেরে ফেলছি!

দীপ্তি॥ আবার ধরুন কুকুর যদি ভুলক্রমে একটা উল্টো-পাল্টা লোককেই কামড়ে ধরে বসে...

শুভেন্দু॥ আর ভুল সে করবেই। গভর্ণমেন্টের টপমোস্ট অফিসাররাই যখন সর্বদা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁদেরই হাতেগড়া কুকুর যে...

দীপ্তি॥ ভেবে দেখুন, তখন কি আমরা বাধ্য থাকবো না, সেই উল্টোপাল্টা লোককেই অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলতে!

শুভেন্দু॥ তার চেয়েও বড় কথা হলো রিলেশন! আমরা ছেলে জামাই যাঁকে খুঁজে বার করতে পারলুম না, তাঁকে কি না ট্রেস করবে একটা কুকুর! একটা সম্পূর্ণ অনাত্মীয় গভর্ণমেন্টের চাকুরে! প্রদীপ, ব্যাপারটা ভাবতেই কিরকম লাগছে না!

প্রদীপ॥ হ্যাঁ, মানে এতটা আমি...

শুভেন্দু॥ (হাঁপ ছেড়ে কপালের ঘাম মোছে) বুঝতে পারোনি? প্রায় একমাস ধরে যে এক্সটেনশন লিভ-এ রয়েছো, তোমার ছুটি কবে ফুরোচ্ছে ভাই...

প্রদীপ॥ পরশু...

শুভেন্দু॥ পরশু! তবে তো আজই ওদের এলাহাবাদের টিকিট করতে হয় দীপু...

প্রদীপ॥ আমি ভাবছি দাদা, ছুটিটা আর কিছুদিন এক্সটেণ্ড করিয়ে নেব...

দীপ্তি ও শুভেন্দু॥ অ্যাঁ?

প্রদীপ॥ হ্যাঁ, ছুটি প্রচুর জমে পড়ে আছে!

শুভেন্দু॥ কি মুস্কিল, জমানো আছে বলেই তা খরচ করতে হবে?

দীপ্তি॥ আপনি তো অনেক করলেন প্রদীপবাবু...

শুভেন্দু॥ নো নো। আমি আর একদিনও তোমায় আটকাতে চাই না...চাকরিবাকরির ব্যাপারে কোন রকম গাফিলতি এগেন্‌স্ট মাই প্রিন্সিপ্‌ল। ও তোমরা কালই যাও ভাই।

[*শুভেন্দু আচমকা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ ফেলে ওপরে গেল।*]

প্রদীপ॥ কিন্তু বৌদি, শ্বশুরমশায়ের একটা খবর না নিয়ে...

দীপ্তি॥ তাঁকে এমনি করে হারানোই বোধহয় আমাদের কপালে ছিল। আপনি আর কি করবেন প্রদীপবাবু? আপনি আসুন।

[*প্রদীপকে হতচকিত করে দীপ্তিও ওপরে চলে গেল। সহসা নেপথ্যে খিলখিল হাসি শোনা গেল। নীচতলায় দরজা দিয়ে হাসিতে দুলতে দুলতে বুড়ি ও তার পেছনে পিন্টু ঢুকছে। পিন্টু শীর্ণকায়, লম্বা চুল ও ক্লান্ত চোখের ছেলে। বুড়ি তার গলার টাই ধরে টেনে আনছে।*]

বুড়ি॥ ওগো শোনো...ওগো শোনো... তোমার ছোটশালা কী বলছে...

প্রদীপ॥ কী বলছে?

বুড়ি॥ (*হাসিতে দুমড়ে পড়ে*) শোনো-শোনো—উ হু হু হু—

প্রদীপ॥ ওঃ! হু-হু করে হাসছো কেন? কী হয়েছে পিন্টু?

বুড়ি॥ (*বেদম হাসিতে অস্থির হয়ে*) কা-কা-তু-য়া! (*মুখটা সুঁচলো করে*) তু—-আ!!

প্রদীপ॥ (*গম্ভীর মুখে*) তোমার বাবা আজ একমাস ঘরছাড়া নিরুদ্দেশ, আর তুমি তাঁর ছেলে হয়ে মজাসে প্রেম করে বেড়াচ্ছো! দিস ইজ্ টু মাচ্! কালও তোমায় বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের সামনে ঐ ক্যাটাফেরাস মহিলার সঙ্গে দেখা গেছে!

বুড়ি॥ ও মা! তাই নাকি?

পিন্টু॥ (*সহসা*) বাঁচান প্রদীপদা, প্লীজ, আমাকে বাঁচান—

প্রদীপ॥ ইম্‌পসিবল, এই অস্বাভাবিক প্রেমের ব্যাপারে আমার কোনরকম হেলপ পাবে না। তোমাদের এই উৎকট মিলনের পথে—

পিন্টু॥ মিলন না প্রদীপদা, মিলন না, বিচ্ছেদ!

প্রদীপ॥ বিচ্ছেদ!

পিন্টু॥ হ্যাঁ, বিচ্ছেদ ঘটান...কাকাতুয়ার হাত থেকে বাঁচান... ছোড়দি!

প্রদীপ॥ আমি বুঝতে পারছি না, বাবার চেয়ে কাকাতুয়ার প্রব্লেম এখন তোমার কাছে বড় হ'লো...

পিন্টু॥ প্রব্লেম, দারুণ প্রব্লেম! ক্যাটাফেরাস কী বলছেন, ডেঞ্জারাস মহিলা!

প্রদীপ॥ আবার এদিকে ভালোবাসাও চালিয়ে যাচ্ছ!

পিন্টু॥ ভালোবাসা! আপনি ভালোবাসা কাকে বলেন? যা মাইনে পাই...

বুড়ি॥ তার একটা টাকাও বাড়ি আনতে পারে না গো...

পিন্টু॥ পয়লা তারিখে পকেট ফর্সা করে নিয়ে যায়...

বুড়ি॥ ওগো, ও যে ভালো করে লান্‌চটাও করতে পারে না!

পিন্টু॥ রেস্তোরাঁয় ঢুকলেই দেখবো কাকাতুয়া অনেক আগেই সেখানে আমার জন্যে টেবিল রিজার্ভ করে বসে আছে!

বুড়ি॥ বেচারার মুখের খাবারটা পর্যন্ত কেড়ে খেয়ে নেয় গা!

পিন্টু॥ এর নাম ভালোবাসা! জানেন, ক'দিন ধরে কী বলছে—

প্রদীপ॥ আরে! ওভাবে খিঁচিয়ে কথা বলছ কেন আমার সঙ্গে!

পিন্টু॥ বলছে আমায় রেজিস্ট্রী করে নেবে...

প্রদীপ॥ অ্যাঁ?

পিন্টু॥ হ্যাঁ—

বুড়ি॥ কী সব্বোনেশে কথা!

পিন্টু॥ হ্যাঁ রে, যে কোন মুহূর্তে করে ফেলতে পারে রে ছোড়দি! একবার যখন ও করবে বলেছে...

প্রদীপ॥ আশ্চর্য! তুমি একটা ইয়ংম্যান—রেজিস্ট্রী করতে এলো, অমনি রেজিস্ট্রী হয়ে যাবে? ঠেকাতে পারবে না?

পিন্টু॥ ক্যান্সারও বোধহয় একদিন ঠেকানো সম্ভব হবে। কিন্তু কাকাতুয়াকে কোন দিন ঠেকানো যাবে না!...এখানে আসবে রে ছোড়দি!

বুড়ি॥ (চমকে) কাকাতুয়া!

পিন্টু॥ যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে...

প্রদীপ॥ হঠাৎ বাড়ি আসবে কেন?

পিন্টু॥ সম্পত্তির দখল নিতে।

বুড়ি॥ (লাফিয়ে) কী? কী নিতে?

পিন্টু॥ দখল রে ছোড়দি! সে যখন বাড়ির ছোট-বৌ হচ্ছেই...মা'র গয়না, বাবার টাকাকড়ি সব নাকি তারই প্রাপ্য।

বুড়ি॥ অ্যাঁ?

পিন্টু॥ আর কাকাতুয়া যখন ঠিক করেছে, সব নিয়েই ছাড়বে রে!

বুড়ি॥ ওগো শুনছো!

পিন্টু॥ বাবা চলে গেছে শুনে আজ ক'দিন আমায় পাগলের মত আঁকড়ে ধরেছে! বাবার যা কিছু আছে সব নাকি তার! যেখানে যাচ্ছি পিছু নিচ্ছে...হাঁপ ছাড়তে দিচ্ছে না রে!

প্রদীপ॥ আজই ফুটিয়ে দিয়ে আসবে!

পিন্টু॥ কাকাতুয়ার সামনে গেলে নিজেই বেলফুলের মতো ফুটে যাবেন!

প্রদীপ॥ ভেড়া!

পিন্টু॥ যান না কাকাতুয়ার সামনে, আপনিও ভেড়িয়ে যাবেন!

প্রদীপ॥ চলো যাচ্ছি! কী ভেবেছে? একটা ছেলের লাইফ হেল করে দেবে! এসো আমার সঙ্গে। হালুয়া টাইট করে দিচ্ছি!

[*পিন্টুকে হাত ধরে টানে।*]

বুড়ি॥ থাক্! তোমায় আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না!

পিন্টু॥ হয়তো...হয়তো দেখব রাস্তার ওপাশেই ওয়েট করছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নখ কাটছে...হয়তো...আমি পাগল হয়ে যাবো প্রদীপদা!

[*প্রদীপদাকে ঠেলে ফেলে পিন্টু ছুটে বেরিয়ে গেল।*]

প্রদীপ॥ পিন্টু! পিন্টু!

বুড়ি॥ (*ডুকরে ওঠে*) কি আশ্চর্য! বেচারাম চাটুজ্যে আউট হতে-না-হতে ওই ক'টা গয়নার ওপর কাকাতুয়াও উড়তে সুরু করছে!...শোনো, তুমি আর বসে থেকো না। যা বলেছিলাম মনে আছে?

প্রদীপ॥ (*চাপা গলায়*) না! (*থেমে*) তুমি কি একটা কেলেঙ্কারি বাঁধাতে চাও নাকি?

বুড়ি॥ এর মধ্যে কেলেঙ্কারির কি আছে! আমার মা'র গয়না, আমি নেবো না?

প্রদীপ॥ পাগলামি কোরো না বুড়ি, সব কিছুর একটা সময় আছে...

বুড়ি॥ খালি সময় দেখাচ্ছো আর সময় দেখাচ্ছো! এদিকে একটি মাস যে 'উইদাউট পে'তে আছো—খেয়াল আছে? যাও, দাদাকে গিয়ে বলো—

প্রদীপ॥ আমি বলবো?

বুড়ি॥ হ্যাঁ, তুমি...আবার কে বলবে? কেন, বিয়ের সময় বাবা বলেনি তোমাদের মায়ের গয়না...আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আমি বর্তমান থাকতে কিছুই ভাগ হবে না...কিন্তু বাবা তো এখন অবর্তমান! বাবার অবর্তমানে...

প্রদীপ॥ ছিঃ ছিঃ! এসব কথা শুনলে দীপ্তিবৌদিই বা কি ভাববেন?

বুড়ি॥ থামো! ওই বৌ লোকটাকে তাড়িয়েছে—বিষয় আশয়ের লোভে।

[*দীপ্তি ও শ্রীধর ঢোকে।*]

দীপ্তি॥ পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করবে না বুড়ি! কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হন, সে দায়িত্ব আমাদের?

বুড়ি॥ স্বেচ্ছায়! একজন সত্তর বছরের বুড়োমানুষ গায়ে ফুঁ লাগাতে দেওয়ানা হয়েছেন, না? (*শ্রীধরকে*) হ্যাঁরে শ্রীধর, বাবা যেদিন চলে যান সেদিন সকালে তিনি কী খেতে চেয়েছিলেন?

শ্রীধর॥ মিঠুলি চচ্চড়ি ছোড়দি।

বুড়ি॥ তাঁকে তা দেওয়া হয়েছিল? চুপ করে আছিস কেন, বল!

দীপ্তি॥ সেদিন মাসের কত তারিখ শ্রীধর?

শ্রীধর॥ সাতাশ বৌদি।

দীপ্তি॥ সাতাশ তারিখে সত্তর টাকা কিলোর মিঠুলি খাওয়াবার সাধ্য আছে তাঁর ছেলের?

শ্রীধর॥ তাছাড়া আজকাল পাঁঠায় মিঠুলি হয় না ছোড়দি!

বুড়ি॥ থাম! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! পাঁঠায় মিঠুলি হয় না! কবে শুনব আমে আঁটি হয় না!

দীপ্তি॥ হ্যাঁ, আমি বলেছিলুম—বাবা, গরম মশলা দিয়ে ওলকপি রেঁধে দিচ্ছি—

প্রদীপ॥ ওলকপি! বাঃ!

বুড়ি॥ চুপ! ওলকপি বাঃ! কোথায় চাঁদি, আর কোথায় কলার কাঁদি! সাধ্য না ছিল, আমায় টেলিগ্রাম করা হলো না কেন? মানিঅর্ডার করে মিঠুলির দাম পাঠিয়ে দিতাম!

দীপ্তি॥ হুঁ! কতো বড় দেয়ার বান্দা তুমি! পুজোর সময় কোনোবার একখানা কাপড়ের ওপরে উঠেছ?

বুড়ি॥ আমার বাবাকে আমি দিই না দিই তোমার কী! লোকটাকে দাড়ি কামানোর পয়সাও যারা দিত না, তারা আবার...

দীপ্তি॥ আচ্ছা, দু-চার দিন দাড়ি না কামালে কি হয় প্রদীপবাবু? তিনি কি অফিসে যাচ্ছেন, না আদালতে যাচ্ছেন! রিটায়ার্ড লোকের দাড়ি রাখাই ভালো!

প্রদীপ॥ চোখ ভালো থাকে!

বুড়ি॥ (*প্রদীপকে*) চুপ! (*দীপ্তিকে*) লোকটাকে একখানা এঁদো ঘরে থাকতে দিয়েছিলে! সেখানে বাবা আমার তীব্র রোগের যন্ত্রণায় দিনের পর দিন সুতীব্রভাবে ছটফট করেছে!

দীপ্তি॥ এলাহাবাদে বসে তুমি তা জানলে কি করে?

বুড়ি॥ নাড়ির টান থাকলে পারস্যে বসেও জানা যায়। করো নি... সারাদিন লোকটাকে ঘর পাহারায় বসিয়ে ডেলি তিনটে-ছটা, ছটা-নটা করোনি?

দীপ্তি॥ অ্যাই...সিনেমা দেখা নিয়ে কোনো কথা বলবে না বুড়ি!

বুড়ি॥ হাজার বার বলব! লজ্জা করে না, বুড়ো বয়েসে দিনরাত টিভি চালিয়ে ন্যাকা ন্যাকা প্রেমের বই হাঁ করে গিলতে!

দীপ্তি॥ (*ভ্যাক করে কেঁদে*) অসভ্যের মতো অপমান করছে। দেখছেন—দেখছেন প্রদীপবাবু, দেখছেন তো!

[*কাঁদতে কাঁদতে দীপ্তি ও পিছু পিছু শ্রীধর বেরিয়ে গেল।*]

প্রদীপ॥ ছি ছি, দীপ্তিবৌদির কাছে মুখ থাকলো না!

বুড়ি॥ খালি দীপ্তিবৌদি! দীপ্তিবৌদি! মুখে আর কোন কথা নেই।

প্রদীপ॥ আঃ! বুড়ি!

বুড়ি॥ আমি কোথায় মায়ের গয়নার লোভে নিজের সব গয়না বেচে এখানকার ঠাটবাট বজায় রেখেছি...সেদিকে খেয়াল নেই ...খালি দীপ্তিবৌদি...দীপ্তিবৌদি!...তোমাদের দুজনের মধ্যে কী হয়েছে গো?

প্রদীপ॥ আঃ কি হচ্ছে বুড়ি? শুনতে পাবেন!

বুড়ি॥ থামো। আমি কাউকে ভয় করি না। গয়না আমি নেবই। চলো আগে এলাহাবাদে, মজা দেখাচ্ছি তোমায়! দীপ্তিবৌদি...দীপ্তিবৌদি...

[*বুড়ি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে প্রদীপকে তাড়া করে। আলো নেভে।*]

প্রথম অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[*দৃশ্য পূর্ববৎ। ঘর ফাঁকা। নেপথ্যে ভারি গলা শোনা গেল: 'কে আছেন? বাড়িতে কে আছেন? কই, সাড়াশব্দ পাইনে কেন? কে আছেন'—ঘাড়ে একটা কাপড়ের ঝুলি, হাফসার্ট ধুতি বুটজুতো শোলার টুপি পরা বর্ধমানের নগেন পাঁজা বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে গটগট করে ঢুকে পড়লো।*]

নগেন॥ কই, কোথায় গেলেন সব? বাড়িসুদ্ধ সব্বাই নিরুদ্দেশ হলেন নাকি?

[*সিঁড়ির মাথায় শুভেন্দু দীপ্তি, নিচের দরজায় প্রদীপ বুড়ি দেখা দিল।*]

নগেন॥ নমস্কার...নমস্কার...নমস্কার...

শুভেন্দু॥ নমস্কার! আপনি...!

নগেন॥ আজ্ঞে অধমের নাম শ্রীনগেন পাঁজা! ব্র্যাকেটে বর্ধমান! আমি বর্ধমানের নগেন পাঁজা!

শুভেন্দু॥ নগেন পাঁজা! আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না—

নগেন॥ চিনবেন...একটু বাদেই চিনবেন! আচ্ছা, এখানে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়...

শুভেন্দু॥ আমি...

নগেন॥ আপনি! বলুন, আপনার বাবা বেচারাম চাটুজ্যের বয়স কত? (*একটা নোট বই খুলে ধরে*) আন্দাজ? সত্তর? আপনারা চুপ করে থাকবেন না...আমার বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই। ...মাথার চুল সব পাকা হবে? বলুন, বলুন...যাক্‌গে, চোখে চশমা হবে...

দীপ্তি॥ হ্যাঁ—চোখে চশমা হবে...

নগেন॥ ওই তো, মা ঠিক ধরে ফেলেছেন! বেশ!

[*নোটবইতে ঝপ ঝপ টিক মেরে*]

—গেল-গেল-গেল...পরণে...?

দীপ্তি॥ লুঙ্গি! লাল! আধময়লা...

নগেন॥ গেল! গায়ে...

শুভেন্দু॥ গায়ে পাঞ্জাবি! গেরুয়া!

নগেন॥ গেরুয়া! গেল। বগলে...?

প্রদীপ॥ বগলে ছাতা...ছেঁড়া...

নগেন॥ ছাতা! ছেঁড়া! বাঁটটা বেঁকানো? গেল..গেল...গেল...আর হাতে...

[*সহসা চারুচন্দ্র চৌধুরি—দীপ্তির বাবা, দুঁদে উকিল, বাইরে থেকে হুড়মুড় করে ঢুকলো।*]

চারু॥ হাতে হাতকড়া!

[*নগেন থতমত খেয়ে একটা চেয়ারে লাফিয়ে উঠলো।*]

দীপ্তি॥ বাপি এসে গেছো—

চারু॥ আমাকে তো আসতেই হবে, যেখানে আমার মেয়ের স্বার্থে ঘা পড়েছে...আসতেই হবে!

নগেন॥ আপনি কি বললেন, হাতে হাতকড়া!

চারু॥ হাতে হাতকড়া...কোমরে দড়ি...সোজা লক-আপ! তোমার নাম কি?

নগেন॥ আজ্ঞে, নগেন পাঁজা..

চারু॥ পাঁজা! তুমি বেচারামবাবুর কথা বলছো তো? বল, আমায় বল!

নগেন॥ আপনি কে?

চারু॥ সিনিয়র অ্যাডভোকেট চারুচন্দ্র চৌধুরি বার-অ্যাট্-ল!

নগেন॥ ছি, ছি, ছি!

চারু॥ অ্যাই, ছি ছি করছ কাকে!

নগেন॥ আপনাকে। চারুচন্দ্র চৌধুরি।—সংক্ষেপে সি.সি.সি.!

চারু॥ সিট্ ডাউন!

নগেন॥ আচ্ছা, বেচারামবাবু এনার কে হন?

শুভেন্দু॥ বেচারামবাবু হলেন আমার বাবা, আর ইনি আমার শ্বশুরমশাই।

নগেন॥ ও, তাহলে বেচারামবাবু এনার বেয়াই? আচ্ছা, আপনার বেয়াই বেচারামবাবুর হাঁপানি হবে তো?

চারু॥ হবে মানে? এ কোন্ দেশী কথা! তাঁর তো হাঁপানি আছেই—

নগেন॥ থাকলে পাবেন...সবই পাবেন। আচ্ছা, পেপারে বিজ্ঞাপন আপনি দিয়েছেন তো?

শুভেন্দু॥ হ্যাঁ, মানে, আমারই নামে আমার এই ভগ্নীপতি দিয়েছেন...

নগেন॥ যেই দিক, সন্ধান দিতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার তো আপনিই দেবেন?

শুভেন্দু॥ কেন, পেয়েছেন নাকি সন্ধান?

নগেন॥ যান, পুরস্কারের টাকাটা রেডি করুন—

শুভেন্দু॥ তার মানে?

নগেন॥ রেডি করুন, আপনার বাবা এসে গেছেন।

সকলে॥ এসে গেছেন!

[*সকলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।*]

নগেন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এসে গেছেন। ওকি, আপনারা সব মুষড়ে পড়লেন কেন? (*দীপ্তি ও বুড়ি চোখে আঁচল দিয়ে ফোঁপাচ্ছে*) ওকি, কাঁদছেন কেন সব? কদ্দিন বাদে বাবা বাড়ি ফিরে আসছেন...

চারু॥ আবার ফিরে আসছেন কেন—বুড়ো বয়সে নিরুদ্দেশ হয়ে আবার ফিরে আসতে কে বলেছে!

প্রদীপ॥ তালুইমশাই, আজকের এই আনন্দের দিনে...

চারু॥ আনন্দ! আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করবো। কাউকে ছাড়বো না...

দীপ্তি॥ বাপি—ও বাপি—

চারু॥ তুই চুপ কর্—তোর শ্বশুর আমায় ঠকিয়েছে! আমি চারুচন্দ্র চৌধুরি বার-অ্যাট-ল...যে মক্কেলকে ধরেছি তারই মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছি। সবাইকে জবাই করে মেয়ের বিয়ে দিলুম...কী পেয়েছে...কী পেয়েছে আমার মেয়ে?

[নগেনকে তাড়া করে যায়।]

নগেন॥ তা আমি কী করে জানবো—কী পেয়েছে না পেয়েছে—

চারু॥ কিচ্ছু পায়নি। সারাজীবন একটা বারোভূতের সংসারে নাজেহাল হচ্ছে—

বুড়ি॥ কী বলছেন খোলসা করে বলুন তো...

চারু॥ খোলসা হবে তোমার বাপের কাছে—মুখে মুখে অনেক হয়েছে, এবার লিগ্যাল অ্যাকশন! (*নগেনের দিকে ঝেঁকে যায়*) সিন্দুকের চাবি যদি না পাই, হাতে হাতকড়া...কোমরে দড়ি... সোজা লক-আপ...

নগেন॥ একি! ছি ছি ছি মারামারি করবেন নাকি? আমি এরকম সি আর পি শ্বশুর তো বাপের জন্মে দেখিনি। ওঁকে ধরুন...

চারু॥ তুই নিরুদ্দেশ হবি হ, চাবিটা রেখে যেতে কী হয়েছিল আমার মেয়ের কাছে, অ্যাঁ? (*নগেনকে*) কোন্ আক্কেলে সেই দায়িত্বহীন লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছো হে?

নগেন॥ (*পিছিয়ে*) লে ঠেলা! আমার কি দোষ...আপনারা পুরস্কার ঘোষণা করলেন কেন?

চারু॥ কী ধূর্ত...দেখো তোমরা....কী ধূর্ত! পুরস্কার ঘোষণা হতেই সুট সুট করে ধরা দিয়েছে! মনে হচ্ছে পুরস্কারের টাকায় তারও বখরা আছে! দাঁড়াও!

নগেন॥ হবে না...হবে না—এমন করলে বেচারামবাবু নির্ঘাৎ আবার কেটে পড়বেন। ওঁকে ধরুন—

চারু॥ (*নগেনকে*) যতক্ষণ বিষয়-সম্পত্তির ফয়সালা না হচ্ছে ততক্ষণ তাঁকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না!

নগেন॥ আরে, যার সম্পত্তি সেই থাকবে বাইরে! ছি ছি ছি!

চারু॥ হোয়াট! আবার আমায় ছি ছি বলা!

নগেন॥ আপনাকে না...এবার আপনার প্রস্তাবটাকে ছিছি করছি! ওঁকে ধরুন—আর সম্পত্তির ফয়সালা স্টপ করুন! (*থেমে*) অ, এই জন্যে সব মন খারাপ? তাই বলুন! তাই বেচারামবাবু পথে আসতে আসতে আমায় বলছিলেন, এবার বিষয়-সম্পত্তি সব ছেড়ে দেবেন। যে তাঁকে খুশি করবে, তার হাতেই সব তুলে দেবেন!

সকলে॥ বলেছেন!

নগেন॥ হাজারবার বলেছেন, যে যত্নআত্যি করবে তার নামেই উইল!

চারু॥ বেচারামবাবু উইল করবেন...

বুড়ি॥ (*সহসা চারুকে*) আপনি বাবাকে হাতকড়া পরাবেন বলেছেন!

চারু॥ বলেছি বলে সত্যিই কি আর তোমার বাবার গায়ে হাত তুলবো মা! তালুইমশাইকে তুমি আজো চিনলে না!

[*হাত দিয়ে বুড়ির থুতনি নেড়ে ফিরতি হাতে চুম খেয়ে*—]

তিনি আমার কতো আদরের বেয়াই। ..দীপু শোন্!

[*দীপ্তিকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে*]

দীপু, এখন থেকে শ্বশুরকে সেবাযত্ন আদর খাতির তোষামোদ খোশামোদ...(*একটু থেমে*) বেলের পানা!

দীপ্তি॥ শ্রীধর! শ্রীধর!

[শ্রীধরের প্রবেশ।]

এই যে শোন্, বাজার থেকে এক্ষুণি দুটো কচি ডাব—হ্যাঁ, আর একটা পাকা বেল নিয়ে আয়। পানা করবো। চলে যা!

বুড়ি॥ (প্রদীপকে) হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? তুমিও কিছু আনতে দাও!

প্রদীপ॥ শ্রীধর, দুটো ক্ষীরকদম...

বুড়ি॥ সঙ্গে দুটো পিতৃভোগ...

চারু॥ অ্যাই, আমার জন্যে এক ঠোঙা পপকর্ন।

দীপ্তি॥ ছানার জিলিপি...

বুড়ি॥ এক ভাঁড় পয়োধি...

দীপ্তি॥ আর শোন্, পাঞ্জাবি হোটেল থেকে এক ভাঁড় মিঠুলি চচ্চড়ি!

শ্রীধর॥ পাকা ডাব...কচি বেল..আর মিষ্টির দোকানে মেটুলি চচ্চড়ি...

[শ্রীধর চলে গেল।]

শুভেন্দু॥ নগেনবাবু, একটা কথা কিন্তু বললেন না, বাবাকে আপনি ধরলেন কোথায়?

চারু॥ কোথায়...কত দূরে?

শুভেন্দু॥ কী অবস্থায়?

চারু॥ সে সময় কী করছিলেন আমার বেয়াই?

নগেন॥ সে সময়...আমাদের সেই প্রথম সাক্ষাতের শুভ মুহূর্তে আপনার আদরের বেয়াই কলা খাচ্ছিলেন—

চারু॥ কলা খাচ্ছিলেন?

নগেন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্ধমান ইস্টিশনে প্ল্যাটফর্মের ধারে বসে—লাইনের ওপর পা ঝুলিয়ে—কলা খাচ্ছিলেন! দিশি মর্তমান কলা। আর পাশে একটা কাঁচকলা রেখে দিয়েছিলেন...পাকলে খাবেন বলে।

চারু॥ লোকটাকে আমার এত দেখতে ইচ্ছে করছে।

[চারু বাইরের দিকে যাচ্ছে।]

নগেন॥ (সভয়ে) ওঁকে ধরুন। ...দূর থেকে সেটা আমি লক্ষ্য করলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে মাল কট্!

শুভেন্দু॥ কী করে? আপনি তো বাবাকে আগে কখনো দেখেননি?

নগেন॥ শুভেন্দুবাবু, ঐ সময়টুকুর মধ্যে নোটবই খুলে চেহারা বয়েস পোশাক-আশাক মায় ছাতাটা পর্যন্ত মিলিয়ে নিয়েছি যে।

চারু॥ সে সব তোমার নোট বইতে এলো কোথা থেকে?

নগেন॥ কেন, এঁরা কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন...সেই কাটিং থেকে! তারপর সব মিলিয়ে নিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে বেচারামবাবুর কাছাটা টেনে ধরতেই...

চারু॥ টেনে ধরতেই?

নগেন॥ ধরতেই কলা ফেলে লাইনের ওপর দিয়ে পাঁইপাঁই ছুট...

চারু॥ ছুটলো...আমাদের বেচারামবাবু ছুটলো? আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

[নগেন ঠেলে বাইরের দরজার দিকে ছোটে।]

নগেন॥ ওফ্! বেচারামবাবু ছুটলেন, আপনি কেন ছুটছেন তা বলে? ওঁকে ধরুন তো!...তারপর আমিও পিছুপিছু ছুটলাম ...হঠাৎ দেখি সেই লাইনে একখানা গাড়ি! স্পীড-এর মাথায় ছুটে আসছে! বেচারামবাবুর সেদিকে কোন খেয়াল নেই। গাড়িটা আসছে...আসছে...আসছে...চাপা দেয় দেয়...

সকলে॥ তারপর...তারপর...

নগেন॥ দৌড়ে গিয়ে বেচারামবাবুকে জাপটে ধরে লাইনের ধারে ফেলে দিলুম...

[নগেনের ভয়ঙ্কর বর্ণনায় চারু ঝপ করে চেয়ারে বসে শঙ্কায় আর্তনাদ করে উঠল।]

—ঐ হুইসিল দিয়ে ট্রেন বেরিয়ে গেল!

শুভেন্দু॥ জল জল...ও দীপু তোমার বাপির মাথা ঘুরে গেছে...

দীপ্তি॥ বাপি...বাপি...

[চারু টলতে টলতে ভেতরে গেল। দীপ্তি আর বুড়িও গেল তার পিছু।]

নগেন॥ (ঘাম মুছে) বাবাঃ, বহু পরিশ্রমে বাপিকে এখান থেকে সরানো গেল শুভেন্দুবাবু! হ্যাঁ, তারপর আমি বললাম, মশাই আপনার আক্কেল আছে? দিনের বেলায় সুসাইড করতে যাচ্ছিলেন? মানুষ এসব কাজ রেতের বেলায় করে...

প্রদীপ॥ তাতে কী বললেন?

নগেন॥ বললেন...আমার যে কেউ নেই...কিছুই নেই...আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে নগেন!

শুভেন্দু॥ মিথ্যে—ডাহা মিথ্যে কথা।

নগেন॥ আমিও তাই বললাম! নগেন পাঁজার সঙ্গে পিঁয়াজি করবেন না বেচারামবাবু। ওসব ড্রিবলিং করে আমার কাছে পার পাবেন না। ...নিয়ে গেলুম মিষ্টির দোকানে...এই দেখুন তার বিল...একটা হোটেলে দুজনে রাত কাটালুম...এই যে হোটেলের রসিদ...

[ঝুলি থেকে রসিদ বার করে দেখায়—শুভেন্দু হাতে নিতে যায়, নগেন সেগুলো আবার ঝুলিতে ঢোকায়।]

—থাক্, ফাইনাল বিল করার সময় এগুলো ইন্সিডেন্টাল চার্জ হিসাবে ধরে দেবো। হ্যাঁ, তারপর সারারাত বোঝালুম...ঘরে চলুন বেচারামবাবু, ঘরে চলুন...

শুভেন্দু॥ বলুন, সংসারে থাকতে গেলে একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয় না?

নগেন॥ আমিও তাই বললুম, আপনার কিসের দুঃখু? ...বাড়ি চলুন...সেখানে সুখ পাবেন...শান্তি পাবেন...মাছ এলে মাছের মুড়োটা পাবেন...গরু দুইলে দুধ পাবেন...যদি মশা কামড়ায় একটা গোটা মশারি পাবেন...

শুভেন্দু॥ আপনি তাহলে অনেক লোভ দেখিয়েছেন বলুন?

প্রদীপ॥ ভাগ্যিস কাল আপনি বর্ধমান স্টেশনে ছিলেন...

নগেন॥ ছিলাম মানে কি...আমি তো থাকি। শুধু বর্ধমান কেন—বর্ধমান খড়্গপুর...দুটো স্টেশনেই তো আমি পাহারা দিই...

প্রদীপ॥ পাহারা দেন মানে?

নগেন॥ ওয়াচ করি। ঐ দু'টো মেন স্টেশন দিয়েই তো শতকরা নব্বুইজন পলাতক

নিরুদ্দিষ্ট পাস করে। আমি তাদের ধরি—

[*চারুর প্রবেশ।*]

চারু॥ ধরো?

নগেন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রথমে রেডিও ধরি—তারপর কাগজের কাটিং ধরি...তারপর খড়্গপুর আর বর্ধমানে ঝড়ের বেগে উড়ে চলি...পালিয়েদের খুঁজি, ধরি...যথাস্থানে পৌঁছে দিই। আমরা দু'ভাই আছি—আমার বড়ভাই মোগলসরাই-এ পাহারা দেয়। তা ধরুন, এইভাবে পাহারা বসিয়ে মাসে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা কেস্ হয়—তারপর ধরুন বিয়ের সিজিন..ভোটের সিজিন বা পরীক্ষার সিজিনে আগে আগে মাসে দুশো থেকে আড়াইশো ..আড়াইশো থেকে তিনশো অবধি হয়েছে...ইদানীং অবিশ্যি পরীক্ষার সিজিনে কিছু হচ্ছে না...কারণ পরীক্ষাই উঠে গেছে। ...গণটোকাটুকির ব্যবস্থা! একদম ডাল যাচ্ছে সিজিনটা!

শুভেন্দু॥ কিছু মনে করবেন না...এটাই কি আপনার পেশা!

নগেন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি বর্ধমানের নগেন পাঁজা—বাড়ি-থেকে-পালিয়ে-ধরা! এটাই পেশা। ভালোকথা শুভেন্দুবাবু, এইসব পালিয়েদের ধরে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে আমার একটা রেট্ আছে।

চারু॥ আহা, রেট্ তোমার যা আছে তা তুমি পাবে...তোমায় কি আমরা ফাঁকি দেবো?

নগেন॥ ছি-ছি-ছি। তবে কথা হচ্ছে রেট তো আমার একটা নয়...ডিফারেন্ট-ডিফারেন্ট রেট্ আছে। আচ্ছা রেট্গুলো পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি—তাহলেই বুঝতে পারবেন আপনার বাবার রেটটা কী হবে! (*ঝুলি থেকে খাতা বার করে*) কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের ছেলে...হতাশ প্রেমিক...বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে ....তাকে যদি ধরে বাড়ি পৌঁছে দি...তার রেট্ হ'লো দেড়শো টাকা। বাড়ির বৌ টিভিতে নামবে বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তাকে যদি খুঁজে ধরে বাড়ি পৌঁছে দি, তার রেট্ হ'লো বারোশো! বেকার যুবক পাঁচ টাকা চার আনা। (*থেমে, পাতা ওল্টায়*)—মন্ত্রিসভা গঠনের আগে যে সব এম. এল. এ. গা-ঢাকা দিয়েছেন, যদি খোঁজ-খবর এনে দিতে পারি, তাহলে জন প্রতি তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার! আবার রাষ্ট্রপতির শাসনকালে ঐ এম. এল. এ-রাই একটাকা চার আনা! (*থেমে, পাতা ওল্টায়*) সুন্দরী অবিবাহিতা চিবুকভাঙা—হাসলে গালে-টোল ....পাঁচহাজার। আবার ঐ চেহারার বিধবা হলেই ওটা সাড়ে পাঁচহাজার। চলে আসুন ড্রাগের নেশা করা স্বামী...খুনী আসামী...এগুলো ঐ রাষ্ট্রপতির শাসনকালে এম. এল. এ-দেরই রেট। একটাকা চার আনা! মোটামুটি এর ওপরই আপনার বাবার রেট্টা ঠিক করে ফেলুন।

শুভেন্দু॥ আচ্ছা, ওটা আমরা ভেবে আপনাকে পরে বলছি।

নগেন॥ আচ্ছা, তবে বেচারামবাবুকে আনি...(*দরজায় গিয়ে*) এই যে এসে গেছেন...আসুন বেচারামবাবু...

[*দরজায় কেনারাম দেখা দিলো। তার গলা থেকে পুরো মাথাটা, চশমার কাঁচ দু'খানি বাদে, প্লাস্টার করা। কনুই থেকে পুরো হাত, এবং হাঁটু থেকে পুরো পা সাদা মোটা প্লাস্টারে ঢাকা। এ ছাড়া লুঙ্গি পাঞ্জাবি ছাতা সব যথাস্থানে। দীপ্তি ও বুড়ি ভেতর থেকে এলো।*]

মেয়েরা॥ একী! ও মা, এ কী হয়েছে?

শুভেন্দু॥ এ অবস্থা কি করে হ'লো নগেনবাবু?

নগেন॥ ঐ যে, লাইনের ধারে পড়ে গিয়ে...

দীপ্তি॥ কী কষ্ট, কী ভোগান্তি...কেন এভাবে নিজেকে কষ্ট দিলেন বাবা?

বুড়ি॥ তুমি যে মারা পড়তে! বাবা, আমি তোমার বুড়ু বলছি...

[*শ্রীধর খাবার দাবার নিয়ে ঢুকলো।*]

দীপ্তি॥ বাবা—আগে ডাব দেবো, না বেলের পানা দেবো?

নগেন॥ আগে ডাব খাবেন, না বেলের পানা খাবেন?

[*কেনারাম পায়ের ওপর হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে।*]

—পানা! দেখলেন না...পায়ের ওপর হাত দিয়ে না-না করলেন...পানা!

[*দীপ্তি শ্রীধরকে নিয়ে ভেতরে যায়।*]

বুড়ি॥ বাবা, ক্ষীরকদম খাবে? আমি বুড়ু বলছি...

নগেন॥ ক্ষীরকদম খাবেন একটা? (*কেনারাম ইঙ্গিত করে*) উঁহু, দই খাবে। ওই দেখুন হাতখানা 'দ'-এর মতো করে চারধারে কই-কই করছে।

চারু॥ শুভেন্দু এখানে আর বসিয়ে রেখো না...সোজা ওপরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।

প্রদীপ॥ দাদা, আমি ডাক্তার চ্যাটার্জিকে বরং ডেকে নিয়ে আসি...

শুভেন্দু॥ দ্যাখো, যদি বাড়ি না থাকেন, চেম্বারে পাবে।

[*প্রদীপের প্রস্থান। দীপ্তি পানা নিয়ে ঢোকে।*]

দীপ্তি॥ (*পানা দেয়*) এই নিন—স্ট্র দিয়ে দিয়েছি...

[*কেনারাম চোঁ চোঁ করে টানে।*]

দীপ্তি॥ দ্যাখো দ্যাখো, কী ক্ষিদে পেয়েছে..চোঁ চোঁ করে টানছেন!

বুড়ি॥ তোমার জামাই ডাক্তার নিয়ে আসছে। বাবা, চান করবে?

নগেন॥ না না না...এই অবস্থায় চান করবেন কী...

দীপ্তি॥ বাবা, আপনার বেয়াই আছেন এখানে! বাপি কথা বলো...

চারু॥ বেয়াইমশাই...ও বেয়াইমশাই, কলা খেতে খেতে তাড়াহুড়োয় লাইনের ধারে চাবিটা ফেলে আসেননি তো?

[*কেনারামের গাঁট চেপে ধরে।*]

নগেন॥ ছি ছি ছি—অমন কাঁচা কাজ নগেন পাঁজা করে না। চাবিটাবি কিছু ফেলে আসিনি—সব গুছিয়ে নিয়ে এসেছি।

[*টোটন ঢোকে। শুভেন্দুর ছেলে। বয়েস পনেরো-ষোলো। রুগ্ন চেহারা। চোখে চশমা।*]

টোটন॥ কে গো মা? কে এসেছে?

দীপ্তি॥ টোটন...ও টোটন...ওই দ্যাখ কে? তুই যে দাদুর জন্যে কেঁদে কেঁদে—

টোটন॥ দাদু!

দীপ্তি॥ আয়, আয়, প্রণাম কর্! সরে যাও, সব সরে যাও...বুঝলেন নগেনবাবু টোটন আমার দাদু বলতে অজ্ঞান!

[*দীপ্তি টোটনের হাত ধরে এগোয়।*]

নগেন॥ আচ্ছা! বেচারামবাবু নাতিকে খুব ভালোবাসতেন বুঝি?

দীপ্তি॥ টোটন যে ওঁর চোখের মণি! সেবার দোল খেলতে গিয়ে আবীর পড়ে, টোটনের চোখ দুটি নষ্ট হলো। দাদুই ডাক্তারবাড়ি ছোটাছুটি করে—

টোটন॥ দাদু...ও দাদু...(*কেনারামের গায়ে হাত দিতে কেনারাম কুঁকড়ে যায়।*) দাদু, কথা বলছ না কেন?

নগেন॥ কী হচ্ছে কি মশাই, নাতি ডাকছে সাড়া দিন...আদর করুন...

টোটন॥ (*ঝাঁকুনি দেয় কেনারামকে*) দাদু...ও দাদু...

নগেন॥ বেচারামবাবু!

[*শ্রীধর ঢুকে মিঠুলির ভাঁড় এগিয়ে দেয়।*]

শ্রীধর॥ বাবু, এই যে মেটুলি চচ্চড়ি।

টোটন॥ আমায় দাও তো শ্রীধরদা...

[*টোটন শ্রীধরের হাত থেকে মিঠুলি নিয়ে মুখের সামনে ধরতেই কেনারাম নড়েচড়ে ওঠে।*]

—খাও...খাও!

দীপ্তি॥ চামচে করে খাইয়ে দে—

নগেন॥ খান মশাই...নাতি আদর করে দিচ্ছে!

চারু॥ (ধমকায়) খান না—অত গোঁসা করার মতো কিছু হয়নি মশাই...

টোটন॥ আমি দিচ্ছি...খাবে না দাদু?

সকলে॥ খাও—খাও...

[*কেনারাম পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। মিঠুলির ভাঁড় নিয়ে সকলে তাকে ঘিরে ধরেছে। অগত্যা কেনারাম ব্যাণ্ডেজ খোলার চেষ্টা করছে।*]

নগেন॥ (শঙ্কিত) বেচারামবাবু! অ্যাই বেচারামবাবু!

কেনা॥ (মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলে) না!

সকলে॥ (আতঙ্কে) ও মা—এ কে?

কেনা॥ পাঁঠা-মুরগী-রুই-কাতলা-বোয়াল-সিঙ্গি-মাছ মাংস বলতে ছুঁই না...আমি দীক্ষা নিয়েছি না নগেন?

সকলে॥ অন্য লোক!

টোটন॥ আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি, দাদু না! কখনো না! তোমরা কীগো? ধ্যুৎ!

[*টোটন বেরিয়ে যায়।*]

শুভেন্দু॥ হ্যাঁ মশাই, এ কাকে ধরে এনেছেন?

নগেন॥ কেন, এই তো বেচারামবাবু, আপনার পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর!

[*প্রদীপের প্রবেশ।*]

প্রদীপ॥ ডাক্তারবাবু আসছেন! কই, শ্বশুরমশাই কই? এ কে!

শুভেন্দু॥ এতক্ষণ ভূমিকা করে এ একটা কি কাণ্ড করে বসেছেন! হ্যাঁ মশাই—?

নগেন॥ কেন, এই তো আপনার বাবা, প্রণাম করুন।

শুভেন্দু॥ নিয়ে যান। নিয়ে যান এঁকে! ছ্যাঃ-ছ্যাঃ, কী কাণ্ড! শুনছেন...মেয়েদের অবস্থা খারাপ...ফিট হয়ে যাবে...দীপু বাপিকে স্মেলিং সল্ট দাও—বাপির মাথা ঘুরছে....

[*শুভেন্দু, দীপ্তি, বুড়ি, শ্রীধর গোলমাল করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।*]

নগেন॥ একি, সব চলে গেলেন যে! ও মায়েরা, ভয় কী? এ তো ভালোবাসার পাত্তর! যাঃ!

প্রদীপ॥ এবার আপনারাও আসুন...

নগেন॥ আসবো মানে?

চারু॥ (*লাফিয়ে উঠে*) বেরোও! উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে এসেছো?

নগেন॥ তার মানে?

চারু॥ তার মানে তুমি সব গুবলেট করে বসে আছো!

নগেন॥ কীসের গুবলেট?

প্রদীপ॥ ভুল করেছেন, মশাই, ভুল!

নগেন॥ কেন ভুল করবো! মিলিয়ে নিন...এই দেখুন পরণে লাল লুঙ্গি...গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি..খোঁচা খোঁচা দাড়ি...চোখে চশমা...বগলে ছাতা...হাঁপানি চেয়েছিলেন, তাও আছে। একটু হাঁপান তো।

[*কেনারাম বাঁড়ুজ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে নুয়ে পড়ে।*]

প্রদীপ॥ কী মুশকিল! হাঁপালে কি হবে...আসলে লোকটিকেই তো পাচ্ছি না।

নগেন॥ এর মধ্যে থেকে আসল লোকটিকে ছেঁকে তুলে নিন।

চারু॥ এই দণ্ডে তুমি তোমার কলাপোড়াটিকে নিয়ে কেটে পড়ো দেখি।

নগেন॥ পুরস্কার দিন, আমি যাচ্ছি! কিন্তু ওঁকে নিয়ে যাব কেন ওঁর বাড়ি থেকে?

প্রদীপ॥ ওঁর বাড়ি?

নগেন॥ নিশ্চয়! এখন আপনাদের জিনিস...আপনারা বাড়িতে রাখবেন, না বাগানে রাখবেন ঠিক করুন!

চারু॥ আমাদের জিনিস?

নগেন॥ বলছি তো, ইনিই বেচারাম চাটুজ্যে।

চারু॥ আমাকে বেচারাম চেনাতে এসেছো?

নগেন॥ দেখছেন...দেখছেন বেচারামবাবু...এরা আপনাকেও অপমান করছে...আপনার সামনে আমাকেও ছাড়ছে না!

কেনা॥ আজকালকার ছেলে ছোকরারা বড় অবাধ্য হয়ে উঠেছে...তুমি কিছু মনে ক'রো না নগেন!

[*বলেই লজ্জিতভাবে হেসে ফেলে, নগেনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়।*]

চারু॥ অ্যাই, তুমি কে হে?

[*নগেন অলক্ষ্যে কেনারামকে গুঁতো দেয়।*]

কেনা॥ আমায় চিনতে পারছো না বেয়াই? আমি তোমাদের বেচু...

চারু॥ বেচু...! খেলে কচু!

প্রদীপ॥ বেরিয়ে যান...

নগেন॥ কী যুগ পড়েছে...বুঝতে পারছেন বেচারামবাবু?

কেনা॥ বুঝতে পারছি...আমাকে ঘিরে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে—

নগেন॥ তাই দেখছি। নইলে চুলে মিল...দাড়িতে মিল...

কেনা॥ ছাতার বাঁটেও মিল—

নগেন॥ তবু কিসে যে আটকাচ্ছে আপনাদের? অ্যাঁ, আপনার বেয়াই-এর চেয়ে ইনি কোন্ অংশে কম?

চারু॥ বেচারামবাবু বিকেলবেলা পাশা খেলতেন...ইনি পারেন?

নগেন॥ কি, পারেন না?

কেনা॥ হ্যাঁ। ষোল-আছি...সতের-আছি...আঠারো-আছি...উনিশ পাশ-ডবল রং করো...

চারু॥ ফোরটোয়েন্টি...ফোরটোয়েন্টি! বেচারামবাবু খেলতেন পাশা...ইনি দিলেন যার হিসাব—সে তো তাসের টোয়েন্টিনাইন।

নগেন॥ চলবে না বলছেন? কেন, টোয়েন্টিনাইন তো ভালো খেলা। যাকগে, পাশার চাল দিন না মশাই...

কেনা॥ তিন নয় ছয়—ছয় তিন নয়—ছক্কা পাঞ্জা—কচে বারো—

নগেন॥ নিন...কচে বারো! সামলান...তাস পাশা দুই-ই পেলেন ...একটা এক্সট্রা পেলেন।

প্রদীপ॥ দেখুন মশাই—এক কথা নিয়ে অনেকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করছেন। আমরা আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে ভেতরে যাচ্ছি—ভেবে দেখুন—সহজে যাবেন—না, আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে! আসুন তালুইমশাই—

[প্রদীপ ও চারু ভেতরে গেল।]

কেনা॥ (ভয়ে ভয়ে) নগেন...

নগেন॥ ধের মশাই...চুপ করে বসুন...

কেনা॥ বসবো কি, গা কাঁপছে যে!

নগেন॥ শক্ত হয়ে এঁটে বসুন...

কেনা॥ বড্ড ভয় করছে, যদি ধরে মারে!

নগেন॥ মার খাবেন...

কেনা॥ মার খাবো?

নগেন॥ আরে মশাই পেটে খেলে পিঠে সয়! আচ্ছা কেনারামবাবু, যখন বর্ধমানের লাইনে গলা দিতে গিয়েছিলেন, তখন তো শরীরের ওপর আপনার এত মায়া ছিল না!

কেনা॥ মায়া...কিসের মায়া? আমার যে কেউ নেই নগেন, এ সংসারে আমি একা...

নগেন॥ আর কেউ নেই বলছেন কেন? এত সব কিছু পেলেন তো?

কেনা॥ আহা এসব তো কোন্ এক বেচারাম চাটুজ্যের!

নগেন॥ আপনার হ'তে কতক্ষণ?

কেনা॥ পারবে, পারবে নগেন, এই সব আমার করে দিতে পারবে? নগেন, আমি নিঃস্ব, পথে পথে ভিক্ষে করে খাই। তুমি তো জানো, কেউ নেই আমার! এর ওর দোকানে শুয়ে রাত কাটাই।...পারবে, সব আমার করে দিতে পারবে?

নগেন॥ কত আগেই তো পারতাম...মরতে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে গেলেন কেন?

কেনা॥ কি করব, নাতিটা যে মেটুলি নিয়ে পেছনে এঁটুলির মত লেগে গেল! জানো

তো আমি মাছ-মাংস ছুঁই না। দীক্ষা নিয়েছি না?

নগেন॥ একদিন না হয় খেতেন...তারপর সেটেল হয়ে গেলেই ছেড়ে দিতেন! নিন, এখন ভুগুন! তখন থেকে বলছি—মশাই আমাকে কলাবাগানে যেতে হবে...সেখানে নন্দ মিস্ত্রির বৌয়ের একটি দশমাসের শিশু হারিয়ে গেছে...সেই শোকে বৌটা পাগল হয়ে গেছে...সেখানে আমাকে একটা দশমাসের শিশু ফিট করে দিতে হবে! ভাবতে পারেন, কী রকম সিরিয়াস কণ্ডিশন?

কেনা॥ বলছিলাম কি নগেন...ওখানে যদি তুমি সহজ হবে বোঝ, তাহলে না হয় আমাকে সেই কলাবাগানের মায়ের কাছেই রেখে এসো...

নগেন॥ এ লোকটার কি হুদোমুদো জ্ঞান নেই? বলছি খোয়া গেছে দশমাসের শিশু—সেখানে আপনাকে ফিট করে দিয়ে আসবো? পারবেন, নন্দ মিস্ত্রির বৌয়ের কোলে চেপে ঝিনুকে দুদু খেতে পারবেন?

কেনা॥ না...তুমি বললে কিনা, মা পাগল হয়ে গেছে! ...গোলেমালে চলে যেত।

নগেন॥ মশাই পাগলেও বোঝে...দশমাস আর যাট বছরের ফারাক বোঝে!

কেনা॥ কিন্তু এখানে যেরকম ভাব দেখছি...

নগেন॥ চলুন তো...আপনাকে দিয়ে হবে না....

কেনা॥ না না..হবে হবে!

নগেন॥ হবে না, হবে না...চলুন, আপনাকে সেই বর্ধমানের লাইনে বেঁধে রেখে আসি! উঠুন!

কেনা॥ হবে...নগেন, হবে....

নগেন॥ কি, আর যে নড়তে মন চাইছে না!

কেনা॥ তুমি যা-যা বলবে, আমি তাই-তাই করে যাব!

নগেন॥ ঠিক? আর ভুল হবে না?

কেনা॥ না!

নগেন॥ ঠিক আছে। এঁটে বসুন। দেখুন না আমি কি করি! কত রাজা মহারাজা ফিট করে দিলুম...ভাওয়ালের সন্ন্যাসী অবধি পাল্‌টে দিলুম...আর একটা বাবা ফিট করতে পারবো না? আমি বর্ধমানের নগেন পাঁজা! (হেসে) গোড়াতেই কেমন বেলের পানাখানা ধরিয়ে দিয়েছি, বলুন...

কেনা॥ (*জিব চাটতে চাটতে*) পানাটা বড় মনোরম হয়েছিল। আচ্ছা, ঐ যে ক্ষীর-টীর দেবে বলে—আবার সব কেড়ে নিয়ে গেল কেন নগেন?

নগেন॥ ধরে রাখতে পারলেন না বলে।...মশাই, ধরে রাখার আর্ট জানা চাই! চলুন, আপনাকে দিয়ে হবে না!

[*নগেন ঝপ করে কেনারামকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কেনারাম কত বাধা দিলো, নগেন শুনলো না। শ্রীধর ঢুকল।*]

শ্রীধর॥ হ্যাঁ মানে মানে কেটে পড়ো! ...কী কাণ্ড! একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছে! খালি খালি মিষ্টি কিনে একগাদা পয়সা গেল বাবুদের। (*হাসতে হাসতে*) এ-হে-হে কত্তাবাবু যে আদর কোনোকালে পায়নি, এট্টা ফালতু লোকে তাই পেয়ে গেল!

[বুড়ি ঢোকে।]

বুড়ি॥ অ্যাই শ্রীধর!

শ্রীধর॥ ও ছোড়দি, খবর শুনেছেন?

বুড়ি॥ কী?

শ্রীধর॥ দাদাবাবু বলছেন... যাক্‌গে বাবা, আমি কোনো কথায় থাকবো না!

বুড়ি॥ কী বলছে দাদাবাবু, বল।

শ্রীধর॥ বলছেন গয়নার ভাগপত্তর হবে না।

বুড়ি॥ আচ্ছা!

শ্রীধর॥ হ্যাঁ, সব তিনি নেবেন।

বুড়ি॥ গায়ের জোরে?

শ্রীধর॥ তা কেন? বাবা তো মারা যায়নি, মরলে পরে বাঁটোয়ারার কথা।

বুড়ি॥ না মরলেও বাবা তো নেই!

শ্রীধর॥ না ছোড়দি, নেই...আবার আছে। কত্তাবাবু ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলছেন। ভাগ হবে না, যা যেমন আছে তেমন থাকবে।

বুড়ি॥ থাকাচ্ছি।

[শুভেন্দু ও প্রদীপ ঢোকে।]

এই যে দাদা! সিন্দুক ভাঙো—

শুভেন্দু॥ হ্যাঁ—(খেয়াল হতে) না!

বুড়ি॥ কেন! কথাই তো ছিলো, বাবার অবর্তমানে সব সমান সমান ভাগ হবে! আর বাবা যখন এখন অবর্তমান...

[চারু ঢোকে।]

চারু॥ না না! অবর্তমান তা কি ঠিক বলা যায় প্রদীপ?

প্রদীপ॥ নিশ্চয়ই না।

বুড়ি॥ তুমি থামো। একমাস যার দেখা নেই—

চারু॥ দেখা নেই বলেই একটা জ্যান্ত মানুষ অবর্তমান হতে পারে না। আইন বলছে, একটানা সাত বছর বেপাত্তা না হলে...

বুড়ি॥ ঝাড়ু মারো অমন আইনের মুখে! ওসব আইনের প্যাঁচ মারুনগে আপনার মক্কেলের কাছে...

প্রদীপ॥ বুড়ি! ছি-ছি—

শুভেন্দু॥ ভাগটাগ হবে না। সব এখন ইন্‌ট্যাক্ট বড় ছেলের হেপাজতে থাকবে! আমার কাছে থাকবে!

বুড়ি॥ হুঁ ওই তাল করে সব একাই খাবে! সব বুঝি...তোমার এই ঘোড়েল শ্বশুরকে চিনতে বাকি নেই কারো।

চারু॥ কী, কী বলল! ঘোড়েল!

বুড়ি॥ না তো কী! ভুয়ো দলিল করতে ওস্তাদ! ভুয়ো সাক্ষী সাবুদ জুটিয়ে ভুয়ো উইল করবেন ভেবেছেন? দাদা, ভাঙো সিন্দুক...

[হঠাৎ নগেন কেনারামের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে ওদের মাঝে হাজির হয়। সকলে আঁতকে ওঠে।]

নগেন॥ এই যে, কী ঠিক করলেন? আপনাদের যে পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে বাইরে গেলাম..কি ভাবলেন? সোজা পথে এঁকে মেনে নেবেন...না, আমাকে ঘুর পথ ধরতে হবে?

প্রদীপ॥ কী লোক দেখেছেন দাদা! আমি ওকে যা-যা বলে গেলুম —উনিও আমায় তাই-তাই শোনাচ্ছেন!

নগেন॥ (কেনাকে ইশারা করে) ধরুন...

[নগেন দড়ি ছাড়ে। কেনারাম শুভেন্দুর দিকে এগোয়।]

কেনা॥ বড়খোকা...

শুভেন্দু॥ দূর মশাই...

কেনা॥ হচ্ছে নগেন?

নগেন॥ হচ্ছে হচ্ছে...

কেনা॥ তুই যে আমার বড় আদরের প্রথম পুত্তুর। আয়, তোর চুলে একটু কিলিবিলি কেটে দি...

শুভেন্দু॥ অ্যাঁ!

কেনা॥ কেন...আয় না...ভয় কি...আয়, আমি তোর বাবা!... হচ্ছে নগেন? আয় বাবা—

শুভেন্দু॥ ভাগাও...ভাগাও...কোথা থেকে বাবার ফ্রান্‌কেনস্টাইন উঠে এসেছে।

[শুভেন্দু ছুটে বেরিয়ে গেল।]

কেনা॥ চলে গেল কেন নগেন...ভালো করে আদর করতে পারলুম না বলে?

নগেন॥ না...না...ঐ যে মাস খানেক ছিলেন না, তাই অভ্যেস করতে একটু দেরি হচ্ছে। কিছুদিন থাকুন না...দেখবেন সব জলভাত হয়ে গেছে।

বুড়ি॥ বলছেন, ইনি আমার বাবা! বেশ, তাই যদি হয়—(একটা শিশি দেখিয়ে) আজ অমাবস্যে...পায়ে একটু তেল ড'লে দেবো?

কেনা॥ দে না—(বুড়ি শিশি খুলতেই) ...উঃ কী গন্ধ! সরা সরা...

প্রদীপ॥ শ্বশুরমশায়ের পায়ে বাত ছিল...অমাবস্যাতে তেল লাগাতেন। ইনি তো গন্ধই সহ্য করতে পারছেন না...

বুড়ি॥ দেখুন সবাই...হাতেনাতে প্রমাণ! গন্ধই সহ্য করতে পারছে না!

চারু॥ অ্যাই পাঁজা...এনার তো বাতই নেই...

নগেন॥ নেই—হবে। কিছুদিন ঘরে রাখুন...হবে...

[সকলে হকচকিয়ে অস্ফুট শব্দ করলো।]

চারু॥ হ্যা হ্যা হ্যা কবে হবে তার জন্যে বসে থাকব?

বুড়ি॥ বাতের কথাটা কাগজে লেখা হয়নি বলে সাজিয়ে আনতে পারেন নি, না নগেনবাবু?

[সকলে হাসে।]

নগেন॥ আশ্চর্য লোক আপনারা! একজন লোকের পায়ে বাত ছিল বলে সবাই মিলে আনন্দ করছেন!

প্রদীপ॥ আনন্দ কোথায় দেখছেন? আপনাকে জানাচ্ছি...জানাচ্ছি যে বাতটা আমার শ্বশুরমশায়ের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ—

নগেন॥ আচ্ছা, আপনারা কি চান বেচারামবাবুর পায়ে চিরকাল বাত থাকুক?

বুড়ি॥ নিশ্চয় না!

নগেন॥ বাত সেরে গেলে আনন্দ করবেন কি না?

বুড়ি॥ ষষ্ঠীতলায় হরির লুট দেবো!

নগেন॥ তবে দিন হরির লুট—বাত সেরে গেছে! (*কেনারামকে*) হেঁটে দেখিয়ে দিন তো...

[*কেনারাম হেঁটে দেখিয়ে দেয়।*]

চারু॥ জালিয়াত! প্রথমে ভেবেছিলাম, ভুল করে ভুল লোক ধরে এনেছো! কিন্তু তুমি দেখছি বেশ আঁটঘাঁট বেঁধেই জোচ্চুরি করতে এসেছ!

নগেন॥ জোচ্চুরি কেন? জিনিস তো খারাপ আনিনি। মিলিয়ে নিন—

চারু॥ এ কি বাড়ির গরু হারিয়ে গেছে, মিলিয়ে নিয়ে গোয়ালে ঢোকাবো?

নগেন॥ তাহলে বাজিয়ে নিন...

চারু॥ সাট আপ্! এ কি ঢোল, বাজিয়ে নেবো?

কেনা॥ বা-বা, বেশ বলেছে...বেয়াই ঢোল বাজাবে!

[*কেনারাম দাঁত বের করে হাসে। শ্রীধর চমকে ওঠে।*]

শ্রীধর॥ দাঁত! দেখুন দেখুন সামনে দুটো দাঁত! আমাদের বুড়োবাবুর কি দাঁত ছিল? ও দাদাবাবু, দেখে যান দাঁত!

চারু॥ মাই গড্...তাই তো! দাঁত!

[*শুভেন্দু ও দীপ্তির প্রবেশ।*]

শুভেন্দু॥ কী নগেনবাবু, দাঁত কোত্থেকে এলো?

নগেন॥ ও তো আক্কেল দাঁত!

শুভেন্দু॥ আক্কেল দাঁত কারুর সামনে গজায়?

নগেন॥ (*একটু সময় নিয়ে*) আশেপাশে স্পেস্ ছিল না, যেখানে ফাঁক ছিল সেখানেই ঠেলে উঠেছে!

সকলে॥ কী বলে রে!

নগেন॥ আমি বুঝতে পারছি না—মেজর মেজর পয়েন্টে যেখানে মিলে যাচ্ছে, সেখানে খুচরো দুটো দাঁতে কেন আটকাচ্ছে? বেশ, আমি তুলে দিচ্ছি—

[*ঝুলি থেকে একটা সাঁড়াশি বার করে।*]

সকলে॥ ও কী!

নগেন॥ দিচ্ছি তুলে। সামান্য ব্যাপারে অত কথার কি আছে! হাঁ করুন তো...

[*চেয়ারে উপবিষ্ট কেনারামের দাঁতে সাঁড়াশি বেঁধালো নগেন। কেনারাম প্রথমে কোন আপত্তি করেনি। নগেন টানাটানি সুরু করতেই আর্তনাদ করে উঠলো।*]

সকলে॥ (চিৎকার করে) আরে...আরে...

[*চারু কাণ্ড দেখে তার সেই বিখ্যাত হুইসিল অথবা চিল-চিৎকার ছাড়ল। নগেন ততক্ষণে কেনারামের পেটে পা চাপিয়ে টানাটানি করছে...করছে...সাঁড়াশির পাকে আঁকুপাকু দুলছে কেনারাম ও নগেন। চরম মুহূর্তে দুদিকে দু'জনে ছিটকে পড়ল।*]

● বিরতি ●

দ্বিতীয় অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[*দৃশ্য পূর্ববৎ। পূর্ববর্তী ঘটনার কিছুক্ষণ পরে। কেনারাম বাঁড়ুজ্যে চেয়ারে বসে। দাঁত তোলার পরে যন্ত্রণা হচ্ছে, মুখে রুমাল চেপে আছে। বুড়ি অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। নগেন তাকে বোঝাচ্ছে।*]

নগেন॥ এখনো বলছি মা...বাক্স ভরতি গয়না, সম্পত্তি, দলিলপত্র সব নিয়ে সোজা এলাহাবাদে চলে যান। এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাবেন না...এঁকে শুধু বাবা বলে স্বীকার করে নিন...

কেনা॥ (*প্রায় কাঁদতে কাঁদতে*) বল্ মা, বাবা বল্...

নগেন॥ দেখছেন তো...আপনার চতুর্দিকে বিপদ। ঘরে বাইরে! ঘরে দাদা বৌদি, বাইরে কাকাতুয়া। দেরি করলে চাকর শ্রীধর পর্যন্ত শেয়ার চেয়ে বসবে! ভেবে দেখুন...দুদিন বাদে ঐ উকিল শ্বশুর ছি-ছি-ছি কিন্তু কলা দেখাবে।

বুড়ি॥ উঁ! অতো সস্তা না।

নগেন॥ নিজের কানে শোনা মা, সেই চক্রান্তই চলছে।... তাই বলছি আসুন, স্বীকার করে নিন এঁকে, বেচারামবাবুর জায়গায় বসান...সঙ্গে সঙ্গে ইনি সব সম্পত্তির দখল নিয়ে সব আপনার হাতে তুলে দেবেন। হ্যাঁ মা, মোটেই কঠিন না। একবার স্বীকার তো করে নিন। তারপর দেখুন না কোথাকার জল কোথায় দাঁড় করাই!

কেনা॥ ডাক মা, বাবা বলে ডাক!

বুড়ি॥ কিন্তু আমি স্বীকার করলেও, ওরা করবে কেন?

নগেন॥ করবে না। এসব ক্ষেত্রে আসল বাবাকেও স্বীকার করে না। কোর্টে যাবে! যাক্ না! আমরা বলব, প্ল্যাস্টিক সার্জারিতে বেচারামের শ্রীমুখ পাল্টে গেছে! তারপর ভারতবর্ষের কোর্ট! চলল সওয়াল। চোদ্দ বছর ধরে কোর্ট-ফী গুণতে গুণতে বিবাদীর বাপের নাম খগেন! বাপ বাপ বলে মেনে নেবে!

কেনা॥ বল্ মা, বাবা বল্...ও নগেন বলছে কই?

নগেন॥ বলবে মশাই! এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ধীরে ধীরে বলবে!

বুড়ি॥ কিন্তু আমি যে টাকাকড়ি সব পাবো তার কি গ্যারান্টি?

নগেন॥ গ্যারান্টি আমি। আমার লোক। যেমন যেমন শিখিয়ে দেব, তেমন তেমন করে দেবে। শুধু আমার পুরস্কারটা...

বুড়ি॥ (*আঙুল থেকে আংটি খুলে দেয়*) আপাতত এটা রাখুন।

কেনা॥ এবার ডাক মা, বাবা বলে ডাক।

নগেন॥ নিন, চোখ কান বুঁজে ডেকে ফেলুন...

বুড়ি॥ (*দ্বিধান্বিত ভাবে*) বাবা...

কেনা॥ আবার বল্...

বুড়ি॥ বাবা...

কেনা॥ আবার বল্...

নগেন॥ আরে দূর মশাই, আপনার মতো এরকম খোচোপার্টি আমি জীবনে পাইনি! বলেছে তো!

কেনা॥ দু'বার বলেছে! নগেন, তিনবারে যে সত্যি হয়—

নগেন॥ বলুন তো মা আর একবারটি! কি আছে, সারাজীবনই তো ডাকতে হবে! যত রিহার্সাল দেবেন, ততো জড়তা কেটে যাবে...

বুড়ি॥ বললাম তো...

কেনা॥ বলেছিস ঠিক...কিন্তু আমার যে প্রাণটা ভরেনিকো।

নগেন॥ বলুন...তিনবার বলুন তো মা...

বুড়ি॥ বাবা...বাবা...বাবা...

[*বলেই লজ্জা পেয়ে বুড়ি ছুটে ভেতরে চলে গেল।*]

কেনা॥ ও নগেন, বুড়ি যে কেটে গেল...ওকে ধরো...

নগেন॥ ধ্যেৎ! আপনার বুড়ি কি ঘুড়ি, কেটে গেল...ধরে নিয়ে আসব। যান, নিজে গিয়ে ধরুন...

কেনা॥ বুড়ু ও বুড়ু...(*ভেতরে যেতে গিয়ে ঘুরে*) হচ্ছে নগেন?

নগেন॥ হচ্ছে হচ্ছে যান!

[*কেনারাম চলে গেল বুড়ির ঘরে।*]

নগেন॥ এ যা দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাকেই না বাবা বলতে হয়! শুভেন্দুবাবু! ও শুভেন্দুবাবু! ...কতক্ষণ বসবো! তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিন।

[*নগেনও ভেতরে চলে গেল। ভৈরব ঢোকে। চলাফেরা পোশাকে গ্রাম্যতা। চোখমুখ ধূর্ত। হাতে একটা মুখবাঁধা মিষ্টির হাঁড়ি।*]

ভৈরব॥ ...কইগো কোথায় গেলে গো...ও আমার মামা মামী গো? ...এ বেলতলায় এলুম না নিমতলায় এলুমরে বাবা! ওগো, তোমাদের কুটুম্বু এসেছে গো...

[*দীপ্তি ঢোকে।*]

দীপ্তি॥ কে রে!

ভৈরব॥ বড় মামী! (*প্রণাম করে*) কী গো, চিনতে পারলে না? আমি তোমাদের ভাগ্নে...বসিরহাটের ভৈরব...তোমার মাসতুতো ননদের ছেলে গো...

দীপ্তি॥ ও, তুই টুকুদির ছেলে!

ভৈরব॥ আর তোমরা তো ভুলেই গেছো। তত্ত্বতালাশ করো না। নাও, কাঁচাগোল্লার হাঁড়িটা ধরো। (হাঁড়িটা রাখে) শুনলাম বড়মামা নিরুদ্দেশ! তোমার গার্জেন বলতে তো কেউ নেই, তাই এলাম দেখাশোনা করতে!

দীপ্তি॥ তুই ভুল শুনেছিস ভৈরব। তোর বড়মামা নিরুদ্দেশ হবে কেন? হয়েছে তোর দাদামশাই...

ভৈরব॥ কচুপোড়া খেলে যা। তা বুড়োটা গেছে ভালোই হয়েছে। বড্ড খিটকেল ছিল! বড়মামা কোথায়?

দীপ্তি॥ বাড়ি নেই।

ভৈরব॥ কবে থেকে? ফিরবে তো?

দীপ্তি॥ আজে বাজে কথা বলবি না বলে দিচ্ছি। একেই যা হট্টগোল হচ্ছে! (হাঁড়ি খুলে) কাঁচাগোল্লা কইরে?

ভৈরব॥ নেই! হাঁড়ি এনেছি, মামাবাড়ি থেকে এক হাঁড়ি নিয়ে যাবো বলে! হাঁড়িটা তুলে রাখো। তারপর বলো, বুড়োটা পগার পার হতে, তোমাদের সব চলছে কেমন?

দীপ্তি॥ হাঙ্গামা...ভীষণ হাঙ্গামা বেঁধেছে রে ভৈরব! তোর বুড়িমাসী...

ভৈরব॥ বুড়ি মাসী! মানে এলাহাবাদী মাসী! এসে পড়েছে!

দীপ্তি॥ শুধু এলে তো কথা ছিল না, বাবা বদলাচ্ছে!

ভৈরব॥ বেশ তো! লোকে শাড়ি গাড়ি বাড়ি বদলাচ্ছে...স্বামী বদলাচ্ছে...পার্টি বদলাচ্ছে...আর বাবা বদলালে...(চমকে) অ্যাঁ? বাবা বদলাচ্ছে!

দীপ্তি॥ কী লজ্জা...কী লজ্জা! কী যে হবে ভৈরব ...বুঝতে পারছি নে...

ভৈরব॥ কেস্ গুরুচরণ মনে হচ্ছে! তুমি ঘাবড়ো না বড়মামী—আমি যখন এসে পড়েছি...সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি! তুমি আমার চান খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা করো শিগগির!

দীপ্তি॥ করছি। দেখিস বাবা, মামীর দিকটা দেখিস!

[*দীপ্তি বেরিয়ে যায়।*]

ভৈরব॥ শালা বসিরহাটে বসেই ঠিক আন্দাজ করেছি! একটা ঝামেলা বেঁধেছে! কিছু ম্যানেজ করা যাবে মনে হচ্ছে!

[*শ্রীধরের প্রবেশ।*]

শ্রীধর॥ আপনার ম্যানেজ আমি করছি!

ভৈরব॥ তুমি কে হে লটবর!

শ্রীধর॥ লটবর না, আমি শ্রীধর...

ভৈরব॥ তবে ধরো—যা যা বলে যাই, ধরো—চানের জলের ব্যবস্থা করো—এক বাটি সরষের তেল নিয়ে এসো...বেশ ভাল করে গায়ে মাখিয়ে দাও...বাসে করে এসে গা-গতর সব ব্যথা হয়ে গেছে...আর শোনো, চান করে কিন্তু আমি এক সেকেন্ডও দাঁড়াতে পারবো না...ভাত রেডি রাখবে...তারপর ঘুম! ফুলস্পীডে ফ্যান চালাবে—

শ্রীধর॥ তাহলে আপনিও শুনুন...সরষের তেল হবে না...আপনার যা গতর...গতর তো নয়...বালির বস্তা...পাঁচ কেজি তেলও শুষে নেবে। ও দিকে কর্পোরেশনের পাইপ ফেটেছে...চৌবাচ্চায় জল নেই। ...দুটো বালতি দিচ্ছি...চানটা ঐ টিউবকল থেকে সেরে

আসুন...আর হুট্ বলতে ফুট্ ভাত পাওয়া যায় না...খাওয়াটা ঐ সামনের হোটেলে। আর লোডশেডিং যাচ্ছে...আপনার গতরে বাতাস দেবার মতো বিদ্যুৎ গভরমেন্টের ঘরে নেই। ...বুঝেছেন বৃকোদরবাবু?

ভৈরব॥ কী বললে! বৃকোদর! (*শ্রীধর ভেংচি কেটে বাইরে গেল।*) দাঁড়া তোর আস্পর্ধা বার করছি! বড়মামাকে বলে আজই যদি রাসটিকেট...আরে ছোটমামা না?

[*ঝড়ের কাকের মতো পিন্টু ঢোকে।*]

পিন্টু॥ কে তুই?

ভৈরব॥ ও ছোটমামা, তোমাদের হ'লো কি? আমাকে চিনতে পারছো না? ভাগ্নে গো! তোমার মাসতুতো দিদি, টুকুদি..সেই যে গো বসিরহাটের ভৈরব...

পিন্টু॥ ...ওঃ ভৈ...কিছু মনে করিস নি ভৈ...এখন আর আমি কাউকে চিনতে পারছি না। আচ্ছা, বলতো আমি কে?

ভৈরব॥ এই মরেছে...নিজেরেও চিনতে পারছো না?

পিন্টু॥ না...এখন আমার চোখের সামনে শুধু সিন্দুক আর কাকাতুয়া...কাকাতুয়া আর বাক্স!

ভৈরব॥ কাকাতুয়া আর বাক্স!

পিন্টু॥ ভৈ,...কাকাতুয়া বাক্স চায়!

ভৈরব॥ কাকাতুয়া বাক্স চায়! মানে তোমার বাক্সে ঢুকতে চায়?

পিন্টু॥ নারে, আমার বাক্সে ঢুকতে চায় না, আমাকে তার বাক্সে ঢোকাতে চায়। কী বলেছে জানিস ভৈ, গয়নার বাক্স না পেলে আমাকে তার দরকার নেই—

ভৈরব॥ গয়না! আচ্ছা! তা গয়নার বাক্স হ'লো ঘরের জিনিস—সে খবর বাইরের কাকাতুয়া জানলো কি করে ছোটমামা?

পিন্টু॥ ভৈ, আমি যে ঐ বাবার বাক্সের লোভ দেখিয়ে দশজনের মুখ থেকে কাকাতুয়াকে ছেনতাই করে এনেছিলুম...তখন কি বুঝতে পেরেছিলুম রে, প্রেম করছি না বঁড়শি গিলছি...

[*নেপথ্যে কাকাতুয়ার ডাক: পিন্টু! পিন্টু!*]

এই রে! ভৈ, ...এসে গেছে রে...আমাকে শক্ত করে ধর্...ধর্...যাচ্ছি তুয়া...আমি যাচ্ছি...আমায় যেতে দিসনি ভৈ...তুয়া তুমি কাঁহা...যেতে দিসনি...ধর...যাচ্ছি কাকা...ধর্...ভৈ...

[*ভৈরব পিন্টুকে টেনে ধরেছে পেছন থেকে—পিন্টু কাকাতুয়ার ডাকে সম্মোহিতের মতো এগুতে থাকে বাইরের দিকে। নেপথ্যে কাকাতুয়া ডাকছে: পিন্টু! পিন্টু!*]

পিন্টু॥ যাচ্ছি তুয়া...জোরে ধর্...ভৈ...ভৈ...

ভৈরব॥ মা ভৈ। ও ছোটমামা দাঁড়াও, দাঁড়াও...মা ভৈ। ভয় নেই।

[*পিন্টু ভৈরবের টান ছাড়িয়ে ছিটকে বেরিয়ে যায়। ভৈরব উল্টে পড়ে ঘরে। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে—*]

মামাবাড়ির সবাই দেখছি পুরো ম্যাড! কেস গুরুচরণ! এই মওকা! যা পারি খিঁচে নি!

[*দুহাত তুলে মহানন্দে গান গাইতে গাইতে বুড়ির ঘর থেকে কেনারাম বেরিয়ে আসে।*]

কেনা॥ এমনি দিন কি হবে তারা...
যখন আমায় করবে না কেউ তাড়া॥

ভৈরব॥ কে রে! বাড়ি তো দেখছি চিড়িয়াখানা! ও বড়মামী...ও বুড়িমাসী...

[*ভৈরব ভেতরে চলে যায়।*]

কেনা॥ (*গায়*) মেয়ে আমার হাতের মুঠোয়...
কিছু পেলেই তলপি গুটোয়...
ভয় শুধু ঐ বেয়াইকে মা...
তিনিই হলেন আসল ফাঁড়া॥
তাড়া খেয়ে খেয়ে মাগো
জীবন হ'লো সারা...
এবার দয়া করে মাগো
এ বাড়িটা না হয় হাতছাড়া॥

[*নগেন ঢোকে।*]

নগেন॥ আরে মশাই থামুন!

কেনা॥ (*মহানন্দে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে কল্পিত হারমোনিয়মের রীড চেপে*) এমন দিন কি হবে তারা...সা-রে-গা...গা-মা-পা...পা-ধা-নি...

নগেন॥ সা-রে-গা-মা...প্যাঁদানি! তাই খাবেন? গাধার মতো চেঁচাচ্ছেন কেন?

কেনা॥ বাড়ি! আমার বাড়ি! কী আনন্দ, কী আনন্দ! আমি আজ আমার বাড়িতে এসেছি! আমার গৃহপ্রবেশ! বাড়ি এসে বুঝতে পারছি এই বাড়িটা আমারই হাতে গড়া! ...যেন এ বাড়িটা না হয় হাতছাড়া!

নগেন॥ আহা, বাবা তো নয়, আলিবাবা!

কেনা॥ নগেন—বোকোনা! আমার যে কী রোমাঞ্চ জাগছে! মাগো এ তুই আমায় কতো দিলিগো! আমি আর আমাতে নেইগো!

নগেন॥ ওই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লে আর এ পৃথিবীতেই থাকবেন না। সাবধান! আবার একটা ভাগ্নে জুটেছে!

[*একজোড়া জুতো নিয়ে বুড়ি ঢোকে।*]

—এই যে মা, আপনার বাবা গান করছেন, ওকে সামলান!

বুড়ি॥ আমি গাইতে বলেছি নগেনবাবু, বলেছি আমার বাবা...মানে আগেকার...ভক্তিমূলক গান গাইতো...তোমাকেও গাইতে হবে! (*হেসে*) বাবা, পরো...

কেনা॥ জুতো? এ আবার কার জুতো আমায় দিলি রে?

বুড়ি॥ কেন? তোমারই তো!

কেনা॥ আমার? আমি আবার জুতো পায়ে দিলাম কবে?

বুড়ি॥ সে কি বাবা? এ জুতো আমি না তোমাকে কিনে দিয়েছি...মনে নেই...?

নগেন॥ কী হচ্ছে মশাই? ও তো বেচারামবাবুর জুতো! আপনি পায়ে দেবেন না তো কে দেবে? বাঁদরামোর একটা সীমা থাকে!

কেনা॥ (*জুতোয় পা ঢোকাতে ঢোকাতে*) বোকোনা নগেন! জুতোটা আমার ফিট করছে না!

নগেন॥ আপনিও তো এ ফ্যামিলিতে ফিট করছিলেন না...ফিট হচ্ছেন কী করে?

কেনা॥ (জুতো গলাতে গলাতে বুড়িকে) হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে... অনেকদিন আগে কিনে দিয়েছিলি তো? ছোট হয়ে যেতে পারে!

বুড়ি॥ তা তো হতেই পারে বাবা...তাছাড়া একটি মাস খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে তোমার পাও বড় হয়ে যেতে পারে!

নগেন॥ তা তো বটেই! পদবৃদ্ধির জন্যেই তো এই পদমর্যাদা।

বুড়ি॥ যেভাবে হোক এই জুতো তোমার পায়ে ফিট করতেই হবে! মনে রেখো মাপে মাপে জুতো হওয়া, আর তুমি আমার বাবা হওয়া —এক!

কেনা॥ ফাজিল কোথাকার!

[*বুড়ির গাল টিপে দেয়। বুড়ি রাগ করে সরে দাঁড়ায়।*]

নগেন॥ আবার গাল টিপতে গেলেন কেন? এখনো ভাল করে সেটেল করতে পারলেন না...নাঃ, সব তাতে বড় তাড়াহুড়ো আপনার! .

কেনা॥ বুড়ু...ও বুড়ু আয়...তুই ওদের কথায় কিছু মনে করিসনি! ...নগেন, আমরা বাপ-মেয়েতে একটু পেরাইভেট কথা বলবো! তুমি একটু বাইরে যাও তো! আচ্ছা, একথা তোমায় বলতে হবে কেন? তোমার নিজের একটা কমনসেন নেই?

নগেন॥ কী? আমার কমনসেন্স নেই? নিজে যখন সব সেন্স হারিয়ে নন্‌সেন্স-এর মতো লাইনে মাথা দিতে গিয়েছিলেন, তখন কার কমনসেন্স কাজ করেছিল?

কেনা॥ থাক্ বাবা, থাক্। তোমাকে যেতে হবে না...এখানেই থাকো! কিন্তু আমার সব কথাতেই ফুট কেটো না! হ্যাঁরে বুড়ি, জামাইকে বলে আমাকে ক'টা বেলবট প্যান্টুলুন বানিয়ে দিবি?

বুড়ি॥ দেবো না? তুমি আমায় সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছো!

নগেন॥ কী প্যান্ট?

কেনা॥ বেলবট গো! ঐ যে আজকাল ছেলেছোকরা যা পরে...

নগেন॥ হায় ভগবান! এ কোথাকার মকরধ্বজকে জুটিয়ে এনেছি রে! বাড়ির বুড়ো বাপ পরবে বেলবটম!

কেনা॥ (*অভিমানে*) বেশ! বেশ! পরবো না! আমি কিছুই পরবো না!

নগেন॥ কিছুই পরবেন না কেন? ভদ্দরলোকের বাড়ি উদোম হয়ে ঘুরবেন!

কেনা॥ আচ্ছা বাবা আচ্ছা! আমি বরং বড়বৌমাকে একজোড়া ধুতি পাঞ্জাবি কিনে দিতে বলবো। (*নগেনকে*) হ'লো?

বুড়ি॥ (*চোখে আঁচল দিয়ে*) ও, বুঝেছি বুঝেছি, বৌদির ওপরই তোমার বেশি টান!

কেনা॥ (*জুতো পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে*) বুড়ু ও বুড়ু...রাগ করিসনে...তোকে আমি সব দেবো...তুই যে আমার বড় আদরের কন্যে...হচ্ছে নগেন?

বুড়ি॥ দেবে? আবার বলো দেবে? (*চোখ মুছে*) বাবা...বাবা...এদিকে এসো...ঐ আমগাছটা দেখে কিছু মনে পড়ছে?

কেনা॥ হ্যাঁ...মনে পড়ছে...কাঁঠালগাছের কথা! আর মনে পড়ছে বর্ষাকালে পাতিলেবু হয়...

বুড়ি॥ (রেগে) আমগাছটা দেখে তোমার কাঁঠালগাছের কথা মনে পড়লো?

নগেন॥ যাচ্ছেতাই লোক মশাই আপনি! সেই থেকে এত করে পাখি পড়ান পড়াচ্ছি, সব ভুলে যাচ্ছেন! আমগাছ দেখে কারুর কাঁঠালগাছের কথা মনে পড়ে?

কেনা॥ তো কী মনে পড়বে? (*নগেন কেনারামের সামনে খোঁড়াতে শুরু করে। কেনারাম ভালো করে নগেনের ল্যাংড়ানো দেখে*) ও, মনে পড়েছে...মনে পড়েছে...ল্যাংড়া আম! (*নগেন ঘাড় নেড়ে খোঁড়ানো থামায়*) বড় ভালোবাসি রে! কত যুগ আগে একটা ল্যাংড়ার আঁটি চুষে ঐ উঠোনে ফেলেছিলাম...তা থেকে অতবড় গাছ হয়েছে...সেই গাছে আজ ফল ধরেছে...হুট বলতে মনেও পড়ে না ছাই...হচ্ছে নগেন?

[*নগেন ইশারায় জানায়, হচ্ছে।*]

বুড়ি॥ (*হাতে তালি দেয়*) এ আমার বাবা না হয়েই যায় না! বাবা, ও গাছের ফল কিন্তু আমার রিন্টু ঝিন্টু খাবে।

কেনা॥ খাবেই তো খাবেই তো! আমারই চোয়া আঁটি থেকে আম গাছের জন্ম! সেই গাছে আম হয়েছে...সেই অমৃত ফল দিয়ে তোমার বৃক্ষের ফলেরা ফলাহার করবে...একেই তো বলে মা ফলেষু কদাচন!

নগেন॥ উফ্! আবার স্যাণ্ডাস্ক্রীট বলতে কে বললে আপনাকে?

কেনা॥ হ্যাঁরে বুড়ু, তোর রিন্টুঝিন্টু ছেলে না মেয়ে!

বুড়ি॥ তোমার মাথায় কী হয়েছে বলো দেখি? বারবার বলছি রিন্টু মেয়ে—

কেনা॥ ঝিন্টু তাহলে ছেলে...

বুড়ি॥ উফ্, আমার দুই মেয়ে...

কেনা॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম...তোর সব মেয়ে...ঠিক আছে...এবার মনে থাকবে...

নগেন॥ কেন, অত ডিটেইলস্-এ যাচ্ছেন কেন?

বুড়ি॥ (*একটা ছবি কেনারামের সামনে ধরে*) দেখো তো বাবা, চিনতে পারো?

কেনা॥ কারা দু'জনা বর-বৌ! নিচে কার নাম লেখা? স্নেহলতা-বেচারাম! (*ছবিটা মাথায় ঠেকিয়ে*) মা জননী!

নগেন॥ এ হে হে...(*বুড়ি লজ্জায় মাথা নিচু করল*) ওটা কী হ'লো মশাই?

কেনা॥ পরস্ত্রী মাতৃবৎ!

নগেন॥ কে পরস্ত্রী?

কেনা॥ কেন, স্নেহলতা! সে তো বেচারামের পত্নী!

নগেন॥ কার পত্নী! চলুন, বর্ধমানে চলুন...

[*নগেন সরোষে কেনারামকে টানে।*]

বুড়ি॥ মাকে মনে পড়ে বাবা?

কেনা॥ আমার মা!

নগেন॥ অ্যাই কেনারামবাবু—

বুড়ি॥ তোমার মা কেন? আমার...আমার মা! মনে পড়ে?

কেনা॥ (*এতক্ষণে তার চোখ ছলছল করে ওঠে গভীর প্রেমে*) মনে পড়ে না আবার?

সে যে আমার প্রথম যৌবনের মধুমাখা স্মৃতি....আহা, সেই লাল টুকটুকে ঢাকাই শাড়ি, সেই এতখানি ঘোমটা...হচ্ছে নগেন?

[*নগেন খুশি। কাঁধে পাল্কি টানার ভঙ্গি অনুসরণ করে। তার কোমর দুলছে, সে যেন অনেক দূর থেকে একখানা পাল্কি বয়ে আনছে।*]

কেনা॥ সেই দু'জনে পাল্কি চড়ে...হু-হুমনা! হু-হুমনা! চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে...ঘোমটার ফাঁকে কে! হুহুম্‌নারে...হুহুম্ না! (*চোখে জল নিয়ে কেনারাম ছবিটা বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে।*) মমতাজ, তুমি কোথায় আজ?

নগেন॥ (*কল্পিত পাল্কি-টানা থামিয়ে*) বেশ হচ্ছিল! আচ্ছা, ওকে শাজাহান হতে কে বলেছে?

কেনা॥ কতকাল আগে তোলা...আজ নিজের ইস্তিরি নিজের কাছেও অচেনা ঠেকে...হুহুমনারে হুহুম্‌না...

নগেন॥ হুহুম্‌নারে হুহুম্‌না...

নগেন ও কেনারাম॥ হুহুমনারে হুহুম্‌না...

[*নগেন ও কেনারাম পাল্কি চালনার ভঙ্গিতে দুলছে। আলো নেভে।*]

দ্বিতীয় অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[*দৃশ্য একই। চারুচন্দ্র খুব উত্তেজিত হয়ে ঘরে পায়চারি করছে। বিব্রত দীপ্তিও বাবার পিছু পিছু।*]

চারু॥ প্ল্যাস্টিক সার্জারি! উঁ প্ল্যাস্টিক সার্জারি...!

দীপ্তি॥ পাঁজা আর বুড়ি মিলে যুক্তি এঁটেছে, ঐ ভুয়ো লোকটাকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে বলবে...

চারু॥ প্ল্যাস্টিক সার্জারিতে মুখ বদলে গেছে!

দীপ্তি॥ ওরা সব পারে। সব উইল করে নেবে বাপি!

চারু॥ থাম্! উইল করে নেবে! হুঁ, কোর্ট কার? আমার না পাঁজার? আমাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে! দুঁদে দুঁদে হাকিমদের তুলে আছাড় মারি দুবেলা! হয়কে নয় করছি, নয়কে হয়...চারুচন্দ্র চৌধুরি...বার অ্যাট ল! ...আমার সঙ্গে চালাকি!

[*নগেন ঢোকে।*]

নগেন॥ চালাকি!

চারু॥ মাজাকি পায়া হ্যায়!

নগেন॥ মাজাকি পায়া হ্যায়!

চারু॥ ও কোর্টে গিয়ে ভুয়ো লোক চালাতে পারে, আমি পারিনে?

নগেন॥ আমি পারিনে?

চারু॥ কে রে! (ঘুরে) এই মুহূর্তে যদি বাড়ি না ছাড়ো, হুলিয়া বের করে হালুয়া টাইট করে দেবো! ও-পক্ষের কানে ফুস্‌মন্তর দেওয়া হচ্ছে, উঁ?

নগেন॥ ছি ছি, ফুসমন্তর দিলে দু'পক্ষের কানেই দেব! নগেন পাঁজার কাছে পারসিয়ালিটি পাবেন না, ছি ছি ছি!

চারু॥ কী বলতে চাও? খোলসা করে বলো...

নগেন॥ বলছিলাম কোর্টের ব্যাপার আপনার চেয়ে ভালো কে বুঝবে? আইনের ফাঁক দিয়ে দিন না লোকটাকে বাবা বলে গলিয়ে। তারপর মেয়ের নামে যথাসর্বস্ব উইল...

দীপ্তি॥ আপনি তো বুড়িকেও এই মতলব দিয়েছেন..

নগেন॥ ধাপ্পা...আপনার ননদকে ধাপ্পা দিয়েছি মা...আসলে প্ল্যানটাতো উকিলবাবুর জন্যে!

চারু॥ আমাকে তোমার কাছে প্ল্যান ধার করতে হবে?

নগেন॥ ছি ছি, সে দুর্ভাগ্য যেন আপনার ইহজন্মে না হয়। বলছিলাম—সুযোগ ছাড়বেন না। তালুইমশাই...লেগে যান...লোকতো আমার। যেমন যেটা বলবেন, পাখি পড়িয়ে শিখিয়ে রাখবো! সাক্ষীও ফিট!

চারু॥ সাক্ষী! সাক্ষী পাওয়া যাবে?

নগেন॥ তবে? (ডাকে) ভাগ্নে! ভাগ্নে!

[ভৈরব ঢোকে।]

ভৈরব॥ এই যে মামু...

নগেন॥ পাকা সাক্ষী! ভাগ্নে, যেমন যা বলেছি, মনে আছে তো?

[ভৈরব ঘাড় নাড়ে।]

চারু॥ এটিকে কখন ভজিয়েছ!

ভৈরব॥ কী সাক্ষী দিতে হবে বলো বড়মামী...জান লড়িয়ে দেব। মা ভৈ বড়মামী।

চারু॥ কথার নড়চড় হবে না?

নগেন॥ ছি ছি ছি...নট নড়নচড়ন নট-কিচ্ছু! আমার শুধু পুরস্কার! আর ভাগ্নের কিছু কমিশন...

চারু॥ মা দীপু, তোর আংটিটা দেতো! (দীপ্তি আংটি খুলে দেয়) বাবা নগু...

নগেন॥ তালুইমশাই...

চারু॥ এটা রাখো, ফার্স্ট ইন্‌স্টলমেন্ট!

নগেন॥ ঠিক আছে। তবে বড্ড পাতলা...

চারু॥ পাতলা পুরু হতে কতোক্ষণ? দীপু এবার তোর পালা! যা, তুইও বল বাবা...

দীপ্তি॥ অ্যাঁ?

ভৈরব॥ অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। তোমার অতো কী বড়মামী! তোমার তো আসল বাবাও নয়, সম্পর্কে শ্বশুর! যদু মধু বদ্যিনাথ যে কেউ মেয়েদের শ্বশুর হতে পারে! বলো বাবা!...হচ্ছে মামু!

নগেন॥ নরাণাং মাতুলক্রম...ভালো হচ্ছে!

চারু॥ তবে এসো বাবা নগু, কেস্‌টা আমরা সাজিয়ে ফেলি...

ভৈরব॥ আমি ততক্ষণ কী করব মামু?

নগেন॥ বগল বাজাও ভাগ্নে...

[*দীপ্তি চারু ও নগেন চলে গেল।*]

ভৈরব॥ (*আনন্দে গান ধরে*) এমন দিন কি হবে তারা...

যখন আমায় করবে না কেউ তাড়া...

[*বাইরে থেকে শুভেন্দু ঢুকলো।*]

ভৈরব॥ ভাল আছো বড়মামা?

শুভেন্দু॥ ভৈ! কদ্দিন বাদে এলি!

ভৈরব॥ হ্যাঁ, টাকাটা নিতে এলাম...

শুভেন্দু॥ টাকা!

ভৈরব॥ ঐ যে ধারের...

শুভেন্দু॥ ধার?

ভৈরব॥ ঐ যে এই বাড়িটা কেনবার সময় তোমার বাবা আমার মা'র কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছিল...

শুভেন্দু॥ তোর মা'র কাছ থেকে আমার বাবা টাকা ধার করেছিলেন?

ভৈরব॥ হ্যাঁ...পাঁচ হাজার টাকা...

শুভেন্দু॥ ইয়ার্কি পেয়েছিস?

ভৈরব॥ ইয়ার্কির কী হ'লো? কদ্দিন ধরে পড়ে রয়েছে টাকাটা... মা বলল, এবার ধান চাল হয়নি! যা, মামার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আয়!

শুভেন্দু॥ তুইও জুটেছিস রাস্কেল!

ভৈরব॥ গাল দিয়ো না বলছি বড়মামা! বাপের সম্পত্তি নিচ্ছ, বাপের ঋণ মেটাবে না?

শুভেন্দু॥ ঋণ! রাতারাতি ঋণ সব গজিয়ে উঠছে, না? বিপদে পড়েছি বলে কারুর এতটুকু সিমপ্যাথি নেই! যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই বলছে তোমার বাবার কাছে টাকা পাই! ...আয়, নিয়ে যা...

[*ভৈরব সোল্লাসে এগুতেই শুভেন্দু ওর চুলের মুঠি টেনে ধরে।*]

ভৈরব॥ ইঃ! পাওনাদারকে মারছ কেন?

শুভেন্দু॥ চামড়া খুলে নেব তোর! এ বাড়ি কেনা হয়েছে যখন, তোর মা তখন জন্মায়নি! আর বাড়ি কেনার জন্যে তোর মা দিলো পাঁচ হাজার!

[*শুভেন্দু ঠাস ঠাস চড় মারে।*]

ভৈরব॥ (*মার খেতে খেতে*) ওগো না না ভুল হয়েছে। বাড়ির জন্যে না, মেয়ের বিয়ের জন্যে...

শুভেন্দু॥ (*থমকে*) মেয়ের বিয়ে!

ভৈরব॥ হ্যাঁ আমার মায়ের বিয়ের সময়...দা-মশাই-এর হাতে টাকা ছিলো না...তাই

আমার মায়ের কাছ থেকে...

শুভেন্দু॥ তোর মায়ের বিয়ে দিতে তোর মায়ের কাছ থেকেই টাকা ধার করা হ'লো?

ভৈরব॥ হ্যাঁ—

শুভেন্দু॥ মার্ শালাকে...মার্...

[চড় মারে।]

ভৈরব॥ ওগো, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে! ও নগেন মামু...

শুভেন্দু॥ নগেন মামু! মার্ শালাকে...

[কেনারাম মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঢোকে।]

শুভেন্দু॥ ওঃ ভগবান! এরা এখনো যায়নি! কে থাকতে দিয়েছে, এ বাড়িতে কে থাকতে দিয়েছে এদের!

ভৈরব॥ বলো দা-মশাই, বড়মামাকে বলো, আমার মা'র কাছ থেকে তুমি টাকা ধার করোনি?

কেনা॥ (মাথা চুলকোতে চুলকোতে) দে, বড়খোকা, দেনাটা মিটিয়ে দে...

ভৈরব॥ কী, শুনলে তো! এবার বার করো...

শুভেন্দু॥ দেখছ, সব কটা মিলেমিশে গেছে! মার্ শালাকে!

[ভৈরবকে মারে।]

ভৈরব॥ ওগো, শালা না, আমি তোমার ভাগ্নে...

শুভেন্দু॥ মার্ শালাকে।

ভৈরব॥ ও বাবাগো....

শুভেন্দু॥ রাস্কেল ফোরটোয়েন্টি। টাকা খেঁচার তাল...! শ্রীধর! শ্রীধর! এটাকে বসিরহাটে চালান করতো...

ভৈরব॥ ওগো না, বসিরহাটে পাঠিয়ো না। পুলিশে প্যাঁদাবে!

শুভেন্দু॥ কী হয়েছে!

ভৈরব॥ হ্যাঁ, আমি রাস্তার ইলেকট্রিক তার চুরি করতাম বলে ও. সি. আমায় বসিরহাট থেকে রাসটিকেট করে দিয়েছে গো।

শুভেন্দু॥ তার চুরি করতিস্! মার্ শালাকে। ভাগা শালাকে।

[শ্রীধর খালি হাঁড়ি নিয়ে ঢোকে।]

শ্রীধর॥ মামাবাড়ি থেকে খালি হাতে ভাগবে কেন, এক হাঁড়ি কাঁচাগোল্লা নিয়ে ভাগো বৃকোদরবাবু...

[ভৈরবের মাথায় হাঁড়িটা উপুড় করে বসিয়ে দেয়।]

কেনা॥ (লাফিয়ে উঠে) মার স্লাকে...

[ভৈরবের মাথার হাঁড়ির ওপর দুটো থাপ্পড় মারে। ভৈরব 'বাবাগো' বলে বেরিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। শ্রীধরও পিছু পিছু যায়।]

কেনা॥ ধর্ স্লাকে...ধর্...ধর্...

শুভেন্দু॥ তুমি ওকে মারলে কেন?

কেনা॥ মারবো না? আমারই বংশের পুঁইপোনা...এমন এক একটা শুয়োরের ছানা তৈরী হয়েছে...দেখলে মাথার ঠিক থাকে!

শুভেন্দু॥ চোপ্! আমার ভাগ্যে কী হয়েছে না হয়েছে, আমি দেখব!

কেনা॥ তা যদি দেখিস, তবে তো আমি নিশ্চিন্ত হইরে। এই তো বড় পুত্তুরের মতো কথা! আয়...

[*শুভেন্দুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।*]

শুভেন্দু॥ অ্যাঃ! ধ্যাৎ! ধ্যাৎ! এসব কী...

[*নগেন ঢোকে।*]

নগেন॥ পিতৃচুম্বন!

কেনা॥ হচ্ছে নগেন?

নগেন॥ হচ্ছে...হচ্ছে...চালিয়ে যান।

[*কেনারাম ঘন ঘন চুমু খাচ্ছে।*]

শুভেন্দু॥ (*নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে*) মশাই, এসব কেলোর কীর্তির অর্থ কী?

নগেন॥ আজ্ঞে আপনার পিতার স্থানটি শূন্য পড়ে ছিল, পূর্ণ করে দিলুম—

শুভেন্দু॥ আমি জানতে চাই আপনাদের মতলবটা কী?

নগেন॥ ঐ যে বললাম, শূন্যস্থান পূরণ করাই আমার প্রফেশন! ঠাকুমা বলতেন—ভ্যাকুয়াম দেখলেই ফিল আপ করে দিস নগু...

শুভেন্দু॥ আমার বাড়ির ভ্যাকুয়াম যেমন আছে থাকবে! রাবিশ! জ্ঞান হবার পর আমার বাবা আমাদের কোনদিন চুমু খেয়েছেন বলে মনে পড়ে না—

নগেন॥ তবে আর তর্ক করে কী হবে? জীবনে সজ্ঞানে প্রথম পিতৃচুম্বনের মর্যাদা দিন শুভেন্দুবাবু! দেখা যাচ্ছে, ইনি সব দিক দিয়ে বেটার বাবা!

শুভেন্দু॥ বেটার বাবা!

নগেন॥ তা বেচারামবাবুর চেয়ে সব দিকেই বেটার। বেচারামবাবু দুবেলা ভাত খেতেন...ইনি একবেলা খাবেন, দরকার হলে এঁটো কাঁটা খাবেন...(*কেনারাম ঘাড় নাড়ে*) বেচারামবাবুকে কাপড় দিতে হত...ইনি শ্রীধরের ছেঁড়া গামছা পরে লজ্জা নিবারণ করবেন! বেচারামবাবুকে বিছানা বালিশ দিতে হত, ইনি রোয়াকে থান ইঁট মাথায় দিয়ে শোবেন—(*কেনারাম ঘাড় নাড়ে*) মাঝে মধ্যে ঠ্যাঙাতেও পারেন! বেস্ট বাবা মশাই...আদর্শ হেড অব্ দি ফ্যামিলি!

[*রেশন-ব্যাগ হাতে প্রদীপের প্রবেশ।*]

প্রদীপ॥ দাদা...

শুভেন্দু॥ এই যে প্রদীপ, তোমায় না আমি বলে গেলাম এদের ভাগাতে!

প্রদীপ॥ সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে দাদা। এই যে!

শুভেন্দু॥ ওকী?

প্রদীপ॥ আমি গিয়ে পাড়ার ছেলেদের ব্যাপারটা বললাম! তারা শুনেটুনে বললে, আমরা এখন ভোটের ব্যাপারে বড্ড ব্যস্ত...এ সামান্য কারণে আর আমরা গিয়ে কি

করব জামাইবাবু...এই ব্যাগটা নিয়ে যান...এতেই কাজ হবে।

শুভেন্দু॥ ব্যাগেই কাজ হবে? মানে?

প্রদীপ॥ তা তো জানি না...তবে ওরা বললে, ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে নগেন পাঁজা আর আপনার নকল শ্বশুরমশায়ের নাকের ডগায় ঘোরান...সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন সব সুড়সুড় করে পালাচ্ছে...

নগেন॥ দেখি কী আছে ব্যাগে! (দেখে) বোম!

শুভেন্দু॥ বোম!

প্রদীপ॥ বো-ও-ওম্!!

[*প্রদীপ ব্যাগটা ছেড়ে দিতেই নগেন ধরে ফেলে। কেনারাম সভয়ে ভেতরে পালায়।*]

শুভেন্দু॥ ধরেছেন! বাঁচালেন!

নগেন॥ বাঁচালেন নয়, বাঁচলেন! ফাটলে আর রক্ষে ছিল? (*প্রদীপকে*) এতক্ষণে আপনার ফাদার-ইন-ল'র বাড়ি সেকেণ্ড হিরোসিমা হয়ে যেত! শ্রীধর! শ্রীধর!

[*শ্রীধরের প্রবেশ।*]

—যা, এটা ভেতরে নিয়ে যা। (*শ্রীধর শুভেন্দুর দিকে তাকায়*) আরে, বাবু কি বলবেন, আমি বলছি—যা।

শ্রীধর॥ এতে কী আছে বাবু!

নগেন॥ মাগুর মাছ আছে! যাও, জলে ছেড়ে দাও গে—

[*শ্রীধর ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল।*]

শুভেন্দু॥ একটা বুড়োমানুষকে তাড়াতে বোম নিয়ে এসেছো? কাণ্ডজ্ঞান আছে তোমার?

প্রদীপ॥ আমি কি করবো...ছেলেরা দিলো...

নগেন॥ ছেলেরা দিলো? মশাই কলকাতার কালচার কিছুই জানেন না?

প্রদীপ॥ এক্চুয়ালি এটা ছিল আমার সেকেণ্ড প্ল্যান—

শুভেন্দু॥ ঘোড়ার ডিমের প্ল্যান! তোমার আরও প্ল্যান আছে নাকি?

প্রদীপ॥ হ্যাঁ...থার্ড প্ল্যান! পুলিশ!

শুভেন্দু॥ পুলিশ?

প্রদীপ॥ হ্যাঁ...থানায় খবর দিয়ে এসেছি! ইনস্পেক্টর আসছে!

শুভেন্দু॥ পুলিশ আসছে! সে দ্যাট! এতক্ষণে একটা কাজের কাজ করেছো! আসুক পুলিশ...

নগেন॥ আসুক পুলিশ! না এলে আমাকেই থানায় যেতে হতো! আসুক পুলিশ!

শুভেন্দু॥ আসুক পুলিশ...

নগেন॥ আসুক পুলিশ...আসল দোষীকে এবার ধরিয়ে দেবো...

শুভেন্দু॥ মশাই, সকাল থেকে বাড়ির ওপর হুজ্জুতি চালিয়ে বলছেন আসল দোষী আমি?

নগেন॥ নির্ঘাত আপনি...

শুভেন্দু॥ কী বলতে চান আপনি?

নগেন॥ আপনার বাবা আজ একমাস নিরুদ্দেশ হয়েছেন...তাঁর রেশন-কার্ড সারেণ্ডার করেছেন? না, সেই কার্ডে রেশন তুলে বোন ভগ্নিপোতকে খাওয়াচ্ছেন! আইন কে ভেঙেছে! আসুক পুলিশ...

[শুভেন্দুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।]

শুভেন্দু॥ (প্রদীপকে) তোমায় থানায় যেতে কে বললে?

নগেন॥ (প্রদীপকে) আপনিও তৈরি হন। ঐ বোমসুদ্ধ পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে দেবো! (থেমে) আমি নগেন পাঁজা, এই ব্রেনটা খুবই তাজা! আসুক পুলিশ!

শুভেন্দু॥ একবার বোম...একবার কুকুর...একবার পুলিশ! তোমরা কি আমায় মারতে চাও?

প্রদীপ॥ আমি মানে...

শুভেন্দু॥ মানে কি? মানে কি? সারাক্ষণ একটা না একটা গোল বাঁধাতেই আছো—নাও ধরো তো...

[একটা খাম দেয়।]

প্রদীপ॥ এ কী!

শুভেন্দু॥ এলাহাবাদের টিকিট!

নগেন॥ কেটে এনেছেন?

শুভেন্দু॥ বাধ্য হয়ে। (নগেনকে) বেশিদিন এই চিজ ঘরে রাখা যায়? আপনিই বলুন না। বেডিং-পত্র বেঁধে রওনা হও দেখি।

প্রদীপ॥ কিন্তু আমার তো এখন যাওয়ার কোনো প্ল্যান নেই দাদা...

শুভেন্দু॥ প্লিজ প্রদীপ, ভবিষ্যতে যদি আত্মীয়তা রাখতে চাও, কেটে পড়ো।

প্রদীপ॥ (নগেনকে) আচ্ছা আপনিই বলুন...আমি কোন অন্যায় করেছি? আপনারা সহজে যাচ্ছেন না...তাই আমি...সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার...আচ্ছা, আর কী করে আপনাদের তাড়ানো যায় বলুন তো? কাইণ্ডলি বলুন না...

নগেন॥ আমাকে কী করে তাড়ানো যায়, আমি বলব! ধোর মশাই! আসুক পুলিশ!

[*সিঁড়ির ওপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য! কেনারামের মুখে গড়গড়ার নল। দু'পাশ দিয়ে জ্বলন্ত কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছে বুড়ি আর দীপ্তি। বুড়ি একটা ফুঁ দেয় তো দীপ্তি দুটো দেয়। পেছনে ভৈরব ও চারুচন্দ্র।*]

শুভেন্দু ও প্রদীপ॥ একী!

প্রদীপ॥ বুড়ি!...এ কার কল্কেতে কারা ফুঁ দেয় দাদা!

শুভেন্দু॥ দীপু!

চারু॥ (দীপ্তিকে) দে ফুঁ! ফুঁ দে!

শুভেন্দু॥ বাপি!

ভৈরব॥ জোরে বড়মামী! আরো জোরে! ফুঁ-উ-উ—

প্রদীপ॥ কে ও? ভৈ না?

[দলটি নিচে নামছে।]

নগেন॥ (প্রদীপ ও শুভেন্দুকে) সরে যান...সরে যান! বর্ধমান লোকাল যাচ্ছে! হুস্! হুস্!

[*কেনারাম ধোঁয়া ছাড়ছে। লম্বা একটা রেলগাড়ির মতো—দলটা ঘরের মধ্যে ঘুরছে।*]

নগেন॥ তবে? কেন রেলে গলা দেবেন? তার চেয়ে নিজেই ইন্‌জিন হয়ে সংসারের মালগাড়িটা চালিয়ে দিন! আহা, আহা! কী সুন্দর ফিট! মারকাটারি কেনারামবাবু! থুড়ি বেচারামবাবু!

[*সিঁড়ির মাথায় টৌটন এসে দাঁড়ায়।*]

টৌটন॥ কী করছো..কী করছো তোমরা!...মা! ছোটপিসি! ও কাকে নিয়ে খেলা করছো! কে! ও কে তোমাদের!...আমার দাদু বুড়ো মানুষ! কোথায় চলে গেছে...! কী খাচ্ছে! পথে পথে কত কষ্ট পাচ্ছে...আর তোমরা...তোমরা ...! আমার দাদু যেন আর না ফেরে, কোনদিন যেন আর তোমাদের কাছে না ফেরে!

[*টৌটনের মুখের ওপর আলোটা কেন্দ্রীভূত হয়ে ধীরে ধীরে নিভে যায়।*]

দ্বিতীয় অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[*বাইরের পথে একদল ছেলের গান শোনা যাচ্ছে! গান গেয়ে ভোট ক্যানভাসিং করা হচ্ছে। শ্রীধর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো হলঘরে।*]

শ্রীধর॥ আই ব্বাস! ন্যাড়া জ্যাঠার দল বেরিয়ে পড়েছে! বৌদি গো, আমি একটু ভোটের খেলা দেখে আসি...

[*বাইরের দরজার সামনে ছুটে যায়।*]

আরে ন্যাড়াজ্যাঠা...আসেন আসেন...দাদাবাবু, ন্যাড়াজ্যাঠা...

[*ন্যাড়া তালুকদার ঢুকল। খালি পা, গলায় চাদর, মাথায় মুসলমানী টুপি, গলায় খ্রীষ্টানী ক্রশ, কপালে মহাকালীর সিঁদুর। বগলে খানকয় বই। বিব্রত বিধ্বস্ত মুখচোখ।*]

ন্যাড়া॥ জ্যাঠা না, পাঁঠা! ভোটের ক্যাণ্ডিডেট..বলির পাঁঠা...

শ্রীধর॥ আজ্ঞে আপনি জিতবেনই। (*বাইরের লোকজন দেখিয়ে*) কতো ছেলে আপনার...

ন্যাড়॥ কার ছেলে! (*বাইরের পথে তাকিয়ে*) তুমি কার, কে তোমার? আমার ক্যাডার কেড়ে নিয়েছে আমার ল্যাডার! পলিটিক্‌স! পলিটিক্‌স! আড়াই মাস ধরে খেলি আমার লুচি-বোঁদে...সময়কালে দল বদলে লেগে গেলি আমারই...(*সামলে নিয়ে*) ঐ শোন্ আমার হারমোনিয়াম...গাইছে আমার বদনাম! (*চোখ মোছে*) পলিটিক্‌স—

শ্রীধর॥ ন্যাড়াজ্যাঠা...ও ন্যাড়াজ্যাঠা...বেশতো বড়বাজারে তেজপাতার ব্যবসাপাতি করছিলেন, কেন লোকের কথায় পলিট্রিক্‌সে নাচলেন...

ন্যাড়া॥ ওরে লোকের কথায় নাচিনি, নেচেছি অন্তরের তাগিদে। টু সার্ভ মাই মাদারল্যাণ্ড! অ্যাণ্ড টু এনলার্জ মাই পার্সোনাল ফাণ্ড! (*থেমে*) বিজিনেসে খুব খাটনি...ভাবলাম পলিটিক্‌সে নামি, নো খাটনি, ওন্‌লি বুক্‌নি!

শ্রীধর॥ এখন যে পকেটখানা ধুচনি করে দিলো!

ন্যাড়া॥ (কান্না থামিয়ে গর্জে ওঠে)...রুখতে পারবে না—বাই হুক্ অর ক্রুক্...ন্যাড়া তালুকদার ফ্লুক্! হ্যাঃ হ্যাঃআছে ফল্স ভোটের কারচুপি! প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায় পরাবো গাধার টুপি! বাবা শ্রীধর...

শ্রীধর॥ বাবা বলছেন কেন জ্যাঠা, আপনি তো আমারে সাধারণত শুয়োরের বাচ্চা বলেই ডাকেন!

ন্যাড়া॥ আবার ডাকব, ভোট মিটে গেলে আবার ডাকব! ততদিন তুমি আমার গুরুঠাকুরের বাচ্চা! পরশু তোমায় গোটা পঞ্চাশ ফল্স ভোট মারতে হবে বাবা—

শ্রীধর॥ ফল্স ভোট!

ন্যাড়া॥ নিজের নাম বাপের নাম, পরপর পাল্টে যাবে বাবা। চটপট আঙুলের কালি তুলে ফের কালি লাগাবে বাবা!

শ্রীধর॥ হুঁ, তা টাকা পয়সা কিছু পাবো তো?

ন্যাড়া॥ পাবে, পার ভোট আড়াই টাকা! সঙ্গে দুটি কচি ডাব আর এক বাণ্ডিল সবুজ সুতোর বিড়ি।

শ্রীধর॥ (লজ্জিত মুখে) বিড়ি! সিকরেট হবে না?

ন্যাড়া॥ কলে পেয়ে দাঁও মারার তালে আছে শুয়োরের...(*জিব কেটে*) গুরুঠাকুরের বাচ্চা—আগে কাজটা করো, তারপরে দেবো সিগারেট লেমোনেড মালের বোতল—

শ্রীধর॥ না জ্যাঠা, যা দেবেন আগে দেবেন। সব টিরিক্স জানা আছে। ভোটের আগে বলেন বোতল মুখে ধরব, কাজ মিটে গেলে মুখে ধরেন হোমিওপ্যাথির শিশি!

ন্যাড়া॥ বেইমানি! নো নো! শুনে রাখ আমার কর্মসূচীখানি! ...যারা আমায় ভোট দেবে, তাদের বাড়ির ময়লা গাড়ি করে তুলে নিয়ে গিয়ে, যে শালারা দেবে না, তাদের বাড়ির দরজায় ঢেলে দেবো! যারা আমায় জেতাবে তাদের পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল গড়ে দেবো...যারা আমায় ল্যাং মারবে, তাদের ঘরে ঘরে হাসপাতাল গড়ে দেবো!

শ্রীধর॥ জ্যাঠা আপনি কোন্ দলে...

ন্যাড়া॥ আপাতত নির্দল! জিতে গেলে শাসক দল! গদিতে বসে বিকশিত শতদল! (*বগলের বই নিয়ে*) নে, এই গীতা ছুঁয়ে বল্...

শ্রীধর॥ আই ব্বাস! বগলে গীতা নিয়ে বেরিয়েছেন...

ন্যাড়া॥ শুধু গীতা?...এ বগলে কোরাণ ও বগলে বাইবেল...মাথায় দেখছিস মুসলমানী টুপি, গলায় দ্যাখ খেষ্টানী ক্রস, কপালে দ্যাখ মহাকালীর সিঁদুর। এক দেহে সর্ব ধর্মের সমন্বয়—যার বেলা যেটা খাটে, কতো রঙ্গ ভোটের হাটে! ওয়ান টাচ—জবান সাচ্! নে ধর্...শপথ কর্...

শ্রীধর॥ (*ডুকরে ওঠে*) ও বৌদি, আমারে গীতা ছোঁয়াচ্ছে—

ন্যাড়া॥ অ্যাই...অ্যাই...পালাচ্ছিস কেন...(*শ্রীধরকে*) ছোঁ—

শ্রীধর॥ ওগো না, আমি ভগবানের বই ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করতে পারব না...(*হাত ছাড়িয়ে*) তোমারে ফল্স ভোটও দিতে পারব না...

[*শ্রীধর ছুটে ভেতরে পালায়।*]

ন্যাড়া॥ শুয়োরের বাচ্চাটা বিপক্ষের টোপ গিলেছে বলে মনে হচ্ছে! ভোটের আগেই ব্যাটাকে পাড়া ছাড়া করতে হচ্ছে—

[শুভেন্দু ঢোকে।]

শুভেন্দু॥ এসেছেন ন্যাড়াজ্যাঠা! আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে ছিলাম...

ন্যাড়া॥ হ্যাঁ হ্যাঁ শুনলাম...শুনলাম দুটো পাজী লোক এসে নাকি উৎপাত করছে! একটা ফল্স বেচারাম এনে হাজির করেছে!

শুভেন্দু॥ দেখুনতো, পাড়ায় আপনি থাকতে...

ন্যাড়া॥ চক্রান্ত! গভীর চক্রান্ত শুভেন্দু! পলিটিক্যাল চক্রান্ত...

শুভেন্দু॥ অ্যাঁ!

ন্যাড়া॥ বুঝতে পারছ না, এর পেছনে আমার বিরোধীদের হাত আছে...কালো হাত! পলিটিক্যাল হাত...যত সহজ মনে করছ তা নয়, গভীর চক্রান্ত...

শুভেন্দু॥ এখন উপায়?

ন্যাড়া॥ উপায়? কালোহাত ভেঙে দাও...গুঁড়িয়ে দাও...ডাকো শালাদের...

[নগেন ঢোকে।]

নগেন॥ নমস্কার...নমস্কার...নমস্কার...

ন্যাড়া॥ কে রে! ...এই নাকি সেই...

নগেন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই নগেন পাঁজা....ব্র্যাকেটে বর্ধমান। শ্রীধরের কাছে শুনলাম, ন্যাড়াবাবু আপনি নাকি ফল্স ভোট খুঁজে বেড়াচ্ছেন...

ন্যাড়া॥ ডেফিনিটলি! ফল্স-ভোট ছাড়া আজকের দিনে কোন্ শালা ইলেকশানে ফাইট করতে পারে!

নগেন॥ রাইট...ভেরি রাইট! আর তাইতো আপনার জন্যে ন্যাড়াবাবু, আমি বর্ধমান থেকে কেনারাম বাঁড়ুজ্যেকে ধরে নিয়ে এলাম। একাই পঞ্চাশটা ভোট দেবে...

ন্যাড়া॥ কেনারাম ফল্স ভোট দেবে!

নগেন॥ আপনার বাক্সেই দেবে! ধরুন, দিয়ে ফেলেছে।

ন্যাড়া॥ কী বলছে শুভেন্দু! (নগেনকে) বলো, গীতা ছুঁয়ে বলো—

নগেন॥ গীতা কোরাণ বাইবেল ছুঁয়ে বলছি, আপনি চাইলে কেনারাম আপনার বাক্সে পরশুদিন একাই শত শত ভোট দেবে! আমার লোক মশাই, যা বলব তাই করবে।

ন্যাড়া॥ এই রকম কেনারাম তোমার কাছে আরো আছে?

নগেন॥ আছে মানে কি, আমি তো সাপ্লায়ার। ইলেকশানের সময় আমি তো শত শত কেনারাম সাপ্লাই করি...

ন্যাড়া॥ অনেক কেনারাম চাই আমার! আমি কিনবো! এক একটা কেনারাম কিনতে কত পড়বে?

শুভেন্দু॥ ন্যাড়াজ্যাঠা, কী ফালতু বকছেন!

ন্যাড়া॥ না—ফালতু নয়। কেনারামকেই তুমি বাবা বেচারাম বলে চালিয়ে নাও শুভেন্দু!

শুভেন্দু॥ চালিয়ে নেব? আপনিও পাগল হলেন?

ন্যাড়া॥ পাগল! না-না, পলিটিক্স! পলিটিক্স! অন্তত ইলেকশান অবধি ইনিই বাবা!

কোথায় এখন ফল্‌স ভোটার জোটাবে! বুঝলে না, হাতের মাথায় যখন কেনারামকে পাচ্ছি—

শুভেন্দু॥ বেরিয়ে যান...আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান...

ন্যাড়া॥ আরে! এর তো দেখছি কোনো পলিটিক্যাল সেন্স নেই!

শুভেন্দু॥ নিকুচি করেছে পলিটিক্যাল সেন্সের! শালা ভক্তি মেরে গদিতে বসে খ্যাঁচার তাল!

ন্যাড়া॥ শুভেন্দু!

শুভেন্দু॥ আছি কোথায়? দেশের নেতা বলছে...বাবা বদলাও! আমি...আমার বাড়ির সবাই ...ওদের দলে ভোট দেব!

[*শুভেন্দু ভেতরে চলে যায়।*]

ন্যাড়া॥ (*চেঁচায়*) ...নট সো ইজি...ভোট দিতে গিয়ে দেখবি, তোদের ভোট ঘিঁচিঘিঁচি! ভোর না হতে পড়ে গেছে ন্যাড়া তালুকদারের বাক্সে!

নগেন॥ গুরু! গুরু! দাদা আপনি দেখছি আমারও গুরু! লক্ষ লক্ষ ফল্‌স ভোটে রাতারাতি আপনি নেতা হয়ে মন্ত্রী হয়ে শাসক হয়ে ফিট হয়ে যাচ্ছেন। ন্যাড়াবাবু, আপনি আমার গুরুর গুরু!...(*প্রণাম করে*) দেখাতে পারেন ন্যাড়াবাবু, একটা জায়গা দেখাতে পারেন, যেখানে আসল লোকটি বসে আছে? মন্ত্রী থেকে শিক্ষক, রাজ্যপাল থেকে ঝাড়ুদার, পাহারাদার থেকে হরিদ্বার সর্বত্রই কি এক একটা ভুয়ো লোক জাঁকিয়ে বসে নেই? বলুন, আমরাই কি তাদের বসিয়ে রাখিনি?

ন্যাড়া॥ রাখিনি? কোথায় ঠিক লোক ঠিকখানে বসে আছে হে! সব তো এতবড় নাট আর এইটুকুনি বল্টু...ঘটর ঘটর করছে!

নগেন॥ আর সামান্য বাবার বেলায় যত কচকচি! সারাদিন ধরে হয়রানি করে এখন বলছে পুরস্কার দেবো না, ইন্সিডেন্টাল দেবো না, পুলিশে দেবো!

ন্যাড়া॥ ঘাবড়ো মৎ! আমি তোমার পেছনে আছি। কাজ করে যাও ভাই! জানবে আমরা যে যা করছি, চুরি ডাকাতি, বাটপাড়ি, সব দেশেরই কাজ! দেশের নামে করে যাবে বাপ, নেই কোনো পাপ! আমার শ্লোগান—বেচারাম বেচে দাও, কেনারাম কোলে নাও! অনেক কেনারাম চাই আমার নগেন পাঁজা।

[*ন্যাড়া চলে গেল।*]

নগেন॥ (*অস্থিরভাবে পায়চারি করছে*) ওফ্! ওদিকে কত পার্টি এতক্ষণে গলে গেল বর্ধমান আর খড়্গপুরের পথে! একটা দিন পণ্ড! শুভেন্দুবাবু! ও শুভেন্দুবাবু...

[*হাতপাখায় বাতাস খেতে খেতে কেনারাম ঢোকে।*]

কেনা॥ নগেন যে, এখনো আছো?

নগেন॥ থাকবো না মানে? টাকা পয়সা নেবো না?

কেনা॥ নাই বা নিলে! আমার ঐ কচি কচি নাবালক ছেলেগুলোকে টাকা টাকা করে আর বিরক্ত নাই বা করলে! দ্যাখো, ওরা বড্ড গরিব, একটু দাঁড়িয়ে নিক। তারপর তুমি বরং পুজোর সময় এসে তোমার পুরস্কার নিয়ে যেয়ো। আমি তোমার জন্যে একটা গামছা আর ধুতি কিনে রেখে দেবো।

নগেন॥ সব ছেড়ে দিয়ে গামছা ধুতি নেবো?

কেনা॥ আহা, তুমি পরোপকারী মানুষ...আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম, বাড়ি বয়ে পৌঁছে দিয়ে গেলে। তার জন্যে আমার ছেলেরা তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে...সে ঋণ যদি মনে করো গামছা ধুতিতে মিটবে না, নিয়ো না। সে তো আরো ভালো! তুমি বাপু এখন পথ দ্যাখো—

নগেন॥ বাঃ.বাঃ, পথে পথে ভ্যাগাবণ্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলে...আমি লাইন দেখিয়ে এ বাড়িতে নিয়ে এলাম, এখন আমায় লাইন দেখিয়ে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলছে! মহা খচ্চর লোক তো!

কেনা॥ কেন বাপু, আর কেন, দুখানা আংটি তো ঝেড়েছ!

নগেন॥ দূর মশাই! সে তো ঘুষ! ঘোষিত পুরস্কার নেবো না? তোমার পেছনে যে কাঁড়ি কাঁড়ি ঢেলেছি! অ্যাই শুভেন্দুবাবু—

কেনা॥ আঃ, আমার ছোট্ট ছেলেটাকে কেন তিতিবিরক্ত করছো?

নগেন॥ ছোট্ট ছেলে! বুড়ো দামড়া ছেলে!

কেনা॥ আর তাছাড়া আমার যা ছিটেফোঁটা আছে, তা থেকে তোমায় দিলে ওদের কী থাকবে? যাও ভাগো!

নগেন॥ অ্যাই কেনারাম!

কেনা॥ উঁহু, বেচারাম বলো...বেচারামবাবু...

নগেন॥ দেখবে মজা! চলো...চলো বর্ধমান!

কেনা॥ পাগল না হ্যাফপ্যান্ট!...আর বর্ধমানে যাই! আত্মহত্যের লাইনে আমি নেই!

নগেন॥ কেনারাম!

কেনা॥ (*চোখ পিট পিট করে*) কী নগেন, হচ্ছে? যেমন যেমন শিখিয়েছিলে, পাচ্ছো?

নগেন॥ দাঁড়াও, কি করে তোমায় টাইট দিতে হয়...শুভেন্দুবাবু...

[*নগেন ওপরতলায় উঠছে।*]

কেনা॥ টা-টা! নগেন টা-টা।

[*নগেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে চলে গেল।*]

সারেগা...গামাপা...বৌমা, অ বৌমা গেলে কোথায়? সন্ধ্যে হ'লো, শাঁক বাজাও! গেরস্ত-ঘরে একটা লক্ষণ নেই? সারেগা—গামাপা...

[*দীপ্তি ঢোকে।*]

দীপ্তি॥ বাবা...

কেনা॥ কই, চা কই?

দীপ্তি॥ শুনুন বাবা...

কেনা॥ আহা, এখন আমার টি-টাইম। চা দাও...দু'খানা লেড়ো বিস্কুট দাও!

দীপ্তি॥ বাজে কথা রাখুন...সম্পত্তি কাকে দেবেন ঠিক করলেন?

কেনা॥ কেন, তোমাকে...

দীপ্তি॥ বাড়ি?

কেনা॥ তোমাকে।

দীপ্তি॥ আর গয়নার বাক্সটা?

কেনা॥ সেও তোমাকে! তুমি আমার কত পেয়ারের বড়বৌ!

দীপ্তি॥ তবে দিন...

কেনা॥ দেবো বাবা...ভাল করে সেটেল করে নি!

[*বুড়ি ছুটে আসে।*]

বুড়ি॥ করাচ্ছি সেটেল!

কেনা॥ এইরে!

বুড়ি॥ এখানে বসে শলাপরামর্শ করা হচ্ছে, কি করে আমায় ফাঁকি দেওয়া যায়, না?

কেনা॥ বুড়ু!

বুড়ি॥ (*ভেঙিয়ে*) বুড়ু! আমি কিছু শুনিনি? সেই থেকে ল্যাজে খেলাচ্ছ!

দীপ্তি॥ খবরদার! বুড়ো মানুষের গায়ে হাত দিয়ো না বুড়ি!

বুড়ি॥ আমার বাপের গায়ে আমি হাত দেবো তাতে কার কি? এসো এদিকে...

[*কেনারামকে টেনে নেয়।*]

কেনা॥ (*বুড়িকে*) তোকেই তো সব দেবো ঠিক করেছি মা!

দীপ্তি॥ (*নিজের দিকে টেনে*) কী বললেন?

কেনা॥ ওকে গুল দিয়েছি। তোমায় দেবো...

বুড়ি॥ কি, একমুখে হাজার কথা! এর মধ্যে শিখে গেছো!

[*দুজনে কেনারামকে টানাটানি করে।*]

কেনা॥ (*বুড়িকে*) তুই পাবি...সব পাবি! (*দীপ্তিকে*) তুমি পাবে! (*বুড়িকে*) তুই পাবি! (*দীপ্তিকে*) তুমি— (*বুড়িকে*) তুই...

[*চারুর প্রবেশ।*]

বেয়াই, চা খাবো—

চারু॥ সাট্ আপ! বড্ড খাঁই তোমার! দুটো দাঁত ফেলে মুখে খাইবার গিরিপথ বানিয়ে বসেছো? সক্কলকে দেবো দেবো বলে সক্কলের কাছ থেকে খালি খেয়েই যাবে! দীপু, ক্যাস্টর অয়েল! এবার ক্যাস্টর অয়েল গেলা!

কেনা॥ ক্যাস্টর! অ্যাঁ!

[*বাইরের দরজামুখে ছোটে।*]

সকলে॥ ধর্...ধর্...আর যেতে দেবো না...

বুড়ি॥ ফের নিরুদ্দেশ হচ্ছে গো...

চারু॥ সম্পত্তির ফয়সালা না হলে হও দেখি নিরুদ্দেশ! কী রকম ক্ষ্যামতা! দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ দীপু।

দীপ্তি॥ (*কেনারামকে*) বলুন, আগে বলুন...

বুড়ি॥ বলো!

[*সবাই মিলে কেনারামকে টানাটানি করছে। সিঁড়িতে নগেন।*]

কেনা॥ ওরে...ওরে...দেবো...দেবো....ও নগেন...

নগেন॥ টা-টা বেচারামবাবু। টা-টা!

দীপ্তি, বুড়ি, চারু॥ চলো...চলো ভেতরে...তোমার চালাকি কি করে ভাঙতে হয়...দেবে

কি না বলো... বলো আমায় দেবে কি না...

[*দীপ্তি, বুড়ি, চারু কেনারামকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল। শ্রীধর তার বাক্স নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছু পিছু ভৈরব ঢোকে।*]

ভৈরব ॥ আবে অ্যাই! কোথায় চললি বে?

শ্রীধর ॥ তোমার মামাবাড়ির কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি!

ভৈরব ॥ নোটিশ না দিয়ে কাজ ছাড়ছিস?

শ্রীধর ॥ এতো ঝামেলার বাড়িতে পোষাবে না! এর কথা ওরে বল্লে, সে রেগে যাচ্ছে! তার কথা এরে বল্লে ও ক্ষেপে যাচ্ছে! আবার না বলেও উপায় নেই! পেটে খোঁচা মেরে কথা বার করে নেবে! চাকর না রেখে গুপ্তচর রাখলেই পারেন! আমি চল্লুম...

ভৈরব ॥ কোথায় যাচ্ছিস বে? দেশে?

শ্রীধর ॥ দেশে আর কী করতে যাব? সেখানে তো আমার কলাগাছটাও নেই! তাই মনস্থ করেছি এবার পথে বসে কামাবো..

ভৈরব ॥ কী কামাবি?

শ্রীধর ॥ মানুষও কামাবো—টাকাও কামাবো! নাপতেগিরি ধরব!

[*শ্রীধর চলে যাচ্ছে।*]

নগেন ॥ শ্রীধর! দাঁড়া দাঁড়া। না, ঘুরিস না...যেভাবে আছিস ঐ ভাবে থাক্। হ্যাঁ হ্যাঁ...বয়েস ঠিক আছে...লম্বায় ঠিক আছে...গলায় মাদুলিও আছে। এদিকে আয়। তোর তো কেউ নেই বললি? তুই মালদায় যাবি?

শ্রীধর ॥ মালদায় কেন বাবু? সেখানে কি কামানোর কিছু সুবিধে হবে?

নগেন ॥ কামাতে হবে না। সেখানে গেলে তুই একটা একতলা বাড়ি পাবি, মাছসুদ্ধু পুকুর পাবি, গরু সমেত গোয়াল পাবি...পনেরোটা পাতিহাঁস পাবি, সাতটা ছাগল পাবি, আটাশটা মুরগী পাবি...

শ্রীধর ॥ গেলেই পাবো?

নগেন ॥ গেলেই পাবি! সঙ্গে দুটো বৌ পাবি।

ভৈরব ॥ দুটো? লোকের একটা হয় না..হলেও থাকে না...

নগেন ॥ আর তেরোটা বাচ্চা পাবি।

শ্রীধর ॥ (*মুখটা চুপসে গেল।*) তেরোটা!

নগেন ॥ মন খারাপ করছিস কেন? বুড়োবয়সে তেরোজনে মিলে খাওয়াবে তোকে। চল্, সেখানে তোকে ত্রিলোচন কুণ্ডু হয়ে থাকতে হবে। পারবি?

শ্রীধর ॥ খুব পারবো। ত্রিলোচন হয়ে থাকবো এ আর কি কথা! দেরি করছেন কেন? এক্ষুনি নিয়ে চলুন! যাবো মালদায়! কী কী পাবো বললেন?

নগেন ॥ ওই যে বললাম, বাড়ি পুকুর ছাগল বৌ পাঁতিহাঁস আর তেরোটা বাচ্চা!

শ্রীধর ॥ উরেব্বাস!

ভৈরব ॥ এত জিনিস ও একা সামলাতে পারবে মামু?

শ্রীধর ॥ কেন পারবো না? হাঁসগুলোরে জলে ছেড়ে দেবো...ছাগল ক'টারে ডাঙায় ছেড়ে দেবো...গোরুগুলোরে মাঠে ছেড়ে দেবো ...বাচ্চাগুলোরে ইস্কুলে ছেড়ে দেবো—

ভৈরব॥ আর বৌ দুটোকে?

শ্রীধর॥ বৌ দুটোকে ছাড়বো না বাবু, গলায় মাদুলি করে রেখে দেবো...

নগেন॥ শোন্, এদিকে আয়। এত সম্পত্তি পাবি, আমায় ভালোমতো পুরস্কার দিবি তো?

শ্রীধর॥ সে আর বলতে? আপনি শুধু আমায় ভজিয়ে দিন না!

নগেন॥ সে ফিট করার দায়িত্ব আমার।

[*ঝুলি থেকে একটা স্ক্রু-ডাইভার বার করে।*]

...ঐ ত্রিলোচনের একটা চোখ ছিল। আয়, তোর একটা চোখ উপড়ে দি।

শ্রীধর॥ (*লাফিয়ে*) ওরে বাবারে! না!

ভৈরব॥ আঃ চুপ করে দাঁড়া!

শ্রীধর॥ ওগো না, আমি মালদায় যাবো না!

ভৈরব॥ (*শ্রীধরকে ধরে*) কেন যাবিনে? সব ঠিক হয়ে গেল, এখন বলে যাবো না! আমায় কিছু কমিশন দিবি! চালাও স্ক্রু চালাও মামু—

শ্রীধর॥ (*পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ে*) ওগো না, ছেড়ে দাও, আমি যাবো না। ও বৌদি, আমারে মালদায় নিয়ে যাচ্ছে গো...

নগেন॥ আচ্ছা আচ্ছা, মালদায় না যাস, রাণাঘাটে চল্! সেখানে যুধিষ্ঠির মুচি হয়ে থাকবি! তারও সম্পত্তি কম নয়!

শ্রীধর॥ সেই ভালো। রাণাঘাটেই যাবো। ও ত্রিলোচন হওয়ার চেয়ে যুধিষ্ঠির হওয়া ঢের ভালো।

নগেন॥ ভালো ভালো! বোস! দেখি...পা দেখি! (*ঝুলি থেকে একটা করাতি বার করে*) তোর একটা পা কেটে দেবো। যুধিষ্ঠির মুচির একটা পা ছিল না।

শ্রীধর॥ ওরে বাবারে, রাণাঘাটে যাবো না।

নগেন॥ একটা জায়গাতেও না যাবি তো এসব পরিবারগুলো কি ভেসে যাবে বলতে চাস?

ভৈরব॥ সাদা কথায় হবে না। (*পেছন থেকে শ্রীধরকে শক্ত করে ধরে*) ...কাটো মামু।

শ্রীধর॥ ওরে বাবারে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবো না...ও বৌদি, কেটে ফেললো....

নগেন॥ (*করাতি নাচাতে নাচাতে*) ভাগ্নে, মুখটা চেপে ধরো!

শ্রীধর॥ ও বৌদি...

[*ভৈরব পেছন দিক দিয়ে মুখ চেপে ধরে, শ্রীধর কাটা পায়রার মতো ছটফট করছে।*]

নগেন॥ আমি যখন ধরেছি যেতে তোকে হবেই শ্রীধর...(*করাতি উঁচু করে বুকের সামনে ধরে*) এখন বল্ কোথায় যাবি! রাণাঘাট না বর্ধমান!

ভৈরব॥ বর্ধমানে কার জায়গায় মামু!

নগেন॥ বর্ধমানে, নগেন পাঁজার জায়গায়—

ভৈরব॥ সে কি মামু! তুমিও ঘরছাড়া পলাতক?

নগেন॥ (*কঠিন মুখে*) পারবি হতে নগেন পাঁজা? কিছু করতে হবে না...শুধু একটা বৌয়ের দিকে নজর রাখবি। দেখবি সে কোথায় যায়, কি করে, কার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়,

আমায় ছেড়ে কাকে সে চায় ?... কেন, তার অভাব কিসের ? (*লকলকে করাতির ফলার মতো নগেনের মুখ চোখ কণ্ঠস্বর*) তুই বলবি আমিই নগেন পাঁজা! আমি সে আগের নগেনের মতো দুর্বল না! আমার ভাঙা ঘর জোড়া লাগাবো আমি! বল্ যাবি, বল্! ওই ফল্‌স্ লোকটাকে শক্ত হাতে ভাগিয়ে দিবি ? বল্, আমায় বাঁচাবি ?

[*ধরাশায়ী শ্রীধরের মুখের ওপর করাতি সুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বর্ধমানের নগেন পাঁজা। এমন সময় পুলিশ ইন্‌সপেকটার ঢুকলো।*]

ইন্‌স॥ হ্যাণ্ডস আপ! (*তিনটে লোক তিনদিকে ছিটকে গেল। ভৈরব ভেতরে পালাল। নগেনকে*) কী নাম ?

নগেন॥ নগেন পাঁজা!

ইন্‌স॥ বাড়ি ?

নগেন॥ বর্ধমান।

[*প্রদীপ ঢুকছে।*]

ইন্‌স॥ আপনি এর কথা বলেছিলেন মিস্টার গাঙ্গুলী ? (*প্রদীপ ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ*) চলুন, থানায় চলুন!

শ্রীধর॥ আমায় চিরে ফেলছিল দারোগাবাবু! ঐ যে করাতি!

[*শ্রীধর কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে গেল।*]

ইন্‌স॥ (*করাতি নিয়ে*) হুঁ! আর কি অস্ত্রশস্ত্র আছে, বার করো! দেখি, তোমার ঝুলি দেখি—

[*নগেন সোজা ইন্‌সপেকটারের পায়ের ওপর শুয়ে পড়ে।*]

না না না। ওভাবে কিছু হবে না। থানায় যেতেই হচ্ছে। বর্ধমান থেকে এখানে আসা হয়েছে মানুষ খুন করতে!

নগেন॥ থানায় কেন, যদি জাহান্নামেও যেতে বলেন তাও যাবো স্যার! আপনাকে আমি চিনে ফেলেছি!

ইন্‌স॥ তা চিনতে পারেন! এই ব্যবসা যখন করে খাচ্ছেন, তখন কোথাও না কোথাও আমাদের দেখা হয়েছে!

নগেন॥ আমি আপনাকে ধরে ফেলেছি স্যার!

ইন্‌স॥ অ্যাঁ, আপনি আমায় ধরেছেন, না আমি আপনাকে ধরেছি!

নগেন॥ কি বলছেন স্যার, আপনার মতো মহাপুরুষ আমার মতো চুনোপুঁটিকে ধরবে! আমি আপনাকে ধরেছি! (*গম্ভীর গলায়*) কার মনে আছে...কার মনে আছে, কোন বীর সন্তান, গায়ে এমনি খাকির পোশাক, বুকে এমনি চামড়ার বেল্ট, মাথায় এমনি টুপি, চোখে এমনি ফ্রেমের চশমা, এমনি চওড়া কপাল ...বাংলা মায়ের বুক খালি করে দেশান্তরে হারিয়ে গেছে...বলুন, কে বলতে পারেন...

ইন্‌স॥ কার কথা বলছেন মশাই...নেতাজী সুভাষচন্দ্র!

নগেন॥ সে বুক আজো খালি...আজো খাঁ খাঁ করছে। স্যার, স্যার আপনাকে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।

ইন্‌স॥ (হা হা করে হেসে) পাগলামি হচ্ছে! আমি পূরণ করবো তাঁর স্থান! আমি একজন সামান্য ইন্‌সপেক্টর।

নগেন॥ ও পরিচয় ভুলে যান স্যার। মনে করুন আমি সুভাষ, তারপর সব আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি ঠিক ফিট করে দেবো।

ইন্‌স॥ ছেলেবেলায় কতো স্বপ্ন ছিল...নেতাজীর মতো হবো...নেতাজীর মতো বীর হবো!...আচ্ছা বীর হয়েছি বটে!...কীভাবে জীবনটা নষ্ট করছি! তোমাদের মতো ছ্যাঁচড়া চোর জোচ্চোর জালিয়াতের পিছু ছুটতে ছুটতে....

নগেন॥ আমি বলছি আর নষ্ট হবে না। এখনো আশা আছে!

ইন্‌স॥ ছেলেবেলার স্বপ্নটা ভুলে গেছি...বহুকাল আগে ভুলে গেছি!

নগেন॥ আবার স্বপ্নটা জাগিয়ে তুলুন স্যার—আটকাচ্ছে কিসে? স্যার, আপনাকে খুঁজে বার করতে গভরমেন্টের কতগুলো কমিশন বসেছে একবার ভাবুন! রটিয়ে দিতে পারলেই হলো নেতাজী...তারপর আসল কি ভুয়ো, তার ফয়সালা হতে হতে আপনি আমি পগার পার। একবার চালিয়ে দিলে, বাকিটা জনগণই চালিয়ে নেবে। আমি আপনাকে নিয়ে একটা আশ্রম খুলবো, সেখানে দর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে! দূর, এসব খুচরো কাজ এবার ছেড়ে দেবো। দেশের সত্যিকার উপকার করবো। আপনার মধ্যে দিয়ে নেতাজীকে ফিরিয়ে আনবো...বসলেন কেন স্যার?

ইন্‌স॥ যা বলেছেন বলেছেন, আর বলবেন না। একবার যদি রটে যায়, সত্যি-মিথ্যে তলিয়ে দেখার আগে পিলপিল করে ছুটে এসে লোকে আমার হাত-পা খুলে খুলে নিয়ে যাবে মশাই। খবরদার থানায় গিয়ে এসব বলবেন না!

নগেন॥ (সাহস পেয়ে) খালি খালি ভয় পাচ্ছেন কেন স্যার! বুকে বল আনুন...সব হবে!

ইন্‌স॥ না, আর হতে হবে না! (উঠে পড়ে) ডেঞ্জারাস!

নগেন॥ উঠলেন যে!

ইন্‌স॥ এসব পাগলামি শুনলে চলবে? আমার কাজ আছে। থানায় যেতে হবে।

সকলে॥ চলুন, আমিও তো আপনার সঙ্গে থানায় যাবো।

ইন্‌স॥ না। আমি থানায় যাবো না।

নগেন॥ তবে কোথায় যাবেন, চলুন...

ইন্‌স॥ আপনি যেখানে যাবেন যান না, আমি অন্যদিকে যাবো।

[ইন্‌সপেকটার দরজার দিকে এগোয়, নগেনও তার পিছু পিছু যায়।]

ইন্‌স॥ ওকি! ফলো করছেন কেন?

নগেন॥ আমি আপনার সঙ্গে যাবো স্যার!

ইন্‌স॥ আমায় যেতে দিন বলছি...আদরওয়াইজ কিন্তু আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করবো!

নগেন॥ করুন স্যার!

[ইন্‌সপেকটারের হাত ধরে।]

ইন্‌স॥ হাত ধরেছেন কেন?

নগেন॥ আমি আপনাকে ধরে ফেলেছি স্যার।

ইন্‌স॥ আই সে, লিভ্‌ মি। ছাড়ুন। মহাপুরুষ নিয়ে ঠাট্টা না।

[*প্রদীপ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।*]

নগেন॥ মহাপুরুষ মাথায় থাকুন। কিন্তু যারা তাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে, তাদের ব্যবসা খতম করব। একটা চান্‌স দিন স্যার।

ইন্‌স॥ আচ্ছা মুশকিলে পড়লাম তো। মশাই, আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করবো না...কিন্তু আপনি আমায় ছাড়বেন কি না?

নগেন॥ আমি আপনাকে ফিট করে দেবো স্যার। আজাদ হিন্দ ফৌজে ফিট করে দেবো...আবার ভারত সীমান্তে হানা দেবো...আবার সেই কদম কদম বাড়ায়ে যা—যা—যা—কদম কদম বাড়ায়ে যা—

[*ইন্‌সপেক্‌টারের একটা হাত বগলে নিয়ে নগেন মার্চ করে বেরিয়ে গেল। শুভেন্দুর প্রবেশ।*]

প্রদীপ॥ (সম্বিত ফিরে পেয়ে) দাদা, আমরা ডেন্‌জারাস্‌ লোকের পাল্লায় পড়েছি! পুলিশ এলো যাকে ধরতে, উল্টে সেই গেল পুলিশকে ফিট করতে! শুনুন, লোকটা বেরিয়ে গেছে! এই ফাঁকে বুড়োটাকে রাস্তায় বার করে দিই।

[*বুড়ি ঢোকে।*]

বুড়ি॥ না!

প্রদীপ॥ বুড়ি!

[*দীপ্তি ঢোকে।*]

দীপ্তি॥ না! হবে না!

[*দীপ্তি ও বুড়ি নীচের দরজা আগলে দাঁড়ায়।*]

শুভেন্দু॥ দীপু, কী হচ্ছে কি! যাও, সরে যাও!

বুড়ি॥ আমি চীৎকার করবো...

দীপ্তি॥ আমিও চীৎকার করবো...

শুভেন্দু॥ মানে? তোমরা কি ঐ লোকটাকে বাড়ি রাখতে চাও?

প্রদীপ॥ দাদা মেয়েদের মাথায় একবার গয়না ঢুকলে আর ঠেকানো যায় না।

বুড়ি॥ পথ আটকে দাঁড়াও বৌদি। বাবার ঘরে যেতে দিয়ো না।

প্রদীপ॥ শুনছেন, শুনছেন দাদা!

শুভেন্দু॥ এসব কী হচ্ছে। আমি হাফ-ম্যাড হয়ে যাচ্ছি। দীপু, আমার বাড়িতে এসব চলবে না!

[*ছুটতে ছুটতে পিন্টু ঢোকে। হাতে একটা কাগজ।*]

পিন্টু॥ বৌদি...ছোড়দি...প্রদীপদা...আসছে!

সকলে॥ আসছে?

পিন্টু॥ হ্যাঁ...আসছে...

সকলে॥ কে আসছে?

পিন্টু॥ এখুনি এসে পড়বে। বৌদি, ছোড়দি, তোমরা এখানে একটা করে সই করে দাও।

সকলে॥ সই? কিসের সই?

পিন্টু॥ সাক্ষী। সাক্ষী।

শুভেন্দু॥ কীসের সাক্ষী?

পিন্টু॥ আজই হয়ে যাচ্ছে।

প্রদীপ॥ হয়ে যাচ্ছে...

পিন্টু॥ হ্যাঁ—রেজিস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে!

সকলে॥ রেজিস্ট্রি!

পিন্টু॥ হ্যাঁ—আমার বিয়ে...

সকলে॥ বিয়ে...!

বুড়ি॥ ওগো, সেই কাকাতুয়া!

পিন্টু॥ হ্যাঁ...ট্যাক্সিতে চেপেছে! বৌদি, তোমার ছোট-জা আসছে...যৌতুক রেডি করো!

দীপ্তি॥ যৌতুক!

পিন্টু॥ হ্যাঁ...বাবার গয়নার বাক্সটা...

শুভেন্দু॥ লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর...কোনো মাসে সংসারে একটা পয়সা ঠেকাস না...এখন এসে বাক্স ডিম্যাণ্ড করছিস?

পিন্টু॥ এখন খিঁচোচ্ছ কেন? তখন জনে জনে বলেছি, বাঁচাও, বাঁচাও! কান দাও নি। আর সে শোনে? বলেছে গয়না বাড়ি ঘর সব নেবে। নিয়ে তোমার ভাদ্দর-বৌ হবে!

শুভেন্দু॥ স্টুপিড! একটা মেয়ে তোকে...

পিন্টু॥ বার বার বলছি সে মেয়ে না! ...মেয়ে হয়েও সে ব্যাটাছেলের কান কাটতে পারে! তোমরা শুনছ না...বুঝতে চাইছো না! (*বাইরে ট্যাক্সির শব্দ*) ঐ বোধহয় এসে গেল...

[*পিন্টু ওপরে চলে গেল।*]

সকলে॥ পিন্টু! পিন্টু শোন্!

দীপ্তি॥ ওগো আমাদের যাবতীয় সব কোথাকার কে কাকাতুয়া কেড়ে নিয়ে যাবে?

বুড়ি॥ তবে কীসের জন্যে আমরা এখানে দাঁত কামড়ে পড়ে আছি গো?

দীপ্তি॥ ওগো তোমার ব্যবসা...আমার টোটনের ভবিষ্যৎ...

বুড়ি॥ ও দাদা, কি করবে করো, কাকাতুয়ার ট্যাক্সি এসে গেছে...

[*নেপথ্যে ঘর্-র্-র্ শব্দ হয়। দ্রুত চারু নেমে আসে।*]

চারু॥ চুরি...ডাকাতি...রাহাজানি...দীপু! ...শুভেন্দু! সব্বোনাশ হয়ে গেল! পিন্টু...পিন্টু যন্তর এনেছে...

প্রদীপ॥ যন্তর!

চারু॥ ইলেক্‌ট্রিক যন্তর! তার একটা মুখ ইলেক্‌ট্রিক্ প্লাগে বসিয়ে সিন্দুকের তালায় শক দিচ্ছে!

সকলে॥ অ্যাঁ!

চারু॥ তালা খুলে যাচ্ছে!

সকলে॥ সে কী!

[শুভেন্দু ওপরে যাচ্ছে, ভৈরব ঢুকল।]

ভৈরব॥ যেয়ো না বড়মামা! সামনে গেলেই, গায়ে কারেন্ট লাগিয়ে দিচ্ছে ছোটমামা। আমি ঠেকাতে গেছলাম, আমাকে শক্ খাইয়ে দিয়েছে! উঃ! উঃ!

[ভৈরব যেন এখনো শক্ খাচ্ছে। থেকে থেকে তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠছে। নাক মুখ দিয়ে অদ্ভুত ফিচির ফিচির শব্দ উঠেছে। নেপথ্যে শব্দ।]

দীপ্তি॥ ভেঙে ফেলল...ও বাপি, ভেঙে ফেলল যে!

চারু॥ জেল...লক্-আপ...(সরু গলায়) দমকল! দমকল!

শুভেন্দু॥ (ওপরের দিকে চেয়ে বিরাট জোরে) ও বাবাগো...(কেনারাম দেখা দিল) ও বাবাগো, ঠেকাও! তোমার সম্পত্তি তুমি ঠেকাও! আমি আর পারলুম না। বাবাগো...

কেনা॥ আবার ডাক!

শুভেন্দু॥ বাবা...

কেনা॥ আবার ডাক...

[উত্তেজিত শুভেন্দু নিজের বাবাকেই ডাকছিল। এবার খেয়াল হতে থমকে যায়।]

কেনা॥ (নেমে এসে) সেই কখন থেকে বলছি, ডাক ডাক বাবা বলে ডাক...আমার বুক জুড়োক! তা গোঁয়ার ছেলের সাড়া পাওয়া যায় না। ...আয়...বুকে আয় বড়খোকা!

[শুভেন্দুকে বুকে জড়ায়।]

শুভেন্দু॥ সবাই মিলে আমায় বাবা বলিয়ে ছাড়ল রে...

কেনা॥ আহা, নিজের যেন ইচ্ছে ছিল না! নিজে যেন সব সম্পত্তি একাই খেতে চায়নি! ইস্টুপিট, পেটে খিদে মুখে অ্যাঁ-উঁ-উঁ-উঁ!

[গয়নার বাক্স হাতে সিঁড়ির মাথায় পিন্টু।]

পিন্টু॥ বাক্স পেয়ে গেছি...চললাম...

সকলে॥ ঐ যে...ঐ যে...বাক্স নিয়ে গেল...পিন্টু...পিন্টু...

[সকলের নাগাল এড়িয়ে পাক খেতে খেতে পিন্টু সুট করে বেরিয়ে গেল।]

সকলে॥ বাক্স নিয়ে গেল! সব্বোস্ব নিয়ে গেল রে...

[এমন সময় লাল লুঙ্গি, গেরুয়া পাঞ্জাবি, চোখে চশমা আর বগলে ছাতা—এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালো দরজায়। নিঃসন্দেহে সে আসল বেচারাম।]

বেচা॥ ও বাক্সে কিছু নেই।

[বেচারামকে দেখে সকলে স্তম্ভিত, বাক্যহারা। এক এক করে সবাই চলে যায় ঘর ছেড়ে। শুধু বেচারাম ও কেনারাম অদ্ভুত চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে। ঘুরে ফিরে দুজনে দুজনকে দেখছে।]

কেনা॥ (প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে) নমস্কার। বসুন বসুন। গেরস্তর বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়। ওরে শ্রীধর, বাবুকে একটু তামাক খাইয়ে যা। আসবেন...আসবেন...মাঝে মাঝে আসবেন। দুজনে বসে গপ্পোটা গুজবটা করা যাবে। তা অ্যাদ্দিন এপাড়ায় আছি...কই আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না!

বেচা॥ আমারো তো ঠিক একই প্রশ্ন...আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না...আপনি কে?

কেনা॥ আমার নাম শ্রীবেচারাম চাটুজ্যে ...পিতা ঈশ্বর গয়ারাম চাটুজ্যে...স্ত্রী স্নেহলতা বহুকাল পরলোকগতা!

বেচা॥ চোপরাও!

কেনা॥ কী, আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকে চোপরাও! শ্রীধর, আমার লাঠিটা নিয়ে আয় তো। কোত্থেকে কে একজন উটকো লোক এসে মুস্তানি সুরু করেছে!

বেচা॥ কী, আমি উটকো! নিজের বাড়িতে আমি উটকো!

কেনা॥ বড়খোকা, কী করছ তোমরা? বাড়িতে চুরি-ডাকাতি হয়ে গেলেও কি নীচে নামবে না তোমরা! বুড়োমানুষ কদ্দিক সামলাবো! (*বেচাকে*) দেখাচ্ছি...তোমার বাড়ি কি আমার বাড়ি দেখাচ্ছি!

[*কেনারাম ভেতরে চলে যায়।*]

বেচা॥ বড়খোকা...কার খোকা! বেচারাম চাটুজ্যে! তবে ...তবে আমি কে...আমি কোথায়...

[*বাইরে থেকে নগেন ঢোকে।*]

নগেন॥ চলুন কেনারামবাবু...আপনাকে এ ফ্যামিলিতে ফিট করা যাবে না।...চলুন, যথেষ্ট হয়েছে। (*মুখের দিকে তাকিয়ে*) মরতে গোঁফ কামাতে গেলেন কেন? (*মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে*) আরে এতো বেঁটে হয়ে গেলেন কী করে? (*ভালো করে দেখে*) আ-আ-পনি কে?

বেচা॥ আগে তো জানতাম বেচারাম চাটুজ্যে...এ বাড়ির কর্তা!

নগেন॥ ও আপনি! তাই বলুন! আমি বর্ধমানের নগেন পাঁজা...আমার পেশা শূন্যস্থান পূরণ করা।...আপনার স্থানটি শূন্য ছিল, তাই পূরণ করতে এসেছি। তা নিজের সংসার ছেলেমেয়ে জামাই সব ছেড়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন কেন মশাই?

বেচা॥ কী বললে? নিজের ছেলেমেয়ে জামাই? বাপুহে এ সংসারে কেউ নিজের না। টাকা! নিজের কেবল টাকা! টাকা দাও, সবাই আছে...না দেবে কেউ নেই। বাপুহে টাকা থাকলে ছেলেমেয়ে কেনাও যায়..বেচাও যায়। ...কেন গেলাম? গেলাম ঘেন্নায়। (*থেমে*) পলে পলে অনুভব করেছি, এরা কেউ আমায় চায় না, চায় আমার সম্পত্তি, ওদের মায়ের গয়নার বাক্স! অথচ জানে না যে, তাতে কিছুই নেই...

নগেন॥ কিছুই নেই?

বেচা॥ কী করে থাকবে? ওদেরই লেখাপড়া শেখাতে, মেয়ের বিয়ে দিতে, এই বাড়িটুকু করতে সব শেষ। তবে হ্যাঁ, আছে, বাক্সে আছে কিছু টিনের চাকতি...সিন্দুকে ভরে রোজ রাত্তিরে সেগুলো আমি বাজাতাম...তা যদি না বাজাতাম অনেক আগেই এরা আমায় বিদেয় জানাতো।

নগেন॥ আপনার তেমনি আশঙ্কা হয়েছিল!

বেচা॥ সবারই হয়!...একটা জিনিস খেতে চাইলে পাবো না...পরতে চাইলে পাবো না! মুখটি বুঁজে থাকো! বাড়িতে ভদ্দরলোক এলে, ছেলে বলবে, গেট আউট...পার্কে গিয়ে বসো...তুমি সামনে গেলে, আমার মান যাবে। বাপুহে, সংসারে আমাদের মতো বুড়ো বাপের অবস্থাটা কী রকম জানো?

নগেন॥ বলুন তো...

বেচা॥ অ্যাপসট্রপির মতন!

নগেন॥ অ্যাপস্ট্রপি!

বেচা॥ হুঁ, ইংরেজি ভাষার অ্যাপসট্রপি! মাথার পরে সাজানো থাকে...কোনো উচ্চারণ নেই! আমরা বুড়ো মা-বাপও তাই। হেড অব দি ফ্যামিলি...নো প্রোনানশিয়েশান!

নগেন॥ ওনলি পোজিশান...নো ইমপোজিশান! তা মাসখানেক ডুব দিয়ে ছিলেন কোথায়?

বেচা॥ যাত্রাপার্টিতে।

নগেন॥ অ্যাঁ! এই বয়সে আপনি যাত্রা পার্টিতে ঢুকেছিলেন? প্রমপ্টার?

বেচা॥ (রেগে) অ্যাক্টর।

নগেন॥ এই চেহারায় চান্স পেলেন?

বেচা॥ রেগুলার খাতির করে নিয়ে গিছলো। ...মনের দুঃখে পার্কে বসে সেদিন কেত্তন গাইছিলুম...এমন সময় দুটো লোক এসে বলল, দাদুর গলাটি তো দরাজ...পরনের ড্রেসটিও ম্যাচিং...যাত্রাদলের বিবেক হবেন?

নগেন॥ কেন, সে দলের বিবেক ছিলো না?

বেচা॥ আরে ওদের বিবেক তখন গলা ভেঙে কেলিয়ে পড়েছে। এদিকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের বায়না খেয়ে বসে আছে।...অনেক বললে...মাইনে দেবে, মাছ দেবে দুখানা একশো গ্রামের, নাপতে আছে দুবেলা দাড়ি চেঁচে দেবে। ...আমাকে আর ভাবার সময় দিল না। পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল।

নগেন॥ বা বা বা, আমি যখন আপনার গৃহে ঢুকে আপনার ছেলেদের বিবেক ফোটাচ্ছি—আপনি তখন আসরে আসরে বিবেকের গান শোনাচ্ছেন! ফিরলেন কেন?

বেচা॥ পোষাল নারে ভাই...

নগেন॥ যাত্রাপাটিতে ঠিক নিজেকে ফিট্ করতে পারলেন না?

বেচা॥ দেখলুম কথায় এক, কাজে দুনম্বরী। এক নম্বর অ্যাক্টর মাছের মুড়ো খাবে...দু নম্বর খাবে ধড়...তিন নম্বর খাবে পোঁচা...আর বিবেক-টিবেক চুষবে কাঁটা...

নগেন॥ মানে সংসারেও আপনার যে হাল ছিল, যাত্রাদলেও সেই হাল হ'লো—উঁ?

বেচা॥ শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেও পালিয়ে এলুম...

নগেন॥ মানে কোথাও নিজেকে ঠিক ফিট করতে পারছেন না—

বেচা॥ না বাবা, কোথাও ফিট হচ্ছিনে! এখন কী করি বলোতো! ইচ্ছে হচ্ছে সব ছেড়েছুড়ে রেলের চাকায় গলা দিই।

নগেন॥ হুঁ, মন উড়ু-উড়ু হয়েছে...কিছু ভালো লাগছে না...বৈরাগ্যের হাওয়া লেগেছে...কী করা যায়...হুঁ...(অল্পক্ষণ ভেবে নিয়ে) চলুন, আমি আপনাকে ভাগলপুরে ফিট করে দিচ্ছি। ভাগলপুর আশ্রমের স্বামীজী প্রয়াগতীর্থে গিয়ে আর ফেরেননি। সেই শূন্যস্থানে আমি আপনাকে ফিট করবো। বসুন আপনি। আমি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যাবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে আসছি। এসেই আপনাকে নিয়ে যাবো।

[নগেন বেরিয়ে গেল।]

বেচা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা জায়গা আমার দরকার...উটকো শ্যাওলার মতো আর ঘুরতে পারিনে...একটা জায়গা...নিজের জায়গা...

[*টোটন নামছে ওপর থেকে।*]

টোটন॥ দাদু!

[*ছুটে এসে বেচারামকে জড়িয়ে ধরে।*]

বেচা॥ দাদুভাই!

টোটন॥ দাদু! দাদু! কোথায় ছিলে? আমায় ছেড়ে কোথায় ছিলে দাদু?

বেচা॥ আমার জন্যে তোর কষ্ট হ'তো টোটন?

টোটন॥ দাদু...

বেচা॥ ওরে আমি তোকে একবার দেখতে এসেছিলাম রে...

টোটন॥ দাদু! তুমি ছিলে না, কেউ আমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়নি! আমার চোখ একটু ভালো হচ্ছিল—আবার জল পড়ে।

বেচা॥ ভালো হয়ে যাবে...তোর চোখ ভালো হয়ে যাবে দাদুভাই, আমি...আমি যাই।

[*কেনারাম ঢোকে।*]

কেনা॥ টোটন!

টোটন॥ অ্যাঁ...

[*টোটন চীৎকার করে বেচারামকে জড়িয়ে ধরে।*]

কেনা॥ আয়—আমার কোলে আয়!

টোটন॥ না।

কেনা॥ আয়...

টোটন॥ না। (*বেচারামকে জড়িয়ে*) জানো দাদু, পিসি বাবা কাকা সবাই—সবাই তোমার টাকার জন্যে, গয়নার জন্যে ঐ—ঐ লোকটাকে বাড়িতে রেখেছে! তুমি ওকে বার করে দাও!

বেচা॥ কে কাকে বার করবে, আমি কে! আমি তো নেই! এতোকাল গয়নার বাক্সটা ছিল...এখন তাও ফাঁস হয়ে গেছে! কেউ আমায় জায়গা দেবে না। ছেড়ে দে, আমি যাই...

টোটন॥ না। তুমি যাবে না। যাবে ঐ লোকটা! তুমি থাকবে... আমার কাছে থাকবে! এসো— (*দরজা থেকে বেচারামকে ফিরিয়ে আনছে*)—বলো যাবে না, আর কখনো যাবে না!

[*ধীরে ধীরে ওরা ঢুকছে। দীপ্তি, বুড়ি, প্রদীপ, শুভেন্দু, ভৈরব, চারু—মাথা নীচু করে।*]

তোমরা আমার দাদুকে ডেকে নাও! ডাকো! না যদি ডাকো, তবে তোমরা যখন বুড়ো হবে, আমার কাছে তোমাদেরও এই দশা হবে।

বেচা॥ টোটন!

টোটন॥ বলো আর রাগ নেই, ...বলো দাদু...

বেচা॥ নেইরে নেই...

টোটন॥ আর কোনো দিন আমায় ছেড়ে যাবে না?

বেচা॥ না...নারে না...

[*টোটন বেচারামকে নিয়ে শুভেন্দু বুড়ির পাশে দাঁড় করায়। কেনারাম ধপাস করে মাটিতে*

বসে পড়ে। নগেন ঢোকে। তার বগলে একটা ধুতি ও গামছা, হাতে একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন।]

নগেন॥ (*নেপথ্যে*) কই বেচারামবাবু, চলুন ভাগলপুর...

[*ঢুকে সবকিছু দেখে*—]

বাঃ বাঃ বাঃ, জায়গার জিনিস জায়গায় ফিট হয়ে গেছেন! না, এর পরে আর আমার বলার কিছু নেই! আহা, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে! দেখাবেই তো! আসল মানুষ আসল জায়গায় ফিট হয়ে গেছেন...ভালো তো দেখাবেই। বেচারামবাবু...বলুন তাহলে, আজ আপনি আপনার হারানো জায়গা ফিরে পেলেন!

বেচা॥ হ্যাঁ ভাই, সারা জীবনে যা পাইনি...

নগেন॥ আজ তাই পেলেন। আর এমন করে পেলেন যা হারাবার ভয় থাকল না! জানেন বেচারামবাবু, সব শূন্যস্থানই ফাঁকিতে পূরণ করা যায়, কিন্তু এই (*বুক দেখিয়ে*) ...এই এখানে যদি কোন স্থান ফাঁকা থেকে যায়, সে ফাঁক কোনদিনই ফাঁকিতে ভরাট করা যায় না। বুকের কাছে কোন ফাঁকি চলে না...

বেচা॥ আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি ভাই...

নগেন॥ আশীর্বাদ করছেন—করুন! (*বেচারামের পায়ের ধুলো নেয়*) এই আপনার আশীর্বাদই আজ আমার কাছে পুরস্কার। (*দরজায় পিন্টু, হাতে বাক্স*) এই আপনার ছোট ছেলে চলে গিয়েছিল...ধরে নিয়ে এসে আপনার পায়ে ফিট করে গেলাম! ধরুন! এর কাকাতুয়াকে আমি থানায় ফিট করে এসেছি! সে আর কোনদিন ফিরবে না। আর এই নিন, দুটো আংটি। দেখি আপনার আঙুলে ফিট্ করে দিই!...কিন্তু আর আমায় দেরি করিয়ে দেবেন না—আমার আবার আর একটা জরুরি কেস রয়েছে! (*কেনারামের কাছে গিয়ে*) উঠুন কেনারামবাবু...ঢের হয়েছে... চলুন এবার আপনাকে কলাবাগানে ফিট করে দেবো! সেই যেখানে দশ মাসের শিশু হারিয়েছে! সেখানে তো আপনি যেতেই চেয়েছিলেন! চলুন, মায়ের কোলে ফিট করে দেবো। আপনি আমায় গামছা কাপড় দেবেন বলেছিলেন না? এই ধরুন, আমি আপনাকে দিচ্ছি...(*কাপড় গামছা দিল*) আর এই ধরুন হ্যারিকেন...(*হাতে হ্যারিকেন দিল*) চলুন, রাস্তায় যেতে যেতে আপনাকে একটা ন্যাকারবোকার কিনে দেবো... সেটা পরে আপনি সেই নন্দ মিস্ত্রির বৌয়ের কোলে শুয়ে...(*ঝুলি থেকে একটা দুধভরা ফিডিং বোতল বার করে কেনারামের মুখের সামনে ধরে*)—চুক্‌চুক্ করে ডুডু খাবেন...ডুডু খাবেন...

[*হাতে হ্যারিকেন, কাঁধে গামছা, মুখের সামনে দুধের বোতল—বাধ্য শিশুর মতো কেনারাম বাঁড়ুজ্যে চলেছে বর্ধমানের নগেন পাঁজার পিছু পিছু। বেচারাম চাটুজ্যের পরিবার হাসছে।*]

অলকানন্দার পুত্রকন্যা

চরিত্রলিপি

অলকানন্দা
দেবাহুতি
রজনীনাথ
শুভ
জয়দীপ
বাদল
পার্থ
ভুবন
লালা
যদুপতি

অঙ্ক ১ // দৃশ্য ১

[অলকানন্দার ফ্ল্যাটে বসবার ঘর। ঘরের তিনভাগ জুড়ে বসার জায়গাটা সাজানো। আসবাবপত্র সামান্যই—তবে বেশ পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল। এ ঘরের বাকি একভাগ দখল করে বসে আছে অলকানন্দার স্বামী রজনীনাথ। অচল পঙ্গু রজনীনাথ একটা ঢাউস ইজিচেয়ারের ওপর তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকে সর্বক্ষণ। ইজিচেয়ার ঘিরে রজনীনাথের ব্যবহার্য জিনিসপত্রে গড়ে উঠেছে একটা পৃথক সংসার। ঘরের এ অংশটা দেখলে মনে হয় যেন ঘরের মধ্যে আরেকটা ঘর। বয়েস রজনীনাথের গোটা পঞ্চান্ন। এক মাথা কোঁকড়া কাঁচা চুল। মুখখানা হাঁড়ির মতো ফাঁপা। চোখের জল গড়াতে গড়াতে মোমবাতির গায়ের মতো দাগ জমেছে গালের ওপর। খুব কষ্ট করে কথা বলতে হয় রজনীনাথকে। মুখখানা তখন বেঁকেচুরে যায়। রজনীনাথ ঝিম ধরে বসে আছে। যেন গজভুক্ত কপিত্থ। কোলের ওপর একটা রবারের বল। বেশিরভাগ সময় রজনীনাথ তার অকেজো আঙুলগুলো দিয়ে বলটাকে টেপাটেপি করে। ওটা তার চিকিৎসার অঙ্গ। নেপথ্যে অলকানন্দা ও লালার কথা শোনা গেল।]

[নেপথ্যে]

অলকা॥ কীরে লালা, তুই যে বাইরে বসে আছিস?

লালা॥ আমি আর কাজ করব না।

অলকা॥ কাজ করবি না! কেন, কী হ'লো কী!

লালা॥ দিনরাত খ্যাচখ্যাচ করছে— ভাল্লাগে?

অলকা॥ কে তোকে খ্যাচখ্যাচ করছে! বাড়িতে লোকটা কে আছে!

লালা॥ ঐ যে তোমার বরটা!

অলকা॥ আমার বরটা! কী বলেছে তোকে!

লালা॥ দূর! তুমি আমার টাকা পয়সা মিটিয়ে দাও তো...

অলকা॥ অ্যাই লালা, যাবি না। বোস এখানে। আমাকে দেখতে দিবি তো, কী হয়েছে! উঁ! রাগ দেখাচ্ছে!

[বাইরের দরজাটা ভেতরের দিকে খুলে এলে, কপাটের গায়ে কাঁচ বসানো চিঠির বাক্সটা দেখা যায়। অলকানন্দা দরজা ঠেলে তার ফ্ল্যাটে ঢুকতে ঢুকতে উঁকি দিয়ে দেখে নিল, কোনো চিঠি আসেনি। বর্ষীয়সী সুদর্শনা অলকানন্দা একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গীতশিক্ষিকা। স্কুল থেকেই ফিরল সে। চাদর হাতব্যাগ খাতাপত্র নামিয়ে রেখে অলকানন্দা জানালাটা খুলে দিল। বাইরে অঘ্রাণের দুপুর—ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।]

অলকা॥ তুমি কি জেগে আছ?

রজনী॥ হ্যাঁ...

অলকা॥ দুপুরে একটু ঘুম হয়েছিল?

রজনী॥ নাঃ...

[অলকানন্দা চট করে সংলগ্ন বাথরুমটা ঘুরে এল। তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছছে।]

অলকা॥ (নেপথ্যের উদ্দেশে) কইরে ও লালা আয় বাবা—ভেতরে আয়। (রজনীকে)

আরে হ্যাঁ, লালার সঙ্গে কী হয়েছে তোমার? ছেলেটা বাইরে মুখ গোমড়া করে বসে রয়েছে! তুমি বাপু বড্ড খিচির খিচির করো। অতো ওরকম করলে কাজের লোক থাকে না! এই ও যদি এখন কাজ ছেড়ে চলে যায়, আমি তো ঘরে বসে তোমায় পাহারা দিতে পারব না! বুঝবে মজা!

[*অলকানন্দা বাইরের দরজা দিয়ে নেপথ্যে মুখ বাড়াল।*]

তুই যারে লালা, আজ তোর ছুটি...

[*দরজা ভেজাবার ফাঁকে আর একবার চিঠির বাক্সটা দেখে নিয়ে বসল অলকানন্দা।*]

অলকা॥ কীগো, ওষুধটষুধ খেয়েছ তো ঠিকমত?

রজনী॥ (*এক ঝাঁক বিরক্তি ঝরে পড়ল*) হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ....

অলকা॥ বাব্বাঃ মেজাজ একেবারে তুঙ্গে— (*অলস গলায়*) মেয়েরা সব বইমেলা দেখতে যাবে, টিফিনেই ছুটি হয়ে গেল...

রজনী॥ চা খাবো...

অলকা॥ হ্যাঁ দেব, এই বসাচ্ছি চা। আমারও তেষ্টা পেয়েছে! জানলে, ফেরার পথে বাদলের বাড়ি হয়ে এলাম। সে গেছে ক্রিকেট খেলা দেখতে। বৌ বললে, খেলা দেখে আমাদের এখানে আসবে। আসুক। মানসীর ব্যাপারে আজ একটা ব্যবস্থা ওকে দিয়ে করাতেই হবে। মৃগেন কেন তাকে ওভাবে নির্যাতন করবে! দু'হপ্তা হয়ে গেল, মেয়েটার চিঠিও পাচ্ছি না। বিয়ে দিয়ে অশান্তিই কেবল বাড়ল গো।

রজনী॥ (*চিৎকার করে*) চা...চা খাবো...

অলকা॥ হচ্ছে হচ্ছে! এই আরম্ভ হ'লো! বাড়িতে পা দিলে তুমি আর মোটে বসতে দাও না। ছেলেমেয়েদের কথাও একটু বলা যাবে না। তোমার না হয় শরীরে মায়া মমতা নেই...

[*ক্ষুব্ধ অলকানন্দা উঠে অন্দরে ঢুকতে যাবে—বাইরের দরজায় বেল বাজল।*]

দাঁড়াও, কে এল দেখি...

[*অলকানন্দা বাইরের দরজা খুলল। একটা সাতাশ আটাশ বছরের সপ্রতিভ যুবক দাঁড়িয়ে আছে।*]

যুবক॥ আপনি নিশ্চয়ই শুভর মা?

অলকা॥ হ্যাঁ...আপনি?

যুবক॥ (*ঢিপ করে প্রণাম করে*) মাসিমা, আমি জয়দীপ। শুভ আর আমি এক কলেজে পড়ি...এক হস্টেলে থাকি।

অলকা॥ এসো এসো...ভেতরে এসো...

জয়দীপ॥ ইনফ্যাক্ট কলেজে আমার সঙ্গেই ওর বেশি ইনটিমেসি! ভীষণ বন্ধু আমরা...

অলকা॥ তাই বুঝি?

জয়দীপ॥ শুভ বলছিল, এসময় আপনি স্কুলে থাকেন। জাস্ট একটা চান্‌স নিয়েছিলাম। লাকিলি আপনাকে পেয়েও গেলাম...

অলকা॥ বসো। তুমি শুভর বন্ধু!

জয়দীপ॥ হ্যাঁ। কেন, বয়েস দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না মাসিমা?

অলকা॥ (লজ্জা পেয়ে) না না—

জয়দীপ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ...ইনফ্যাক্ট আমি ওর চার বছরের সিনিয়র মাসিমা। তারপর বছর দুই ফাইনালে ড্রপও দিয়েছি। ভাবছেন তাহলে ফার্স্ট ইয়ারের একটা জুনিয়র ছেলের সঙ্গে কী করে ফ্রেণ্ডশিপ গ্রো করল! ইনফ্যাক্ট আমাদের বন্ধুত্বটা একটু অন্য ধাঁচার।...শুভ আমার ছোট ভাইয়ের মতো... আমাকে জয়দা বলে ডাকে...আবার আমরাই যাকে বলে ভীষণ...

অলকা॥ ও তুমি শুভর জয়দা! তাই বলো...এবার আমার মনে পড়েছে...

জয়দীপ॥ শুভ বুঝি আমার কথা খুব বলে...?

অলকা॥ বলবে না? তুমি তো ওকে কলেজে র‍্যাগিং-এর হাত থেকে বাঁচিয়েছ! আমি জয়দীপ শুনে ধরতে পারিনি।

জয়দীপ॥ ও র‍্যাগিং নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না তো মাসিমা। শুভকে সব সময় আমি পাশে পাশে রাখি...! আর আমার পাশ থেকে কাউকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর র‍্যাগিং চালাবে...এরকম ছেলে গোটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটিও নেই মাসিমা...

অলকা॥ বাঁচিয়েছ বাবা জয়দীপ। পুজোর ছুটিতে এসে শুভ এমন মনমরা হয়ে ছিল! ...হুঁ, কী খাবে বলো...

জয়দীপ॥ কিচ্ছু না।

অলকা॥ ওমা! সেকি কথা... তুমি আমার বাড়ি প্রথম এলে।

জয়দীপ॥ মাসিমা আমার তাড়া আছে—বাইরে আমার বন্ধু অপেক্ষা করছে।

অলকা॥ বসো বাবা, এখুনি আসছি—

[*অলকা ভেতরে গেল।*]

জয়দীপ॥ শুভ আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছে মাসিমা!

অলকা॥ (আড়ালে) আমি এসে পড়ছি।

জয়দীপ॥ ওর খুব অসুখ...

[*অলকানন্দা দ্রুত পায়ে ফিরে আসে।*]

অলকা॥ কী হয়েছে!

জয়দীপ॥ না না...ব্যস্ত হওয়ার মত কিছু হয়নি মাসিমা। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, কাল আমাদের কলেজ হস্টেলের পেছনের শালবনে একটা ছ'ফিট লম্বা ময়াল সাপ বেরিয়েছিল...

অলকা॥ কামড়ায়নিতো?

জয়দীপ॥ না, না, শুভ দেখেই একেবারে দাঁতে দাঁতে লেগে অজ্ঞান, একটু টেম্পারেচারও এসেছিল। তবে আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসেছিলাম। উনি সব ব্যবস্থা করে গেছেন! ...এই যে চিঠিটা...

[*অলকানন্দা তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়তে যায়—*]

রজনী॥ চা খাবো...

অলকা॥ এই দ্যাখোনা শুভর আবার কী হ'লো...একটা সাপ দেখে...ভয় পেয়ে...আর পারি না বাপু এদের নিয়ে...

জয়দীপ॥ শুভর বাবা?

[*অলকানন্দা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চিঠি পড়ে।*]

ঘাবড়াবেন না মাসিমা। শুভ শুয়ে আছে। হস্টেলের দুটো জুনিয়র ছেলেকে ওর মাথার কাছে ফিট করে রেখে এসেছি। ওরা হোলটাইম সার্ভিস দেবে।

অলকা॥ (বিব্রত মুখ তুলে) এক হাজার টাকা চেয়েছে!

জয়দীপ॥ ও হ্যাঁ, মুখেও বলে দিয়েছে টাকার কথাটা! ইনফ্যাক্ট বার বার বলেছে...

অলকা॥ কিন্তু ...হঠাৎ...এতো টাকা...কেন...

জয়দীপ॥ কেন কিছু তো বলেনি মাসিমা...হয়তো অসুখের জন্যে হতে পারে...

অলকা॥ না না, অসুখের কথা তো কিছু লেখেনি...

জয়দীপ॥ বললাম যে, ওটা আমি বলে ফেলেছি। ইনফ্যাক্ট ও আপনাকে জানাতে বারণই করেছিল...

অলকা॥ টাকাটা তো তোমার হাতেই দিতে বলেছে...

জয়দীপ॥ দিলে কিন্তু এখনই দিতে হবে মাসিমা। আমি আজই ছটার ট্রেনে কলেজে ফিরে যাবো...

অলকা॥ কিন্তু এক্ষুনি এতগুলো টাকা...(রজনীকে) হ্যাঁগো, কি করি বলোতো...

জয়দীপ॥ আমি কি ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসব মাসিমা?

অলকা॥ উঁ? না! তাতেও কোন লাভ হবে না বাবা জয়দীপ। তুমি বরং একটা কাজ করো! শুভকে গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলো, আমি দু'একদিনের মধ্যে যা পারি সঙ্গে দিয়ে ওর বাদল মামাকে পাঠিয়ে দেব...

জয়দীপ॥ না-না মামাটামাকে পাঠানোর মত কিছু হয়নি! আপনি টাকাটাই যোগাড় করুন...আমি রাতটা কলকাতায় স্টে করছি...

অলকা॥ না...না তুমি আজই যাও বাবা। অসুখটা যদি বাড়ে! যদি আবার ভয়টয় পায়! তুমি থাকলে ভরসা! আচ্ছা মামা না যায়, আমিই যাবো...

জয়দীপ॥ কলেজে! আপনি যাবেন!

অলকা॥ যাই। শুনেছি তোমাদের কলেজটা নাকি ছবির মতো...! তিন দিকে পাহাড়...শাল মহুয়ার বন...জায়গাটা দেখে আসাও হবে!

জয়দীপ॥ কেন খামোখা হাঙ্গামা পোহাবেন মাসিমা! আমি না হয় শুভকে গিয়ে বলব, মার কাছে টাকা নেই, দেয় নি! চলি...

[*অলকানন্দাকে হকচকিয়ে দিয়ে জয়দীপ আচমকা বেরিয়ে যায়।*]

অলকা॥ সেকি! আরে, জয়দীপ শোনো...(*জয়দীপ ফিরল না। অলকা জানালায় গিয়ে ডাকার চেষ্টা করল। বাইরে মোটর বাইক ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ হ'লো।*) কী ব্যাপার বলো তো...আমাদের কাউকে কলেজে যেতে বারণ করল কেন? একবার বলছে খুব অসুখ...আবার বলছে কিছু না!...কী গো? টাকাটা ওর হাতেই দিতে হবে...না হলে দিতে হবে না...কী বুঝলে বলোতো? ...এই তো সেদিন মাসের খরচ পাঠিয়ে দিলাম...এর মধ্যে আবার হাজার টাকা! আর আমাদের ছেলের আক্কেলটা দ্যাখো! আমি কি টাকার গাছ! ঝাড়া দিলেই ঝুরঝুর! কিছুতে বুঝবে না—আর সে আগের অবস্থা নেই আমাদের...সব ভেঙেচুরে তচনচ হয়ে গেছে...

রজনী॥ (*প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে*) চা খাবো!

অলকা॥ (ক্ষেপে) খাবে খাবে! খাওয়া আর বসা ছাড়া আর কী আছে তোমার! ছেলেমেয়ের কোনটার কোথায় কী হচ্ছে...কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই! ওরা কি কেবল আমারই ছেলেমেয়ে ...তোমার কেউ না!

রজনী॥ কেউ না...ছেলেমেয়ে কেউ আমার না...কোত্থেকে সব জুটিয়ে এনেছে...

অলকা॥ চুপ চুপ! পাগলের মত চেঁচাবে না। ছেলেমেয়ে সব আমার একার ইচ্ছেতে জুটেছে, তাই না! বাপের বাড়ি থেকে আমি যে ওদের আঁচলে বেঁধে এনেছিলাম! ...পারব না...কিছু করতে পারব না...চা জলখাবার কিছু করতে পারব না আমি...

[*রাগ করে অলকানন্দা বসে—যেন চিরতরে বসল। রজনীনাথের দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিঃশব্দে কাঁদছে সে অঝোরধারে।*]

অলকা॥ ওই...ওই আবার শুরু হ'লো। থামো বলছি! দিনরাত চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে! হাত নেড়ে চোখদুটো মোছা যায় না? চেষ্টাও তো করে মানুষ!

রজনী॥ কী করব! আমার নৌকাটা যে চরে আটকে গেছে! নড়ে না চড়ে না....বৈঠা দুখানা আর বাইতে পারি না!

[*নৌকো বলতে দেহ আর বৈঠা বলতে রজনীনাথ তার হাত দুটোকে বোঝায়।*]

অলকা॥ তবে আর কি...থাকো থুম হয়ে বসে! এরপরে উঁইঢিবি ঠেলে উঠবে চারদিকে! আরে আমি তোমাকে ছেলেপুলের জন্যে কিছু করতেও বলছিনে...বুঝলাম, সব দায় আমার...কিন্তু তা বলে মুখের ভরসাটাও কি দেওয়া যায় না?

[*অলকানন্দা অন্দরে চলে যায়।*]

রজনী॥ ...ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্! এই আসনে বসে আমার শরীর শুকিয়ে যাক! পশুপক্ষী মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক!...কে...! কে বলেছে কথাটা! কে...!

[*বাইরে থেকে ডাক ভেসে এল: অলকাদি অলকাদি। —ডাকতে ডাকতে ঢুকল বছর ত্রিশের এক সুসজ্জিতা যুবতী। পোষাকে প্রসাধনে দস্তুর মতো মড্। কানে একটা ওয়াকম্যান যন্ত্র। গুপ্ত বাজনার তালে তালে তুড়ি দিচ্ছে সে।*]

যুবতী॥ অলকাদি...কইগো অলকাদি...

অলকা॥ (আড়ালে) কে রে! দেবাহুতি?

দেবাহুতি॥ হ্যাঁগো। কী করছ! (*অন্দরে উঁকি দিয়ে*) উফ্! এই ঘর-সংসার করতে করতেই যাবে তুমি! আরে তুমি হচ্ছ একজন গানের দিদিমনি। বিকেলবেলায় কোথায় তানপুরাটা নিয়ে বসবে...একটু রেওয়াজ করবে, তা না...

রজনী॥ ওটা কী বস্তু...তোমার কানে....?

দেবাহুতি॥ এটা? এটা একটা মজার যন্ত্র মিস্টার ব্যানার্জি...ওয়াকম্যান! চলতে ফিরতে বাজনা শোনা যায়...সাউণ্ড পলিউশান থেকে একেবারে মুক্তি!

রজনী॥ দেখি...

দেবাহুতি॥ ও! আপনি শুনবেন!

[*দেবাহুতি যন্ত্রটা রজনীর কানে একটু সময়ের জন্যে ধরে।*]

রজনী॥ আঃ! মিউজিক! ওয়ার্লড ইজ এ মিউজিক্যাল ব্যাণ্ড বক্স! ...কে? কে বলেছে কথাটা...উঁ? কে বলেছে...

দেবাহুতি॥ কোন মিউজিশিয়ান!

রজনী॥ নো! এ ম্যাথামেটিশিয়ান! পিথাগোরাস...গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস! হাঃ হাঃ। বলে মিউজিশিয়ান...হাঃ হাঃ...

দেবাহুতি॥ বাব্বা! ও অলকাদি দেখে যাও...তোমার কর্তা দেখছি আজ একেবারে টপ মুডে!

[*কাপডিশ সাজানো চায়ের ট্রে নিয়ে ঢোকে অলকানন্দা। কাঁধে ভিজে তোয়ালে।*]

অলকা॥ হুঁ, বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা আমার কর্তা...

রজনী॥ হাঃ হাঃ বলে মিউজিশিয়ান ...হাঃ হাঃ... (*দেবাহুতিও হো হো করে হেসে ওঠে*) দাও, চা দাও...

অলকা॥ দাঁড়াও, জলটা ফুটতে দাও।

[*চায়ের সরঞ্জাম রজনীনাথের পাশের নিচু টেবিলে রেখে অলকানন্দা গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ভিজে তোয়ালে দিয়ে স্বামীর চোখ মোছায়, মুখ মোছায়।*]

দেবাহুতি॥ একসেলেন্ট...অলকাদি একসেলেন্ট! তুমি যখন এমনি নরম হাতে মুখখানা মোছাও না, মনে হয় তোমার আঙুলগুলো সত্যিই শিল্পীর আঙুল...আর তোমার সামনে বসে আছে একটা বাচ্চা ডলপুতুল!

অলকা॥ ঐ দেখো তোমাকে ডলপুতুল বলছে! (*রজনীনাথ হাসে*) তা সেজেগুজে চল্লি কোথায়?

দেবাহুতি॥ রাশিয়ান ব্যালে দেখতে যাবো গো। ফ্যানট্যাসটিক অলকাদি! কলকাতায় এই প্রথম এলো! যাবে...যাবে...?

অলকা॥ ও বাবা, আমার বাড়ির ব্যালে কে সামলায় বলে...

দেবাহুতি॥ (*ঘড়ি দেখে*) আজ আবার লাস্ট শো!

অলকা॥ বাব্বা এবার শীত পড়তে না পড়তে কলকাতায় কতো কী একসঙ্গে চলছে! ...বইমেলা...

রজনী॥ ক্রিকেট খেলা...

দেবাহুতি॥ সামনেই ডিসেম্বরে আসছে স্টেডিয়ামে সারারাত্রিব্যাপী নাচগানের মেলা... কলকাতা কল্লোলিনী কলকাতা...

রজনী॥ তুমিও তো কল্লোলিনী...

দেবাহুতি॥ হাঃ হাঃ...

অলকা॥ যা বলেছো।

রজনী॥ তুমি ডিভোর্স পেয়ে গেছ!

দেবাহুতি॥ ওফ্!

অলকা॥ (*গম্ভীর গলায়*) ডিভোর্স না পেলে এতো নাচানাচি আসে! বামুন গেল ঘর...লাঙল তুলে ধর।

দেবাহুতি॥ কী যে বলো না? লাঙল তুলেছি!

অলকা॥ কাল তো রাত বারোটায় ট্যাক্সি থেকে নামলি! সঙ্গে তিন চারটে ছেলে! ভুবনবাবু সদর দরজা খুলতে গিয়ে খুব গজগজ করছিলেন...

দেবাহুতি॥ (*বিরক্ত হয়ে*) ভুবনবাবু! উঁ! আমাদের অনারেবল ল্যাণ্ডলর্ড! ইনকরিজিবল! আরে লোকটাকে কিছুতে বোঝানো যাবে না, কাল সাউথ ক্যালকাটা ক্লাবে একটা পার্টি ছিল... পার্টিতে রাত হবে না, বলো?

অলকা॥ আছিস ভালো! তা কী বলতে এলি...

দেবাহুতি॥ বলছিলুম আমার কাজের মেয়েটা আজ আসবে না। তুমি কিন্তু আমার ছেলেটাকে একটু দেখবে।

অলকা॥ (*গম্ভীর মুখে*) নারে বাপু আমার সময় হবে না।

দেবাহুতি॥ আরে তোমাকে কিছু করতে হবে না অলকাদি। আমি ওকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। ন'টার মধ্যে ফিরে আসব। তুমি শুধু মাঝখানে একটিবার দেখে এলেই হবে। তবে যদি কান্নাটান্না শুনতে পাও...

রজনী॥ (*হঠাৎ চিৎকার করে*) না, যাবে না।

দেবাহুতি॥ (*রজনীকে আমল না দিয়ে*) অলকাদি আমার চাবিটা রইল।

[*দেবাহুতি চাবি রেখে দ্রুত চলে যাচ্ছে।*]

অলকা॥ অ্যাই অ্যাই চাবি তুই রাখ। বললাম তো পারব না। (*রজনীকে দেখিয়ে*) ঐতো মানুষ! বুঝিস না যখন তখন একা ফেলে তোর ঘরে যাই কী করে।

রজনী॥ (*পূর্ববৎ*) তুমি যাবে না!

দেবাহুতি॥ আচ্ছা ঠিক আছে, বাচ্চাটাকে তা হলে এখানেই রেখে যাই। মিঃ ব্যানার্জী, আপনার পাশটিতে বেশ সুন্দর শুয়ে থাকবে।

রজনী॥ (*উত্তেজনায় চেঁচামেচি করে*) না...রাখবে না...আমার ঘরে কাউকে রাখবে না...খবর্দার রাখবে না...

অলকা॥ আঃ চেঁচিয়ো না! তোকে একটা কথা বলি দেবাহুতি। এভাবে বাচ্চাটাকে নিয়ে একা একা ঘরভাড়া নিয়ে আছিসই বা কেন? মা বাবার কাছে গিয়ে তো তুই দিব্যি থাকতে পারিস!

দেবাহুতি॥ বলেছিতো ওদের সঙ্গে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারি না!

অলকা॥ জগতে কারুর সঙ্গেই পারিস না! না পারলি বাবা মায়ের সঙ্গে, না পারলি...এ বাড়ির সবাই যে তোকে ছ্যা-ছ্যা করে রে!

দেবাহুতি॥ কেন, ছ্যা-ছ্যা করবে কেন! আরে বাবা একটা মানুষ না পারলে সে কি করবে! যাকগে, বাচ্চাটাকে তাহলে তুমি দেখছ না!

অলকা॥ রাগ করিস না। আমার মনটা ভালো নেই। শুভটার যে কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। সাতপাঁচ খবর পেলাম! আমার ভাইয়েরও আসার কথা আছে! ওরে তুই বরং আর কাউকে বলে যা...

দেবাহুতি॥ (*অভিমান করে*) তোমাকে নিজের ভাবি বলেই জোরটা খাটাই। ঠিক আছে, ব্যালে দেখতে যাবো না...

অলকা॥ (*দেবাহুতির হাত ধরে*) যাস না। দুধের বাচ্চাটাকে রোজ রোজ তালা চাবি দিয়ে ফেলে যেতে তোর ভয় করে না! যদি কোনদিন কিছু ঘটে যায়! বাচ্চাটার ওপর একটু মন দে...

দেবাহুতি॥ পারি না যে! চেষ্টা তো করি! হয় না! আসলে আমার ভেতরে এমন একটা গণ্ডগোল আছে...ও তুমি বুঝবে না।

অলকা॥ ওসব কেতাবি কথা রাখতো!

দেবাহুতি॥ সত্যি গো অলকাদি, তোমাকেও আমি বুঝি না। ধরো পরের ছেলেমেয়ে ঘরে এনে তুমি কেমন নিজের করে নিয়েছো। শুভ মানসীকে দেখে সবাই বলবে ওরা দুজনে তোমাদেরই ছেলেমেয়ে। আচ্ছা কী করে পারলে গো! আমায় দ্যাখো...আমারতো নিজেরই...অথচ...কেমন যেন ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাইনে গো...

অলকা॥ নিজের পরের ওসব কোন কথা নারে দেবাহুতি। একবার চোখ বন্ধ করে ভাব...দেখবি আপন-পর সব একাকার হয়ে যাচ্ছে!...দ্যাখ শুভ মানসী কারোর কাছেই আমরা ওদের আগের পরিচয় গোপন করিনি! তবু কিন্তু ওরা আমার! আর এটাই আমার চ্যালেঞ্জ!

দেবাহুতি॥ সব থেকে অবাক লাগে ওদের দুজনকে দেখে। ওরা দুজনতো দু'জায়গা থেকে তোমার কাছে এসেছে...অথচ কেমন নিজেরা ভাইবোন হয়ে গেছে! (*অলকানন্দার মুখে হাসি*) অলকাদি! তুমিই কেবল বলতে পারো...বল না অলকাদি আমার ভেতরের গোলমালটা ঠিক কী? জগতে কারুর জন্যেই কেন আমার কোন টান নেই....টান মোটে হয়ই না...

[*অন্দর থেকে স্টোভের সোঁ সোঁ আওয়াজ আসছে।*]

রজনী॥ বার্স্ট করবে! স্টোভটা, স্টোভটা...

অলকা॥ (*চমকে লাফিয়ে ওঠে*) ওমা! (*দেবাহুতিকে*) দে দে...তোর চাবি দিয়ে যা...

দেবাহুতি॥ চাবি!

অলকা॥ ব্যালে দেখতে যাবি না!

দেবাহুতি॥ যাবো!

অলকা॥ (*দেবাহুতির হাত থেকে চাবি নিয়ে*) গেলো ওদিকে সব পুড়ে ঝুড়ে...

[*অলকা ছুটে অন্দরে চলে যায়।*]

দেবাহুতি॥ ও সুইট অলকাদি! যাচ্ছি তাহলে কেমন? (*রজনীনাথকে*) সরি মিঃ ব্যানার্জী! ঠেকাতে পারলেন না....

[*দেবাহুতি হাসতে হাসতে দরজা খুলে বেরুতে গেলে দেখা গেল এবার লেটারবক্সের কাঁচে একটা চিঠি আটকে রয়েছে।*]

দেবাহুতি॥ তোমার চিঠি এসেছো গো অলকাদি! চিঠি! চিঠি! (*রজনীকে*) ওয়ার্ল্ড ইজ এ মিউজিক্যাল ব্যাণ্ড বক্স...

[*দেবাহুতি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল, আর তপ্ত কেটলি আঁচলে জড়িয়ে অলকানন্দা প্রায় ছুটেই ঢুকল।*]

অলকা॥ কই? ওমা! তাইতো! কখন দিয়ে গেল! (*চিঠির বাক্সের কাঁচে চোখ রাখল*) ওগো মানসীর চিঠি গো! যাক্ বাবা, এখন খবরটা ভালো হলে বাঁচি...(*রজনীনাথের পাশের নিচু টেবিলে কেটলি রেখে চাবি খোঁজে*) কই, চাবিটা কই? ওফ্! এখানেই তো থাকে! কী করলে চাবিটা...

রজনী॥ ছিল!

অলকা॥ ছিল তো জানি...গেল কোথায়? দরকারের সময় কি চট্ করে পাওয়া যাবে...(*জিনিসপত্র উটকে পাটকে চাবি খুঁজছে*) নিশ্চয় ভালো খবরই পাবো, কি বলো? ও বিয়ের পর নতুন নতুন মেয়েরা পুরুষ মানুষকে অকারণে একটু ভয় পেয়েই থাকে! মায়েদের কাছে একটু বেশি বেশি করে লেখে। আমিও কি লিখিনি? কি গো, মনে নেই তোমার?

রজনী॥ রঘু ডাকাত!

অলকা॥ হ্যাঁ...আমিও মাকে লিখেছিলাম...ওমা লোকটার মাথায় রঘু ডাকাতের মত চুল! পাশে শুতে ভয় করে! (*হাসল অলকানন্দা। আচমকা তার হাত পড়ল গরম কেটলিটার ওপর*) উফ্! কোথায় ফেললে চাবিটা!

রজনী॥ জানিনে যাও...

অলকা॥ তা জানবে কেন! কোন কাজ নেই, চাবিটাও নজরে রাখতে পারে না!...দ্যাখো কপাল, সেই চিঠি এলো, তবু পড়তে পারছিনে!

রজনী॥ পরে পোড়ো।

অলকা॥ হ্যাঁ—পরে পোড়ো! ভগবান আমার বোকাসোকা মেয়েটার কপাল পুড়ল না খুলল...কিছুই জানতে পারছিনে। কোথায় ধানবাদে মৃগেনের সঙ্গে তার মিলমিশ হলো কিনা...মৃগেন তাকে ভালোবাসল কিনা...আঃ সরো না...একটু সরো না...এই চেয়ারেই পড়েছে ঠিক...(*দলা পাকানো লোকটাকে চেয়ারের মধ্যে এপাশ ওপাশ উল্টে পাল্টে চাবি খোঁজে*) নাঃ, সে গেছে জন্মের মত! আমি যাই, দেখি যদি চাবিআলা পাই। না হয় বস্তি থেকে লালাকে ধরে নিয়ে আসি। বাক্স ভেঙে ফেলুক। তা'বলে কতোক্ষণ ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলবে চিঠিটা! শুনছ ঘোষবাবুকে বলে যাচ্ছি, দরকার পড়লে ডেকো।...কী যে লিখল মেয়েটা!

[*অলকানন্দা পড়িমরি চটি গলিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। রজনীনাথ অল্পক্ষণ পাশের চায়ের টেবিলের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে আর্তনাদ করে ওঠে—*]

রজনী॥ চা! চা দিয়ে গেল না! অলকা...অলকা...চা দিয়ে যাও...চা খাবো। আমার তেষ্টা পেয়েছে। হ্যাঙ ইওর চিঠি! চা দিয়ে গেল না! আমায় চা দিয়ে গেল না। চা খাবো....চা...

[*রজনীনাথ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নিচু টেবিলটার ওপর চায়ের সরঞ্জামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।*]

আ-আমার নৌকোটা আটকে গেছে...বৈঠা আর বাইছে না...চা খাবো ...চা....

[*রজনীনাথ এমনভাবে টেবিলটার ওপর ঝুঁকেছে—এই বুঝি গরম কেটলিটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে। বাইরের খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায় শুভ। কুড়ি একুশ বছরের ছিপছিপে ছেলেটার চোখমুখ উদ্‌ভ্রান্ত। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চুল। জামাপ্যান্ট ময়লা। পিঠে ব্যাগ। ঝড়ো কাকের হাল ছেলেটার।*]

শুভ॥ বাবা— (*দ্রুত এগিয়ে রজনীনাথকে ধরল*) তুমি পড়ে যাবে বাবা...

রজনী॥ (*শুভর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না*) যা দূর হয়ে যা...আমায় চা খেতে দে...চা...

শুভ॥ বাবা আমি শুভ...

রজনী॥ কেউ না...কেউ আমার না...শুভ মানসী কেউ না...কোত্থেকে সব জুটিয়ে এনেছে...

শুভ॥ অমন করে বলো না বাবা...আমি কদ্দূর থেকে তোমার কাছে ছুটে আসছি...বাবা ও বাবা, বাবাগো...

[*রজনীনাথ একটুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকে শুভর চোখে।*]

রজনী॥ শুভ! কী রোগা হয়ে গেছে ছেলেটা! কতদিন খায়নি, নোংরা জামা। সব ঐ মেয়েলোকটার জন্যে...

শুভ॥ মা—ওমা! মাগো—

রজনী॥ জাহান্নামে গেছে! আমায় একা ফেলে...

শুভ॥ মা কেন টাকাটা দিল না বাবা! আমি জয়দাকে পাঠিয়েছিলাম।

রজনী॥ নিবি...যা লাগে নিবি! না দেয় ওর কাছ থেকে কেড়ে নিবি!

শুভ॥ আমার ...আমার অনেক টাকা লাগবে বাবা! টাকা না নিয়ে আমি আর কলেজে যেতে পারব না। আমি কলেজ থেকে পালিয়ে এসেছি। টাকা না নিয়ে গেলে...ওই ওরা আমার গলা কেটে ফেলবে! ও বাবা তুমি আমাকে বাঁচাও।

[*আতঙ্কিত শুভ রজনীনাথের বুকে মুখ লুকোয়।*]

রজনী॥ কী হয়েছে তোর! শুভ...শুভ...

শুভ॥ বাবা...আমি কাল রাত্তিরে...আমাদের হস্টেলের পেছনে শালবনে...

[*হঠাৎ সতর্ক হয়ে চুপ করে শুভ। রজনীর কাছ থেকে সরে যায়।*]

রজনী॥ শুভ...

শুভ॥ না...সে আমি বলতে পারব না...না...

রজনী॥ শুভ! বল আমায় বল!

শুভ॥ না...না...

রজনী॥ আয়...শুভ আয়...

শুভ॥ সব শুনলে তোমরা আমায় ঘেন্না করবে নাতো! আমায় কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবে নাতো বাবা?

রজনী॥ না...না...

শুভ॥ (*চকিতে চারদিক দেখে নিয়ে*) বাবা আমি...আমি কাল রাত্রে...কলেজে..কলেজ হস্টেলে...হস্টেলের পেছনে শালবনে...আমি...আমি একটা পাপ করেছি বাবা...

[*বাইরের দরজায় জয়দীপ।*]

জয়দীপ॥ শুভ!

শুভ॥ (*আঁতকে ওঠে*) কে!

জয়দীপ॥ (*হাত নেড়ে শুভকে কাছে ডেকে নেয়*) শোন! এদিকে আয়। ...ঐ সব লজ্জার কথা কেউ ফাদারকে বলে!

শুভ॥ আমি না বলে থাকতে পারছি না জয়দা...

রজনী॥ কী পাপ!

জয়দীপ॥ (*রজনীনাথের কাছে যায়*) পাপ! না মেসোমশাই...সাপ! ...ইনফ্যাক্ট একটা

ছ'ফুট লম্বা ময়াল সাপ...কাল আমাদের হস্টেলের পেছনের শালবনে শুভকে তাড়া করেছিল। শুভ খুব ভয় পেয়েছে! উল্টোপাল্টা বকছে! ছেলেমানুষ তো!

[*রজনীনাথ নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নেয়। জয়দীপ শুভর কাছে আসে।*]

পাপ? না—সাপ! এখন থেকে ওটা সাপ!

শুভ॥ একদিন তো সবাই জানতে পারবে! মা বাবা তারপর বাদল মামা! আমার ভীষণ ভয় করছে জয়দা!

জয়দীপ॥ আবার সেই মেয়েছেলের মত করে! ব্যাটা তুই পুরুষ না কিরে! কেউ কিছু জানবে না! টাকাটা ম্যানেজ করে দে না। আমি সব ক্লিয়ার করে দেব। (*শুভ দু'হাতে মুখ ঢেকে চাপা গলায় কাঁদে*) অ্যাই...অ্যাই শুভ! আরে তুই আবার কলেজে ফিরে যাবি...আগের মত লেখাপড়া করবি! ইনফ্যাক্ট তুই একটা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট...সামনে তোর ব্রাইট কেরিয়ার...তুই তো আমাকেও পড়াতে পারিস রে! কী হ'লো রে! আচ্ছা কেন গেলি বলতো! আমাকে না জানিয়ে অত রাত্রে তুই ঐ থার্ড ইয়ারের বিচ্ছুগুলোর সঙ্গে গিয়েছিলি কেন শালবনে?

শুভ॥ ওরা বলল পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠেছে...হরিণ বেরুবে...হরিণ দেখেই চলে আসব...

জয়দীপ॥ হরিণ দেখেই চলে আসব! আরে ওরা হরিণ দেখার ছেলে! শালবনের ঝুপড়িতে বসে ওরা রোজ রাতে মহুয়া টানে...

শুভ॥ ওরা আমায় জোর করে খাওয়ালো...তারপর ...তারপর আর আমার কিছু মনে নেই জয়দা!

জয়দীপ॥ আমি সেখানে গিয়ে না দাঁড়ালে ঝুপড়ির সর্দার এক কোপে তোকে পাহাড়ের চাঁদই বানিয়ে দিতো! মহুয়া টেনে যে কাণ্ডটা করলি! ইনফ্যাক্ট পাঁচ হাজারের জামিনে...

শুভ॥ পাঁচ হাজার! অ্যাই তখন যে বললে এক হাজার...

জয়দীপ॥ আরে যতটা পারিস তুলে দে না। বাকিটা আমি ম্যানেজ করব। তোর কেরিয়ারটা আমায় দেখতে হবে না, না কি?

শুভ॥ তুমি আমার জন্যে কতো করছ জয়দা...

জয়দীপ॥ দূর দূর...ওসব ছাড়। রাস্তায় তোর মাকে দেখলাম হনহন করে কোথায় যাচ্ছে। মা ফিরলে টাকাটা ম্যানেজ করে নিয়ে আয়। আমি স্টেশনে বড় ঘড়ির নিচে আছি।

শুভ॥ না না তুমি থাকো। তুমি না থাকলে হবে না জয়দা...

জয়দীপ॥ ঘাবড়াচ্ছিস কেন শুভ? বি স্টেডি! তুই তো বলিস তোর ফাদার এক কালে টপ মালদার ছিল! বাজে কথা নাকি?

শুভ॥ নাগো, সত্যি! সত্যি প্রচুর ছিল আমাদের। হেভি বড় প্রেস ছিল বাবার ...বইয়ের ব্যবসা ছিল। কলেজ স্ট্রীটে মস্ত বড় বই-এর দোকান ছিল...জানো জয়দা, বালিগঞ্জে নিজেদের বাড়ি ছিল...আর স্কুলে যাবার জন্যে বাবা আমায় ফিয়াট গাড়ি কিনে দিয়েছিল। সব চোখের সামনে ভাসছে! তারপর এক এক করে সব চলে গেল...বাবার সেই অ্যাকসিডেন্টের পর...

জয়দীপ॥ অ্যাকসিডেন্ট!

শুভ॥ নৌকোয়...

জয়দীপ॥ নৌকো!

শুভ॥ বিজয়া দশমীর রাতে আমরা সবাই মিলে নৌকো চড়ে গঙ্গায় বেড়াচ্ছি! হঠাৎ আমার বোন মানসী ঝুপ করে জলে পড়ে গেল। বাবাও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল। একটু পরেই মানসী উঠে এলো। আসলে বাবা তো ভুলেই গিয়েছিল বোন সাঁতার জানতো।

জয়দীপ॥ জানতো!

শুভ॥ কিন্তু বাবাকে পাওয়া গেল আধ ঘণ্টা পরে। নৌকোর গলুই-এ মাথায় চোট লেগে...! জানো জয়দা, তিনবার বাবার ব্রেন অপারেশন করানো হয়েছে...আর মা প্রেস দোকান সব বেচে দিল—

[*হঠাৎ ঝনঝন করে কিছু পড়ল। ওরা ঘুরে দেখল, রজনীনাথ চা খাওয়ার চেষ্টায় চেয়ারের ধারে কাত হয়ে পড়ে আছে। চায়ের সরঞ্জাম সব মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে।*]

জয়দীপ॥ পড়ে গেছেরে!

রজনী॥ চা খাবো...চা...

জয়দীপ॥ আরে মেসোমশাই...শুভ, তোল তোল....ধর্...

রজনী॥ নৌকোটা...আমার নৌকোটা উল্টে গেছে, নৌকোটা ডুবে যাচ্ছে...

[*জয়দীপ রজনীনাথকে তুলে বসাচ্ছে, শুভ দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অলকানন্দা বাইরে থেকে ঢুকল।*]

অলকা॥ শুভ তুই! কখন এলি বাবা! হ্যাঁরে তুই নাকি জঙ্গলে সাপ দেখে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি! এখন কেমন আছিস বাবা...জ্বরটর নেইতো রে!

জয়দীপ॥ সেরে গেছে মাসিমা...

অলকা॥ (*জয়দীপকে দেখে অবাক হয়*) তুমি!

জয়দীপ॥ হ্যাঁ মাসিমা, বললাম না, তেমন কিছু না। ইনফ্যাক্ট আপনার এখান থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে দেখি বাবু গাড়ি থেকে নামছে...

অলকা॥ (*গম্ভীর মুখে শুভকে*) তবে চলে এলি কেন? (*রজনীনাথের কাছে যায়*) কী কাণ্ড করলে! ফেলেছ তো! ঠিক নিজে নিজে চা খেতে গিয়েছিলে! বলে গেলাম আসছি! ত্বর সইল না...(*শুভকে*) সামনে তোর টার্মিনাল পরীক্ষা...

জয়দীপ॥ ও নিয়ে ভাববেন না মাসিমা। ঠিক সময়ে আমি সব তৈরী করিয়ে নেব।

অলকা॥ তুমি চুপ করো বাবা। তুমি তো নিজেই বছরের পর বছর ড্রপ দিচ্ছ! কিন্তু ওর তো তা চলবে না। বাড়ির এই অবস্থা! (*ভাঙা কাপডিস মেঝে থেকে কুড়িয়ে ট্রে-তে তোলে*) কিরে, টাকা চেয়েছিলি কেন? যখন তখন চাইলেই হলো! পাগল করে মারবি তোরা! হাজার টাকা চাট্টিখানি কথা!

শুভ॥ ও মা হাজার না, আমাকে পুরো পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে!

অলকা॥ জয়দীপ, ব্যাপারটা কী বলোতো আমায়! এইটুকু ছেলে হাজার...পাঁচ হাজার...

শুভ॥ কী শুনবে কী! টাকা দাও, চলে যাচ্ছি! আর কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইব না!

অলকা॥ ওগো দেখছো, তোমার ছেলের মেজাজটা একবার দেখছো! (*শুভকে*) আসুক...আসুক আজ তোমার বাদল মামা মাঠ থেকে...তোমার বাঁদরামো কি করে ঘুচোতে হয়...

শুভ॥ না, মামাকে কিছু বলবে না। আমার কথা কাউকে বলা যাবে না।

অলকা॥ আমার তো ভালো ঠেকছে না। জয়দীপ, কোথায় কী করে বেড়াচ্ছ তোমরা?

জয়দীপ॥ আপনাকে বললাম না মাসিমা, কাল রাতে আমাদের কলেজ হস্টেলের পাশে শালবনে একটা ছ'ফুট লম্বা ময়াল সাপ...

শুভ॥ ও বাবা...মাকে তুমি টাকাটা দিতে বলো না...

রজনী॥ দাও না অলকা, অত করে চাইছে...

অলকা॥ কোত্থেকে দেবো! বসে বসে হুকুম করছ! যেন কত সম্পত্তি আছে তোমার...

রজনী॥ কেন, আমার প্রেস-দোকান-পাবলিকেশন...

শুভ॥ সব বিক্রি করে তুমি গাদা গাদা টাকা পেয়েছিলে!

রজনী॥ পেয়েছিলে তুমি!

অলকা॥ হ্যাঁ পেয়েছিলাম! আর আজ আট বছর ধরে যে ঐ দুর্দান্ত চিকিৎসার সামাল দিতে হ'লো, তার হিসেবটা করবে কে! তিন তিন বার বিদেশে পাঠিয়ে অপারেশন...একি চাট্টিখানি কথা! তুমি বলো জয়দীপ...

জয়দীপ॥ সে তো ঠিকই।

শুভ॥ তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলোতো, ব্যাঙ্কে তোমার টাকা নেই!

অলকা॥ যা ছিটেফোঁটা আছে, তা আমাকে হিসেব করে খরচ করতে হয়...

জয়দীপ॥ তা তো হবেই!

অলকা॥ তোমার সামনে বলতেও আমার লজ্জা হচ্ছে জয়দীপ...কোনদিন ওদের আমি জানতে দিইনি, আমার স্কুলের মাষ্টারিটুকু ছাড়া বিশেষ কিছু নেই আর! তাও যা ছিল...ক'মাস আগে মেয়ের বিয়ে দিতে...

শুভ॥ বাঃ! তাহলে আমার কোনো পাওনা নেই!

অলকা॥ পাওনা! পাওনা কীরে! এসব ওর মাথায় কে ঢোকাচ্ছে!

শুভ॥ কেন মানসীর বেলায় ইচ্ছেমতো খরচ করা যায়, আমার বেলাতেই বা যাবে না কেন?

জয়দীপ॥ আঃ শুভ, কী বাজে বকছিস! নিজের বোনের ব্যাপারে...

শুভ॥ কে বোন! আমার কোন বোনফোন নেই! ছাড়োতো জয়দা। অনাথ আশ্রম থেকে তুলে এনে একটা মেয়েকে আমার বোন বানানো হয়েছে! ঐ মানসী টানসী আমার কেউ না।

জয়দীপ॥ ছিঃ শুভ ছিঃ! তুইও যেমন এ বাড়ির ছেলে, মানসীও তেমন এ বাড়িরই মেয়ে!

শুভ॥ (*রজনীর সামনে গিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে*) আমায় যখন বাদুড়বাগানের বাড়ি থেকে তোমরা নিয়ে এলে, তখন ঠিক ছিল সমস্ত ব্যবসাপত্তর সব আমি পাবো! এর মধ্যে মানসীকে ভাগীদার করে আনা হ'লো কেন?....তোমরা আমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছ না...দিয়ো না। লাগবে না! কিন্তু আমি যদি এখন বাদুড়বাগানে যাই...দশ বিশ পঞ্চাশও পেতে পারি! সেখানে কেউ জানতেও চাইবে না আমার কী হয়েছে...

[*বলতে বলতে শুভর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। আর অলকানন্দা তার হতবাক অপলক বিস্ময়ের*

অবসান ঘটিয়ে শুভর গালে চড় মারে। ঘরটা নীরব হয়ে যায়। ভাঙা কাপডিস নিয়ে বাথরুমে চলে যায় অলকা। সেখান থেকে ঝনঝন আওয়াজ আসে। জয়দীপ চমকে ওঠে। রজনীনাথ পাথর হয়ে আছে।]

জয়দীপ॥ (শুভকে) চল্...বাইরে চল্। বাড়ি এসে এরকম পাগলামি করবি জানলে আমি কক্ষনো তোর সঙ্গে আসতাম না। যতই তোর বন্ধু হই, ইনফ্যাক্ট আমি তোর সিনিয়র। আমাকে এভাবে অপমান করার অধিকার তোকে কে দিয়েছে! আমার কী রকম একটা 'লস অব ফেস' হয়ে গেল..বুঝতে পারছিস না? আপনি কিছু ভাববেন না মেসোমশাই...আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

[অলকানন্দা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।]

শুভ॥ যাচ্ছি বাদুড়বাগানে! নিয়ে আসছি টাকা! তখন দেখো তোমরা—

[শুভকে টেনে নিয়ে জয়দীপ বেরিয়ে যায়।]

রজনী॥ (কেঁদে ওঠে) শুভ...শুভ...

অলকা॥ কী ভীষণ...কী সংঘাতিক ছেলে হয়েছে আমাদের! কী লজ্জা...কী লজ্জা...

রজনী॥ বাদুড়বাগানে চলে গেল...শুভ...

অলকা॥ যেখানে খুশি যাক্! কাঁদবে না তুমি! আবার এলে আবার মারবো! ছোটবোনটাকে যে ঐভাবে বলে...বলে কিনা মানসী আমার কেউ না!

[অলকানন্দার দৃষ্টি পড়ে বাইরের দরজার ওপর। লেটারবক্সে চিঠিটা রয়েছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে লেটারবক্সের তালাটা ধরে গায়ের জোরে টানাটানি করে। সর্বশক্তি দিয়ে মোচড় দেয়। তালাটা খুলেও যায়। চিঠি বার করে অলকানন্দা চোখের সামনে মেলে ধরে। চোখেমুখে ত্রাস ফুটে ওঠে অলকানন্দার। বাইরে—কলকাতার পথে—এখন বোমা পটকা ফাটার শব্দ।]

রজনী॥ কী...কী লিখেছে মানসী?

[কাছে দূরে দুমদাম শব্দ হচ্ছে। ঘরে অন্ধকার নেমে আসে।]

অঙ্ক ১ // দৃশ্য ২

[রাত্রি আটটা সাড়ে-আটটা। রজনীনাথকে দেখা যাচ্ছে সেই চেয়ারে। চোখ বন্ধ করে ট্রানজিস্‌টারে গান শুনছে। অলকানন্দার ভাইপো পার্থ বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে দরজা ঠেলে ঢুকল। পার্থ ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশ—হাসিখুশি বুদ্ধিমান। ক্রিকেট খেলা দেখে ফিরছে।]

পার্থ॥ পিসি....ও পিসি...

রজনী॥ কে?

পার্থ॥ আমি পিসেমশাই...

রজনী॥ (খুশি হয়ে) পার্থ?

পার্থ॥ বাবাও আছে পিসেমশাই...

রজনী॥ বাদল! কই কই...

পার্থ॥ আসছে...আসছে! আজ কিন্তু একটু বাবার পেছনে লাগতে হবে পিসেমশাই। ইণ্ডিয়াতো আজ আবার হেরেছে!

রজনী॥ (*মজা পেয়ে*) আবার! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! সারাদিন তো ওর কথাই হচ্ছে...বাদল ক্রিকেট...ক্রিকেট বাদল!

পার্থ॥ পিসেমশাই গান শুনছেন?

রজনী॥ বন্ধ করে দে, বন্ধ করে দে। গলায় দানা বাঁধেনি...

পার্থ॥ হ্যাঁ, পিসির গান ছাড়া পিসেমশাই-এর আর কারো গানই ভালো লাগে না...সুচিত্রা মিত্রেরও না।

রজনী॥ অ্যাই তোর কান কামড়ে দেবো।

পার্থ॥ (*হেসে*) ও পিসেমশাই...ওই যে কথাটা বলেন আপনি...ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্...

রজনী॥ হ্যাঁ হ্যাঁ কে বলেছে...কথাটা কে বলেছে...

পার্থ॥ বুদ্ধদেব! বোধিদ্রুমের নিচে বসে...

রজনী॥ হ্যাঁ হ্যাঁ!...অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভম্!...ভুলে ভুলে যাই...কথাটা মনে পড়ে, বক্তাকে আর মনে পড়ে না! হোয়াট এ পিটি! ও পার্থ তুই চাকরি পেয়েছিস?

পার্থ॥ ও পিসেমশাই, এবার আপনার বক্তাকেও মনে নেই, কথাটাও মনে নেই! সেদিন আপনাকে বলে গেলাম না...কলেজের লেকচারার হয়েছি।

রজনী॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ অধ্যাপক! ব্যাটা বাচ্চা অধ্যাপক! হাঃ হাঃ! আমার ঐ বাচ্চা বাচ্চা মাস্টার আর বাচ্চা বাচ্চা পুরুতঠাকুর খুব ভালো লাগে...

[*দুই কাঁধে গোটা চারেক ব্যাগ, ফ্লাস্ক, জলের বোতল নিয়ে পার্থর বাবা বাদল ঢুকল। খেলায় হেরে গিয়ে বাদলের মেজাজ আজ বিগড়ে আছে।*]

বাদল॥ কী ছেলেরে তুই! যাবতীয় মালপত্তর সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পালিয়ে এলি, আমায় আম্পায়ার পেয়েছিস নাকি! (*মালপত্তর নামিয়ে রজনীকে*) আরে দিদি বার বার দেখা করতে বলছে কেন? গেলো কোথায়?

রজনী॥ তোমার দিদি গেছে পাশের ফ্ল্যাটে...ঐ দেবাহুতির ঘরে...বসো বসো!

বাদল॥ না না বসতে টসতে পারব না। সাড়ে আটটা বাজে...

রজনী॥ আরে বসো...অনেক জরুরি কথা আছে।

[*খামচা দিয়ে নিজের মাথার কাউন্টি-ক্যাপটা ছুঁড়ে ফেলে বাদল বাথরুমে ঢুকে গেল।*]

পার্থ॥ (*জোরে—বাদলকে শুনিয়ে*) আমরা তো ইডেনে ওয়ান-ডে দেখে এলাম পিসেমশাই। বাবার কাছে একটু রেজাল্টটা শুনুন—

বাদল॥ (আড়ালে ধমক ছাড়ে) এই পার্থ!

[*রজনী মজা পেয়ে হাসছে।*]

পার্থ॥ ক্ষেপিয়ে লাল করে দিতে হবে পিসেমশাই...

রজনী॥ দ্যাখনা...কাঁদিয়ে ছাড়ব।

[*বাদল বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। রজনীনাথ ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলে—*]

আজ তো ইণ্ডিয়া-পাকিস্তানে খেলা হ'লো...কী রেজাল্ট হ'লো বাদল?

বাদল॥ দূর দূর ব্যাটারা খেলা শিখেছে না মেলা শিখেছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিচ্ছে, প্লেনে চড়ে চড়ে আসছে, বুকে লোগো পরে পরে মাঠে নামছে, আর ফাস্টবলের সামনে ব্যাট হাতে নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে! ডিফেন্স বলতে কিচ্ছু নেই জামাইবাবু। ব্যাটাদের মেরে মেরে তক্তা বানাতে হয়...

রজনী॥ (হেসে) তার মানে গো-হারা হেরে এসেছে! আমি ভাবলাম বোমা ফাটছে, ইণ্ডিয়া জিতেছে।

পার্থ॥ ও পিসেমশাই বোমা বেঁধেছিল পাকিস্তানকে হারিয়ে আজ হুল্লোড় করবে বলে! এখন নিরাশ হয়ে ফাটিয়ে ফেলছে।

রজনী॥ (হেসে) উচ্ছ্বাসে বোমা...নৈরাশ্যেও বোমা!

বাদল॥ আরে জামাইবাবু আপনারাও তো এককালে খেলেছেন। বলুনতো মাত্র বাইশটা রান...হাতে পাঁচখানা উইকেট...সাত ওভার জ্যান্ত বল পড়ে রয়েছে! ব্যাটারা সব ঝপঝপ করে লাইন বেঁধে পড়ে গেল!

পার্থ॥ দিয়েছে আজ ইমরান খান...বাবার ইণ্ডিয়ার বুকের ওপর রোলার চালিয়ে দিয়েছে...

বাদল॥ (তেড়ে যায়) অ্যাই!...সেই মাঠ থেকে আমার পেছনে লেগে গেছে—সব সময় ফাজলামি!

[বাদলের রাগে রজনীনাথ হেসে কুটিপাটি।]

রজনী॥ আহা রাগ করছ কেন, খেলায় তো হারজিত আছেই...

বাদল॥ (ক্ষেপে) রাখুন তো! যা বোঝেন না, তা নিয়ে কথা বলবেন না! এ আপনার বই-এর ব্যবসা না!

রজনী॥ সবই বুঝি!

পার্থ॥ পিসেমশাই সবই বোঝেন। রেগুলার খেলতেন।

বাদল॥ কী বোঝেন কী! আরে আপনার দেশটা হেরে মজে পচে ধ্বসে যাচ্ছে...মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে অপমানিত লাঞ্ছিত হচ্ছে...তখনো ঐ দর্শন নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকবেন—খেলায় হারজিত আছে! ট্রামেও দেখছিলাম এইরকম কিছু উদাসীন মাল আজকাল জুটেছে! কিছু মনে করবেন না জামাইবাবু, এই আপনাদের মত লোকের জন্যেই দেশটা গেল!

পার্থ॥ (সংগোপনে) পিসেমশাই আর একটু...আর একটু...

রজনী॥ (ফিসফিস করে) কাজ হচ্ছে?...হ্যাঁরে, তোর বাবা এখনো মাঠে গণ্ডগোল করে?

পার্থ॥ ওরে বাবা...পিসেমশাই, গাভাস্কার একটা ছক্কা মারল...বাবাও মাঠে ছুটল গাভাস্কারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে...

বাদল॥ (আনন্দে চাঙ্গা হয়ে) দারুণ! দারুণ ছক্কাটা মেরেছিল জামাইবাবু, বোমবাসটিক! টেনে মেরেছে...একেবারে গ্যালারির ওপারে! ঐ একটা ছক্কায় একেবারে চাঙ্গা হয়ে গেলাম জামাইবাবু...

পার্থ॥ আর পুলিশও লাঠি তুলে বাবাকে...

বাদল॥ অ্যাই!

রজনী॥ হাঃ হাঃ! বল্ বল্ তারপর ...তারপর...

পার্থ॥ তারপর জাভেদ মিয়াঁদাদ যখন স্লিপে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ক্যাচ লুফতে লাগল...বাবাও একটার পর একটা লেবু ছুঁড়তে লাগল আম্পায়ারের দিকে...

রজনী॥ হাঃ হাঃ...

[অচল পঙ্গু লোকটা যেন মজার খনির হদিশ পেয়েছে। শরীরে আনন্দের শিহরণ জাগছে।]

বাদল॥ (তেড়ে যায়) ওগুলো ক্যাচ ছিল? কোনোটা ক্যাচ ছিল!

পার্থ॥ ছিল না?

বাদল॥ আরে জামাইবাবু, ব্যাটের ওপর দিয়ে যাচ্ছে...নিচে দিয়ে যাচ্ছে...হাঁটুতে লাগছে...সব ক্যাচ ক্যাচ! আর আমাদের আম্পায়ারগুলো তেমনি হয়েছে, সব সময় হাত তুলেই আছে! সব যেন নদীয়া থেকে এসেছে। আরে তুই আম্পায়ার, তোর দেশটা হেরে যাচ্ছে, তুই মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছিস...তোর নিজের একটা দায়িত্ব নেই!

পার্থ॥ পিসেমশাই, সব ঠেকাবে আম্পায়ার! হাঃ হাঃ—

বাদল॥ (ভেংচি কেটে) হ্যা হ্যা? আর ওদের যে প্রত্যেকটা এল.বি. ছিল?

পার্থ॥ প্রত্যেকটা এল.বি.?

বাদল॥ ছিল না?

পার্থ॥ একটাও দিল না!

বাদল॥ দিল নাই তো! কী বলব জামাইবাবু, প্রত্যেকটা স্টাম্পের বল...খেলতে পারছে , পায়ে লাগাচ্ছে। আমরা এতো অ্যাপীল করছি এল. বি—ল. বি.—...দে তুই এল.বি.টা দিয়ে দে...একটাও দিচ্ছে না...আরে গ্যালারি থেকে স্পষ্ট দেখছি ...ক্লীন এল.বি....ক্লীন এল. বি.!

রজনী॥ সব পায়ে লাগছে! সব এল.বি.!

বাদল॥ সব এল. বি.!

রজনী॥ যাকগে। ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও।

বাদল॥ না না, কিরকম ফ্রাস্ট্রেটেড লাগে বলুন!

রজনী॥ লেট বাই গন্—বি বাই গন্! তা খাবার দাবার কী নিয়ে গিয়েছিলে বাদল?

বাদল॥ দূর! আপনার সঙ্গে সিরিয়াস কথা বলাই যায় না...

পার্থ॥ মালপো, তোপসে মাছ ভাজা, একথলি কমলা, আর দু'কেজি কড়াপাকের সন্দেশ! আচ্ছা কোনো ভদ্দরলোক এসব নিয়ে মাঠে যায়!

বাদল॥ না, তোমার বাবা যায়!

রজনী॥ কই? কই?

পার্থ॥ সব আম্পায়ারকে দিয়ে এসেছে...

[রজনী ও পার্থ হাসে।]

বাদল॥ এ দেশের শালা কিচ্ছু হবে না। গাঁটে মজ্জায় ঘুণ ধরে গেছে। চোর জোচ্চোর বদমাশ লম্পটে দেশটা ছেয়ে গেছে। জামাইবাবু এদের খুন করতে বলুন—পারবে, ট্রাম পোড়াতে বলুন—পারবে, হরতাল ডাকতে বলুন এক পায়ে খাড়া...(পার্থকে দেখিয়ে) দেশের মান বাড়ে এমন একটা কিছু করতে বলুন...ভ্যাঁ করে কেলিয়ে পড়বে!

পার্থ॥ খেলা থেকে লাফিয়ে কোথায় চলে গেলে বাবা। সকাল বেলায় তুমিই কিন্তু

বলছিলে, ইণ্ডিয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান...ইন অল রেসপেক্টস চ্যাম্পিয়ান দেশ....আর সন্ধেবেলা হেরে যেতেই...

বাদল॥ না-না এ শালার দেশের কোনো ক্যারেকটার নেই। যদি ফার্দার লেখাপড়া করতে চাস...সত্যি যদি তুই ডক্টরেট করতে চাস, কুইট ইণ্ডিয়া ইমিডিয়েটেলি! এদেশে লেখাপড়া! জামাইবাবু আমরাও তো পড়েছি। আমাদের সময়ে কি সব মাষ্টার পণ্ডিত ছিলেন বলুন। এক একজন দিকপাল লোক! আর এখনো সব মাষ্টার পণ্ডিত আছে...(*পার্থকে দেখিয়ে*) ঐ তো একটা! ওফ!

পার্থ॥ *পিসেমশাই, কাল যদি একটা ওয়ান-ডে হয়, আর ইণ্ডিয়া যদি জিতে যায়...*বাবার মতটা কিন্তু পাল্‌টে যাবে কালই। তখন মাষ্টার পণ্ডিত সব ঠিক! (উপবিষ্ট কাঁধ জড়িয়ে) *আসলে এটাই হচ্ছি আমরা—ভিকটিম অব ইম্পালসেস!*

বাদল॥ তুমি বাপের ক্যারেকটার একদম অ্যানালাইস করবে না বাবা! কাঁধ ছাড়্...কাঁধ ছাড়্...

পার্থ॥ ক্ষেপে যাচ্ছো কেন বাবা। দেখছ না পিসেমশাই আজ কেমন মুডে রয়েছেন, কেমন সুন্দর মজা করছেন! *আমি দেখেছি হাসি ঠাট্টা গল্পগুজবে পিসেমশাই সেই* আগের মানুষটি হয়ে যান...কিন্তু যখনি মনের ওপর চাপ পড়ে...

[*বাইরে থেকে অলকানন্দা ঢোকে। হাতে একটা দুধভরা গেলাস।*]

এই যে পিসি তোমার জন্যে বসে আছি...

অলকা॥ তোদের গলা পেয়েছি। কী করব, বোমাও থামে না, ছেলেও ঘুমোয় না। দুধ করে রেখে গেছে, একটু মিষ্টি পর্যন্ত দেয়নি! ঐটুকু ছেলে খেতে পারে! জ্বালা কি একটা? শোনো বাদল, আজ মানসীর চিঠি পেলাম। মৃগেন তার গায়ে হাত তুলেছে!

পার্থ॥ সেকি!

অলকা॥ (*দুধে চিনি মেশাবার তোড়জোড় করছে*) এমন করে মেরেছে...পিঠে দাগ পড়ে গেছে! মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল...পাশের বাড়ির লোকজন এসে পড়ায়...

পার্থ॥ পিসি, এরপরও যদি আমরা চুপচাপ থাকি, সর্বনাশই ডেকে আনা হবে। চারদিকে যা চলছে...রোজ কাগজে দেখছো তো...

অলকা॥ (*দ্রুত হাতে দুধে চিনি মেশাচ্ছে*) সেই ভয়...সেই ভয়েই আমার বুক শুকিয়ে আসছে! মানুষ আজকাল পারে না এমন কাজ নেই। আর বাড়ির বৌ খুন করা তো...

পার্থ॥ বাবা একটা কিছু করো তুমি...

বাদল॥ আমি! আমি কী করব!

অলকা॥ (*হাতের কাজে চোখ রেখে*) তা বললে চলবে কেন বাদল? মানসীর বিয়ের পাত্তর ঠিক করেছিলে তুমি!

বাদল॥ তাতে দোষটা কী হ'লো! চাকরি সূত্রে চেনাজানা ছিল...যোগাযোগ করে দিয়েছি। আমি কি জানতাম জানোয়ারটা বৌ ঠ্যাঙাবে!

পার্থ॥ না না তার জন্যে তো তোমায় কেউ দোষ দিচ্ছে না! তুমি ভালো মনেই করেছিলে...

বাদল॥ আর ভাগ্নে-ভাগ্নীর জন্যে কমও তো করোনি তুমি! তবু ওদের শান্তি নেই।

এই তো বিকেলবেলা শুভ এসে টাকা-টাকা করে হামলে পড়ল! তার যে কী হয়েছে সেই জানে! শেষে আমাকে হুমকি দিয়ে বাদুড়বাগানে চলে গেল।

পার্থ॥ বাদুড়বাগানে! মানে...

অলকা॥ কোন্‌দিকে তাকাবো? আমি যে আর পারছিনে বাদল।

পার্থ॥ শোনো বাবা, কাল তুমি ধানবাদ যাও...

বাদল॥ গিয়ে?

পার্থ॥ গিয়ে ব্যাপারটা বোঝো। আর তোমার ঐ মৃগেনবাবুকে সাবধান করে এসো। তবে হ্যাঁ, মানসীরও যদি কোনো ত্রুটি থাকে...

বাদল॥ দুদিন কলেজে পড়িয়ে বুড়ো-বুড়ো মাস্টারদের মতো কথা বলছিস যে! সেদিকে মারধর শুরু হয়েছে...আমি যাবো মধ্যস্থতা করতে! ব্যাপারটা কোন্‌দিকে কি শেপ নিয়েছে...কিচ্ছু না জেনে মাঝখানে নাক গলিয়ে ফাঁসবো নাকি?

পার্থ॥ এসব কী বলছ তুমি বাবা! ঠিক আছে। তুমি না যাও, আমি যাচ্ছি...

বাদল॥ তুই কী করতে যাবি। নতুন চাকরি! ঝামেলায় পড়ে যাবি...

পার্থ॥ আমি কি সেখানে খুনোখুনি করতে যাচ্ছি!

বাদল॥ তুই না করিস তারাই করবে! মৃগেনদের বাড়ির প্রত্যেকটি লোক স্বাস্থ্যবান। মেরে তোকে ধানবাদে পুঁতে রাখবে!

পার্থ॥ বেছে বেছে একটা গুণ্ডার পরিবারেই বা মেয়েটাকে তুলে দিলে কেন তুমি!

বাদল॥ আবার তক্কো করে! আমি কি জানতুম যে তারা গুণ্ডা! রোগব্যাধিশূন্য স্বাস্থ্যবান পাত্রই লোকে বিয়ের জন্যে খুঁজে থাকে! ...সেই স্বাস্থ্য যে পরে মারদাঙ্গা করবে, তা লোকে বুঝবে কী করে! কিছু করার নেই। যার যা কপালে আছে তাই হবে!

[*অলকানন্দা এতক্ষণ নীরবে বাচ্চার দুধ তৈরী করছিল—এবার প্রায় ফুঁসেই উঠল।*]

অলকা॥ তুমি দেখছি কালিঘাটের পাণ্ডাদের মত কথা বলছ বাদল!

বাদল॥ কেন বলছি সেটা বোঝার চেষ্টা করো দিদি। ভেবে দ্যাখো এর জন্যে দায়ী কারা!

অলকা॥ আমরা!

বাদল॥ নও? লক্ষবার বলেছিলাম অনাথ আশ্রমের মেয়ের তুমি বিয়ে দিয়ো না। প্রথমে লোক ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়ে উদারতা দেখিয়ে ঘরে নিয়ে যায়...পরে নানা জটিলতা দেখা দেয়! বলিনি? আরে ঐ ব্যাটাচ্ছেলে কেন মারধর করছে জানো! টাকা...টাকা চায়...পাত্তি! ব্ল্যাকমেল করছে! টাকা ছাড়ো, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অলকা॥ কোত্থেকে দেবো! সে সাধ্য কি আমার আছে!

বাদল॥ তাই তো বলেছিলুম, মেয়েকে লেখাপড়া শেখাও, চাকরি করাও, নিজের পায়ে দাঁড় করাও। কিচ্ছু করলে না, মাঝখান থেকে বাচ্চা মেয়েটাকে পাঠালে শ্বশুরঘর করতে! যা হবার হয়েছে! লোকে কি করবে?

অলকা॥ আমিও তো তাই চেয়েছিলাম, ওরা মানুষের মত মানুষ হবে...ছেলেমেয়েরা আমার মাথা তুলে দাঁড়াবে! কিন্তু তোমার জামাইবাবুর ঐ হাল হ'লো...ব্যবসাপত্র ছত্রখান হয়ে গেল। তখন যে মানসীকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচি। আর লক্ষ্মীছাড়ি মেয়েটারও

এমন বিয়ের শখ হলো!

বাদল॥ এখন আর কেঁদে কি হবে! যখন অবস্থা ভাল ছিল একটার পর একটা পুষ্যি নিয়েছ! ভাবনি তো—মানুষের দায় নিয়ে, সে দায় মেটাতে না পারাটা—ক্রাইম! একটা সোস্যাল ক্রাইম! বোঝা উচিত ছিল অবস্থা কারুর চিরকাল একরকম থাকে না...

অলকা॥ (*দপ করে জ্বলে ওঠে*) কে বোঝে! কোন্ মা সেটা বোঝে! পেটে যখন সন্তান আসে, সে কি ভাবে কবে বর্ষাকালে তার ঘরের চালে বাজ ভেঙে পড়বে! সেই দুর্দিনের কথা কেউ মনে রাখে!...কেন বার বার পুষ্যি-পুষ্যি করো! ভাবতে পারো না ওরা আমার...আমার পেটের সন্তান...এটুকু মেনে নিতে এত জটিলতা কেন হয় তোমাদের!

পার্থ॥ পিসি...পিসি চুপ কর...

রজনী॥ অলকা...

বাদল॥ (*হঠাৎ ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত*) যা বলছি ঠিক বলছি। কী দরকার ছিল তোমার এই ঝামেলা যোগাড় করার! ডাক্তার বলেছিল তোমার ছেলেপুলে হবে না ...বেশ...নিঃসন্তান থাকলে কী হতো! (*ক্ষেপে ওঠে*) ...ব্যাপারটা তা নয়! ব্যাপার হলো, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ব্যবসা আছে...মজা আছে, ফুর্তি আছে...বাগানে টিয়েপাখি আছে, ঘরে তখন বিলিতি কুকুর ঘুরছে, এর সঙ্গে একটা দুটো মানুষের বাচ্চা থাকবে না ...একটু কাঁধে উঠে পিঠে চড়ে আদর খাবে না? ...তাদের একটু কাতুকুতু দেবো না...তাও কি হয়? (*রজনীনাথকে*) কি বলুন, তাই না? চুপ করে আছেন কেন? ঐ একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আজ তো আপনার এই দশা হয়েছে!...ধ্বংস হয়ে গেছেন...বলুন সেটা। আজ আর লোককে দায়ী করে কী হবে? (*থেমে*) শুভ কেন বাদুড়বাগানে গেল! কেন যাবে না! সেখানে তার বাবা...জন্মদাতা বাবা...সোনার রাজহাঁসটি হয়ে বসে আছে। নিত্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ফিরবে না...ফিরবে না...কেউ আর তোমার ঘরে ফিরবে না। ভারতবর্ষ সাধে ডুবছে না...এই সমস্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেদের জন্যে...

পার্থ॥ বাবা, কিছু করতে পারো করো, না হলে তুমি এখন যাও...

বাদল॥ কিচ্ছু করতে পারব না। এ বাড়িতে আমি পা দেব না! অনেক করেছি, ঢের করেছি এদের জন্যে। করেও তো ফল হয়েছে লবডঙ্কা! বাইশ রান...পাঁচ উইকেট...সাত ওভার বল... লবডঙ্কা!

[*বাদল বেরিয়ে যায়।*]

অলকা॥ কাল ভোরের ট্রেনে আমি ধানবাদ যাবো। পার্থ বাবা, এই হারটা বেচে আমায় কিছু এনে দিতে পারিস?

[*অলকানন্দা গলার হার খুলতে যায়।*]

পার্থ॥ হার থাক পিসি। আমি কাল ফার্স্ট ট্রেনে তোমায় ধানবাদ নিয়ে যাবো। তুমি রেডি হয়ে থেকো।

[*পার্থ চলে গেল। অলকানন্দা আঁচল দিয়ে রজনীনাথের চোখের জল মোছাচ্ছে। হঠাৎ একটা শিশুর কান্না ভেসে এল। অলকানন্দা চমকে উঠল।*]

অলকা॥ ওমা, দেখেছ ভুলেই গেছি। গেল বুঝি ছেলেটার গলা শুকিয়ে...

[*দুধের বোতল আর চাবি নিয়ে দরজার দিকে এগোল।*]

রজনী॥ (চিৎকার করে ওঠে) না...যাবে না।

অলকা॥ না গিয়ে উপায় আছে? ফেলে গেছে না ঘাড়ের ওপর! লক্ষ্মীছাড়ির এখনও নাচ দেখা শেষ হ'লো না!

রজনী॥ যাবে না...তুমি যাবে না...

অলকা॥ এই যে তোমার শালা এতগুলো কথা বলে গেল...তার একটা কথারও জবাব দিয়েছো! এখন বড় বুলি ফুটেছে! বয়ে গেছে তোমার কথা শুনতে!

[অলকানন্দা চলে যাচ্ছে।]

রজনী॥ যাবে না...যাবে না...

[*রজনীনাথ উত্তেজনায় উদ্বেল হয়। অলকানন্দা ছুটে এসে ধরে।*]

অলকা॥ আচ্ছা আচ্ছা যাচ্ছি না...যাবো না! যার বাচ্চা তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই! ...যাবো নাইতো!

[*গানের কলি গুনগুন করতে করতে বাড়িআলা ভুবনবাবু ঢোকে।*]

ভুবন॥ হ্যাঁ যাবেন না। যাই হোক যাবেন না। বার বার ছুটে যান বলেই তো আস্কারা পেয়ে গেছে। একদিন এঁটে বসে থাকুন, কাণ্ডজ্ঞান হবে!

[*ভুবন গুনগুন করে। বাইরের দিকে কান রেখে অলকানন্দা রজনীনাথের গায়ে হাত বোলায়।*]

এত রাত অবধি বেবী ফেলে দেবী বাড়ির বাইরে! (*রজনীনাথকে*) ব্যাপারটা বুঝছেন তো বাঁড়ুজ্যেমশাই? আমাকে এখন জেগে বসে থাকতে হবে...কখন দেবীর আগমন হবে, সদর দরজা খুলে দিতে হবে। থাকতেই হবে, যেহেতু আমি বাড়িআলা! (*অলকাকে*) বুঝলেন এই চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ির মাত্তর এক আনার মালিকানা আমার!... বাকি পনেরো আনার শরিকরা হিল্লি দিল্লী রিষড়ে শ্রীরামপুরে বসবাস করছেন। মাস গেলে বাড়িভাড়া বুঝে নিচ্ছেন! আমাকেই যত হ্যাপা সামলাতে হচ্ছে...যেহেতু আমি এখানে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছি! (*পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে ঢাকনা খুলে বাড়িয়ে ধরে অলকানন্দার দিকে*) আসুন। (*অলকা পান নেয় না।*) গানের টিউশানিটা কি করবেন? বলছিল ভাল মাইনে দেবে! ...কী বলব? (*অলকানন্দা বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ভুবন পান মুখে দেয়, বিরস মুখে চিবোয়।*) এই ভাত খেয়ে রাত জাগার যে কী যন্ত্রণা!

[*হঠাৎ নেপথ্যে বাচ্চাটা কেঁদে উঠেই থেমে গেল।*]

অলকা॥ কান্নাটা থেমে গেল, না? চুপ করে গেল কেন? সে কি!

[*অলকানন্দা উঠে দাঁড়ায়। কান খাড়া করে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো শব্দ নেই। রজনীনাথ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। অলকানন্দা আর পারে না।*]

অলকা॥ ও ভুবনবাবু এঁকে একটু দেখবেন তো। আমি এক্ষুনি আসছি! বলবেন না আমি কোথায় গেছি—

[*অলকানন্দা দুধ নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়।*]

ভুবন॥ (*একটুক্ষণ চুপ করে থেকে*) বাঁড়ুজ্যেমশাই...ও বাঁড়ুজ্যেমশাই...(*রজনীনাথের তন্দ্রা ছুটে যায়*) চলে গেছে...যেখানে যাওয়ার সেখানেই চলে গেছে...

রজনী॥ অলকা...অলকা...

ভুবন॥ আর না, এবার তাড়াবো! না না, এটা শুধু আমার কথা না। ভাড়াটেদের

দাবি...পাড়ার লোকের দাবি...এই দেবী দেবাহুতি দেবীর মত মহাদেবীকে আশ্রয় দেওয়া মানে একটা সামাজিক ব্যাধিকে প্রশ্রয় দেওয়া।

রজনী॥ অলকা...অলকা...

ভুবন॥ আর দু'একটা দিন সহ্য করুন...দু'একটা দিন।

[*ভুবন রজনীনাথের রেডিওটা নিয়ে সেন্টার ঘোরাতে থাকে।*]

বি.বি.সি.টা ধরছে না কেন বলুন তো...

[*আলো নেভে।*]

অঙ্ক ১ // দৃশ্য ৩

[*এখনো ভোরের পাখি ডাকেনি। অলকানন্দা মেয়ের বাড়ি যাবে। দ্রুত সেজেগুজে তৈরী হচ্ছে। অন্ধকার ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। রজনীনাথের চেয়ারটা এখন খালি। একধারে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে একটা পনেরো ষোল বছরের দুঃস্থ ছেলে—অলকানন্দার লালা।*]

অলকা॥ (*গলা তুলে পাশের ঘরে রজনীনাথের উদ্দেশে*) হ্যাঁগো ...কী করি বলতো? পার্থতো এখনও এলো না! ব্ল্যাকডায়মণ্ড একস্প্রেস কি আর ধরা যাবে? অবশ্য আসবেই বা কী করে! এখনও তো রাতের আঁধার কাটেনি! ...কীগো পার্থ টাকাটা যোগাড় করতে পারবে তো...? (*একটু চুপ করে থেকে আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিয়ে চকিতে পাশের ঘরের উদ্দেশে*) কী গো তুমি কি জেগো আছো?

[*নেপথ্য থেকে রজনীনাথের অস্পষ্ট সাড়া এলো।*]

তা'হলে ঐ কথাই রইল! আমি কিন্তু বাপু মেয়ে নিয়ে চলে আসছি। ও একটা পেট...আমরা বাঁচলে আমাদের সন্তানও বাঁচবে! (*লণ্ঠনের আলোয় কপালে সিঁদুরের টিপ পরতে পরতে*) তা বলে আমি যে ওই শয়তানটার হাত পা ধরে কাকুতি মিনতি করব, সে মেয়ে কিন্তু আমি না। মেলা ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে কাটারি দিয়ে ঐ জামাই আমি কুপিয়ে রেখে আসব। আমার অনাথিনী মেয়েকে আমি দুবার অনাথ হতে দেব না। ...কীগো তাইতো?

[*লালার ঘুম ভেঙে গেছে। ঝটকা দিয়ে উঠে বসে।*]

লালা॥ উফ্! ধুর ছাতা! ও দিদিমা...

অলকা॥ কী হ'লো!

লালা॥ হট্টগোল করছ কেন?

অলকা॥ হট্টগোল আবার কী! আমি আমার মত কথা বলছি, তুই তোর মত ঘুমো না!

লালা॥ হ্যাঁ কথা বলছি! সারারাত ভকর ভকর! লাইট লাগছে!

[*লালা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।*]

অলকা॥ বাব্বা! ঘরের মধ্যে একটু লণ্ঠনের আলোও চোখে লাগে! যখন ফুটপাতে ঘুমোস, ঘুমোস কী করে? যা না ফুটপাতে শুতে যা...ঐ স্টোনম্যান এসে মাথা গুঁড়িয়ে

দেবে। হুঁ! (*একটু পরে*) লালা...ও লালা...

[*লালা বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। অলকানন্দার দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করে। লন্ঠনটা নিয়ে লালার মুখের কাছে ঘোরায়, হাসে; লালা জেগে ওঠে।*]

লালা॥ দূর! দিদিমা ইয়ার্কি করবে না বলছি—

অলকা॥ (*হেসে*) শোন্ শোন্ ওরে লালা...যা বলেছি মনে আছে? আমি না ফেরা পর্যন্ত তুই কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে নড়বি না।

লালা॥ আচ্ছা!

অলকা॥ আর শোন্ ও লালা...দাদুর দাড়িটা কিন্তু কেটে দিস।

লালা॥ তালে তোমার বরটাকে বলে যাও যেন বেশি নড়াচড়া না করে।

অলকা॥ (*মুখ টিপে হেসে*) আচ্ছা বলছি আমার বরকে। ও বর শুনছ লালা কী বলছে? তুমি যেন বেশি নড়াচড়া করো না, কেমন?

[*অলকানন্দা লন্ঠন হাতে পাশের ঘরে ঢুকতে যায়। পাশের ঘর থেকে রজনীনাথের সোচ্চার প্রতিবাদ ছুটে এলো: আলো! আলো!*]

অলকা॥ (*রেগে যায়*) হ্যাঁ আলো! কী বলছ কি তোমরা? একটু সিঁদুর পরব, তাও কি অন্ধকারে আন্দাজে পরতে হবে? তোমাদের যাতে অসুবিধে না হয়, এই আলোটা জ্বেলে নিয়েছি, তাতেও? যাচ্ছি বাইরে, ছন্নছাড়ার মতো বেরুবো নাকি? নিজের আর কি...ঝুপ করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভুবন সংসারের বাইরে চলে গেছ! যতই সিঁদুর পরি, চুল বাঁধি—চোখেও পড়বে না...

[*বাইরের দরজায় বেল বেজে উঠল।*]

ঐ বুঝি পার্থ এলো। ও লালা, ওঠ ওঠ...দরজাটা খুলে দে...কই চাদরটা কোথায় রাখলাম! ওরে যা খুলে দে...

লালা॥ (*ব্যাজার মুখে ওঠে*) ধ্যুৎ! এই জন্যে কারুর বাড়িতে শুতে ভাল্লাগে না। খুশিমত শুতে দেয়, খুশিমত তুলে দেয়!

[*অলকানন্দা বাইরে বেরুবার চাদর গায়ে দেয়। দ্রুত হাতব্যাগটা গোছায়। লালা বাইরের দরজা খোলে। সামনে দেবাহুতি। রাতজাগা আলুথালু মেয়েটা মুখে রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে আছে। অলকানন্দা তাকে দেখতে পেয়েছে।*]

দেবাহুতি॥ (*ঈষৎ জড়িত গলায়*) চাবিটা...আমার চাবিটা...

[*অলকানন্দা চাবির গোছাটা ছুঁড়ে ফেলল মেঝের ওপর।*]

দেবাহুতি॥ বাব্বা! রেগে একেবারে তুবড়ি! কী করব বলো...ঐ শৌণকটার জন্যেই তো এরকম হ'লো। ব্যালে দেখে বেরুচ্ছি, কোত্থেকে এসে আমার পথ জুড়ে দাঁড়ালো। যাচ্ছে ডায়মণ্ডহারবার..ওর ব্যবসার কাজে। আমাকেও গাড়িতে তুলে নিল। এমন করে টানল...কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না...

[*মেঝে থেকে চাবি তুলতে নিচু হয় দেবাহুতি। ছোট্ট একটা টাল খায়।*]

অলকা॥ সারারাত ফুর্তি করে আসা হ'লো!

দেবাহুতি॥ দ্যাখো না...কতো বল্লাম, শৌণক ছেড়ে দাও...অলকাদির ঝামেলা হবে! আচ্ছা ওকি জেগেছিল? কেঁদেছিল, না? তোমাকে খুব খাটিয়েছে সারারাত্তির? সরি,

অলকাদি। আমার যে কেন এমন হয়! ...ঘর থেকে বেরুলে আর ঘরের কথা মনেই পড়ে না! আমার ভেতর এমন সব গণ্ডগোল আছে! হঠাৎ হঠাৎ নতুন নতুন প্রোগ্রামে ভিড়ে যাই। জানো অলকাদি, শৌণক বলেছে আমাকে ওর বিজনেসের পার্টনার করে নেবে...ভাল হবে না, বলো? আচ্ছা কাজ না করলে খাবো কী বলো...

[*নেপথ্যে কিছু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।*]

আঃ! কারা হল্লা করছে! ওরা কাকে বকছে গো?

অলকা॥ এ বাড়ির কেউ আর তোর বেলেল্লাপনা সহ করবে না!

দেবাহুতি॥ আমায়? ওরা আমায় বকছে?

অলকা॥ যা ওঁরা কী বলছেন শুনগে যা...

দেবাহুতি॥ উঁহু! এখন বেরুলে ওদের সঙ্গে একরাশ বাজে বকতে হবে। তুমি একটু যাও না...

অলকা॥ আমি যাবো তোর হয়ে ওকালতি করতে?

দেবাহুতি॥ এই লালা তুই যা তো...যা না...

অলকা॥ ওকে ছাড়! অ্যাই লালা, এদিকে সরে আয়...

দেবাহুতি॥ এত রাত অবধি ওরা আমার জন্যে জেগে বসে আছে! ওরা আমায় মারবে নাকি? (*জুতোর হিল থেকে পা টলে পড়ছে দেবাহুতির। সেই অবস্থায় ছুটোছুটি করে ঘরের মধ্যে লুকোতে চাইছে।*) এই লালা, দরজাটা বন্ধ করে দে! অলকাদি তোমার বাতিটা নিভিয়ে দাও। অলকাদি, অলকাদি...তুমি ওদের বলে দাও আমি এখানে নেই...

[*দেবাহুতি অন্দরে যেতে উদ্যত। লালা বাইরের দরজাটা বন্ধ করল। চেঁচামেচি আর শোনা যায় না।*]

অলকা॥ (*দেবাহুতির পথ আগলে*) অ্যাই...অ্যাই ওদিকে যাবি না। দুনিয়ার রাতকাটানোর এত জায়গা রয়েছে তোর, সেখানে যেতে পারিস না? গালমন্দ খেয়ে মরতে এখানে আছিসই বা কেন? লজ্জা নেই...সম্ভ্রম নেই...কিচ্ছু নেই তোর...

দেবাহুতি॥ যেখানেই যাই তোমাকে তো পাবো না অলকাদি...তুমি যেমন করে আমার বাচ্চাটাকে দ্যাখো...এমন তো কেউ দেখবে না!...কেমন সুন্দর ঘুমপাড়ানি গান গাও তুমি...কেয়াপাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে...তালদীঘিতে ভাসিয়ে দেব...

[*বমি আসে। রুমাল দলা পাকিয়ে মুখে চেপে ধরতে গলার আওয়াজ ডাহুক পাখির মত হয়ে যায় দেবাহুতির।*]

গাও না, গানটা গাও না গো অলকাদি...

অলকা॥ বড় আরাম, না? বড় মজা পেয়ে গেছিস! বিনি পয়সার ঝি, তাই না? লালা দরজাটা খুলে দেতো! যা বেরো...বেরো আমার ঘর থেকে...

[*অলকানন্দা দেবাহুতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাইরের দরজার দিকে।*]

দেবাহুতি॥ অলকাদি...অলকাদি প্লিজ...

[*অলকানন্দা বাইরের দরজাটা টানতেই নেপথ্যের হৈচৈ হুড়মুড় করে ধেয়ে আসে। অলকানন্দা যেন দেবাহুতিকে গনগনে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। দেবাহুতিকে বাইরে পাঠিয়ে ফের দরজাটা ভেজিয়ে দিল অলকা।*]

অলকা॥ যতো অলক্ষণ! যাচ্ছি একটা কাজে! গিয়ে কী দেখব কে জানে!

[ঘরের বাতাসে দুর্গন্ধ। চাদরের আঁচল মুখের সামনে নেড়ে সুবাতাস খোঁজে অলকা। জানলাটা খুলে দেয়। ঊষার আলোয় দেখা যায় এক টুকরো নীল আকাশ। পাখিরা ডাকছে। দূরে মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে।]

অলকা॥ ও মা, ও লালা, আমি ভাবছি এখনো রাত! না তো, কখন ফর্সা হয়ে গেছে। ওরে ঘরে যত অন্ধকার, বাইরে তত আলো! ওই শোন্ পরেশনাথের মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। (*ফুঁ দিয়ে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেয়*) পার্থতো এখনও এলো না। ফার্স্ট ট্রেনটা আর ধরা গেল না। (*রজনীনাথের উদ্দেশে*) নাঃ, আজ বোধহয় আর আমার মানসীর কাছে যাওয়া হলো না গো।

[অলকানন্দা অগত্যা দুই হাত ছড়িয়ে গায়ের চাদর খুলছে—ঠিক তখন লালা ডেকে দেখায়—]

লালা॥ দিদিমা....

[অলকানন্দা দরজার দিকে মুখ ঘোরাতে শুভকে দেখে। রাতজাগা উদ্‌ভ্রান্ত শুভ আরো মলিন, আরো ছন্নছাড়া। শুভ কাতর চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পাখির ডানার মতো অলকানন্দার প্রসারিত দুই হাতে চাদরের দুটো প্রান্ত ঝুলছে। অভিমানী নিঃশ্বাসের ঘাতে প্রতিঘাতে ভারি বুক ওঠানামা করছে। শুভ তার দিকে এগিয়ে আসছে। অলকানন্দা মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুভ তার পায়ের কাছে বসে চাদরের প্রান্তটা মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। দূরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে, পাখিরা ডাকছে। ধীরে ধীরে পর্দা নামল]

॥ বিরতি ॥

অঙ্ক ২ // দৃশ্য ১

[অলকানন্দা দু'হাতে দু'ব্যাগ বাজার নিয়ে বাইরে থেকে গজগজ করতে করতে ঢোকে। ঘরে এখন কেবল শুভ—একা একা বাগাডুলি খেলছে। রজনীনাথের চেয়ারটাও ফাঁকা।]

অলকা॥ লালাটাকে এতো বললাম, চল্ একটু বাজারে...এই ভারি ব্যাগ আমি বয়ে আনতে পারি! যেই শুনেছে ধানবাদ যাচ্ছি না...অমনি বাবু খেপ খাটতে ছুটল। ...ওমা, কীরে, ওরে ও শুভ, তুই সেই থেকে ঐ ভাবে বসে আছিস? দ্যাখো এখনও হাত মুখটা পর্যন্ত ধুলো না!...এই দ্যাখ তোর জন্যে কী এনেছি...গলদা চিংড়ি। তুই যতদিন খেতে চেয়েছিস, বাজারে টিকিটিও দেখিনি...আজ ঢুকতেই দেখি থরে থরে সাজানো রয়েছে, এই মোটা মোটা! তুই রাঁধবি তো? (*শুভ মাথা নাড়ে*) কেন তোর সেই রান্নার বই দেখে দেখে মালাইকারি রান্না! ...সব ভুলে গেলি নাকি বাইরে গিয়ে? ...ঠিক আছে বাবা, আমি রাঁধছি...তা আমায় একটু হেল্প কর! আমার আবার স্কুলের বেলা

হয়ে যাচ্ছে! ...তোর বাবা এখনো ওঠেনি? (*জোরে—নেপথ্যের উদ্দেশে*) কীগো তুমি জেগেছো! (*শুভ বাগাডুলি খেলেই চলেছে। লোহার গুলির ঝাঁক কর্কশ শব্দ তুলে কাঠের বোর্ডের ওপর ছোটাছুটি করছে। অলকানন্দা বিরক্ত হয়।*) ওটা কী করছিস? কবেকার জিনিস, আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আবার ওটার পেছনে লেগেছো কেন?

[*শুভ হঠাৎ বাগাডুলি বোর্ডটা ছুঁড়ে ফেলল।*]

কী হয়েছে তোর শুনি?...তোর জন্যে ধানবাদ পর্যন্ত গেলাম না...পার্থ একা গেল...একা একা সেই বা কী করবে কে জানে...আর আমায় কষ্ট দিস না বাবা...শুভ...ও শুভ...

শুভ॥ মা, আমি কিন্তু আর কলেজে যাব না।

অলকা॥ ওমা, পড়বি না!

শুভ॥ না আমি আর ঐ কলেজে পড়ব না! তোমরা আমায় যেতে বলবে না, বল, বল...

অলকা॥ আচ্ছা ঠিক আছে, যাসনা...

শুভ॥ (*আনন্দে মাকে জড়িয়ে*) ঠিক তো! যাবো না তো?

অলকা॥ ঠিক আছে, যেতে হবে না।

শুভ॥ মা—আজ আমি রাঁধবো মা! আমি রাঁধছি, চিংড়িমাছের মালাইকারি...

[*বাজারের ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ছুটে যায় শুভ।*]

অলকা॥ আর পারিনা, ছেলেমেয়েগুলোকে দূরে দূরে ছেড়ে দিয়ে...আমি আর ছটফট করতে পারি না! ...কী গো, তুমি কি জেগে আছো?

রজনী॥ (*নেপথ্যে*) হ্যাঁ...

অলকা॥ সেই ভাল, পার্থও মানসীকে নিয়ে আসুক। একসঙ্গে থাকি সবাই। ...যা হবার আমাদের চোখের সামনে হোক! সুখের চেয়ে শান্তি ভাল...কী গো...তাই তো?

[*বাইরের দরজা ঠেলে মুখ বাড়াল জয়দীপ।*]

জয়দীপ॥ মাসিমা...

অলকা॥ ও বাবা তুমি! জয়দীপ, কাল রাত্রে তোমরা নাকি হোটেলে ছিলে?

[*শুভ জয়দীপের গলা পেয়ে ঢোকে এবং ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।*]

জয়দীপ॥ ওই যে...আপনার ছেলের মাথা ঠাণ্ডা করতে।

অলকা॥ দ্যাখোতো ঘরের ছেলে তোমরা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ...আমি কী করে বাড়িতে থাকি বলতো! আজ কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবে না...খেয়ে যাবে।

জয়দীপ॥ ও মাসিমা, আমার তাড়া আছে মাসিমা...

অলকা॥ ও বাবা আজকেও তাড়া আছে? না না আজ কোনো কথা শুনব না। তাড়াতাড়ি রান্না করে দিচ্ছি...

[*অলকানন্দা ভেতরে যায়।*]

জয়দীপ॥ না মাসিমা...আপনি ব্যস্ত হবেন না, সত্যি বলছি আমার তাড়া আছে...(*হঠাৎ শুভকে ধাক্কা দিয়ে কঠিন গলায়*) অ্যাই! তুই কি টাইপের ছেলেরে! মাঝরাত্তিরে কখন না বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলি! আমি জানি তুই পাশে শুয়ে আছিস। ভোঁ ভাঁ! ব্যাটা বাড়ি এসে বসে আছিস...চ'...চ'...

শুভ॥ কোথায়...

জয়দীপ॥ একীরে! কাল রাত্তিরে কী ঠিক হলো? সকালে আমরা বাদুড়বাগানে যাবো! ইনফ্যাক্ট আমি তো ভাবলাম তুই চলেই গেছিস! তোকে খুঁজতে আমিও...

শুভ॥ তুমি বাদুড়বাগানে গিয়েছিলে...

জয়দীপ॥ আরে শুভ... তোর বাদুড়বাগানের বাবা তো বিরাট কেউকেটারে! ব্যাটা তুই একটা নামজাদা সাহিত্যিকের ব্যাটা! অ্যাদ্দিন চেপেছিলি!

শুভ॥ তুমি তার সাথে দেখা করেছো! অ্যাই তুমি টাকার কথা বলনিতো!

জয়দীপ॥ খালি বলেছি, শুভ একটু বিপদে পড়েছে! 'যাও শুভকে ডেকে নিয়ে এসো...যা লাগে নিয়ে যাক...'

শুভ॥ না না...

জয়দীপ॥ অদ্ভুত লোক...ইনফ্যাক্ট টেলিপ্যাথি জানেরে। না হলে আর রাইটার হয়েছে! নে জামাটা গলিয়ে নে...আরে পাঁচ-দশ-বিশ...ওঁর কাছে কোনো ব্যাপারটাই না! কীরে হাঁ করে কী দেখছিস? চ...

শুভ॥ ছেড়ে দাও, আমি যাবো না!

জয়দীপ॥ টাকা!

শুভ॥ লাগবে না। তুমি কলেজে ফিরে যাও জয়দা...

জয়দীপ॥ তুই!

শুভ॥ আমার আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হবে না গো...

জয়দীপ॥ এসব কখন ঠিক হলো! কে ঠিক করল!

শুভ॥ মা! বাদুড়বাগানে যাবো বলেছিলাম বলে মা খুব কাঁদছিল। আমি আর মাকে কষ্ট দিতে পারব না...

জয়দীপ॥ তুই কি ভেবেছিস, কলেজ ছেড়ে মার কোলের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেই তুই পার পেয়ে যাবি! সাপ না, ওটা পাপ! থানা পুলিশ হবে শুভ, জেল জরিমানা! ইনফ্যাক্ট যদি পলিটিক্যাল কালার পেয়ে যায়...

শুভ॥ না! আমায় ভয় দেখাবে না জয়দা!

জয়দীপ॥ সবচেয়ে বড় কথা গ্লানি! ...পাপের একটা গ্লানি আছে না? সেটা তোকে কিন্তু ছাড়ছে না। ইনফ্যাক্ট বুড়ো বয়েস পর্যন্ত তোর পেছনে পেছনে ধাওয়া করবে। সাইকোলজিতে বলে, তুই যা করেছিস...

শুভ॥ (আর্তনাদ করে) না! আমি কিছু করিনি...আমি কিছু জানিনা! তুমি যাও...

জয়দীপ॥ শালবনের ঝুপড়িতে বসে যখন তোরা মহুয়া টানছিলি, মেয়েটা সেখানে ছিল না....?

শুভ॥ ছিল। ওরাই কোত্থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল গরিব মেয়েটাকে। আমি তার কী জানি...

জয়দীপ॥ ঝুপড়ির সর্দার যখন ঝুপড়িতে ফিরেছে, তখন সেখানে ছিলি তুই আর সেই মেয়েটা! মেয়েটার সব জামা কাপড় ছেঁড়া! ধারে কাছে আর কেউ ছিল না!

শুভ॥ ওরা আমাকে ফেলে পালিয়ে গেছে...তা আমি কী করব!

জয়দীপ॥ কী করবি! আমিই বা কী করব? আরে আমি তোর হয়ে জামিন রয়েছি

সেখানে। (শুভ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে) ঠিক আছে, তুই না হয় গেলি না, আমাকে তো সেখানে ফিরতে হবে! খালি হাতে গেলে ওরা আমায় ছেড়ে দেবে! তাছাড়া শুভ, তুই অতটা জোর দিয়ে বলছিস কি করে যে তুই কিছুই করিসনি! তুই তো তখন মহুয়া টেনেছিলি..তোর তো কোন হুঁশই ছিল না! (কান্না ভুলে ভয়ার্ত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুভ) চল আমি বলছি বাদুড়বাগানে চল। বাদুড়বাগানে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাদল॥ (আড়ালে) দিদি...দিদি...

শুভ॥ মামা আসছে!

[*শুভ দৌড়ে অন্দরে চলে যায়। একটু ইতস্তত করে জয়দীপও অন্দরে চলে যায়। বাইরে থেকে বাদল ঢোকে। উল্টোদিক থেকে অলকানন্দা ঢোকে রজনীনাথকে ধরে নিয়ে। রজনীনাথকে চেয়ারে বসায়।*]

বাদল॥ ও দিদি...তোমার উমেশদাকে মনে আছে...উমেশদা উমেশদা! ও জামাইবাবু আমাদের জ্যাঠতুতো দাদা উমেশদা...সে তো আলিপুরে হেভি প্র্যাকটিস জমিয়েছে। বুঝলেন, আমি মানসীর কেসটা উমেশদার কাছেই দিয়ে এলাম। জামাইবাবু আমি যা দেখছি, ঐ কেস-কাছারি না করলে এ শালা মৃগেনকে টিট করা যাবেনা। (*অলকানন্দা গম্ভীর মুখে ভেতরে গেল*) উমেশদা যা বলল, কোন ব্যাপার না...হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে মৃগেনের কোমরে দড়ি পরিয়ে ছাড়বে। মোটা খোরপোষ আদায় করে দেবে। দিদি কেন যে এত ভাবছে আমি বুঝি না।(*অলকানন্দা গম্ভীর মুখে এক কাপ চা এনে দেয়। চায়ে চুমুক দিয়ে*) আমি সেই ভোরবেলা উমেশদাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছি। কিছুতে রাজি হয় না, বলে হাতে অনেক কাজ! আমি বললাম আমাদের ঘরের মেয়েটাকে দেখবে না। (*অলকানন্দা তবু গম্ভীর হয়ে রয়েছে*) ...ও দিদি, তুমি কোত্থেকে চা কেনো গো! এ চা খাওয়া যায়? তুমি আমাকে বল না কেন, আমি তোমাকে দত্ত ব্রাদার্স থেকে ভাল চা এনে দিচ্ছি...

রজনী॥ হাঃ হাঃ ...

বাদল॥ কী হলো, হাসছেন কেন?

রজনী॥ (*অলকানন্দাকে*) তোমার সঙ্গে ভাব পাতাচ্ছে।

বাদল॥ (*লজ্জা পেয়ে*) এই দিদি তুমি কিছু মনে করেছ? কাল বড্ড খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি তোমাদের সঙ্গে! আচ্ছা আমি কী করে বলতে পারলাম, এ বাড়িতে পা দেব না...আমার ভাগ্নে-ভাগ্নীকে দেখব না, আমার আর ভাগ্নে-ভাগ্নী আছে? ও জামাইবাবু, ওকে একটু বলুন না..আপনিতো জানেন ইণ্ডিয়া হেরে গেলে আমার ওরকম হয়।

অলকা॥ (*হেসে ফেলে*) জানি তো...

বাদল॥ (*হেসে*) ও দিদি জানো পার্থ আজ সকালবেলায় ধানবাদ যাওয়ার আগে আমাকে কী যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়ে গেল...কালকের ব্যাপার নিয়ে...

অলকা॥ বুড়ো বয়েসে এখনও ছেলের কাছে গালাগাল খেয়ে বেড়াচ্ছে।

বাদল॥ শুধু ছেলের কেন, ছেলের মায়ের কাছে খাচ্ছি না? ওরে বাপরে! কাল কি ফাটাফাটি ব্যাপার দিদি! এখান থেকে তো মাথা গরম করে গেলুম, তারপর রাত্তিরে যত তোমার ভাইবৌকে বলছি আমার দিকে ফিরে শোও, ফিরে শোও...আমার বড় লোন্‌লি-লোন্‌লি লাগছে..সে ফিরবেই

না। আমারও তখন মাথায় রক্ত চড়ে গেছে! ...শেষে পার্থ আমাদের ঘরে ঢুকে বলল...ও বাবা, কাকে পাশ ফিরতে বলছ, তোমার সংগে মা-র কথা বন্দ চলছে...

অলকা॥ (হেসে) তোমার বয়েস তো আর বাড়বে না। ঐ খেলা খেলা করেই তুমি...

বাদল॥ আমি একদম ভুলে গেছি!

অলকা॥ শোন, শোন শুধু চা খেয়োনা। তুমি আসবে, আমি তো জানতুম। তোমার জন্যে ভালো কেক এনেছি।

বাদল॥ আনো—আনো—নিজের চা-টা তো আমায় ধরিয়ে দিলে।

অলকা॥ আমি আবার করে নেব।

[অলকা হেসে চলে যায়।]

বাদল॥ ও জামাইবাবু জানেন, আমার এই ছেলেটি না থাকলে জীবনে যে আমি কত পাপ আর কত অপরাধ করতুম!...আমার বেচাল দেখলে, ঠিক সময়ে ও আমার রাশটি কিরকম টেনে ধরে!

রজনী॥ তা তোমার ছেলে এত বিচক্ষণ হলো কী করে, অ্যাঁ!

[বাদল ও রজনীনাথ হাসে।]

বাদল॥ এটা যা বলেছেন না...

[শুভ জামাকাপড় পাল্টে ঢোকে। বাইরের দিকে যাচ্ছে—]

বাদল॥ এই যে কীর্তিমান! এত মাঞ্জা দিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? এদিকে এসো...এদিকে এসো। কাল নাকি বিকেলে টাকার জন্যে মার ওপর হামলা করেছিস! ...কেন? এত টাকা তোমার লাগে কিসে! হস্টেলে টাকা কি কম্মে লাগেরে! সেখানে প্রেম-ট্রেম হচ্ছে নাকি? কিরে? (পেটে ছোট্ট ঘুসি মেরে) কথা বল্, চুপ করে থাকবি না!

[জয়দীপ এসে বাদলকে প্রণাম করে।]

আরে! আপনি?

জয়দীপ॥ আমাকে আপনি বলবেন না মামাবাবু। আমি জয়দীপ...শুভর বন্ধু...

বাদল॥ (শুভকে) একটা ঠাকুর্দার বয়েসী বন্ধু জুটিয়ে মস্তানি করে বেড়ানো হচ্ছে! আবার নাকি বাদুড়বাগানে চলে যাবি বলেছিস! ফের যদি বাদুড়বাগানের নাম এ বাড়ির মধ্যে করেছিস, মেরে হাড্ডি গুঁড়িয়ে দেব তোর। কেন, বাদুড়বাগানে কেন! সেখানে কে আছে তোর! কী করতে যাবি? টাকা! টাকা ভিক্ষে করতে...!

জয়দীপ॥ বাদুড়বাগানের মেসোমশাই মানুষটি কিন্তু নাইস...

বাদল॥ (চমকে) কে?

জয়দীপ॥ বলছিলাম লেখক যুগান্তর শর্মা...মানে শুভর বাদুড়বাগানের বাবা...

বাদল॥ বাদুড়বাগানের বাবা! তুমি তাকে চিনলে কি করে বাবা...

জয়দীপ॥ বাঃ! অতবড় একজন নামকরা সাহিত্যিক! অজস্র অল ইণ্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। ইনফ্যাক্ট আজ তার বাড়ি গাড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তি....

বাদল॥ রাখো রাখো! বাড়ি গাড়ি হলেই কেউ বড় লেখক হয় না! আর অ্যাওয়ার্ড আজকাল কী করে মেলে সেও জানা আছে! টেক ইট ফ্রম মি, লোকটা কিচ্ছু লিখতে পারে না...অল ট্র্যাশ...অল সেন্টিমেন্টাল বোগাস...

জয়দীপ॥ এটা কিন্তু আপনার রাগের কথা হলো মামাবাবু।

বাদল॥ কী হয়েছে?

শুভ॥ কী লেখে না লেখে তুমি তার কী জানো!

জয়দীপ॥ আপনি কি গল্প উপন্যাস টুপন্যাস পড়েন...?

শুভ॥ ধার কাছ দিয়েও ঘেঁযো না...অথচ বেশ বলে দিলে ট্র্যাশ বোগাস...

[দু'পাশ দিয়ে আক্রান্ত হয়ে বাদল আরো গলা চড়ায়।]

বাদল॥ আরে যা যা...তোদের যুগান্তর শর্মাকে কি আজ থেকে চিনি! তোর জন্মের আগে থেকে, বুঝলি। কলেজ স্ট্রীটে জামাইবাবুর বই-এর দোকানে ম্যানাসক্রিপট বগলে নিয়ে সারাদিন বসে থাকত...ফুক ফুক করে বিড়ি টানত! ...জামাইবাবু একটু আধটু প্রুফ কারেকশন করতে দিতেন...তাতেই যা হতো! কেউ ওর লেখা ছাপতে চাইতো না! ...যুগান্তর শর্মা তো আজ হয়েছে...ইমেজ বদলাতে নামটাই বদলে ফেলেছে! আসল নামতো যদুপতি শিকদার! হ্যা হ্যা...

[বাদলের বিদ্রূপে শুভর মুখ কালো হয়। জয়দীপ পাকা উকিলের মত এগিয়ে আসে।]

জয়দীপ॥ কিন্তু কেউ লেখা ছাপতে চাইত না বলেই যে যদুপতি শিকদার লিখতে জানতেন না—তাও তো প্রুভ্ড হয় না মামাবাবু। ইনফ্যাক্ট আজ তো দেখা যাচ্ছে উল্টোটাই...

শুভ॥ (*তীব্র আক্রোশে*) ঝামা ঘষে দিয়েছে আজ যুগান্তর শর্মা! প্রত্যেকের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে...

বাদল॥ (*থতিয়ে*) কে কার মুখে ঝামা ঘষছে রে?

জয়দীপ॥ যে পাবলিশার সেদিন তাঁর লেখা ছাপেনি...ধরুন তার মুখে, ধরুন আপনার জামাইবাবুর...

বাদল॥ (*দুঃখ পেয়ে*) তুমি কি জানো যদুপতি শিকদারের প্রথম উপন্যাস ছেপে বার করেছিল কে! ঐ লোকটা! যদিও জানতেন সে বই-এর একটা কপিও বিক্রি হবে না—হয়ও নি! তবু ছেপেছিলেন! বুঝলে, রজনীনাথ ব্যানার্জি একজন হৃদয়বান প্রকাশক ছিলেন...হৃদয়বান মানুষ ছিলেন...

জয়দীপ॥ হৃদয়! এতে হৃদয়ের তো কিছু দেখছিনা মামাবাবু। ভবিষ্যতে কার বই কাটবে... কাটতে পারে...হিসেব করেই ছেপেছিলেন। এতে ইনফ্যাক্ট পুস্তক ব্যবসায়ী রজনীনাথের পাটোয়ারি বুদ্ধিই প্রকাশ পেয়েছিল!

বাদল॥ ছাত্র আমি ঢের দেখেছি...পার্থর বন্ধুদেরও দেখেছি...তোমার মত ঝানু তক্কো একটাও দেখিনি!

শুভ॥ জয়দা তো ঠিকই বলছে। কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের ব্যবসা টিঁকে থাকলে আজ ঐ যুগান্তর শর্মার দরজায় লাইন লাগাতে হতো তোমাদের...

[অলকানন্দা কেক নিয়ে ঢুকলো। রজনীনাথ চুপ করে বসে আছে—বুক পর্যন্ত সাদা ধবধবে চাদরে ঢাকা। ঠিক যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। বিব্রত বাদল অলকানন্দাকে পেয়ে যেন বল পায়।]

বাদল॥ (চীৎকার করে) শুনছ শুনছ দিদি, তোমার ছেলে কি ভাবে জামাইবাবুকে অপমান করছে!

শুভ॥ (*রেগে ছুটে যায় বাদলের দিকে*) আর নিজে যখন আর একজনকে অপমান করছ? ঠাট্টা করছ? অল ট্রাশ, অল বোগাস বলছ ...তার বেলায় কিচ্ছু না, না? ...আমি যাচ্ছি।

অলকা॥ কোথায়?

শুভ॥ বাদুড়বাগানে...

রজনী॥ কেন? বাদুড়বাগানে কেন?

জয়দীপ॥ না মানে বাদুড়বাগানের মেসোমশাই মানে শুভর বাদুড়বাগানের বাবা...

রজনী॥ না, ও যাবে না। আয় কাছে আয়...বাদল, ও যাবে না...

[*অলকানন্দা একটা বড় প্লেট এনে রাখল শুভ জয়দীপের মাঝখানে। প্লেটে অনেকগুলো কেক। অপমানিত বাদল ভেতরে চলে যায়।*]

অলকা॥ তোমরা কি তাঁর কাছে গিয়েছিলে নাকি?

জয়দীপ॥ আমি গিয়েছিলাম মাসিমা। ঐ টাকার জন্যে...

অলকা॥ টাকা!

জয়দীপ॥ ঐ যে শুভর যেটা দরকার। তাই উনি যদি সাহায্য করেন...

রজনী॥ সাহায্য...তার সাহায্য আমরা নেব কেন? বেয়াদপ ছেলেটার কাণ্ড দেখেছ!

অলকা॥ আঃ তুমি শান্ত হয়ে বসো তো...

জয়দীপ॥ (*নির্বিকার ভাবে*) কেকটা খা শুভ...ভালো! (*কেক খেতে খেতে*) তা সাহায্যের কথা বলতেই উনি বললেন, এত সবের দরকার কী, শুভ না হয় আমার কাছে এসে থাকুক! রাজার মতো থাকবে!

রজনী॥ অডাসিটি! লোকটার অডাসিটি! টাকার জোরে আমার ঘরের ছেলেকে ফুঁসলে নিয়ে যাবে! যদুপতি ভেবেছে কী...কেউ লেখা ছাপত না...বিড়ি টানত...প্রুফ দেখত...

জয়দীপ॥ না মেসোমশাই, উনি আজ খুবই সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলেন। বার বার বলছিলেন, কেন শুভ ওখানে কষ্ট ভোগ করবে...ওদেরই বা কেন কষ্ট দেবে!...ইনফ্যাক্ট....

[*বাদল ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।*]

বাদল॥ ইনফ্যাক্ট এটা পেছন থেকে ছুরিমারা! তার যদি সত্যি কিছু বলার থাকে সে জামাইবাবুকে বলবে, দিদিকে বলবে, আমায় বলবে, ওকে কেন? আজ অবস্থা ঘুরে গেছে...যদুপতি সেদিনের কথাটা ভুলে গেছে! প্রচণ্ড দারিদ্র্য, হাসপাতালে ঐ শুভর মা মারা গেলেন! আমার দিদি বাদুড়বাগান থেকে সাতদিনের শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে ঘরে এলো। (*রজনীনাথ কাঁদছে*) আঃ কাঁদবেন না! (*থেমে*) আজ এদের সেদিন নেই বলে ছেলেটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! বাঃ! অচল পঙ্গু লোকটাকে সে নিঃস্ব করে দেবে! আর এই লোকটাকে সাহিত্যিক বলতে হবে...আহাহা, মানবদরদী সাহিত্যিক!

রজনী॥ (*সকলকে চমকে*) কুত্তা! কুত্তা! ল্যাং ল্যাং ল্যাং...কার হাঁড়িতে মুখ দিলি তুই, কে ভাঙলো ঠ্যাং...

অলকা॥ চুপ কর তুমি।

শুভ॥ বাবা ওরকম করে বলবে না তুমি...

জয়দীপ॥ (*শুভকে*) চল্...

শুভ॥ দাঁড়াও জয়দা। যে যার মত গালাগাল দেবে, শুনে চলে যাব নাকি? হ্যাঁ, গরিব ঘরে জন্মে ছিলাম...বেশ ছিলাম। আমার বাবা গরিব ছিল, বেশ ছিল। তোমরা না নিয়ে এলে আজ তো বড়লোকই হতে পারতাম...

অলকা॥ নিয়ে যাও...নিয়ে যাও ওকে জয়দীপ! ও যেখানে যেতে চায় নিয়ে যাও!

[*জয়দীপ শুভকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরের দরজা দিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায় যদুপতি। জয়দীপ ও শুভ দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের সকলেই বিমূঢ়।*]

যদুপতি॥ কেমন আছেন আপনারা, অনেকদিন পরে দেখা হল সব।

[*শুভ ও জয়দীপ বেরিয়ে গেল। যদুপতি অলকানন্দার সামনে এলো।*]

বৌদি...বৌদির সে রূপ কোথায় গেল! আজ সকাল থেকে আপনার গলার সেই গানটা বারবার মনে পড়ছে—'গাছে ফুল শোভে যেমন, হয়কি তেমন গাঁথলে মালা—সে অধরে রসভরে ভ্রমর করে না খেলা'। আরে বাদল! রজনীদা, কেমন আছো?

রজনী॥ ইফ ডেথ ইজ এ থিংগ দ্যাট মানি কুড বাই...দ্য পুওর দ উড্ লিভ, দা রিচ দে উড্ ডাই! কে! কে বলেছে কথাটা!

যদুপতি॥ কে বলেছে বলতে পারবো না...তবে কথাটা ভয়ঙ্কর! মৃত্যু যদি সওদার পণ্য হয়, টাকা পয়সা দিয়ে যেদিন মৃত্যুকে কেনাবেচা করা যাবে, সেদিন নিঃস্বরাই বেঁচে থাকবে, মরবে ধনীরা!...অভিশাপটা কি আমায় দিলে দাদা?

রজনী॥ ইয়েস! তোমাকে! তোমাকে!

যদুপতি॥ তুমি আমাকে যাই বলো রজনীদা, আমার জীবনের যেটুকু যা, তার মূলে তুমি! তুমি যদি সেদিন আমার প্রথম বইটা না ছাপতে..

অলকা॥ তার প্রতিদান দিচ্ছেন ঠাকুরপো!

যদুপতি॥ কেন বৌদি?

বাদল॥ তুমি শুভকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাইছো যদুপতিদা?

যদুপতি॥ শুভকে! আমি! ও বুঝি তাই বলেছে?

রজনী॥ (গুমরে গুমরে) তোমার কাছে রাজার হালে থাকবে...আমার কাছে কষ্ট পাবে...আমাকে কষ্ট দেবে...

বাদল॥ শোন যদুপতিদা, শুভর কাছে আমরা সব সময় তোমাকে খুব ছোট করে দেখাই...তোমার নাম, যশ, তোমার লেখার গুণ, তুমি যে কত পরিশ্রম করে, কত লড়াই করে আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছো...এ সব কিছু তুচ্ছ করে দেখাই...শুধু একটাই কারণে...যাতে ও কোনদিন তোমার কাছে ফিরে যেতে না চায়। ছেলেটা তো আমাদের ছেলে!

যদুপতি॥ হুঁ! ছেলেটা কাছে থাকলে ভাল হত।

[*যদুপতি বাইরের দরজাটা খুলতেই দেখা যায় জয়দীপ ও শুভকে। ওরা ওখানে আড়ি পেতে ঘরের কথা শুনছে।*]

তোমাদের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে দেখ বাদল, ওকে আমি আজ ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি কি না?

বাদল॥ শুভকে! ও কি তোমার কাছে গিয়েছিল?

জয়দীপ॥ ও কখন গেল! গিয়েছিলাম তো আমি।

যদুপতি॥ তোমার আগেই ও গেছে। তখনো রাতের আঁধার কাটেনি...একটা পাখিও ডাকেনি!

জয়দীপ॥ সে কথা তো আপনি আমায় বলেন নি!

যদুপতি॥ প্রয়োজন দেখিনি। (*বাইরের দরজাটা ছেলেদুটোর মুখের ওপর বন্ধ করে দেয়।*) বৌদি! শেষ রাতে মূর্তিমান ভূতের মত আপনাদের ছেলে হাজার কয়েক টাকার জন্যে বাবা-বাবা বলে আমার পা জড়িয়ে ধরল। গা-টা আমার শিউরে উঠল। হয়ত টাকাটা ওকে দিয়েই দিতাম...কিন্তু ও যখন অনর্গল আপনাদের সকলকে দুষতে লাগল ওর বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্যে...ঐ মতিচ্ছন্ন লোভী ছেলেটাকে আমি দূর করে দিয়েছি বাড়ি থেকে।

[*দরজা ঠেলে ঝড়ের মতো শুভ ঢোকে।*]

শুভ॥ (*মরিয়া হয়ে*) হ্যাঁ লোভী! আমিই শুধু লোভী! নিজে কী! (*রজনীকে*) তোমরা কী! (*যদুপতিকে*) নিজে হয়ত ট্র্যাশ লেখা ছাপাবার জন্যে আমায় এ বাড়িতে ভেট পাঠিয়েছেন! (*রজনীনাথকে দেখিয়ে*) উনি হয়ত আমাকে পাবার জন্যে ঐ ট্র্যাশ লেখা ছেপেছেন! আমাকে নিয়ে তোমরা কেনাবেচা করেছ!.... (*যদুপতিকে*) নিজের আর কি? নিজে বড়লোক হয়ে গেলেন...এদিকে যে সব ডুবে গেল! আমার কী হল! আমার কী হবে! আমাকে কেউ দেখছে না! সবাই ঠকাচ্ছে! সবাই ঠকাচ্ছে!

[*শুভ কান্নায় ভেঙে পড়ে।*]

অলকা॥ নে...যা আছে আমার সব নে। শুধু আমাদের মুখ পুড়িয়ে আর পরের হাত-পা ধরিসনে বাবা...

[*অলকানন্দা তার গলার হারটা খুলে শুভর সামনে রাখে।*]

যদুপতি॥ কালবৈশাখীর ঝড়ে আকাশের পাখিদের অবস্থাটা কখনও দেখেছেন বৌদি? ঝড়ের দোলায় দাপাদাপি করে সমস্ত গাছ...কোন ডালে পাখিরা বসতে পারে না। এ ডালে বসতে যায়, ডালটা দুলে ওঠে...ও ডালে বসতে যায়...। ডাল থেকে ডালে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে পাখিরা। ...আজকের ছেলেরাও ঠিক তাই। আজকের নবীন তরুণ আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে একজন অর্থবান পিতার সন্ধান করে! কেনাবেচা বেচাকেনা... এছাড়া আজকের ছেলেরা কিছু বোঝে না বৌদি! হয়তো বিশ্বাসও করে না।

[*যদুপতি প্রস্থানোদ্যত।*]

অলকা॥ চলে যাচ্ছেন ঠাকুরপো?

যদুপতি॥ (*শুভকে দেখিয়ে*) বৌদি ওর বয়েসটা কেটেছে আমার প্রচণ্ড দারিদ্র্য আর অনটনের মধ্যে। কীভাব আমি আজ দাঁড়িয়েছি, সেও আপনারা জানেন। তাই আজকের ছেলেদের টাকা পয়সা নিয়ে এই উচ্ছৃঙ্খলতা...এ আমার সহ্য হয় না একেবারে। (*থেমে*) একটা প্রচণ্ড ঝড়ো দুনিয়ার এক ঝলক হাওয়া আপনাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে বৌদি। সময় থাকতে সামলান। আর আমার কিছু বলার নেই বৌদি।

[*যদুপতি চলে যায়।*]

অলকা॥ (*বাদলের কাছে আসে*) বাদল! তুমি ওর ওপর রাগ করো না..

বাদল॥ নারে দিদি। ছেলেরা আমায় গালমন্দ করলে আমরা একটুও খারাপ লাগে না।

কিন্তু যখন এমন অবস্থা হয় ছেলেদেরকেই আমায় গালমন্দ করতে হবে...তখনি কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যাই...

[*অলকানন্দা উদ্যত কান্না চেপে তার ভাইকে টেনে নিয়ে পাশের ঘরে গেল। জয়দীপ ঢুকল।*]

জয়দীপ॥ যাক্! শেষ পর্যন্ত হলো! (*শুভর সামনে থেকে হারটা তুলে নিয়ে*) ইনফ্যাক্ট কেসটা পুরো ডায়ালেকটিক্যাল! দুই বাবা...বড়লোক গরিবলোক...থিসিস অ্যান্টিথিসিস...সিনথেসিসটা হলো... (*হারটা তালুর উপর নাচিয়ে*) বেশ ভারি আছে মালটা!

[*পকেটে রাখে।*]

শুভ॥ (*এতক্ষণে মুখ তুলে*) হারটা রাখো জয়দা...

জয়দীপ॥ উঁ?

শুভ॥ রাখো। হার তুমি পাবে না।

জয়দীপ॥ আরে আমি কি আমার জন্যে নিচ্ছি! তোকে বাঁচাতেই তো...

শুভ॥ ছাড়ো তো জয়দা, এবার আমাকে ছেড়ে দাও! সেই যে কলেজে ঢোকা থেকে তুমি আমাকে কামড়ে ধরে আছো!

জয়দীপ॥ আরে ব্যাটা আমি ধরে আছি বলেই র‍্যাগিং-এর হাত থেকে বেঁচে আছিস! নইলে ওরা তোকে ছেড়ে দিত? মেয়েদের সামনে কান মুলে, ন্যাংটো করে নাচিয়ে, চোখে লাইট ফেলে, ল্যাট্রিনে আটকে রেখে, জলের ট্যাঙ্কে মুণ্ডু গুঁজে ধরে...ইনফ্যাক্ট তোকে ওরা পাগল করে দিতো! নেহাত আমি তোর বন্ধু বলে...

শুভ॥ বন্ধু! কিসের বন্ধু! এমনি বাঁচাও! তার জন্যে টাকা নাও না? প্রত্যেক মাসে একশো টাকা গুনে নিয়ে তবে বাঁচাও! আমি তো তোমার মোর্গা!

জয়দীপ॥ তাই নাকি? টাকাটা আমি একাই নি? আর তুই যে আমাকে হোটেলে ফেলে একাই বাদুড়বাগানে গেছিলি এক্স-বাপের কাছ থেকে টাকাটা খিঁচে নিতে! এখন আজেবাজে বকছিস!

শুভ॥ আজেবাজে! কলেজে যে কটা ছেলে র‍্যাগিং করে, প্রত্যেকটির সঙ্গে তোমার ভাব আছে। তুমি তাদের কন্ট্রোল করো। করো না? হ্যাঁ, তুমি নিজে কিছু করো না...কিন্তু ওদের দিয়ে করাও। আরে তুমি যে শালা শালবনে মহুয়া টানিয়ে আমায় ফাঁসাওনি তার ঠিক কি!

জয়দীপ॥ শুভ! এরপর আমি কিন্তু তোর সব কথা ফাঁস করে দেব!

শুভ॥ কী ফাঁস করবে! আমি কিছু করিনি। সব তোমার সাকরেদরা করেছে! তুমি তাদের দিয়ে জাল পেতেছো! বলো, তাই কি না! বলো বলো... (*শুভ জয়দীপের পা জড়িয়ে ধরে*) বলো না জয়দা, আমি কিছু করিনি! সব তুমি করেছ, বলো না জয়দা। তুমি তো আমার বন্ধু, তুমি তো আমায় ভালবাসো...তুমি বললেই আমি বেঁচে যাই...

রজনী॥ (*হতভম্ব হয়ে শুনছিল। শুনতে শুনতে আতঙ্কিত*) অলকা! অলকা!

জয়দীপ॥ সব তুই করেছিস!

শুভ॥ তুমি আমাকে র‍্যাগিং করছো?

জয়দীপ॥ আমি কাউকে র‍্যাগিং করি না।

শুভ॥ (*ক্ষিপ্ত স্বরে*) করো না, মোটে র‍্যাগিং করো না! আজ দুদিন ধরে আমাদের বাড়িতে যা করলে, সেটা র‍্যাগিং না! মা-র ওপর, মামার ওপর, বাবার ওপর! তোমার

ঐ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা, ন্যাকান্যাকা ভাব...ওগুলো কী, র‍্যাগিং না! বল্ শালা, র‍্যাগিং কিনা—

[অলকানন্দা বেরিয়ে আসে।]

অলকা॥ শুভ!

শুভ॥ (জয়দীপকে) তুই কাল রাত্রে আমায় বাদুড়বাগানে যাবার জন্যে পাখি-পড়া পড়িয়েছিস, আমার মার গলার হার খুলিয়ে তাকে তুই ভিখিরি করে দিয়েছিস...

[শুভ জয়দীপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে একশা করছে। জয়দীপও হাত চালায়, শীর্ণকায় শুভ গুলিখাওয়া বালিহাঁসের মত ছিটকে পড়ে।]

অলকা॥ বাদল! শিগগির এসো...

[বাদল ছুটে আসে।]

বাদল॥ কী হল ?

জয়দীপ॥ মাসিমা, আপনার ছেলেটা শয়তান! সেদিন আমাদের কলেজের পেছনে শালবনে...

শুভ॥ না মা...না...

জয়দীপ॥ হ্যাঁ শালবনের ঝুপড়িতে বসে মহুয়া টেনে...

[জয়দীপের গলার ওপরে গলা তোলে শুভ...যাতে জয়দীপের কথা কেউ শুনতে না পায়।]

শুভ॥ ও মা, না...তোমরা ওর কথা শুনো না...সব বানিয়ে বলছে...আমি মহুয়া খাইনি, ও মা...ও মামা...ওর ছেলেরা হরিণ দেখাবে বলে নিয়ে গিয়েছিল আমায়...ও বাবা, তুমি বুঝতে পারছ না...

[শুভ তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো মা বাবা মামার কাছে ছুটোছুটি করে।]

জয়দীপ॥ কলেজে চলুন...দেখবেন সবাই বলবে, ঝুপড়ির মধ্যে একটা মেয়েকে টেনে নিয়ে গিয়ে,তার ওপর....

শুভ॥ না! না! বলবি না...তোকে বলতে দেব না...

জয়দীপ॥ তার ওপর অত্যাচার করেছে ও!

[বাদল হঠাৎ জয়দীপের গালে চড় মারে। শুভ ছুটে গিয়ে জয়দীপের টুঁটি টিপে ধরল। আচমকা আক্রমণে জয়দীপ পড়ে যায়। শুভ ওর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে—]

রজনী॥ ছাড়...ছাড়...বাদল...

[বাদল শুভর কবল থেকে জয়দীপকে মুক্ত করে নিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।]

শুভ॥ (অলকাকে) তোমরা আমায় ঘেন্না করো?...আমি খারাপ ছেলে! তোমরা ওর কথা বিশ্বাস করো! ...আমায় তাড়িয়ে দেবে ...বাদুড়বাগান থেকেও আমায় তাড়িয়ে দিল! বলো...তাড়িয়ে দেবে?...

[উন্মত্ত শুভ অলকানন্দার গলা চেপে ধরে।]

অলকা॥ শুভ...ছাড়...শুভরে ছাড়...

রজনী॥ শুভ...শুভ...

[আলো নেভে]

অঙ্ক ২ // দৃশ্য ২

[দুদিন পরে। নীরব বিষণ্ণ বিকাল। ঘরে একা রজনীনাথ। চাদর গায়ে দিয়ে চেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

এই অসাড় পরিবেশটিকে কাঁপিয়ে অন্দরে একটা শিশু কেঁদে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওই অন্দর থেকেই ভেসে এলো ঝুমঝুমির বাজনা আর লালার গলা। শিশুটিকে থামাতে লালা ঝুমঝুমি বাজাচ্ছে আর কী সব বলছে। একটু পরে কান্না এবং বাজনা বন্ধ হলো। কয়েক মুহূর্ত আবার সব চুপচাপ। দরজায় ঘন্টা বাজলো। বাদল ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। যদুপতি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা বই-এর মোড়ক।]

বাদল ॥ যদুপতিদা!

যদুপতি ॥ এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার তোমাদের খোঁজ নিয়ে যাই। শুভ কেমন আছে?

বাদল ॥ এসো বলছি...

যদুপতি ॥ (*ঘরের মধ্যে এসে*) ...আমার এই বইটা রজনীদাকে দিতেও আসা। নতুন বেরুলো। রজনীদা...

বাদল ॥ বইটা তুমি আমার হাতে দাও দাদা। জামাইবাবুকে ডেকো না। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে!

যদুপতি ॥ বিকেলবেলা..ঘুমের ওষুধ!

বাদল ॥ আর সামলানো যাচ্ছিল না। দু'দিন ধরে একেবারে বাড়ি মাথায় করে চিৎকার চেঁচামেচি...শুভর অসুখের কথা শোনা অবধি...

যদুপতি ॥ সব কথা ওঁকে জানালে কেন তোমরা?

বাদল ॥ না...পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি। তবে খানিকটা আন্দাজ করেছেন...

যদুপতি ॥ তোমার দিদিও নিশ্চয় খুব ভেঙে পড়েছেন?

বাদল ॥ দিদিকে তো বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না...ওর যা হয় ভেতরে ভেতরে...

যদুপতি ॥ বৌদিকে একটু ডাকো না ভাই।

বাদল ॥ ও একটু বেরিয়েছে। বোসো। এখনই আসবে।

রজনী ॥ (*নিদ্রা জড়ানো গলায়*) শুভ...শুভ...বাদল, শুভ...

বাদল ॥ (*রজনীকে*) হ্যাঁ ভালো আছে...শুভ ভালো আছে...আমি দেখে এসেছি। ...বুঝলে যদুপতিদা, এদের কপালটাই বেয়াড়া। শুভকে নিয়ে কত আশা ছিল এদের...

যদুপতি ॥ ডাক্তার কি বলছে...

বাদল ॥ ভালো না...ভরসা পাচ্ছিনে দাদা। কাল বিকেলে অ্যাসাইলামে গিয়ে দেখি শক্ত দড়ি দিয়ে ওর হাত-পা বাঁধা! আমাকে দেখে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠলো! উঃ র‍্যাগিং যে এরকম ভয়ঙ্কর হতে পারে!...আর কী একটা সময় পড়েছে....সমাজের সবখানেই কিরকম র‍্যাগিং চলছে না! অবশ্য তুমিই ভালো বলতে পারবে। কিন্তু মানুষ অকারণে মানুষকে কষ্ট দিয়ে কী যে মজা পাচ্ছে! দ্যাখো, আমাদের ছেলেটার মাথাটাই নষ্ট হয়ে গেল!

যদুপতি ॥ ডক্টর মহান্তির নাম শুনেছ?

বাদল ॥ মহান্তি কে?

যদুপতি ॥ খুব বড় সাইকিয়াট্রিস্ট। কাল একটা অন্য কথা প্রসঙ্গে আমায় বলছিলেন, ইনস্যানিটি যদি হঠাৎ আক্রমণ করে, সেটা সব সময় ভয়াবহ হয় না। নার্ভাস ব্রেকডাউন থেকেও হতে পারে। তবে যদি হেরিডিটি...মানে পূর্বপুরুষের মধ্যে এমন কেউ থাকেন...

রজনী ॥ (জড়িত গলায়) কে ওখানে? কথা বলছে কে...

বাদল ॥ আমি...আমি! ...আপনি ঘুমোন...

যদুপতি ॥ তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার বাদল, আমার পূর্বপুরুষে তেমন কেউ ছিলেন না!

বাদল ॥ বাঁচালে যদুপতিদা!

যদুপতি ॥ মহান্তিকে একবার দেখাবে তোমরা?

বাদল ॥ দেখি পার্থ ফিরে আসুক, ও কি বলে দেখি...

যদুপতি ॥ তোমার ছেলে!

বাদল ॥ হ্যাঁ। ধানবাদে গিয়ে বসে আছে। সেখানেও আমাদের আর এক বিপদ!

যদুপতি ॥ ভেঙে পড়ো না ভাই। কী বলব, মুখের সান্ত্বনাটুকু দেওয়া ছাড়া আমরা কে কী করতে পারি? আমার শুভেচ্ছা রইল...

বাদল ॥ থ্যাঙ্ক ইউ যদুপতিদা...

যদুপতি ॥ (ইতস্তত করে) শুভকে যদি একবার দেখতে যাই...

বাদল ॥ (চুপ করে থেকে) এখনতো কোনো ভিজিটার অ্যালাউ করছে না...

যদুপতি ॥ ও আচ্ছা। মাঝে মাঝে আমি যদি তোমাদের কাছে খবর নিতে আসি, বিরক্ত হবে না তো...

বাদল ॥ আরে সেকী কথা, নিশ্চয়ই আসবে! তবে তুমি ব্যস্ত মানুষ। আসি বললেই, আসা হবে না...

যদুপতি ॥ তা ঠিক!

[*যদুপতি ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোয়। অন্দরে বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে। যদুপতি দাঁড়িয়ে পড়ে।*]

যদুপতি ॥ কোথায়! তোমাদের ঘরে...

বাদল ॥ হ্যাঁ...

যদুপতি ॥ বাচ্চাটা!

বাদল ॥ ঐ পাশের ফ্ল্যাটের। ভদ্রমহিলা একা থাকেন...বাইরে টাইরে গেলে...

যদুপতি ॥ তোমার দিদিকেই সামলাতে হয়?

যদুপতি ॥ আর বলো কেন দাদা! সংসারে এক একটা লোক থাকে না—গামছা দিয়ে ঝামেলা টেনে আনে।

যদুপতি ॥ হুঁ! নিঃসন্দেহে ঈর্ষা করার মত কপাল!

বাদল ॥ ঠাট্টা করছ দাদা..

যদুপতি ॥ ঠাট্টা না ভাই...সত্যি! ভালো কপাল! বলছি তোমাদের প্রতিবেশিনীর কথা! ভালো কপাল না হলে পাশের ঘরে তোমার দিদিকে পেয়ে যায়! আচ্ছা...

[*যদুপতি হেসে চলে গেল।*]

বাদল॥ লালা...লালা...

[*লালা অন্দর থেকে বেরিয়ে এল।*]

বাদল॥ আরে বাচ্চাটা আর কতক্ষণ থাকবে রে!

লালা॥ ভগায় জানে! কাল বিকেল চারটে থেকে রয়েছে!

বাদল॥ চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেল!

লালা॥ আমারো হলো। ঘন্টায় আট আনা হিসেবে চব্বিশ ঘন্টায় হলো বারো টাকা!

বাদল॥ ওর মা ফিরবে কখন?

লালা॥ যখন খুশি ফিরুকগে, আমার তো মিটার বাড়ছে...

[*অন্দরে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল।*]

লালা॥ (*অন্দরে তাকিয়ে হাতের ঝুমঝুমি বাজাতে বাজাতে*) না—না—কাঁদে না...ঐ যে তোমার মা আসছে...ঐ যে...ঐ যে আসছে...

রজনী॥ (*জেগে উঠে*) শুভ! শুভ!

বাদল॥ (*লালাকে*) আস্তে! আস্তে! মা-টা গেছে কোথায়?

লালা॥ বাসা খুঁজতে গেছে! এ বাড়িতে আর থাকতে পারবে না। বাড়িআলা এমন হুড়ো দিয়েছে না...

[*ভেতরে বাচ্চা কেঁদে উঠল।*]

লালা॥ (*ভেতরে তাকিয়ে*) কাঁদে না...ঐ যে মা বাসা খুঁজে আসছে...নতুন বাড়িতে যাবে তুমি...আ-আ

বাদল॥ যাতো, বাড়িআলা ভদ্রলোককে ডেকে আনতো! ...কী যেন নাম...

লালা॥ ভুবন...

বাদল॥ বল্ আমি ডাকছি। যা—

[*লালা বাইরে দরজার দিকে ঘুরতেই দেখা গেল পার্থকে ঢুকতে।*]

পার্থ॥ বাবা!

[*লালা চলে গেল।*]

বাদল॥ তুই! তুই কখন এলি!

পার্থ॥ শুভ কেমন আছে বাবা?

বাদল॥ শুভর কথা তুই কার কাছে শুনলি!

পার্থ॥ বাড়ি হয়ে আসছি! শুভকে নাকি বেঁধে রাখা হয়েছে!

বাদল॥ তবে তো সবই শুনেছিস!... (*থেমে*) হ্যাঁ ধানবাদের খবর কী? মানসী...

[*অলকানন্দা একটা বড় বেবিফুডের কৌটো, আর একটা রঙচঙা মস্তবড় পেলিকান পুতুল নিয়ে বাইরে থেকে ঢোকে। অলকানন্দা আজ বড় মলিন, ক্লান্ত।*]

অলকা॥ মানসী...আমার মানসী কইরে পার্থ...

পার্থ॥ পিসি...

অলকা॥ তুই একা কেন? সে কই? আনিসনি তাকে?

পার্থ॥ বলছি পিসি, সব বলছি...

বাদল ॥ আগে বল, সে সুস্থ আছে তো?

অলকা ॥ বেঁচে আছে তো?

পার্থ ॥ আছে আছে! কিন্তু কদিনে এ তোমার কী চেহারা হয়েছে পিসি! জ্বলে পুড়ে ঝলসে গেছ যেন...

বাদল ॥ ঐ শুভকে এসাইলামে নিয়ে যাওয়ার পর...ডাকাতের মতো দুটো লোক ওর সামনে শুভকে বেঁধে নিয়ে এ্যামবুলেন্সে তুললো! আমি এত করে বারণ করলুম।

অলকা ॥ পাগলা গারদ থেকে কবে সে ছাড়া পাবে...কোনদিন পাবে কি পাবে না...ভাবলাম মানসী আসবে, ওকে নিয়ে আমার দিন কেটে যাবে! হ্যাঁরে কেন তাকে আনলি না? ও পার্থ, কী দেখলি, শয়তানটা কি মানসীকে আটকে রেখেছে!

পার্থ ॥ না পিসি, মানসীকে কেউ আটকায়নি। বরং মৃগেন তাকে তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচে! মানসী নিজেই এলো না...

বাদল ॥ এলো না!

পার্থ ॥ আমি অনেক বুঝিয়েছিলাম, কেন এ অত্যাচার সইবি! চল্, তোর কোন ভয় নেই। আমরা সবাই রয়েছি, তোর একটা ব্যবস্থা হবেই। কিন্তু ও যা বলল...তারপরে আর...

বাদল ॥ কী...কী বলল?

পার্থ ॥ বলল, মাকে গিয়ে বলো, আমি দুবার অনাথ হব না!

অলকা ॥ (অস্ফুট স্বরে) দুবার অনাথ হবো না!

পার্থ ॥ নিজের অধিকার ছেড়ে আমি নড়ব না! যে আমাকে মারছে, তাকে পাল্টা মার না দিয়ে...

বাদল ॥ বোকা...বোকার হদ্দ মেয়েটা! ঐ লম্পট দুশ্চরিত্র শয়তানটার সঙ্গে ও এঁটে উঠবে কি করে? ....বেঘোরে মারা পড়বে!

পার্থ ॥ আমার কিন্তু আর ওকে বোকা বলে মনে হলো না বাবা। আর হেরে যাবে, তাও না!

বাদল ॥ জিতবে কেমন করে! সেকি পাল্টা লাঠি ধরতে পারবে!

পার্থ ॥ লাঠি সে ধরেনি ঠিকই। তবে মৃগেনকে টিট করতে কমও কিছু করেনি।...থানায় ডায়েরি করেছে মৃগেনের নামে। মৃগেনের অফিসে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে সব কথা। এস.ডি.ও., ম্যাজিস্ট্রেট, লোকাল লিডার, কাগজের অফিস...প্রত্যেকটি জায়গায় জানিয়ে দিয়েছে মৃগেনের হাতে তার প্রাণের আশঙ্কার কথা!

বাদল ॥ মানসী!

পার্থ ॥ হ্যাঁ মানসী! আমাদের সেই ভীরু, বোকা মেয়েটা...এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে মৃগেন ওদের সম্পত্তির এক আনাও বিক্রি না করতে পারে।

বাদল ॥ বলিস কি! মানসী একাই...

পার্থ ॥ একাই! ও আর আমাদের কারুর সাহায্য চায় না। কারুর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না সে। অনাথিনী এই নামাবলীটাই ছিঁড়ে ফেলতে চায় ঐ অনাথ আশ্রমের মেয়েটা!

বাদল ॥ ও দিদি, এ যে অসম্ভব কথা শোনাচ্ছে পার্থ!

পার্থ ॥ কেন অসম্ভব! বাবা তোমার মনে আছে...মানসী গঙ্গায় পড়ে গিয়েছিল। পিসেমশাই

ওকে বাঁচাতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন জলে। পিসেমশাই স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন...মানসী কিন্তু উঠে এসেছিল ঠিক। ও সাঁতার জানতো। দেখো, এবারো দেখো, সাঁতার দিয়েই ও পাড়ে উঠবে ঠিক!

[*শুনতে শুনতে অলকানন্দার দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে।*]

অলকা॥ তা'হলে কী বলছিস পার্থ, আমি আর ওর জন্যে চিন্তা করব না! আমার আর তার জন্যে কিছু করার নেই?

পার্থ॥ সে চাইলে নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু সত্যি যদি সে না চায়...তুমি কেন তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে চিরদিন ছোট করে রাখবে পিসি!

অলকা॥ ওরা বোধহয় কেউ আর আমার আশা করে না বাদল...মানসীও না...শুভও না!

বাদল॥ দিদি...

অলকা॥ কেউ কি আর আমার কাছে ফিরবে? শুভ কি ভালো হয়ে আর আমার কাছে আসবে...আর কি তার জন্যে আমার কিছু করার থাকলো...নাকি মানসীর জন্যে থাকলো? আমার সব ভাবনা চলে গেল...সব কাজ ফুরিয়ে গেল!

[*দুধের টিন আর পুতুল-পাখিটা তুলে নিয়ে নিঃস্ব অবসন্ন অলকানন্দা অন্দরে চলে গেল। পিছুপিছু পার্থও গেল। বাইরের দরজায় পান চিবুতে চিবুতে ভুবনবাবু এসে দাঁড়াল।*]

ভুবন॥ আমায় ডেকেছেন স্যার...

বাদল॥ হ্যাঁ। দেখুন ভুবনবাবু...

ভুবন॥ বাচ্চাটার ব্যাপারে বলবেন তো...?

বাদল॥ হ্যাঁ। এই বাচ্চাটাকে আর কতোক্ষণ আমাদের আগলাতে হবে!

ভুবন॥ সে তো আমার জানার কথা নয়...যার জিনিস সেই আপনাদের ঘরে রেখে গেছে! এ ব্যাপারে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন স্যার...

বাদল॥ আমি যে শুনলাম, ভদ্রমহিলাকে আপনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন!

ভুবন॥ আমি? এতো সাহস আমার হবে? মাত্তর এক আনার মালিক আমি! আজকাল যোল আনার মালিকেরও অতো ক্ষ্যামতা হবে না! ...তাড়িয়েছে বাড়ির বারো ঘর ভাড়াটে, আর পাড়ার ছেলেরা মিলে!...সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঐ মহিলাকে এ বাড়িতে আর এক রাত্তিরও বসবাস করতে দেওয়া হবে না! তবে যদ্দূর শুনেছি, বাসা পেলেই সে বাচ্চাকে নিয়ে যাবে!

[*পার্থ ঢোকে।*]

পার্থ॥ হ্যাঁ, কিন্তু বাসা পেতে যদি আরো পাঁচদিন সাতদিন একমাস লেগে যায়!

ভুবন॥ একমাস কি! একবছরেও পায় কিনা দেখুন! কলকাতা শহরে বাসা ভাড়া...তাও আবার ঐ জাতীয় মহিলা...এই জাতীয় ব্যাকগ্রাউণ্ড!

বাদল॥ বাজে কথা ছাড়ুন! তাহলে যতোক্ষণ না তিনি বাসা পাচ্ছেন...বাচ্চাটা কি আমাদের ঘরেই রইল!

ভুবন॥ বারবার আমাকে কেন বলছেন! নিজেরা বুঝুন...

বাদল॥ কেন, আপনারাই বা বুঝবেন না কেন? বাড়িতে এতগুলো ভাড়াটে, এতো

গণ্ডা প্রতিবেশী...কেউ একটু শিশুটির দায়িত্ব নেবে না! আমার দিদির এতো বিপদ আপদ—তবু তার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিতে হবে!

ভুবন॥ না, না, চাপিয়ে কেউ দেয়নি স্যার, উনি স্বেচ্ছায় ঘাড় পেতে নিয়েছেন! পই পই করে বারণ করেছিলাম, ঐ দুষ্টু মেয়েছেলেটার সঙ্গে মিশবেন না, ওর ঘরে অতো যাবেন না...এখন আর আমাকে কথা শুনিয়ে লাভ কী!

পার্থ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান। ভদ্রমহিলার বাবাকে একটা খবর দিন না। শুনেছি, তিনি কাছেই থাকেন...

ভুবন॥ দেওয়া হয়েছিল। বাপের বাড়ি থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—তারা কোনো দায়িত্ব নিতে পারবে না। কেউ কোনো দায়িত্বই নেবে না।

[*ভুবন প্রস্থানোদ্যত।*]

বাদল॥ কোথায় যান, দাঁড়ানতো। ও মশাই, থানায় যেতে হবে।

ভুবন॥ থানা মানে পুলিশ...

বাদল॥ হ্যাঁ পুলিশ! আমি পুলিশের কাছে বাচ্চাটাকে জমা দেব! আর সেই সঙ্গে আপনাদের নামে ডায়েরিও করব...আপনারা বিশেষ মতলবে মা-টাকে বাড়ি ছাড়া করে তার সন্তানটিকে আটকে রেখেছেন! ওই শিশুর যদি কিছু হয়, সব দায়িত্ব আপনাদের!

ভুবন॥ (*একটুক্ষণ গুম হয়ে থাকে*) যত হয়েছে আঁশটে ঝঞ্ঝাট! ভাড়ার নামে এক আনার মালিকানা...হ্যাপা পোহাবার নামে ষোল আনা! কই, বাচ্চা কই...

[*বাদল অন্দরের পথ দেখায়। ভুবন সাঁ করে অলকানন্দার অন্দরে ঢুকে যায়।*]

পার্থ॥ বাবা! কী করছ কী।

বাদল॥ একদম বাধা দিবি না! সব স্বার্থপর লোক! কেন, এরা কেউ বাচ্চাটাকে দেখবে না কেন!

[*অলকানন্দা অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় রজনীনাথের চেয়ারের পেছনে। রজনীনাথ এখন জেগে আছে। অলকানন্দা তার চুলে হাত বোলায়। কী যেন বলতেও যায়, তার আগেই ভুবন হিড়হিড় করে একটা দোলনা টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসে। দোলনাটা চার পা-আলা, নতুন ঝকঝকে। নানা খেলনা ঝুলছে দোলনায় গায়ে। পেলিকান পাখিটাও আছে। দোলনায় যে শুয়ে আছে তাকে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না।*]

পার্থ॥ আরে মশাই কী করছেন বলুন তো?

ভুবন॥ আরে হাজার বার বলছি এ বাড়ি বেচে দাও...কেউ গা করবে না! পেয়েছে আমাকে! আচ্ছা এক কাজ হয়েছে...এর কলে জল উঠছে না...ওর বাথরুমের ঝাঁঝরি ঢিলে হয়ে গেছে...ওর ট্যাঙ্কি ওভার ফ্লো করছে...(*দোলনায় শায়িত শিশুটির উদ্দেশে*) চল্! কোথায় যেতে চাস চল্...

[*ভুবন দোলনাটা টেনে নিয়ে চলেছে বাইরের দিকে। অলকানন্দা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়।*]

অলকা॥ দাঁড়ান...

[*ভুবন থমকে দাঁড়ায়। অলকানন্দা গলা উঁচুতে তুলে বলে।*]

কোথায় নিয়ে চল্লেন? ছেলেটা আমার...!

[ভুবন, পার্থ, বাদল অবাক।]

হ্যাঁ...ওর মা আর ফিরবে না! একেবারেই চলে গেছে সে! এখন থেকে ও আমার কাছেই থাকবে ভুবনবাবু! (*থেমে*) ...আপনারা সবাই মিলে এই ছোট্ট মানুষটিকে যে অসম্মান করলেন, তার জন্যে আপনাদের প্রত্যেকের লজ্জিত হওয়া উচিত!

[*রজনীনাথের চোখের পাতা আধোখোলা, ঘুম জড়ানো।*]

মনে রাখবেন, মাত্র দুটো দিন আগে আমার ছেলেটাকেও চারজন লোক মিলে ঠিক এইভাবে টানতে টানতে নিয়ে গেছে।

[*ভুবন মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায়।*]

বাদল॥ (*এতোক্ষণ চুপ করে অলকাকে লক্ষ্য করে*) কী বললে তুমি! সত্যি?

অলকা॥ (*লজ্জানত মুখে*) ছেলেটাকে আমি কালই নিয়েছি। কথাটা চেপে রেখেছিলাম, তোমাদের সকলকে এক সঙ্গে বলব বলে! তোমাদের মত না নিয়ে কিছু তো করি না। কীরে, তোদের মত আছে তো রে পার্থ?

বাদল॥ তুমি ওকে নিয়েছ?

অলকা॥ (*দোলনা গোছাতে গোছাতে*) আমার কাছে জোর করে ফেলে রেখে গেল যে! লক্ষ্মীছাড়ি মা...বোধহয় আমার হাতে তুলে দেবে বলেই আমায় অতো ডাকাডাকি করত, বুঝলে!

বাদল॥ দিদি, শুভটার এই অবস্থা, মানসীটা অগাধ জলে..এর মধ্যে তুমি কিনা আবার...তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

অলকা॥ না নিয়ে কী করব! ঐ মায়ের হাতে এই ছেলেটার কী দশা হত তা তো তোমরা দেখলে। কারুর জন্যে কিছু করতে না পারলে, আমি কী নিয়ে থাকব! ফাঁকা হয়ে শূন্য হয়ে বাঁচব কী করে ভাই?

বাদল॥ জগতের সব দায় কি তোমাকেই মেটাতে হবে! (*আর সহ্য করতে না পেরে গর্জে ওঠে*) এসব খামখেয়ালিপনার কোনো মানে আছে! এই বয়েসে আবার একটা ছেলেকে নিচ্ছ! তুমি এর পরিণতি আন্দাজ করতে পারো? তুমি ওকে মানুষ করে রেখে যেতে পারবে?

অলকা॥ ...হ্যাঁ বয়েসটা আমার পশ্চিমে হেলেছে। হাতে পায়ে আর সে জোর নেই। শুভকে যেমন করে দুহাতে তুলে ধরে চাঁদ দেখাতাম, আর তা পারব না। যেমন করে লাঠি হাতে মানসীর পিছনে তেড়ে গিয়ে শাসন করেছি, তাও পারব না! (*দোলনার শিশুকে*) হয়ত অকূলে ভাসিয়ে যাবো রে তোকে।...সে ভয় তো আছেই! (*বাদল ও পার্থকে*) তবে তোমরা সবাই যদি একটু সাহায্য করো...

বাদল॥ (*রাগে ফুঁসে ওঠে*) একটা ছেলেকে মানুষ করার খরচ জানো? টাকা আছে তোমার ...টাকা! টাকা!

অলকা॥ টাকা নেই...নেই তো নেই! ও তো জ্ঞান হতেই জানবে, ওর মা-বাপের কিচ্ছু নেই...

বাদল॥ (*মরিয়া হয়ে রজনীনাথকে*) জামাইবাবু, দিদি কিন্তু আবার একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে চলেছে...ওকে বারণ করুন জামাইবাবু...

অলকা॥ (*রজনীকে*) বলো, তুমি বলো...তুমি যা বলবে, তাই হবে...

[রজনীনাথ তেমনি আধখোলা চোখে চুপ করে বসে থাকে।]

বাদল ॥ কী, বলবে কী? শুভ মানসীর এই অবস্থার মধ্যে আর একটা ছেলেকে পুষ্যি নেওয়া...এটা ক্রুয়েলটি...নিষ্ঠুরতা! মরবিডিটি!

অলকা ॥ (*রজনীকে*) দ্যাখো দ্যাখো এখনো ওরা পুষ্যি পুষ্যি করে! আচ্ছা বলো, শুভ মানসী যদি আমার পেটের সন্তান হতো...তাতেও কি ওদের এই বিপদ হতো না! হচ্ছে না চারদিকে! তবে কেন ঐ ঘুণধরা শব্দটা বার বার বলবে, পুষ্যি! পুষ্যি!

বাদল ॥ তুমি যতই ওকালতি করো, এটা পাগলামো ছাড়া কিছু না।

অলকা ॥ আবার বলে পাগলামো! আচ্ছা, শুভ মানসীর জন্যে ঘরে বসে কাঁদা ছাড়া আর এখন কী করতে পারি আমি! আমার কেয়াপাতার নৌকোদুটো নোঙর ছিঁড়ে ছুটে গেছে ভরা গাঙের মধ্যিখানে...উথাল পাথাল ঢেউ...হয়ত ভাসবে...হয়ত ডুববে...আমি কূলে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখব! তার চেয়ে আর একটা নৌকো গড়ি না কেন...গড়ার চেষ্টা করি না কেন...

বাদল ॥ আর হয় না দিদি....জামাইবাবু, আপনি ওকে বলুন, এ আর হয় না!

রজনী ॥ (*অলকার দিকে ফিরে ঘুম-জড়ানো গলায়*) আমি জানতাম, জানতাম তুমি ওকে নেবে।

অলকা ॥ (*চমকে*) তুমি জানতে!

রজনী ॥ তাই বার বার বলতাম...যেয়ো না...তুমি ওর কাছে যেয়ো না...

অলকা ॥ (*সলজ্জ হাসিতে*) তাই?

রজনী ॥ *খেলাটায় জিতে গেলে তুমি!* নো টাইম ইজ *দা* লাষ্ট টাইম!

বাদল ॥ (*হতাশ হয়ে*) তোমাদের যা খুশি করো...

[বাদল বেরিয়ে যাচ্ছে, পার্থ হাত টেনে ধরে তাকে আটকালো।]

পার্থ ॥ বাবা...তুমি তো বলো বাবা, মানুষের বড় কাজ করার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। আজ আমার পিসি কোথায় দাঁড়িয়ে কী কাজটা করছে, একবার দেখবে না!

অলকা ॥ (*রজনীকে ধরে চেয়ার থেকে তুলতে তুলতে*) দ্যাখো দ্যাখো, কেমন শুভর মত শুয়ে আছে...মানসীর মত হাসছে! দ্যাখো। ...কী...কী বলোগো তোমরা...পারব না...অ্যাঁ আমার সব শক্তি চলে গেছে...আমি আর পারব না...

[বাদল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তার দিদি দোলনাটা দোলাচ্ছে। রজনীনাথ উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি নিয়ে দোলনার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রমশ জোরে আরও জোরে দোলনাটা দোলায় অলকানন্দা।]

পরবাস
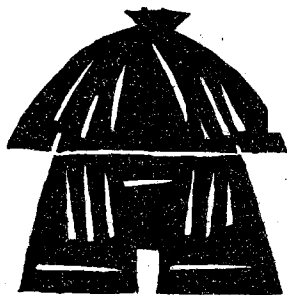
চরিত্রলিপি

মন্দিরা
গজমাধব
করালী দত্ত
পরাগ
ভুতু
দাদু
নিমাই
পেয়াদা
রতন

প্রথম অভিনয়

অ্যাকাডেমি মঞ্চ : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সন্ধ্যা ৭টা।

... ...

প্রযোজনা : সুন্দরম্

আবহ্ : জগন্নাথ বসু॥ রূপশিল্প : অনন্ত দাস/অজয় ঘোষ॥ আলো : অমল রায়॥ মঞ্চ : শংকরপ্রসাদ॥

নির্দেশনা : মনোজ মিত্র

... ...

অভিনয়

মন্দিরা	:	বেলা সরকার / সন্ধ্যা চক্রবর্তী
গজমাধব	:	মনোজ মিত্র
করালী দত্ত	:	মানব চন্দ্র
পরাগ	:	শক্তি ঘোষাল / শুভ্র মজুমদার
ভুতু	:	রমেন বন্দ্যোপাধ্যায় / সত্যব্রত দাস
দাদু	:	দুলাল ঘোষ / অসিত মুখোপাধ্যায়
নিমাই	:	শংকরপ্রসাদ
পেয়াদা	:	শ্যামল সেনগুপ্ত / রতন মুখোপাধ্যায়
রতন	:	অরণ্য ঘোষাল / দীপক ভট্টাচার্য

প্রস্তাবনা

[সানাই বাজছে। পর্দা খুলে গেল। আবছা নীল আলো অন্ধকারে মঞ্চখানি মায়াময়। যেন এক স্বপ্নের জগৎ, যেন বহুদূর অতীতের বিস্মৃত পৃষ্ঠাখানি উন্মোচিত হয়ে রয়েছে। বিয়ের কন্যের সাজে সজ্জিত একটি মেয়ে (মন্দিরা) হাতে পত্রগুচ্ছ নিয়ে পায়ে-পায়ে ঢুকল এবং এক কোণে আলোর বৃত্তের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সানাই থামলে প্রেমিকা-রূপী মন্দিরা তার প্রবাসী প্রেমিকের উদ্দেশে পত্রপাঠের ঢঙে বলতে লাগল...]

মন্দিরা/কন্যে॥ বলি আক্কেলখানি কী তোমার? আজ তিন তিনটি বছর আমাকে যে কাঁকড়াপোতায় ফেলিয়া রাখিয়া দিব্য নিশ্চিন্তে ডুব মারিয়া আছো! আগে কেন বল নাই, তুমি এমন করিয়া আমায় বঞ্চনা করিবে? কলিকাতা হইতে কবে ফিরিবে?

[আর এক কোণে প্রেমিকরূপী গজমাধব উঠে দাঁড়ায়। তার হাতেও একটি লিপি। গজমাধবের দূরাগত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার প্রেমিকার কাছে...]

গজ/প্রেমিক॥ কলিকাতায় এখন বড় ভয়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ! জাপানীদের বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় দুরুদুরু বক্ষে দিন কাটিতেছে। কোনোক্রমে আপিস এবং আপিস-ফেরত বাড়ি...

[প্রেমিক ও প্রেমিকার ভেতর পত্রের আদান-প্রদান চলছে...মর্ম এই...]

কন্যে॥ আমাদের বিবাহের যে দিন স্থির করিয়াছিলে? শুভলগ্ন! কী হইল? আমি কতো কতো পত্র লিখি, জবাব দিতে কি হাতে ব্যথা হয়?

প্রেমিক॥ বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নাই। বড়সাহেব বলিয়াছেন, ছুটি লইলে ইনক্রিমেন্ট বন্দ!

কন্যে॥ কবে কাঁকড়াপোতায় আসিবে?

প্রেমিক॥ ইচ্ছা আছে সামনের অগ্রহায়ণে ....ইনক্রিমেন্ট পাইয়া...

কন্যে॥ (একটু পরে) অগ্রহায়ণ তো চলিয়া যায়...

প্রেমিক॥ ইনক্রিমেন্ট পাই নাই। চার্জসীট পাইয়াছি।...ইচ্ছা আছে আগামী বৈশাখে ...চার্জসীট তুলিয়া লইলে...

[প্রেমিক-রূপী গজমাধব অল্পক্ষণের জন্য ছায়াবৃত হল।]

কন্যে॥ বৈশাখও চলিয়া গেল। শ্রাবণ আসিল। সেই যে অভাগীর গলায় মালা দিবে বলিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলে তাহার পর আর ওমুখ দেখিলাম না! পরস্পরের মুখে শুনিতে পাই কলিকাতা এখন শান্ত...বোমার কোন ভয় নাই।

[গজমাধবের পুনরায় আবির্ভাব।]

প্রেমিক॥ (তীক্ষ্ণ স্বরে) ভুল শুনিয়াছ!

কন্যে॥ বিদেশীরা তো ফিরিয়া গিয়াছে!

প্রেমিক॥ ভুল শুনিয়াছ!

কন্যে॥ সেই নিদারুণ দিন তো কাটিয়া গিয়াছে!

প্রেমিক॥ ভুল শুনিয়াছ!

কন্যে॥ এখনো স্বাধীন হও নাই!

প্রেমিক॥ স্বাধীনতা! ভুল! ভুল! মহাভুল! বাঁচিবার কোনো পন্থা নাই!

[*প্রেমিক স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়। শূন্যে তার বিস্ফারিত চোখদুটোয় পাথরের মতো প্রত্যাশা...*]
কন্যে ॥ গত পত্রের উত্তর পাই নাই..জানি না কোথায় আছো, কেমন আছো! রাঙাবৌদিদির নিকট হইতে সবুজ লেফাফা মাঙিয়া লইয়া এই শেষপত্র লিখিতেছি! ...গেল বর্ষায় তোমাদের ভিটামাটি পড়িয়া গিয়াছে...

[*প্রেমিকের গলা দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে।*]

ওগো, পারিলে কি করিয়া...পারিলে কি করিয়া সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিতে? সেই পেয়ারাতলা..রাণীকুঠির ইক্ষুখেত...শুভ্র জোৎস্না...মেঘমল্লার...শ্রাবণের বাদলধারা...ওগো পাষাণ, আমার হৃদয়কুসুমের তরে...ও শীতল বক্ষে কি আজ একবিন্দু মমতা নাই? কাঁকড়াপোতায় আমি যে দিবারাত্র কী যাতনা ভোগ করিতেছি চিঠিতে তাহা কী লিখিব! (*গজমাধব ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে*) ফিরিয়া আইস...অভাগীকে ও চরণে ঠাঁই দিতে ফিরিয়া আইস...

[*গজমাধব অদৃশ্য হল।*]

নিশিদিন পথের পানে চাহিয়া আছি...ফিরিয়া আইস...ভালবাসার বন্ধনে ধরা দিতে ফিরিয়া আইস... ফিরিয়া আইস...

[*মন্দিরার হাহাকার, বর্ষার শব্দধারা এবং আবহরাগিণী মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অল্পক্ষণে জন্য আলো নিভল, এবং মুহূর্তের বিলম্বে আবার জ্বলল।*]

প্রথম অঙ্ক

[*ঝকঝকে দিবালোকে দৃশ্যপট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছাতের ওপর একটি ঘর। দুটি দরজা। একটি বাইরের, নিচে নামার। অপরটি অন্দরে রান্নাঘর, বাথরুম, ছাতের অপর অংশে যাবার। একটি মাত্র জানালা।*

এই ঘরের ভাড়াটে গজমাধব মুকুটমণি (প্রস্তাবনার প্রেমিক) বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। একনজরেই তা টের পাওয়া যায়। ঘরের একপাশে বাঁধাছাঁদা মালপত্তর স্তূপীকৃত। কয়েকটা নানা আকারের পুঁটলি, রংচটা বাক্স, ছেঁড়া সুটকেস, কুঁজো, আঁশবটি, ঝাঁটা, শিশি বোতল বোয়াম, ছেঁড়া ছাতা...কী না, সংসারের কতো প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। ঘরে আসবাব বলতে একটা পুরনো পালঙ্ক। এখন গদি ছাড়া তার ওপর কিছু নেই। গজমাধবের দুই প্রতিবেশী, ভুতু ও পরাগ এখন বেডিংটা বেঁধে দিচ্ছে। পরাগের মুখে একটা নিম-দাঁতন। ঢ্যাপসা মোটা বেডিংটা বাঁধতে গিয়ে দুজনে হিমসিম খাচ্ছে। বেডিং-এর পেটে পা চাপিয়ে দড়ি টানছে, পচা দড়ি কেটে যেতে দুজনে দুপাশে ছিটকে পড়ছে। দুজনে গলদঘর্ম। নেপথ্যে ঢোল বাজিয়ে কী একটা ঢ্যাঁড়া পেটানো হচ্ছে। গজমাধব মুকুটমণি ভেতর থেকে যাত্রার জন্যে সেজেগুজে ঢুকল। পরনে ধুতিপাঞ্জাবি, গলায় পাকানো চাদর, মাথায় সাজানো টেরি। গজমাধব একটা প্রচিন মানুষ, চলনে কথনে। গজমাধব চলে দুলেদুলে—গোঁফের শাখায় সারাক্ষণ একটি মনোহর হাসি তুরতুর করে নাচে। গজমাধব খাটে বসে পা নাচাতে নাচাতে ভুতু ও পরাগকে একনজর দেখল, গোপনে হাসল এবং তারপর ভাঙা আয়না ও কাঁচি

নিয়ে গোঁফ সংস্কারে মনোনিবেশ করল। সযত্নে গোঁফের এপাশ ওপাশ ছাঁটতে লাগল। দ্রুতপায়ে পেয়াদা ঢুকল। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ। হাতে সমন।]

পেয়াদা॥ (হাঁক পাড়ে) বিবাদী গজমাধব মুকুটমণি—

ভুতু॥ (বেডিং বাঁধতে বাঁধতে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে) অ্যাই, অ্যাই, রোয়াবি ঘুচিয়ে দেবো বলছি!

পেয়াদা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ জানা আছে...

ভুতু॥ দেখাবো, মজা দেখাবো...

পেয়াদা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা আছে...

ভুতু॥ তবে রে...

[*ভুতু লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখে বিছানার সঙ্গে তার পা বাঁধা পড়েছে।*]

—পা! পা!

পরাগ॥ এঃ, পা বেঁধে ফেলেছি!

[*পা খুলে দিচ্ছে।*]

পেয়াদা॥ (*অল্প হেসে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে*) বিবাদী গজমাধব মুকুটমণি...

পরাগ॥ না, না, ব্যাপারটা কি! ওটা পড়তে মানা করা হচ্ছে, কানে যাচ্ছে না! ভালো চান তো কেটে পড়ুন।

ভুতু॥ ঘড়িটা ধরুন তো পরাগদা...

[*কব্জি-ঘড়িটা পরাগের হাতে দিয়ে ভুতু পেয়াদার দিকে অগ্রসর হয়।*]

পেয়াদা॥ (*দূরে সরে গিয়ে সমন পড়ছে*) এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, তেষট্টির ভাড়াটিয়া-উচ্ছেদ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের উপরিবর্ণিত ধারায়...এই আদেশ জারি করা যাইতেছে যে...

পরাগ॥ আচ্ছা খোচো পার্টি তো হে...

ভুতু॥ (*পেয়াদার ঘাড়ের কাছে আচমকা*) অ্যাই!

পেয়াদা॥ (*চমকে*) অ্যাই!

ভুতু॥ (*পেয়াদার জামা ধরে*) শালা! শালা তোমার বেঁড়েমি কি করে ফোটাতে হয়...

[*পেয়াদাকে ধরে বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করে*]

পেয়াদা॥ (*কিছুতে বেরুবে না*) ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন বলছি...(*কঁকিয়ে ওঠে*) ও করালীবাবু...

পরাগ॥ দাও দাও, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দাও...

পেয়াদা॥ ও করালীবাবু, দেখে যান...

[*একটা মুখঢাকা মস্ত পাথরবাটি হাতে নিমাই ঢোকে।*]

নিমাই॥ বাবু! বাবু! দই!

ভুতু॥ (*পেয়াদাকে ছেড়ে*) দই? তো ঢাল...শালার মাথায় ঢাল...

নিমাই॥ মাথায়! ঢালবো!

[*নিমাই হেসে পাথরবাটিটা পেয়াদার মাথায় উপুড় করতে যায়।*]

পেয়াদা॥ ও করালীবাবু...কী করছে...অ্যাই আমি কোর্টের লোক!

ভুতু॥ ফোট!

[*পেয়াদা কোনোরকমে হাত ছাড়িয়ে পালাতে গিয়ে ঘুরে আচমকা ভুতুর কানের কাছে—*]

পেয়াদা॥ বাঁশ দেব!

[*পেয়াদা ছুটে বেরিয়ে যায়। ভুতুও ক্ষেপে তাকে তাড়া করে বেরিয়ে যায়।*]

নিমাই॥ জেঠিমা দই পাঠালেন বাবু...

পরাগ॥ জে—ঠি! ও! (*গজকে*) ওই যে নিন দাদা, ত্রিনয়নী জেঠিমা আপনাকে দই পাঠিয়েছেন!

গজ॥ (*আয়না কাঁচি সরিয়ে মিষ্টি হেসে*) আপনার নিজের জেঠিমা?

পরাগ॥ আরে দূর, না না...ওই যে নিচে গ্যারেজ-ঘরে যে ভদ্রমহিলা গেল বছর ভাড়া এলেন...

নিমাই॥ তিনি তো বাড়িসুদ্ধ সক্কলের জেঠিমা বাবু! আমি এখন তাঁর কাছে কাজ করি—

পরাগ॥ (*দাঁতন চিবুতে চিবুতে*) ভারি ভালো মানুষ! ওই দেখুন আপনি চলে যাচ্ছেন শুনেই দই পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর না দেবেন কেন? আমরা কদ্দিন এ-বাড়িতে ভাড়া আছি, অ্যাঁ?... (*গজকে*) আপনি হলেন গিয়ে আদ্যিকালের ভাড়াটে। প্রতিবেশী ভাড়াটে হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা কর্তব্য আছে! কই রে নিমাই, দে...নিন দাদা, খেয়ে ফেলুন...

নিমাই॥ ও বাবু, নাগো, খাওয়া যাবে না...

পরাগ॥ খাওয়া যাবে না? খুব টক?

নিমাই॥ ফুটুসখানি দই, এর আর ট্যাঙা-মিঠে কি বুঝবেন বাবু?

[*বাটির ঢাকা খুলে দেখায়।*]

পরাগ॥ এতোবড় বাটিতে এইটুকুন মাল আনলি ইয়ার্কি করতে!

নিমাই॥ না বাবু, টিপ দিতে!

পরাগ॥ টিপ!

নিমাই॥ বাবুর কপালে টি' দিতে। যাত্রা-মঙ্গলের ফোঁটা কাটতে...

[*নিমাই গজমাধবের কপালে দই-এর ফোঁটা পরাবার তোড়জোড় করছে। আর এক ভাড়াটে দাদু ঢোকে...হাতে মাটির ভাঁড়ে রসগোল্লা।*]

দাদু॥ কাট! কাট! ফোঁটা কাট! পোজ নিয়ে বসে আছিস কেন রে ছাগল?...(*গজকে*) একটু হাঁ করুন তো ভাই!

গজ॥ হাঁ?

দাদু॥ করুন তো ভাই, ছেড়ে দিই...

গজ॥ কী ছাড়বেন?

দাদু॥ দু'টি রসগোল্লা ভাই...

গজ॥ (*সলজ্জ ভঙ্গীতে*) রস...ছি ছি...আবার গোল্লা কেন?

দাদু॥ (*রেগে*) বলছি হাঁ করতে! ...পরাগ! ধরো তো, চোয়াল দুটো একটু ফাঁক করে ধরো তো—

পরাগ॥ দাদার আমার কিন্তু কিন্তু ভাবটা আর গেলো না! আমাদের একটা কর্তব্য নেই...
[*পরাগ গজমাধবের চোয়াল দুটো ফাঁক করে ধরতেই দাদু টুপ্‌ করে রসগোল্লাটা গালের মধ্যে ছেড়ে দিল। গজমাধব লজ্জায় মিটিমিটি হাসতে হাসতে রসগোল্লা খাচ্ছে।*]

দাদু॥ (*চোখের কোণে জল*) খান...চলে যাচ্ছেন...একটু মিষ্টিমুখ করে যান ভাই! বটগাছের ডালে ডালে যেমন নানান পাখি বাসা বেঁধে থাকে, আমরাও সব তেমনি ছিলুম! ...আজ দল ছেড়ে একটা পাখি ফুড়ুৎ! ...(*চোখ মুছে*) আর সক্কলকেই তো যেতে হবে, দু'দিন আগে আর পরে...

[*ভুতু রাগে গর গর করতে করতে ঢোকে।*]

ভুতু॥ আর এই হয়েছে আর এক শালা করালী দত্ত! বেটাচ্ছেলে চামারস্য চামার!

পরাগ॥ (*দাঁতন করতে করতে*) বাড়িঅলা মাত্তরই কি এইরকম চক্ষুপর্দাহীন হতে হয়, বলুন তো দাদু...

ভুতু॥ তুই রাস্কেল মামলায় জিতেছিস, ডিক্রি বাগিয়েছিস, ভাড়াটে উচ্ছেদ করেছিস, কোই বাত্‌ নেই...যাকে উচ্ছেদ করেছিস তিনি তো চলেই যাচ্ছেন...

পরাগ॥ তবু রাস্কেল পেয়াদা পাঠিয়ে দিস কানের কাছে ওই চোতাখানা পাঠ করে শোনাতে... ?

ভুতু॥ রাস্কেল, চলে যাচ্ছেন...তবু ওটা না শুনিয়ে ছাড়বিনে?

[*কানে একটি রঙিন পালক ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি খেতে খেতে আর চাপা উল্লাসে ডগমগ করতে করতে করালী দত্ত একটু আগে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। পেছনে পেয়াদাকে নিয়ে।*]

করালী॥ না, তবু ছাড়বো না!

[*সবাই ঘুরে তাকায়। করালী ও পেয়াদা ঢোকে।*]

করালী॥ (*প্রতিহিংসার হাসিতে*) না, তবু ছাড়বো না!

দাদু॥ করালী!

করালী॥ মশাই! এই চোতাখানা, কোর্ট থেকে বার করে আনতে লং থারটি ইয়ার্‌স আমায় স্ট্রাগল করতে হয়েছে! ত্রিশ বছর, সময় স্বাস্থ্য টাকাকড়ি মনের আনন্দ ফূর্তি—সব ঐ আলিপুরে নিবেদন করে তবে আজ এটা পেয়েছি! ...টুডে ইজ মাই রেড লেটার ডে। (*গজকে দেখে*) কি খাচ্ছেন, রসগোল্লা! (*গজমাধব লজ্জিত হয়ে ভাঁড় সরাতে যায়*) আরে খান...খান...খেতে খেতে শুনে যান...করালী দত্ত জিতেছে! জিতেছে! জিতেছে!

[*করালী আনন্দে হাত তুলে নেচে ওঠে।*]

পেয়াদা॥ (*সাহস পেয়ে সবাইকে দেখিয়ে নাচে*) জিতেছে...জিতেছে! জিতেছে...জিতেছে!

করালী॥ পড়ো হে, শুনিয়ে দাও...

পেয়াদা॥ (*সমন পড়ে*) বিবাদী পাঁচের বারো গুলু ওস্তাগার লেনের তিন-তলার ভাড়াটিয়া শ্রীগজমাধব মুকুটমণি...পিতা ঈশ্বর অমুক...পেশা ট্যাঁড়া...বিবাদী বারংবার মহামান্য আদালতের হুকুম অমান্য করায়...

করালী॥ (*ঘরময় পায়চারি করে আর কানে সুড়সুড়ি খায়*) করায়... ?

পেয়াদা॥ আরো আদেশ রহিলো যে...

করালী॥ রহিলো যে... ?

পেয়াদা॥ ভাড়াটিয়া উচ্ছেদকালে কোর্টের বেলিফ...

[*পেয়াদা বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়।*]

করালী॥ (*পেয়াদার থুঁতনি ধরে ব্যঙ্গে ধুম হয়*) সশরীরে সবান্ধবে মদীয় বাসভবনে আগমনকরতঃ...লুচি আর পাঁঠার মাংস! ...গজমাধববাবু স্যার, আজ আপনার অনারে একটা ভোজের আয়োজন করেছি স্যার! (*দাদু ভুতু পরাগকে*) ডিনার কিন্তু সব আমার ঘরে ...লুচি আর...

পেয়াদা॥ পাঁঠা তো! ঠিক আছে। খাসি হলেও আপত্তি ছিল না। (*করালী হাসে*) লুচি-মাংস...মাসি-মেসো..বহুকাল দু'জনকে একসাথে দেখা হয়নি করালীবাবু...

[*করালী হাসে ঘর কাঁপিয়ে।*]

ভুতু॥ (*রাগে ফেটে পড়ে*) নিমাই! হাঁ করে কি শুনছিস! টিপটা বড় করে লাগা!

[*নিমাই এতক্ষণ হাঁ করে মজা দেখছিল। চমকে টিপ পরানোয় মন দেয়।*]

গজ॥ আহা, আহা, ভুতুবাবু, উত্তেজিত হবেন না...

নিমাই॥ (*গজকে*) বাবু বাবু, মোটে নড়াচড়া করবেন না। ঘুরে বসুন...

পরাগ॥ (*উত্তেজিত*) না, উত্তেজিত হবো না! মশাই বাড়িঅলা বলে কি মাথা কিনেছেন...

[*করালীর দিকে এগোয়। জামা খুলতে খুলতে—*]

গজ॥ (*শশব্যস্ত হয়ে*) পরাগবাবু, পরাগবাবু, আজ আর আমায় নিয়ে আপনারা বিবাদ করবেন না ভাইটি—হাসিমুখে বিদায় দিন...শুনছেন...

[*পরাগ জামাটা খুলে করালীর নাকের ডগায় ঝেড়ে আবার নিজের গায়ে পরল। মারামারি করল না।*]

নিমাই॥ (*গজকে*) এঃ, আবার নড়ে গেলেন! টিপটা বেঁকে গেল যে...

ভুতু॥ (*করালীকে*) এই রকম একজন নিরীহ মানুষকে তাড়াবার জন্যে পেয়াদা ডেকে পুলিশ ডেকে আদাজল খেয়ে লেগেছেন!

করালী॥ দ্যাট ইজ ডিউ টু মাই প্রিন্সিপল! বাড়িতে ব্যাচেলার আমি রাখবো না।

দাদু॥ (*গর্জে ওঠে*) ব্যাচেলার!

গজ॥ (*দাদুকে*) আহা আহা...

দাদু॥ (*গজকে*) চোপ! (*করালীকে*) বুড়োমানুষ...তার আবার ব্যাচেলার স্যাচেলার কী হে করালী?

করালী॥ কেন, বুড়ো বলে কি কেউ ব্যাচেলার হয় না, না কি ব্যাচেলার কখনো বুড়ো হয় না।

দাদু॥ তুমি বৃদ্ধদের অপমান করছো করালী!

পেয়াদা॥ আপনি কেন খামোকা গায়ে মাখছেন?

দাদু॥ চোপ! মাখবে না? এখানে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধদের প্রতি একটা খোঁচা মারা হচ্ছে!

করালী॥ যাব্বাবা, এতে খোঁচার কি আছে...আমি শুধু বলেছি উনি ব্যাচেলার...

দাদু॥ ওটা কোন পরিচয়ই নয়! অ্যান ওল্‌ড ম্যান ইজ অ্যান ওল্‌ড ম্যান...রেসপেকটেবল ম্যান! (*নিমাইকে*) এই হারামজাদা!

নিমাই॥ এই মরেছে আমায় বকেন কেন? আমি কি করলাম?

দাদু॥ কি করলি? লাগাতে বলা হয়েছে ফোঁটা ...অমন কায়দা করে কপালে ঝুনো নারকেল আঁকতে কে বলেছে! (নিমাই জিভ কেটে মুছতে যায়) মুছতে হবে না, থাক্!

নিমাই॥ তা উনি নড়ে গেলে আমি কি করবো! (গজকে) বাবু, জেঠিমা বলে দিয়েছেন, যাত্রাকালে ডান পা আগে ফেলে বেরুতে—

[নিমাই দাদুকে ভেংচি কেটে বেরিয়ে গেল।]

করালী॥ যাক্‌গে, যুবক বয়সেও যে উনি ব্যাচেলার ছিলেন এটা মানবেন কি?

দাদু॥ যৌবনে ব্যাচেলার না থাকলে বৃদ্ধ বয়সে ব্যাচেলার কি তুমি গাছ থেকে পেড়ে আনবে! হুঁ! পরাগ ভুতু এসো, দেখি কিছু ফেলেটেলে যাচ্ছেন কি না!

[ভুতু ও পরাগ ভেতরে যায়।]

মুকুটমণি ভাই...নেমে আসুন ভাই...রান্নাঘর-টরগুলো দেখে নেবেন।

গজ॥ (মিষ্টি হেসে আড়েআড়ে করালীর দিকে চাইতে চাইতে) প্রস্তুতির শেষ নেই! বিদায়-লগ্ন আসন্ন! যাওয়া-আসা নিয়েই তো বিশ্বমায়ের নিত্য লীলাখেলা...

[শেষ রসগোল্লাটি গালে ফেলে গজমাধব দুলতে দুলতে দাদুর সঙ্গে ভেতরে যায়।]

করালী॥ কী বলে গেল?

পেয়াদা॥ (অন্যমনস্ক) রসগোল্লা...

করালী॥ অ্যাঁ!

পেয়াদা॥ (সচেতন হয়ে) আজ্ঞে লীলাখেলা!

করালী॥ কতো লীলা জানো তুমি, ওগো লীলাধর! তোমার লীলা বুঝতে আমার বাবা পর্যন্ত ঘোল খেয়ে গিয়েছিল! (একটু থেমে পেয়াদার সামনে) নাইনটিন থারটি সিক্স...বগলে একটা টিনের বাক্স—ওই যে ওটা...ওটা নিয়ে বাছাধন এলেন! (পেয়াদাকে সামনে দাঁড় করিয়ে নিজের গলায় প্রশ্ন) নিবাস? (গজর গলায় উত্তর) কাঁকড়াপোতা! (নিজের গলায় প্রশ্ন) কর্ম? (গজর গলায় উত্তর) ধাপার মাঠে সারাদিনে কতো ময়লা-গাড়ি যায় তাই বসে বসে গোনা! (প্রশ্ন) ম্যারেড না আনম্যারেড? (উত্তর) ম্যারেড! (ক্ষিপ্ত হয়ে) ম্যারেড বলে পরিচয় দিয়েছিল লোকটা প্রথম দিন! আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাবাকে বলেছে, ফাল্গুনে বৌ নিয়ে আসবো! ফাল্গুন যায়, কার্তিক আসে, কাঁকড়াপোতার ঠাকরুণের আর পাত্তা নেই! (গম্ভীর গলায়) ব্যাপার কি, ও মশাই, গিন্নি কই? (গজমাধবের গলায় উত্তর) আছে! বাড়ি আছে! আনলেই হয়! (গম্ভীর গলায়) তা আনুন! (গজমাধবের গলায়) আনবো...আনছি...(ধমকে ওঠে) ঢের আনবো-আনছি হয়েছে! ব্যাপারখানা কি খুলে বলুন তো? বিয়ে হয়নি? (গজমাধবের গলায় বোকার মত হেসে) হেঁ হেঁ হেঁ— (ধমকে ওঠে) হেঁ হেঁ নয়! ম্যারেড ছাড়া এ বাড়িতে থাকা চলবে না! যদি থাকতে চান, ম্যারি করুন! (গজমাধবের গলায়) করবো...করছি...সব ঠিক হয়ে গেছে। (নিজের গলায়) কতবড় ধড়িবাজ! একবার একটা টোপরও কিনে এনে দেখালো!

[ধুলোপড়া একটা টোপর হাতে নিয়ে দুলতে দুলতে গজমাধব ঢোকে। আর সেই সাথে বেজে ওঠে প্রস্তাবনা দৃশ্যের সেই সানাই। করালী ও পেয়াদার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে টোপরটা মালপত্তরের মধ্যে রেখে গজমাধব সানাই-এর তালে দুলতে দুলতে আর আপন মনে হাসতে হাসতে ভেতরে যায়। সানাই বন্ধ হয়। পেয়াদা এতক্ষণ করালীর প্রশ্নোত্তরে

বোকা হয়ে চুপসে ছিল। এবার গিয়ে টোপরটা দেখছে, ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ছে।]

করালী॥ বললেই বলে...ব্যস্ত কি, বিয়ে হবে! গেল হপ্তায়ও বলেছে হবে!

পেয়াদা॥ গেল হপ্তায়!

করালী॥ বোঝো! আর কি হবার বয়েস আছে, যখন ছিল তখনি বলে হলো না!

পেয়াদা॥ (রসিকতা বুঝে, হেসে হেসে) দেখতে অমনি ভিজেবেড়াল। আচ্ছা, এমন একটা ত্যাঁদোড়ের বাদশাকে ওরা এত্তো বড় বড় রসগোল্লা খাওয়ালো করালীবাবু!

করালী॥ আমড়াগাছি ভাই, আমড়াগাছি! রোববারে কাজকম্মো নেই, 'নেবার' চলে যাচ্ছে, যাই, একটু আমড়াগাছি করিগে! জানে না তো, খানিক পরে ওই রসগোল্লা ওদেরই পেটে এত্তো বড় বড় আমড়া হয়ে নাচানাচি করবে! এই বলে গেলাম, দেখে নিয়ো।

[করালী পেয়াদাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পেয়াদা টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে—]

পেয়াদা॥ কিচ্ছু ভাববেন না করালীবাবু, সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। (টাকা পেয়ে ভীষণ উৎসাহে) এই যে শুনছেন, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন...বেলা দশটার মধ্যে ...কোর্টের হুকুম!

[পেয়াদার কথা শেষ হবার আগেই দাদু, পরাগ, ভুতু, গজমাধবকে ঢুকতে দেখা যায়। দু-একটা টুকরো-টাকরা জিনিস তারা ভেতর থেকে খুঁজে পেতে এনেছে। পেয়াদা ঘাবড়ে পিছনে চেয়ে দেখে করালী নেই।]

পেয়াদা॥ ও করালীবাবু!

[পেয়াদা ছুটে বেরিয়ে যায়।]

দাদু॥ (পেয়াদার যাত্রাপথে গিয়ে তড়পায়) দশটা! দশটা বলতে কি বোঝায় হে! এটা কি মহাকাশ অভিযান...কাঁটায় কাঁটায় যাত্রা করতে হবে!

[পরাগ টোপরটা গুছিয়ে রাখতে যাচ্ছিল...]

গজ॥ দেখবেন, আমার প্রজাপতিটা যেন খসে না যায়!

দাদু॥ পরাগ, প্রজাপতি যেন খসে না যায়—

[পালাক্রমে দাদু ও ভুতুর মাথায় টোপর বসিয়ে পরাগ রঙ্গ করে।]

পরাগ॥ উলু-উলু-উলু! নিন দাদা, গুনে নিন, সবসুদ্ধ মাল হয়েছে সাতটা!

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, সাতটা।

ভুতু॥ খুব সাবধানে সামলে-সুমলে যাবেন দাদা!

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদু॥ গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ার সময় আগে মাল চড়াবেন...পরে নিজে চড়বেন, বুঝেছেন?

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...না'লে তো খোয়া যাবে!

পরাগ॥ যখন নামবেন, আগে মাল না নামিয়ে নামবেন না!

গজ॥ আজ্ঞে না-না-না! ছেড়ে নামি?

ভুতু॥ সর্বদা লাগেজের কাছে কাছে থাকবেন...

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

দাদু॥ মরে গেলেও এদিক-ওদিক করবেন না...

গজ॥ আজ্ঞে না...

পরাগ॥ মনে রাখবেন সাতটা!

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ সাতটা!

ভুতু॥ বাক্সের ওপর সবগুলো পরপর সাজিয়ে...

পরাগ॥ আপনি তার ওপরে বসে থাকবেন...

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

দাদু॥ ঘুম পেলে ওখানেই ঘুমোবেন, নামবেন না!

গজ॥ আজ্ঞে না...

পরাগ॥ কুলি নিতে হলে আগে তার নাম্বারটা টুকে নেবেন...

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

ভুতু॥ যদি দেখেন পথের মধ্যে রাত হয়ে যাচ্ছে...

দাদু॥ হল্ট! রাতের মতো ইস্তফা। (*সবাই মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে যায়*) পরদিন আবার যাত্রা...

[*সবাই নড়ে ওঠে।*]

পরাগ॥ ভুলবেন না সাতটা...

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ সাতটা...

ভুতু॥ ছাতা নিয়ে সাতটা..

গজ॥ বঁটি নিয়েও সাতটা!

দাদু॥ কুঁজো ধরেও কিন্তু সাতটা!

গজ॥ আমাকে ধরেও ...বোধহয় আটটা!

দাদু॥ গুডবাই! গুডবাই!

দাদু॥ (কেঁদে কেঁদে) শুনুন, আর কিছু জানার থাকলে বলুন...

গজ॥ আজ্ঞে না না, সবই তো বলে দিয়েছেন। একটা লোকের যেতে গেলে যা যা জানতে হয়, বাদ তো রাখেননি কিছু! তবে একটুখানি আর বাকি রাখছেন কেন শুধু?

সকলে॥ শুধু...? শুধু কি! বলুন, বলুন, লজ্জা করবেন না...

গজ॥ (*লজ্জায় নুয়ে পড়ে*) শুধু কোথায় যাবো সেটা বলুন!

সকলে॥ কী বললেন!

গজ॥ আজ্ঞে কোথায় যাবো সেটা বলুন!

পরাগ॥ কোথায় যাবেন মানে!

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, যে সব নির্দেশ দিলেন...ওসব মেনেগুনে কোথায় যাবো আমি?

ভুতু॥ (ঘাবড়ে) কেন? যেখানে যাচ্ছিলেন...

গজ॥ আজ্ঞে কোথায় যাচ্ছিলাম আমি?

পরাগ॥ আ-আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন তা আমরা কি করে জানবো!

গজ॥ (*বিষণ্ণ গলায়*) এ ঘর ছেড়ে আমার তো যাওয়ার কোন জায়গা নেই নাই!

দাদু॥ (*সন্দেহের চোখে*) আপনি যাবেন কখন?

গজ॥ আজ্ঞে বেরুলেই তো হয়...সব গোছগাছ তো করেই দিলেন...

দাদু॥ অথচ এখনো জানেন না, ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়ে উঠবেন! ওফ্!

[দাদু ধপ্ করে বসে পড়ে।]

ভুতু ও পরাগ॥ দাদু..দাদু...কি হলো...

দাদু॥ মাথার মধ্যে টিপটিপ করছে! কথা বোলো না! চোপ!

[চোখ ছানাবড়া করে দাদু গুম হয়ে বসেই থাকে।]

গজ॥ হে হে...আমার জন্য ভাবছেন কেন....(দাদুর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে) কেন ভাবছেন আমার জন্যে! আর কোনো উপায় না হলে, আপনাদের ঘর তো আছেই...

পরাগ॥ (ঘাবড়ে) তা-তার মানে...

গজ॥ হাতকয় জায়গা ছেড়ে দেবেন ভাইটি...এগুলো সব আপনার ঘরে রেখে, আমি নিজে না হয় ভুতুভাইটির ঘরে থাকবো!

ভুতু॥ ইয়ার্কি!

পরাগ॥ এখনো কোনো বাসা-টাসা ঠিক করেননি!

গজ॥ সিক্সটি ফাইভে একটা দালালকে টাকা দিয়েছিলুম...সে তো আর ফিরে আসেনি রে ভাইটি—!

পরাগ॥ সিক্সটি ফাইভ! তারপর যে গোটাকত মিনিস্ট্রি পার হয়ে গেল!

গজ॥ পাঁচটা!

পরাগ॥ দালাল না হোক নিজেও তো দেখেশুনে নিতে পারতেন!

গজ॥ কি করে নোব রে ভাইটি? ঘর ঠিক করতে ঘোরাঘুরি করতে হয়, ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে হয়! কখন বেরুবো! একা মানুষ...বেরুলেই তো গাপ! করালীবাবু গাপ করে পজেশান নিয়ে নেবে..হে হে হে...

পরাগ॥ হে-হে করে হাসছেন!

ভুতু॥ ভাইটি-ভাইটি করছেন!

পরাগ॥ কাঁকড়াপোতা! কাঁকড়াপোতায় যান না! আপনার দেশ—

গজ॥ ঘুঘু চরছে রে ভাইটি! হে হে হে...ছত্রিশ বছর আগে কাঁকড়াপোতা ছেড়েছি, ভিটের ওপর ফণিমনসার জঙ্গল—তার ভেতর ঘুঘু চরছে রে ভাইটি!

পরাগ॥ (আতঙ্কে) মশাই! আপনার কোনো কিছুর ঠিক নেই...অথচ বেরুনোর জন্য পা বাড়িয়ে! আপনি তো আচ্ছা নিশ্চিন্ত লোক!

গজ॥ আজ্ঞে না না না! ভেতরে ভেতরে চিন্তা তো ছিলই। তবে আপনাদের সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহার দেখে ভাবছি, কেন এতো ভাবছি আমি! এমন করে যারা আমার বিছানা বেঁধে দিতে পারে, তারা কি আর একটু স্থান না দিতে পারে! হে হে হে...

ভুতু॥ বিছানা বেঁধে দিলাম বলে পেতে দিতে হবে!

পরাগ॥ ওটা ভদ্রতা!

গজ॥ আজ্ঞে না না না! আমি ধরে ফেলেছি, আন্তরিকতা! সহৃদয়তা! (দাদুকে) কি করবেন এখন? কি হ'ল...বসে থাকলে চলবে না ভাইটি! ওদিকে যে আসছে!

পরাগ ও ভুতু॥ কে?

গজ॥ যম!

পরাগ ও ভুতু ॥ যম ?

গজ ॥ আপনার যম, আমার যম, সবার যম...করালী দত্ত! যম আসছে রে ভাইটি!

ভুতু ও পরাগ ॥ অ্যাঁ!

গজ ॥ হ্যাঁ, দশটা বাজে...আর তো সে আমায় দেরি করতে দেবে না! ভুতুবাবু...পরাগবাবু কি কররেন আমাকে নিয়ে...আমি তো এখন আপনাদের ঘাড়েই বহাল হলুম! কোথায় নামিয়ে রাখবেন আমায়! যা হোক একটা ঠাঁই-ঠুঁই ভজিয়ে দিন ভাই...আমার যে আর সময় নেইকো...

দাদু ॥ (*চটকা ভেঙে হঠাৎ লাফিয়ে*) হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভাবছো কি? করালী দত্ত এসে আমাদের বক দেখাবে, সেটা ভালো হবে! পালাও...

[*দাদু ছুটে বেরিয়ে গেল। পরাগও যাচ্ছে। গজমাধব তার পথ আটকে দাঁড়াল।*]

গজ ॥ পরাগবাবু!

পরাগ ॥ দূর মশাই! এতটুকু ঘর নিয়ে থাকি, তার মধ্যে আপনাকে কোথায় রাখবো—অ্যাঁ!

[*পরাগ গজমাধবকে কাটিয়ে চলে গেল। বিষণ্ণ গজমাধব ঘুরে দেখল ভুতু একা দাঁড়িয়ে। গজমাধব দুলে দুলে তার দিকে এগোচ্ছে। সে-ই শেষ ভরসা! ভুতু পিছোচ্ছে।*]

গজ ॥ (*ভুতুকে ধরে*) ভুতুবাবু...ভাইটি, আমায় ছেড়ে যাবেন না...লক্ষ্মী দাদা আমার...একটা কিছু ঠিক করে দিন ভাইটি...

ভুতু ॥ জামা ছাড়ুন...! লাস্ট মোমেন্টে এখন আমরা কী ঠিক করবো, অ্যাঁ?

গজ ॥ ঠিক আছে, ভাবুন, ভেবে খবর দিন...আমি ততক্ষণে নানাভাবে খানিকটা সময় কিল্ করি...

ভুতু ॥ করুন! করুন!

গজ ॥ আমি কিন্তু ভরসায় রইলাম ভুতুবাবু...ভু...

[*ভুতুও ছুটে বেরিয়ে গেল! গজমাধব পিছু পিছু দরজা অবধি গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কে যেন আসছে। গজমাধবের চোখে বিস্ময় ঘনিয়ে এলো। দরজা ছেড়ে সরে এলো। মন্দিরা দরজায় এসে দাঁড়াল। প্রস্তাবনা দৃশ্যের সেই কনে। গজমাধবের চোখ ঠিকরে পড়ছে! মন্দিরার অলক্ষ্যে সে ভেতরে চলে গেল। মন্দিরার বয়েস বছর পঁচিশ। সুন্দরী...*]

মন্দিরা ॥ (*ঘরটা দেখতে দেখতে*) আমার ঘর...আমার ছোট্ট ঘর...আমার নিজের...আমার একার...দারুণ করে সাজাবো...

[*জানালায় পরাগ ও দাদু উঁকি দিচ্ছে। পরাগ হাঁচতেই মন্দিরা চমকে ঘোরে...*]

আপনারা? কে আপনারা? ওখানে কি করছেন? কথা বলছেন না কেন?

দাদু ॥ তুমি কে দিদি...?

মন্দিরা ॥ পরিচয়টা আগে আপনারাই দেবেন...আমার ঘরে আপনারা উঁকি দিচ্ছেন কেন...

দাদু ॥ তোমার ঘর!

মন্দিরা ॥ হুঁ, আজ থেকে এটা আমারই ঘর! আমি এ ঘর ভাড়া নিয়েছি...

দাদু ॥ ও, তাই বলো! তুমি তবে করালী দত্তের নতুন ভাড়াটে! চলো চলো পরাগ... এই হলো আমাদের পরাগ! আর ভুতু...

[*জানালা ছেড়ে দরজা দিয়ে পরাগ ও দাদু ঢুকল।*]

দাদু ও পরাগ॥ (নেপথ্যে ভুতুর উদ্দেশে) ভুতু! ভুতু! ভুতু!

[ভুতু ঢোকে। এখন সে বেশ রঙবাহারী জামাপ্যান্ট পরে এসেছে।]

ভুতু॥ আরে আরে...কি ব্যাপার ...কি হলো...

দাদু ও পরাগ॥ এই যে আমাদের ভুতু! ভুতু! ভুতু!

[ভুতু মন্দিরাকে দেখতে পেয়েছে।]

ভুতু॥ (দাদুকে খিঁচিয়ে) ভুতু! (মন্দিরার সামনে গিয়ে হাত জোড় করে) অমিতাভ মৈত্র! দোতলায় আছি। আবহাওয়া আপিসে কাজ করি...

মন্দিরা॥ হাওয়া অফিস! আপনি সেখানে কাজ করেন! আমি জীবনে কখনো হাওয়া অফিসের কর্মী দেখিনি।

[হাসে।]

[ভুতু অপ্রস্তুত হয়ে ঘুরে দ্যাখে তখনো দাদু ও পরাগ ভুতু-ভুতু করছে। ভুতু ছিটকে বেরিয়ে যায়।]

পরাগ॥ (মন্দিরার কাছে এগিয়ে) আমি সিনিয়র রেফারি! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ...মোহনবাগান-তাতাবানিয়া..বড় বড় ম্যাচ খেলাই...

মন্দিরা॥ রেফারি! তা কালো প্যান্ট সার্ট বুট কই? বাঁশি কই আপনার?

পরাগ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) ঘরের মধ্যে বাঁশি বাজাবো নাকি?

দাদু॥ আর আমি সক্কলের দাদু...(কেঁদে কেঁদে) বহুকাল আগে তোমার দিদিমাকে হারিয়েছি। দিদি, তোমার পরিচয়....

মন্দিরা॥ মন্দিরা বসু...ছোট্ট একটা মার্চেন্ট অফিসের টেলিফোন অপারেটর।

পরাগ॥ ম্যারেড?

মন্দিরা॥ (অল্প বিরক্তিতে) হ্যাঁ, কেন? তা জেনে আপনার কি দরকার?

দাদু॥ আহা, ম্যারেড ছাড়া তো করালী দত্ত কাউকে ঘর ভাড়া দেয় না!

মন্দিরা॥ শুনেছি। সেইজন্য ভাড়া নেবার আগে আমরা বিয়েটা সেরে নিয়েছি। (হেসে) দশদিন আগে।

দাদু॥ দশদিন আগে! তাই বলো! তাই এখনও গা দিয়ে বিয়ে-বিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে—

[মন্দিরা লজ্জা পায়।]

পরাগ॥ দাঁড়িয়ে কেন, বসুন! এ খাটটা তো করালী দত্তর—আপনিই পাচ্ছেন! বসুন—

[মন্দিরা বসে, দাদুও পাশে বসে।]

মন্দিরা॥ (ঘোমটা টেনে) বিয়ে আমাদের অনেকদিন আগেই সেটেল্ড! হয়ে উঠছিল না...বললে কি বিশ্বাস করবেন, একটা মনোমতো বাসা পাচ্ছিলাম না বলে! সেই এত্তটুকু বয়েস থেকেই মেসে-মেসে কাটছে। বিয়ের পরেও যদি নিজের ঘরে না আসতে পারি!...করালীবাবুর সঙ্গে কথা বলে গেট-টুগেদার-এর দিন ঠিক করেছি ...আসছে ষোলই!

দাদু॥ ষোলো! দোয়াত কলম তোল! এসে গেল!

[মন্দিরার গা ঘেঁষে বসবার চেষ্টা করে।]

মন্দিরা॥ হ্যাঁ, এসে গেল! এই কটা দিন আমি অবশ্য এখানে একাই থাকবো...তারপর...

[দাদু মন্দিরার দিকে সরে সরে বসে, মন্দিরা জড়সড় হয়।]

দাদু॥ দুটিতে মিলে থাকবে! পরাগ—আপিস থেকে ছুটি নাও! ঘাড়ের ওপর বৌভাত...কতো কাজ সব! তুমি কিছু ভেবো না দিদি। আমাদের এখানে যখন এসেছো..বৌভাত তোমাদের আটকাবে না—

[বলে দাদু মন্দিরার দিকে আরো সরে। মন্দিরার প্রায় খাট থেকে পড়ে যাবার অবস্থা। দরজায় রতন এসে দাঁড়িয়েছে।]

রতন॥ (ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে) এই মন্টি!

দাদু॥ (রতনকে দেখে) নাতজামাই না?

রতন॥ অ্যাঁ!

দাদু॥ ধরে ফেলেছি...ধরে ফেলেছি...আমাদের নাতজামাই গো! ...বসো বসো...আমাদের কনে'র পাশে বসো জামাই...

[দাদু রতনের হাত ধরে মন্দিরার পাশে টেনে এনে বসাচ্ছে।]

রতন॥ আরে...আরে... কি ব্যাপার...

মন্দিরা॥ (লাজুক স্বরে) দাদু, আপনি না...আপনি না...ভারি দুষ্টু...

দাদু॥ বাঃ, বাঃ দুটি যেন দুটি চড়ুইপাখি! ফুড়ুৎ করে গুলু ওস্তাগারে উড়ে এসে বসেছে!

রতন॥ কিন্তু এদিকের কি ব্যাপার! করালীবাবু যে বলেছিলেন দশটার আগেই ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখবেন। ভাড়াটে ভদ্রলোক তো এখনো আছেন দেখছি!—টেম্পোআলা তাড়া দিচ্ছে, তাকে ছেড়ে দিতে হবে...

দাদু॥ তুমি কিছু ভেবো না...কিছু ভেবো না জামাই...সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি...

দাদু ও পরাগ॥ (ভেতরের দরজার দিকে চেয়ে) গজমাধববাবু...ও গজমাধববাবু...ও মশাই শুনছেন...ও গজুবাবু...

[দাদু ও পরাগ ক্রমাগত ডাকছে। গজমাধব কিন্তু নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে একটা মগ। কোনোদিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই।]

গজ॥ (হঠাৎ মগটা তুলে) কী সর্বনাশ! ...এটা ফেলে যাচ্ছিলাম! ...দেখি কী, রান্নাঘরের তাকের ওপর ঘাপটি মেরে পড়ে আছে! আমার মগ...

[সবাই চমকে ঘোরে। দাদুর একটা হাত মন্দিরার কাঁধে।]

রতন॥ মন্টি!

[দাদুর হাত সরিয়ে দিল।]

দাদু॥ (গজকে) তাতে কি হয়েছে! একটা মগ রান্নাঘরের তাকে থাকা কিছু বিচিত্র নয়! একটা স্বাভাবিক ঘটনাকে চেহারায় হাবেভাবে পোজেপশ্চারে এমন অলৌকিক করেও তুলতে পারেন! ...বেরোলেন এদিক দিয়ে...ঢুকছেন ওদিক দিয়ে...কেন কেন, এমন উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

গজ॥ টাইম কিল করছি!

দাদু॥ কি হয়েছে!

গজ॥ (সামলে) আজ্ঞে তিনদিকেই ছাত, তাই একটু ঘুরে এলাম!

মন্দিরা॥ (হেসে ফেলে) আপনিই গজমাধববাবু...

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

মন্দিরা॥ (হাসি চেপে গোটা গোটা করে) গজমাধববাবু, আমাদের টেম্পোআলা তাড়া দিচ্ছে—জিনিসপত্তরগুলো যদি ঘরে তুলতে শুরু করি...আপনার কি কোনো অসুবিধে হবে...

গজ॥ আজ্ঞে না না...অসুবিধে কেন হবে? তুলুন না! আমার গুলো ওধারে থাকে, আপনার গুলো এধারে থাক—বিপদে পড়ে গেছেন—একটু তো মানিয়ে নিতেই হবে!

[*গজমাধব মগটা পরাগের হাতে ধরিয়ে বেরিয়ে গেল।*]

দাদু॥ কে বিপদে পড়েছে? তুমি না ও ?...পরাগ, চলো হাতে-হাতে আমরা এদের জিনিসপত্তরগুলো উঠিয়ে দিই...এসো...(রতনকে) না না, তোমায় আসতে হবে না। তোমরা দুজনে গপ্পোটপ্পো করো। পরাগ, এ ঘরে আমরা কোনোদিন দাম্পত্য আলাপ শুনিনি, তাই না?

[*দাদু ও পরাগ বেরিয়ে যায়।*]

রতন॥ (*চারদিকে চেয়ে*) মন্টি, কাজটা কি ভালো হলো?

মন্দিরা॥ কোন্ কাজটা?

রতন॥ এই যে তুমি-আমি ম্যারেড!—ফল্‌স দিয়ে ঢুকলে!

[*গজমাধবকে উঁকি দিয়ে শুনতে দেখা গেল, মুহূর্তের জন্যে।*]

মন্দিরা॥ না ঢুকে কি করবো? ম্যারেড ছাড়া বাড়ি ভাড়া দেব না! এ কী রে বাবা! যত সব উদ্ভুট আব্দার!

রতন॥ ধরা পড়ে যাবে মন্টি, দু'চার দিন একলা থাকলেই তোমাকে ধরে ফেলবে।

মন্দিরা॥ কেন একলা থাকবো? মাত্র তো দুদিন...তারপরেই তো আমরা রেজিস্টি করে নেবো!

রতন॥ (*সক্ষোভে*) হ্যাঁ, রেজিষ্ট্রি আর হয়েছে! এ পর্যন্ত পঁচিশবার তুমি বিয়ে 'ডেফার' করেছ মন্টি!

মন্দিরা॥ আহা, সে তো আমার ঘর পছন্দ হচ্ছিল না বলে...

রতন॥ এবার পছন্দ হয়েছে!

মন্দিরা॥ দারুণ!

রতন॥ (*গম্ভীর গলায়*) কোন্‌টা আগে মন্টি, আমি না ঘর?

মন্দিরা॥ ঘর!...যে মেয়েটা ছোটবেলায় ঘর ছেড়ে অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে...চাকরি করে দশজনের সাথে একখানা ঘর শেয়ার করে থেকেছে...তার কাছে কোন্‌টা আগে তুমিই বলো না—

[*মন্দিরার মুখে বিষাদের ছায়া।*]

রতন॥ মন্টি...মন্দিরা....

মন্দিরা॥ আজ প্রথম...এই প্রথম...আমি নিজের ঘরে এলাম! আমার ঘর, ছোট্ট ঘর, আমার একার! কোন শেয়ার নেই! দারুণ করে সাজাবো রতন...দারুণ করে সাজাবো...

রতন॥ চলো...মালপত্তর নিয়ে আসি।

[*রতন ও মন্দিরা বেরিয়ে গেল। ভেতর থেকে গজমাধব ঢুকে তাদের পথের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদু মুনিয়া পাখির খাঁচা নিয়ে ঢুকল।*]

দাদু॥ (*আদুরে গলায় খাঁচার পাখিদের*) এই পাখিটা...ভেলভেলেটা...কোথায় এসেছো ...তোমরা কোথায় এসেছো! আচ্ছা, আচ্ছা, তোমরা কোথায় থাকবে! ...এই এইখানটায় থাকো...এইখানে এতোকাল গজমাধব শুতো...এখন তোমরা শোবে...

[*খাঁচাটা খাটে রাখতেই গজকে দেখতে পায় এবং দেখেই সত্রাসে দরজার দিকে ছোটে। গজমাধব ছুটে গিয়ে দাদুর কাছা ধরে ঘরের মাঝখানে টেনে আনে।*]

গজ॥ মাল তুলে বেড়াচ্ছেন, আমার কি ব্যবস্থা করলেন?

দাদু॥ ছাড়ুন!

গজ॥ কী ছাড়বো?

দাদু॥ আমার কাছা!

গজ॥ আগে আমার একটা ব্যবস্থা করে তারপর ওদের মালপত্তর তোলা উচিত ছিল!

দাদু॥ (*আপ্রাণ চেষ্টা করছে কাছা ছাড়িয়ে নিতে*) আমাকে জ্ঞান দেবেন না!

গজ॥ আপনি যে অজ্ঞানের কাজ করছেন! ওঁরা ঘরে উঠে দরজা বন্দ করে দেবেন! তখন আমি কোথায় যাবো!

দাদু॥ তার আমি কি জানি? অ্যাদ্দিন অন্য বাসা ঠিক করতে পারেননি!

গজ॥ না, আমি তো ভাবতেই পারিনি ছত্রিশ বছরের এমন ভালো বাসা আমায় ছেড়ে দিতে হবে। এই বাড়ি...এই ঘর ছাড়া জীবনে কোনো দিকে তাকাইনি। কতোবার ভেবেছি, অঘ্রাণে না শ্রাবণে...এখান থেকে বেরুবো! ...আমি এ ঘরে ফিক্স হয়ে গেছি!

দাদু॥ কি হয়েছো!

গজ॥ সেঁটে গেছি! আপনিও সেঁটে যেতে পারেন!

দাদু॥ নাগাড়ে ধমকাচ্ছো কেন? আত্মীন-স্বজন কে কোথায় থাকে?

গজ॥ কি করে বলবো, কে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে?

দাদু॥ কেন, হঠাৎ গা-ঢাকা দিতে যাবে কেন? তারা সব খুনী?

গজ॥ আমার ভয়ে।

দাদু॥ কেন, তুমি কি সুন্দরবনের বাঘ?

গজ॥ আমাকে বহন করার ভয়ে। মাত্তর কটা টাকা পেনসন পাই, তার জন্যে কে আমায় ঘাড়ে নেবে...কে আমায় টানবে...

দাদু॥ ও পরাগ...আমায় ধরেছে...

গজ॥ আমার যে কী অবস্থা বুঝতে পারছেন না!

দাদু॥ (*জোরে*) ও ভুতু...ছাড়ছে না...ওরে ছেড়ে দে...

গজ॥ এই দুর্দিনে আত্মীয়-স্বজনরা কে কোথায় বেঁচেবর্তে আছে...ও দাদা, কে কার খোঁজ রাখে...সকলেরই বিপদ...ও দাদা, একটা ব্যবস্থা করে দিন দাদা...কোথায় যাবো ও দাদা...বুড়োমানুষ যে কী রকম বোঝা, বোঝেন তো...ও দাদা...

[*দাদু কাছা ছাড়াবার চেষ্টা করছে—গজও ছাড়বে না! করালী ঢুকতে গিয়ে থমকে—*]

করালী॥ এই! এই! ওকি হচ্ছে?

গজ॥ (*দাদুর কাছার মুড়ো নিজের কোঁচা ভেবে বুকপকেটে গুঁজল*) বিদায় নিচ্ছি করালীবাবু...

করালী॥ একি বিদায় নেবার ছিরি মশাই? আর এক বিদায়ই বা মানুষ ক'দফা নেয়? সেই যে সকাল থেকে লেবু কচলাতে শুরু করেছেন! (দাদুকে) আপনিই বা কী? থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না?

দাদু॥ (*কাছা টেনে নিয়ে লাগাতে লাগাতে*) গুডবাই—গুডবাই—অসভ্য!

[*দাদু বেরিয়ে যায়।*]

করালী॥ ও মশাই শুনছেন, খালি খালি আর দেরি করছেন কেন? আমার নতুন ভাড়াটে এসে গেছে—হ্যাজব্যাণ্ড অ্যানড ওয়াইফ...ওয়াইফটি লাভলি—প্যারাগন অব্ বিউটি! —এবার আপনি....

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তৈরী...এবার জয়দুর্গা বলে...(*সহসা ভীষণ জোরে*) নি-মা-ই...

করালী॥ (*চমকে*) নিমাই! নিমাই কে?

গজ॥ জেঠিমার চাকর!

করালী॥ সে কি করবে?

গজ॥ আজ্ঞে ফোঁটাটা...

করালী॥ ফোঁটা!

গজ॥ আজ্ঞে শুকিয়ে গেছে...কিরকম পড়ে পড়ে যাচ্ছে...আর একবার যদি...

করালী॥ দই-এর ফোঁটা! আর একবার লাগাবেন! (*গজ ঘাড় নাড়ে*) অ্যানাদার ফাইভ মিনিট্‌স! (*গজ ঘাড় নাড়ে*) নিমাই—

[*দই-এর বাটিহাতে নিমাই ঢোকে।*]

নিমাই॥ বাবু-উ—

করালী॥ লাগা!

গজ॥ অ নিমাই, আছে? আরেকটু দে বাবা—

নিমাই॥ আরো বড়ো করতে চান বাবু—

গজ॥ অনেকটা দূর যেতে হবে যে! (*নিমাই-এর সামনে বসে*) —অ নিমাই, আমার যে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই রে—

নিমাই॥ সে তো জানি বাবু। আচ্ছা ঘন ঘন টিপ লাগিয়ে কিরকম দেরি করিয়ে দি' দেখুন!

গজ॥ এখানে তুই ছিলি...আমার আফিমটা কিনে দিতিস...বাজারটা করে দিতিস...কোথায় যাবো...কে আমার কি করে দেবে...

নিমাই॥ অমন করে বলবেন না বাবু, মানুষের চলে যাওয়া দেখলে কী যে মায়া লাগে...

[*নিমাই চোখের কোণ মুছে ফোঁটা পরাচ্ছে।*]

করালী॥ (*গুনগুন করে*) দে দে আমায় গুছিয়ে দে...দে দে আমায় সাজিয়ে দে নিমাই...ও মশাই, বেশ বড়সড় দেখে গাড়ি ডেকেছেন তো?

গজ॥ গাড়ি! কিসের গাড়ি!

করালী॥ কিসের গাড়ি মানে? যাবেন কিসে?

গজ॥ তা তো জানিনে—

করালী॥ জানেন না মানে?—গাড়ি ছাড়া এসব যাবে কিসে?

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ি ছাড়া আর যাবে কিসে..গাড়ি ছাড়া আর আছে কী!

করালী॥ সেই গাড়ি ডেকেছেন?

গজ॥ কোনো গাড়িই ডাকিনি!

করালী॥ মশাই আমি বুঝতে পারছি না, কী চান আপনি?

গজ॥ যেতে চাই!

করালী॥ কীসে?

গজ॥ গাড়িতে!

করালী॥ ডেকেছেন?

গজ॥ না ডাকলে কি গাড়ি আসে না?

করালী॥ (*ফেটে পড়ে*) মশাই, আপনার কি যাওয়ার ইচ্ছে আছে?

গজ॥ আজ্ঞে না! একদম নেই...বিশ্বাস করুন, আপনাদের ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একদম নেই!

করালী॥ (*চীৎকার করে*) গজমাধববাবু!

গজ॥ আজ্ঞে আপনি ঠিক ধরেছেন! আমার যাওয়ার ইচ্ছা নেইকো মোটে!

[*করালী ও গজ পরস্পরের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে স্থির। মন্দিরার তানপুরা ঘাড়ে নিয়ে পরাগ ঢোকে।*]

পরাগ॥ (*বাইরে থেকে*) সরে যান...সামনে থেকে সব সরে যান। দারুণ জিনিস...একটা ঘা-ফা লাগলেই ফটাংফট..কী ব্যাপার...স্ট্যাচু হয়ে আছেন কেন সব...

করালী॥ (*গর্জে ওঠে*) গাড়িখানাও কি আমায় যোগাড় করে দিতে হবে!

পরাগ॥ অ, বুঝেছি! আচ্ছা দাঁড়ান, মন্দিরা দেবীদের গাড়িটা তো ফিরবে, আমি দাঁড় করিয়ে রাখছি।

[*পরাগ দরজার দিকে ঘুরতেই দ্যাখে গজমাধব তার পথ জুড়ে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে।*]

পরাগ॥ নো নো নো...অবস্ট্রাকশান করবেন না—অবস্ট্রাকশান ফাউল করবেন না...ইউ আর প্লেয়িং এ ডেঞ্জারাস গেম ক্যাপ্‌টেন...

করালী॥ (*ধমকে*) যান যান, গাড়িটা আটকান তো! পাঁঠা খাওয়াবো...

পরাগ॥ দ্যাটস লাইক এ ট্রু স্পোর্টসম্যান!

[*পরাগ চলে গেল।*]

গজ॥ (*করুণ হাসিতে*) তাহলে গাড়িও হয়ে গেল...বাঁচা গেল...
এবার তাহলে দুর্গা বলে ডান পা আগে বাড়িয়ে...(*করালীকে*) দেখুন তো, ফোঁটাটা ঠিক আছে? (*করালীকে বুকে জড়িয়ে*) মন সরছে না যে করালীবাবু...

করালী॥ মন পড়ে থাক না আমার ঘরে, দেহখানা সরান! দোহাই আপনার গজমাধববাবু, একটুখানির জন্যে আর ভদ্রমহিলার কাছে আমায় কথার খেলাপ করাবেন না...

গজ॥ আজ্ঞে না, যাচ্ছি। ও নিমাই, যা বাবা, ওটা রেখে এসে আমার মালগুলো নামিয়ে দে!

নিমাই॥ দিচ্ছি বাবু—

[*নিমাই চলে গেল। গজমাধব একটা পোঁটলা বগলে তুলে চীৎকার করে ওঠে।*]

গজ॥ বোতল!

করালী॥ বোতল?

গজ॥ আমার বোতল!

[*মালপত্রের ভেতর খোঁজে।*]

করালী॥ বোতল ধরলেন কবে?

গজ॥ আমার হরলিকসের বোতল!

করালী॥ আবার হরলিকস খাওয়া ধরলেন কবে?

গজ॥ আজ্ঞে না...ওর মধ্যে নারকেল তেল থাকে। দাঁড়ান তো, ওঘরটা ভালো করে খুঁজে আসি...

[*গজমাধব ভেতরে ছুটবে, করালী জাপটে ধরে।*]

করালী॥ গজমাধববাবু, গজমাধববাবু, আর দেরি করবেন না!

গজ॥ বোতল...আমার বোতল!

করালী॥ দূর মশাই, ছাড়ুন তো—

গজ॥ আহা বোতল...

করালী॥ একটুখানি নারকেল তেল...একটা বোতল...থাক্ না ওদের জন্যে। সব একেবারে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবেন?

গজ॥ (*নিরুপায় হয়ে*) থাক্...তবে থাক্...একটি জিনিস থাক্। কিন্তু...আ-আচ্ছা করালীবাবু, এবার তবে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিই? চলি...

[*গজমাধব করালীর হাত জড়িয়ে ধরে*]

করালী॥ (*সহসা দুঃখু হয়*) চল্লেন? এই তবে শেষ দেখা? বাবার আমলের লোক আপনি...ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত...

[*করালীর চোখের কোণে জল। সে ফোঁপাচ্ছে।*]

গজ॥ তবে থাক্, গিয়ে কাজ নেই!...সত্যি আপনি কাঁদবেন আমি চলে যাবো...না না, সে হয় না...(*করালী হতবাক। করালীর চোখ মুছিয়ে*) দ্যাখো পাগল কাঁদে...যাচ্ছি না...

[*গজমাধব তার বেডিং খুলতে শুরু করে। দাদু, মন্দিরা, পরাগ ও ভুতুর প্রবেশ। মন্দিরার হাতে ব্যাগ, দাদুর হাতে মানিপ্ল্যান্টের টব।*]

দাদু॥ (*নেপথ্যে*) সরে যাও...সামনে থেকে সব সরে যাও... স্পেস দাও...স্পেস দাও...

মন্দিরা॥ (*হেসে*) দাদু না...দাদু না...এমন কাণ্ড করছেন...যেন তিনতলায় একটা আলমারি তোলা হচ্ছে!

দাদু॥ আলমারি! আলমারির চেয়ে কম কি গো? (*মানিপ্ল্যান্ট দুলিয়ে*) এই ঢলঢল লতানো যৌবন...তিনতলা পর্যন্ত একে বাঁচিয়ে তুলে নিয়ে আসার চেয়ে অলিম্পিকের টর্চ বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা!

পরাগ ও ভুতু॥ হাঃ হাঃ!

মন্দিরা॥ শুনছেন, শুনছেন সব!...ওকি, উনি আবার প্যাকিং খুলছেন যে?

করালী॥ ভদ্রতার কেঁচো খুঁড়তে চক্রান্তের ক্যাঙারু লাফিয়ে উঠেছে! গ—জ—মাধববাবু...

[মন্দিরা খাটে বসেছিল...হঠাৎ ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠে—]

মন্দিরা॥ উঃ...আঃ...ইঃ...

সকলে॥ কি হলো ? কি হলো...

মন্দিরা॥ কামড়ালো !

পরাগ ও ভুতু॥ কে ? কি...

মন্দিরা॥ ছারপোকা...ছারপোকা...

পরাগ ও ভুতু॥ কোথায়...কোথায়...

মন্দিরা॥ কাপড়ে ! কাপড়ে !

[মন্দিরা কাপড় ঝাড়ছে। ভুতু ও পরাগ এগিয়ে গিয়েছিল—কাপড়ের কথায় তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে পিছিয়ে গেল। এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই।]

দাদু॥ (সোৎসাহে) কাপড়ে ? দেখি...দেখি...

[দাদু মন্দিরার কাপড় ধরতে যেতে মন্দিরা অস্ফুট আর্তনাদ করে ভেতরে ছুটে যায়। দাদুও তাকে ধাওয়া করে বেরিয়ে যায়।]

ভুতু॥ বুড়ো হয়ে মরতে গেল, তবু লেডিস-সিট খালি দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বভাবটা আর গেল না ! (গজকে) ছারপোকায়-ছারপোকায় কি করে রেখেছেন ঘরটাকে ?

গজ॥ ছারপোকা ! কবে হলো ? কোনদিন টের পাইনি তো ! কই, বসে দেখি...

[খাটে বসতে যায়।]

করালী॥ খবর্দার ! আর ছারপোকা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে না !

ভুতু॥ কি করছেন কি সেই থেকে, অ্যাঁ ? সন্ধ্যের দিকে অবস্থা খুব খারাপ হবে। গাঙ্গেয় উপকূলে জলীয় বাষ্পের নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে...প্রবল বারিপাত আর ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা...বিদেশগামী জাহাজের যাত্রা স্থগিত। খবর রাখেন...

গজ॥ না—

ভুতু॥ (ভেংচি দিয়ে) ন্যা ! যেতে হয় তো যান !

[ভুতু রেগে বেরিয়ে গেল। ইত্যবসরে পরাগ আর করালী ঝপাঝপ গজর কাঁধে বগলে গুটিকয় পুঁটলি ধরিয়ে দিয়েছে।]

করালী॥ (দরজা দেখিয়ে) যান !

গজ॥ (অভিমানে ফুঁসতে ফুঁসতে) যাই...কেউ যখন বুঝলো না...কেউ যখন আমার দিকটা একবার দেখলো না...যাই...

[পরাগ ও গজমাধব বেরিয়ে গেল।]

করালী॥ (পুনরায় বিচ্ছেদ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে) গজমাধববাবু চলে গেলেন...ইয়ে মানে আমায় ক্ষমা করে যান গজমাধববাবু...আপনিও চল্লেন, আমারও মামলা লড়ার ইতি...! বড্ডো ফাঁকা লাগবে—এ ঘরে ঢুকলে বুকখানা হু হু করবে...

[এই ফাঁকে ভেতরের দরজা দিয়ে গজমাধব ঢুকেছে—অর্থাৎ ছাত ঘুরে ভেতরে এসেছে—এবং চুপি চুপি তার খাটের ওপর শুয়ে পড়েছে। করালী কাঁদতে কাঁদতে খাটে বসতে গিয়ে গজমাধবের গায়ে বসে।]

আঁ-আঁ—!

[গজমাধব হাত-পা ছড়িয়ে খাটটা আঁকড়ে ধরে মড়ার মতো শুয়ে আছে।]

করালী ॥ পেয়াদা! পেয়াদা!

[*নিমাই ঢোকে। করালী পেয়াদাকে ডাকতে ডাকতে বাইরে যায় এবং বাইরেও তার হাঁক শোনা যায় : পেয়াদা...*]

নিমাই ॥ বাবু...বাবু কই...(*গজকে দেখে*) এই বেলপাতাটা রাখুন। জেঠিমা পাঠালেন। বিপদে পড়লে মাথায় ঠেকাবেন। দেখি টিপটা! হুঁ ঠিক আছে। আঃ জ্বলজ্বল করছে! (*করালী ঢুকছে*) দেখুন বাবু...দেখুন...কপালে যেন বিয়ের চাঁদ উঠেছে!

[*করালী নিমাই-এর গালে চড় মারে। নিমাই বেরিয়ে যায়।*]

গজ ॥ বা—বা করালীবাবু, দেখুন না কী সুন্দর গাছ! কী স—বু—উ—জ!

করালী ॥ গাছ সবুজ হয় আমি জানিনে? পোলাপান পেয়েছেন নাকি?

গজ ॥ আচ্ছা, ওটা কী যন্তর গো করালীবাবু! ওই কি সেই তানপুরো! সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি হয়!

করালী ॥ সা-রে-গা-মা...প্যাঁদানি হয়! তাই খাবেন? সোজা আঙুলে যে কানের ময়লা বেরোয় না তা আমার জানা আছে। যান—

[*গজকে ধাক্কা মারে।*]

গজ ॥ (*ধমকে ওঠে*) দূর মশাই, যাবো কীসে! শুনলেন না জাহাজ বন্দ!

[*গজমাধব সটান খাটে শুয়ে পড়ে। মন্দিরা ঢোকে।*]

মন্দিরা ॥ কী ব্যাপার করালীবাবু...কী হলো...

করালী ॥ না কিছু না। সব মাল উঠলো? (*স্বগত*) প্রথম দিনই ভদ্রমহিলা যদি দ্যাখেন আমি ভাড়াটে উচ্ছেদ করছি, আমার সম্পর্কে একটা ব্যাড্ ইম্প্রেশান হবে। যার জন্যে পেয়াদা-পুলিশকেও এদিকে ঘেঁষতে দিচ্ছি না! লোকটা সেই সুযোগই নিচ্ছে—

মন্দিরা ॥ বাই দি বাই করালীবাবু! আমাদের গাড়িটা কিন্তু চলে গেল!

করালী ॥ চলে গেল!

মন্দিরা ॥ আর দাঁড়াতে চাইলো না। কিন্তু উনি অমন শুয়ে কেন? অসুখ করেছে?

করালী ॥ ওঁর না, আমার একটা অসুখ আছে। কাউকে যেতে দেখলেই...শত্রুমিত্র যেই হোক...হার্টের কাছটা মুচড়ে মুচড়ে আসে...চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো...! ঠিক আছে, ঠিক আছে...আমি আপনার ঘর পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

[*করালী গজমাধবের বেডিংটা ঝপ্ করে নিজের মাথায় তোলে, তারপরই আর্তনাদ করে বসে পড়ে।*]

করালী ॥ বালতি! বালতি!

মন্দিরা ॥ বালতি!

করালী ॥ বালতি! বালতি! ওরে বাবারে...বিছানার মধ্যে গুচ্ছের বালতি ঢুকিয়ে রেখেছে।

[*মন্দিরা খিলখিল করে হাসে।*]

(*চাপা গলায়*) আমায় না মেরে এখান থেকে নড়বে না! আপনি হাসছেন মন্দিরা দেবী! আচ্ছা ঠিক আছে। উনি এবার বেরিয়ে যান.....আমি.....আমি আর ওর দিকে তাকাবোই না.....

[করালী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়ায়, চোখ বন্ধ করে। মন্দিরা এই অদ্ভুত কাণ্ডে বেশ কৌতুক বোধ করে হাসে।]

করালী ॥ গ—জ—মা—ধ—ব—বাবু—আপনি চলে গেছেন... গ—জ—মা—ধ—ব—বা—বু—

গজ ॥ (দুষ্টুমির হাসিতে) এই যে!

করালী ॥ (দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে) ওফ্ মন্দিরা দেবী! উনি ঘরের বাইরে গেলে আপনি জোরে একটা শব্দ করবেন তো—।

[করালী চোখ বুঁজিয়ে কানে আঙুল দিয়ে অপেক্ষা করে।]

গজ ॥ (মন্দিরাকে) এদিকে শুনুন। কানে আঙুল দিয়ে আছে, শুনতে পাবে না! ...ভাড়া যে নিলেন, সব চেক করে নিয়েছেন—

মন্দিরা ॥ (দুষ্টুমি ভরা গলায়) কী চেক করে নেবো? করালীবাবুর হেড?

গজ ॥ আজ্ঞে না না। বাড়িটা! (পাকা বদমাসের মতো) নিয়ে কিন্তু ভাল করেন নি!

মন্দিরা ॥ (চমকে) ভাল করিনি?

গজ ॥ খুব ঠকে গেছেন!

মন্দিরা ॥ ঠকে গেছি!

গজ ॥ যাননি! এ বাড়ি কেউ ভাড়া নেয়!

মন্দিরা ॥ নেয় না!

গজ ॥ কতো খুঁত আছে না!

মন্দিরা ॥ খুঁত আছে!

গজ ॥ আসুন দেখাচ্ছি!

[মন্দিরা ও গজমাধব ভেতরের দিকে যাচ্ছে।]

গজ ॥ (ঘুরে) ছত্রিশ বছর একনাগাড়ে এঘরে থাকার পর...আজ যে আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাচ্ছি...কেন যাচ্ছি?

মন্দিরা ॥ (সভয়ে) কেন যাচ্ছেন?

গজ ॥ আসুন দেখাচ্ছি! (আবার দু'পা গিয়ে ঘুরে) কতো লোক তো নিত্যি দু'বেলা এবাড়ি ভাড়া নিতে আসে—কেউ কেন পছন্দ করে না...?

মন্দিরা ॥ কেন করে না?

গজ ॥ আসুন দেখাচ্ছি!

[গজমাধব ও মন্দিরা ভেতরে চলে যায়। রতন কাঁধে কিটব্যাগ ও হাতে সুটকেশ নিয়ে বাইরে থেকে ঢুকল শিস দিতে দিতে। করালীকে ওই অবস্থায় দেখে...]

রতন ॥ করালীবাবু...করালীবাবু—(আঙুল দুটো কান থেকে টেনে বার করে চীৎকার করে) ও করালীদা—

করালী ॥ গেছে? চলে গেছে?

রতন ॥ কে?

করালী ॥ ও, রতনবাবু। আমি বাড়ি বেচে দেবো!

রতন ॥ তার মানে! এ আবার কি বলছেন মশাই?

করালী॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি...পৈতৃক ভিটে বহুবছর এক নাগাড়ে ভোগ করার পর আজ যে আমি স্বেচ্ছায় ভোগে পাঠাচ্ছি...কেন পাঠাচ্ছি?

রতন॥ কেন পাঠাচ্ছেন?

করালী॥ বসুন শোনাচ্ছি...

রতন॥ কী শোনাচ্ছেন? বাড়ি বেচবেন, তবে ভাড়া আনলেন কেন? সামনে বৌভাত! মশাই ষোলো তারিখের আগে ওসব কথা মুখেও আনবেন না। তাহলেই সব গুবলেট। বলুন তো চুনকাম করে দিচ্ছেন কবে!

করালী॥ চুনকাম! লাইম ওয়াশ!

রতন॥ এ আবার কি শোনাচ্ছেন মশাই! আপনি বললেন, সব ব্যবস্থা করে দেবেন—আর আসতে না আসতে হোয়াইট ওয়াশকে লাইম ওয়াশ বলতে শুরু করেছেন!

করালী॥ মাপ করবেন, আমার এখন টেম্পারের ঠিক নেই!

রতন॥ ঝামেলা করবেন না তো...ডিসটেম্পার করে দিচ্ছেন কিনা বলুন! আপনি না মন্দিরাকে জানেন না...এ পর্যন্ত পঁচিশখানা বাড়ি ও ক্যান্সেল করেছে! ডিসটেম্পার হবে না শুনলে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে চাইবে...

করালী॥ আর চাইবে কি মশাই, যে যাবার সে কেটে গেছে...

রতন॥ তার মানে...

করালী॥ মানে আপনার শ্রীমতী তো! মনে হচ্ছে গজমাধববাবুকে নিয়ে—

রতন॥ চলে গেছে! (চমকে) সে কী! মন্টি...

[*রতন বাইরের দরজায় ছোটে। ভেতর থেকে দ্রুতপায়ে মন্দিরা ঢোকে।*]

মন্দিরা॥ চেঁচাচ্ছো কেন?

রতন॥ না মানে—আমি যে শুনলাম তুমি...

মন্দিরা॥ পাগলামি করো না তো! —করালীবাবু, এসব কি শুনছি, আপনার বাড়ির নাকি ধোঁয়া বেরুনোর পথ নেই!

করালী॥ (চমকে) কার কাছে শুনলেন?

মন্দিরা॥ কথাটা সত্যি?

করালী॥ শুভ সংবাদটা কে দিলে আপনাকে?

মন্দিরা॥ যেই দিক! (রতনকে) বেছে বেছে এ তুমি কি বাড়ি ঠিক করলে গো—যেখানে রান্নাঘরে ধোঁয়া বেরুনোর পথই নেই...

রতন॥ তা তুমি তো ধোঁয়ার পথ আছে কিনা দেখে নিতে বলোনি...

মন্দিরা॥ কী? এতোবড়ো একটা ছেলেকে সে কথাটাও বলে দিতে হবে...

রতন॥ (করুণ গলায়) ও দাদা, এসব কী? আপনি যে বললেন দেখে নেওয়ার কিছু নেই, সবই ঠিক আছে...

মন্দিরা॥ হ্যাঁ, উনিও বললেন আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে! দু'বেলা ঘরে ধোঁয়া বেণী পাকিয়ে থাকবে...আমার মুনিয়ারা বাঁচবে, না গাছটা বাঁচবে আমার? আউটলেট যদি না থাকে, বাড়ি কিন্তু এখুনি ছাড়তে হবে। বলে দিচ্ছি হ্যাঁ!

[*মন্দিরা কোমরে কাপড় জড়িয়ে গজমাধবের মালপত্রের ভেতর থেকে ঝাঁটা তুলে জানালা*

ঝাড়তে থাকে।]

রতন॥ (*করুণ গলায়*) করালীদা...

করালী॥ আমার জানা দরকার, কথাটা আপনার কানে কে দিলে?

রতন॥ (*প্রচণ্ড জোরে ধমকে ওঠে*) দূর মশাই! তা জেনে কি হবে আপনার? তাড়াতাড়ি দেখান ধোঁয়া তাড়াবার কি ব্যবস্থা রেখেছেন! চলুন! দাঁড়ান! একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই...নইলে তো টেস্ট করা যাবে না! (*করালী একটা সিগারেটের জন্যে হাত বাড়ায়*) নেই। (*প্যাকেট কিন্তু পকেটে রাখে*) সেই থেকে বলছি এ বাড়ি ক্যান্সেল মানে বিয়ে পিছিয়ে যাওয়া...

করালী॥ (*চমকে*) বিয়ে! বিয়ে না বৌভাত!

রতন॥ (*ক্ষিপ্ত গলায়*) বিয়ে! বিয়ে!

করালী॥ বিয়ে মানে...কার বয়ে?

রতন॥ আমাদের! আমাদের!

করালী॥ আমাদের মানে! আপনাদের তো বিয়ে হয়ে গেছে! আবার বিয়ে করবেন?

মন্দিরা॥ (*বিপদ বুঝে মাথায় তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে*) মানে, আমাদের মেয়ের...

রতন॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—মেয়ের বিয়ে...

করালী॥ ও মেয়ের বিয়ে! তাই বলুন...(*হঠাৎ চমকে*) মেয়ে! কার মেয়ে!

রতন ও মন্দিরা॥ আমাদের....আমাদের...

করালী॥ আপনাদের!

রতন ও মন্দিরা॥ এতবড়—এই এত্তোবড় মেয়ে!

করালী॥ আপনাদের! এখনো বৌভাত হয়নি, এরমধ্যে এত্তোবড় মেয়ে হয়ে গেল যে...

মন্দিরা॥ বিয়ে দিতে পারছি না...

করালী॥ তার বিয়ে হচ্ছে না...!

মন্দিরা॥ না! খুব সুন্দর দেখতে!

রতন॥ একেবারে ওর মতো....

করালী॥ (*পাগলের মতো*) আপনাদের মেয়ে...এই এত্তোবড় মেয়ে...বিয়ে হচ্ছে না...সুন্দর দেখতে...কী যে হচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝছি না!

[*করালী পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে। মন্দিরা ঘোমটা মাথায় এতখানি জিব মেলে দাঁড়ায়। হাতে ঝাঁটাখানি ধরা।*]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[*দৃশ্য পূর্ববৎ। পর্দা উঠতে দেখা গেল গজমাধব মুকুটমণি খাটে বসে মিটমিট হাসছে, পা দোলাচ্ছে। দরজায় সুন্দর পর্দা ঝুলছে। জানালার পর্দাটা অর্ধেকটা লাগানো হয়েছে। পাখির খাঁচাটা একটা স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো। এদিক ওদিক চেয়ে পেয়াদা সন্তর্পণে ঢুকল।*]

পেয়াদা॥ বা বা, ভারি ভালো কাজ করেছেন, ভারি বুদ্ধির কাজ হয়েছে এটা না এই

যে আপনি শেষ মুহূর্তে বাড়িঅলার সঙ্গে ভাড়াটের একটা কেলো বাঁধিয়ে দিলেন...এতে করে আর কারুর না হোক্, আদালতের খুবই সুবিধে। দুপক্ষই তো আবার আদালতে যাবে ...আমাদেরও টু-পাইস হবে! দেখি, একটা পাঁচটাকার নোট দিন তো...একটা ম্যাজিক দেখাবো! (*গজমাধব পাঁচটাকা দেয়*) হোকাস্ ফোকাস্ গিলি গিলি...যাঃ ফুস্! (*হাতের কারসাজিতে নোটটা দু-আঙুলের ফাঁকে ঢেকে*) এই যে এটা আমি হাওয়া করে দিলুম...এরপর আর আমার দিক থেকে আপনার কোনো ভয় রইল না। যতক্ষণ খুশি থাকুন...থাকুন দাদা...আমি কিচ্ছু বলবো না! আরে মশাই, আদালত বাড়ি ছেড়ে দিতে বললেই দিতে হবে! আদালত যদি বলে পৃথিবীর তিনভাগ জল সেঁচে ফেলে দাও...পারবেন দিতে? আরে মশাই, তিনভাগ জল সেঁচে ফেলবেনটা কোথায়, ডাঙা তো মাত্তর একভাগ! ...তিনভাগ একভাগে ধরবে কেন?

[*আঙুলের ফাঁক থেকে নোটটা শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিয়ে—*]

হোকাস্...ফোকাস...গিলি...গিলি...

[*পেয়াদা চোখ মটকে বেরিয়ে গেল। গজমাধব মাথায় বেলপাতা ঠেকাচ্ছে। ভেতর থেকে মন্দিরা ঢুকল।*]

মন্দিরা॥ এই যে গজমাধববাবু...

গজ॥ ধোঁয়াটা দেখলেন?

মন্দিরা॥ হ্যাঁ, দেখা হচ্ছে। বাব্বা, ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তাই না সব জানতে পেলুম...

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—জলের কথা শুনেছেন?

মন্দিরা॥ (*চমকে*) জল! জলের কথা মানে...

গজ॥ একতলা থেকে টেনে তুলে আনতে হয়, শুনেছেন!

মন্দিরা॥ সেকি! ওপরতলায় কল নেই?

গজ॥ কল আছে, জল পড়ে না!

মন্দিরা॥ কেন?

গজ॥ পাইপ কাটা!

মন্দিরা॥ পাইপ কাটা!

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...আমার নাম করবেন না!

মন্দিরা॥ ওগো শুনছো...

রতন॥ (*নেপথ্যে*) দাঁড়াও যাচ্ছি...

মন্দিরা॥ শিগ্গির এসো।

[*করালী ঢোকে। মুখে সিগারেট*]

এই যে করালীবাবু, আপনার জল নাকি একতলায়?

করালী॥ (*ধনুকের মতো টান হয়ে*) কে বললে?

মন্দিরা॥ আপনার পাইপ কাটা?

করালী॥ (*নিজের পিঠে হাত দিয়ে*) আমার পাইপ কাটা!

[*সিগারেট টানতে টানতে রতন ঢোকে।*]

মন্দিরা॥ তুমি কি কিছুই দেখে নাওনি?

রতন॥ কেন, ঠিকই তো আছে। সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে...

মন্দিরা॥ থামো! জলের বিষয়ে কি জানো?

রতন॥ কিছু জানি না। কেন?

মন্দিরা॥ (চোখ বড় বড় করে) কিছুই জানো না...

রতন॥ না মানে, স্পেশালি আলাদা করে জলের কথা আর কি জানবার আছে!

মন্দিরা॥ জলের কথা না জেনেই ঘরভাড়া নিলে? তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্যে...

রতন॥ (তাড়াতাড়ি শুধরে দেয়) বিয়ে দেবার জন্যে...

মন্দিরা॥ (ভুলটা বুঝে মাথায় ঘোমটা টেনে কেঁদে ওঠে) যাচ্ছেতাই বাড়িতে এনে তুলেছে!

রতন॥ কী মুশকিল, উনি তো আমায় বললেন, শুধু ঘরের লাইটটা নেই...তাও দু-চারদিনের মধ্যে কানেকশান পাওয়া যাবে। আর সব ঠিক...(করালীকে) বলেননি?

করালী॥ (একচোখে গজমাধবকে দেখতে দেখতে) এইভাবে খুচখাচ ভাংচিগুলো কে দিচ্ছে? আড়ালে বসে আমাকে আকুপাংচার করছে কে?

রতন॥ আরে দূর মশাই, আপনি সেই থেকে ওই এক কথা ধরে বসে আছেন...আচ্ছা ঝোলালেন তো!

করালী॥ হ্যাঁ, আড়াই বছর আগে পাইপটা আমিই কেটে দিয়েছিলাম...ওপরের সাপ্লাই বন্দ করে একজনকে এখান থেকে তোলার জন্যে। কিন্তু আপনারা আজ আসছেন বলে, কাল রাত জেগে আমি সব মেরামত করে রেখেছি। বিশ্বাস না হয় দেখে যান! (রতনের হাত ধরে ভেতরে যেতে গিয়ে ঘুরে গজকে) আপনি রেডি থাকুন, পাইপটা দেখিয়ে এসেই আপনাকে নিয়ে যাবো...

গজ॥ একটু তাড়াতাড়ি আসবেন...আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে!

করালী॥ আস্ত ঘুঘু!

[রতনকে নিয়ে করালী কল দেখাতে ভেতরে চলে গেল।]

মন্দিরা॥ (ঘোমটা খুলে) কোনো যদি জ্ঞান থাকে...একেবারে কি বলবো...সংসারের ফার্স্টবুকখানাও পড়েনি...কার হাতে যে পড়তে চলেছি...

গজ॥ হ্যাঁ...

[বলে নিজেই ঘাবড়ে যায়।]

মন্দিরা॥ (সেদিকে কান না দিয়ে) অথচ বিয়ের সাধ! আশ্চর্য!

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। (শয়তানের মতো) দরজাগুলো কীরকম ছোটো, না? রতনবাবুর মাথার পক্ষে—

মন্দিরা॥ (সচকিত হয়ে দরজাটা ভালো করে দেখে নিয়ে) হোক্! এরপরে দরজা ছোটো বললে বেচারা হয়তো...আসলে কি জানেন, আমাদের বিয়েটা না...হয়নি!

গজ॥ জানি তো! একদিন আমিও তো ওই বলেই ঢুকেছিলাম।

মন্দিরা॥ আসলে আমরা দুজনেই যাকে বলে নভিস্! ওতো ওই রকম মানুষ দেখছেন, আর আমি তো কোনোদিন সংসারেই মানুষ হইনি। ভাগ্যিস আপনাকে পেয়েছিলাম! নইলে করালীবাবু আমাদের যা বোঝাতেন তাই বুঝতাম!...গজমাধববাবু, একটু উঠুন তো...ঘরটা একটু সাজিয়ে ফেলবো..

[*গজমাধব পা ঝুলিয়ে খাটে বসেছিল। এবার পা দু'খানা খাটের ওপর তুলে নেয়।*]

গজ॥ এই যে উঠেছি...

মন্দিরা॥ আঃ, নামুন না একটু...গুছিয়ে নিই...

গজ॥ (*নেমে*) হ্যাঁ, হ্যাঁ। (*বিষণ্ন গলায়*) আপনারই তো ঘর!

মন্দিরা॥ উঁহু, এখনো অর্ধেক আপনার। বলছিলাম আপনার মালপত্তরগুলো...

গজ॥ (*নিজের জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে বিষণ্ন গলায়*) বড্ড নোংরা, না? এসব কি ছাতে বার করে দেবো—

মন্দিরা॥ এই তো মাইণ্ড করলেন! আমি কিন্তু ওভাবে কথাটা বলিনি...

গজ॥ না না, সত্যি কথাই তো! আচ্ছা দাঁড়ান, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি...

[*গজমাধবের মনে হয় মন্দিরার মালপত্রের তুলনায় তার সবকিছু বড় কুৎসিত। ঘৃণায় সেগুলো আরো কোণে ঠেলে দিচ্ছে। মন্দিরা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে জানালার আধখোলা পর্দাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।*]

গজ॥ পেরেক চাই বুঝি?

মন্দিরা॥ হ্যাঁ...কিন্তু সে কি আর ও এনেছে!

গজ॥ দেবো?

মন্দিরা॥ আছে? আছে আপনার কাছে?

গজ॥ (*তাড়াতাড়ি ছোটো একটা বাক্স খুলে কয়েকটা পেরেক বার করে মন্দিরাকে দেয়*) একটু ময়লা...আর দু-একটা একটু বাকাঁ...

মন্দিরা॥ তা হোক্, তবু তো দিতে পারলেন! কিন্তু...

গজ॥ হাতুড়ি তো? এই যে!

[*বাক্স থেকে হাতুড়ি বার করে দিচ্ছে*—]

মন্দিরা॥ ওঃ, আপনাকে যে কী বলে...শেষ পর্যন্ত আপনিই আমাদের সংসার গুছিয়ে দিলেন দেখছি!

গজ॥ (*উৎসাহে*) দিন, আমাকে দিন! আপনি পারবেন না! এঘরে পেরেক পোঁতার একটা বিশেষ প্রসেস আছে! আমি ছত্রিশ বছর ধরে আছি তো—এইসব দেয়ালের চরিত্র সব আমার জানা! আমি পুঁতছি...আপনি ভাল করে দেখে বুঝে নিন...

[*গজমাধব জানালায় যায়। জানালার যে পাশে পর্দাটা এখনো লাগানো হয়নি, সেখানটা দেখিয়ে*—]

এই দেখুন, এইখানে আমার একটা পেরেক ছিল! যাবো বলে পেরেকটা আজ আমি তুলে নিয়েছি! কিন্তু গর্তটা ঠিক রয়ে গেছে! (*বিষণ্ন গলায়*) গর্তটা তো আর তুলে নেওয়া যায় না! (*ছিদ্রটিতে পেরেকটা বসিয়ে*) আমি আপনাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যাবো! আচ্ছা, আপনি তোপসে মাছ রান্না জানেন?

মন্দিরা॥ (*সকৌতুকে*) উঁহু!

গজ॥ (*সুযোগ পেয়ে গজমাধব দুলে ওঠে*) আমি আপনাকে শিখিয়ে দিয়ে যাবো...?

মন্দিরা॥ সত্যি! সত্যি বলুন, না শিখিয়ে যাবেন না...

গজ॥ না না না...আপনি শিখতে চাইছেন, না শিখিয়ে চলে যাবো! যতো সময় লাগে...না

শিখিয়ে আমি যাবোই না!

মন্দিরা॥ আমায় আর 'আপনি' বলবেন না। মন্দিরা বলুন! 'তুমি' বলুন।

গজ॥ আচ্ছা! আচ্ছা! তাই বলা যাবেখন। তাড়াহুড়োর কি আছে! আছি তো!

[*মন্দিরা পর্দার বাকি কোণাটা লাগাচ্ছে।*]

গজ॥ (*খাঁচার সামনে*) এরা কী পাখি?

মন্দিরা॥ আমার মুনিয়া! ভরী মিষ্টি, না?

গজ॥ হুঁ! (*বার বার দেখছে*) হুঁ মিষ্টি! ওদের ছাদে বসিয়ে দেবেন...রোদ্দুরে খেলা করবে...(*গজমাধবের দৃষ্টি জানালার সুন্দর পর্দার ওপরে পড়ে*) বাঃ, কী সুন্দর! ফুল-ফুলকাটা...নরম ....

[*পর্দায় হাত বোলায়।*]

মন্দিরা॥ অনেক ঘুরে ঘুরে তবে এই প্রিন্টটা জোগাড় করেছি! (*পর্দার গায়ে হাত বোলায়*) খুব মিষ্টি, না?

[*গজমাধবের হাত মন্দিরার হাতে ঠেকে, গজমাধব চমকে ত্বরিতে সরে যায়।*]

গজ॥ হুঁ! মিষ্টি!

মন্দিরা॥ নেবেন এক পিস?

গজ॥ না না না...

মন্দিরা॥ নিন না, তাতে কি! আমার বেশি আছে। আর আমি আপনার এতো জিনিস নিলাম, আপনি অন্তত একটা নিন...

গজ॥ না না না...ও নিয়ে আমি কি করবো!

মন্দিরা॥ তবু মনে পড়বে, মন্দিরা দিয়েছিল। বাড়ি পৌঁছে কোনো ভদ্রমহিলাকে দিয়ে দেবেন...তিনি আপনার একটা বালিশ ঢাকা...বা কিছু-একটা তৈরী করে দেবেন! (*গজমাধবের মুখে নীরব বিষণ্ন হাসি ছেয়ে আসে*) হারাবেন না কিন্তু—

[*মন্দিরা গজমাধবের হাতে রঙিন কাপড়ের টুকরো দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবনার সেই সানাইটা বাজাতে থাকে। গজমাধব পরম আবেশে আচ্ছন্ন হয়। মন্দিরা খাটে সুন্দর চাদর বিছোচ্ছে। গজমাধব চাদরের এক কোণ ধরে তাকে সাহায্য করছে। সানাই বাজছে। সহসা খাঁচার দিকে চেয়ে গজমাধব...*]

গজ॥ ঐ যে...ঐ যে...

মন্দিরা॥ (*হেসে*) কী?

গজ॥ খেলা করছে...পাখিরা খেলা করছে...আহাহা, আমার ঘর যে এত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে...আগে কোনদিন জানিনি! হে-হে-হে-

[*গজমাধব খাঁচাটা উঁচু করে ধরে হা হা করে হাসছে। করালী ঢুকছে।*]

করালী॥ (*পাখি দেখিয়ে*) এটা তো আপনার পাখি?

মন্দিরা॥ আমার!

করালী॥ আপনার পাখি নিয়ে উনি খেলা করছেন কেন?

মন্দিরা॥ পাখি পেলে সবাই খেলা করে! কার পাখি তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাছাড়া এমন সুন্দর মিষ্টি পাখি....

করালী॥ যতো মিষ্টিই হোক, একজন ভদ্রমহিলার পাখি নিয়ে একজন অচেনা পুরুষ খেলা করবে! তাছাড়া ওঁকে এখন বাঘের সঙ্গে খেলতে হবে, পাখির সঙ্গে নয়—

গজ॥ (খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে) পিউ! পিউ!

করালী॥ পিউ পিউ?

গজ॥ (আপন মনে) পিউ! পিউ!

করালী॥ খানিক বাদে হাউহাউ করতে হবে! তার জন্যে রেডি হোন।

[আপাদমস্তক ভিজে হাঁচতে হাঁচতে রতন এলো।]

রতন॥ মন্টি...(হাঁচি) মন্... (হাঁচি) ইয়ে মানে...পাইপ ঠিক আছে, জল পড়ছে!

মন্দিরা॥ জল পড়ছে?

রতন॥ এই দ্যাখো...

মন্দিরা॥ আশ্চর্য, জল পড়ছে সেটা তোমায় চান করে বোঝাতে হলো?

গজ॥ আগুন জ্বলছে সেটা কি আপনি হ্যাণ্ড পুড়িয়ে জানাবেন?

রতন॥ (গজর দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে, মন্দিরাকে) কি করবো, করালীবাবু ভিজিয়ে দিলেন...এক ড্রাম জল ঢেলে দিয়েছে মন্টি...

মন্দিরা॥ তোমার পা ছিল না, ছুটে পালাতে পারলে না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলে! মোছো...মোছো...

[রতনের হাতে তোয়ালে দেয়। কিটব্যাগ থেকে জামা বের করে দেয়। সে মাথা মুছে জামা পাল্টাচ্ছে।]

একটা কঠিন অসুখ বাঁধিয়ে বসবে! ...এই যে করালীবাবু, আপনার দরজাটা কি একটু ছোটো?

করালী॥ দরজা ছোটো?

মন্দিরা॥ মানে আমাদের দরজাটা কি একটু ছোটো হয়ে গেলো!

করালী॥ দরজা কি আকাশের চাঁদ...পুর্ণিমেয় বড় হবে, অমাবস্যায় ছোট হবে? কোন্ শালা বলে, আমার দরজা ছোটো!

[আর বাক্যব্যয় না করে করালী দরজা মাপতে শুরু করে। হাত পা ছুঁড়ে, চৌকাঠের ওপর ধিং ধিং নেচে...এপাশে ওপাশে মাথা ঘুরিয়ে। মন্দিরা ও রতন ঘাবড়ে দাঁড়িয়ে]

গজ॥ (কোনদিকে না চেয়ে) পিউ! পিউ!

করালী॥ (গজকে) আর এখানে বসে আমার পেছনে কাঠি করতে দেবো না! চলুন, ফ্রেস গাড়ি ডাকতে পাঠাচ্ছি...ততক্ষণ নিচেয় বসে থাকবেন। চলুন—

[গজর হাত ধরে টানে।]

মন্দিরা॥ আরে, আরে, ওকি করছেন...

করালী॥ আপনারা এসব দেখবেন না...

মন্দিরা॥ টানাটানি করছেন কেন ওভাবে?

করালী॥ আঃ আপনারা কেন এর মধ্যে! চলুন...অনেক ফিকির হয়েছে, এবার আর ছাড়ছিনে...

[বিমূঢ় করালী দেখে, তাকে টানতে হচ্ছে না, গজ কোন্ ফাঁকে নিজের হাত ছাড়িয়ে করালীর হাত ধরে বাইরে টানছে। টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল।]

মন্দিরা॥ আরে ছিঃ...ভদ্রলোককে ওইভাবে টেনে নিয়ে গেল...

রতন॥ ও ওকে টেনে নিয়ে গেল, না ওকে ও টেনে নিয়ে গেল...!

মন্দিরা॥ তুমি কিছু বললে না!

রতন॥ বলার কি আছে, ওরই তো দোষ!

মন্দিরা॥ বাজে বকো না—দোষগুণ জেনে বসে আছো! তুমি পুরুষ!

রতন॥ দ্যাখো, ইচ্ছে করলে ওই করালী দত্তকে চিৎ করে ফেলে ওর বুকের ওপর হামাগুড়ি দিতে পারতাম...সেটুকু হিম্মৎ রাখি...বসলাম না কেন জানো...

মন্দিরা॥ কেন শুনি...

রতন॥ তোমার এই শুভানুধ্যায়ী ভদ্রলোকটি একটি পয়লা নম্বরের লায়ার! এ পর্যন্ত যতগুলো ইনফরমেশন দিয়েছেন সবগুলো ফল্‌স। প্রমাণ হয়ে গেছে!

মন্দিরা॥ কিন্তু উনি ভালোর জন্যেই দিয়েছিলেন।

রতন॥ উঁ:! ভালোর জন্যে! ভালোর জন্যে ওই রকম আর কয়েকটা খবর দিলে আমার ডবল নিউমোনিয়া হতে দেরি লাগবে না। (*হাঁচি*) লোকটা আমায় মারার তাল করেছে!

মন্দিরা॥ ধ্যাৎ!

রতন॥ আসলে ও চায় না আমরা এখানে থাকি...ওই আমাদের বিয়ে ডেফারড্‌ করে দেবে দেখো...

মন্দিরা॥ থামো তো! সেই থেকে একজন পরোপকারী মানুষকে...(*থেমে*) জানো, উনি আমাকে পেরেক দিয়েছেন—

রতন॥ (*ভেংচি কেটে*) জানো, পেরেক দিয়েছেন! দেড়ইঞ্চি মাপের কয়েকটা পেরেক দিয়েই কেউ পরোপকারী হয় না। পেরেক-উপকারী হয়! লোকটা তোমার কাছে আমায় হ্যাটা করতে চাইছে...

মন্দিরা॥ হিংসুটে কোথাকার!

রতন॥ তিন বছর ধরে তোমার মনের মতো ভালো বাসা খুঁজে খুঁজে...বিয়ের দিন ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ...যদি বা একটা পেলুম...তা সঙ্গে পেলুম গজমাধব! আমরা আসার পরেই ওর ঘর ভেকেট করে দেওয়া উচিত ছিল।

মন্দিরা॥ (*মিষ্টি হাসির সঙ্গে গুনগুন করে*) আমার মন বলে চাই চাই গো...যারে নাহি পাই গো...

[*মন্দিরা রতনের কাছে আসতেই সে দু'হাতে মন্দিরাকে বুকের কাছে টেনে নেয়।*]

মন্দিরা॥ এই...এই...কী হচ্ছে...

রতন॥ বেশ করবো! সেই কখন থেকে ওয়েট করছি! লোকটা মাইরি যায় না। একটু যে আদর-টাদর করবো—

মন্দিরা॥ ছাড়ো ছাড়ো...আঃ...সারা গায়ে জল লাগিয়ে দিলে!

[*মন্দিরা নিজেকে ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে যায়। রতন খানিকটা হতাশ হয়ে খাটে শুয়ে পড়ে।*]

মন্দিরা॥ (*গালের জল মুছতে মুছতে*) দিব্যি যে লুটিয়ে পড়লে বাবু। বলি বাজার-টাজার যেতে হবে না...শুনছো না লাইট নেই...যাও, বাতি কিনে আনো...

রতন॥ তোমার ঐ গজমাধবকে মার্কেটে পাঠাও!

মন্দিরা॥ আহা! উনি যেন তোমার চাকর!

[*মন্দিরা দেখল রতন তেমনি শুয়ে আছে। মন্দিরারও ইচ্ছে হলো রতনের ভালোবাসা ভোগ করার। আস্তে আস্তে তার চুলে হাত দিয়ে ডাকে*—]

এই! (*রতন দুহাতে মন্দিরার মুখটা কাছে টেনে নেয়*) কি হচ্ছে কি...কেউ যদি এসে পড়ে...!

রতন॥ ট্রেসপাসারস্ উইল বি প্রসিকিউটেড!

[*রতনের মুখটা মন্দিরার মুখের খুব কাছে।*]

মন্দিরা॥ (*দুষ্টুমি করে*) এরকম তো কথা ছিল না! মনে রেখো এ ঘরে এখনো আর একজনের শেয়ার আছে। আমি কিন্তু ডাকবো বলে দিচ্ছি! (*দুষ্টুমির গলায়*) গজমাধববাবু—উ-উ—

[*সহসা ওদের চমকে দিয়ে গজমাধব বাইরের দরজার পর্দা পিঠে করে ঠেলে নিয়ে ঢোকে।*]

গজ॥ এই যে!

[*রতন ও মন্দিরা চমকে বিচ্ছিন্ন হয়।*]

মন্দিরা॥ আ-আপনি!

গজ॥ এই ঢুকবো কি ঢুকবো না ভাবছি...তখনি আপনি ডাকলেন ...আচ্ছা যাই...

মন্দিরা॥ কেন এসেছিলেন বল্লেন না...

গজ॥ (*ঘরের মধ্যে আসে*) না...ঐ করালীবাবু ট্যাক্সি ডাকতে গেলেন...তাই আমি সুট্ করে পালিয়ে এলাম...অন্য ঘরে থাকতে মন চায় না! একটু বসি ভাইটি?

মন্দিরা॥ ও কি বলবে? বসুন না—

গজ॥ (*খাটে বসে*) আচ্ছা, আপনারা যা করছিলেন করুন, আমি এখানটায় একটু বসি—

মন্দিরা॥ (*লজ্জায় কি বলবে বুঝতে না পেরে*) মোয়া খাবেন?

গজ॥ মোয়া!

মন্দিরা॥ কাল সারা রাত জেগে তৈরী করেছি। দেখুন তো কেমন হয়েছে! (*মধুরতম গলায় রতনকে*) মোয়ার ব্যাগটা কোথায় রেখেছ গো?

রতন॥ (*ভীষণ জোরে*) আই ডোন্‌ট নো।

[*মন্দিরা ছুটে ভেতরে চলে যায়।*]

গজ॥ (*গলা খাঁকারি দিয়ে*) একটা উপকার করবেন ভাইটি?

রতন॥ (*গম্ভীর*) আমায় বলছেন?

গজ॥ আমার হয়ে খিদিরপুর ডকে শিবতোষকে একটা ফোন করে দেবেন ভাইটি?

রতন॥ কে শিবতোষ?

গজ॥ আমার সেজোমামার মেজোশালা। আপনি ফোন করে সন্তোষকে বলবেন...

রতন॥ সন্তোষ! এই না বললেন, শিবতোষ?

গজ॥ বলেছি বুঝি! আজ্ঞে ওটা মহীতোষ হবে।

রতন॥ কোন্‌টা মহীতোষ হবে? ঠিক করে বলুন...সন্তোষ, না মহীতোষ...

গজ॥ (*একটু ভেবে*) আজ্ঞে না, তার নাম ভোলা!

রতন॥ ভোলা! সন্তোষ মহীতোষ কোনটাই না..তোষই না, শুধু ভোলা!

গজ॥ শুধু-ভোলা কিংবা শুধু-নিতাই!

রতন॥ আমার সময় হবে না!

গজ॥ লক্ষ্মী দাদা আমার, ওকে ফোন করে আমার কথা বল্লে, ও নিশ্চয়ই আমায় একটা জায়গা ঠিক করে দেবে—

রতন॥ (ক্ষিপ্ত স্বরে) বল্লাম তো...(সামলে) ডকে কি কাজ করেন ভদ্রলোক?

গজ॥ নানারকম কাজকম্মো করে...

রতন॥ আহা, বিশেষ কোন্ কাজটা...

গজ॥ বিশেষ বিশেষ কাজই করে থাকে..

রতন॥ কোন্ ডিপার্টমেন্ট্...

গজ॥ বহুকাল কাজ করছে, অ্যাদ্দিন সব ডিপার্টমেন্টই এক আধবার ঘুরে এলো...

রতন॥ (অধৈর্য হয়ে) আহা কোন্ পোস্টে আছেন...

গজ॥ (যেন জরুরি কথা মনে পড়েছে) ফোনে আপনি তার পোস্টের কথাটাও একটু জেনে নেবেন তো ভাইটি...

রতন॥ আরে মশাই, ফোনে তাকে ধরবো কি করে? ...দেখতে কেমন?

গজ॥ (একটু ভেবে) কাকে দেখতে ভাইটি? ভোলাকে, না পরিতোষকে?

রতন॥ (চেঁচিয়ে) মন্টি...

গজ॥ লক্ষ্মী দাদা আমার...

রতন॥ রোগা না ফর্সা, বেঁটে না কালো, মাথায় টাক না—-

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন! অ্যাদ্দিনে টাক কি আর না পড়েছে!

রতন॥ 'না পড়েছে' আবার কি কথা! পড়েছে কিনা বলুন...

গজ॥ আজ্ঞে সে রইল খিদিরপুরে আমি রইলাম গুলু ওস্তাগারে! তার মাথার কি অবস্থা হয়ে আছে আমি কি করে বলবো রে ভাইটি...

রতন॥ মানে! আপনি তাকে অনেকদিন দেখেননি!

গজ॥ অনেকদিন কেন বলছেন, কোনদিনই দেখিনি। শুনেছিলাম সে ডকে কাজ করে, দেখবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তার পরেই তো যুদ্ধ বেঁধে গেল...সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার! ...এই যে ফোনের পয়সাটা—

রতন॥ মশাই, আমি কি গাছকে ফোন করব?

গজ॥ না না না...আমার সেজোমামার মেজোশালাকে...

রতন॥ দূর মশাই, লোকটি কে?

গজ॥ আমার মামার শালা!

রতন॥ দূর শালা! শালাটি কে?

গজ॥ আজ্ঞে ভালো শালা...

রতন॥ দূর শালা...

গজ॥ খুব ভালো শালা...

রতন॥ দূর শালা!

গজ॥ মামার শালা...ভালো শালা...

রতন॥ দূর শালা! দূর শালা!

[মন্দিরা দুটো ডিসে মোয়া সাজিয়ে ঢুকল।]

মন্দিরা॥ কি? কি হলো...অ্যাঁ?

রতন॥ (প্রায় কেঁদে) আমায় মেরে ফেললো—

গজ॥ ওমা, কে!

রতন॥ আমার মাথায় আইসক্রীম দাও! মেরে ফেললো...শা-লা!

মন্দিরা॥ ওমা সত্যিই তো, ও গজমাধববাবু, ও অমন করছে কেন? ভালোমানুষ রেখে গেলাম কি করলেন আপনি...ও তো কখনো শালা বলে না, শালা-শালা করছে কেন...

গজ॥ তাই তো! এই তো কেমন গপ্পোগাছা করছিলেন! ...দেখি হাওয়া করি...

[পাখা নিয়ে রতনকে হাওয়া করতে উদ্যত হয়।]

রতন॥ (চীৎকার করে) না!

গজন॥ কেন, করি না...

রতন॥ না!

মন্দিরা॥ আঃ রতন!

রতন॥ ওকে সরে যেতে বলো...ওর বাতাস গায়ে লাগলে আমার ম্যালেরিয়া হবে!

[গজমাধব অপমানিতের মুখ করে সরে দাঁড়ায়।]

মন্দিরা॥ আঃ কী হচ্ছে...ও কী কথা! চুপ করে বসো...বসো...ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসলে যে! ছিঃ উনি কি মনে করছেন! এদিকে তাকাও! (গজকে) আপনিও তাকান। (রতন ও গজ মুখোমুখি হয়, রতনের চোখে আগুন) ধরো...

[মন্দিরা দুজনের হাতে দুটি ডিস দেয়।]

গজ॥ ওনার এ অবস্থায় মোয়াটা খাওয়া ভালো না! নাক্সভমিকা থারটি!

মন্দিরা॥ তাই বুঝি! তবে দাও! নিন, এ দুটোও আপনি নিন—

[রতনের মোয়াদুটি গজর প্লেটে দিল।]

গজ॥ (মোয়াতে কামড় দিয়ে) এবার আমি রান্নাটা বলি?

মন্দিরা॥ তোপসে?

গজ॥ আগে ওল রান্নাটা বলব!...ওলগুলো ডুমো-ডুমো করে কেটে নিয়ে...আচ্ছা করে লঙ্কাবাটা মাখিয়ে...গরম তেলের কড়াইতে ছাড়লেই...যেই ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্....

রতন॥ (পাগলের মতো) দূর শালা!

গজ॥ ভালো শালা!

রতন॥ দূর শালা! দূর শালা!

মন্দিরা॥ কী হচ্ছে রতন!

রতন॥ (মন্দিরার মুখের ওপর) দূর শালা! দূর শালা!

[অনর্গল শালা-শালা চেঁচাতে চেঁচাতে রতন বেরিয়ে গেল। গজমাধব মোয়ার ডিস হাতে দুঃখিত, অপমানিতের মতো বসে আছে।]

মন্দিরা॥ ও ওই রকম। কিছু মনে করবেন না! খান আপনি...মোয়া খান। ...আচ্ছা

গজমাধববাবু, রাত্তিরে আপনি খাবেন কোথায়?

গজ॥ (বিষণ্নমুখে) রাত্তিরে...কেন? যেখানে যাচ্ছি সেখানেই...

মন্দিরা॥ ও, আগে থেকে খবর-টবর দেওয়া আছে...

গজ॥ (বিষণ্ন মুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ, খবর-টবর সবই দেওয়া আছে। তারা আমার জন্যে রান্নাবান্না করে...ঘরটর সাজিয়ে গুছিয়ে অপেক্ষা করবে...এই রকম কথাই আছে...

[*কথার শেষে গজমাধবের মুখে নীরব হাসি ফুটে ওঠে।*]

মন্দিরা॥ কোথায় যাচ্ছেন, নিজের বাড়ি?

গজ॥ (বিষণ্ন মুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ!

[*বলেই গজমাধব মন্দিরাকে লুকিয়ে নীরবে হাসে।*]

মন্দিরা॥ সত্যি নিজের বাড়ির টানই আলাদা, না!

গজ॥ (ছলছল চোখে) আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যে পরের বাড়িতে থাকা...এ মোটেও ভালো লাগে না। সব সময় মনটা আইঢাই করে...ইচ্ছে করে...

মন্দিরা॥ ছুটে যাই...উড়ে যাই...

গজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ..যাই...

[*গোপন ব্যথা নীরব হাসি হয়ে গজমাধবের মুখে ভেসে আসে।*]

মন্দিরা॥ আপনি কতো সুখী। আপনজনদের কাছে ফিরছেন! আমার জানেন...কেউ নেই! মা, বাবা, ভাই, বোন...কেউ না। জ্ঞান হতে অনাথ-আশ্রমে। ...সেই কবে একটা দাঙ্গা হয়েছিল..সেই দাঙ্গায় আমার ভাই-বোন, মা-বাবা...বাবা...মনেও পড়ে না, তাদের দেখেছি কিনা! তাদের কথা বড় হয়ে অনাথ-আশ্রমে শুনেছি! (থেমে) আচ্ছা, সকলকে ছেড়ে একা একা এখানে থাকতে কষ্ট হতো না?

গজ॥ (ব্যথাভরা গলায়) আজ্ঞে হ্যাঁ। কষ্ট...খুব কষ্ট...

[*কথার শেষে সেই নীরব হাসি ব্যথার মতো ঝরে পড়ে।*]

মন্দিরা॥ বাড়িতে কে কে আছেন?

গজ॥ (দুঃখে) কে কে...ইয়ে মানে...সব...সবাই...

[*নীরবে হাসে।*]

মন্দিরা॥ বুঝেছি! আর বলতে হবে না। তিনি...মানে আপনার উনি আছেন...কেমন? (*গজমাধব চুপ*) দেখতে কেমন? আমার থেকেও সুন্দরী...

গজ॥ (*নীরবে ঘাড় নাড়ে—না-না*) শুধু এই কপালটায় যখন সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে...লালপেড়ে শাড়ি পরে...প্রদীপ হাতে....যখন সামনে এসে দাঁড়ায়,...

[*গজমাধবের অশ্রু হাসি হয়ে ঝরে।*]

মন্দিরা॥ (একটু পরে) কি ভাবছেন! তিনি ওদিকে রেগে টং হচ্ছেন আমার ওপর? আমি আপনাকে আটকে রেখেছি বলে? বেশ করবো..আরো আটকে রাখবো! ...তিনি যতখুশি রাগুন...অভিশাপ দিন...

গজ॥ না না না...আশীর্বাদ করবে...আশীর্বাদ করবে...

[*সহস্র ইঙ্গিতে গজমাধবের হাসি বিকীর্ণ হয়—মন্দিরার চোখের কোল টলটল করছে। মন্দিরা গান গায়।*]

মন্দিরা॥ আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে....

দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে॥

তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে কঠিন দুখে গভীর সুখে

যে জানে না পথ কাঁদাও তারে॥

চেয়ে রই রাতের আকাশ পানে

মন যে কী চায় তা মনই জানে॥

আশা জাগে কেন অকারণে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে,

ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে॥

[*রবীন্দ্রসঙ্গীত। গানের সেতু বেয়ে দুটি নিঃস্ব মানুষ মুখোমুখি হয়। আলো আস্তে আস্তে কমে এসে নিভে যায়।*

মুহূর্ত পরেই আলো জ্বলে। বিকেল। জানালায় পড়ন্ত রোদ্দুর। ঘরে মন্দিরা ও গজমাধব। গজমাধব হা-হা করে হাসছে।]

মন্দিরা॥ বলুন না, বলুন না...আচ্ছা, রতনকে বিয়ে করলে কি আমি সুখী হবো...ওকে বিশ্বাস করা যায়? আমায় ঠকাবে না তো!...(*গজমাধব হাসে*) আহা বলুন না! ...আপনি সুখী লোক...সুখের কথা আপনিই বলতে পারবেন!

[*দাদু, পরাগ ও ভুতু ঢুকছে।*]

গজ॥ (*ওদের দেখে*) জল!

মন্দিরা॥ বসুন দাদু! (*গজকে*) আমি আপনার জল নিয়ে আসছি...

[*মন্দিরা ভেতরে যায়।*]

গজ॥ (*সভয়ে কঁকিয়ে ওঠে*) নিমাই, আমার ফোঁটাটা..

পরাগ॥ ফোঁটা! আপনার ফোঁটা এবার দই-এর পেছনে গঁদ সেঁটে মারতে হবে, বুঝলেন? জেঠিমা বঁটি নিয়ে আসছে!

দাদু॥ (*জোরে*) মশাই!

গজ॥ আজ্ঞে আফিমটা খেয়েই যাই...

দাদু॥ সুন্দরী মেয়েছেলের হাতে মোয়া আফিম...এটা সেটা...বড্ড মিষ্টি লাগছে, না? মদ্দালোকের রসগোল্লার চেয়েও?

ভুতু॥ এই মরেছে! এ যে পুরো জেলাসির কেস্ মনে হচ্ছে!

দাদু॥ আফিম খেয়েই যদি যাবেন, সক্কালবেলা আমার একজোড়া রসগোল্লা ওড়ালেন কেন? পেয়াদা!

ভুতু॥ পেয়াদা!

[*পেয়াদা ঢুকছে মৌজ করে পান ও সিগারেট খেতে খেতে।*]

এই যে মশাই, কোর্ট থেকে এসেছেন কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে! টেনে বাড়ির বাইরে বার করুন...

সকলে॥ বার করুন...বার করুন...সব টেনে বার করে...

পেয়াদা॥ আমার পক্ষে কিছু করাটা কি উচিত হবে?

[*দ্রুতপায়ে করালী ঢোকে।*]

করালী॥ তার মানে? তুমি সেই থেকে বসে বসে আমার টাকা খাচ্ছো! এখন বলছ উচিত হবে না...

পেয়াদা॥ আজ্ঞে, এ কী কথা বলেন করালীবাবু...খেলে দু'পক্ষের খাই...না খেলে খাই না!

করালী॥ তার মানে! তুমি দু'পক্ষেরই খেয়ে বসে আছো?

পেয়াদা॥ খেয়েছি বলেই তো বলছি, আইন-আদালত নিরপেক্ষ! আপনারা নিজেদের মধ্যে যা ফয়সালা করে নেবেন...আমার তাতেই মত আছে। আমি নিউট্র্যাল...

[পেয়াদা দু'হাত তুলে বেরিয়ে যায়।]

করালী॥ ওরে শালা! দু'পক্ষের ঘুষ লড়িয়ে তুমি শালা নিউট্র্যাল!

দাদু, ভুতু ও পরাগ॥ (*পেয়াদার উদ্দেশে*) আরে ও মশাই...শুনুন...এই যো...

[ভুতু ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে উত্তেজিত রতন ঢোকে, চীৎকার করতে করতে—]

রতন॥ (*দরজা থেকেই*) নেই!...নেই! ...নেই! (*গজমাধবের সামনে এসে*) শিবতোষ বলে ওখানে কেউ নেই বা ছিল না...সন্তোষ একজন আছে, আর প্রেমতোষ দুজন...তারা স্পষ্ট করে জানালে আপনার নামের কাউকে তারা কোনদিন চেনে না। (*দাদু, পরাগ ও করালীকে*) উনি ভাঁওতা দেবার জায়গা পাননি, ভেবেছিলেন খোঁজ না করেই ছেড়ে দেবো! ..হ্যাঁ, ছিল! ছিল! ...ভোলা বলে একটা লোক ছিল...কিন্তু সে মারা গেছে বহুদিন...সেই যুদ্ধের সময়!

গজ॥ অ্যাঁ! ভোলা মারা গেছে! (*মড়িকান্না কেঁদে ওঠে*) ওরে ভোলারে..

রতন॥ (ঘাবড়ে) হ্যাঁ, মারা গেছে...তাতে কান্নার কি হলো...মরেছে তো ভোলা....!

গজ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) ঐ ভোলাই যে আমার সেজোমামার মেজোশালা! ওরে ভোলা! কোথায় গেলি তুই! গেলি যদি আমায় নিয়ে গেলি না কেনরে...

[চাদরের খুঁটে মুখ ঢেকে গজমাধব ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। সহসা এমন কান্নাকাটিতে কিছু বুঝতে না পেরে দাদু ও পরাগ কাঁদোকাঁদো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। করালী বোধবুদ্ধি হারিয়ে নির্বিকার। মন্দিরা জল নিয়ে ঢোকে।]

মন্দিরা॥ (রতনকে) ছিঃ! এমনভাবে কেউ কাউকে মৃত্যুসংবাদ দেয়?

রতন॥ যাব্বাবা, মৃত্যুসংবাদের কি আছে...লোকটা কে তার ঠিক নেই! কুড়ি-পঁচিশটা নাম বলেছে, এখন বলছে ভোলা! উনি কারেক্টলি বলতেও পারেন না, মৃত লোকটি সত্যি ওঁর আত্মীয়!

মন্দিরা॥ কারেক্টলি নাই বা হলো! সে যে ওঁর আত্মীয় নয়, তুমিই কি তা জোর করে বলতে পারো...

গজ॥ (*মুখ ঢেকে কাঁদছে*) ও ভোলা...ভোলারে...

রতন॥ তাই বলে সন্দেহবশে কাঁদবেন!

মন্দিরা॥ ও, তুমি বুঝি নিশ্চিত না হয়ে কখনো কাঁদো না? নিন গজমাধববাবু, জলটুকু খান...

[চাদরে মুখঢাকা গজমাধব গেলাসের জন্যে অন্যদিকে হাত বাড়ায়—মন্দিরা হাতটা টেনে জলের গেলাস ধরিয়ে দেয়।]

রতন॥ বেশ বেশ! তা বলে মামার শালা মারা গেলে কেউ এমন করে কাঁদে না! (দাদু ও পরাগকে) কাঁদে?

[*বিমূঢ় রতন দেখে দাদু পরাগও চোখের কোল মুছছে সমবেদনায়।*)

—ধ্যাৎ!

মন্দিরা॥ হ্যাঁ, অনেক লোক আছে...যারা অত্যন্ত কাছের লোক চলে গেলেও দু'ফোঁটা জল ফেলে না...ফেলবে না!

রতন॥ ওঃ মন্দিরা! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে লোক মারা গেছে, আজকে কেউ তার জন্যে শোক করে!

মন্দিরা॥ যবেই মারা যাক্...সংবাদটা যখন উনি পেলেন তখনি তো শোক করবেন, নাকি! (*গজমাধবকে*) উঠুন...কলতলায় চলুন...ওভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে নেই...কেঁদে আর কি করবেন...মানুষ তো কেউ চিরকাল থাকে না...

[*শোকাভিভূত গজমাধবের হাত ধরে মন্দিরা তাকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে।*]

রতন॥ ভেতরে যাবেন মানে!...আমি ওনার জন্যে গাড়ি ডেকে এনেছি—ওঁকে যেতে হবে। এই মন্টি—

[*গজমাধব মন্দিরার সঙ্গে ভেতরে যাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে ঘুরে রতনের মুখের ওপর ভ্যাঁক করে কেঁদে দেয়।*]

রতন॥ ধ্যাৎ!

[*মন্দিরা ও গজমাধব ভেতরে যায়।*]

রতন॥ (*দাদু ও পরাগকে*) আচ্ছা উনি যাবেন, না কী?

[*দেখা যায় মৃত্যুশোকে দাদু ও পরাগ অভিভূত। চোখ মুছছে।*]

ধ্যাৎ!

[*রতন সবেগে বাইরে চলে যায়। করালী এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কান সুড়সুড়ির পালকটা চিবুচ্ছিল। এবার সে অস্বাভাবিকভাবে থু-থু করতে শুরু করে।*]

দাদু॥ করালী!

পরাগ॥ করালীদা!

করালী॥ মোয়া! মোয়া! সুকৌশলে ভদ্রমহিলাকে হাত করে এখন আমায় মোয়া দেখাচ্ছে! পাজী! বদমাস!

[*ভুতু ঢোকে।*]

ভুতু॥ সব গুছিয়ে এনেও লোকটাকে তুলতে পারা যাচ্ছে না!

দাদু॥ আবার মড়িকান্না দেখাচ্ছে...

করালী॥ তাও আবার কার জন্যে? না, ভোলার জন্যে! কে ভোলা...ভোলা কেন...ভোলা কোথায়...ভোলা খায় না মাথায় দেয়...! শালার ভোলা মরেও গেছে...আমাকে মেরেও গেছে...

[*করালী কেঁদে ফেলে।*]

দাদু॥ এই মরেছে! ও করালী, তুমিও যে দেখছি ভোলার জন্যেই শোক করছো!

করালী॥ (কাঁদতে কাঁদতে) ধড়িবাজ! কাঠবেড়ালি!

ভুতু॥ ভাবছেন কেন করালীদা? আপনার হাতে তো কোর্টের ডিক্রি রয়েছে।

করালী॥ (ক্ষেপে) বুদ্ধু! বুদ্ধু কাঁহাকা! কেটলি কোথাকার! আমি তো মন্দিরাদেবীকে ভাড়া দিয়েছি...লিগ্যালি ভ্যালিড টেনানসি! এখন মন্দিরাদেবী যদি গজমাধববাবুকে তাঁর ঘরে জায়গা দেন...আমি কী করবো? আইন বুঝিস!

[*করালীর মাথার ঠিক নেই। কথার শেষে পরাগের গালেই ঠাঁই করে চড় মারল।*]

দাদু॥ তাহলে কি গজমাধব যাবে না?

করালী॥ আমাকে না মেরে যাবে না! ছত্রিশ বছর বাদে ভাবলাম ...বুঝি আমি জিতে গেছি! করালী দত্ত জিতেছে! জিতেছে...জিতেছে! (*কেঁদে ফেলে*) জিতেছে...জিতেছে!

পরাগ॥ এই মরেছে! করালীদা এই হাসছেন...এই কাঁদছেন!

দাদু॥ না না, ব্যাপারটা আর ছেড়ে দেওয়া যায় না!—ও ভুতু!

পরাগ॥ অ্যাট লিস্ট ভদ্রমহিলার প্রতিও আমাদের একটা কর্তব্য আছে!

করালী॥ সাট আপ! সুন্দরী মহিলা দেখলে কর্তব্য সব চাগিয়ে ওঠে, না? (*যথাক্রমে ভুতু, দাদু ও পরাগকে দেখিয়ে দেখিয়ে*) সব সমান, ...সব! একটা ব্যাচেলার...একটা উইডোয়ার, আর একটার থেকেও নেই! ...সব সমান! সব! ঢোকালুম হাজব্যানড অ্যানড ওয়াইফ...একজনের বয়েস বাইশ আর একজনের পঁচিশ...আর এখন আমাকে ত্রিশ বছরের মেয়ে দেখাচ্ছে!

ভুতু॥ সে কী!

করালী॥ ফিক্‌টিশাস মেয়েরে ভাই...ফিক্‌টিশাস ভোলা!...ওরাও ব্যাচেলার! বিয়ে হয়নি!

দাদু ও পরাগ॥ অ্যাঁ?

ভুতু॥ (*মুখে আশার হাসি নিয়ে*) বিয়ে হয়নি!

দাদু॥ পুরীতে বেড়াতে যায় শুনেছিলাম...আজকাল ঘরভাড়াও নিচ্ছে...

করালী॥ রাখতে দেবে না...কেউ আমায় প্রিন্সিপ্‌ল মেনটেইন করতে দেবে না...

পরাগ॥ (*আশান্বিত ভুতুর থুতনিতে টোকা দিয়ে*) তার মানে তিনতলার তিনজনই অবিবাহিত...

করালী॥ বাবার আমল থেকে দেখে আসছি, গোটা দুচ্চার আনম্যারেড এক জায়গায় জুটলেই, নিশ্চিত ব্যাপারও কেঁচে যায়! কে যে কার সঙ্গে ঝুলে পড়ে কিছু ঠিক থাকে না! আমি খুব আশ্চর্য হব না যদি দেখি ঐ বুড়োভাম...প্যারাগন অব বিউটির সঙ্গে মালা একস্‌চেনজ করেছে!

ভুতু॥ না না, সে হয় না...এ হতে দেওয়া যায় না...

দাদু॥ (*জোরে*) না না! আমি থাকতে সে কিছুতেই হতে দেবো না! দেখে নিয়ো!

করালী॥ সাট আপ! ইউ! ইউ! ইউ! সকালে তোমরা আমায় আকুপাংচার করছিলে!

ভুতু॥ সে তো আমরা বুঝতে পারিনি করালীদা...

করালী॥ বুঝতে পারিস নি...না? ...বুঝতে পারিস নি...

[*ভুতুর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়।*]

ভুতু॥ (*কঁকায়*) পরাগদা! পরাগদা!

পরাগ॥ ও কী! ছেলেটাকে মারছেন কেন?

করালী॥ (*ভুতুকে ছেড়ে পরাগের চুলের মুঠি ধরে*) সুযোগ পেলেই সব বাড়িঅলাকে একহাত নেওয়া...না?

পরাগ॥ (*নিজেকে মুক্ত করতে করতে*) পাগল...

ভুতু॥ বাড়িঅলা পাগল হয়ে গেছে...

করালী॥ ইয়েস! পাগল! করে দিয়েছিস তোরা! ভাড়াটেরা! আমি বাড়ি বেচে দেবো!

পরাগ॥ (*নরম গলায়*) বাড়ি বেচলে আমরা কোথায় থাকবো দাদা...

করালী॥ তোরা? গাছতলায় থাক্...পৃথিবীতে জায়গা না হয়, চাঁদে গিয়ে থাক্...আমি বাড়ি বেচে পাগলা-গারদে গিয়ে থাকবো!

সকলে॥ অ্যাঁ—

করালী॥ হ্যাঁ, আজই বাড়ি বেচবো...আজই পাগলাগারদে ভর্তি হব!

দাদু॥ (*রেগে*) সে কী! আজ কোথায় যাবে? আজ যে আমাদের নেমন্তন্ন করলে...লুচি আর...

পরাগ॥ পাঁঠা! ইয়েস পাঁঠা!

ভুতু॥ আমরা সবাই 'নো মিল' করে বসে আছি!

[*নিমাই কলাপাতা নিয়ে ঢোকে।*]

নিমাই॥ পাতা...বাবু পাতা এনেছি...

সকলে॥ ঐ যে পাতা...পাতা এসে গেছে...

দাদু॥ শোনো, ওসব মতলব ছাড়ো! পাগলাগারদে যেতে হয় কাল যেয়ো! কাল সকালে আমি নিজে গিয়ে তোমায় রাঁচির গাড়িতে তুলে দেবো! সে রেস্‌পনসিবিলিটি আমরা নিচ্ছি! আজ আমরা তোমার ঘরে লুচিপাঁঠা খাবো।

সকলে॥ খাবো!

করালী॥ সবাই মিলে আমাকে পাঁঠা ঠাউরেছে!

সকলে॥ কোথায় যাচ্ছেন...ও করালীদা...

করালী॥ (*হঠাৎ একটা কলাপাতা মাথায় নিয়ে নাচতে নাচতে*) করালী দত্ত জিতেছে! জিতেছে...জিতেছে! জিতেছে...জিতেছে!

[*করালী বেরিয়ে গেল। ভুতু ও নিমাই তার পিছু পিছু ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেল। মন্দিরা ভেতর থেকে এলো। চেঁচামেচিতে সে রেগে গেছে। দাদু ও পরাগকে*—]

মন্দিরা॥ শুনুন, আপনারা এখন যান। ...যান বলছি!...আর হ্যাঁ, ভদ্রলোক একেবারে ভেঙে পড়েছেন! উনি আজ আর যাবেন না।

[*রতন বাইরে থেকে ঢোকে।*]

রতন॥ কি পাগলামো করছো মন্দিরা, যাবেন না তো উনি থাকবেন কোথায়?

মন্দিরা॥ *এখানেই থাকবেন!*

রতন॥ আমি ওঁর জন্যে গাড়ি ডেকে এনেছি।

মন্দিরা॥ ছেড়ে দাও। এই অবস্থায় একজন শোকাতুর মানুষকে আমরা পথে ছেড়ে দিতে পারি না...

রতন॥ তুমি বোধহয় জানো না, আইনত উনি আর এ বাড়িতে থাকতে পারেন না। করালীবাবু ওঁকে উচ্ছেদ করেছেন।

মন্দিরা॥ জানি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাকে খুশি রাখার অধিকার আমাদের আছে।

দাদু॥ এটা ভদ্রলোকের বাড়ি...এখানে ওসব বোম্বে-মার্কা মহব্বতি চলবে না!

মন্দিরা॥ সাটআপ! কি চলবে না চলবে...সেটা আমরা বুঝবো...আপনাদের কে গার্জেনি করতে ডেকেছে!

দাদু॥ হ্যাঁ, গার্জেনি শুনবে কেন? সব স্বাধীনচেতা বেটো মেয়েছেলে!

মন্দিরা॥ রতন!

পরাগ॥ (চেঁচিয়ে) থাকতে দেবো না...কাউকে এখানে থাকতে দেবো না! ঐ সব ভুয়ো স্বামী-স্ত্রী সেজে...

মন্দিরা॥ রতন!

পরাগ॥ (রতনকে) শুনুন...ও মশাই শুনছেন, আমরা এখানে ফ্যামিলি নিয়ে থাকি না? আপনাদের এসব কাণ্ড দেখে তারাও এ ব্যাপারে উৎসাহ পাবে না! ছ্যাঃ ছ্যাঃ...

দাদু॥ করালী দত্তের বাড়িতে এসব 'আমি সে ও সখা' চলবে না...

মন্দিরা॥ রতন!

রতন॥ ওঁরা তো ঠিকই বলছেন...

মন্দিরা॥ লজ্জা করছে না তোমার!

রতন॥ ছেলেমানুষি করো না! কোনো বাড়িতেই কোনো ভদ্রলোক এই রকম কাণ্ড অ্যালাউ করবে না! বাড়িঘরে তো থাকোনি কোনোদিন...

মন্দিরা॥ না থাকিনি! থাকিনি বলে এইসব প্রতিবেশীদের আমি চিনি না! এরা সাপ হয়ে কামড়ায়...ওঝা হয়ে ঝাড়তে আসে! এরা বহুরূপী! আমি রাখবো ওঁকে। দেখি কে আমার কি করে?

রতন॥ (জোরে) কেন? কে উনি? চেনা নেই জানা নেই...কোথাকার একটা উট্‌কো লোক...

মন্দিরা॥ উট্‌কো আমরা সবাই! আর চেনার কথা বলছ! তুমি আমায় চেনো? তুমি জানো আমার দুঃখ ব্যথা...

রতন॥ তুমি...তুমি একটা ব্রেনলেস! মানুষ হয়েছ অনাথ-আশ্রমে...

মন্দিরা॥ (আর্তনাদের মতো) রতন!

রতন॥ ওঁকে যেতে হবে। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে দেবো না!

[*রতন ভেতরের দিকে পা বাড়ায়।*]

মন্দিরা॥ (তীব্রস্বরে) তুমি কে!

রতন॥ (জোরে) যেই হই! তুমি এখানে ওকে নিয়ে রঙ্গ করবে, ভাবতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে!

মন্দিরা॥ ইতর! অভদ্র! এত ছোট তুমি!

রতন॥ মন্টি!

দাদু॥ দেখলে, দেখলে...ওই এক হারামজাদা ক'টা জীবন একসঙ্গে নষ্ট করলো! (মন্দিরাকে)

তা আর কেন, এবার ঘুরে যাও...টোপর তো রয়েছে, পরে ফেল! মিলবে ভালো! তোমারও সাতকুলে কেউ নেই...ওরও কোনকুলে কেউ নেই...

মন্দিরা॥ কার?

দাদু॥ কার আবার? তোমার ওই পিরিতের গজুকান্তর...

মন্দিরা॥ (চমকে) ওঁর কেউ নেই?

পরাগ॥ শুনছেন কি, এই বয়েস পর্যন্ত যার বিয়েই হয়নি...তার আবার থাকে কি...

মন্দিরা॥ বিয়ে হয়নি? তাহলে ওঁর বাড়িতে কারা!

পরাগ॥ বাড়ি! কার! গজমাধবের!

মন্দিরা॥ বাড়ি নেই!

পরাগ॥ কোনোকালে ঐ কাঁকড়াপোতা...কাঁকড়াপোতায় না কোথায় যেন ছিল বলে শুনেছি!...কেন, ও কি বলেছে, আছে?

মন্দিরা॥ বাড়ি নেই! তবে যে বলেছিলেন...সবাই ওঁর জন্যে পথ চেয়ে...

পরাগ॥ পথচেয়ে! গুল! গুল! ...স্রেফ ঢপ দিয়েছে!

রতন॥ ঐ লোকটা! ডু ইউ নো হিম...চালচুলোহীন একটা বেগার!...তোমাকে ব্রেনলেস পেয়ে বশ করেছে! দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল!

মন্দিরা॥ থামো...থামো তুমি!

[মন্দিরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ঘরের আলো কমে আসছে।]

দাদু॥ (ভেতরে তাকিয়ে) ঐ যে! ঐ যে আসছেন! বলিহারি!

পরাগ॥ বলিহারি মশাই! ছ্যা ছ্যা ছ্যা...

[একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে গজমাধব আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে।]

গজ॥ চুপ করুন...দোহাই আপনাদের, চুপ করুন!

দাদু॥ কেন চুপ করবো? কোথায় তোমার হোয়াইট-হাউস তৈরী হয়ে আছে চাঁদু! যতো সব নকশা!

মন্দিরা॥ যাও, চলে যাও...সব চলে যাও! যাও...

[দাদু ও পরাগ ছ্যা-ছ্যা করতে করতে বেরিয়ে গেল। আলো একেবারে কমে এসেছে। গজমাধব বাতি হাতে স্থির। দূরে শাঁখ বাজল। রতন একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল—তারপর নিজের কিটব্যাগটা আনতে ভেতরে চলে গেল। তার ব্যবহার দেখে মনে হবে ছাড়াছাড়ি খুব নিকটে।

মন্দিরা নতমুখে বসে আছে। শোনা যাচ্ছে দূরে কোথায় সারেগামা সাধা হচ্ছে।]

গজ॥ আমি চলে যাচ্ছি...শুনছ...আমি চলে যাচ্ছি...(*পকেট থেকে কৌটো বার করে*) এই কৌটোয় একটু ছাতু আছে...তোমরা বোধহয় আনতে ভুলে গেছো...(*পাখির খাঁচার সামনে গিয়ে*) কিন্তু এরা খাবে কি! যখন ওদের খিদে পাবে...জল মেখে খেতে দিয়ো।...তোমার ঐ গাছটা...জানালায় বসিয়ে রেখো...রোদ পাবে, জল পাবে...পাতা বেরুবে...নতুন পাতা...। (*বাতিটা দেখিয়ে*) এটা আমি দু'দিন জ্বালিয়েছিলাম...একটা রাত বোধহয় এতে কেটে যাবে তোমার।...আমার এই মালপত্রগুলো...এগুলো তুমি বাইরে ফেলে দিয়ো। (*গজমাধব*

পুঁটলি থেকে মন্দিরার দেওয়া কাপড় বার করে) এটা রেখো! এটা দিয়ে তুমি রতনবাবুকেই একটা কিছু বানিয়ে দিয়ো...

মন্দিরা॥ (হিসহিসে গলায়) সব মিথ্যে কথা বলেছেন!

গজ॥ অস্বীকার করি না! (বাতি হাতে অন্ধকার ঘরে ঘুরছে) কেউ নেই! কিচ্ছু নেই আমার! বাড়িঘর-আত্মীয়-স্বজন...কেউ না! একটা জীবন...সাজানো জীবন...এ জীবনে তার মুখ দেখিনি মন্দিরা—

মন্দিরা॥ তবে আমাকে ঠকালেন কেন? মিথ্যেবাদী! চীট!

গজ॥ হ্যাঁ, আমি মিথ্যেবাদী! আমি তোমাদের ঠকিয়েছি!

মন্দিরা॥ কিন্তু কেন?

গজ॥ (মোমবাতিটা নিয়ে গজমাধব ধীরপায়ে মন্দিরার সামনে আসে—মুখের ওপর বাতিটা তুলে ধরে) একটু ভোগ করবো বলে!

[মন্দিরা চমকে ওঠে। গজমাধব তার পাশে বসে।]

যা আমি পাইনি...সাজানো ঘরের চেহারাটা একবার দেখব বলে! লোভীর মতো...চোরের মতো...বার বার যেতে গিয়েও ফিরে এসেছি!...ছত্রিশটা বছর...জীবনের অমূল্য সময়টা বয়ে গেছে আমার এই ঘরে!—কাঁকড়াপোতায় তোমার মতো...ঠিক তোমার মতো একজন বসে বসে অপেক্ষা করে, কী যে হলো তার...(মন্দিরার দুটো হাত করতলে তুলে নিয়ে) সংসার কাউকে দু'হাত ভরে দেয়, কাউকে দেয় না! কেউ পায়, কেউ নিতেও জানে না! আমি ঐ দলে!

[হাত ছেড়ে গজমাধব বাহির-মুখো হয়।]

মন্দিরা॥ কোথায় যাচ্ছেন?

গজ॥ তা কি জানি! তবে যেতে হবে! তোমাদের যে আমি ক্ষতি করতে পারি না!

মন্দিরা॥ কেউ যখন নেই আপনার...আপনি আমার কাছে থাকুন।

[এই প্রথম কেউ গজমাধবকে থাকতে বলল। সে অদ্ভুত চোখে মন্দিরার দিকে ঘুরল।]

গজ॥ অ্যাঁ!

মন্দিরা॥ (গজমাধবের হাত ধরে) কোথায় যাবেন! এ জগতে কেউ কারো না! কতো কষ্ট পাবেন...আমার কাছে থাকুন!

[চলে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে রতন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছে। আধা-অন্ধকারে সে একপাশে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।]

গজ॥ কী অধিকারে...অ্যাঁ! কী অধিকারে...

মন্দিরা॥ আপনিও যা..আমিও তাই। আপনারও যেমন কেউ নেই...আমারও কেউ নেই...! মা বাবা...কেউ না...কেউ না...আমি আপনাকে যেতে দেবো না...

[মন্দিরা কাঁদছে। রতন কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল।]

গজ॥ আমি একটা নিঃস্ব লোক! বাতিল লোক! আমার জন্যে কেউ কাঁদেনি...তুমিও কেঁদো না!

[মন্দিরার হাত ছাড়িয়ে গজমাধব উঠে দাঁড়ায়।]

গজ ॥ হাসো...হাসো...কীসের দুঃখু তোমার...কীসের অভাব! কেমন সুন্দর ঘর তোমার...তোমার পাখি...তোমার গাছ....তোমার তানপুরা...তানপুরাটা যে কোনো মুহূর্তে বেজে উঠবে! কতো সুখ তোমার...কতো সুখ! আমি কি পারি তা ভাঙতে!...হাসো...হাসো...

[*গজমাধব দেখল মন্দিরা ওদিকে ফিরে কাঁদছে। এই সুযোগ। সারা ঘরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে নীরব পায়ে দুলতে দুলতে গজমাধব বেরিয়ে গেল মন্দিরার অলক্ষ্যে।*

মন্দিরা ঘুরে দ্যাখে গজমাধব এবার সত্যিই চলে গেছে। বাতিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে ছুটে যায়। আঁচল লুটোচ্ছে।]

মন্দিরা ॥ না—না—যাবেন না—না—

[*রতন এগিয়ে গিয়ে মন্দিরার পিঠে হাত দেয়। প্রদীপ হাতে দরজার দিকে চেয়ে মন্দিরা কাঁদছে।*]

নৈশভোজ
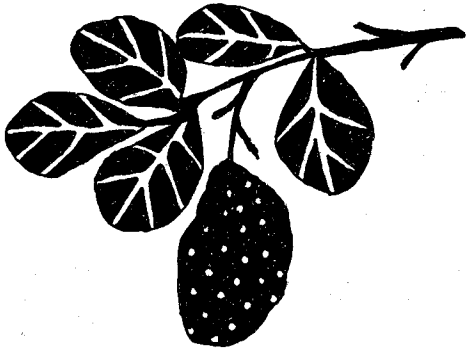
শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তকে

চরিত্রলিপি

হুয়া
হুক্কা
হুকু
তুষ্টু
ঢ্যাঙা
চক্রধর
গদাধর
ধ্বজাধর
বাবলা মুখুজ্যে
পলাশ
নেত্য
রফি
তান্ত্রিক
নয়নতারা

নৈশভোজ

রচনা ● ১৯৮৪-৮৫

প্রথম অভিনয় ● রবীন্দ্রসদন ● ৮ই জানুয়ারি, ১৯৮৬

প্রযোজনা ● সুন্দরম্

নির্দেশনা : মনোজ মিত্র

সংগীত ও আবহ : দেবাশিস দাশগুপ্ত॥ মঞ্চ পরিকল্পনা : সুরেশ দত্ত॥ মঞ্চ বিন্যাস : দীপক দাস॥ আলো : অমল রায়॥ রূপসজ্জা : অজয় ঘোষ॥ শব্দ প্রক্ষেপণ : সোমেন ঠাকুর॥ প্রযোজনা সহযোগী : সৌমেন রায়চৌধুরী, শর্মিলা ঘোষাল, দীপক ভট্টাচার্য, রতন মুখোপাধ্যায়, এম. রণেন্দ্রনাথ। সহকারী : প্রসাদ পাত্র, প্রসাদ ভট্টাচার্য, হারু, হারাধন, কুট্টি, সহদেব।

● অভিনয়ে ●

হুয়া	শুভ্র মজুমদার
হুক্কা	লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছক্কু	দীপক দাস
তুষ্টু	অসিত মুখোপাধ্যায়/রঞ্জন রায়
ঢ্যাঙা	দুলাল লাহিড়ী
চক্রধর	মনোজ মিত্র
গদাধর	দীপক ভট্টাচার্য/রঞ্জন রায়
ধ্বজাধর	অধীর বসু
বাবলা মুখুজ্যে	মানব চন্দ্র
পলাশ	দীপ্তেন্দ্র মৈত্র
নেত্য	সত্যব্রত দাস/শ্যামল সেনগুপ্ত
রফি	বিষ্ণু দে/রতন মুখোপাধ্যায়
তান্ত্রিক	রণেন্দ্রনাথ মিত্র
নয়নতারা	কৃষ্ণা দত্ত/শর্মিলা ঘোষাল

প্রথম অঙ্ক

[জঙ্গল কাঁপিয়ে ডাকছে কত শেয়াল শকুন শুয়োর পেঁচা। রাতের প্রথম প্রহরে খাবারের সন্ধানে কোলাহল করছে যত নিশাচর প্রাণী। ঝোপেঝাড়ে আঁধারে খাবারের খোঁজে ছোঁকছোঁক করে বেড়াচ্ছে তারা। তাদের চলার শব্দ, লোভাতুর প্রশ্বাস, শিকারী গলার ফোঁসফোঁসানি সচকিত করে তুলেছে চারধার। জঙ্গলের মাঝখানে কুণ্ডুবাবুদের মস্তবড় ফলবতী কাঁঠাল গাছ। উঁচু উঁচু ডালগুলোতে অজস্র ফলের সমারোহ। তারই তলে দেখা যাচ্ছে এক জোড়া শেয়াল—বুড়ো হুয়া আর কচি হুক্কা—উর্দ্ধমুখে কাঁঠালের দিকে লুব্ধ চোখে চেয়ে বসে আছে।]

হুয়া ও হুক্কা॥ পড়্...পড়্...পড়্...পড়্...পড়্...পড়্...

[কাঁঠাল পড়ছে না। শেয়াল দুটি বার বার লালা ঝেড়ে ফেলে দফায় দফায় ভজনা করছে...পড়্ পড়্ পড়্ পড়্। শেষ পর্যন্ত বুড়ো হুয়া হতাশ ক্লান্ত হয়ে উঠল।]

হুয়া॥ ওরে হুক্কা...

হুক্কা॥ বল্রে হুয়া...

হুয়া॥ রাত কত হ'লো ?

হুক্কা॥ জোছনা ফুটলো...দেখিস্ না ?

হুয়া॥ আর জোছনা! সোনা, পেটে ছুঁচো মারছে ঠোনা। তিনরাত্তির উপোস করে জিভে ধরেছে নোনা!

হুক্কা॥ খাবিরে খাবি। আঃ! বুড়ো, তোর কাঁঠাল পেকে টস্টস্ করছে। পড়্ পড়্ পড়্ পড়্...

হুয়া॥ আমার কাঁ্যাঠাল! ও কাঁ্যাঠাল আমার বাপেরও না, পোলারও না। কদ্দিন ধরে তাক্ করে আছি, চোখে ছানি পড়ে গেল...শালার কাঁ্যাঠালের আর খসে পড়ার নাম নেই!

হুক্কা॥ পড়বে, পড়বে, বোঁটা ঢিলে হয়েছে। পড়্ পড়্...

হুয়া॥ বোঁটাতো ঢিলে হয়েছে, এদিকে আমার পাছার হাড়ও ঢিলে হয়ে এল। (হুক্কা খ্যাকখ্যাক করে হাসল) ঐ কাঁ্যাঠালই আমায় পাগল করে দেবে। ঠাকুর্দার মতো আমিও কোন্দিন হন্যে হয়ে যাব!

হুক্কা॥ তোর ঠাকুর্দা হন্যে হয়েছিল ?

হুয়া॥ প্রচণ্ড...দুর্দ্দান্ত...জঘন্য হন্যে! ক্যাকড়া মাছ খেতে গিয়ে। এই আমি যেমন গাছতলায় বসে পড়্ পড়্ করছি, ঠাকুর্দাও এমনি ডোবার ধারে বসে ওঠ্ ওঠ্ করত। কিন্তু ক্যাকড়া আর ওঠে না। অপেক্ষা করতে করতে ঠাকুর্দা একদিন..কী কাণ্ড...

হুক্কা॥ কী কাণ্ড ?

হুয়া॥ কাণ্ডজ্ঞান হারালো। ভয়ভীতি হিতাহিতি...সব তিরোহিতি! হন্যে হয়ে ঠাকুর্দা একদিন বন্য মোষের পা খ্যাঁক...

হুক্কা॥ খ্যাঁক ?

হুয়া॥ খ্যাঁক করে কামড়ে ধরলে। জ্যান্ত মোষ ছিঁড়ে খাবে!

হুক্কা॥ খ্যাঁকশেয়ালে জ্যান্ত মোষ খাবে ? খেয়েছিল ?

হুয়া॥ খেতে গিয়েছিল। তো ওই মোষটা, এমনি আলতো করে শিংটা একবার নাড়ল..ফুস্...

হুক্কা॥ ফুস্স্?

হুয়া॥ লিভার বার্স্ট! ঠাকুর্দা ফুস্স্...

হুক্কা॥ (কাঁদে।) এঁ হেঁ হেঁ হেঁ...

হুয়া॥ (পাগলের মতো হাসে) ঠাকুর্দার মতো আমিও পেট ফেটে মরব...ঐ ক্যাঁঠালটা আমায় মারবে! হি হি হি...একদিন বাঘের পায়ে কামড় বসাবো...খ্যাঁক! পড়্ পড়্ পড়্ পড়্...

হুক্কা॥ না না—পাগল হ'লে শেয়াল আর বাঁচে না! এই হুয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখ। ঐ ক্যাঁঠালের কথা আমরা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। ও দিকে আর তাকাবোই না। থুঃ—

[ঊর্দ্ধমুখে গাছের কাঁঠালের দিকে থুথু ছোঁড়ে।]

হুয়া॥ থুঃ! ...তাছাড়া ফ্রুটজুসে আর হবেও না। শরীরে সুগার...প্রোটিন চাইছে! ...প্রোটিন না পেলে এ ল্যাজা আর খেলবে নারে।

হুক্কা॥ প্রোটিন! তবে চল্ বেরিয়ে পড়ি। হাঁস মুরগি একটা কিছু ধরি!

হুয়া॥ খোঁজ, খোঁজ, প্রোটিন খোঁজ...শুরু হোক আমাদের নৈশভোজ!

হুক্কা॥ (উত্তেজনায় আওয়াজ করে) ইয়াহু!

হুয়া ও হুক্কা॥ (গান ধরে)

খোঁজ খোঁজ ভোজ খোঁজ...
চাই প্রোটিন হেভি ডোজ...
কোথা মিলে কাঁহা ভোজ...
কাঁহা...কাঁহা...কাঁহা...কাঁহা...
হাতি মারি...মারি মোষ...
না পারি তো খরগোশ...
চাই ভোজ দিলখোশ....
কাঁহা...কাঁহা...কাঁহা...কাঁহা...
চল্ না দেখি কার গোয়ালে
হাঁস বা মুরগি রামছাগলে
আনি মানি জানি নে...পরের হাঁড়ি মানি নে...
যারে পাব তারে খাব...
না রাখিব আপশোষ...
কাঁহা...কাঁহা...কাঁহা...কাঁহা...
লাগা মজা তোফা মৌজ
চাই প্রোটিন হেভি ডোজ
কোথা মিলে কাঁহা ভোজ...
কাঁহা...কাঁহা...কাঁহা...কাঁহা...

[দুই শেয়াল গান গাইতে গাইতে চলে যায়। আবার দূরে দূরে জন্তু জানোয়ারের হাঁকডাক।

ছকু বস্তা কাঁধে দৌড়ে আসে। নেপথ্যে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে কাউকে ডাকে। চামারপাড়ার তেল-চকচকে যুবক ছকু তার সঙ্গিনীর সঙ্গে দুষ্টুমি করতে বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে নিয়ে চট করে লুকোয় গাছের আড়ালে। ভয়ে ভয়ে ত্রস্ত পায়ে গাছতলায় আসে নয়নতারা, চামার তুষ্টুর মেয়ে।]

নয়নতারা॥ কোথায় গেলে?...আরে! কী হ'লো?...কই? ...এই যে ...ও ছকুদা...

[ছকু গাছের আড়াল থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে নয়নতারার পিছনে।]

ছকু॥ হাল্লুম!

নয়ন॥ (আঁতকে ওঠে) মাগো!

ছকু॥ হেঃ হেঃ তোর তো খুব ভয় দেখছিরে নয়ন!

নয়ন॥ বাঘেরে ভয় পাব না?

ছকু॥ আমি বুঝি বাঘ?

নয়ন॥ লোকে তো তাই বলে!

ছকু॥ তা বাঘের পাছু ধরলি যে?

নয়ন॥ দায়ে পড়ে...

ছকু॥ তো বাঘ যদি একবার তোরে বাগে পায়, ছাড়বে না! (নয়নতারার কোমর জড়িয়ে ধরে) আয় হাওয়া খাই—

নয়ন॥ (অস্বস্তিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে) আমি তোমার সাথে হাওয়া খেতি বেরুলাম?

ছকু॥ আয় না...কেমন চাঁদ উঠেছে...তারা ফুটেছে...তোর ভাল লাগছে না?

নয়ন॥ না, লাগছে না। (নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) বল্লে সাদুল্লর ঘরে তোমার টাকা পাওনা আছে। তার থে দশটা টাকা আমারে দেবা। দেবা কি না দেবা—পষ্ট করি বলে দ্যাও।

ছকু॥ (চোখ মটকে গুনগুন করে) রাতের পাখি...কইছে ডাকি...আমার সখি ক্ষ্যাপছে কেন?

নয়ন॥ ক্ষ্যাপবো না? কোন্ দিকে সাদুল্লর বাড়ি? সোজা রাস্তা ছেড়ে এসে ঢুকলে নিজ্জন বাগানের মধ্যি!

ছকু॥ হুঁ! নিজ্জন! (গান ধরে) নিরজনে দুইজনে ...প্রাণের কথা কই কূজনে..

[ছকু নয়নতারার হাত ধরে টানে।]

নয়ন॥ (ছকুকে ঠেলে সরিয়ে দেয়) তুমি এইরকম করো না ছকুদা। ভাইটারে একা ফেলে এয়েছি! বাপ হাটে গেছে, আমারে তাড়াতাড়ি ফিরতি হবে। বাপ এসে যদি আমারে ঘরে না দেখতি পায়...

ছকু॥ কী করবে? আঁ? ঝাড়পিট দেবে? তো খাবি।...তুই কি রকম বুড়ি হয়ে যাচ্ছিস নয়ন। অ্যাই! বে' থা করবিনে? (নয়নতারা মাথা নিচু করে) তোর বাপেরে আমি পস্তাব দিয়েছিলুম! তো ধম্মোরাজ বললে—দোজবরে দুশ্চরিত্তিরের হাতে মেয়ে দেবো না!...তুই কী বলিস?

নয়ন॥ ...ভাইটা ছটফট করছে। শ্যামাঘাসের বীজ খেয়ে গা গুলোচ্ছে। ওরে তক্ষুনি

ডাক্তারের কাছে নিয়ে না যেতি পারলে...

ছকু॥ তা এই ভাবে আর কদ্দিন চালাবি? বাপ ধম্মের যাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াবে...আর তুই ভিখ্ মেগে বাপ ভায়ের পেট চালাবি...সারাজীবন?

নয়ন॥ ঐ ধম্মোই তো মাথাটা খেয়েছে! জুতোমুতোয় তাপ্পি মেরে যা পাচ্ছে, সব নিয়ে গিয়ে ঢালছে মন্দিরে! ফুল কিনছে, বাতাসা কিনছে, যত রাজ্যির দেবদেবীর পট কিনছে...

ছকু॥ তোর বাপ পয়গম্বর হয়েছে...জটাধারী পয়গম্বর...

নয়ন॥ জটা! যেদিন থেকে মাথায় ওই জটা পড়েছে, মুখে এক কথা...ভগবানেরে ভাগ না দিয়ে রোজগার ঘরে তুলব না!

ছকু॥ ভগবানের আর খেয়ে কাজ নেই তুষ্টু চামারের জুতো সেলাই-এর রোজগারে ভাগ বসাবে! হুঁ: সামান্য জটা যে মানুষের নেচার এমন পাল্টে দিতে পারে! খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হ'লো তার এঁড়ে গোরু কিনে...

নয়ন॥ কেউ দেখেছে, দুনিয়ার কেউ দেখেছে, জুতো সেলাইকরা চামার হয়েছে ভগবানের জন্যি পাগল! জগতে কেউ দেখেছে?

[নয়নতারা চলে যাচ্ছে।]

ছকু॥ ওকী! চলে যাচ্ছিস যে?

নয়ন॥ না, তোমাদের কাছে ভিখ মেগে আর বাপ ভায়েরে খাওয়াব না।

[নয়নতারা চলে যায়।]

ছকু॥ আরে এ যে সত্যি সত্যিই চলে যায়। মেয়ের মান দেখো! অ্যাই নয়ন! ...আরে, খালিহাতে প্যাঁকপেঁকিয়ে চল্লি! বলি ভাইটার কী হবে? শোন শোন, দাঁড়া, আরে কাঁ্যঠালটা নে যা—

[ছকু ছুটে বেরিয়ে যায় এবং নয়নতারার হাত ধরে টানতে টানতে ফিরে আসে।]

ছকু॥ আয়, আয়, কাঁ্যঠালটা নে যা...

নয়ন॥ টাকার বদলি এখন কাঁ্যঠাল?

ছকু॥ টাকা ফাঁকা...কাঁ্যঠাল পাকা! (গাছের কাঁঠাল দেখিয়ে) পেকে একবারে তুলতুল। মাল রসে ভরপুর। এক একখানা কোয়া...বুঝলিরে নয়ন...এমনি! হাতে ধরে না। খাজা খাজা... আবার চিপবি তো একবাটি রস। হ্যা হ্যা হ্যা...বল্ ক'খান চাই?

নয়ন॥ এমন ভাব দেখাচ্ছ, কাঁ্যঠালের মালিক যেন তুমি! এতো কুণ্ডুবাবুদের গাছ!

ছকু॥ আরে দিনের বেলা কুণ্ডুবাবুর, রেতের বেলা ছকুবাবুর। দুনিয়ার যত গাছ গোলা পুকুর...সব ছকুবাবুর। দাঁড়া, পেড়ে দিচ্ছি...

নয়ন॥ না, না, চুরি করে ঘরে ঢুকলি বাপ আমার মাথা ভেঙে দেবে গো!

ছকু॥ এঃ, ভাত দেবার ক্ষ্যামতা নেই, কিল মারার বড়দারোগা। এতো শালা গবরমেন্টের শাসন! শোন্, এরপর যেদিন তোর গায়ে হাত তুলবে না, সোজা আমার কাছে চলে আসবি...

[ছকু গাছে ওঠার তোড়জোড় করে।]

নয়ন॥ না...না...কুণ্ডুবাবুরা জানতি পারলে আরও সব্বোনাশ! ঐ বড়কুণ্ডুবাবু, অনেক

দিন ধরে আমাদের ভিটেটা কেড়ে নেবার তাল করছে! না বাপু, ও কাঁঠালে হাত দিয়ে আমরা পথে বসতি পারব না!

[প্রস্থানোদ্যত।]

ছকু॥ (নয়নের পথ আটকে) আরে বড়কুণ্ডু ...মেজোকুণ্ডু ...ছোটকুণ্ডু ...সব কুণ্ডুই এখন...

[ছকু নাক ডেকে বোঝায় কুণ্ডুরা কী করছে।]

চুপচাপ দাঁড়া! এ জঙ্গলে কেউ আসবে না। আমি গাছে উঠে দড়ি বেঁধে নামায়ে দিচ্ছি! তুই এট্টা এট্টা করে জড়ো কর্...

[নেপথ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর হাঁক শোনা যায়—মা! মা!]

নয়ন॥ (চমকে) মাগো!

[সভয়ে ছকুকে আঁকড়ে ধরে।]

ছকু॥ (হেসে)তান্ত্রিক বাবা! উনি অন্ত্রে বয়েছেন। শ্মশানের হুই মুড়োয়! পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে...

নয়ন॥ পঞ্চ নরমুণ্ডি?

ছকু॥ নয়তো কি রসমুণ্ডি!

[নেপথ্যে তান্ত্রিকের গলা: মা! মা!]

সাধনা জমে গেছে। আমাদের সাধনায় আর কোন ব্যাঘাত ঘটাবে না। ছন্দে ছন্দে পরমানন্দে...দশখানা ঝেঁপে দেব শালা...

[ছকু গাছে উঠছে।]

নয়ন॥ দশখানা!

ছকু॥ কাল হাটবার আছে। বেচে দেব।

নয়ন॥ অনেকগুলো টাকা পাবা, না?

ছকু॥ (গাছের ওপরে দু'ডালের ফাঁকে বসে) আচ্ছা যা পাবো আদ্ধেক তোর।

নয়ন॥ দেবা? কটা টাকা আমারে দেবা ছকুদা? ভাইডারে চিকিচ্ছে করাতে পারি। এতখানি বয়স হ'লো, এখনো দু'পায়ে ভর দে দাঁড়াতি পারে না...সত্যি দেবা তো!

ছকু॥ তোরে যে আমার কেন এত ভাল লাগে জানিস নয়ন...তোর বড় মায়া! ওই জন্মপঙ্গু ভাইটার জন্যি তুই নিজের জীবনটা বাজী রেখেছিসরে।

[নেপথ্যে তান্ত্রিক হাঁক পাড়ে—মা! মা!]

নয়ন॥ খানকুড়ি পাড়ো না!

ছকু॥ কুড়ি কেন? গাছ আমি মুড়িয়ে দেব। তুই শুধু আমার বুকখানা জুড়িয়ে দে...

[ছকু উত্তেজনায় গাছে বসেই আধখানা দেহ ঝুলিয়ে হাত বাড়ায়।]

নয়ন॥ আরে, কর কি, পড়ে যাবা যে, ডালখানা ধরো...

ছকু॥ (হেসে) পাগল...তুই আমারে পাগল করেছিসরে নয়ন!

নয়ন॥ গাছে বসে পাগলামি করে না...আগে কাজটা সারো! ঐটে...ঐটে পাড়ো...আরে আমার দিকে চেয়ে কী দেখছ? ওই যে গা ঐটে ...ঐ মোটা পানাটা...

ছকু॥ মোটা! মোটা জিনিস আমার টেঁকে নারে নয়ন! বৌটারে দেখলি নে, রেলে

কাটা পড়ে চলে গেল।

নয়ন॥ ডালে বসে এখন বুঝি তার কথা মনে পড়ছে!...ঐ যে—ছকুদা...ঐ দ্যাখো, তোমার হাতের কাছে...ঐটে ...ঐটে...আহা...দেখতি পাচ্ছ না...

ছকু॥ তোর বাপও তো আমারে দেখতি পারে না।

নয়ন॥ কী করে দ্যাখবে! একে দোজবরে, তায় আবার চোর! তোমারে কেউ দেখতি পারে না।

ছকু॥ তাই তো? শালা চুরির লাইনে আর নেই। এই এক গাছ কাঁঠাল, জীবনে আর ছোঁব না। এই দিব্যি করছি আর কোনোদিন গেরস্তর সব্বোনাশ করব না!

[ছকু গাছ থেকে নামার উদ্যোগ করে।]

নয়ন॥ (আকুল গলায়) অ্যাই না, না, পাড়ো...এট্টা ফল আমারে পেড়ে দ্যাও! আজকের দিনটা আমার জন্যে চুরি করো। আচ্ছা...তুমি যা বলবে তাই হবে! আমিই বাপেরে বলব—

ছকু॥ বলবি তো! (হেসে) নে, তবে ধর্...

[ছকু খুশি হয়ে কাঁঠাল কেটে দড়ি বেঁধে ওপর থেকে নিচে ঝুলিয়ে দেয়। নয়নতারা ছুটে যায় ধরতে—ছকু দুষ্টুমি করে দড়ি টেনে কাঁঠালটা ওপরে তুলে নেয়।]

নয়ন॥ আহা...

ছকু॥ (কাঁঠাল নামিয়ে দেয়) নে, ধর শিগগির...

নয়ন॥ দ্যাও...দ্যাও...

[ছকু ঝুলন্ত কাঁঠালটা ফের টেনে গাছে তুলে নেয়। বার বার চুরির পথে পা-বাড়ানো মেয়েটার সামনে ফলটা দোলায়, বার বার টেনে সরিয়ে নেয়। নয়নতারা হাঁকপাঁক করে ধরতে যায়, পারে না। ছকু হাসে।]

নয়ন॥ চুরি করতে খেলা করছে রে! আশ্চর্যি লোক!

ছকু॥ আচ্ছা এবার দ্যাখ ঠিক দেব...ধর...হেঃ হেঃ...ধর, ধর...

[নয়নতারার হাতের নাগালে আসতেই দড়িবাঁধা কাঁঠাল ছকু ফের টেনে তুলে নেয় ওপরে।]

নয়ন॥ দ্যাও না গো...দ্যাও...

[ছকুর খেলা বন্ধ হয়ে যায়, কুপি হাতে নয়নতারার বাপ তুষ্টু চামারকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে।]

ছকু॥ খুড়ো! তুমি!

[নয়নতারা তুষ্টুকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। একমাথা আলুথালু জটা তুষ্টুর—ঘামছে।]

তুষ্টু॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে, নয়নকে) হাট থে ফিরে দেখি দরজাটা খোলা...বাতিটা নিভে গেছে...আন্ধারে তোরে আমি চারধারে খুঁজি...শ্যাষে ঝাউতলার এই পাগলিটা আমারে জঙ্গলের পথ দেখালে...

[ছকু ডালে বসে নিচে তুষ্টুর হাতের কুপিটা ফুঁ দিয়ে নেভাতে চেষ্টা করছে।]

ছকু॥ ফুঁ ফুঁ! আলোটা নেভাও না, কে কোথায় দেখতে পাবে...

তুষ্টু॥ (নয়নকে) ও তোরে ঘর থে' টেনে আনলো!

ছকু॥ টেনে আনতে যাব কেন? ও যাচ্ছিল ডাক্তারের বাড়ি। তা রাতের কালে একা একা যাবে? কইলাম দাঁড়াও, আমি টপ করে হাতের কাজটা সেরে তোমারে পৌঁছে দিচ্ছি।

তুষ্টু॥ (নয়নকে) তোরে না আমি কদ্দিন ওর সঙ্গে মিশতি বারণ করেছি!

ছকু॥ তোমার সাথে আমাদের এট্টা কথা আছে খুড়ো। এখান থে বলব?

তুষ্টু॥ (নয়নকে) চল্...ঘরে চল্...

ছকু॥ শুনে যাও খুড়ো...বলছিলুম, নয়নের বিয়ে দিতে চাও যদি, পাত্তর আছে। তোমার চেনা পাত্তর! বলব?

তুষ্টু॥ (ঘুরে, বৃক্ষারূঢ় ছকুকে) জেবন কাটাচ্ছিস শ্যাল কুত্তার মত! পরকালে সে যখন শুধোবে তারে তুই কৈফেৎ দিবি কী?

ছকু॥ (গাছ থেকে নামছে) আমাদের দু'জনার হয়ে না হয় তুমি দিয়ে দিও! তুমি তো গুরুজন..

তুষ্টু॥ মদ, জুয়ো, কোনটাই বাদ দেয় না। সেবার ইঁটখোলার ইঁট চুরি করতে গিয়ে ঠিকেদারের হাতে চড় খেল। তবু ওর চৈতন্যি হয় না।

ছকু॥ (তলায় নেমেছে) হ্যাঁ, এট্টা চড় আমি খেয়েছিলুম! পুরনো কথা...ভুলে যাও না...অ্যাই...নয়ন বল্ না, বিয়ের কথাটা বল্ না...তোর যারে পছন্দ হয়...

তুষ্টু॥ সে লোকটা কি তুই!

ছকু॥ শুনে দ্যাখো তোমার মেয়ের কাছে সে আমারে চায় কি না...খুড়ো, আমরা দু'জনে ঠিক করেছি...এখন তোমার আশীর্বাদ হলে...

তুষ্টু॥ তোরে মেয়ে দেবে কেডা! নিজের বৌটারে যে রেলের তলায় ঠেলে ফেলে মেরেছে...

ছকু॥ (চমকে) কেডা বললে?

তুষ্টু॥ আমি বলছি!

ছকু॥ তুমি বললেই হবে! আর কেউ বলে? সে মরল অপঘাতে...লেবেল ক্রসিং পার হতি গে...

তুষ্টু॥ না, তুই ঠেলা মেরে তারে রেলের তলে ফেলেছিস!

ছকু॥ সব বাজে কথা বলছে রে নয়ন...

তুষ্টু॥ সাচ্চা কথা!

ছকু॥ অ্যাই ধম্মোরাজের বাচ্চা! ভেবেছো কী তুমি...লোকে তোমারে সাধু ব'লে যা খুশি তাই বলে বেড়াবা! ফের যেদিন শুনতে পাবো...

[প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ছকু বেরিয়ে যায়।]

তুষ্টু॥ ঘরে চল্...খোকা রক্তবমি করছে...

নয়ন॥ অ্যাঁ! রক্ত উঠছে!

তুষ্টু॥ ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তে! বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে! আর আনাচে একজোড়া শ্যাল ওঁৎ পেতে বসে আছে!

নয়ন॥ বাপরে! শ্যালে যদি ওরে কিছু করে!

তুষ্টু॥ করতেই পারে! পঙ্গুটারে কামড়ে টেনে নে যেতি পারে! তুই যদি রাতদুপুরে পরের গাছের ফল চুরি...পাপ! পাপ! ধম্মে সয় না!

নয়ন॥ তো কী করব! ওবেলা শ্যামাঘাসের বীজ সেদ্ধ করে দিয়েছিলুম! রোজই তো দিই। আজ খাবার পরই ছটফট করতে লাগল। অমূল্য ডাক্তারের কাছে ওষুধ নিতে যাবো। টাকা লাগবে। তো কোথায় টাকা...শ্যাযে...

তুষ্টু॥ শ্যাযে ঐ ছকু!

নয়ন॥ আর কেডা দেবে শুনি? কেউ তো মুখের ভরসাটাও দেয় না। তবু সেই যা হোক্ ঠেকায় না ঠেকায় দু'একটা টাকা...

তুষ্টু॥ ঐ লম্পট খুনেটার পয়সায় তোরা খাস...!

নয়ন॥ তুমি খাওয়ালে তো খেতি হয় না। আমরা বাঁচি কি মরি সে খেয়াল তোমার আছে! তুমি আছো তোমার ভগমান নিয়ে—

তুষ্টু॥ অ্যাই অভাগী, ভগবানেরে সহ্য করতে পারিস নে!

নয়ন॥ এঁ:! কোন্ ভগমান তোমার ছেলের মুখে ওযুধের শিশি ধরবে শুনি...

[*নয়নতারা ছকুর পেড়ে রাখা কাঁঠালটা বস্তা পুরেছে।*]

তুষ্টু॥ কী, কী ওটা?

নয়ন॥ (*কাঁঠালটা বুকে জড়িয়ে ধরে*) না—

তুষ্টু॥ (*চিৎকার করে*) রাখ্ রাখ্ বলছি...পরের জিনিস ছুঁসনে!

নয়ন॥ ওযুধ কিনতি হবে। ভাইটারে বাঁচাতি হবে...

তুষ্টু॥ হা ভগবান! মেয়েটা শয়তানের চোলে পড়েছে রে!

নয়ন॥ চুপ! মেলা চেঁচামেচি করলে লোকে ছুটে এসে তোমার মেয়েকে চোর বলে ধরবে! সেটা খুব ভাল হবে?

তুষ্টু॥ (*চাপা গলায়, মিনতি*) ওরে লোকে আমারে সাধু বলে জানে, পরাণ থাকতি এ কাজ আমার ঘরে হবে না!

নয়ন॥ এঁ:! গব্বে ফুলে ঢোল হচ্ছে! লোকে সাধু বলে!...যারা বলে তারা তোমারে দেখতি আসে?

তুষ্টু॥ যে দেখার সেই দেখবে! রেখে দে, ফলটা গাছতলায় রেখে দে...

নয়ন॥ কী লাভ? রাত না পোহাতে ফলটা শ্যালের পেটে চলে যাবে!

তুষ্টু॥ তবে দে, আমারে দে...যার জিনিস তার ঘরে রেখে আসি...

নয়ন॥ যাও নিয়ে যাও...কুণ্ডুবাবুরা তোমারেই চোর বলে কোমরে দড়ি পরাবে...

তুষ্টু॥ তা বলে ভগবানের জটা মাথায় নিয়ে আমি ফল চুরি করব?

নয়ন॥ (*ফুঁসে ওঠে*) জটা! জটা তোমারে ভগমান দিয়েছে?

তুষ্টু॥ না দিলে এলো কোত্থে? দুনিয়ায় তো কত মানুষ রয়েছে... কার মাথায় হেন জটা পড়েছে রে?

নয়ন॥ (*জোরে*) ঐ জুতোর যত তেলকালি ধুলোবালি মাথায় ঘষে ঘষে জট বেঁধেছে তোমার...

তুষ্টু॥ এ তুই কী বলিস...

নয়ন॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার অভ্যেস...চামড়া সেলাই করতি করতি মাথায় হাত মোছা.,.সেই মুছতি মুছতি জট পড়েছে তোমার ...

তুষ্টু॥ চুপ! মুখ তোর সেলাই করে দেব ছুঁড়ি...

[*তুষ্টু নয়নতারার হাত থেকে কাঁঠালটা ছিনিয়ে নিচ্ছে।*]

নয়ন॥ না...ছাড়ো, ছেড়ে দ্যাও, ছেড়ে দ্যাও বলছি...ছাড়ো...

[*তুষ্টু কাঁঠালটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত।*]

নয়ন॥ কুটি কুটি...কুটি কুটি করব আজ ঐ জটা! (*নয়নতারা তুষ্টুর জটা টেনে ধরে পেছন থেকে*) আমার ফলটা আমারে দ্যাও...দ্যাও...(*তুষ্টু ছাড়ে না।*) এট্টা ফল আমি কি করেই না যোগাড় করেছিলাম। ...ঐ কাঁঠাল না নিয়ে যদি আজ ঘরে ঢোকো, কাউরে দেখতি পাবা না...আমারেও না, ভাইরেও না! যাব চলে একমুখো...

[*নয়নতারা চলে গেলো। শেয়াল ডাকছে, ওদিকে রাতের চৌকিদার হাঁক পাড়ছে। কাঁঠাল হাতে তুষ্টু ভাবে কী করা যায়—ফলটা তলায় রাখবে, নাকি বাবুদের বাড়ি যাবে। শেষে গাছের ডালে বেঁধে রাখার মতলবে গাছে উঠে যায়। আর সবে সে ছেঁড়া ফলটা ডালে কাঁধতে যাবে, নীরব পায়ে ছকু ফিরে আসে গাছতলায়—তার ফেলে যাওয়া কাটারিটা খুঁজতে। গাছের ওপরে শব্দ শুনে তুষ্টুকে দেখতে পায়।*]

ছকু॥ কেডারে শালা?...আরে পয়গম্বর যে! তা পথ ভুলে গাছে?

তুষ্টু॥ ফলটা বেঁধে রাখতি উঠিছি।

ছকু॥ ছেঁড়া ক্যাঁঠাল সেলাই করতি উঠেছ?

তুষ্টু॥ তলায় ফেলে রাখলি তো শ্যালে খাবে...তার চেয়ে এই ভাল...সকালে যার জিনিস সে আস্ত পেয়ে যাবে।

ছকু॥ উরে শালা! এতো দশরথের ব্যাটা যুধিষ্ঠির!

ছকু॥ দশরথ! যুধিষ্ঠির! তুই রামায়ণ জানিস?

ছকু॥ কেন জানব না? রামায়ণ...হনুমান...মৃত্যুবাণ চুরি করেছিল। আর তোমার মৃত্যুবাণ আমার হাতে! (*হঠাৎ চিৎকার করে*) গাছে চোর উঠেছে...

তুষ্টু॥ (*প্রচণ্ড চমকে*) হেই!

ছকু॥ (*হিংস্র কৌতুকে গেয়ে ওঠে*) কী, আমার হাতে তো মেয়ে দেবে না?

তুষ্টু॥ তার আগে মেয়ের মুখি আগুন দেব!

ছকু॥ কেডা কোথায় আছো...গাছে চোর উঠেছে গো...

তুষ্টু॥ আমি চোর!

ছকু॥ না, আমি চোর! আমি বাটপাড়! আমার জেবন শ্যালকুত্তার! তুমি শালা সাধু! সাধু তুষ্টু! (*কাটারি উঁচিয়ে গাছের গোড়ায় এসে*) তোমার সাধুনাম আমি ভুট্‌কে ছাড়বে...

তুষ্টু॥ ছকু! আমারে নামতি দে...

ছকু॥ (*কাটারি উঁচিয়ে গাছতলায় দাপিয়ে বেড়ায়*) আঁই শালা, নেমে গিয়ে তুমি পোচার করবা নিজের বৌরে আমি রেলের নিচে ঠেলে ফেলেছি!...ও বড়জ্যাঠা...ও

মেজজ্যাঠা...(তুষ্টু সভয়ে গাছ থেকে নামার চেষ্টা করছে—ছকু গাছের গোড়ায় কাটারির কোপ মারতে মারতে) নামবা না তুমি ...নামবা না গো...

তুষ্টু॥ (মরিয়া হয়ে) লোক জানাজানি হয়ে গেলে আমি মুখ দেখাতি পারব না ছকু। তোর পায়ে পড়ি...আমারে নামতি দে...

ছকু॥ আরে আমার পায়ে পড়বা কেন? এতো শালা নোংরা পা...দুশ্চরিত্তের পা! এই শালা তুমি নামবা না...ধরো, ধরো, চোর ধরো...

[বুড়ো চৌকিদার ঢ্যাঙা—মস্ত বাঁশের লাঠি আর পেল্লায় এক টর্চ নিয়ে জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ছকুকেই জাপটে ধরে। গাছে দু'ডালের ফাঁকে তুষ্টু কাঠ হয়ে বসে আছে।]

ঢ্যাঙা॥ ধরেছি!

ছকু॥ (মহানন্দে) ঢ্যাঙাদা! ঐ কঁ্যাঠাল গাছে...

ঢ্যাঙা॥ বড্ড অস অ্যাঁ? জ্যাঠার কঁ্যাঠালে বড্ড অস! অস একেবারে মাটো করি ছেড়ে দেব তোমার!

ছকু॥ (ঢ্যাঙার গলা জড়িয়ে) ঢ্যাঙাদা, চোর ধরায় যে কী আনন্দ!

ঢ্যাঙা॥ (ছকুকে আরো জোরে চেপে ধরে) ওরে সেই আনন্দ তো আমি পাচ্ছিরে!... কদ্দিন ধরে তাক্ করে রয়েছি তোমারে ধরব বলে...আর তুমি শালা আমার নাকের ডগার ওপর দিয়ে...রোজ কঁ্যাঠাল ঝাঁপছ! চলো..বড়জ্যাঠার কাছে চলো...তোমার বিচার হবে...

[ছকুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায়।]

ছকু॥ (হাত ছাড়িয়ে আদুরে গলায়) ওপরে একবার দ্যাখো না...

ঢ্যাঙা॥ দ্যাখবো না...

ছকু॥ দ্যাখো না...

ঢ্যাঙা॥ দ্যাখবো না। তুমি আমার দিষ্টি ঘোরাতে চাইছ! নিজের দোষ তুমি ওপর মহলে চাপাতে চাইছ! চুরি করতে এসে তুমি রাজনীতি করছ! লোকে রাজনীতি করতে গে যা যা করে...তুমি শালা চুরি করতি এসে তাই তাই করছ! চলো, চলো...

[ছকুকে ধরে টানে।]

ছকু॥ দূর শালা ন্যাকা ঢ্যাঙা, হাতের টর্চটা একবার জ্বালা না...

ঢ্যাঙা॥ কেন? খামোখা গবরমেন্টের ব্যাটারি পোড়াতি যাব কেন? বিদ্যুতের হাল তুমি জানো না?

ছকু॥ আমার কথাটা শোন না...

ঢ্যাঙা॥ কেন? শুনব কেন? তোমার জন্যি কথা শুনতি শুনতি আমার চাউকিদারের চাকুরি যায়-যায়!...হিসেব মতো মাইনে, কোন মাসে পাইনে...আছে এই কঁ্যাঠালগাছ! এই গাছে গার্ড দেবার জন্যি বড়জ্যাঠার সঙ্গে আমার এট্টা এস্‌পেশাল বন্দোবস্ত রয়েছে...রোজ রাতে চারখানা করে রুটি! তোমার জন্যি আমার তাও মার গেল!

[ছকুকে ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করে।]

ছকু॥ দূর শালা, তোমার ও রুটি ফুটে যাওয়াই ভাল। চোর ধরিয়ে দিলেও ধরবে না!

ঢ্যাঙা॥ ধরেছি তো...আর ক'টা ধরব? আচ্ছা অ্যাদ্দিন ধরে মাল ঝাঁপছ, কোনদিন এককণা ভাগ দিয়েছ? গোড়ার দিকে কত কাঁঠাল ছিল...সব ঝেঁপেছ...কোনদিন একমুঠো বিচি নিয়ে গে বলেছ, ঢ্যাঙাদা খাও! (*ছকু ঢ্যাঙার ঘাড় ধরে গাছের মাথায় ঘোরায়। ঢ্যাঙা তুষ্টুকে আবছা দেখতে পায়*) উল্টে হনুমান দেখাচ্ছ!

ছকু॥ ওটা হনুমান?

ঢ্যাঙা॥ (*তুষ্টুর লম্বা জটা ঝুলতে দেখে*) ওই তো ল্যাজ...

ছকু॥ ল্যাজ শালা তোমার পেছনে...ভালো করে চেয়ে দ্যাখো!

ঢ্যাঙা॥ (*খানিকটা ঠাহর করে*) তাইতো! এ তো বিটিছেলের বিনুনি বলে মনে হচ্ছে!...ও রাণী তুমি চুল বাঁধোনি?

ছকু॥ জ্বালো, জ্বালো, টার্চটা জ্বালো...

ঢ্যাঙা॥ (*মহা উৎসাহে টর্চটা গাছের গোড়ায় ঠুকছে।*) জানিস ছকু আমি জেবনে কোনদিন মেয়েছেলে চোর ধরিনি...এক মাত্তর নিজের বৌ ছাড়া...

[*ঢ্যাঙার টর্চ জ্বলছে না। উত্তেজিত হয়ে এধার ওধার ঠুকছে।*]

ছকু॥ (*বিরক্ত হয়ে*) দূর শালা! এই হয়েছে তোমার টার্চ! মাল তোমারে দিয়েছেন বটে পাঞ্চেৎপোধান! পেছনে গুঁতো না মারলি এ শালার চোখ ফোটে না! (*ঢ্যাঙার টর্চে একফোঁটা আলো জ্বলে*) হ্যাই দ্যাখো, থার্মাল পাওয়ারের সিগনালের মতো ফুটুসখানি আলো কেমন চিড়িক মারছে দ্যাখো...

ঢ্যাঙা॥ (*ছকুকে*) এই আলো ছিল বলেই তুমি এখনো জেলের বাইরে আছ! (*গাছের দিকে টর্চ ঘুরিয়ে*) মুখখান দেখি...

তুষ্টু॥ (*মুখে আলো পড়তে লজ্জা পেয়ে*) আমি ঢ্যাঙা...আমি...

ঢ্যাঙা॥ তুষ্টু!

ছকু॥ তুষ্টু!

ঢ্যাঙা॥ সাধু তুষ্টু!

ছকু॥ মহা সাধু! রোজ রাতে মাল গ্যাঁড়াচ্ছে, সাধু না? ঢ্যাঙাদা, তুমি ওনারে ধরে রাখ, আমি জ্যাঠাদের ডেকে আনছি...

[*ছকু বেরিয়ে যাচ্ছে।*]

তুষ্টু॥ ঢ্যাঙা আমার বাড়িতে বড্ড বিপদ গো। আমার সেই পঙ্গু ছেলেটার এখন-তখন অবস্থা! আমারে ছেড়ে দ্যাও ঢ্যাঙা...

[*ছকু ফিরে এসে ঢ্যাঙার সামনে দাঁড়ায়।*]

ছকু॥ হেই, কোন কথায় ছাড়বা না। তা'লে জ্যাঠাদের বলে দেব! ঢ্যাঙাদা, ওই যে হাতে বস্তা দেখতি পাচ্ছ, ওর মধ্যে বামাল রয়েছে! ও বড়জ্যাঠা—

[*ছকু বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে ছকুর গলা : ও মেজোজ্যাঠা...চোর...চোর...ও ছোটজ্যাঠা...*]

তুষ্টু॥ আচ্ছা তুমি বলো ঢ্যাঙা...আমি কখনো এ কাজ করতি পারি? আমারে তো তুমি জানো...এটা নিয়ে আমারে তুমি ছেড়ে দ্যাও ঢ্যাঙা...

[*বস্তায় পোরা কাঁঠালটা বাড়ায়।*]

ঢ্যাঙা॥ দিতুম...আর কেউ হলে...মালের ভাগ নিয়ে তারে আমি ছেড়ে দিতুম। কিন্তু

তোরে তো আমি ছাড়ব না। অ্যাদ্দিন তোরে আমি সাধু বলে জেনেছি...অবতার বলে মেনেছি! হাটে মাঠে যেখানে তোরে দেখেছি, তোর পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করিছি। আর তোর পেটে পেটে এতো!...এতো!

[*ঢ্যাঙা গাছে বসা তুষ্টুকে লক্ষ্য করে লাঠির খোঁচা মারতে থাকে।*]

তুষ্টু॥ শোনো ঢ্যাঙা...শোনো....মেরো না....ব্যাপারটা শোনো...

ঢ্যাঙা॥ নিজে আমি চাউকিদার হয়ে চোট্টামি করে খাই! তোরে দেখে ভাবতাম, আছে...গরিবের ঘরে এখনো ধম্মো আছে! মার্ শালারে....মার্...

[*অসহায় তুষ্টু গাছে বসে মার খায়। ঢ্যাঙার লাঠির তোড়ে ছটফট করে।*]

তুষ্টু॥ হারে ভগবান...ও ঢ্যাঙা, মেরো না! আচ্ছা জ্যাঠারা আসুক...

[*চক্রধর কুণ্ডু—বয়েস পঞ্চান্ন ষাট—অত্যন্ত ধূর্ত মহাজনী চেহারা—হাতের হ্যারিকেন ওপরে তুলে উর্দ্ধপানে তুষ্টুকে ঠাহর করতে করতে ঢোকে। আর এক পা দিয়ে আরেক পা চুলকোয়।*]

তুষ্টু॥ (*চক্রধরকে দেখে কেঁদে ওঠে*) ও বড়জ্যাঠা...

ঢ্যাঙা॥ (*বীরদর্পে*) ধরেছি বড়জ্যাঠা...বামাল সমেত। ঐ দেখুন বস্তায় কী! শালা জটা দেখায়ে অ্যাদ্দিন গাঁ'র মান্ষেরে বোকা বানায়ে আসতেছিল...বাঁশবাগানের ভোঁদড়...শালারে যদি বগল কামায়ে রামছাগলে না ঘুরিয়েছি তো মোর নাম ঢ্যাঙা চাউকিদার নয়...

তুষ্টু॥ (*কাঁঠাল ভরা বস্তা সমেত গাছ থেকে নেমে এসে*) বিশ্বাস করেন বড়জ্যাঠা এ ক্যাঁঠাল আমি ছিঁড়িনি!

ঢ্যাঙা॥ না ছিঁড়লে তোর বস্তায় ঢুকল কি করে? হেঁটে হেঁটে? ক্যাঁঠাল কি তোর বাপের পোষা বেড়াল? কই, আমার বস্তায় তো ঢোকে না...

তুষ্টু॥ আমার মেয়েটা...মেয়েটা বেভ্রমে পড়ে এটা চুরি করেছিল... আমি গাছে উঠেছিলাম বেঁধে রাখতি। যাতে আপুনার জিনিস, আপনি পান! যদি আমার কথা মিছে হয়, আমার ছেলেটা মুখে রক্ত উঠে মরবে! আমারে ছেড়ে দ্যান বড়জ্যাঠা...

চক্রধর॥ (*এতোক্ষণ হাঁ হয়ে পা চুলকোচ্ছিল, এবার মুখ খোলে*) দেব, ছেড়ে দেব। তুই এট্টা সাধু ব্যক্তি...তোর মান গেলে, গাঁয়ের পেস্টিজ চলে যাবে। ছেড়ে দেব, তুই শুধু তোর ভিটেমাটি আমায় লিখে দে...

তুষ্টু॥ বড়জ্যাঠা! বিনি দোষে...

চক্রধর॥ দ্যাখো তুমি দোষ করেছ, কি করো নি সেটা কোন কথা নয়...কথা হ'লো তুমি আমার গাছে উঠেছ!

তুষ্টু॥ কিন্তু আমি তো ফল ছিঁড়তি উঠিনি...

চক্র॥ তুমি ফল ছিঁড়তে উঠেছ..কি হাওয়া খেতে উঠেছ...কি ডালে বসে হাগতে উঠেছ, সেটা কোন কথা নয়...কথা হ'লো তুমি আমার গাছে উঠেছ এবং ইঁদুরকলে ধরা পড়েছ...

[**চক্রধর খপ করে তুষ্টুর হাতখানা তালুবন্দী করে।**]

তুষ্টু॥ আমারে ছেড়ে দ্যান বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ ভিটেমাটিটা আমারে লিখে দাও!

তুষ্টু॥ আমি পারব না বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ তা'লে আমি ছাড়ব না!

তুষ্টু॥ বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ তা'লে তুমি চোর...

তুষ্টু॥ না বড়জ্যাঠা, আমি চোর না...

চক্র॥ আমি জানি তুমি চোর না। কিন্তু এখন তুমি চোর হ'লে আমার খুব সুবিধে...

তুষ্টু॥ (কেঁদে ওঠে) ছেড়ে দ্যান বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ লিখে দ্যাও, ছেড়ে দিচ্ছি...

তুষ্টু॥ পারব না গো!...

চক্র॥ তা'লে তোমায় ছাড়বো না গো...খুব হেনস্থা করব..হাটে নে গে সবার মাঝে ন্যাংটো করে গায়ে চোক্তা লাগাবো...বেইজুত করবো...

তুষ্টু॥ আমি মুখ দেখাতি পারব না বড়জ্যাঠা...

[*চক্রধরের পা জড়িয়ে ধরে।*]

চক্র॥ সেই চান্সটাই তো নেবো! ...দ্যাখো তোমার সঙ্গে ঢাকঢাক গুড়গুড় করার কিছু নেই। তোমার ও ভিটের ওপর আমার অনেক দিনের নজর। ওটা আমার চাই...

তুষ্টু॥ বড়জ্যাঠা, আমার ঐ এক চিলতে জমি, একটা কুঁড়েঘর, ও আপনি কী করবেন? আপুনার তো কতই আছে...

ঢ্যাঙা॥ হ্যাঁ, বড়জ্যাঠা আপুনার তো কতই আছে...

চক্র॥ (ঢ্যাঙাকে) চোপ্! (তুষ্টুকে) আমার যতই থাক, আর তোমার যতই না থাক, ওটা আমার চাই। দুধারে আমার জমি...মাঝখানে শেঁকুলকাঁটার মতো তোমাদের ঐ চামার পাড়াটা বিঁধে রয়েছে। ওটা উচ্ছেদ করতে না পারলে জমিটা আমার একটানা হবে না...তার কোনো বাজারদরও উঠবে না।...আজকাল কতো কলকারখানা গড়ে উঠছে...জমির মূল্য হুহুহু করে বেড়ে উঠছে। এক এক করে তাই চামারপুরী সাফ করতে লেগেছি। আজ তোমারে ধরেছি...তোমার পালা! চলো, ঘরে চলো...টিপছাপ দেবে চলো...

তুষ্টু॥ ভগবান জানে বড়জ্যাঠা আমি আপুনার কোন ক্ষেতি করি নি...

ঢ্যাঙা॥ হ্যাঁ বড়জ্যাঠা ওতো আপুনার কোন ক্ষেতি করেনি...

চক্র॥ (ঢ্যাঙাকে) চো-ও-প! তুমি ওর হয়ে ওকালতি মারাচ্ছ! আমার বেড়বাগিচার ওপর এসপেশাল নজর রাখার জন্যে তোমারে আমি রোজ রাতে চারখানা করে রুটি আর মুগের ডাল গেলাচ্চি...আর তুমি আদুলপেটে বকলস সেঁটে আমার চোখের সামনে দুলে দুলে বেড়াচ্ছ! ...তোল, লাঠি তোল...

তুষ্টু॥ বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ টিপছাপ দিবি কি না...

তুষ্টু॥ মাপ করেন বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ তোল শালা লাঠি তোল ...মার শালাকে...

তুষ্টু॥ (কেঁদে ওঠে) বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ এখনো বলো, দেবা কি দেবা না...

তুষ্টু॥ ভিটে দিয়ে দিলে আমি কোথায় যাবো বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ মার শালাকে...বেঁধে মার...

[ঢ্যাঙা লাঠি তুলেছে মারবে বলে, এমন সময় মেজভাই গদাধর কুণ্ডু আসে।]

গদা ॥ অ্যাই, অ্যাই, কী হচ্ছে...এখানে কী হচ্ছে!

[চক্রধর একটু দূরে সরে দাঁড়ায়।]

তুষ্টু ॥ (ডুকরে ওঠে) মেজজ্যাঠা...

গদা ॥ একি! একে এ ভাবে মারল কে? এর গায়ে হাত দিয়েছে কে?

চক্র ॥ গদা নাকি?

গদা ॥ বড়দা নাকি? তুমি এখানে কেন? যাও, গো টু বেড...

চক্র ॥ গো টু বেড মানে? চোর কি আমার পাশবালিশ? আরে আমার গাছে উঠে গাছ ফাঁক করে দিচ্ছে...আমি গো টু বেড়! তুমি এখানে মাতব্বরি ফলাতে এলে!

গদা ॥ বটে! (তুষ্টুকে) এই, তুই ওঠ তো, যেখানে উঠেছিলি সেখানে গিয়ে বোস আবার! যা, ওঠ...

তুষ্টু ॥ কিন্তু মেজজ্যাঠা আমি তো চোর না...

গদা ॥ যা বলছি কর! ওঠ...

[দিশাহারা তুষ্টুকে ঠেলে ঠেলে গাছে তুলছে।]

চক্র ॥ তার মানে? গাছে উঠবে কি? ব্যাপারটা কী! আরে গাছ থেকে চোর নামালাম...সেই চোর গাছে তুলছে! (তুষ্টু কাঁদতে কাঁদতে গাছে উঠেছে) তুই কিন্তু আমার চোর ধরায় বাধা দিচ্ছিস গদা...

গদা ॥ তোমার নয়...

চক্র ॥ কী নয়?

গদা ॥ চোর...তোমার নয়...

চক্র ॥ চোর...আমার নয়! আরে চোরের গায়ে কি ট্যাম্পো মারা থাকে নাকি...চোর কার!

গদা ॥ ডেফিনিটলি! গাছ আমার, চোরও আমার!

চক্র ॥ এই গাছ তোর?

গদা ॥ ডেফিনিটলি!

চক্র ॥ (ভেংচি কেটে) ডেফিনিটলি! মাইরি! আমি বলে সাত বচ্ছর ধরে এই গাছের গোড়ায় ফসফেট ঢালছি...ইউরিয়া ঢালছি...রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ঐ চৌকিদার পুষছি...আর গাছ হয়ে গেল তোমার?

গদা ॥ ফসফেট! আগ বাড়িয়ে কে লাগাতে বলেছিল ফসফেট?

চক্র ॥ লাগাবো না? আমার গাছের আগা শুকুয়ে যাচ্ছে, তলা দিয়ে আমি তারে একটু ফসফেট দেব না?

গদা ॥ হ্যাঁ, পলিসিটা তো ভালই ধরেছ!

চক্র ॥ কীসের পলিসি?

গদা ॥ ঐ ইউরিয়া ফসফেট ঢেলে নিজের রাইট এস্ট্যাবলিশ করছ! এখন চোর ধরে নিজের পজেশনটা কায়েম করছ!

চক্র ॥ আমার পজেশন আমি নেবো। এই ঢ্যাঙা, নামা...চোর নামা...

ঢ্যাঙা॥ কার চোর সেটা ঠিক হোক—আপনার না ওনার?

গদা॥ কুইট...কুইট্ মাই গাছতলা! এবার আমার চোর আমি ধরব।

চক্র॥ বা বা বা...ধরা চোর ছেড়ে দিয়ে উনি তারে ধরবেন! আমি আগে ধরেছি, চোর আমার!

গদা॥ আমার চোর!

তুষ্টু॥ (*গাছে বসে ডুকরে ওঠে*) আমারে আপুনারা ছেড়ে দ্যান জ্যাঠা...

চক্র॥ (*গাছে বসা তুষ্টুকে*) অ্যাই তুই কার চোর...

গদা॥ হ্যাঁ বল্ কার চোর...

চক্র॥ বল তোর কারে পছন্দ...

তুষ্টু॥ আমি চোর না, ধম্মত কই আমি চোর না গো...

[*ছোটভাই ধ্বজাধর কুণ্ডু সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এসে দাঁড়ায়। পাজামা পাঞ্জাবি পরা, এই গরমেও গলায় মাফলার। ভাঙা ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর। পেছনে ছকু।*]

ধ্বজা॥ কে? কে বলছে চোর? একটা শোষিত নিপীড়িত সর্বহারাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে কারা?

ঢ্যাঙা॥ এই যে ছোটজ্যাঠা এসে গিয়েছেন। দ্যান, কাজিয়াটা মিটিয়ে দ্যান...

চক্র॥ কাজিয়ার কী আছে? গাছ্ কার? বাবামশাই এ গাছ্ কাকে দিয়ে গিয়েছিলেন?

ধ্বজা॥ কাকে?

চক্র॥ ...অন্তিমভালে বাবামশাই আমার মায়েরে কাছে ডেকে বলেছিলেন, বড়বৌ কাঁঠালগাছ রইল—তুমি আর তোমার চক্রধর ভোগ কোরো।

গদা॥ দ্যাট ইজ ইওর রটনা...প্রকৃত ঘটনা, বাবামশাই আমার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, মেজবৌ দখিনের গাছটা রইলো তোমার আর তোমার গদার জন্যে।

চক্র॥ বাবামশাই যখন তোমার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেন, তুমি সেখানে ছিলে? (*সকলে হেসে ওঠে*) বাবামশাই তোর মা'র গলা জড়াতে পারে না রে গদা, তোর মা ছিল বাবামশায়ের দু'চক্ষের বিষ!

ঢ্যাঙা॥ আর আপুনার মা?

চক্র॥ নয়নমণিরে ঢ্যাঙা, নয়নমণি!

গদা॥ তা ওই নয়নমণিটি ঘরে থাকতে বাবামশাই আমার মা'কে ঘরে এনেছিলেন কেন?

চক্র॥ বিলাসী মানুষ ছিলেন, এনেছিলেন...কী করা যাবে? তা বলে বাপের একটা চিত্তচাঞ্চল্যকে আজ আমরা তো বৃহৎ করে দেখতে পারিনে। না কি বল ধ্বজু...

ধ্বজা॥ বলব। আগে ভোটটা মিটুক। পঞ্চেৎ-প্রধান হয়ে বসি। তারপর এই প্রতিক্রিয়াশীল খচ্চর দুটোকে কি করে কি করতে হয় সবাইকে বুঝিয়ে বলব।

গদা॥ খচ্চর!

চক্র॥ (*ঢ্যাঙাকে*) দুটো বলল?

ধ্বজা॥ দু'টো দু'টো! আমার ন্যায্য পাওনা, যা তোমরা দুটোয় মেরে খাচ্ছ...খাবার চেষ্টা করছ, তার অধিকার ছিনিয়ে নেব!

চক্র॥ কীসের অধিকার? এ গাছের 'পরে তোর অন্তত কোনো অধিকার থাকতে পারে না ধ্বজা! তোর মা ছিল বাবামশায়ের তৃতীয় পক্ষ...তৃতীয় পক্ষ মানেই হচ্ছে ফালতু পক্ষ!

ধ্বজা॥ ফালতু! আমার মা ফালতু!

চক্র॥ ফালতু, একস্ট্রা!

ধ্বজা॥ ইলেকশনটা মিটুক। তোমাদের কি করে বাঁশ দিতে হয়...

গদা॥ (চক্রকে) বোঝ বড়দা, কী কর্মসূচী নিয়ে আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইলেকশনে নেমেছে...

ধ্বজা॥ কর্মসূচী আমার একটাই, গণধোলাই!

ঢ্যাঙা॥ আপুনি দাদাদের গণধোলাই দেবেন?

ধ্বজা॥ দাদা! আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুই কালা কুত্তা!

চক্র॥ (ঢ্যাঙাকে) দুটো বলল?

ধ্বজা॥ (ঊর্দ্ধদিকে) ভয় নেই, ভয় নেই ভাই তুষ্টু, আমার সব-হারানো ভাই! কাল তোকে নিয়ে মিটিং করব। এই দুটোর কালা মুখোস ছিঁড়ে ফেলব। তুই শুধু আমার হাতটা শক্ত কর। আর তোদের চামার পাড়ার ভোটগুলো যেন পাই...

চক্র॥ ওরে হারামজাদা, বোলচাল তো ভালই শিখেছ! চামার পাড়ার ভোট পাবার জন্যে তুমি চামারের ব্যাটাকে ভাই ভাই করছ, আর আপন সতাতো ভাইদের বলছ কালা কুত্তা!

গদা॥ বড়দা, ওর জামানত জব্দ করে ছাড়ব!

চক্র॥ দরকার পড়লে আমার বিষয় সম্পত্তি বেচে ওর পক্ষের ভোট একটা একটা করে কিনে নিয়ে, ওর বিপক্ষে...কে দাঁড়িয়েছে রে বিপক্ষে?

গদা॥ টেকো ব্রহ্ম!

চক্র॥ সেটা তো আরেকটা খচ্চর! কোনদিনই আমার কোন দাবী দাওয়া মেটায় না। শালা সব ভোট আমি গঙ্গার জলে ফেলে দেব।

গদা॥ বড়দা, কাল বাবলাদার ছেলেদের দিয়ে আমাদের সাদা দেওয়ালে পোস্টার মেরেছে—ভোট ফর ধ্বজাধর...

চক্র॥ এই সেদিন ধানবেচার টাকায় আমি আগাগোড়া বাড়ি চুনকাম করালাম...তার ওপর ভোট ফর ধ্বজাধর! আলকাতরা মারব! চল্ চল্ সব...আলকাতরা মারব চল্...

ধ্বজা॥ এই খবরদার, পোস্টার যেন নষ্ট না হয়..

[*তিনজনে কথা কাটাকাটি করতে করতে বাড়ির দিকে ছুটেছে।*]

ঢ্যাঙা॥ (*পিছনে চীৎকার করে*) ও বড়জ্যাঠা, চোর!

[*তিনজনে থমকে দাঁড়ায় এক মুহূর্ত। তারপর তিনজনেই গাছতলায় ছুটে আসে।*]

চক্র॥ আমার চোর! নামা ঢ্যাঙা...নামিয়ে দে...

গদা॥ অ্যাই আমার চোর...আমার হাতে দিবি..

ধ্বজা॥ আমায় দিবি...

[*তিনজনে কোলাহল করতে করতে ঢ্যাঙাকে ঠেলে গাছে তুলেছে। ঢ্যাঙা গাছে উঠতে গিয়ে ওপরে তাকায় এবং ভীষণ চিৎকার করে ওঠে। ঢ্যাঙার চিৎকারে তিনভাই চমকে উঠে গাছের ওপরে তাকায়। সেই দু'ডালের ফাঁকে তুষ্টু চামারের দুটো নিরালম্ব পা দুলছে।*]

ঢ্যাঙা॥ (আর্তনাদ করে ওঠে) গলায় দড়ি দেছে গো!...পা...পা...পা দুটো এখনো ছটফট করছে...এখনো নামাতি পারলি অক্ষে করা যায় গো...

[*ঢ্যাঙা গাছে উঠতে যায়।*]

গদা॥ ঘাঁটাঘাঁটি করিসনে, নিজেই ফেঁসে যাবি।

ঢ্যাঙা॥ বাঁচান, ওরে বাঁচান বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ এখন আমাকে কেন? যারা কাঁঠাল নিয়ে খ্যাঁচখেঁচি করছিল তারা সামলাক...

[*চক্রধর সেই বস্তায় পোরা কাঁঠালটা তুলে নিয়ে দুদ্দুড় ছুটে পালায়।*]

গদা॥ থেমে গেছে...পা দুটো থেমে গেছে...সব শেষ!

ঢ্যাঙা॥ তুষ্টুরে...তুষ্টুরে এ তোর কী হ'লো রে?

[*ধ্বজাধর কোনো মতলবে বাড়ির দিকে না গিয়ে অন্যদিকে ছুটে বেরিয়ে যায়...তাকে অনুসরণ করে গদাধরও বেরিয়ে যায়।*]

ঢ্যাঙা॥ হায়, হায়, মানুষটারে আমি কেন ছেড়ে দিলুম না রে! আমি তোরে মারলাম রে তুষ্টু...আমি তোরে মারলাম! আমি কি...আমি কি তবে সাধুহত্যে করেছি! একী, কোথায় গেলেন সব? ...বড়জ্যাঠা...ছোটজ্যাঠা...

[*ঢ্যাঙা হঠাৎ দেখতে পায় ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে ছকু তুষ্টুর দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে।*]

ঢ্যাঙা॥ ছকু! তুই...তুই যত নষ্টের মূল...(*ছকু পালাচ্ছে*) পালাবি না ছকু...দাঁড়া...দাঁড়া...

[*ঢ্যাঙার নাগাল এড়িয়ে ছকু বেরিয়ে গেল।*]

ঢ্যাঙা॥ ও বড়জ্যাঠা...বড়জ্যাঠা..

[*গাছটার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঢ্যাঙা চক্রধরের বাড়ির দিকে বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে শোনা যায় আর একটি কান্না। বুড়ো শেয়াল হুয়া কাঁদতে কাঁদতে ঢোকে।*]

হুয়া॥ (*নিজের লেজ মুঠোয় ধরে*) উ হু হু...

[*পিছু পিছু হুক্কা ঢোকে।*]

হুক্কা॥ খুব লেগেছে? লাগবেই তো। অতবড় বাঁশ দিয়ে মারলে লাগবে না! তা কোন্ পা'টায় লাগল?

হুয়া॥ (*খিঁচিয়ে*) দেখছে ল্যাজ ধরে আছি, কোন্ পাটায় লাগল!

হুক্কা॥ ও, ল্যাজে লেগেছে!

[*হুক্কা হুয়ার ল্যাজ টেনে ধরতেই হুয়া যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে।*]

হুক্কা॥ ইস্স্...ফুঁ: ফুঁ: ...

[*ফুঁ দিয়ে হুয়ার লেজ ঠাণ্ডা করছে।*]

হুয়া॥ কম্মোটা পেরায় কিলিয়ার করে এনেছি...তুষ্টু চামারের পঙ্গু ছেলেটার ঘাড় কামড়ে টানতে যাব...কোত্থেকে ছুটে এল ঐ ছুঁড়ি...নয়নতারি..মারল ঠ্যাঙার বাড়ি! ইঃ হি হি...আমি বলছি তোরে হুক্কা, এই নয়নতারা ছকুর লাভ অ্যাফেয়ার...সাকসেসফুল হবে না...আমার ল্যাজে যখন ঘা দিয়েছে...

হুক্কা॥ ল্যাজে ঘা মারলে লাগে?

হুয়া॥ জ্বলে যাচ্ছে!

হুক্কা॥ কিন্তু জ্বলবে কেন?

হুয়া॥ জ্বলবে না! বাঃ রে, ল্যাজতো বডিরই একটা অংশ না কীরে?

হুক্কা॥ কিন্তু ল্যাজে তো হাড় নেই, ল্যাজতো ইস্প্রিং...

[হুয়ার লেজে টান দেয়। হুয়া কঁকিয়ে ওঠে।]

হুয়া॥ ই-ইঃ! আমার ল্যাজ টেনে ইস্প্রিং চেনাচ্ছে! এই ছোঁড়াটাই আমায় পাগলা করে দেবে রে!

হুক্কা॥ বুড়ো ভাম...জরদগব...নড়তে পারে না! তখন কত করে বললুম তুষ্টুর ব্যাটাকে আমি টেনে আনছি। তা না, আগ বাড়িয়ে মার খেয়ে এলো!

হুয়া॥ আগ বাড়িয়ে গিয়েছিলুম, থাবা বাড়িয়ে সবটাই একা খাব বলে।

হুক্কা॥ ঐ তো তোর ধান্দা! খাবার দেখলে আর আমার কথা মনে থাকে না!

হুয়া॥ (*আহত লেজ ধরে*) উহুহু...জগতে এসেছি একা...যাবো একা...খাবো একা!

হুক্কা॥ নে, এখন বসে বসে ল্যাজ কামড়া...বুড়ো দামড়া! আমি চল্লুম তুষ্টুর ব্যাটাকে টানতে...তোকে দেব এই কঁ্যাচকলা!

[হুক্কা বেরিয়ে গেল।]

হুয়া॥ (*জোরে*) হুক্কা, হুক্কা, আমার মরমিয়া দরদিয়া বন্ধুরে...(*লেজের যন্ত্রণায়*) উহুহু...উহুহু...

[ঊর্দ্ধমুখ হতে হঠাৎ হুয়া গাছে ঝোলা তুষ্টুকে দেখতে পায়। হুয়ার কান্না ক্রমশ হাসিতে রূপান্তরিত হয়। হুয়া লাফিয়ে ওঠে।]

মিল গিয়া! হুক্কারে, প্রোটিন মিল গিয়া...পড়্ পড়্ পড়্ পড়্...

[হুক্কা ফিরে আসে। লাশ দেখতে পায়। শিহরিত হয়।]

হুক্কা॥ আরেঃ ত্তেরি!

হুয়া॥ গলায় দড়ি!

হুক্কা॥ অক্কা ফক্কা!

হুয়া॥ ভোঁ ভক্কা! তুষ্টু মরে কুমড়োর ছক্কা!

হুক্কা॥ নিজের গলায় নিজেই দড়ি?

হুয়া॥ হৃদয়জ্বালা! হৃদয়জ্বালা!

হুক্কা॥ হৃদয়জ্বালা! ক্যায়সা জ্বালা?

হুয়া॥ বহোৎ জ্বালা, ঝালাপালা!

হুক্কা॥ জ্বালা তো বুড়ো আমাদেরও আছে...কই আমরা তো কেউ এমন করে মরছি না!

হুয়া॥ ওরে মান্‌ষের আছে হৃদয়জ্বালা, শ্যালের হৃদয় পেটেই শালা!

হুক্কা॥ পেটেই শালা!

হুয়া॥ মান্‌ষের আছে স্বেচ্ছামরণ, কখনো বা কেচ্ছামরণ!

হুক্কা॥ স্বেচ্ছামরণ...কেচ্ছামরণ...মান্‌ষের বটে ধর্ষ্যি নেই!

হুয়া॥ ওরে ব্যাটা, নেই তাই খাচ্ছিস, থাকলে কোথায় পেতিস?

হুক্কা॥ কোথায় পেতাম?

হুয়া॥ কোথায় পেতিস?

হুক্কা॥ (*হুয়াকে জড়িয়ে ধরে*) হুয়ারে...

হুয়া॥ তোফা ভোজটা হবেরে—

[হুক্কা ও হুয়া মনের আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গান ধরে।]

হুয়া ও হুক্কা॥ (গান)

তাইরে নারে তাইরে নারে তাইরে নারে না...

বড়াখানা জবরখানা তোফাখানা...

সা রে গা মা পা...

ও ব্যাটার হাঁড়িতে ভাত ছিল না...

গা মা পা ধা নি...

একদিনও ব্যাটার হাঁড়ি তো মারতে পারিনি...

নি ধা পা মা গা...

আজ কত খাবি খা...

খা খা কত খাবি খা...

টাক ডুমাডুম টাক

নিজেই মরে ব্যাটা আজ দিল ভোজের ডাক...

হুয়া॥ আহা কেমন চাঁদের মতো দুলছে রে...

হুক্কা ও হুয়া॥ (গান) চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে বাবুর বাগানে...

আয়লো অলি কুসুম কলি লুটবো যতনে..

হুক্কা॥ এই শালা নড়্ না...

হুয়া॥ ডাল ভেঙে পড়্ না...

হুক্কা॥ ওরে মড়া তুষ্টুরে...

হুয়া॥ হতচ্ছাড়া দুষ্টুরে...

হুক্কা॥ পড়্ পড়্ পড়্...

[*জ্যোৎস্না রাতে দুটি জন্তু মানুষের লাশ পেয়ে মশগুল। চক্রধর ঢোকে ক্রন্দনরত ঢ্যাঙাকে টানতে টানতে। হুয়া ও হুক্কা ছুটে পালায়।*]

চক্র॥ আয়, আয়, আর কাঁদিস্ নে। এট্টা মানুষ মরে গেলে কতক্ষণ ধরে কাঁদতে হয়? ঢের হয়েছে। চুপ কর্! পুন্যিবান লোক, নাহলে আমার গাছে উঠে মরে! ...বেছে বেছে ঠিক আমারই গাছে! শোন্, অ্যাই ঢ্যাঙা, এখানে বসে মড়িটারে পাহারা দে, আমি আসছি। রাতটা আরেকটু বাড়লে আসছি...খাতাপত্তর গুছিয়ে নিয়ে...

ঢ্যাঙা॥ খ্যাতা! কীসির খ্যাতা?

চক্র॥ বন্ধকীর! টিপছাপ নিতে হবে না?

ঢ্যাঙা॥ কার টিপছাপ?

চক্র॥ ঐ যে! মড়াটার! দেনাপত্তরগুলো মিটিয়ে দিতে হবে না? না হলে তো শান্তি পাবে না রে...

ঢ্যাঙা॥ কীসির দেনা? তুষ্টু না খেয়ে মরেছে তবু কারো কাছে ধার কর্জ করেনি।

চক্র॥ আরে যে দেনাটা করেনি সেটাই তো করাবো! বুঝতে পারলি নে? ওই যে মড়াটা...(বুড়ো আঙুল দেখিয়ে) মড়াটার এখানটায় একটু কালি মাখাবো, আর আমার

বন্ধকীর খাতায় একটা টিপছাপ নেব। কী লেখা থাকবে জানিস? তুষ্টু চামার তার জীবদ্দশায় তার ভিটেমাটিটা আমার কাছে বন্ধক রেখে গেছে, পুরো তিন হাজার টাকায়!

ঢ্যাঙা॥ তিন হাজার ট্যাকা!

চক্র॥ শুধতে পারবে তার মেয়ে?

ঢ্যাঙা॥ না, তা কেমন করে পারবে?

চক্র॥ তা'লে? ব্যাকডেটে টিপছাপ...ভিটেমাটি গুপগাপ! হ্যা হ্যা হ্যা...

ঢ্যাঙা॥ জ্যাঠা, আপুনি এত বড় চোট্টা!

চক্র॥ হ্যাঁ...

ঢ্যাঙা॥ এট্টা মরা মানুষ, বোধহয় ভালো করে এখনো মরেও নি...এরই মধ্যে তার টিপছাপ নিয়ে তার ভিটেমাটি গিলে খাবেন? আপুনি মুনিষ্যি না শকুনি?

চক্র॥ অ্যাই ঢ্যাঙা, কাকে কী বলছিস?

ঢ্যাঙা॥ (*ভয়ঙ্কর গলায়*) তোমারে, তোমারে! কী ভেবেছো কি তুমি? জ্যান্ত মান্‌ষেরে বাঁশ দাও বলে মরা মান্‌ষেরেও দেবা? তাও কারে? না তুষ্টুরে! কেন, মরে গেছে বলে তার কেউ নেই?

চক্র॥ অ্যাই ঢ্যাঙা—

ঢ্যাঙা॥ চাউকিদার, চাউকিদার বলো। গাছে লাশ ঝুলছে! আইনত ও লাশের দায় এখন চাউকিদারের। যে ঐ লাশের গায়ে হাত দেবে, চাউকিদারের লাঠি তার মাথায় পড়বে...সে যেই হোক্...

চক্র॥ (*বিস্ময়ে হাঁ*) ডালরুটি খাইয়ে আমি তো একটা গিরগিটি পুষেছি! অ্যাই ঢ্যাঙা...অ্যাই শালা তুই কি করে আমায় এ সব বলতে পারলি? তোর সাথে আমার কী সম্পর্ক, অ্যাঁ! তুই আমার কতো প্রিয়...বলতে গেলে ডানহাত...তোর কাঁধে বন্দুক রেখে আমি গেরামের মধ্যে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াই...কেলাস টু পর্যন্ত তুই আমি একসাথে পড়েছি...কী রকম মাখো মাখো সম্পর্ক আমাদের...কী করে শকুন মকুন যা-তা কথা তুই আমায় বলতে পারলিরে? ...আমি যদি তোর বরাদ্দ রাতের ডালরুটি বন্ধ করে দিই...?

ঢ্যাঙা॥ আমারে মাপ করি দ্যান বড়জ্যাঠা!

চক্র॥ মাপ করে দোব? কী না ছড়বেছড় বললি?

ঢ্যাঙা॥ বড়জ্যাঠা...শোকের কালে মান্‌ষের কথার ঠিক থাকে না বড়জ্যাঠা!

চক্র॥ কীসের শোক? মোটেও তোর শোক হয়নি! তোদের ঘরে লোকজন তো নিত্যি মরে। তুই ব্যাটা আমাকে খিস্তি করার জন্যেই খিস্তি করলি!

ঢ্যাঙা॥ আর করব না বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ করবি কি করবি না—সেটা কোন কথা নয়...কথা হ'লো কী করে করলি! উঃ আমি একেবারে হাঁ হয়ে গেছি!...শোন, মড়াটার সঙ্গে ব্যাকডেটে আমার যে লেনদেনটা হবে, তার সাক্ষী থাকবি তুই!

ঢ্যাঙা॥ (*চমকে*) কেডা!

চক্র॥ তুই! আরে মাইনেতে যাই হোক, আইনত তুই সরকারী কর্মচারী! তোর সাক্ষীটা খুব ধর্তব্যের মধ্যে আছে।

ঢ্যাঙা॥ আমি পারবো না...

[ঢ্যাঙা উঠে হাঁটতে থাকে।]

চক্র॥ (ঢ্যাঙার পিছু পিছু ছোটে) ঢ্যাঙা...অ্যাই ঢ্যাঙা...

ঢ্যাঙা॥ না, না! তুষ্টুরে নিয়ে জোচ্চুরি করতি পারব না। তুমি শালা গুহ্য ত্যাঁদোড়!

চক্র॥ আচ্ছা! তুমি তুষ্টুর ভিটে ঠেকাচ্ছ! তা তোমার কতগুলো টিপছাপ আমার খাতায় জমা আছে, সে খেয়াল আছে? আমি যদি তোমার ভিটেটা খেয়ে ফেলি, ঠেকাতে পারবে? আমি সত্যিই খাবো না, শুধু বললাম কথাটা...পারবে, ঠেকাতে পারবে?

[চক্রধর উল্টো পথে হাঁটে।]

ঢ্যাঙা॥ (চক্রধরের পিছু পিছু) বড়জ্যাঠা! মাপ করি দ্যান!

চক্র॥ হুঁ, মাপ করে দেব? বার বার তুমি খিস্তি করবে আর বার বার তোমারে মাপ করে দিতে হবে! এক মিনিটও হয়নি, তার মধ্যেই ত্যাঁদোড় বললি! গুহ্য ত্যাঁদোড়!

ঢ্যাঙা॥ (পা জড়িয়ে ধরে) বড়জ্যাঠা...

চক্র॥ তাড়ি খাবি? তাড়ি? আনব? তাড়ি খেলে গায়ে ফোর্স আসবেখন! আনছি। তুই পাহারা লাগা! কেউ যদি লাশ নামাতে আসে...ভাগিয়ে দিবি! তুই চৌকিদার...তোর সে পাওয়ার আছে! যদি পাওয়ার নাই থাকে, আমি তোরে দিয়ে গেলুম! (স্বগত) ব্যাটার ভাবসাব সুবিধে লাগছে না! থাকবে তো বসে! (ঢ্যাঙাকে) অ্যাই ঢ্যাঙা—আমি কিছু মনে করিনেরে...অ্যাঁ? তুই ত্যাঁদোড় ম্যাদোড় কী বলেছিস না বলেছিস—আমি কিচ্ছু মনে রাখিনি! তা'লে বসে থাক্—থাকিস কিন্তু, উঁ?

[*চক্রধর কাপড়ের খুঁটটা মাথায় তুলে, হাতের লণ্ঠন কমিয়ে নিয়ে চলে যায়। নেপথ্যে তান্ত্রিকের মা-মা হুঙ্কার। ঢ্যাঙা চমকে চমকে ওঠে। আড়াল থেকে গদাধর বেরিয়ে এসে ঢ্যাঙাকে খামচে ধরে।*]

গদা॥ ব্যাটা!

ঢ্যাঙা॥ মেজজ্যাঠা!

গদা॥ চৌকিদার হয়ে এইসব হচ্ছে, অ্যাঁ! মড়ার টিপছাপ!

ঢ্যাঙা॥ আমি কিছু জানিনে, বড়জ্যাঠা বললে...

গদা॥ বড়জ্যাঠা বললে! আর তুই ধোয়া তুলসী, বিল্বপত্র? যখন কাঠগড়ায় দাঁড়াবি, উকিলে জেরা করবে, তখন কী বলবি? বড়জ্যাঠা বললে আর আমি করলাম! বুড়ো বয়সে জেল খেটে মরবি শালা! ভাগ! বাঁচতে চাস তো এখান থেকে পালা। শোন্, এই নে দশটা টাকা...আমি যে তোকে ভাগিয়েছি কাউকে বলবি না।

ঢ্যাঙা॥ কিন্তু বড়জ্যাঠা...

গদা॥ (ঢ্যাঙার পেট খামচে ধরে) ওরে বড়জ্যাঠা...ছোটজ্যাঠা...সব জ্যাঠাই এই মেজজ্যাঠার কাছে ঠাণ্ডা!

ঢ্যাঙা॥ আমার কিছু হবে না তো..

গদা॥ যা ভাগ্!

[ঢ্যাঙা চলে যায়।]

গদা॥ তখনি বুঝেছি শয়তানের বাচ্চারা এ মড়ার দখল ছাড়বে না। কিন্তু আমিও ছাড়ব

না। গাছ আমার...লাশ আমার! (ঝুলন্ত পায়ের দিকে তাকিয়ে) ভোর চারটে পঁচিশে একটা মালগাড়ি যায়...আমরা ওটাতেই যাব, কেমন তুষ্টু? বস্তাবন্দী হয়ে, মালগাড়িতে চেপে তুষ্টু যাবে শ্বশুরবাড়ি...ঝক্ ঝক্ ঝক্...

[ঢ্যাঙা আশেপাশেই ছিল। মুখ বাড়ায়।]

ঢ্যাঙা॥ লাশ নিয়ে আপুনি কি করবেন মেজজ্যাঠা?

গদা॥ যা ভাগ্!

[ঢ্যাঙা চলে যায়।]

গদা॥ হাঃ হাঃ হাঃ কী করব? তোকে নিয়ে আমি কী করব তুষ্টু?

[*হঠাৎ নেপথ্যে শোনা যায় তীব্র শিস। গদাধর পালায়। দুই উঠতি মস্তান—নেত্য ও পলাশকে সঙ্গে নিয়ে ধ্বজাধর ঢোকে।*]

পলাশ॥ কই? কই?

ধ্বজা॥ ওই তো। ওই যো...

[*নেত্য গাছের লাশটাকে দেখে মুহুর্মুহু শিস দিয়ে যেন অভ্যর্থনা করছে। নেপথ্য থেকে বাবলা মুখুজ্যের গলা ভেসে আসে।*]

বাবলা॥ (*নেপথ্যে*) ওরে নেত্য পলাশ...

পলাশ॥ ঐ যে, দাদা এসে গেছে...

[*প্রবীণ মস্তান বাবলা মুখুজ্যে ঢোকে।*]

বাবলা॥ ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী কভু কি অলসভাবে নিবসে বিবরে? হ্যা হ্যা হ্যা...গাছে লাশ ঝুলছে, আর বাবলা মুখুজ্যে সুখশয্যায় শুয়ে থাকবে? (*ধ্বজার পিঠ চাপড়ে*) ধ্বজু, লাগাও মাদারীকা খেল্...

পলাশ॥ (*ধ্বজাধরকে কোলে তুলে*) জিতে গেছ ধ্বজাদা! এই লাশই তোমায় জিতিয়ে দেবে! কেনো শালার হিম্মৎ নেই আর তোমায় ল্যাং মেরে বসায়! পঞ্চেৎ তোমার বাঁধা!

ধ্বজা॥ আরে না না, ওদিকে টেকো ব্রহ্ম সিটিং প্রধান....

বাবলা॥ সিটিং প্রধান লাইং অন্ দ্য ফ্লোর! দাঁত কেলিয়ে! হ্যা হ্যা হ্যা...

ধ্বজা॥ তুমি তো বলছ!

বাবলা॥ কে বলছে? বাবলা মুখুজ্যে বলছে...বাবলা মুখুজ্যে দ্য কিং মেকার! (*নেত্য শিস দেয়*) বাহান্ন সাল থেকে ইলেক্‌শন লড়ে আসছি...নড়বড়ে ঘোড়া ছুঁয়ে দিয়েছি...ফোটো ফিনিশ করে বেরিয়ে গেছে। হ্যা হ্যা হ্যা...ধ্বজু, তোমার ফিউচার ঐ লাশ!

ধ্বজা॥ আমার ফিউচার লাশ?

বাবলা॥ লাশ...লাশ চাই ধ্বজু, লাশ চাই! ইলেক্‌শনে যে পার্টি যত লাশ কাঁধে নিয়ে বেড়াতে পারবে, তার পেছনে তত মাস্ ভিড়বে!

পলাশ॥ আজকাল নোমিনেশন দেয়া হচ্ছে কে কটা লাশ যোগাড় করতে পারে, তার ভিত্তিতে!

বাবলা॥ আর সেই লাশ যখন তুমি পেয়ে গেছ ধ্বজু! ...পলাশ...

পলাশ॥ দাদা...

বাবলা॥ কাল সকালে মিছিল...

পলাশ ও নেত্য॥ হবে...

ধ্বজা॥ মিছিলে আমার দশহাজার লোক চাই বাবলাদা...

পলাশ, নেত্য, বাবলা॥ পাবে!

ধ্বজা॥ গ্রাম বন্‌ধ!

পলাশ, নেত্য, বাবলা॥ হবে!

ধ্বজা॥ হাটবাজার চাষবাস সব বন্‌ধ!

বাবলা॥ গাঁয়ের মা বোনদের কাল চুল বাঁধতে দেব না ধ্বজু! জনসমর্থনের নয়া রেকর্ড!

ধ্বজা॥ জ্বালিয়ে দিতে হবে বাবলাদা...

নেত্য॥ ফাটিয়ে দেব। (*শ্লোগান দেয়*) তুষ্টু হত্যার বদলা চাই, টেকো ব্রহ্মার ভোট নাই! ধ্বজাধর কুণ্ডুর সমর্থক তুষ্টু চামারকে হত্যা করে ভোটে জেতা যায় না, যাবে না।

ধ্বজা॥ আলবাৎ! তুষ্টু আমার সমর্থক! এই দেখ, আমার চটিতে এখনো তুষ্টুর হাতের তাপ্পি...

[*ধ্বজাধর পায়ের চটি খুলে বাবলার মুখের সামনে ধরে।*]

বাবলা॥ আরে...আরে...নেত্য পলাশ...

পলাশ॥ ওটা পকেটে রেখে দাও ধ্বজাদা! পরে কাজে লাগবে...

বাবলা॥ আর পকেট থেকে ক্যাশ বার করো।

ধ্বজা॥ কত লাগবে?

বাবলা॥ হিসেব দে পলাশ...

পলাশ॥ দেড়শো বাঁশ...

ধ্বজা॥ দেড়শো বাঁশ! কী হবে?

পলাশ॥ লাশ নামাতে হবে।

ধ্বজা॥ একটা লাশ নামাতে দেড়শো বাঁশ?

নেত্য॥ এখানে মাচা বাঁধা হবে ধ্বজুদা...বাগান জুড়ে হবে প্যাণ্ডেল! তাক লাগিয়ে দেব ধ্বজুদা...

বাবলা॥ দ্যাখো না কাল টেকো ব্রহ্মার টাকখানা কিরকম ঘামিয়ে দিই।

ধ্বজা॥ বাঁধো, মাচা বাঁধো! আমি বাঁশের টাকা নিয়ে আসছি...

পলাশ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও, এতো গেল বাঁশ...

ধ্বজা॥ আবার কী?

নেত্য॥ ডেকোরেশন লাগবে...

ধ্বজা॥ ডেকোরেশন?

পলাশ॥ (*পাঁচালি পড়ার সুরে*) ফুল লাগবে...মাইক লাগবে...লরি লাগবে...দেড় হাজার ফেস্টুন আর পাঁচশো ছাতা...

ধ্বজা॥ ছাতা! (*ছাতা খোলার ভঙ্গী করে*) মানে এই ছাতা!

পলাশ॥ হ্যাঁ, ওই ছাতা।

ধ্বজা॥ ছাতা কী হবে? এসব কী হচ্ছে বাবলাদা?

বাবলা॥ (*পলাশকে*) অ্যাই শালা, হাঁই লাগবে তাঁই লাগবে সত্যনারায়ণের পাঁচালি পড়ছিস! শোকমিছিলে তোর ছাতা কি কম্মে লাগবে রে, জষ্ঠিমাসে?

পলাশ॥ ব্যাজ হবে দাদা, ব্যাজ! শোকমিছিলে যারা আসবে তাদের বুকপকেটে কালো কালো ব্যাজ লাগাতে হবে না? ও পাঁচশো ছাড়া হবে না।

বাবলা॥ তাই বল্! ছাতার কালা কাপড়ে ব্যাজ হবে ধ্বজু!

ধ্বজা॥ পাঁচশো ছাতা! ফোল্ডিং না বাঁকানো বাঁট!

পলাশ॥ ও বাঁটে কিছু যায় আসে না। তুমি লুচি বোঁদের ব্যবস্থা করো...

ধ্বজা॥ (ক্ষেপে ওঠে) বোঁদে? না না বোঁদে-টোদে হবে না! লুচি-বোঁদে কেন বাবা?

বাবলা॥ না, না, লাগবে লাগবে...বোঁদেটা মাস্ট!

ধ্বজা॥ না, না, ম্যাক্সিমাম হয়ে যাচ্ছে...বাদ বাদ...লুচি-বোঁদে কাট!

বাবলা॥ আরে ভাই, সারাদিন যে সব শোষিত মানুষ ঐ লাশ নিয়ে মিছিল করবে তাদের মুখে একটু বোঁদে দেবে না?

ধ্বজা॥ মুখে? তাই বলে দশহাজার লোকের বোঁদে!

বাবলা॥ ধ্যাৎ! ভারতবর্ষে অন্ততঃ বিশটা পার্টির হয়ে ইলেকশন করেছি...কিন্তু তোমার মতো এমন পিঁপড়ের পেছন-টেপা পার্টি আমি দুটি দেখিনি ভাই! পলাশ...

পলাশ॥ বোঁদে নিয়ে বার্গেন করছ! এরপর পঞ্চায়েৎ-প্রধান হয়ে ব্রেকফাস্টে যে কেষ্টনগরের সরভাজা খাবে ধ্বজুদা।

বাবলা॥ (উঠে পড়ে) ঠিক আছে...তোমার লাশ রইল ভাই...যা খুশি করো...পলাশ...

পলাশ॥ চ বে নেত্য...

ধ্বজা॥ (বাবলাকে) বোসো...বোসো...

বাবলা॥ হয় না ভাই, এভাবে ইলেকশন হয় না...

ধ্বজা॥ হবে হবে। বোসো। বলছি তো হবে। এই যে ভাই নেত্য পলাশ আর কী চাই তোমাদের? বলো...একবারে বলো...

[নেত্য মদ খাবার ভঙ্গী করে।]

ধ্বজা॥ (ক্ষেপে, বাবলাকে) মাল খাবে বলছে!

বাবলা॥ কে মাল খাবে বলছে?

[বাবলা নেত্যর দিকে ধেয়ে যায়।]

নেত্য॥ আমি না...আমি না...ও...

বাবলা॥ শালা শোকমিছিলে মাল খাবে! (নেত্যকে) মারব টমটমে লাথি! আনিস কেন এটাকে? যা বেরো...

নেত্য॥ পলাশ...চলে আয়...

ধ্বজা॥ দাঁড়া ভাই দাঁড়া! হবে! দেব মাল! সারাদিন লাশ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, দুটো বোতল বইতো নয়...

বাবলা॥ তাহলে তিনটে এনো।

[কালো ফ্ল্যাগ হাতে হেলতে দুলতে রফি ঢোকে। পোষাক-আশাক চালচলনে মনে হয় লাশ ফেলতে তার জুড়ি নেই।]

রফি॥ কে বে? বোতল ফাটাচ্ছে কে বে? পাতলা হও, পাতলা হও! এখানে টেকোদার ঝাণ্ডা বসবে।

ধ্বজা॥ টেকোদার ঝাণ্ডা! মানে?

রফি॥ (ধীর লয়ে ঝাণ্ডা দুলিয়ে শ্লোগান দেয়) অমর শহীদ তুষ্টু চামার...টেকো ব্রহ্ম ভুলছে না ভুলবে না...

ধ্বজা॥ কী ব্যাপার ভাই?

রফি॥ (পূর্ববৎ) আমার ভাই তোমার ভাই ...তুষ্টু হত্যার বদলা চাই...

[রফি গাছতলায় কালো পতাকা পুঁতছে।]

ধ্বজা॥ বাবলাদা, রফি তো কালও তোমার দলে ছিল?

বাবলা॥ সকালে ছিল, সন্ধ্যেবেলা দল বদল করেছে! অ্যান্টিসোশ্যাল...

ধ্বজা॥ ওকী! ফ্ল্যাগ পুঁতছে যে! পলাশ!

পলাশ॥ (রফিকে) কী'বে খুব যে ফেলাগ গাঁড়ছিস...তুষ্টু আমাদের লোক...

রফি॥ (ঘাড় ঘুরিয়ে) কার লোক কার সাথে...হিসেব হবে হাতে হাতে...

ধ্বজা॥ জুতো! আমার জুতোটা কই?

রফি॥ কে বে? জুতো মারবে বলছে কে?

ধ্বজা॥ মারবো না ভাই, দেখাবো। এই দ্যাখো, তুষ্টু আমাদের লোক...

[জুতো সমেত পা উঁচু করে।]

নেত্য ও পলাশ॥ ফেলাগ হাটা। (ধ্বজার পা ধরে আরো উঁচুতে তুলে) তুষ্টু আমাদের লোক!

রফি॥ ফোট্ শালা...

পলাশ॥ মার্ শালা...

নেত্য॥ মার্...

[হঠাৎ নেত্য-পলাশ-রফিতে তুমুল লড়াই বেঁধে যায়। ছুরি বোমা বেরিয়ে পড়ে। নেত্য হাড়কাঁপানো শিস ছোটায়। গাছতলা মুহূর্তে রণক্ষেত্র।]

ধ্বজা॥ (বিহ্বল হয়ে) ওরে না না...খুন জখম হলে ভোটাররা সব ভেগে যাবে রে...

[কোনো রকমে পলাশকে জাপটে ধরে।]

পলাশ॥ (সেই অবস্থায় গজরায়) মার্ শালাকে...

রফি॥ (বুক চিতিয়ে) মার্! আমি টেকোদার সুইসাইড স্কোয়াড! একটা মারবি, দশটা মিছিল লড়াবে টেকোদা। কই বে মার...

ধ্বজা॥ ওরে না না, প্রোভোকেশনে যাস না...রফি ভাই, তুমিই বা কেন বাবলাদাকে ছেড়ে গেলে! তুমি তো বাবলাদারই হাতে গড়া!

[বাবলা মুখুজ্যে এই হাঙ্গামার সময় ঝোপের আড়ালে আধখানা শরীর লুকিয়ে রেখেছে।]

রফি॥ হ্যাঁ, হাতে গড়া! ওই কালা হাতে গড়া! মাস্তানি করে যা আমদানি করেছি...সব ও দু'হাতে পকেটে ভরেছে! বাড়ি বাড়ি ভেড়ি কিনেছে! আর আমার পাওনা কাটা! আমার মা ডিম বেচে খাবে কেন বে?

[বাবলার দিকে এগোয়, বাবলা আরো আড়ালে যায়।]

নেত্য॥ অ্যাই বাবলাদার ইমেজ নষ্ট করবি না?

রফি॥ ফোট্! ইমেজ! ওর আবার ইমেজ কী বে? বাপকে কবর দেবার সময় পঞ্চাশটা

টাকা চেয়েছিলাম, শালার ওই কালা হাতে পয়সা ওঠে না!

ধ্বজা॥ ঠিক আছে...কতো পেলে আবার বাবলাদার দলে ফিরবে বলো...

রফি॥ ফিরবো না...

ধ্বজা॥ বলো না কতো...

রফি॥ সে অনেক...

ধ্বজা॥ কতো?

রফি॥ এক হাজার...

ধ্বজা॥ দেব!

[*রফি হকচকিয়ে যায়।*]

বাবলা॥ (*সামনে এসে*) খবরদার ধ্বজা...ডিফেকশনিস্টকে টাকা দেওয়া চলবে না!

ধ্বজা॥ শোনো..শোনো...ও তোমার কাছে ফিরে আসছে বাবলাদা।

বাবলা॥ নো নেভার...পলিটিক্স ইজ এ সেক্রেড থিং...ইট মাস্ট বি ক্লিন! জার্সি বদল করা মাল আমি দলে রাখব না...

ধ্বজা॥ বাবলাদা, প্লিজ, একবার কনসিডার করো...

নেত্য ও পলাশ॥ শোনো না, ধ্বজাদা কী বলছে...

বাবলা॥ নো নো! দিস ফ্লোর ক্রসিং...ভারতবর্ষের রাজনীতিকে আজ কোন্ গাড্ডায় ঠেলেছে! দিস মাস্ট বি স্টপড!

ধ্বজা॥ আঃ, কেন বুঝতে পারছ না, ওকে হাতে রাখতে পারলে ওদের গোটা পাড়াটা আমাদের কব্জায় চলে আসবে। কতগুলো ভোট...ভাবতে পারো? ডাকো ডাকো। (*ছুটে রফির কাছে যায়।*) রফি আয় ভাই। (*রফি বাবলার ডাকের অপেক্ষা করে। ধ্বজা বাবলার কাছে যায়।*) যে আসতে চায়, তাকে টেনে নাও বাবলাদা! তবেই না তুমি সবার দাদা!

বাবলা॥ অ্যাই রফি...আয়, চলে আয়..

[*রফি মাথা নীচু করে ছুটে এসে বাবলার পায়ের সামনে থপ করে বসে পড়ে। বাবলা একহাতে চোখ মোছে, আরেক হাতে রফিকে কাছে টেনে নেয়।*]

ধ্বজা॥ বা বা বা! এইবার মনে হচ্ছে জিতব। ক্যাশ আনছি দাদা! হ্যাঁ, কী কী লাগছে তাহলে? ফুল, লরী, মাইক আর একটা যেন কী? মনেও পড়ে না...দূর ছাতা! হ্যাঁ ছাতা!

[*ধ্বজা বেরিয়ে যায়। রফি পলাশ নেত্য গলা ধরাধরি করে হেসে ওঠে।*]

রফি॥ (*বাবলাকে*) ওঃ জব্বর অ্যাকটিং করলে দাদা!

পলাশ॥ (*হাসতে হাসতে*) মাইরি! পলিটিক্স ইজ এ সেক্রেড থিং!

নেত্য॥ ইট মাস্ট বি ক্লিন! ঢপ! পেট ফেটে যাচ্ছে!

বাবলা॥ অ্যাকটিংটা আমি ভালই করি। (*রফিকে*) কিন্তু কথাটা কি তুই মন থেকে বললি?

রফি॥ কোন্‌টা দাদা?

বাবলা॥ ওই যে তোর বাপের কবরের সময় আমি টাকাটা দিইনি...

রফি॥ অ্যাকটিং দাদা, অ্যাকটিং! সবই তো তোমার শেখানো বস্...

বাবলা॥ তোর চোখ কিন্তু অন্য কথা বলছিল...

রফি॥ দশ ঘা জুতো মারো দাদা, ফোলোর মাথায় বেরিয়ে গেছে...

বাবলা॥ কথাটা যখন বলেই ফেলেছিস, আমাকেও তো একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শোন্, এখন থেকে যা আমদানি হবে, তার ফিফটিন পার্সেন্ট তোরা পাবি।

পলাশ॥ সেকি! আদ্দিন তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাচ্ছিলাম!

বাবলা॥ ফাইভ পার্সেন্ট লেস্...

পলাশ॥ লেস্ করে প্রায়শ্চিত্ত!

বাবলা॥ কম দিয়ে তোদের লয়ালটি টেস্ট করে নেব।

[*বাবলা মড়াটা দেখতে দেখতে গাছের পেছনে যায়।*]

পলাশ॥ (একান্তে) শালা হারামির গাছ মাইরি...

নেত্য॥ হিস্স্!

[*পলাশের মুখে হাত চাপা দেয়।*]

বাবলা॥ (*সামনে আসে*) ওরে না, তাতেও তোদের কিছু কম হবে না। এই মড়া...তুষ্টু চামারের মড়া...এখনো অনেক আমদানি করবে...

রফি, পলাশ, নেত্য॥ করবে!

বাবলা॥ করবে! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি...মড়াটা দু'হাত বাড়িয়ে আগামী কয়েক ঘণ্টা রাশ রাশ ক্যাশ টেনে আনছে!

[*নেপথ্যে তান্ত্রিক হাঁক পাড়ছে : মা! মাগো!*]

বাবলা॥ মা! মাগো! মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে যে মাল হাতে তুলে দিলি মা, তাই নিয়ে যেন একটু ব্যবসা করতে পারি মা!

সকলে॥ মা! মা!

[*হঠাৎ উত্তেজিত ধ্বজাধর ফিরে আসে।*]

ধ্বজা॥ লাশ পাড়ো।

বাবলা॥ সে কি!

ধ্বজা॥ পেড়ে নিয়ে গিয়ে ইলেকশন অফিসে রাখব।

বাবলা॥ কেন? তোমার সঙ্গে কথা হলো কাল সকালে এখানে মিটিং হবে...মিছিল হবে...

ধ্বজা॥ করতে দেবে না!

বাবলা॥ কে করতে দেবে না!

ধ্বজা॥ ওরা বলছে বাগান ওদের! ঐ চক্রধর গদাধর...

বাবলা॥ কে বললে ওদের! ডিসপিউটেড বাগান, ডিসপিউটেড গাছ, ডিসপিউটেড লাশ। আর গাঁয়ের যত ডিসপিউটেড মাল সব এই বাবলা মুখুজ্যের আনডিসপিউটেড হাতে চলে আসে! তোমার সঙ্গে কথা হলো প্যাণ্ডেল হবে ...লরী ভাড়া করা হবে...লুচি বোঁদে হবে...তোমায় হিসেব করে ক্যাশ আনতে বলা হলো...

ধ্বজা॥ আমি ক্যাশের কথা বলছি না...

বাবলা॥ আমি বলছি! ক্যাশ ছাড়ো...ক্যাশ ছাড়ো...

ধ্বজা॥ (*পকেট থেকে টাকা বার করে দেয়*) এই নাও ফুল..এই লরী...এই বাঁশ..এই নাও ছাতা...কিন্তু গদাচক্রকে কাটিয়ে কাল ফাংশানটা ছাতা তুমি করছ কী ভাবে? ওরা বলছে, গাছ যার, লাশ তার!

বাবলা॥ বাবলা মুখুজ্জে যখন বলেছে ফাংশান করবে তো করবে! পলাশ!

পলাশ॥ (*টাকাগুলো হিপ-পটেকে ঢোকাতে ঢোকাতে*) বৌদির গরদের শাড়ি আছে?

ধ্বজা॥ আছে।

নেত্য॥ একটা কাঁচি যোগাড় করতে পারবে?

ধ্বজা॥ পারব।

রফি॥ গরদের শাড়িটি পরে, ফুলের মালাটি গলায় দিয়ে, তুমি কাঁচি হাতে তরতর করে মাচায় উঠে যাবে..

[*রফি ধ্বজাধরকে দু'হাতে উঁচু করে তোলে।*]

নেত্য॥ খালের ওপর সেতু-উদ্বোধন দেখেছ ধ্বজুদা?

ধ্বজা॥ দেখেছি...

রফি॥ যেমন করে উদ্বোধনে নেতারা ফিতে কাটে, তুমিও তেমনি করে ঐ শোষিতের গলার দড়িটা কুচ্ করে কেটে দেবে...

বাবলা॥ আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠবে...

[*দেশত্ববোধক কোনো গান যন্ত্রসঙ্গীতে বেজে ওঠে। পলাশ নেত্য রফির ঘাড়ে ভর দিয়ে জননেতা ধ্বজাধর কুণ্ডু হাস্যোজ্জ্বল মুখে আগামীকালের বিরাট সাফল্যের স্বপ্নে মশগুল। তার মাথার ওপর হদ্দ গরিব তুষ্টু চামারের ঝুলন্ত নিরালম্ব পা দুটো দুলছে।*]

● বিরতি ●

দ্বিতীয় অঙ্ক

[*আরো গভীর রাত। কুণ্ডুদের কাঁঠালগাছ...বুকে একটা লাশ নিয়ে মা কালীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি গাছতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিড়ির আগুন। খাচ্ছে ছকু। সন্তপ্ত ছকু গাছতলায় ছটফট করে ঘুরছে।*]

ছকু॥ (*লাশের দিকে চেয়ে*) আমি বৌ মেরেছি! বৌরে আমি খুন করেছি! তুমি দেখেছো? দেখনি! তুমি জানো আমি শয়তান...কাজেই আমি মেরেছি!...আমি গেলুম তারে লাইন থে টেনে সরাতি...আর তুমি বুঝলে তারে ঠেলে ফেললাম!...মিছে অপবাদটা তুমি কেন দে'গেলে আমি বুঝিনে? মেয়েটারে তুমি আমার হাতে দেবা না। ...না খাইয়ে মারবা, তবু আমার হাতে দেবা না! ...তার মনে একটা ঘেন্না ঢুকিয়ে দে' গেলে, মনটারে চিরতরে বিষিয়ে দে' গেলে..যাতে সে কোনভাবে কোনদিন আমার ধারে কাছে না আসে। নিজে মরে তুমি আমারেও মেরে রেখে গেলে!,...সাধু! সাধু তো মরে গেল! এই শয়তানটার

হাতেই তো মরল! অতি সাধুর গলায় দড়ি! (*ছকু গাছটা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদে*) খুড়ো, মুচি-মেথরের ঘরে আমার মতো চোর জোচ্চোর ছেনতাইবাজরাই জন্মায়। তোমার মতো কেউ হয় না! আমরা কাক...তা কাক জাতের মধ্যে তুমি এট্টা ময়ূর এসে জুটলে কেন? পাপ পুণ্যের পালক গোঁজা ময়ূর...

[*ছকু গাছতলায় কাঁদতে থাকে। চক্রধর ঢোকে। হাতে বন্ধকীর খাতা, লণ্ঠন। আধো আঁধারে গাছের আড়ালে বসা ছকুর কান্না শুনে মনে করে বুঝি ঢ্যাঙা কাঁদছে।*]

চক্র॥ ঢ্যাঙা! ব্যাটা এখনো কাঁদছিস! দুনিয়ার বিষ্টি থেমে গেল, বাঁশ বাগানের বিষ্টি আর থামে না! শোন খাতা পত্তর নিয়ে এলাম, মড়িটা নামা...টিপ ছাপ নিই। (*চক্রধর এগিয়ে আসছে, ছকু পালায়*) আরে অ্যাই দেখো, এই ঢ্যাঙা.. ..ঝোপের মধ্যে ঢুকছিস কেন? ...প্রাতঃকৃত্য সারতে গেল নাকি? ..নে, তাড়াতাড়ি আয়....কাজটা সেরে ফেলি! (*চক্রধর গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে। পা চুলকোয়। ওপরে তাকায়।*) কী হ'লো! লাশ কই? আরে! (*ভালো করে দেখে*) না আছে, পাতার আড়ালে সরে গেছে! কিন্তু তখন দেখে গেলুম ঠ্যাংখানা অনেক নিচুতে ঝুলছে, অতো ওপরে চলে গেল কী করে! উঁ? মড়াটা শ্রিন্‌ক করে গেল নাকি! (*পা চুলকোয়*) কত বল্লুম, ভিটেখানা লিখে দে...সসম্মানে বেঁচে থাক! শালা মরলি তবু মচকালি নে! পারছিস, সে ভিটে তুই ঠেকাতে পারছিস! নিজেও মরলি, আর আমাকেও এই মাঝরাতে যত বিছুটি মিছুটি মেখে বেড়াতে হচ্ছে! ...ঢ্যাঙারে তোর হ'লো? কতোক্ষণ লাগে! একটা সামান্য কাজ সারবি, চলে আসবি! (*চারদিকে শেয়াল ডাকছে*) এত শ্যাল ডাকে কেন? উঁ? মড়িটার গন্ধ পেল নাকি? কি করে পাবে? এতো টাটকা মড়ি...মাত্তর খানিক আগে মরেছে! ভাগ্...ভাগ্। (*শেয়ালের ডাক বাড়ে*) হন্যে শ্যালের ডাক যে! চোখগুলো ঠিকরোচ্চে! ঢ্যাঙারে, আমার ভয় করছে! মস্তকে মড়া, সম্মুখে শৃগাল...ঢ্যাঙারে, আমার ভূতের ভয় করে...শিগগির আয়! (*শেয়ালের ডাক বাড়ে*) ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

[*চক্রধর কুকুরের ডাক ছাড়ে—শেয়াল তাড়াতে একটা লাঠি তুলে নেয়—আসলে ওটা সেই রফির পোঁতা ধ্বজা।*]

ভাগ্! ভাগ্!...একি! ধ্বজা পুঁতে গেছে! ধ্বজাধরের ধ্বজা। মড়িখেগো শ্যাল, সব মড়ার গন্ধে গন্ধে এসে জুটছে। আয় তো রে ঢ্যাঙা, টিপছাপ নিয়ে মড়িটারে গাঙে ভাসিয়ে দিই! (*শেয়ালের ডাক বাড়ে।*) ঢ্যাঙা...ওরে ঢ্যাঙারে...(*গাছের ওপরে তাকিয়ে*) কী হ'লো! এই তো দেখলুম বাঁ পা খানা ঝুলছে, এ যে দেখছি ডান পা! চোখে আঁধারি লাগল নাকি আমার! ওরে ঢ্যাঙারে...

[*নেশায় টলমল করতে করতে ঢ্যাঙা ঢোকে।*]

ঢ্যাঙা॥ (*নেশার ঘোরে গাইছে*) মন যে আমার কেমন কেমন করে ...মন যে আমার...

চক্র॥ গেল হাগতে, ফিরল গান গাইতে গাইতে! লাশ নামাবে কেডা!

ঢ্যাঙা॥ কী লাশ?

চক্র॥ মড়া, মড়া...

ঢ্যাঙা॥ কী মড়া?

চক্র॥ তুষ্টুর মড়া...

ঢ্যাঙা॥ কী তুষ্টু?

চক্র ॥ তোমার শ্বশুর তুষ্টু...!

ঢ্যাঙা ॥ কী শ্বশুর?

চক্র ॥ (ঢ্যাঙার চুল ধরে ঝাঁকুনি দেয়) এই শালা গাছে ওঠ...

ঢ্যাঙা ॥ কী গাছ!

চক্র ॥ (ক্ষেপে) আমড়া গাছ!

ঢ্যাঙা ॥ আমি আমড়া খাবো...

চক্র ॥ হারামজাদা, তোমার এখন আমড়া খাবার সময় হ'লো?

ঢ্যাঙা ॥ কার কখন সময় হয় কে বলিতে পারে!

[টকাস্ করে তুড়ি বাজায়।]

চক্র ॥ তাড়ি খেয়ে তুড়ি দিচ্ছে, আমার নাকের ডগায়! তোমার ভ্যানতারা হচ্ছে!

ঢ্যাঙা ॥ কী তারা? বলো, বলো, কী তারা?

চক্র ॥ আরে এ তো খেলা পেয়ে গেছে...সেই কেলাস টু-তে আমরা যা খেলতাম..কী ব্যাঙ? কোলাব্যাঙ!

ঢ্যাঙা ॥ আমি বলি....বলি কী তারা? (*থেমে*) নয়নতারা...

চক্র ॥ নয়ন...? ও তুষ্টুর সেই ডবকা মেয়েটা? (*আদর ঝরানো গলায়*) ওরে শালা খচড়া বুড়ো, তোর এত রস! বাপটা মরতে না মরতে মেয়েটার দিকে নজর পড়েছে? হাড়বজ্জাত! (*ঢ্যাঙার গলা জড়িয়ে*) তোর মনে আছে ঢ্যাঙা, বালাস কালে আমরা দুজনে কতো কীর্তি করেছি! হ্যাঃ হ্যাঃ নিস্ নিস্...তুই মেয়েটাকে নিস্...আমি ভিটেমাটিটা নিচ্ছি।

ঢ্যাঙা ॥ (*লাফিয়ে ওঠে*) কোন্ চোট্টা তুষ্টুর ভিটে নেয় রে? গুঁড়ো করে দেব, তার হাড় ভেঙে আমি গুঁড়ো করে দেব!

চক্র ॥ অ্যাই ঢ্যাঙা!

ঢ্যাঙা ॥ চাউকিদার...চাউকিদার বলো! অ্যাই দ্যাখো, আমার তকমা জ্বলছে! তুষ্টু আমার ছেলে, আমার পুণ্যবান ছেলে...

চক্র ॥ আবার! শালা আবার!

[ঢ্যাঙার পেছনে লাথি মারে। ঢ্যাঙা পড়ে যায়।]

ঢ্যাঙা ॥ মাপ করি দ্যান বড়জ্যাঠা...ভুল হয়ে গেছে!

চক্র ॥ হারামজাদা! বার বার ভুল! আমাকে মদনা পেয়েছিস!

ঢ্যাঙা ॥ বড়জ্যাঠা, নেশার কালে মান্ষের মুখের কথার ঠিক থাকে না বড়জ্যাঠা...

চক্র ॥ উঁ: শোকের কালে কথার ঠিক থাকে না...নেশার কালে কথার ঠিক থাকে না....শালা কোন কালেই দেখি তোর কথার ঠিক থাকে না...

ঢ্যাঙা ॥ বড়জ্যাঠা...বড়জ্যাঠা...

চক্র ॥ তুই আমাকে ঘেন্না করিস! সেই ঘেন্না তাড়ির ঠেলায় এখন উঠে আসছে! তোরে কী করি দ্যাখ!...তোর চরিত্তির বেরিয়ে পড়েছে ...তোর জাতের চরিত্তির!

ঢ্যাঙা ॥ না বড়জ্যাঠা, আমি আপুনার ছেলের মত...তারই মত বেহুঁশ...

[ঢ্যাঙার হাত চক্রধরের পা থেকে শুরু করে গলা পর্যন্ত ওঠে। গলা জড়িয়ে ধরে ঢ্যাঙা। সে বাঁধনের এমন জোর, চক্রধরের দম আটকে আসে। জিভ বেরিয়ে পড়ে।]

ঢ্যাঙা ॥ মাপ করে দ্যান বড়জ্যাঠা...

[*কয়েকটি দম আটকানো মুহূর্ত কাটে। চক্রধর কোন রকমে ঢ্যাঙাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। বেহুঁশ ঢ্যাঙা গাছতলায় চিৎ হয়ে পড়ে।*]

চক্র ॥ ঘাড়টা...ঘাড়টা একেবারে বাঁকিয়ে দিয়েছে রে! এমন কি গাছটার দিকেও তাকাতে পারছিনে! খুন করে ফেলছিল হারামজাদা! আচ্ছা ওকি নেশা করে গলা চেপে ধরল, না গলাটা চাপবে বলেই নেশাটা করে এলো! বুঝতে পারিনে ব্যাটারে...কেমন যেন আঁধারি লেগে যায়! দাঁড়া। আজকের কাজটা মিটিয়ে নিই। তারপর বুঝে নেব...(*থেমে*) ঢ্যাঙা, এই ঢ্যাঙা...ঢেঙু...

ঢ্যাঙা ॥ অ্যাঁ!

চক্র ॥ ওঠ বাবা, গাছে ওঠ...

ঢ্যাঙা ॥ মাপ করে দ্যান...

চক্র ॥ করেছি...আমি কিছু মনে করিনি। ঘাড়ে আমার মচকা লেগেছে—কিন্তু মনে আমার কিচ্ছু নেই! ওঠ...

ঢ্যাঙা ॥ (*গাছে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে*) পারছিনে গো...হাতে পায়ে জোর পাচ্ছিনে গো...সব কেমন ঢিলে ঢিলে লাগছে..হচ্ছে না!

চক্র ॥ হবে... হবে...পারবি! ঐ দ্যাখ মা-কালীর মতো গাছটা গলায় মড়া ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মড়াটার দু হাতে দশ আঙুল...বুড়ো আঙুল...তার গায়ে একটু কালি...একটা টিপছাপ...একখানা ভিটে মাটি আমার হাতে এসে গেছেরে...মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধান...

[*শেয়ালের ডাক ক্রমশ বাড়ছে।*]

হেই! হেই! ভাগ্!

ঢ্যাঙা ॥ শেয়াল! শেয়ালগুলো তাড়া করে আসে গো...জ্যাঠা...বাড়ি চলো...

[*তেড়ে আসছে শেয়ালের ডাক...ঢ্যাঙা চক্রধরের হাত ধরে টানছে।*]

চক্র ॥ হেই হেই! ভাগ্!

ঢ্যাঙা ॥ বাড়ি চলো...

চক্র ॥ না না আমার লাশ নামা...

ঢ্যাঙা ॥ বাড়ি চলো...

চক্র ॥ আমার লাশ...

ঢ্যাঙা চক্রধরকে পাঁজাকোলা করে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এবার গাছের ওপর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। চাপা বীভৎস গোঙানি। গাছের দু ডালের ফাঁকে তুষ্টু চামারের জীবন্ত মুখ দেখা যায়।]

তুষ্টু ॥ ভগবান...ভগবান আমারে বাঁচাও! আমি কি করব বলে দ্যাও! এরা আমার লাশ নেবে, কিন্তু...কিন্তু আমি তো মরিনি!

[*হুয়া ও হুক্কা ছুটে এসে এই দৃশ্য দেখে হাঁ করে চেয়ে আছে।*]

আমারে চোর বলে ধরেছে! ছাড়বে না! আমারে ঠ্যাঙাবে, দুর্নাম রটাবে। তাই দড়িটারে গলায় জড়ায়ে আত্মহত্যের ভাণ করলাম। ভেবেছিলাম বাবুদের দয়া হবে...আমারে নামায়ে

মুখি চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আমারে ঘরে পাঠাবে। বুঝতে পারিনি...হে ভগবান...আমি বুঝতে পারিনি ওরা আমার মড়াটার ওপর এমন করে ঝাঁপায়ে পড়বে! ...আমার দেহটা নিয়ে শ্যালে মান্‌ষে এমনি করে ছেঁড়াছিঁড়ি করবে! (কাঁদে) আমি এখন কী করি? পালাই...পালাই..

হুয়া॥ কতবড় ছাগল দ্যাখ হুক্কা....

হুক্কা॥ ছাগল!

হুয়া॥ একবার আত্মহত্যের ভাণ করল, আর সেই মানুষ এখন হেঁটে বাড়ি যাবে! এতে লোকে কী বুঝবে?

হুক্কা॥ কী বুঝবে?

হুয়া॥ বুঝবে ব্যাটা সত্যি সত্যি চোর! শুধু চোর না, ছ্যাঁচোড়...জোচ্চোর! ছ্যা ছ্যা, আমি হলে...

হুক্কা॥ কী করতিস?

হুয়া॥ আমি হলে এ অবস্থায় মরে গেলেও না মরে ছাড়তাম না!

তুষ্টু॥ (স্বগত) তাইতো! পালাই কী করে? যা অবস্থা! এমন তো আমার নিজ হতে নামারও উপায় নেই। আমারে তো ঝুলেই থাকতি হবে!

হুয়া ও হুক্কা॥ হ্যা হ্যা হ্যা...

তুষ্টু॥ কতক্ষণ ঝুলবো? সেই সকাল পর্যন্ত ...ধ্বজাবাবুরা বাদ্যি বাজায়ে আমারে নামাবে...আমার লাশটা নিয়ে মিছিল করবে!

হুক্কা॥ কপিকলে আটকে গেছ বাপধন!

তুষ্টু॥ মরণ ছাড়া আর আমার গতি নেই গো!

হুয়া॥ এইতো বুঝেছ! মরণের চেয়ে বরণীয় আর এখন কিছু নেই তোমার!

তুষ্টু॥ (*এতোক্ষণে শিয়ালদের লক্ষ্য করে*) এই শ্যালেরা, তোরা আমায় খাবি, কিন্তু খবর্দার...মান্‌ষে যেন আমার লাশ না পায়। তোরা...তোরা খাবি!

[*তুষ্টুর মুখের আলো নিভে যায়।*]

হুয়া॥ মরো মরো! জ্যাঠারা যা ক্ষেপে আছে, এখন তোমায় জ্যান্ত পেলে পিটিয়ে তোমায় লাশ বানিয়ে নেবে! হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম পলিটিশিয়াল!

হুক্কা॥ পলিটিশিয়াল!

হুয়া॥ হুঁ, আমরা শুধু শিয়াল...আর ধ্বজাবাবু পলিটিক করে তো...পলিটিশিয়াল!

হুক্কা॥ তুই অনেক পলিটিক দেখেছিস বুড়ো...

হুয়া॥ তা বয়েস তো কম হলো না রে ছুঁড়ো...ভাদ্দরে পুরো আট বর্ষ...কতো দেখলুম খরা বন্যে দলীয় সংঘর্ষ!

হুক্কা॥ দলীয় সংঘর্ষ! সেটা কী!

হুয়া॥ মহোচ্ছব...মহোচ্ছব রে ছুঁড়া! তবে কিনা খরা বা বন্যেতে আমরা লাশ পাবো গোটা গোটা...দলীয় সংঘর্ষে কাটা কাটা! পথের পাশে মুণ্ডু পেলি...পুকুরে পা-টা...যাকে বলে কচুকাটা!

হুক্কা॥ আরে তেরি! দলীয় সংঘর্ষ কবে হবে বুড়ো!

হুয়া॥ হবে কিরে...সংঘর্ষ চলছে অবিরত। ওটাই তো শেয়ালদের বাঁচিয়ে রেখেছে মুখ্যত। দ্যাখতো মড়াটা কি জ্যান্ত?

হুক্কা॥ (গাছে তাকিয়ে) ঝুলেছে! হুই মগডালে! জিব বেরিয়ে পড়েছে! এইবার মরেছে!

হুয়া॥ মরবেই তো! কিরকম প্ররোচনাটা দিলুম!

হুয়া ও হুক্কা॥ (গাছতলায় হাত পেতে) পড়্ পড়্ পড়্ পড়্...

[*অন্ধকারের মধ্যে থেকে এক ভৌতিক মূর্তি গাছতলায় এসে দাঁড়ায় এবং চারদিকে চেয়ে গাছে উঠছে।*]

হুয়া ও হুক্কা॥ (*চিৎকার করে*) নিয়ে গেল...নিয়ে গেল...ধর্ ধর্ ধর্ ধর্..

[*হঠাৎ ছুটে আসে শ্মশানের তান্ত্রিক। যার হাঁকডাক শোনা গেছে বহুবার। শেয়ালেরা পালায়। তান্ত্রিক ভূতটাকে হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনে। ভূত সে নয় অবশ্যই, কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা গদাধর কুণ্ডু। কাঁধে মস্ত লম্বা একটা ব্যাগ।*]

গদা॥ কে! কেরে! তান্ত্রিক!

তান্ত্রিক॥ ঠিক ঠিক বেল্লিক! তোর মাসতুতো ভাই! শবদেহটা আমার চাই...

গদা॥ খবরদার!

তান্ত্রিক॥ ব্রাদার, একান্ত বাসনা, করিব শবসাধনা..

গদা॥ শব নিয়ে সাধনা!

তান্ত্রিক॥ হ্যাঁ ব্রাদার! কতকাল ডাকিলাম, মা না দিল সাড়া....
এতদিনে বলিয়াছে তারা...
বিনা শব সাধনা
সিদ্ধি মোর মিলিবে না মিলিবে না!
তাই, তাই কিরে এই গাছে
শবদেহ উর্দ্ধবাহু নাচে...?

গদা॥ নাচাচ্ছি তোমার শবদেহ!

তান্ত্রিক॥ খাবি? খাবি ওরে করালীমাতা...ভূতপ্রেত পরিবৃতা! নরদেহ! নরদেহ চাই তোর?
হাঃ হাঃ হাঃ...

[*গদা ঘাবড়ে পিছিয়ে যায়।*]

ওরে ভীমলোচনা,
আজি রজনীতে পূর্ণ হবে তোর বাসনা...

[*তান্ত্রিক গাছে উঠতে যায়।*]

গদা॥ (*এগিয়ে এসে*) অ্যাই,. ভড়কি অন্য জায়গায় দেখাবি!

তান্ত্রিক॥ ব্রাদার, জাগাবো?

গদা॥ কী জাগাবি!

তান্ত্রিক॥ জাগাবো কি কুলকুণ্ডলিনী?
ছুটে আসবে যত ডাকিনী যোগিনী! হাঃ হাঃ হাঃ...

[*গদা পিছিয়ে যায়।*]

যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে মহিষবাহনায়

মম প্রণামং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্ন...
বিঘ্ন নিবারণং কৃত্বা
মম সিদ্ধিং
প্রয়চ্ছ প্রয়চ্ছ প্রয়চ্ছ..

গদা॥ (এগিয়ে আসে) অ্যাই! খবরদার! ফের যেদিন মড়া চুরি করতে দেখব, ঠ্যাং ভেঙে গাঁ থেকে বার করে দেব।

তান্ত্রিক॥ মাইরি! এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র!

[*গাছে তুষ্টুর দিকে ইঙ্গিত করে*]

ঐ গণ—(*নিজেকে দেখিয়ে*) এই তান্ত্রিক!

গদা॥ চোপ! যেখানে মড়া...ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির! কলেরায় মড়া ভেসে যাচ্ছে, গাঙে ডুব দিয়ে সেটা টানাটানি করছে!

তান্ত্রিক॥ তুই বা কেন তখন গাঙে গিয়েছিলিরে?

গদা॥ গিয়েছিলুম তোমারে ধরিতে!

তান্ত্রিক॥ আমারে ধরিতে,
না মড়াটা তোর ব্যাগে ভরিতে!
বলি? বলি এবার..
তোর কারবার?

গদা॥ অ্যাই চুপ!

তান্ত্রিক॥ শয়তান!
যত গরিব দুঃখীর এস্কেলিটান
চাপাইয়া টেরেনে,
পাচার করিস ফরেনে!

গদা॥ চুপ! চুপ!

তান্ত্রিক॥ পাবি না, পাবি না পার
কঙ্কালের স্মাগলার...
উত্তপ্ত হয়েছে পার্লামেন্ট
আহত এম.পি দের সেন্টিমেন্ট!
মা! মা! এই সেই পাষণ্ড,
ভূ-ভারতে ধর্ম্মকর্ম করিতেছে লণ্ডভণ্ড!

গদা॥ বাড়াবাড়ি করছিস!

তান্ত্রিক॥ বাড়াবাড়ি! আজি পাঞ্জাব হতে ত্রিপুরা..
ওল্ডদিল্লী হতে রজনীশপুরম...
সর্ব্ব ধর্ম্মস্থানে পড়িতেছে আঘাত...
বাদ যায় নাই আমারও পশ্চাত!

গদা॥ তোর পশ্চাতে আমি কী করলাম?

তান্ত্রিক॥ কী করিলি?

পশ্চাতে ছিল মোর পঞ্চমুণ্ড...
সরিয়ে ফেলেছিস একটি—তুই গদাধর কুণ্ডু!

গদা॥ হ্যাঁ, পশ্চাতের মুণ্ডুটি সরিয়েছি...এবার অগ্রেরটি সরাবো। অগ্রপশ্চাৎ ভেবে আমার সঙ্গে লাগবি! কেটে পড়্! এ মড়াটা আমার...আমার গাছে ঝুলছে!

তান্ত্রিক॥ মানিতেছি গাছ তোর, আইনেরে বলে...
অধিকার আছে তোর ফুল এবং ফলে...
তা বলে মড়া? মড়া কি কারো গাছে ফলে? হাঃ হাঃ হাঃ! তবে?
কাটাঘুড়ি জড়াইলে বৃক্ষশাখে
নিবি তুই তাকে?
গদাধর, ভ্রাতৃবর, এ মড়া যাইবে মায়ের ভোগে...

গদা॥ মায়ের ভোগে পাঠাব তোকে...

[*হঠাৎ গদাধর তান্ত্রিককে জাপটে ধরে লড়তে লড়তে শ্মশানমুখো বেরিয়ে যায়। বাবলা মুখুজ্যে এবার নেত্য পলাশকে নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নেপথ্যের লড়াই উপভোগ করতে থাকে। তান্ত্রিক ও গদাধরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ ভেসে আসছে।*]

নেত্য ও পলাশ॥ (*সেদিক চেয়ে*) হুপ্! হুপ্!

বাবলা॥ কী বলেছিলুম?

পলাশ॥ টোপ!

বাবলা॥ হুঁ, টোপটা ঝুলিয়ে রাখ, চারে মাছ লাগবে।

পলাশ॥ একজোড়া লেগেছে!

নেত্য॥ বোয়াল মাছ!

[*নেপথ্যে তান্ত্রিক ও গদাধরের গর্জন শোনা যাচ্ছে।*]

বাবলা॥ রাঘব বোয়াল!

পলাশ॥ এক বোয়ালের তপস্যা!

নেত্য॥ এক বোয়ালের ব্যবসা।

পলাশ॥ মালকড়ি খিঁচে নাও দাদা, ছেড়ো না!

বাবলা॥ চিয়ার আপ তুষ্টু...খেলছিস ভালই!

[*গদাধর তান্ত্রিককে কাবু করে দৌড়ে আসে, আর পড়ে যায় বাবলার মুখোমুখি। তাড়াতাড়ি কালো কাপড়ে মুখ ঢাকে।*]

বাবলা॥ শব চাই শব চাই উঠিয়াছে রব...
বিনা শবে নাহি মিলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ...
মানুষের শব আজ মানুষের ভক্ষ্য!
(*গদাধরের মুখের আবরণ সরিয়ে*) ব্ল্যাকভার্স....নিকালো পার্স!

গদা॥ অ্যাঁ?

বাবলা॥ (*গদাধরের জামার কলার খামচে ধরে ঝাঁকুনি দেয়*) লাশ নেবে ক্যাশ ছাড়বে না? তোমায় অনেকদিন ধরে বলছি গদা, তোমার ব্যবসায় আমাদের পার্টনার করে নাও।

নেত্য॥ (*গদাধরের পিঠে ঢোকা দিতে দিতে*) আমরা বেওয়ারিশ লাশ যোগাড় করে

দিচ্ছি, তুমি বিদেশে পাচার করো...

বাবলা ॥ তুমি শালা অ্যাভয়েড করে যাচ্ছ!

পলাশ ॥ (*গদাধরের পিঠে চাকু ঠেকিয়ে*) ডাক্তারি ছেড়ে এখন লাশ বিক্রির ব্যবসা ধরেছ! গাঁ থেকে একটা মড়া নিতে গেলে বাবলাদাকে টোল ট্যাক্স দিতে হবে।

[*গদাধর বাবলার পকেটে টাকা গুঁজে দেয়।*]

বাবলা ॥ কত দিচ্ছ?

গদা ॥ যা দিচ্ছি রাখো, পরে একটা হিসেব হবে। তুমি তো আমার পার্টনার হচ্ছো!

বাবলা ॥ যাঃ শালা, লাশ নিয়ে যা! এরপর অনেক খদ্দের জুটে যাবে।

[*লণ্ঠন হাতে চক্রধর ঢোকে।*]

চক্র ॥ বাবলা নাকি?

বাবলা ॥ (*একটু ঘাবড়ে*) আরে চাকুদা যে? তা এত রাত্তিরে হ্যারিকেন হাতে বাগানে! তোমার আমাশা সারেনি? থানকুনি খাচ্ছো তো?

চক্র ॥ তুমি কি কারো টাকা খাচ্ছ?

বাবলা ॥ আমি তো সবার টাকাই খাই চাকুদা। তবে তোমারটা একটু বেশি খাই...

চক্র ॥ আমার টাকাটা একটু বেশি খাও, আর আমার পেছনেই একটু বেশি থানকুনি করো!

বাবলা ॥ কি বলছ দাদা, তোমার ভালো ছাড়া মন্দটা করিনা।

চক্র ॥ তোমার সঙ্গে আমার কি কন্ট্রাক্ট রয়েছে?

বাবলা ॥ কী কনট্র্যাক্ট!

[*পলাশের দিকে তাকায়।*]

চক্র ॥ কী কন্ট্র্যাক্ট, পলাশ?

বাবলা ॥ কী বলো না...

চক্র ॥ ধরো আমি ভুলে গেচি। তুমি বলো, কী কন্ট্র্যাক্ট! (*নেতা চলে যাচ্ছে*) এই যে হরিধনবাবুর ছেলে, যাবে না—এদিকে এসো। আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে কি আমার এমন চুক্তি ছিল না যে, তোমরা আমার হয়ে চামারপাড়াটা উচ্ছেদ করে দেবে?

বাবলা ॥ দিচ্ছি তো।

চক্র ॥ দিচ্ছ?

বাবলা ॥ দেখ, বাবলা মুখুজ্যে না থাকলে ঐ বিশ ঘর চামার আজ মাত্তর চোদ্দ ঘরে এসে ঠেকত না! ভূমিদখল আর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ একই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি দাদা!

গদা ॥ বাজে না গেঁজিয়ে ফালতু লোককে এখান থেকে হাটাও।

[*চক্রধর অদূরে ভূতুড়ে পোশাকপরা গদাধরকে দেখে ঘাবড়ে যায়। কয়েক পা এগিয়ে চিনতে পারে।*]

চক্র ॥ (*গম্ভীর হয়ে*) বংশের কুলাঙ্গার....ভূত সেজে ধরেছ তুমি কঙ্কালের কারবার!

গদা ॥ মাই কারবার ইজ্ থাউজ্যাণ্ড টাইমস বেটার দ্যান ইয়োরস্! শ্মশানে চিতের পাশে বসে তো মড়ার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নাও।

চক্র ॥ একদিন তোর চিতের পাশে বসেও নেব।

গদা॥ আর আগে তোমার কঙ্কাল আমি চালান করে দেব।

চক্র॥ তাতো দেবেই। আমার কঙ্কাল চালান করবে...সেই কঙ্কাল গুঁড়ো করে জমিতে সার দেওয়া হবে...সেই সারে ফুলকপি ফুটবে...(*পলাশ নেতা হাসে*) হেসো না ...ফুটবে...সেই পাওয়ার...সেই ক্যালিবার আছে আমার হাড়ে...বুঝেছ...(*গদার দিকে ঘুরে*) গদা, তোরে আমি কাঁঠাল দিচ্ছি, কাঁঠাল তুই নিয়ে যা...লাশ ছেড়ে দে।

গদা॥ কাঁঠাল তুমি নাও, লাশ আমার!

চক্র॥ এক চড়ে মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব তোমার...

গদা॥ তবে রে শয়তান!

[*চক্রধর ও গদাধর দুজনে পরস্পরের দিকে তেড়ে যায়।*]

বাবলা॥ ধর, ধর, পলাশ..ধর! আরে উত্তেজিত হচ্ছো কেন তোমরা? শোনো...

[*পলাশ ও নেতা তাড়াতাড়ি চক্র ও গদাকে ধরে।*]

চক্র॥ ধরবে না আমাকে, আমি মোটেই উত্তেজিত হইনি! শালা তোর ভূতের খেলা কী করে থামাতে হয়...

বাবলা॥ চুপ করো না। চাকুদা তোমার কী চাই বলো না...

চক্র॥ আমার কিছুই চাইনে...

বাবলা॥ বাঃ, মড়ার টিপছাপ চাইনে?

চক্র॥ হ্যাঁ, মড়ার টিপছাপ চাই!

বাবলা॥ পলাশ...লাশটা দু'ভাইকে ভাগিয়ে দে তো।

পলাশ॥ এক লাশ দু'ভাইকে...কী করে হবে দাদা?

বাবলা॥ চ্যাপ! লাশ নামাবার পর প্রথমে দিবি বড়ভাইকে...বড়ভাই টিপছাপ নিয়ে ছেড়ে দেবে মেজভাইকে...সে পাচার করে দেবে। হ'লো?

[*ধ্বজাধর অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে।*]

ধ্বজা॥ কী হ'লো?

বাবলা॥ (*ধ্বজাকে খেয়াল না করে*) ঐ যে প্রথমে টিপছাপ...তারপর কঙ্কাল...

ধ্বজা॥ আমার মিছিলের কী হবে?

বাবলা॥ (*খেয়াল হতে*) আরে ধ্বজু যে!

ধ্বজা॥ মিছিলের নাম করে কত টাকা নিয়েছ তুমি?

বাবলা॥ করো না মিছিল, ঐ তো মাল রয়েছে...

গদা॥ রয়েছে মানে কি, ওটা তো চালান যাবে।

বাবলা॥ তা তো যাবেই!

গদা॥ তাহলে মিছিল?

বাবলা॥ হবে না!

ধ্বজা॥ বাবলাদা!

বাবলা॥ তাহলে মিছিলটাই হবে, আর কারো কিছু হবে না!

চক্র॥ অ্যাই বাবলা! আমার...?

বাবলা॥ আচ্ছা তাহলে তোমারটাই হবে...আর কারুর হবে না।

ধ্বজা॥ আমার কাছে খবর আছে এই লাশ তুমি এক ফাঁকে টেকো ব্রহ্মর কাছেও বিক্রি করে এসেছ।

বাবলা॥ ভালো দাম পেয়ে গেলুম, দিলুম বেচে।

চক্র॥ মানে? সেও এখুনি এসে পড়বে! এক লাশ কুমিরের ছানার মতো কতজনকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছিস অ্যাঁ—

গদা, ধ্বজা॥ ওসব শুনব না। টাকা দিয়েছি..মাল বুঝে দিয়ে যাও...

বাবলা॥ একটা লাশ ক জায়গায় বোঝাবো! এত পার্টি সামলাবো কী করে! (মাথা ঝাঁকিয়ে কড় গুণে, মনে মনে হিসেব করে) আমার ঘুম পাচ্ছে ভাই, আমি বাড়ি যাই।

ধ্বজা ও গদা॥ ধর্, ধর্...

বাবলা॥ এই পলাশ, লাশটা তিনভাইকে ভাগিয়ে দে তো...

পলাশ॥ লাশটা কি মাঝখান থেকে চিরে ফেলব দাদা?

ধ্বজা ও গদা॥ না, না, গোটা রাখবি!

পলাশ॥ গোটা লাশ তিন ভাগে ভাগাবো কী করে দাদা?

বাবলা॥ তুই না ব্যাটা পল-সায়েন্সে হন্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিস?

পলাশ॥ ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশান আমার স্পেশাল পেপার ছিল...

বাবলা॥ ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশান তোমার স্পেশাল পেপার ছিল...অথচ এখনো লাশ গোটা রেখে তিন ভাগ করতে শেখোনি! শোন্, লাশ নামবার পর, ফার্স্ট দিবি বড়ভাইকে... সে টিপছাপ নিয়ে ছেড়ে দেবে ছোটভাইকে...ছোটভাই সারাদিন মিছিল লড়াবে...ছেড়ে দেবে মেজভাইকে...মেজভাই যা পারে করবে! হ'লো?

পলাশ॥ পায়ের জুতোখানা মাথায় রাখো দাদা...

চক্র॥ বাবলা! কি যন্তর তৈরী হয়েছিস...এক লাশ পাটিসাপটার মতো তিন ভাগে ভাগিয়ে দিলিরে?

বাবলা॥ আচ্ছা চাকুদা, তুমি তো এদের মধ্যে বড়...তুমি ভাই দুটোকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারো না?...বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের মত তৃতীয় বিশ্বের দখল নিয়ে লড়াই করছ! আসলে তোমাদের কারো ইন্টারেস্টে কোন ক্ল্যাশ নেই! তোমাদের তিনজনের মা আলাদা আলাদা কিন্তু বাপ তো একজন! ঈশ্বর নারায়ণ কুণ্ডু! কেন ভুলে যাও তোমরা সেই একই নারায়ণের হাতের ধ্বজাগদাচক্র!

চক্র॥ (*আবেগে মথিত হয়ে*) বা বা বা, সার কথা বলেছিস বাবলা...আমরা একই নারায়ণের হাতের ধ্বজাগদাচক্র! বা বা বা...একবারে মহাপুরুষের বাণী শোনালিরে!

গদা॥ বড়দা, আমি তোমায় না বুঝে অনেক আজেবাজে কথা বলেছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো...

চক্র॥ তুমি কী বলেছ বা না বলেছ সেটা কোনো কথা নয়...কথা হ'লো, তুমি আর ভূত সেজে আমায় ভয় দেখাবে না ভাই গদা...

[*চক্রধর গদাধরকে জড়িয়ে ধরে।*]

গদা॥ তুমি আমায় একটা চড় মারো বড়দা!

চক্র॥ যাঃ তাই কি হয়!

গদা॥ তাহলে বুঝবো, তুমি রেগে রয়েছ!

চক্র॥ আরে তোর বৌদিও তো আমায় কত সময় যাচ্ছেতাই বলে। তাই বলে আমি কি তোর বৌদিরে মারি, বরং সেই আমায় মাঝে মাঝে...

ধ্বজা॥ মেজদা চাইছে চড় খেতে! দাও না খেতে।

চক্র॥ (*ধ্বজার গালে চড় মেরে*) আরে তোদের গালে চড় মারলে, সেই চড় আমার গালে লাগে না!

পলাশ॥ আরে বলছে যখন মেরে দাও না! আচ্ছা আমি মেরে দিচ্ছি! (*গদার গালে চড় মারে*) শোন, তোমরা গুছিয়ে বসে একটা পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি করে ফেল। আমরা যাই...

[*বেগে তান্ত্রিক ঢোকে।*]

তান্ত্রিক॥ বাবলাদা, পুত্রবর...

বাবলা॥ দাদাও ওর, পুত্রও ওর! সোজা বাংলায় বল মুনিবর, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স আমার ভাল লাগে না...

তান্ত্রিক॥ আমি ওদের মাসতুতো ভাই, একভাগ চাই...

[*হঠাৎ বিশাল দেহ নিয়ে উদয় হয় ঢ্যাঙা।*]

ঢ্যাঙা॥ আয়, আয়, কেডা লাশ নিবি আয়!

চক্র॥ ঐতো ঢ্যাঙা...ঢ্যাঙারে, আমাদের সব মিটেমেটে গেছে...এখন আমরা ভাই-ভাই এককাট্টা! এবার লাশটা নামিয়ে ঐ যে ভাবে বলে গেল, ঐভাবে ভাগিয়ে দে তো...

ঢ্যাঙা॥ বড্ড অস্! অ্যাঁ? গরিবের মড়ায় বড্ড অস্? অস্ একেবারে মাটো করে ছেড়ে দেব।

চক্র॥ এ ব্যাটার নেশা এখনো কাটেনি দেখছি!

ঢ্যাঙা॥ কী করবি? রুটি দেয়া বন্ধ করবি? খাবো না তোর রুটি। দিস তো চারখানা রুটি এই বিশাল দেহটারে। যা খাবো না!

ধ্বজা, গদা ও বাবলা॥ অ্যাই ঢ্যাঙা!

ঢ্যাঙা॥ কী করবি? চাকুরি খাবি? খা শালা, এতো গাধার চাকুরি, গাধার তক্‌মা! কিন্তু শুনে রাখ শালারা, যতক্ষণ না চাকুরি খাচ্ছিস...ততক্ষণ আমি চাউকিদার!

তান্ত্রিক॥ (*মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে ঢ্যাঙার দিকে আসে*) যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে...

ঢ্যাঙা॥ অভিশাপ দিবি! (*লাঠি তুলে*) ভাগ্...

[*তান্ত্রিক উল্টোদিকে ঘুরে ছুটে পালায়।*]

এই শালারা আমায় চাউকিদার করেছে এদের মড়া চৌকি দেবার জন্যি! ভাগ্ শালারা—ভাগ্...ভাগ্...

[*লাঠি উঁচিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঢ্যাঙা। হুয়া ও হুক্কা ঊর্দ্ধমুখে গাছের দিকে তাকিয়ে গাইতে গাইতে ঢোকে।*]

হুয়া ও হুক্কা॥ (*গান*)

ওরে বিধি এই যদি ছিল তোর মনে...
অকালে মারিলি কেন তুষ্টু বাপধনে...

ওরে বায়ু পিত্ত কফে ভরা পঞ্চভূতের দেহ...
পঞ্চভূতে খাবে তাহা চর্ব্য চূষ্য লেহ...
দে দে ছেড়ে দে ঝড় ভূমিকম্প...
ডালপালা ঝালাপালা তুষ্টু মারে ঝম্প...

হুক্কা॥ অ্যাঁ! মড়া নেবে! কখন থেকে হাপিত্যেস করে বসে রয়েছি!

হুয়া॥ তুষ্টু আমাদের লোক! আমরা খাব!

হুক্কা॥ আমাদের লোক!

হুয়া॥ হুঁ, আমরা একই কেলাশের জীব...

হুক্কা॥ একই কেলাশের...

হুয়া॥ একই কেলাশের...একই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির শিকার! ...আমরা জন্মদোষে সব্বোহারা, তুষ্টু কম্মদোষে সব্বোহারা। আমরা চুরি করে ধরা পড়ে ল্যাজ তুলে পালাই...তুষ্টুর ল্যাজ নেই তাই গলায় দড়ি তুলে পালায়।

হুক্কা॥ তুই কতো জানিস! এতো সব খটোমটো পণ্ডিতি তুই কোথায় শিখলিরে বুড়ো?

হুয়া॥ তোর জন্মের আগে রে ছুঁড়ো...এক বাক্যিবাগীশ আতেঁলের আধপোড়া মুণ্ডু আমি চিবিয়ে খেয়েছিলুম। তারপর থেকেই হাঁ করলেই সব হড়হড় করে বেরিয়ে পড়ে! তুষ্টু আমার ভাই...আমার মায়ের পেটের ভাই...

হুক্কা॥ তবে তুষ্টুরে আমরা খাব না...

হুয়া॥ অ্যাঁ, খাব না?

হুক্কা॥ না। তুই তো বললি তুষ্টু আমাদের ভাই! নিজের ভাইকে কেউ খায়!

হুয়া॥ গাছ থেকে পড়লেও খাব না!

হুক্কা॥ না!

হুয়া॥ (*হেসে*) নিজের পরে অত আস্থা আমার নেই। পড়লেই খাবো!

হুক্কা॥ বুড়ো ভাম, এত লোভ তোর...

[*হুক্কা হুয়ার গলা খামচে ধরে।*]

হুয়া॥ পাগল করে দেবে...এই ছোঁড়াটাই আমায় পাগল করে দেবে।

হুক্কা॥ যা তুই পাগল হয়ে যা...পেট ফেটে মরে যা....

হুয়া॥ ওরে শোন্...আমরা হলুম শ্যাল...আমাদের কাজই হ'লো আবর্জনা সাফা করা। তুষ্টু আবর্জনা..আমরা সাফা করে দেব। ...আচ্ছা, আমি মরে গেলে তুইও আমায় সাফা করে দিস। আমি কিছু মনে করব না। (*চমকে*) একি! জল পড়ছে! এই তো কাঁধে পড়ল! (*কাঁধের জল আঙুলে মুছে নিয়ে চাটলো।*) রক্ত! হুক্কা! রক্ত! রক্ত!

হুক্কা॥ হুয়ারে, ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে!

হুয়া॥ (*লালা ঝরছে*) আঃ লক্ত! লক্ত! আয়, আয়, তুই খা, আমি খাই...আঃ কতোকাল খাইনি...লক্ত! লক্ত!

[*দুই শেয়াল গাছ থেকে ঝরে পড়া রক্ত চকচক করে চেটে চেটে খাচ্ছে—হঠাৎ রাতের বুক চিরে ভেসে আসে নয়নতারার কান্না।*]

নয়ন॥ ও বাবাগো....(*নয়নতারা ছুটে আসে পাগলির মতো। কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে*

পড়ে গাছতলায়) ও বাবাগো...তুমি কোথায় গেলে গো..ও বাবা তুমি ফিরে এসো। ও আমার বাপরে...এ তোমার কী দশা হলো রে!

[শেয়াল দুটো ঝোপের মধ্যে ঢুকে কাঁদছে—সেটা নয়নতারার দুঃখে, না রক্তপানে বাধা পাবার জন্যে বোঝা গেল না।]

হুয়া ও হুক্কা॥ (*কাঁদতে কাঁদতে ইনিয়ে বিনিয়ে গাইছে*)

ওরে বিধি এই যদি ছিল তোর মনে...
অকালে মারিলি কেন তুষ্টু বাপধনে...

[শেয়াল দুটো অন্তর্হিত হয়।]

নয়ন॥ আমি...আমি তোমারে মারলাম গো...

[ছকু ঢোকে।]

ছকু॥ তুই না নয়ন...আমি তোর বাপেরে মেরেছি...আমি!

নয়ন॥ রাক্ষুসী! রাক্ষুসী! আমি ডাইনী! বাপটারে খেলাম। ভাইটারে খাচ্ছি। ও ভগমান আমার কেন মরণ হয় না! আমি যে সব খেয়ে ফেললাম রে!

ছকু॥ চুপ কর, নয়ন...

নয়ন॥ কতো দুঃখু কতো যেন্না নিয়ে বাপ আমার চলে গেল রে...আমি...আমি সাধুহত্যে করলাম রে!

[নয়নতারা গাছতলায় মাথায় কুটছে। রাতের রেলগাড়ি শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে।]

নয়ন॥ (*উঠে দাঁড়ায়*) মরব...আমি রেলে গলা দেব...

[নয়নতারা গাড়ি লক্ষ্য করে ছোটে।]

ছকু॥ কোথায় যাস! নয়ন, শোন্...পাগলামি করিস নে...

[ছকু নয়নতারাকে কোনোমতে টেনে নিয়ে আসে।]

ছকু॥ আমার জীবনে এট্টা লোক রেলে কাটা পড়েছে, আর কাউরে আমি রেলে মরতি দেব না।

নয়ন॥ ছুঁসনে, ছুঁসনে তুই আমারে। (*ছকুকে ঠেলে সরিয়ে*) ভিক্ষে করে খাই...না খেয়ে মরি...তুই কেন সাঁঝসন্ধেবেলা আমারে টাকার লোভ দেখালি রে? তুই কেন আমারে জঙ্গলে টেনে আনলি!

ছকু॥ নয়ন, তোরে যে আমি...

নয়ন॥ এট্টা মেয়েরে খুন করে তোর আশ মেটেনি?

ছকু॥ তোর পা দুটো ধরে বলছিরে, নয়ন, তোর বাপ যা বলে গেছে সব মিথ্যে!

নয়ন॥ খবরদার! আমার মরা বাপেরে যে মিথ্যেবাদী বলবে...

ছকু॥ তোর বাপের মুখে কেউ কোনদিন মিছেকথা শোনেনি, শুধু এই কথাটা ছাড়া...

[নয়নতারার হাত ধরে।]

নয়ন॥ ছাড়...ছেড়ে দে...

ছকু॥ কী করে বোঝাই, কেডা আমার কথা বিশ্বাস করবে! আমি বউটারে মারিনি! তোর কাছে আমি কিছু চাইনে নয়ন...কোনদিন তোর সামনে আমি যাব না...তুই শুধু বল আমারে বিশ্বাস করলি! বল্ নয়ন...

[ছকু নয়নতারাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কাঁদছে। ধ্বজা, গদা ও চক্র তিনভাই গুটিগুটি এসে জুটেছে গাছতলায়। চক্রধরের হাতে বন্ধকীর খাতা, গদাধরের কাঁধে লম্বা ব্যাগ, ধ্বজাধরের হাতে ফ্লাগ।]

গদা॥ আরে শালা! গাছতলায় প্রেমের খেলা! বাগানটাকে তো কুঞ্জবন করে তুলেছে ধ্বজু!

ধ্বজা॥ এই স্টুপিডটাই মেয়েটাকে ডেকে আনল।

ছকু॥ নয়ন, এরা তোর বাপের দেহটাকে নিয়ে...

গদা॥ চোপ!

ধ্বজা॥ তুই ব্যাটা মেয়েটাকে ভোগ করার জন্যে বাপটাকে মেরে গাছে ঝুলিয়েছিস। প্রমাণ করতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

ছকু॥ করগে প্রমাণ, এ লাশ আমরা ছাড়বো না!

চক্র॥ লাশ আমরা নেব। বাবলা মুখুজ্যের কাছ থেকে নগদে লাশ কিনেছি আমরা।

ছকু॥ কেডা বাবলা মুখুজ্যে? লাশ বেচার সে কেডা?

চক্র॥ কেডা সে নিজেও জানে না, তবে সে বেচে। গাঁয়ের যে কারো যে কোন জিনিস ঐ দালালের বাচ্চা যত খুশি জায়গায় বেচে বেড়ায়।

[লণ্ঠনের আলোয় হাতের বন্ধকীর খাতায় লেখা পড়ছে।]

আমি নয়নতারা দাসী, আমার স্বর্গত পিতার মৃতদেহ উত্তমরূপে সদ্গতির নিমিত্ত বাবু চক্রধর কুণ্ডু ও তদীয় ভ্রাতাযুগলের হস্তে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করিলাম।...এইখানটায় মেয়েটার একটা ছাপ নিলে, লাশ আইনত আমাদের হয়ে যাবে।

ছকু॥ না নয়ন, কোন ছাপ দিবি নে...

[ছকু নয়নতারাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।]

ধ্বজা॥ বেশি বাড়াবাড়ি করবিতো পুলিশে দেব তোকে চোট্টা!

গদা॥ ভাগ্...

[ছকুকে তাড়িয়ে নয়নতারাকে চেপে ধরে।]

নয়ন॥ না দেবো না...ছেড়ে দ্যাও...ও বাপগো...আমার বাপেরে ছাড়ব না...

চক্র॥ আয় আয় লক্ষ্মী মেয়ে, টাকা দেবো, ছেরাদ্দের টাকা দেবো, ভাত খাবি, আয়...

[তিনভাই ধ্বস্তাধ্বস্তি করে কাগজের ওপরে টিপছাপ নিল।]

নয়ন॥ আমার সব্বোস্ব নিয়ে গেল গো—

[তিনভাই সাফল্যের আনন্দে মশগুল। হঠাৎ বিকট হাসি শুনে ঘুরে দেখে গাছের ওপর রক্তাক্ত বিধ্বস্ত তুষ্টু হাসছে।]

তুষ্টু॥ নারে...কিছু নিয়ে যেতে পারে নি! কিছু নিতে পারেনি!

ধ্বজা গদা চক্র॥ কে! কে! কে!

তুষ্টু॥ ভূত!

ধ্বজা গদা চক্র॥ অ্যাঁ!

তুষ্টু॥ আমি...আমার ভূত!

[তুষ্টু লাফ দিয়ে পড়ে মাটিতে এবং চক্রধরের হাত থেকে খেরোর খাতাটা কেড়ে নেয়।]

এই খ্যাতায় আমার টিপছাপ নিবি?

[*ধ্বজাধরের হাত থেকে ফ্ল্যাগ কেড়ে নেয়।*]

আমারে নে মিছিল করবি!

[*গদাধরের হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নেয়।*]

এই ব্যাগে আমার মড়া চালান করবি!

নয়ন॥ বাপ! তুমি বেঁচে আছো!

তুষ্টু॥ কেন মরব? শয়তানগুলোর ওপর রাগ করে মরব কেন? তোরে ছেড়ে...তোর ভাইরে ছেড়ে...মরতে গিয়েও মরতে পারিনিরে...

[*ছকু এসে দাঁড়িয়েছে।*]

ছকু॥ খুড়ো!

[*রক্তাক্ত তুষ্টু কাঁপছে, হাঁপাচ্ছে।*]

একী, এত রক্ত কেন?

নয়ন॥ কী হয়েছে তোমার? বাপ তোমার জটা!

তুষ্টু॥ শগুন!

ছকু॥ শগুন!

তুষ্টু॥ ধাড়িটা ভেবেছে ওর বাচ্চাকাচ্চারে মারতি আমি গাছে উঠিছি। ছিঁড়ে খাবলে একেবারে আমারে শেষ করে দিয়েছে। আমার সাধের জটার দফা রফা করে দিয়েছে রে...ভালই করেছে—আমার ভার কমায়ে দিয়েছে...

[*জটাহীন মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে হাসি কান্নায় উথাল হয় তুষ্টু। অদূরে ঢ্যাঙা এসে চুপ করে দাঁড়ায়।*]

শগুনও তার বাচ্চাকাচ্চারে বুক দিয়ে আগলে রাখে। আর আমি! ছেলেমেয়ে কাজকম্ম সব ছেড়ে শুধু ধম্ম করেছি! সাধু হয়েছি আমি! থুঃ!

ছকু॥ সেই তখন থেকে ওইভাবে ঝুলে...

তুষ্টু॥ ...দেখছি দুনিয়ার খেলা...সোমসারের খেলা!...একবার উঠি একবার বসি...ওপরে তাকাই...দেখি আকাশে লক্ষ তারা...লক্ষ জানোয়ারের চোখ যেন আমারে তাক করে আছে...নিচে লক্ষ শয়তানের নাচানাচি! নয়নরে এ জগতে আমার মতো লোকের সাধু হওয়া মানে যত অসাধুর পেট ভরানো...

নয়ন॥ বাপ, তোমার ভগমান!

তুষ্টু॥ আমার ভগবানও সেই কথা বললে রে! বললে তুষ্টু, যে সাধুরে তার সাধুগিরি বাঁচাবার জন্যি মরতি হয়...সে শালা সাধু না...বোকা গাধা! (*চক্রধর গদাধর ধ্বজাধরের কাছে এসে*) এই খ্যাতায় তোরা আমার টিপছাপ নিবি...তো এই খ্যাতায় আমি আমার জুতোর হিসেব রাখব! এই ব্যাগে আমার মড়া ভরবি...তো এই ব্যাগে আমি আমার জুতো সেলাই-এর যন্ত্রপাতি ভরব! (*ফ্ল্যাগটা তুলে*) আর এটা থাকবে তুষ্টু চামারের জুতোর দোকানের মাথায়...

নয়ন॥ শ্যালকুত্তা, তোরা মরা মানুষটারে নিয়ে টানাটানি করিস, জ্যান্ত মানুষটারে কেড়া নিবি আয়...

ছকু ॥ আয় কেডা নিবি আয়...জ্যান্ত মানুষ কেডা নিবি আয়...

[ছকু নয়নতারা তুষ্টু ঢাণ্ডা—সবাই হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল।
তিনভাই গাছতলায় হতাশ হয়ে দাঁড়ায়। ঝোপের মধ্যে থেকে দুই শেয়াল—হুয়া ও হুক্কা গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এসে ভাইদের সামনে দাঁড়ায়।]

হুয়া ও হুক্কা ॥ [গান]

আজ রাতে খাওয়া জোটেনি
জোটেনি...জোটেনি...
রাতে উপোসে শেয়াল মরে
হাতি মরে...শেয়াল মরে...
খালি পেটে করব কি
ভির্মি খেয়ে মরব কি...

[হুয়া ও হুক্কা কাঁদছে। কাঁদছে চক্রধর গদাধর ধ্বজাধর। আজ রাতে কারুরই খাওয়া জোটেনি। শেয়াল ও ভাই তিনজন গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে লাগল।]
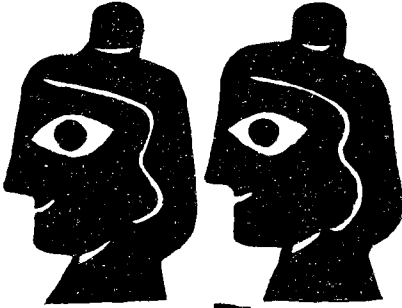
পুঁটিরামায়ণ

অধ্যাপক রমেন্দ্রকুমার দেবনাথ

বন্ধুবরেষু

চরিত্রলিপি

রাবণ
বিভীষণ
কুম্ভকর্ণ
মেঘনাদ
কালনেমি
মাল্যবান
শল্লক
হনুমান
পণ্ডিত
বৈদ্য
বক্কেশ্বর
টেঁপা
পাখাধারী পরিচারক
ছত্রধারী পরিচারক
পুঁটিরাম বাগচি
ও
মাছরাঙা

প্রথম কাণ্ড // প্রথম দৃশ্য

পুঁটিরামায়ণের প্রস্তাবনা

[পায়ে ঘুঙুর, গলায় হারমোনিয়াম, কাঁধে ঝুলি—বক্কেশ্বর ফেরিআলা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো। পেছনে অবিকল টেঁপামাছের মতো দেখতে বেঁটে মোটা গোলগাপ্পা একটা ছোকরা—বক্কেশ্বরের গানের সঙ্গে যে দু'হাতে পাথরের টুকরো ঠোকাঠুকি করে বাজনা বাজায়।
ঝুলি থেকে একখানা ফিনফিনে চটিবই বার করে বক্কেশ্বর দর্শকদের উদ্দেশে হাঁকতে লাগলো—]

বক্কেশ্বর॥ রামায়ণ..আটআনায় রামায়ণ পাচ্ছেন...মাত্র আটআনা। বাল্মীকির রামায়ণ আপনাদের প্রত্যেকের জানা আছে...শুনেছেন পড়েছেন দেখেছেন...থেটারে সিনেমায় যাত্রায় টিভি-পর্দায়...দেশে বিদেশে আছে কত রকমারি রামায়ণ...অদ্ভুত রামায়ণ, দিব্য রামায়ণ, বিচিত্র রামায়ণ... আমি এনেছি সম্পূর্ণ আনকোরা এক রামায়ণ...পুঁটিরামায়ণ। হাওড়ার বিখ্যাত পুঁটিরাম বাগচি বিরচিত পুঁটিরামায়ণ। আটআনা...আটআনা...আটআনা। পুঁটিরামায়ণের স্পেশালিটি—সবিশেষ পাতলা। রোববার দুপুরে বালিশে মাথা দিয়ে বইখানা ধরুন, চোখের পাতা না জড়াতে, পৌঁছে যাবেন শেষ পাতায়। অথচ এর মধ্যে আপনি সব পাবেন...রাম পাবেন, সীতা পাবেন...কৌশল্যা কৈকেয়ী হরধনু ভঙ্গ পাবেন...

টেঁপা॥ হনুমান, জাম্বুবান, জটায়ু পাবেন...

বক্কেশ্বর॥ গন্ধমাদন পর্বত....লঙ্কাদাহন পাবেন...

টেঁপা॥ হর্তুকি পাবেন...বয়ড়া পাবেন...আদা আমলকি পিপুঁল শুঁট...

[বক্কেশ্বর ঘুঙুরবাঁধা পা দিয়ে টেঁপার পায়ে গুঁতো মারে, টেঁপা সামলে নিয়ে জিব কাটে।]

বক্কেশ্বর॥ হাঁ সবই পাবেন...অতিরিক্ত যেটা পাবেন...যেটা পৃথিবীর আর কোনো রামায়ণে পাবেন না ....স্বয়ং পুঁটিরাম বাগচিকে পাবেন। দেখতে পাবেন বাল্মীকির রামায়ণের খোলের মধ্যে ঢুকে বসে আছেন হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচি। বিংশশতাব্দীর পুঁটিরাম হয়ে উঠেছে রামায়ণের একটি সবিশেষ চরিত্র। বছরে আড়াই মাস টাকে চুল গজাবার অব্যর্থ ডাক্তারি...দেড়মাস বাইসাইকেল কারিগরি, পৌনে তিনমাস তেলাপিয়া মাছের আড়তদারি, পাঁচমাস সাড়ে সতেরদিন খোলা জানলায় আঁকশি ঢুকিয়ে গেরস্ত-ঘরের থালাঘটিবাটি হাতাখুন্তি ঝাড়াঝুড়ি...করে করে ক্লান্ত পুঁটিরাম বাগচি দেখবেন কেমন শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই রাম-রাবণের কালে...

টেঁপা॥ বক্কেশ্বরদা, পুঁটিরামবাবু চোর!

বক্কেশ্বর॥ বছরে পাঁচ মাস সাড়ে সতেরো দিন...!

টেঁপা॥ চোরে রামায়ণ লিখেছে!

বক্কেশ্বর॥ আটকাচ্ছে কে? দস্যু রত্নাকরে যদি লিখে থাকতে পারে, চোর পুঁটিরামবাবুই বা না কেন? চোরডাকাতের মহাকাব্যি রচনার হক আছেরে টেঁপা!....আটআনা ...আটআনা....দু'টাকায় পাঁচখানা...সঙ্গে স্পেশাল গিফ্‌ট..একটি কার্বোরাইস্‌ড্ দেশলাই...

টেঁপা॥ (*একটা দেশলাই উঁচু করে নাড়াতে নাড়াতে—*) মামলাটা পছন্দ না হলে পুড়িয়ে ফেলুন, পুড়িয়ে খারিজ করে ফেলুন অবিলম্বে—

বক্কেশ্বর॥ গ্যাঁটের কড়ি গচ্চা দিয়ে যদি এ পুস্তক কিনতে কারো দেমাকে লাগে, আসুন তবে দেখে যান...দেখে যান বিনামূল্যে...কী লেখা আছে এর পাতায় পাতায়...

[*বক্কেশ্বর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরে। টেঁপা পাথরে তাল ঠোকে—*]

বক্কেশ্বর॥ (*গান*.) ওরে দেখে যা, দেখে যা...

অভিনব রামায়ণের অভিনয় দেখে যা...
মহাকবি যা রচিল কোন্ পুরাকালে
ইহকাল তাহে মেলে কীবা গোলেমালে...
আহা বাল্মীকির আলপনা..পুঁটিরামের জল্পনা...
ওরে দেখে যা...দেখে যা...
লঙ্কাকাণ্ড মধুভাণ্ড এক খণ্ড চেখে যা।

(*গান থামিয়ে*) শুরু হচ্ছে লঙ্কাকাণ্ড। সীতাহরণ হয়ে গেছে! রামের আদেশে সীতার সন্ধানে পবননন্দন হনুমান...

টেঁপা॥ দে লাফ! এক লাফে সাগর টপকে এসে পড়লো লঙ্কাদেশে! মার্ মার্ কাট কাট...হইহই রইরই! বীর হনু চারধার তোলপাড় করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করছে স্বর্ণলঙ্কা! কোথায় সীতা! হা সীতা! তারপর...

বক্কেশ্বর॥ তারপর পর্দায় দেখুন...

প্রথম কাণ্ড // দ্বিতীয় দৃশ্য

পুঁটিরামের লঙ্কায় আগমন ও রাবণের গণতন্ত্র শিক্ষা

[*লঙ্কার রাজসভা। সিংহাসনে লঙ্কেশ্বর রাবণ। মাথায় রাজছত্র ধরে আছে ছত্রধারী, পাখাধারী বাতাস করছে। রাবণের দু'পাশে বসে আছে পার্ষদেরা—মন্ত্রী মাল্যবান, ভ্রাতা বিভীষণ, মাতুল কালনেমি।*
নেপথ্যে কোলাহল। কোলাহল ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলো রক্ষীপ্রধান শল্লক।]

শল্লক॥ মহারাজ! মহারাজ!

মাল্যবান॥ কী সংবাদ রক্ষী শল্লক!

শল্লক॥ সুসংবাদ মহামন্ত্রী। বন্দী হয়েছে হনুমান!

কালনেমি॥ বটে! বটে! ব্যাটা খুব করেছে জ্বালাতন!

বিভীষণ॥ আর কতক্ষণ!

মাল্যবান॥ যাও যাও, শীঘ্র হেথা করো আনয়ন!

[শল্লক দ্রুত বেরিয়ে গেলো এবং বন্দী হনুমানের কোমরের দড়ি টানতে টানতে নিয়ে এলো।]

রাবণ॥ আরেরে নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ...
কী সাহসে আসি হেথা
লঙ্কাপুরী করিস অতিষ্ঠ!

[হনুমানের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে।]

সাগরকূলে ছিল যত নারিকেল তরু
উপাড়িয়া গুচ্ছগুচ্ছ বানাইলি মরু।

মাল্যবান॥ গৃহস্থের ঘরে ঢুকি ছিঁড়িস মশারি...
টানাটানি করিস যত নিদ্রিত নারী!
সকলেরে ভাবিস সীতা!

রাবণ॥ এবে রক্ষিবে কোন্ প্রপিতা!
রামভক্ত গুপ্তচর,
হানাদারি তোর ঘুচাব সত্বর!

হনুমান॥ থাম থাম দশানন! নিজে যখন...
পরদেশী পরনারী করিস হরণ...

রাবণ॥ হরণ! কী কহে ভ্রাতা বিভীষণ!

বিভীষণ॥ কভু নহে, কভু নহে রাজন...

রাবণ॥ নহে হরণ! বল্ নির্যাতিতা নারীরে শুধু করেছি উদ্ধার।

হনুমান॥ উদ্ধার! লম্বা লম্বা কথা বলে আবার!
কোথায় আমার মাতা, শীঘ্র করে দে বার!
পিতৃসত্য পালনের লাগি মোর প্রভু নেয় বনবাস...
লালসায় মত্তহস্তি কেন তার করিলি সর্বনাশ!

বিভীষণ॥ হস্তি!

কালনেমি॥ হস্তি! আরে সকলেই গাহে যার প্রশস্তি!

রাবণ॥ তোর প্রভু করে বনবাস,
না জানি কোন্ রঙ্গে...
কিন্তু সীতা কেন থাকিবেরে সঙ্গে!
হায় হায় চৌদ্দবৎসর এক নারী রবে শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে...
খাবে সে গাছের ফল, লজ্জা নিবারিবে বাকলে!

পার্ষদেরা॥ হায় হায় হায়...

রাবণ॥ চৌদ্দবৎসরে যৌবনের কিছু রহে বাকি..
বলো মামা, কী মতে চুপ করে থাকি?

কালনেমি॥ ভাগ্নে মোর বিশ্বজয়ী জাতির নায়ক
স্বর্ণলঙ্কার অধিশ্বর...

নারীত্বের এ অবমাননা কেমনে সইবে রে বর্বর?

বিভীষণ॥ জ্যেষ্ঠভ্রাতা না হৈলে ত্রাতা

এতক্ষণে বনের ব্যাঘ্রের পেটে চলে যেতো সীতা!

হনুমান॥ ত্রাতা! পররাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে কেন

তোরা গলাইবি মাথা!

মাল্যবান॥ তোরা বলিস ঘরোয়া ব্যাপার...

আমরা বলি ব্যাপার মানবাধিকার রক্ষার!

কালনেমি॥ দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ, বুঝিলি বজ্জাত!

রাবণ॥ জগতে যেখানে উঠিবে জাগি মানবাত্মার আক্ষেপ...

সেখানেই পড়িবে রাবণের হস্তক্ষেপ!

শোন্‌রে নরাধম রামের শাবক,

রাবণ হৈতে চাহে বিশ্বের নৈতিক অভিভাবক।

[*রাবণের মুঠিতে হনুমানের চুলের গোছাটা একটু ঢিলে হয়েছিল। সেই ফাঁকে হনুমান ঘুরে গিয়ে রাবণের গালে আচম্বিতে এক চড় কষায়। উপস্থিত সকলে হাঁ-হাঁ করে ওঠে। বিমূঢ় রাবণ ঝুপ করে বসে পড়ে সিংহাসনের মধ্যে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সভাস্থল স্তম্ভিত। হেনকালে সভাদ্বারে একটি সপ্রতিভ কণ্ঠ: নমস্কার স্যার!*

সকলে চমকে দেখে বছর চল্লিশের একটা লোক— রোগা দড়ি পাকানো দড়কচাপড়া চেহারা—পরণে মালকোঁচা বাঁধা ধুতি, হাফহাতা আড়ময়লা পাঞ্জাবি, রবারের জুতো—বগলে ছাতা, কাঁধে সতরঞ্চ মোড়া ছোট্ট বেডিং ও ঝুলি নিয়ে এগিয়ে আসছে সভার মধ্যে। এ চেহারার এ পোশাকের লোক রাবণের গুষ্টিতে কেউ দেখেনি। ওরা এ ওর মুখের দিকে তাকায়। বলা বাহুল্য, লোকটি আর কেউ নয়, পুঁটিরামায়ণের রচয়িতা পুঁটিরাম বাগচি।]

পুঁটিরাম॥ (*সপ্রতিভ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে সিংহাসনের কাছে*) নমস্কার...নমস্কার...নমস্কার! তাহলে এলাম, উঁ, শেষ পর্যন্ত আসতে পারলাম স্বর্ণলঙ্কায়! উঃ চোখকেও বিশ্বাস হয় না! (*মালপত্তর নামিয়ে*) কে! এ কে! জগতের সেই আদি পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নায়ক—ফার্স্ট সিটিজেন অব স্বর্ণলঙ্কা...মহারাজ রাবণ! (*করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে*) হ্যাণ্ড প্লিজ ইওর ম্যাজেস্টি...প্লিজ...প্লিজ...(*হতচকিত রাবণ হাত বাড়িয়ে দেয়, পুঁটিরাম করমর্দন সারে*) সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যার!...ভাবা যায় না! ...হ্যালো কালনেমি মামাজি...হ্যালো..হ্যালো...

কালনেমি॥ (*ভীষণ ঘাবড়ে*) অ্যাঁ!

পুঁটিরাম॥ মহারাজ রাবণের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইসার! রাজনৈতিক পরামর্শদাতা!

কালনেমি॥ কিছু বুঝতে পারছো ভাগ্নে বিভীষণ!

পুঁটিরাম॥ আরে বিভীষণজিও আছেন দেখছি! থাকবেনই তো! ভ্রাতা বিভীষণ! রাজসভা আছে কিন্তু মীরজাফর থাকবে না, এতো হয় না!

বিভীষণ॥ কে তুমি!

মাল্যবান॥ এসব অদ্ভুত জামাকাপড় কোথাকার?

বিভীষণ॥ কোথা থেকে আসা হচ্ছে!

কালনেমি॥ দেশ কোথায়?

পুঁটিরাম॥ হাওড়া!

সকলে॥ হাওড়া!

পুঁটিরাম॥ (হেসে) আপনাদের ভূগোলে নেই স্যার, ইতিহাসে আছে। ইতিহাসের যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে অ্যাবাউট টার্ন করে আমি আপনাদের সকলকে দিব্যি দেখতে পাই, কিন্তু আপনারা যেখানে আছেন সেখান থেকে ফরোয়ার্ড মার্চ করেও আপনারা আমার নাগাল পাবেন না স্যার! হে হে হে, আপনারা আমার ভূত, আমি আপনাদের ভবিষ্যৎ!

কালনেমি॥ আমরা ভূত...তুমি ভবিষ্যৎ!

পুঁটিরাম॥ মাঝখানে মহাকালের মহাসাগর! হে-হে-হে...আমি কালের সাগর পাড়ি দিয়েছি...আমার পালছেঁড়া এক নায়ে...! একটু জল খাওয়াবে কে! (*পাখাধারীকে*) তুই দে! দে তোর পাখাটা দিয়ে যা। একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয় মাইরি!

[*পাখাধারীর হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে বাতাস খায়।*]

দাঁড়া, তোরা তো সোনার গেলাসে জল দিবি। দেশটা দেখছি আগাপাস্তালা সোনায় মোড়া! দাড়ি কামাতে বসলাম, দেখি বসিয়েছি সোনার ইঁটের ওপর। সোনার ক্ষুর বার করে সোনার শিলে ঘ্যাচোর ঘোঁচর ঘষছে। ... নে ভাই এটা ধর!

[*ঝুলি থেকে কাচের গেলাস বার করে এগিয়ে দিলো। গেলাসটা সবাই দেখছে।*]

কী দেখছেন! মালটা কাচের। কাচ এখনো আপনাদের দেশে আবিষ্কৃত হয়নি। সাবধানে ধর্...পড়ে গেলে ভাঙবে, হিজ ম্যাজেস্টির পায়ে ফুটবে!

[*পাখাধারী সাবধানে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলো।*]

ইওর ম্যাজেস্টি, যে কারণে আসা। একটা সোনা স্মাগলিং-এর লাইসেনস আমায় দিতে হবে স্যার...হাওড়া বাজারে সোনা পাচার করব!...কত পড়বে?

[*মেঘনাদের প্রবেশ।*]

মেঘনাদ॥ জয় হোক মহারাজের...

রাবণ॥ (*পুঁটিরামকে দেখিয়ে*) এ কে মেঘনাদ! শোনো তো কী কহে...

পুঁটিরাম॥ আরে মেজর জেনারেল মেঘনাদ যে! হ্যালো হ্যালো...স্বর্গরাজ্য জয় করে ফিরলেন কবে! যুদ্ধজয়ের পরে কেমন লাগছে মেঘনাদজি?

মেঘনাদ॥ একই রকম! যুদ্ধজয় আর পাঁচটা প্রাত্যহিক ঘটনার মতোই আমার কাছে নগণ্য! তুমি শত্রু না মিত্র?

পুঁটিরাম॥ মিত্র মিত্র। গার্ড অব অনার নিন জেনারেল ইন্দ্রজিৎ!

মেঘনাদ॥ এতো সবই জানে!

পুঁটিরাম॥ ওইটেই তো মজা! ভবিষ্যৎ ভূতের সবকিছুই জানে, ভূতের সে সুবিধে নেই। হে হে হে, স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে জয় করে হয়েছেন ইন্দ্রজিৎ! হে হে হে, হিজ ম্যাজেস্টির সাম্রাজ্যবাদী কারবারের এক নম্বর স্তম্ভ! একসঙ্গে স্টার সুপারস্টার মেগাস্টার দেখছি! ধন্য হ'লো আজ পুঁটিরাম বাগচি!

হনুমান॥ (দু হাত তুলে) জয় রাম!

পুঁটিরাম॥ কে রে! আরে পবননন্দন হনুমান! ধরা পড়ে গেছ ভাই? খেল্ খতম?

হনুমান॥ জয় রাম!

পুঁটিরাম॥ হে হে, আমি সে রাম না, হাওড়ার পুঁটিরাম!

হনুমান॥ জয় পুঁটিরাম!

রাবণ॥ (চিৎকার করে) দুর্লভ গণ্ডে মোর করেছে চপেটাঘাত! এখনো সে যায় নাই নিপাত!

পার্ষদেরা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলুম! শল্লক! মার্! মার্!

[*শল্লক তরবারি বার করে হনুমানকে কাটতে যায়। হনুমান পুঁটিরামের পেছনে আশ্রয় নেয়।*]

হনুমান॥ জয় পুঁটিরাম!

পুঁটিরাম॥ (শল্লককে) দাঁড়াও, দাঁড়াও! রাজসভার মধ্যে খুনোখুনি করছো! রক্ষীজি, তোমরা এত দাঙ্গাবাজ, অ্যাঁ! আমাদের কালের রক্ষীবাহিনী মানে পুলিশ কেমন শান্তশিষ্ট নম্র, সাতচড়ে রা কাড়েন না! অবশ্য দুষ্ট লোকে বলে থাকে, তারা কথায় কথায় গুলি ছোঁড়ে। যাহোক্ তোমাদের মতো এত মারকুট্টে গোঁয়ার গোবিন্দ!

শল্লক॥ আমরা এইরকমই!

পুঁটিরাম॥ আর বোলো না। ওতে নিন্দে হয়! ছিঃ!

হনুমান॥ জয় পুঁটিরাম!

মেঘনাদ॥ রামের জয়ধ্বনি! পিতার কর্ণ পীড়িত! ছাড়ো ওকে, দিব শাস্তি সমুচিত!

পুঁটিরাম॥ এক সেকেণ্ড জেনারেল। রাম নয়, পুঁটিরাম বলেছে। তাছাড়া একবারো কি ভেবে দেখেছেন, যে হাতে অস্ত্র ধরে ইন্দ্রকে পরাভূত করে এলেন, সেই হাতে হনুমান মারলে জনমানসে আপনার ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে!

মেঘনাদ॥ ভাবমূর্তি!

পুঁটিরাম॥ ভাবমূর্তি! ইমেজ! ইন্দ্রজিৎ এরপর তো লোকে আপনাকে বলবে হনুমানজিৎ!

মেঘনাদ॥ (প্রচণ্ড ঘাবড়ে) হনুমানজিৎ!

পুঁটিরাম॥ একটু ভাবমূর্তির জন্যে আমাদের কালের নেতারা মাথা কোটাকুটি করছেন, আর আপনি গড়া জিনিস গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন! ধরে রাখুন জেনারেল, ইমেজটাকে ধরে রাখুন! আখেরে ঐ ভাবমূর্তি ভাঙিয়ে খেতে পারবেন!

বিভীষণ॥ কী হ'লো মেঘনাদ, হত্যা করো!

মেঘনাদ॥ মার্জনা করো পিতা! যে ভাবমূর্তি আমি বাহুবলে গড়েছি, তাকে মসীলিপ্ত করতে পারবো না মহারাজ!

[*মেঘনাদ ছুটে বেরিয়ে গেলো।*]

রাবণ, কালনেমি, বিভীষণ॥ মেঘনাদ....মেঘনাদ....

হনুমান॥ জয় পুঁটিরাম! জয় রামপুঁটি!

রাবণ॥ ধর্ টিপে ওর টুঁটি!

[*রাবণ সিংহাসন ছেড়ে হনুমানের দিকে ধাওয়া করে।*]

পুঁটিরাম॥ ধরুন, ধরুন, কী করছেন সভাসদজিরা...। বিশ্বের নৈতিক অভিভাবক রাজসভায়

স্বয়ং গুণ্ডামি করছেন, আপনারা তাই দেখছেন! আমাদের কালে সংসদে কক্ষনো মারামারি হয় না। বড়জোর জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি...ব্যস্! নো ফার্দার! ছিঃ!

কালনেমি॥ বসো ভাগ্নে বসো...

পুঁটিরাম॥ সবাই মিলে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন স্যার! হানাহানিই বা কেন? রাজনৈতিক বিবাদ রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করুন। আমাদের কালে তো হানাহানি উঠেই গেছে!

মাল্যবান॥ উঠেই গেছে!

পুঁটিরাম॥ কবে? কালেভদ্রেও দেখা যায় না। দুপক্ষের রাজনীতিক স্টিমার ভাড়া করে ফিষ্টি করে। এ ওর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করে। তবে দুষ্টেরা বলে...যাকগে, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সভ্যতা পুরোমাত্রায় চলছে।

রাবণ॥ গণতন্ত্র!

পুঁটিরাম॥ জানা নেই? কোথায় পড়ে আছেন স্যার! রাজনৈতিক মূল্যবোধের পর্যন্ত তোয়াক্কা করেন না!

রাবণ॥ মূল্যবোধ!

পুঁটিরাম॥ জানা নেই! আইনশৃঙ্খলা...স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা! কাকে বলছি। কিছুই তো ঢুকছে না। প্রশাসনিক পরিকাঠামো কিছু আছে কি?

রাবণ॥ (*বিভীষণকে*) কী কহে ভ্রাতা?

পুঁটিরাম॥ হে হে...কোনো সিস্টেমই জানা নেই! আপনাদের হচ্ছে ধর্ তক্তা মার পেরেক! ইচ্ছে হ'লো পেটে ভোজালি গুঁজে দিলুম! হে-হে রাজসভায় বসে হনুমান মারছে! হে-হে-হে...

রাবণ॥ (*পুঁটিরামকে*) চুপ! মাতুল! তুমি তো কখনো গণতন্ত্রের কথা বলো নাই?

পুঁটিরাম॥ জানা থাকলে তো বলবেন!

কালনেমি॥ জানি জানি! আমি জানি না এরকম কিছু আমি জানি না, বুঝেছ!...আমি তোমায় গণতন্ত্রের কথা বলবো বলবো করেছি ভাগ্নে, কয়েকবার বলেওছি! তোমার মনে নাই!

রাবণ॥ (*জোরে*) না, বলো নাই! বললে ভুলি থোড়াই?

বিভীষণ॥ একবার শুনলে দাদার নিশ্চয় মনে থাকতো মামা!

কালনেমি॥ কী করে থাকবে? বুঝে কথা বলো ভাগ্নে বিভীষণ! দশাননের দশমুণ্ড...কোন্ মুণ্ডটাকে আমি কখন কী বলেছি, সে কথা ওর এখন মনে থাকবে কি করে?

পুঁটিরাম॥ আরে তাই তো! হিজ ম্যাজেস্টি দশাননের বাকি হেডগুলো দেখছি না তো...

মাল্যবান॥ সিন্দুকে তোলা আছে! একেক মাসে এক একটি খাটানো হয়, —সে মাসটা সেই মুণ্ডুই রাজত্ব করে।

কালনেমি॥ কাজেই বুঝতে পারছো যে মুণ্ড গণতন্ত্র এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামোর কথা আমার মুখে শুনেছিল...

পুঁটিরাম॥ সেটা এখন সিন্দুকে ন্যাপথল শুঁকছে! মুণ্ড-বদলে পরম্পরা নষ্ট হয়ে গেছে!

রাবণ॥ (*উত্তেজিত ভাবে*) আরে না, না, বলে নাই, বলে নাই! উনার নিজেরই কোনো মূল্যবোধ নাই!

[রাবণের পাশ দিয়ে পাখাধারী পরিচারক কাচের গেলাসে জল নিয়ে পা টিপে টিপে পুঁটিরামের দিকে এগোচ্ছিল, রাবণ খপ করে গেলাসটা কেড়ে নিয়ে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলো। গেলাসটা একচোখ দেখে নিয়ে—]

রাবণ ॥ এটা আমি নিলুম পুঁটিরাম!

পুঁটিরাম ॥ ঠিক আছে স্যার। কাঁটাচামচ চাই স্যার!

রাবণ ॥ দেখাও তো!

[পুঁটিরাম ঝুলি থেকে কাঁটাচামচ বার করে দেয় রাবণের হাতে। সকলে হুমড়ি খেয়ে দেখে।]

মাল্যবান ॥ এ দিয়ে কী করা হয়?

কালনেমি ॥ আদেখলেপনা করো না মাল্যবান। হ্যাংলা ভাববে। নিজে থেকে কিছু জিগ্যেস করতে নেই। অন্যের প্রশ্নের ওপর দিয়ে শিখে নিতে হয়।

পুঁটিরাম ॥ পাটিসাপটা বিঁধিয়ে খাওয়া হয়। পরে শিখিয়ে দেবো মন্ত্রীজি!

রাবণ ॥ এটাও নিচ্ছি! বদলে একতাল সোনা দিচ্ছি।

পুঁটিরাম ॥ ঠিক আছে স্যার! (স্বগত) সবই জানালা দিয়ে ঝাড়া। বামাল যত চালান করে দেওয়া যায়।

বিভীষণ ॥ ওহে পুঁটিরাম, এ অবস্থায় তোমাদের কালে কী করা হয়?

পুঁটিরাম ॥ কোন্ অবস্থা স্যার?

বিভীষণ ॥ এই যে হনু আমাদের মহারাজের গণ্ডে চপেটাঘাত করেছে, আমরা ওকে শাস্তি দিতে চাই, কী ভাবে দেবো?

পুঁটিরাম ॥ প্রথমেই তদন্ত কমিশন বসিয়ে দেবো! তদন্ত করে দেখা হবে সত্যিই ও চপেটাঘাত করেছে কি করেনি!

শল্লক ॥ সে কী! আমরা সবাই দেখেছি!

বিভীষণ ॥ এখনো গাল ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে!

কালনেমি ॥ এ ব্যক্তি সব গণ্ডগোল পাকাচ্ছে! এর আবার তদন্তের কী আছে?

পুঁটিরাম ॥ কিছু নেই! তবু করতে হয়! ওইটেই তো মজা মামা!

রাবণ ॥ (পুঁটিরামের সুরে) ওইটেই তো মজা মামা। কহ কহ পুঁটিরাম।

পুঁটিরাম ॥ তদন্তে যদি দেখা যায় মেরেছে, তখন দেখতে হবে কী কারণে মেরেছে!

মাল্যবান ॥ যদি দেখা যায় অকারণে মেরেছে?

পুঁটিরাম ॥ অকারণে...তা'লে শাস্তিই বা কেন অকারণে! খালাস!

বিভীষণ ॥ যদি দেখা যায় মারের যথেষ্ট কারণ ছিল?

পুঁটিরাম ॥ যথেষ্ট কারণ থাকলে, শাস্তির প্রশ্নই ওঠে না! খালাস!

শল্লক ॥ দু'দিক দিয়েই খালাস!

পুঁটিরাম ॥ সব দিক দিয়েই খালাস! আমাদের কালে বিচারব্যবস্থা মানে খালাস-ব্যবস্থা! তদন্তের রায় যদ্দিনে বেরুবে তদ্দিনে বাদী বিবাদী চিরতরে খালাস!

কালনেমি ॥ এ ব্যক্তি সুবিধের নয় ভাগ্নে! এ ব্যাটা হনুমানকে খালাস করতেই এসেছে! আমি বলছি তোমরা ওকে তাড়াও! নইলে কিন্তু পস্তাতে হবে!

রাবণ ॥ (বজ্রকণ্ঠে) পুঁটিরাম!

পুঁটিরাম॥ বলুন স্যার...

রাবণ॥ এমন তদন্ত করো, যাতে ওকে আমি বধ করতে পারি!

পুঁটিরাম॥ এই..এই নির্দেশটুকুর জন্যেই আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম স্যার! তদন্ত মানেই হচ্ছে কর্তার ইচ্ছাপূরণ! অলরাইট! আমি হনুমানের ফাঁসির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

সকলে॥ ফাঁসি! সে আবার কী!

পুঁটিরাম॥ ফাঁসি! সভ্যতার চূড়ান্ত। আমাদের কালে আসামীকে পেট পুরে খাইয়ে চান করিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয়, তারপর গলায় ফাঁস পরিয়ে ঘ্যাচ করে দড়িটা টেনে দেওয়া হয়...পুরো আইন মাফিক হত্যাকাণ্ড!

রাবণ॥ না না। আমাদের দেশে এত অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র...পাশুপত অস্ত্র! এত অস্ত্র করেছি উৎপাদন, সব ছেড়ে রজ্জু বন্ধন। ছিঃ!

মাল্যবান॥ লঙ্কা বীরের দেশ, এখানে ওসব কাপুরুষোচিত কর্ম চলে না। গলায় দড়ি পরিয়ে টেনে মারার মতো হীন জঘন্য হত্যাকর্মে কোনো বীরই রাজি হবে না মহারাজ...

পুঁটিরাম॥ মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আসামী একটি হনুমান। হীন নীচ অস্পৃশ্য জীব! কোনো বীর নয়, ওকে তাই মারবে আর একটা হীন নীচ কুলাঙ্গার!

কালনেমি॥ স্বর্ণলঙ্কায় বাস করে মহান রাক্ষসবংশ!! হীন নীচ কুলাঙ্গার কেউ নেই!

পুঁটিরাম॥ আমি খুঁজে নেবো মামাজি। আমার হাতে ছেড়ে দিন। উপযুক্ত নীচ হীন কুলাঙ্গার আমি ঠিকই খুঁজে বার করে নেবো! এমন পুঁটিতন্ত্র চালু করে দেব স্যার—

সকলে॥ পুঁটিতন্ত্র!

পুঁটিরাম॥ আজ্ঞে সব তন্ত্র ঘেঁটে আমি নিজের মতো করে এক পুঁটিতন্ত্র বানিয়েছি স্যার, যা আপনাকে এনে দেবে বিংশ শতাব্দীর রীতিনীতি প্রশাসনিক কায়দা কানুন। পুরো আধুনিক!

রাবণ॥ বটে! বটে! ...যদি না পারো?

পুঁটিরাম॥ আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন স্যার মহাকালের সাগরে। এখন মালকড়ি স্যাংশন করুন, বড় দেখে ফাঁসির মঞ্চ গড়তে হবে। ফাঁসি কিন্তু খুব ব্যয়সাপেক্ষ!

রাবণ॥ ব্যয়ের ভয়ে কম্পিত নয় লঙ্কেশ্বর রাবণ। জানো কি, পুঁটিরাম, রাবণ গড়িতে চাহে স্বর্গের সিঁড়ি!

পুঁটিরাম॥ কী হবে সিঁড়ি...

তার চেয়ে খাটান ফাঁসির দড়ি...

একই পথে স্বর্গ নরক...চলে যাবে সরাসরি!

(*থেমে*) ওরে কে আছিস, বন্দীকে কারাগার নিয়ে যা...

[*শল্লক হনুমানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে*—]

হনুমান॥ (*পুঁটিরামের দিকে খিঁচুনি দেয়*) হায় রাম! হায় রাম!

পুঁটিরাম॥ ওরে গাধা, বার বার এক ভুল করিস না। আমি তোর রঘুকুলপতি করুণাঘন রাম না, আমি পুঁটিরাম...হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচি!

হনুমান॥ দূর শালা!

প্রথম কাণ্ড // তৃতীয় দৃশ্য

কুলাঙ্গারের সন্ধানে স্বর্ণলঙ্কা

[*বক্কেশ্বর ও টেঁপা গান বাজনা করতে করতে রঙ্গস্থলে ঢুকলো।*]

বক্কেশ্বর॥ (*গান*) ওইটাই তো মজা মামা মজা ওইটাই
কাঁটাচামচ দিয়ে মামা পাটিসাপটা খাই।
হনুমানের ফাঁসি হবে, ও মামা ঝেড়ে কাশোরে...
ফাঁসি মঞ্চ হচ্ছে গড়া, এবার ফাঁসুড়ে...

টেঁপা॥ (*গান ধরে*) তাস খেললে তাসুড়ে,
ঘাস কাটলে ঘাসুড়ে...
ভাদ্দর বউ ঘোমটা টানে দেখতে পেলে ভাসুরে...
আর মারতে মানুষ ফাঁস যে টানে তারে কয় ফাঁসুড়ে...

বক্কেশ্বর॥ ফাঁসুড়ে চাই...ফাঁসুড়ে...ফাঁসুড়ে...লঙ্কার হীন নীচ কাপুরুষ কুলাঙ্গার বন্ধুগণের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ! রাজ সরকারে ফাঁসুড়ের কর্মখালি...

টেঁপা॥ মোটা মাইনে...মোটা ভাতা...

বক্কেশ্বর॥ সেই সঙ্গে মোটা জুতা...আর বর্ষাকালে ছাইরঙের ছাতা! চলে এসো বেকার বন্ধুগণ, শিক্ষাগত দক্ষতা...

টেঁপা॥ আমার মতো মাথা...হাত পায়ে এককুড়ি আঙুল...সব ভোঁতা ভোঁতা!

বক্কেশ্বর॥ চলে এসো কর্মপ্রার্থিগণ! পেশাগত বিশেষ দক্ষতা...

টেঁপা॥ মনে হিংসা থাকবে না, দৃষ্টিতে থাকবে জিঘাংসা। অধরে লেগে থাকবে হাসি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে লোকটাকে মনে হবে চির উপবাসী।

বক্কেশ্বর॥ দরখাস্তের ফরম পাবেন পুঁটিরাম বাগচির কাছে...এক কপি লঙ্কার টাকায় দশটাকা! তিন কপি ফটো লাগবে, তুলে দেবেন ফটোগ্রাফার পুঁটিরাম বাগচি! এক কপি একশো টাকা, লঙ্কার টাকায়। পোস্টাল অর্ডার দেড়শো টাকা..জমা নেবেন পুঁটিরাম বাগচি! ইনটারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান সেও পুঁটে বাগচি!

টেঁপা॥ লোকটা রামায়ণে ঢুকে কী কামান কামাচ্ছে বক্কেশ্বরদা! দাও না মাইরি, আমাকেও একটু রামায়ণে ঢুকিয়ে দাও না...

[*বক্কেশ্বর ঘুঙুর বাঁধা পায়ে টেঁপার পায়ে গুঁতো মারলো।*]

বক্কেশ্বর॥ ক্যাণ্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু অ্যাপিয়ার বিফোর দা ইনটারভিউ বোর্ড উইথ অল দেয়ার ডকুমেন্টস অ্যাণ্ড টেসটিমোনিয়াল্‌স! কুলাঙ্গারগণ, সঙ্গে আপনাদের নীচতা হীনতার সার্টিফিকেট আনতে ভুলবেন না।

[থেমে, গান ধরে।]

ওইটাই তো মজা মামা মজা ওইটাই
আধুনিক হতে মামা কুলাঙ্গার চাই...

হনুমানের ফাঁসি হবে, ও মামা ঝেড়ে কাশোরে...
ফাঁসি মঞ্চ হচ্ছে গড়া, এবার ফাঁসুড়ে...
(থেমে) ফাঁসুড়ে চাই...ফাঁসুড়ে...ফাঁসুড়ে...

[*গাইতে গাইতে* **বক্কেশ্বর** *ও* **টেঁপার** *প্রস্থান।*]

প্রথম কাণ্ড // চতুর্থ দৃশ্য

লঙ্কায় প্রশাসন ব্যবস্থা বলবৎ

[*কারাগারের সামনে। মস্ত বড় চাবুক দোলাতে দোলাতে ঢুকলো রক্ষী* **শল্লক**। *পর পর তিনবার হাঁক দিলো, 'আসামী হনুমান হাজির'...সাড়াশব্দ না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে কারাগারে উঁকি দিলো।*]

শল্লক॥ আই ব্যাটা, সাড়া দিবি তো! সন্ধ্যেবেলা আসামীদের গুনতি হয় জানিস না? যদিও আসামী তুই একাই, তবু নিয়ম মানতে হবে! সিস্টেম! কী খাচ্ছিস! খা, খেয়ে নে! শেষ খাওয়া খেয়ে নে! সিস্টেম!...ওদিকে ইয়া মোটা ফাঁসিরজ্জু দুলছে...কলসি কলসি গর্জন তৈল মর্দনে শক্ত পোক্ত মসৃণ! হ্যাঁ, টাকাও ঢালছেন বটে মহারাজ! আমাদের মহারাজের দশটা মুণ্ডুর মধ্যে একটি আছে পরিকল্পনালোভী মুণ্ডু। নতুন পরিকল্পনা পেলে মুণ্ডুটা একবারে ছৌনৃত্য শুরু করে দেয়। আর পুঁটিরামবাবু ঠিক এই মুণ্ডটাকেই নাচিয়ে দিয়েছেন! (কপালে হাত ঠেকিয়ে) প্রণম্য চরিত্র! সন্ধেবেলা নাম করলেই লক্ষ্মীলাভ! এই যে কারারক্ষীর চাকরি পেয়েছি, দু'হাতে কামাচ্ছি, মূলে তো ওই পুঁটিবাবুই! উনিই তো দেখিয়ে দিলেন, গর্জন তৈলের সঙ্গে আধাআধি রেড়ির তৈল মিশেল দিলে কতটা লাভ করা যায়! এইসব পাইল দেবার কাজ, এতো বাপের কালে আমরা কেউ জানতুম না। সেই বিংশ শতাব্দী থেকে গুছিয়ে এনেছেন সব ধ্যান ধারণা! সাধে কি লোকটা ক'দিনের মধ্যে সারা দেশে এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠলো!

[*মন্ত্রপাঠ করতে করতে পণ্ডিতের প্রবেশ।*]

পণ্ডিত॥ না-না-না সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...না-না-না- ত্র্যম্বকে গৌরী...না-না-না নমস্তুতে...

শল্লক॥ ওই যে পণ্ডিতমশাই এসে গেলেন...সন্ধেবেলায় ফাঁসির আসামীকে ধম্মোকথা শোনাবেন! সিস্টেম! ...আসুন পণ্ডিতজি, আজ যেন একটু দেরি করে ফেল্লেন!

পণ্ডিত॥ হ্যাঁ বাবা শল্লক! হ'লো একটু। ওই টোলের ছাত্তরগুলো রয়েছে তো! সে-গুলোকে একটু ভুজুংভাজুং দিয়ে বসিয়ে রেখে এলুম! মাইনে দেয়, একটু বিদ্যে না দিলেই নয়! আবার এদিকটা সেরে সেদিকটায় গিয়ে বসবো। কইরে হনু, আয় বাবা, কাল যে পর্যন্ত হয়েছে তারপর শুনে যা...না-না-না ত্র্যম্বকে গৌরী....না-না-না শিবে সর্বার্থসাধিকে...

শল্লক॥ পণ্ডিতজিকে এখন দু'দিক সামাল দিতে হচ্ছে। টোল...কারাগার...

পণ্ডিত॥ এটা পার্ট-টাইম...ওইটা আমার ফুলটাইম। তবে বলতে নেই, পার্ট-টাইমেই আমদানিটা বেশি বাবা শল্লক।

শল্লক॥ এই পার্ট-টাইমের ব্যাপারটাও কিন্তু আমদানি করেছেন আমাদের পুঁটিবাবু!

পণ্ডিত॥ দেবদূত! দেবদূত! সন্ধেবেলা কার নাম করলে? গা-টা আমার শিহরিত হচ্ছে শল্লক! ধরো একই সময়ে একই ব্যক্তি দু'জায়গায় উপস্থিত থেকে, দুটো কাজ একই সঙ্গে করে, একই সঙ্গে কেমন করে দু'জায়গা থেকে কামাই করতে পারে, এ প্রণালী তো দেবদূত ছাড়া কারুর জানবার কথা নয় বাবা শল্লক!...শরণ্যে ত্র্যম্বকে...না-না-না নারায়ণী না-না-না কই বাবা হনু...অত ওরকম করে কী চাটছ বাছা হনু?

শল্লক॥ ব্লটিং পেপার!

পণ্ডিত॥ হনুমানে ব্লটিং পেপার খায় নাকি?

শল্লক॥ না না। রাবড়ি খেতে চেয়েছিল। তা দু'সের রাবড়ি কিনে তার মধ্যে তিনসের ব্লটিং পেপার গুঁজে দিলুম! বাকি পয়সাটা ঝেড়ে দিলুম!

পণ্ডিত॥ বা বা বা...বেড়ে প্রক্রিয়াটা...

শল্লক॥ জানেন পণ্ডিতজি, প্রক্রিয়াটা আজ আমার মাথায় এসেছে!

পণ্ডিত॥ বলো কি! তোমার নিজের মাথা থেকে বেরুলো! সত্যি বলেছো শল্লক! তোমার মগজে আপনা থেকে গজালো!

শল্লক॥ কী আশ্চর্য বলুন তো!

পণ্ডিত॥ ধন্য ধন্য তুমি শল্লক! সার্থক তোমার মগজ! এদেশে কেউ জানতো না ভেজাল কাকে বলে! এ সবই সেই পুঁটিরামের আশীর্বাদ! দেখতে পাচ্ছ, ক্রমশই আমরা কিরকম স্বনির্ভর হচ্ছি। কিন্তু এদিন আর কদ্দিন থাকবে! ফাঁসির দিন তো স্থির! মাঝখানে আর একটা হপ্তা! পার্ট-টাইমটা চলে যাবে হে! শুধু ফুল-টাইম নিয়ে জীবন কী করে কাটাবো বাবা শল্লক?

[ব্যস্তভাবে বৈদ্যের প্রবেশ।]

বৈদ্য॥ মেলেনি...খবর শুনেছেন আপনারা?...আজও মেলেনি!

শল্লক॥ কী মেলেনি বৈদ্যজি?

বৈদ্য॥ কুলাঙ্গার! একজনও মেলেনি! পর পর দশদিন ঢ্যাঁড়া পড়েছে—ইনটারভিউ বোর্ড মাছি তাড়াচ্ছে! ফাঁসি হবে, ফাঁসুড়ে নেই! ফাঁসুড়ে মিলছে না!

পণ্ডিত॥ বলো কী হে বৈদ্য! মেলেনি!

বৈদ্য॥ মহারাজের মাথায় হাত! অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ফাঁসি স্থগিত!

পণ্ডিত॥ (আনন্দে) সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে....না-না-না ত্র্যম্বকে গৌরী...না-না-না নমস্তুতে!

বৈদ্য॥ কী কাণ্ড বলুন তো! এত বড় একটা দেশে একটাও হীন নীচ কাপুরুষ ব্যক্তি মিলছে না, যে কিনা দড়ি টানার জঘন্য কর্মটি করতে পারে!

পণ্ডিত॥ ভালো, ভালো। যত না মেলে ততই ভালো। যত ঝুলে থাকে, ততই মঙ্গল! সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...

বৈদ্য॥ মঙ্গল! আপনি বলছেন কি পণ্ডিতজি! ঝুলে থাকা মানেই যে আমরা ধাপে ধাপে আরো নষ্ট হয়ে যাবো। ভাবুন তো ইতিমধ্যেই আমরা কতটা ধড়িবাজ ধান্দাবাজ হয়ে গেছি! অধঃপাতে যাচ্ছি! আপনাদের মনে হচ্ছে না, অ্যাঁ, কারুর মনে হচ্ছে না?

পণ্ডিত॥ আরে এ বলে কি, ও শল্লক? আরে বাবা বন্দীর চিকিচ্ছের নামে রোজ যে কাঁড়ি কাঁড়ি মুদ্রা ঘরে তুলছো সেটা ভালো হচ্ছে না!

বৈদ্য॥ ভালো হচ্ছে? আপনি বলছেন ভালো হচ্ছে? পাঁচটাকার ওষুধ দিয়ে রোজ পাঁচ হাজার টাকার বিল করছি! টাকা নিচ্ছি আর বাড়ি ফিরে শুধু কাঁদছি! আপনারা কাঁদেন না অ্যাঁ, টাকা মেরে আপনাদের মন খারাপ হয় না!

পণ্ডিত॥ স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে, মন খারাপ হতে যাবে কেন হে? অজমূর্খ! অলম্বুষ!

শল্লক॥ একবার ভাবুন তো বৈদ্যজি, পুঁটিবাবু সেদিন ওই মুহূর্তে এসে না পড়লে এত সব হতো! ওই হনু ওইদিনই সাবাড় হয়ে যেতো। না বসতো তদন্ত কমিশন, না বিচার বিভাগ, না কারা বিভাগ, না হতো চাকরি, না হতো পার্ট টাইম! রাতারাতি কত বড় একটা সিস্টেম জাঁকিয়ে বসলো! আর আপনি কাঁদছেন!

পণ্ডিত॥ আমি বরাবর বলে আসছি, দেশ চালাতে গেলে শিক্ষাটা নিতে হবে ভবিষ্যৎ থেকে। ভবিষ্যতের দর্পণে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। সবাই মিলে তাই তোলা—

বৈদ্য॥ (কেঁদে) ওহোহো পুঁটিরাম এমন সিস্টেমের চাকায় বেঁধেছে...গোল্লায় যাচ্ছি, তবু থামতে পারছিনে? কাঁদবো না? ভাবলুম ফাঁসিটা চুকে গেলে হাত পা ধুয়ে বসবো, তাও অনির্দিষ্ট কাল ঝুলে গেলো! ...বুঝতে পারছেন না, কী হচ্ছে...হতে চলেছে...কেউ বুঝতে পারছেন না আপনারা? অ্যাঁ...

[*বৈদ্য কাঁদছে। হাতে রাবড়ির হাঁড়ি, মুখে রাবড়ি মাখা হনুমান গরাদের সামনে আসে।*]

হনুমান॥ অ্যাই! রাবড়িটা কে কিনেছে রে!

শল্লক॥ খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে তো ভাই আসামী?

হনুমান॥ বড় তৃপ্তি হয়েছে রে!

শল্লক॥ তোমাকে পরিতৃপ্তি দেওয়াই তো আমাদের কাজ! তুমি খুশি হয়ে হাসিমুখে ফাঁসি মঞ্চে উঠবে...

হনুমান॥ তার আগে এই হাঁড়িটা যে তোর মাথায় ভেঙে যাবো! খচ্চর! রাবড়ির মধ্যে কাগজ ভরে দিয়েছিস কেন রে?

বৈদ্য॥ কাগজ! কই দেখি...

[*বৈদ্য হাঁড়িটা দেখতে হনুমানের কাছাকাছি যেতে হনুমান হাঁড়ি থেকে রাবড়ি মাখানো ব্লটিং পেপারখানা তুলে বৈদ্যের মুখের ওপর আটকে দেয়।*]

বৈদ্য॥ অ্যা হা হা! শল্লক, তোমার জন্যে আমার এই দশা হ'লো...বুঝতে পারছো, বুঝতে পারছো তুমি?

শল্লক॥ আসুন, ধুয়ে দিচ্ছি।

[*বৈদ্যকে নিয়ে শল্লক বেরিয়ে গেলো।*]

পণ্ডিত॥ বলো, বাছা হনু, সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...না-না-না ত্র্যম্বকে গৌরী...না-না-না নমস্ততে..

হনুমান॥ (মন্ত্র পড়ে) সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...না-না-না ত্র্যম্বকে গৌরী...না-না-না নমস্ততে। (থেমে) না-না-নাটা কী?

পণ্ডিত॥ ॥ ওটা কিছু না। মন্ত্রের খাবলা খাবলা ভুলে গেছি, তাই না-না-না করে ফাঁকটা মেরে দিলুম! আমি যাই...

হনুমান॥ (*পণ্ডিতের নামাবলী টেনে ধরে*) পুরো মন্তর শুনিয়ে যাও—

পণ্ডিত॥ এটা পার্ট-টাইম কাজ রে, পার্ট মন্তরই যথেষ্ট বাছা। আরে বাবা এ আমার কথা না, এ পুঁটিতন্ত্রের কথা! প্রশাসনিক পরিকাঠামো! তুই বুঝবি না!

হনুমান॥ খচ্চর পুঁটির টুঁটি ছিঁড়ে নেবো আমি! কোথায়...সে পুঁটেটা কোথায়?

পণ্ডিত॥ কী করে বলবো! সে তোমার ফাঁসুড়ে খুঁজছে! ছাড়ো বাবা, ছিঁড়ে যাবে।

হনুমান॥ চালাকি! অ্যাঁ? আধাখ্যাঁচরা মন্তর চালিয়ে আমাকে নরকে পাঠাবার তাল! ভেবেছো মহারাজ কিছু দেখছে না—যা খুশি চালিয়ে দি! পুরো মন্তর বলে যাও—

[*নামাবলী টানাটানি চলছে।*]

পণ্ডিত॥ কেন অমন করছিস বাছা, দু'দিন বাদে তো মরেই যাবি, ক'দিনই বা মেরে খাবো! আমাদের জন্যে একটু মায়া হয় না তোর বাছা? একটু সহযোগিতা করতে পারিস না?

হনুমান॥ আমায় নিয়ে ব্যবসা পাতানো হয়েছে, অ্যাঁ? ভেবেছো যতদিন আমি ঝুলে থাকবো, ততদিন লুটেপুটে খাবে! দশানন! দশানন! এই কি তোমার প্রশাসন!

[*হঠাৎ শল্লক ছুটে এসে এলোপাথারি চাবুক চালাতে লাগে হনুমানের ওপর।*]

শল্লক॥ তবে রে! মহারাজকে ডাকা হচ্ছে! প্রশাসন দেখতে সাধ হয়েছে! এই দ্যাখ, দেখে যা! মরার আগে প্রাণ ভরে দেখে যা...

[*হনুমান ভূলুণ্ঠিত হয়। নিথর নিস্পন্দ হয়।*]

পণ্ডিত॥ কী হ'লো? পঞ্চত্বং গতং নাকি? বৈদ্য! বৈদ্য!

[*বৈদ্য ঢোকে।*]

পণ্ডিত॥ সাড়া দিচ্ছে না যে!

[*বৈদ্য হনুমানের বুকে কান রাখে।*]

কী...কী আছে, না গেছে?

বৈদ্য॥ (*কেঁদে ওঠে*) খারাপ হয়ে যাচ্ছি...আমরা দিনকে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছি! বন্দীকে পিটিয়ে মেরে ফেলছি! আপনারা এখনো বুঝতে পারছেন না, কীভাবে গোল্লায় যাচ্ছি আমরা!

পণ্ডিত॥ না! বুঝতে পারছি না! পালাও! শিগগির পালাও!

[*পণ্ডিত বৈদ্য ও শল্লকের হাত ধরে ছুটে পালায়। হনুমান তেমনি নিস্পন্দ। ঝুড়ি ঝাড়ু আর বালতি নিয়ে কারাগারের দাসী মাছরাঙা ঢুকলো। গুন গুন করে গাইতে গাইতে।*]

মাছরাঙা॥ (*গান*)

বৌদিদিলো আজ চুল বেঁধেছি...
ফুল পরেছি...
চন্দন গন্ধেতে হিয়া ভরেছি..
আজ প্রজাপতি গায়ে উড়ে বসলো রে...
বৌদিদিলো, তোর ননদিনী এতদিনে খসলো রে...

(*থেমে*) এই যে বন্ধু, ওঠো ওঠো। ঘরদোর ঝাঁট দেবো! সন্ধেবেলা তো রামনাম করো রোজ, আজ সব ভুলে গেলে নাকি? উঠে পড়ো! আমার কাজ আছেরে বাবা! দেবো,

কানে জল ঢেলে দেবো সেদিনের মতো? আরে ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? ওমা, নিঃশ্বেসও যে পড়ে না!

[ঝাড়ুঝুড়ি ফেলে মাছরাঙা তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।]

ওগো কে কোথায় আছো তোমরা...

[হনুমান হাসতে হাসতে উঠে বসে।]

দেখেছো! বুকের মধ্যে এখনো টিপটিপ করছে! ওটা কী হচ্ছিল শুনি!

হনুমান॥ একমনে তোমার ধ্যান করছিলুম!

মাছরাঙা॥ ও কীসের দাগ তোমার গায়ে! চাবুকের!

হনুমান॥ উঁহু প্রশাসনিক ব্যবস্থা!

মাছরাঙা॥ খুব চালু হয়েছ। হুনোটা বুনোটার মুখে বোল ফুটেছে। (*ঝুড়ির মধ্যে থেকে কাপড় বার করে*) দেখো তো বন্ধু কাপড়খানা তোমার পছন্দ হয়!

হনুমান॥ বাসন্তী রঙ! বাহা বাহারে....কার গো মাছরাঙা?

মাছরাঙা॥ তোমার! ফাঁসির দিন এটা পরে শেষ যাত্রা করবে বন্ধু।

হনুমান॥ হায় হায়! সে ফাঁসিতে কত সুখ!

মাছরাঙা॥ আর এই হারটা থাকবে তোমার গলায়।

[*নিজের গলা থেকে হার খুলে হনুর গলায় পরিয়ে দেয়।*]

হনুমান॥ বাঁদরের গলায় মুক্তোহার দিলে গো মিতেনি, এ যে মহামূল্যবান!

মাছরাঙা॥ আজ আমার বড় সুখের দিন গো বন্ধু। আমার...আমার আজ বিয়ের ঠিক হ'লো যে!

হনুমান॥ সত্যি! এই যে বলো, রাবণরাজার দেশে দাসীদের বিয়ের অধিকার নেই!

মাছরাঙা॥ এতদিন তাই তো ছিল। আজই হঠাৎ মহারাজ ডেকে বললেন, ফাঁসুড়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে রে দাসী।

হনুমান॥ কার! কার সঙ্গে!

মাছরাঙা॥ ফাঁসুড়ে! তোমায় যে ফাঁসি দেবে তার সঙ্গে! কেউ তো ফাঁসুড়ের কর্ম নিতে আসছে না। তাই পুঁটুবাবু ভাবছেন মাইনের সঙ্গে যদি সুন্দরীকন্যে দান করা যায়...

হনুমান॥ ফাঁসুড়েকে বিয়ে করবে তুমি! হীন নীচ কুলাঙ্গার সে! পুঁটের কথায় তুমি কাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো মাছরাঙা?

মাছরাঙা॥ (*কঠিন গলায়*) যেই হোক্, সেই ভালো! অধিকার ছিল না, অধিকার পেয়েছি! অধিকারটাই বড়, জিনিসটা যাই হোক! পুঁটিরামবাবু আমায় সেই অধিকারটাই এনে দিলেন!

হনুমান॥ হায় রাম, হায় পুঁটিরাম! এই লোকটার নামে তোমার নামটা কে জুড়ে দিলো প্রভু!

মাছরাঙা॥ তোমার দিকে তাকিয়ে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! তোমায় যে মারবে, তাকে আমায় বরণ করে নিতে হবে। কী করবো, ও বন্ধু, অধিকারটা ছাড়ি কেমন করে! ও বন্ধু, তোমায় আমি কোনদিন ভুলবো না। ওই সমুদ্রের পারে গেলে আমি তোমাকে দেখতে পাবো। কাঞ্চন মেঘের মতো তুমি যেন আমার দিকে ভেসে আসছো! তোমার প্রভু রাম পাথরে পা দিয়ে অহল্যার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আর পুঁটিরাম এই দাসীর জীবনে

বাঁচার অধিকার দিয়ে গেল!...বলো, আমার দিকে চেয়ে বলো, তুমি রাগ করোনি...

[হনুমান সজল চোখে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে।]

বলো বন্ধু, আমার অধিকারের কথাটা ভেবে বলো তুমি অভিশাপ দিচ্ছো না, বলো...

[মাছরাঙা হনুমানের সামনে মাথা কুটতে লাগলো। হনুমান উদাস চোখে দূরে চেয়ে রয়েছে।]

প্রথম কাণ্ড // পঞ্চম দৃশ্য

রাবণের নবমুণ্ডধারণ ও কাঁটাচামচের কেচ্ছা

[রাজসভা। ছত্রধারী ও পাখাধারী ছাড়া আর কেউ নেই। হাতের তালুতে খৈনি পিষতে পিষতে পুঁটিরাম বাগচি ঢুকলো।]

পুঁটিরাম॥ কইরে, তোদের মহারাজ কই? রাজসভা ফাঁকা কেন? বৈকালিক অধিবেশন কখন বসবে?

ছত্রধারী॥ মহারাজ বোধহয় অন্তঃপুরে জাদুর খেলা দেখাচ্ছেন পুঁটিরামজি!

পুঁটিরাম॥ জাদু! হিজ ম্যাজেস্টি জাদু জানেন!

পাখাধারী॥ এই তো মধ্যাহ্নভোজে দেখালেন! এখনো আমাদের চমকানি কাটেনি পুঁটিরামজি...

ছত্রধারী॥ চোখের সামনে আপনার সেই কাঁটাচামচ...স্রেফ হাওয়া করে দিলেন!

পুঁটিরাম॥ কাঁটাচামচ হাওয়া! কি রকম, কি রকম?

পাখাধারী॥ আজ্ঞে আজ দুপুরে মহারাজ হেঁকে বললেন, সবাই দেখে যাও আমি কেমন কাঁটাচামচ দিয়ে পাটিসাপটা খেতে শিখেছি!

ছত্রধারী॥ তো আমরা সবাই ছুটে গেলুম, অন্তঃপুরের গিন্নিরাও সব এসে পড়লেন...

পাখাধারী॥ সবাই দেখছি মহারাজ চামচে বিঁধিয়ে পাটিসাপটা গালে ঢোকাচ্ছেন ...দেখছি..... দেখছি..... হঠাৎ দেখছি পাটিসাপটাখানা থালাতেই শুয়ে রয়েছে... কাঁটাচামচটা নেই!

পুঁটিরাম॥ বলিস কি? কাঁটাচামচটা নেই!

ছত্রধারী॥ নেই!

পাখাধারী॥ মহারাজ হা-হা করে হেসে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, জাদু! জাদু! দেখলেতো বিংশ শতাব্দীর কাঁটা চামচ কেমন ফুস্‌স করে দিলুম! আচ্ছা মালটা কোথায় গেলো বলুন তো পুঁটিরামজি?

পুঁটিরাম॥ সেটাই তো এখন তদন্ত করতে হবে! যা স্যারকে গিয়ে বল্, এখুনি একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা স্যাংশন করতে হবে। প্রশাসনিক কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেছে! যা ডেকে আন। বল্, আমি ডাকছি...

[ছত্রধারী ও পাখাধারী পাখা ফেলে চলে গেলো।]

পুঁটিরাম॥ (সজোরে খৈনি পিষতে পিষতে) পাটিসাপটা আছে...কাঁটাচামচ নেই! (খৈনির টিপ গালে ঢোকায়।) হুঁ, আর দেখতে হবে না। কাঁটাচামচ স্লিপ করে পেটে চলে গেছে!

[গলায় রাশিকৃত ফুলের মালা দোলাতে দোলাতে মেঘনাদের প্রবেশ।]

মেঘনাদ॥ হ্যালো পুঁটুকাকা...

পুঁটিরাম॥ আরে এসো এসো ভাইপো মেঘনাদ। কীব্যাপার, আজো কিছু উদ্বোধন করে এলে বুঝি?

মেঘনাদ॥ আর বলো কেন, ইন্দ্রজিৎ আখ্যাটি পাওয়ার পরে আমায় নিয়ে তো টানাটানি চলছে পুঁটুকাকা। সারাক্ষণই উদ্বোধন করে বেড়াচ্ছি! সকালে সরোবর, দুপুরে অট্টালিকা, বিকালে এই উদ্যান সেরে আসছি...আবার সন্ধ্যায় একটা পানশালা উদ্বোধন আছে....

পুঁটিরাম॥ চালাও ভাইপো চালাও! সকালে মালা...দুপুরে মালা..সন্ধেবেলা মালের দোকানের মালা!

মেঘনাদ॥ আমার ভাবমূর্তি কি উজ্জ্বল হচ্ছে না পুঁটুকাকা?

পুঁটিরাম॥ হচ্ছে না মানে! চন্দ্রকলার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে! তুমি তো এখন মেঘাস্টার মেঘনাদ!

মেঘনাদ॥ তুমি দেখো, একবার যখন ভাবমূর্তির মাহাত্ম্য আমি বুঝতে পেরেছি, একে আমি ছাড়বো না...আরো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবোই!

পুঁটিরাম॥ শুধু ভাবমূর্তি ধরেই কি চলবে ভাইপো, সিংহাসনখানাও তো ধরতে হবে! বাবার বয়েস হয়েছে...

মেঘনাদ॥ বাবার পরে তো সিংহাসনে আমিই বসছি!

পুঁটিরাম॥ তবে অত জোর দিয়ে কি বলা যায়? কুম্ভকর্ণ বিভীষণ...তোমার দু'টি খুড়ো আছে!

মেঘনাদ॥ ছোটখুড়ো বিভীষণকে নিয়ে কিছু ভাবছি না! নরম প্রকৃতির লোক..বাবার দাপটে কেঁচো হয়ে আছে! আমার ভাবমূর্তির সামনে দাঁড়াতে পারবে না!

পুঁটিরাম॥ কিন্তু মেজোখুড়ো কুম্ভকর্ণ! যেমন অঢেল শক্তি, তেমনি অগাধ বুদ্ধি...

মেঘনাদ॥ তাকে নিয়েও কিছু ভয় নেই পুঁটুকাকা! বাবা মদ ধরিয়ে দিয়েছেন—মেজোখুড়ো নেশায় ডুবে আছে! এখন মদ টেনে তার ছায়াপুরীতে ছ'মাস ঘুমোয়, ছ'মাস জাগে!

পুঁটিরাম॥ মদে কিছু হয় না ভাইপো, আমাদের কালে মদ অচল হয়ে গেছে! পুরোপুরি অচল করতে হলে চাই পাতা....আমাদের কালে পাতাযুগ চলছে!

মেঘনাদ॥ পাতাযুগ!

পুঁটিরাম॥ তোমাদের যেমন এটা ত্রেতাযুগ। আমাদের চলছে পাতাযুগ! পাতার ওপরে ব্রাউন সুগার রেখে তলে মোমবাতি জ্বেলে ওপর থেকে ধোঁয়া টানার যুগ! এই যে....

[ঝুলি থেকে ড্রাগচূর্ণ বার করে দেখায়।]

মেঘনাদ॥ বেশ, কুম্ভকাকাকে এইটাই ধরাও...

পুঁটিরাম॥ বড্ড দামি মাল ভাইপো! বলছিলুম, তুমি যদি লঙ্কায় এই ড্রাগ পাচারের লাইসেন্সটা আমায় পাইয়ে দাও...

মেঘনাদ॥ তুমিও তোমার পুঁটিতন্ত্র ভালো করে চালিয়ে দিতে পারো।

[বিভীষণের প্রবেশ।]

পুঁটিরাম॥ হ্যা হ্যা হ্যা...

মেঘনাদ॥ তাই পাবে!...দেরি হয়ে গেলো, যাই পানশালাটা সেরে আসি। তুমি ওই ব্যবস্থাই করো পুঁটুকাকা...পারলে দুজনকেই ধরাও!

[*মেঘনাদের প্রস্থান।*]

বিভীষণ॥ মেঘনাদের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল?

পুঁটিরাম॥ আপনার গুণগান করছিল বিভীষণজি। আপনি নাকি নিপাট ভালো মানুষ....যারপরনাই রাজভক্ত। বলছিল, সিংহাসনে আপনার কোনো লোভ নেই!

বিভীষণ॥ হুম্! তুমি কি বললে?

পুঁটিরাম॥ আমি বললুম, উনি একটি মীরজাফর!

বিভীষণ॥ ওহে তুমি যে দেখা হলেই আমাকে মীরজাফর বলো, কেন বলো? কে এই মীরজাফর!

পুঁটিরাম॥ মুর্শিদাবাদের সিপাহশালার মীরজাফর আলি খাঁ! (*হঠাৎ যাত্রার ঢঙে*) সুবে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা তোমার পদতলে নতজানু হয়ে বলছে, বাংলাকে রক্ষা করো জনাব, বদলে নবাবের এ মসনদ তোমার মীরজাফর আলি খাঁ! কিন্তু কী করল মীরজাফর? ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে ডুবিয়ে দিল নবাবকে।

বিভীষণ॥ এর অর্থ কী, ব্যঞ্জনা কী...তাৎপর্য কী! আমার মধ্যে মীরজাফরের তুমি কি দেখলে বাগচি?

পুঁটিরাম॥ ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। হে হে হে...শিশুর পিতাটিকে শুধু একটু খুঁচিয়ে তুলতে হবে বিভীষণজি!

[*ছত্রধারী ও পাখাধারীর বেগে প্রবেশ।*]

ছত্রধারী॥ মহারাজ আর এক আধলাও স্যাংশন করবেন না!

পাখাধারী॥ প্রভু আপনার ওপর প্রচণ্ড চটে আছেন।

ছত্রধারী॥ আপনি সতেরো প্রকার ফালতু ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে আসল কাজটিই ভুলে মেরে দিয়েছেন!

পাখাধারী॥ এখনো পর্যন্ত ফাঁসুড়ে মেলেনি, ফাঁসির কী হবে!

ছত্রধারী॥ আপনি বলেছিলেন, মেয়েছেলে টোপ দিলে কুলাঙ্গারেরা ছুটে আসবে ফাঁসুড়ের চাকরি নিতে! যেহেতু হীন প্রবৃত্তির লোকদের একটা প্রবল টান থাকে মেয়েমানুষের ব্যাপারে...!

পাখাধারী॥ আপনার যাবতীয় বিশ্লেষণ ভুল! লঙ্কার মহান জাতির চরিত্র আপনি কিছুই বোঝেননি!

পাখাধারী॥ প্রভু আপনাকে চ্যাংদোলা করে সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে বললেন!

[*ছত্রধারী ও পাখাধারী পুঁটিরামকে চ্যাংদোলা করে তোলে।*]

পুঁটিরাম॥ চোপ্! যা, তোদের প্রভুকে গিয়ে বল, বাগচি ডাকছে। যদি আসতে না চায়, তাকেই চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে আয়! আরে আমাকে ছুঁড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত সে অধিবেশনের বাইরে নেয় কী করে? যা বল্ বৈকালিক অধিবেশন শুরু হবে!

ছত্রধারী॥ (*পাখাধারীকে*) চল্!

পুঁটিরাম॥ দাঁড়া! তোদের মন্ত্রী হতে ইচ্ছে করে না?

পাখাধারী॥ আজ্ঞে?

পুঁটিরাম॥ সারা জীবন পাখা ছাতা টেনে মরছিস, ইচ্ছে করে না মন্ত্রী হই! মন্ত্রী হয়ে দশের সেবা করি!

ছত্রধারী॥ আবার আপনি ফালতু ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন!

পুঁটিরাম॥ ফালতু কীরে ব্যাটা! আমাদের কালে দেখগে যা, মন্ত্রী হবে শুনে ঘাটের মড়াও তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে বসে! শুধু সে নয়, তার নাত বৌ-এর কোলের ছেলেটাকেও মন্ত্রী করবে বলে ছুটোছুটি করে!

পাখাধারী॥ চল্ চল্! এইসব রূপকথার গপ্পো শুনলে আমাদের চলবে?

[*ছত্রধারী ও পাখাধারী বেগে বেরিয়ে গেলো।*]

পুঁটিরাম॥ (*বিভীষণকে*) বসুন বিভীষণজি, আপনি ততক্ষণ এই ছাতাটার নিচে বসুন তো!

বিভীষণ॥ কি করো বাগচি, এ যে রাজছত্র!

পুঁটিরাম॥ কী করা যাবে, রাজা যদি অন্তঃপুরে জাদুর খেলা দেখাতে ব্যস্ত থাকেন, অধিবেশন তো বন্ধ রাখা যায় না! আর সত্যিকথা বলতে কি, রাজার অনুপস্থিতিতে আপনারই কেবল অধিকার আছে এ সিংহাসনে।

[*বিভীষণের হাত ধরে সিংহাসনে রাজছত্রের নিচে তাকে বসালো পুঁটিরাম।*]

হায় হায় হায়, কী মানিয়েছে! একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছেন বিভীষণজি! আরে, এ হীরামুক্তমাণিকাখচিত রাজছত্র, একি আর যার তার মাথায় শোভা পায়!

বিভীষণ॥ (*সিংহাসনে হাত বুলোতে বুলোতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে*) বাগচি, কেন আমি রাজা হলুম না বলো তো? (*পুঁটিরাম বিভীষণের গায়ে পাখার বাতাস করছে*) কী করলুম জীবনে? (*পুঁটিরাম আরো জোরে বাতাস করে*) স্বর্ণলঙ্কা...সোনার ভাণ্ডার, একা কেন দশানন ভোগ করে? আমি তার চেয়ে কম কিসে! (*পাখার বেগ বাড়ায় পুঁটিরাম*) মুখে আমি রাবণের স্তাবকতা করি। সত্য এই, ওকে আমি ঘৃণা করি। আমাদের দু'ভাইকে ও ফাঁকি দিয়েছে...আমাকে আর মেজদা কুম্ভকর্ণকে। অথচ এ রাজত্ব স্থাপনে আমাদেরও অবদান কম ছিল না! (*পুঁটিরামের হাতে পাখাটা বনবন করে ঘুরছে।*) এখন নিজের ছেলেটিকে সিংহাসনে বসাতে চাইছে।...ছাড়বো না বাগচি, সুযোগের সন্ধানে আছি। তোমায় বলছি বাগচি, একদিন রাবণের এ রাজছত্র রাজদণ্ড সিংহাসন কেড়ে আমি নেবই!

[*পুঁটিরাম পাখা থামিয়ে বিভীষণের হাত ধরে তাকে সিংহাসন থেকে নামাচ্ছে।*]

পুঁটিরাম॥ নেমে আসুন মীরজাফর!

বিভীষণ॥ মীরজাফর!

পুঁটিরাম॥ আর কথা নয়, জাফর আলি খাঁ, এবার আমরা দেখতে চাই কাজ! মীরজাফর ইন্ অ্যাকশান!

[*রাবণ কালনেমি মাল্যবান ছত্রধারী ও পাখাধারীর প্রবেশ। রাবণ আজ অন্য মুণ্ড ধারণ করেছে। অর্থাৎ ভিন্ন একটি পরচুলা। মুখের আদলটাই পাল্টে গেছে।*]

রাবণ॥ (*বজ্রকণ্ঠে*) কই সে পুঁটিরাম কই?

কালনেমি॥ ওই যে! ওই যে!

রাবণ॥ অপদার্থ! বিশ্বাসঘাতক! সাগরে নিক্ষেপ করো ওকে!

পুঁটিরাম॥ (রাবণকে) একটি থাপ্পড়ে তোমার থোব্‌না বিগড়ে দেব শালা! মানী লোকের মান দিতে শেখেনি, মখমলের জামা পরেছে! হুমদোটা কেরে? আরে স্বয়ং লঙ্কেশ্বর দশানন যাকে খাতির করে...

রাবণ॥ কী কহে মাতুল!

কালনেমি॥ যেমন লাই দিয়ে মাথায় চড়িয়েছো! হ'লো তো! শুনলে তো, থোব্‌না বিগড়ে দেবে! এই আমি বলে দিচ্ছি ভাগ্নে, তোমার কপালে এখনো অনেক আছে!

[*রাবণ সিংহাসনে বসে। ছত্রধারী পাখাধারী তাদের কর্তব্যে নিযুক্ত হয়।*]

পুঁটিরাম॥ স্যার! স্যার আপনি! ছি ছি...পার্ডন মি স্যার, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, এদেশে তো একমুণ্ডু রাজত্বি করে না, করে দশমুণ্ডু...দশ মুণ্ডুর সমাহার! এবার থেকে চোখ খুলে রাখবো স্যার! ...কোন্ জাদুতে কাঁটাচামচ হাওয়া করলেন স্যার?

[*রাবণ হঠাৎ দু'হাতে গলা চেপে বিচিত্র শব্দে কাশতে আরম্ভ করে।*]

পুঁটিরাম॥ কী হ'লো স্যার?

মাল্যবান॥ মহারাজ! মহারাজ!

কালনেমি॥ ও ভাগ্নে! ওরে বৈদ্য ডাক!

রাবণ॥ (ভাঙা গলায়) থাক্ থাক্!

পুঁটিরাম॥ তবে থাক্! ব্যস্ত হবেন না কেউ। স্যারের একটু সর্দি হয়েছে, তাই না স্যার?

রাবণ॥ (ভাঙা গলায়) হ্যাঁ...

কালনেমি॥ (পুঁটিরামকে) মেলা ওস্তাদি না করে এখন বলো হনুমানের ফাঁসির কী হ'লো? খুব তো বিংশ শতাব্দীর কেতা দেখাচ্ছিলে! লাখকথার এক কথা শুনে রাখো, বীরপ্রসবিনী স্বর্ণলঙ্কা কুলাঙ্গার প্রসব করে না।

পুঁটিরাম॥ করে করে মামাজি! দেখবেন ঠিক সময়ে প্রসব করিয়ে নেবো!

কালনেমি॥ এখনো ঠিক সময়ে! প্রতিদিন ফাঁসির খাতে কত ব্যয় হচ্ছে জানো? আমি তোমাকে আগেই বলেছিলুম ভাগ্নে, আমাকে তুচ্ছ করে পুঁটিকে উচ্চে তুলো না। ওই ওর হাতেই তুমি মরবে!

রাবণ॥ আঃ! থামো তুমি!

[*কালনেমি অপমানে মুখ নিচু করে।*]

মাল্যবান॥ এখুনি ফাঁসুড়ে না পেলে আর যে মানমর্যাদা থাকে না পুঁটিরামজি...হনুমানের কাছেও হাস্যাস্পদ হতে হয়! তাই বলছিলুম, ফাঁসিটানার কাজটা বরং রক্ষোকুলেরই কেউ করে দিক অগত্যা!

পুঁটিরাম॥ তা কী করে হবে, ওটা তো সংরক্ষিত পদ!

মাল্যবান॥ আজ্ঞে?

পুঁটিরাম॥ অলরেডি ঘোষণা করা হয়েছে পদটি লম্পট কুলাঙ্গারদের জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত। এখন যদি লঙ্কার কোনো সুসন্তানকে কাজটা করতে হয়, তাঁকে এফিডেভিট করে ঘোষণা করতে হবে, তিনি একটি হীন নীচ কুলাঙ্গার লম্পট!

কালনেমি॥ আবার এফিডেভিট! বোঝো, বিংশ শতাব্দীর ঠেলা বোঝো! ফ্যাকড়ার অন্ত নেই!

পুঁটিরাম ॥ (কালনেমিকে) যান না, আপনি বাড়ি যান না! আইনের কী বোঝেন আপনি!

কালনেমি ॥ অ্যাই, আমাকে চোখ রাঙাবে না। আমি দেশের অগ্রজ রাজনীতিবিদ্! তুমি কে হে! লঙ্কায় তোমার কোনো জনসমর্থন নেই!...বলছি ভাগ্নে, ফাঁসিটাসি ভুলে যাও, এখনো হনুকে ক্ষমা করে ছেড়ে দাও। তাতেও মুখরক্ষা হবে!

রাবণ ॥ আঃ কেন বারংবার একই কথা কহ...জ্বলে অহরহ কর্ণপটহ!

[রাবণ কাশতে আরম্ভ করে।]

মাল্যবান ॥ মহারাজ! বৈদ্য ডাকি?

পুঁটিরাম ॥ না, না, বৈদ্য ডাকার মতো এখনো তেমন কিছু হয়নি। তাই না স্যার?

রাবণ ॥ (ঘর্মাক্ত মুখ তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় *পুঁটিরামের দিকে*) হ্যাঁ, সামান্য সমস্যা! পথ একটা বার করে ফেলবোই, সমস্যা গিলে হজম করে ফেলবো!...কী কহ বিভীষণ? ...তুমি নীরব কেন ভ্রাতা?

বিভীষণ ॥ ভ্রাতা! ভ্রাতা বলে কেন ডাকো অযথা। অর্থ ঐশ্বর্য ক্ষমতা...কোনটা দিয়েছ রাবণ...যে ভ্রাতা বলে আজ বড় করো সম্বোধন!

রাবণ ॥ বিভীষণ, কী কহ? ওরে তুই যে আমার কতো প্রিয়!

বিভীষণ ॥ থাক্ থাক্ লোক-দেখানো ভালবাসা থাক্। বলো স্পষ্ট, দেবে কিনা রাজত্বের ভাগ!

রাবণ ॥ দূর হ! দূর হ! তোরে দিই নির্বাসন!

বিভীষণ ॥ নির্বাসনে না হৈবে দমন
অন্তরে জ্বলিছে হুতাশন!
শোনরে পামর...
যথাকালে লঙ্কায় দিবে দেখা জনাব মীরজাফর!

[*বিভীষণ পুঁটিরামের দিকে তাকায়। পুঁটিরাম গোপনে ঘাড় নাড়ে। বিভীষণ অট্টহাসি ছড়ায়।*]

বিভীষণ ॥ মীরজাফর ইন অ্যাকশান!

[বিভীষণ প্রস্থান করে।]

রাবণ ॥ পারবে না, কিছুই করতে পারবে না! তুমি ভোট করতে বলছিলে বাগচি। তোমার কথা মতো ভোট করবে, ভোটে ওর জামানত জব্দ হয়ে যাবে।

পুঁটিরাম ॥ ও কম্মো করবেন না স্যার। অশোক কাননে সীতাকে এনে আটকে রেখেছেন! সীতা-কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে আছেন। এখন ভোট করলেই হিজ ম্যাজেস্টি ভুটকে যাবেন।

রাবণ ॥ (*কাশতে কাশতে*) তবে আগে হনুমান! বলো মামা, হনুমান-সমস্যার সমাধান বলো..যুক্তি দাও।

কালনেমি ॥ আবার আমাকে কেন ভাগ্নে?

রাবণ ॥ তোমাকে ছাড়া কাকে ডাকবো! মামা, তোমাকে ভুলে ঐ পুঁটিটাকে পাত্তা দিতে গিয়ে আজ তো এই বিপত্তি! দাও, তোমার উপদেশটি দাও। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি মামা, হনুমানকে কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারবো না! এইবার তুমি সব দিক বিবেচনা করে বলো...

কালনেমি ॥ বেশ! বেশ! এক্ষেত্রে আমার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, আমরা বরং হনুকে

বলি, সেই তোমাকে ক্ষমা করে চলে যাক্।

রাবণ॥ হনুমান আমাকে ক্ষমা করে চলে যাবে!

কালনেমি॥ তাই করুক! দরকার হ'লে ওর কাছে হাত জোড়ও করা যাক—

রাবণ॥ এই তোমার সুচিন্তিত উপদেশ!

কালনেমি॥ কেন নয়? হ্যাঁ ও তোমার গণ্ডে চপেটাঘাত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন, কোন্ গণ্ডে! এই মুণ্ডের গণ্ডে তো করেনি! সে মুণ্ড খুলে রাখা হয়েছে। আর কোনদিন সেটা না পরলেই হ'লো। চুকে গেল ল্যাটা।

রাবণ॥ আস্ত পাঁঠা!

কালনেমি॥ অ্যাঁ!

রাবণ॥ এ রামপাঁঠাটা এখনো এখানে বসে আছে কেন? একে এখনো দূর করা হয়নি কেন?

[অপমানিত কালনেমি চলে যাচ্ছে। মাল্যবান তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।]

মাল্যবান॥ মামাজি...মামাজি...এইভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধালে, আর কিছু নয় হনুমানের হাতই শক্ত হবে। আসুন...ফিরে আসুন মামাজি...

কালনেমি॥ না না দিনের মধ্যে পাঁচশোবার ধমকাবে! আমার একটা আত্মসম্মান নেই? আজ ঠিক করেই এসেছি, ধমক মারলেই চলে যাবো। অন্তত নিজে থেকে আর মিটমাটের চেষ্টা করবো না!

রাবণ॥ বলে, হনুমানের কাছে হাত জোড় করো। যত বুড়ো হচ্ছে, তত ছাগল হচ্ছে!

কালনেমি॥ ঐ শোনো...

পুঁটিরাম॥ ঠিক আছে, আমি মিটিয়ে দিচ্ছি...

[কালনেমি ও রাবণের হাত ধরে উঁচুতে তুলে—]

বলুন ঐকমত্য! দুজনেই বলুন আমাদের মধ্যে কোনো অনৈক্য নেই! যেটুকু ঘটেছে, ওটুকু রুটিন ব্যাপার! নীতির দিক দিয়ে মামা-ভাগ্নের সম্পূর্ণ বোঝাপড়া রয়েছে।

[কালনেমি বিড়বিড় করে কথাগুলো পুঁটিরামের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলো। তারপর রাবণের পাশের আসনটিতে বসে রাবণের কাঁধে হাত দিয়ে মুখখানা হাসি-হাসি করলো। রাবণ ভীষণভাবে কাশতে কাশতে দুমড়ে পড়ছে।]

রাবণ॥ (*প্রচণ্ড কষ্টে*) হাঁ করে কী দেখছো সব! বৈদ্য ডাকো।

মাল্যবান॥ বৈদ্য! বৈদ্য! ওরে কে আছিস, বৈদ্যকে ডাক! ওরে তোরা বাতাস কর!

রাবণ॥ পুঁ...পুঁ...পুঁ...

পুঁটিরাম॥ বলুন স্যার!

রাবণ॥ কাঁ...কাঁ...কাঁ....

পুঁটিরাম॥ কাঁটা? গলায় বিঁধে গেছে?

রাবণ॥ হাঁ...হাঁ...

পুঁটিরাম॥ গিলতেও পারছেন না, ওগরাতেও পারছেন না?

রাবণ॥ ন্ না...না...

পুঁটিরাম॥ হুঁ, (*গলার কাছটা টিপে*) হুড়ুং-এ আটকে রয়েছে। (*অন্যদের দিকে তাকিয়ে*)

বুঝতে পারছেন না? পাটিসাপটা খাওয়ার সময় মালটা স্লিপ্ করে, কাঁটাটাই চলে গেছে গলার মধ্যে।

রাবণ॥ হ্যাঁ...হ্যাঁ...

পুঁটিরাম॥ জাদু বলে চালাচ্ছিলেন!

রাবণ॥ হ্যাঁ...

পুঁটিরাম॥ কেন? লজ্জায়?

রাবণ॥ হ্যাঁরে বাবা। বার করে দাও...পুঁ...পুঁ...পুঁ...

পুঁটিরাম॥ হাঁ করুন।

[রাবণ হাঁ করে। পুঁটিরাম ঝুলি থেকে টর্চ বার করে।]

রাজসভার সব আলো নিভিয়ে দাও!

[সব আলো নিভে যায়। পুঁটিরামের হাতে টর্চ জ্বলে ওঠে। পুঁটিরাম রাবণের হাঁয়ের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে।]

এই...এই জন্যেই বলে রাক্ষসরাজ রাবণ! এই জন্যেই বলে রাষ্ট্রপ্রধানের খাঁই রাক্ষুসে খাঁই। এটা সর্ব কালেই সত্য, কালজয়ী সত্য! দেখছেন দেখছেন আপনারা, বিরাট গুহার মধ্যে কাঁটাচামচের কাঁটাগুলো আরশোলার শুঁড়ের মতো কিরকম উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে!

[উপস্থিত কেউ কিন্তু রাবণের গলার কাঁটা দেখছে না। সবাই গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসেছে পুঁটিরামের হাতের জ্বলন্ত টর্চের দিকে। এমন অদ্ভুত আলোর ব্যবস্থা কেউ যে দ্যাখেনি। প্রত্যেকের চোখ জ্বলছে কৌতূহলে।]

টর্চটা একজন ধরুন, আমি কাঁটাটা বের করে আনছি।

[টর্চটা কালনেমি নেয়। তার হাত থেকে ঘোরে মাল্যবান ছত্রধারী পাখাধারীর হাতে হাতে। জিনিসটা নিয়ে, ওরা কাড়াকাড়ি করছে। মজা করছে। যে যার নিজের মুখে ফেলে অন্যকে দেখাচ্ছে। রাবণ অন্ধকারে গোঙাচ্ছে।]

পুঁটিরাম॥ কী হ'লো? যে যার মুখ দেখছেন কেন? আরে রাষ্ট্রপ্রধানের হাঁ-টা দেখান...

[কেউ পুঁটিরামের কথায় কান দিচ্ছে না। এধারে ওধারে যত্রতত্র আলো ফেলছে, হাসছে, খেলা করছে।]

আরে টর্চটা দিন! কী আশ্চর্য! খেলা শুরু করলেন যে! আরে টর্চ জিনিসটা এমন কিছু না। পরে দেখবেন। আমি লঙ্কায় টর্চ কারখানা খুলে দেবো! দিন দিন...হিজ ম্যাজেস্টি আর কতক্ষণ কণ্ঠে কন্টক নিয়ে কাটাবেন? শুনছেন...

[হাতে হাতে জ্বলতে জ্বলতে টর্চের আলো কমতে কমতে এক সময় হারিয়ে গেল। সভাস্থল অন্ধকার।]

যাঃ! ব্যাটারি ফুরিয়ে দিলেন তো!

[প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে উঠলো।]

॥ প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড // প্রথম দৃশ্য

রাবণের জন্মদিনে মাছরাঙার শোক

[*কারাগার। মখমলের ঝলমলে চাদরের ওপর রংদার তাকিয়া। তার ওপরে কনুই রেখে জমিদারি কায়দায় আধশোয়া হনুমান পা নাচাচ্ছে, গুনগুন সুর ভাঁজছে। মুখে পান, পানের রসে গাল দুটো ফুলে টোপা টোপা।*]

হনুমান॥ ওরে কে আছিস? পিকদানি দিয়ে যা...

[*পিকদানি নিয়ে শল্লকের প্রবেশ।*]

ধর্ মুখের সামনে ধর্। আমার শেষ ইচ্ছে...তোর হাতে ধরা পাত্রে পিক ফেলব!

[*রাগে জ্বলতে জ্বলতে শল্লক অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে পিকদানি বাড়িয়ে দেয়। হনুমান পিক ফেলে।*]

দে, তাকিয়াটা পিঠের নিচে ঠেলে দে...

[*শল্লক তাকিয়াটা ঠেলে দেয়।*]

ঠেস দিয়ে আরাম পাচ্ছি। যা, গড়গড়াটা নিয়ে আয়।

[*শল্লক আগুন-চোখে হনুমানকে দেখতে দেখতে চলে যায়। হনুমান সুর ভাঁজে। শল্লক সোনার গড়গড়া নিয়ে ঢোকে—সোনার কলকে জ্বলছে।*]

হনুমান॥ দে নলটা মুখে গুঁজে দে...

শল্লক॥ গুঁজে নাও।

হনুমান॥ গুঁজে দে। আমার শেষ ইচ্ছে।

শল্লক॥ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একটার পর একটা শেষ ইচ্ছে...!

হনুমান॥ হবেই। তোরা ফাঁসি দিতে যত দেরি করবি, শেষ ইচ্ছেও বেড়ে যাব! ইচ্ছে তো থেমে থাকবে না! দে।

[*শল্লক অগত্যা নলটা হনুমানের মুখে লাগিয়ে দেয়।*]

(*নলে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে*) আঃ জবাব নেই! পুঁটে খচড়াটা নয়া নয়া বহুৎ মাল বানিয়ে ছাড়ছে লঙ্কার বাজারে...

লেকিন ইয়ে গড়গড়াকা জবাব নেহি।

[*ফুকফুক করে ধোঁয়া ছাড়ে।*]

কীরে, আজ ফাঁসি হচ্ছে তো?

শল্লক॥ হবার তো কথা!

হনুমান॥ সূর্যোদয়ের কালে হবে বলেছিলি! বেলা বেড়ে যাচ্ছে। কখন নিয়ে যাবি ফাঁসির মঞ্চে?

শল্লক॥ তা নিয়ে তোমার অত মাথা ব্যথা কেন? আমাদের যখন ইচ্ছে হবে—নিয়ে যাবো।

হনুমান॥ অ্যাই ব্যাঁকাচোরা কথা কইছিস কেন? রাত থাকতে কাঁচাঘুম ভাঙিয়ে চান করিয়ে খাইয়ে সাজিয়ে রাখলি, ঠিক করে বল্ কখন আমার ফাঁসি হবে?

শল্লক॥ ওপরের নির্দেশ আছে প্রতিদিনই তোমায় সাজিয়ে রাখতে হবে। যক্ষুনি ফাঁসুড়ে মিলে যাবে, তক্ষুনি ঝোলানো হবে! বুঝলে?

হনুমান॥ অ্যাই গলা নামিয়ে কথা বল্। নইলে কিন্তু তোকে দিয়ে পা টিপিয়ে নেওয়ার শেষ ইচ্ছে করবে! দেখবি?

শল্লক॥ (*হাত জোড় করে*) দয়া করে আমাদের বিপদটা বোঝো ভাই হনু। আর কত খাটাবে? দেখাতেই তো পাচ্ছো, ফাঁসুড়ের অভাবে আমরা ন্যাজে গোবরে হয়ে আছি! ঘন ঘন যে ফাঁসির দিন পিছোচ্ছে, সে তো তোমায় ভালবাসার জন্যে নয় ভাই—

হনুমান॥ কিন্তু প্রতিদিন সকালে যদি তোরা আমায় হতাশ করিস...

[*হনুমান গড়গড়া টানছে। সহসা মাছরাঙার প্রবেশ। পাগলিনীর মতো লাগছে তাকে।*]

মাছরাঙা॥ মর্ মর্ হতচ্ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া মুখপোড়া। এত লোকের মরণ হয়, কেবল তোর কপালেই যমের দৃষ্টি পড়ে না গা...

শল্লক॥ ব্যাটার জন্ম নক্ষত্রের দোষ...বুঝলে মাছরাঙা।

মাছরাঙা॥ হে মা চণ্ডী, হে মা দুর্গা, একটা ফাঁসুড়ে জুটিয়ে দাও মা। ওমা, কত আশা করে রয়েছি মা, কুলাঙ্গারের গলায় মালা দেবো, অধিকারটা দিয়ে কেড়ে নিয়ো না মা...

[*হনুমান পা নাচাতে নাচাতে দুষ্টুমি করে গেয়ে ওঠে।*]

হনুমান॥ ...বৌদিদিলো, প্রজাপতি গায়ে উড়ে বসল রে...
তোর আইবুড়ি ননদিনী খসল রে...

মাছরাঙা॥ মর্! মর্! নুড়ো জ্বেলে দিই তোর মুখে...

হনুমান॥ কী করব বলো, এরা যদি প্রশাসন ধরে রাখতে না পারে, আমার কী করার আছে? আমি তো প্রস্তুত। চেয়ে দ্যাখো, সেই তোমার বাসন্তী রঙের বস্তর পরে আছি! তুমি একটা কুলাঙ্গার সোয়ামি পাও, মরার আগে দেখে যেতে চাই গো মিতেনি মাছরাঙা...

[*হনুমান মাছারাঙার চোখের জল মুছে দিচ্ছে কাপড়ের খুঁট দিয়ে।*]

শল্লক॥ উঁ! কী হচ্ছে!

হনুমান॥ তুমি চোখ বুঁজে আমরা যা করছি দেখে যাও, এটাই আমার এখনকার মতো শেষ ইচ্ছে শল্লক! (*মাছরাঙাকে*) ভেবো না গো মিতেনি, এই আমাদের শেষ দেখা। আজই আমার শেষ দিন। শেষ ডাকের জন্যে বসে আছি পথ চেয়ে...আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঝোলাতে নিয়ে যাবে! তোমার সাধও পূর্ণ হবে।

[*মস্ত বড় ফুলের তোড়া নিয়ে রাবণ ঢোকে। আজ তার নতুন মুণ্ডু—অর্থাৎ নতুন পরচুলা। পিছনে পুঁটিরাম।*]

শল্লক॥ জয় হোক মহারাজের...

হনুমান॥ এই যে! ঊষালগ্নে ফাঁসির কথা, এখন বেলা দুপুরে হেলে দুলে আসা হচ্ছে! এভাবে কী প্রশাসন চলবে দশানন! নিজেই সিস্টেম বার করছো, নিজেই তার পিণ্ডি চটকাচ্ছো! চলো, কোথায় ফাঁসিমঞ্চ...নিয়ে চলো। চলি গো মিতেনি...

রাবণ॥ (*এক গাল হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে*) আজ হবে না!

হনুমান॥ হবে না!

হনুমান॥ না। হবে না। আজ আমার জন্মদিন!

হনুমান॥ রাবণের জন্মদিন!

রাবণ॥ পুঁটি তো তাই বলছে! কী পুঁটি, তাই তো?

পুঁটিরাম॥ হ্যাঁ। জন্মদিন! এদিনে রাষ্ট্র প্রধানদের মনে কোনো হিংসা প্রতিহিংসা থাকে না! ফাঁসি টাসি সব স্থগিত!

[*মাছরাঙা মুখে আঁচল চেপে কাঁদছে।*]

হনুমান॥ শালা আবার একটা ফ্যাকড়া বার করেছে!

মাছরাঙা॥ (*রাবণের পা ধরে*) প্রভু, আবার জন্মদিন কেন?

রাবণ॥ 'আবার জন্মদিন কেন' মানে কী? জন্মদিন তো থাকবেই। না থাকলে আমি এলুম কী করে মর্ত্যধামে! দাসীটা কী বলছে পুঁটি?

শল্লক॥ মহারাজ, আর ফাঁসির দিন পেছোবেন না! প্রতিদিন আমাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিচ্ছে! এরপর হয়ত মুখে উচ্চারণ করা যায় না, এমন নোংরা কাজও করিয়ে নেবে। আর পারছি না মহারাজ!

রাবণ॥ ধৈর্য ধরো শল্লক। এইটাই তো পুঁটিতন্ত্রের পরীক্ষা! নাকি বলো পুঁটি!

পুঁটিরাম॥ বন্দীর করপুটে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে বাড়ি চলুন স্যার...

রাবণ॥ (*তোড়া বাড়িয়ে*) ধরো বৎস হনু। দীর্ঘায়ু হও বৎস। চাও, প্রাণভিক্ষা চাও প্রিয়বর।

মাছরাঙা॥ প্রাণভিক্ষা! না না প্রভু, এ অনাথিনী দাসীর তবে কী হবে? কার গলায় মালা দেবে সে!

রাবণ॥ কিচ্ছু করার নেই দাসী। আজ জন্মদিনে প্রাণ ভরে দানধ্যান ক্ষমা করতেই হবে! আজ বিদ্বেষ নয়, ভালবাসা! চাও, একবার মুখ ফুটে প্রাণভিক্ষা চাও বাছা হনু—চাও না—দিয়ে দিচ্ছি।

মাছরাঙা॥ প্রভু, তবে আমাকে বঞ্চিত করছেন কেন? ও যদি দীর্ঘায়ু হয়, তবে আমার অধিকারের কী হবে!

রাবণ॥ তুমি যে এখানে থাকবে তা তো জানা ছিল না দাসী। পুঁটিকে বলো—

মাছরাঙা॥ পুঁটুদা...

পুঁটিরাম॥ উঁহু, কেঁদো না মাছরাঙা। কুমারী মহিলা এমন করলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝিনঝিন করে। (*রাবণকে*) তাড়াতাড়ি বাড়ি চলুন তো!

রাবণ॥ তা বললে হয় না। আজ শুভ দিনে প্রার্থীরা যে যা চাইবে, দিতেই হবে পুঁটি। হনু যদি মুক্তি চায়, দিতে হবে। আবার দাসী মাছরাঙা যদি হনুর ফাঁসি চায়, তাও দিতে হবে!

[*পুঁটিরাম রাবণকে টেনে নিয়ে একপাশে সরে যায়।*]

পুঁটিরাম॥ কী করছেন কি স্যার, সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন...

রাবণ॥ আজ যে আমার একমাত্র জন্মদিন পুঁটি!

পুঁটিরাম॥ দূর ছাই! জন্মদিন নিয়ে মেতে উঠলেন! মূল লক্ষ্য ছেড়ে ফালতু উপলক্ষ নিয়ে নাচানাচি করছেন! জন্মদিন না ঘোড়ার ডিম!

রাবণ॥ বাঃ! তুমিই তো বললে!

পুঁটিরাম॥ কী বললাম! দূর! বোঝেন না, আপনার জন্মদিন কোনোভাবেই আমার জানার কথা নয়! আরে শাসকদের সব কথা অত সিরিয়াসলি নিতে হয় না। অনেক ভঙ্গি থাকে। কিছুই বোঝেন না। না না আপনার পক্ষে আমাদের কালের রীতি নীতি রপ্ত করা সম্ভব না। মাঝে পড়ে আমার খানিকটা টাইম নষ্ট হচ্ছে! বেরুবার কালে আবার এক নতুন মুণ্ড খাটিয়ে বেরুলেন। দয়া করে এক মাথা নিয়ে দেশটা চালাবেন?

রাবণ॥ (*একটুক্ষণ পুঁটিরামের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে*)

কে তোরে হাওড়া হতে পাঠাইল হেথা...
বল্ তোরে পুনরায় নিয়ে যাক্ সেথা!
রাবণ ছিল রাবণের মতো...
জোটাইয়া পুঁটিতন্ত্র
করিলি শ্রান্ত ক্লান্ত বিভ্রান্ত!

[*পুঁটিরামের ঘাড় ধরে।*]

বল্ কবে মিলিবে ফাঁসুড়ে...

পুঁটিরাম॥ কী করে বলবো! কুলাঙ্গারেরা সব গা ঢাকা দিয়ে আছে! এত টোপ দিচ্ছি, তবু যদি না গেলে...

রাবণ॥ শুনিতে চাহি না কোনো কথা..

বসিলাম হেথা যা—
অবিলম্বে নিয়ে আয় ফাঁসুড়ে...
নতুবা সাগরপারে তোরে দিব ছুঁড়ে!

পুঁটিরাম॥ ঠিক আছে, বসুন আপনি..

[*পুঁটিরাম চলে যায়। রাবণ কারাগারের সামনে বসে। হনুমান ফুলের তোড়াটা রাবণের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে গেয়ে ওঠে—*]

হনুমান॥ (*গান*)

প্রাণভিক্ষা চাই না...প্রাণভিক্ষা চাই না...
শ্বশুরবাড়ি বসে আমি লুকিয়ে কলা খাই না...
(*মাছরাঙাকে*) মাছরাঙা নাচরে
ডানা মেলে নাচরে
নামেই শুধু তালপুকুর,
জল যে খুঁজে পাই না।

[*মাছরাঙাও নাচগান শুরু করে।*]

মাছরাঙা ও হনুমান॥ (*গান*)

ওরে ও দশমুখো রাজারে...
ধরে আনো ফাঁসুড়ে...

নইলে ওই কানটি ছিঁড়ে
গড়িয়ে নেব গয়না!

[মাছরাঙা ও হনুমান কারাগারের ভেতরে চলে যায়। রাবণ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কালনেমি ও মাল্যবান ঢুকলো।]

কালনেমি॥ আর বসে কী হবে ভাগ্নে....যার জন্যে বসা সে তো এত সময় হাওড়ায় পৌঁছে গেলো!

রাবণ॥ কে! কে কোথায় গেলো!

কালনেমি॥ আবার কে! তোমার পুঁটে তো কেটে পড়েছে! পগার পার!

রাবণ॥ (আর্তনাদের মতো) সে কী!

মাল্যবান॥ হ্যাঁ মহারাজ, শুধু তাই না। যাবার পরে ধরা পড়লো, উনি রাজকোষটিকে ফাঁকা করে সোনার বাটগুলো নিয়ে গেছেন!

রাবণ॥ ওরে বাট যাক, কিন্তু পুঁটি চলে গেলে এ প্রশাসন সামলাবে কে! ধরো ধরো..ওকে ফেরাও...

মাল্যবান॥ মহারাজ, আমি রথ পাঠিয়েছি...কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা....

কালনেমি॥ অনেক সাবধান তোমায় আমি করেছিলুম ভাগ্নে...পুঁটিতন্ত্র রামযন্ত্র...ওর পাল্লায় পোড়ো না! তুমি যে জেনেশুনে বিষ করেছো পান!

রাবণ॥ ওঃ! মহাবিত্তশালী মহাপরাক্রমী রাজা রাবণ প্রশাসনের জালে জড়িয়ে পড়ে ক্রমশ অথর্ব অক্ষম জবুথবু দিশেহারা! একটা ফাঁসিও তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দেওয়া সম্ভব না!

কালনেমি॥ শোনো ভাগ্নে, ও ফাঁসির কথা ভুলে যাও...

রাবণ॥ না না, ভুলে গেলে মান থাকবে না। গলায় কাঁটাচামচ বিঁধে গেলে যা হয়, আমার যে আবার তাই হ'লো মামা...

কালনেমি॥ ওরে এই বৃদ্ধ এখনো মরেনি! ভরসা রাখো। আমি এমন ব্যবস্থা করবো, যাতে ফাঁসিও দিতে হবে না...হনুমানও মরবে...অথচ তোমার মান সম্মান একটুও নড়বে না!

রাবণ॥ যেমন!

কালনেমি॥ যেমন পলায়নপর বন্দী হত্যা!

রাবণ॥ অর্থাৎ?

কালনেমি॥ অর্থাৎ আজ রাত্রে কারাগারের দরজাটি আমরা খুলে রাখবো। আর দরজা খোলা পেয়ে বন্দীও নিশ্চয় পালাতে চাইবে! সেই মুহূর্তে আড়াল থেকে পলায়নপর বন্দীর মাথায় একটা ভারি পাথরের বাড়ি মারা হবে...

মাল্যবান॥ কিন্তু মামাজি...

কালনেমি॥ থামো! তুমি কী বলবে আমি জানি! শোনো, পৃথিবীর লোককে আমরা এই কথা বোঝাবো, মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত আসামী কারাগার ভেঙে পালাচ্ছিল, আমরা বাধ্য হয়ে তাকে হত্যা করেছি! নইলে ফাঁসির ব্যবস্থা আমাদের ঠিকই ছিল!

রাবণ॥ অদ্ভুত! কালনেমিমামা, তুমি চিরঅদ্ভুত!

মাল্যবান॥ কিন্তু মহারাজ, গোপনে আড়াল থেকে পলায়নপর বন্দীহত্যা...এও তো কাপুরুষের কাজ মহারাজ! লঙ্কার বীরেরা সম্মুখ সমর ছেড়ে কেউ এ কলঙ্কজনক কাজে অগ্রসর হবেন না!

কালনেমি॥ হবে। এমন দুজন অন্তত হবে—যারা আজ কোনো কলঙ্কে ভয় পায় না।

মাল্যবান॥ কারা তারা?

কালনেমি॥ একজন কুম্ভকর্ণ! নেশায় নেশায় সে চূর্ণবিচূর্ণ! বছরে ছ'মাস সে ঘুমোয়। হিতাহিত বোধ তার অনেকদিন আগেই লুপ্ত।

রাবণ॥ বেশ! বেশ! জাগাও তাকে!

কালনেমি॥ আরেকজন বিভীষণ!

রাবণ॥ বিভীষণ! সে তো নির্বাসনে...

কালনেমি॥ সে ফিরতে চায়। যে কোনো মূল্যে সে লঙ্কেশ্বর দশাননের মার্জনা চায়। যে কোনো মূল্যে....

রাবণ॥ বেশ! (কালনেমির হাত ধরে উঁচু করে) তবে তাই হোক্...

কালনেমি॥ যা হবার আজ রাত্রেই হবে ভাগ্নে....

দ্বিতীয় কাণ্ড // দ্বিতীয় দৃশ্য

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও বন্দীহত্যার উদ্যোগ

[গভীর রাত্রি। কারাগারের সামনে এগিয়ে আসছে বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ। নেশায় টলমল করছে কুম্ভকর্ণ। চোখ ঢুলুঢুলু। কুম্ভকর্ণর হাতে একটা ভারি পাথর। পাথরটা বইতে তার হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে।]

বিভীষণ॥ (চাপা গলায়) দাঁড়াও, এখানটিতে দাঁড়াও মেজদা...

কুম্ভকর্ণ॥ ঠিক আছে..ঠিক আছে...

বিভীষণ॥ আমি কারাগারের দরজা খুলে দিচ্ছি...

কুম্ভকর্ণ॥ ঠিক আছে...ঠিক আছে...

বিভীষণ॥ যেই পালাতে যাবে...

কুম্ভকর্ণ॥ যেই পালাতে যাবে...

বিভীষণ॥ কী করবে?

কুম্ভকর্ণ॥ কী করবো বলতো?

বিভীষণ॥ মারবে, পাথরটা ছুঁড়ে...

কুম্ভকর্ণ॥ মারবো, হ্যাঁ। মেরে ফ্যানাভাত বানিয়ে দেবো। ঠিক আছে!

বিভীষণ॥ যেন আধমরা হয়ে বেঁচে না যায়। হনুমান কিন্তু মহাশক্তি ধরে। পাথর সজোরে ছুঁড়বে মেজদা....

কুম্ভকর্ণ॥ আরে হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। কুম্ভকর্ণ গালের নিষ্ঠীবনটা পর্যন্ত সজোরেই নিক্ষেপ করে। শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ! হাঃ হাঃ হাঃ...তুই কারাগারের দরজাটা খুলে দে না—

[*বিভীষণ কারাগারের দরজা খুলছে—কুম্ভকর্ণ ঢুলছে।*]

বিভীষণ॥ মেজদা..

কুম্ভকর্ণ॥ (চমকে) আঁ্যা আঁ্যা...কই পালাচ্ছে...মারবো পাথর...দেব থেঁতলে...তবে রে!

বিভীষণ॥ ওঃ! কোথায় কাকে মারছ!

কুম্ভকর্ণ॥ ও, কেউ নেই? তাই তো!

বিভীষণ॥ নাঃ! নেশাটা তোমার বেশি হয়ে গেছে! টলমল করছ কেন, ঠিক হয়ে দাঁড়াও।

কুম্ভকর্ণ॥ না না। কিচ্ছুই না। সব ঠিক আছে। তবে এই নতুন নেশাটা যে করালি না বিভীষণ, ভারি মনমাতানো নেশারে! মদ খেয়েছি...চণ্ডু চরস গাঁজা আফিম খেয়েছি, কিন্তু তুই যে আজ পাতায় দম টানাটা শেখালি না, আঃ,...মাথার মধ্যে যেন বউকথাকও পাখিরা ডাকছে রে!

বিভীষণ॥ হনুমানটিকে মেরে দাও, আরো পাতা দেবো! বড়দা বলেছে, তোমায় একটা পাতামহল বানিয়ে দেবে।

কুম্ভকর্ণ॥ সে তো দিতেই হবে, নইলে তোর সঙ্গে এলুম কেন? বছরে ছ'মাস একটানা ঘুমোই, তিনমাসের মাথায় কাঁচাঘুম ভাঙালি! পাতা না দিলে থোড়াই জাগতুম! হ্যাঁরে এ পাতার নেশাটা কোত্থেকে জোটালিরে বিভীষণ? লঙ্কায় এ বস্তু তো আগে ছিল না! কোথায় পেলি...

বিভীষণ॥ (*অন্তরালে কোনো শব্দ পেয়ে*) চুপ! চুপ!

কুম্ভকর্ণ॥ ঠিক আছে...ঠিক আছে..

বিভীষণ॥ মনে হয় ঘুমুচ্ছে। তুমি দাঁড়াও মেজদা। আমি ভেতরে গিয়ে বন্দীর ঘুম ভাঙিয়ে দিই।...তৈরি থেকো মেজদা...

কুম্ভকর্ণ॥ আরে বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ। তুই কোনোরকমে দরজার এধারে পাঠিয়ে দে না...মেরে ফ্যানাভাত...

[*কুম্ভকর্ণ দুহাতে পাথরটা মাথার ওপরে উঁচু করে তুলে ধরে দাঁড়ালো। বিভীষণ টুক করে কারাপ্রকোষ্ঠে ঢুকে গেলো। তারপরই সব নিস্তব্ধ।*]

কুম্ভকর্ণ॥ (*অধীর হয়ে*) কইরে...কই পালাচ্ছে! বিভীষণ ....বিভীষণ...কী হ'লো রে! জাগিয়ে দে...জাগিয়ে দে। (*পাথর ধরা হাত দুটো কাঁপছে*) কীরে, দেরি হবে নাকি? (*একটু চুপ করে থেকে মস্ত হাই তুলে*) হ্যাঁরে, পাথরটা নামিয়ে রাখবো? (*থেমে*) আমার কিরকম গা গুলোচ্ছে রে বিভীষণ! বাব্বাঃ, কী খাওয়ালি ভাই? ভেতরটা শুষে নিচ্ছে রে! (*পাথরটা নামিয়ে রেখে তার ওপর বসে*) ওরে তোর যদি খুব দেরি হয়, একটু গড়িয়ে নেবো? (*একটুক্ষণ অপেক্ষা করে পাথরে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো।*) শোন্ যদি ঘুমিয়েও পড়ি, ঘাবড়াস না। শুধু একটা চিমটি কেটে জাগিয়ে দিবি! দেখিস এমন টিপ করে পাথর ছুঁড়বো না...ব্যাটা হনুমান ফ্যানাভাত হয়ে যাবে। আমার নাম কুম্ভকর্ণ..হুঁ-হুঁ বাবা...তারপর কিন্তু পাতার নেশাটা করাবি...পাতা...পাতা...

[বলতে বলতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো কুম্ভকর্ণ। তার নাক ডাকছে। হনুমানকে নিয়ে কারাগারের খোলা দরজায় এলো বিভীষণ।]

বিভীষণ॥ (কুম্ভকর্ণকে দেখিয়ে) কী দেখছো!

হনুমান॥ জলহস্তি শুয়ে আছে! উঃ কী নিঃশ্বাসের টান! ধুলোবালি সোঁ সোঁ করে গালে ঢুকছে! ওই সেই পাথরটা!

বিভীষণ॥ বুঝতে পারছো এতক্ষণে কী দশা হতো তোমার!

হনুমান॥ ফ্যানাভাত!

বিভীষণ॥ রাবণের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। তবে একটি মাত্র চালে আমি সব ভেস্তে দিয়েছি। মোক্ষম যে পাতার নেশাটা পুঁটিরামের দৌলতে এখন লঙ্কায় হইহই করে ছড়াচ্ছে...এখানে আসবার আগে সেটা ওকে করিয়ে এনেছি!

হনুমান॥ আচ্ছা!

বিভীষণ॥ এখন তুমি ওকে নির্বিঘ্নে ডিঙিয়ে চলে যেতে পারো তোমার প্রভু রামচন্দ্রের কাছে।

হনুমান॥ হে প্রভু রাম, কতোদিন তোমায় দেখিনি, দেখার আশাও ছিল না! আজ বিভীষণদাদার কৃপায়...(বিভীষণকে নমস্কার করে) আসি তবে দাদা...

[হনুমান কারাগার থেকে বেরুতে যায় বিভীষণ পথ আটকায়।]

বিভীষণ॥ মুক্তিপণ কে দেবে হনুমান!

হনুমান॥ মুক্তিপণ!

বিভীষণ॥ তোমার প্রাণের বিনিময়ে...

হনুমান॥ কী দিব মুক্তিপণ...বিভীষণ দাদা, তুমি মহাপ্রাণ মহাজন..

বিভীষণ॥ মিষ্ট বাক্যে তৃপ্ত নহে বিভীষণ, শুন প্রিয়বর...লঙ্কায় সিংহাসন চাহে জাগ্রত মীরজাফর!

হনুমান॥ মুক্তিপণ, কোথায় পাবো, দাদা আমি নিতান্ত অভাজন...

বিভীষণ॥ রাম নহে অভাজন..
কহ তারে স্বর্ণলঙ্কা করিতে আক্রমণ!
ধ্বংস করি রাবণে
প্রতিষ্ঠিত করুক মোরে লঙ্কার সিংহাসনে!
কহ তারে, সীতার উদ্ধারে
বিভীষণ প্রস্তুত আছে স্বজাতি সংহারে!

হনুমান॥ একী চক্রান্ত!

বিভীষণ॥ অন্যথায় নিশ্চিত প্রাণান্ত!...
থাকো যদি রাজি
পাবে মুক্তি আজি—

হনুমান॥ রাজি আমি বিভীষণ...

বিভীষণ॥ এসো দোঁহে করি আলিঙ্গন!

[বিভীষণ ও হনুমান আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। পরক্ষণেই বিভীষণের পরিত্রাহি আর্তনাদ।]

বিভীষণ॥ ছাড় ছাড়! বাপরে, হাড়গোড় ভেঙে দিলোরে!

হনুমান॥ স্বজাতিকে বিনাশ করে রাজা হবি তুই হীন নীচ পাতক! ঘরশত্রু বিভীষণ! ফ্যানাভাত বানাবো তোকে!

[*কঠিন হাতের বেষ্টনীতে বিভীষণকে নাজেহাল করে।*]

বিভীষণ॥ ও মেজদা...মেজদা...মেরে ফেললো...ও মেজদা, মারো, পাথরটা ছুঁড়ে মারো...

[*বিভীষণ দুমদাম চড়কিল খেতে খেতে গানের সুরে ডাকে*—]

বিভীষণ॥ জাগো ভাই কুম্ভ, জাগোরে—

কুম্ভকর্ণ॥ (*নিদ্রাজড়িত গলায় সুরে সুরে জবাব দেয়*) কেন ভাই বিভীষণ ডাকো রে?...

বিভীষণ॥ (*গানের সুরে*) হনুমানে ফেলে মেরে কোথা যাইরে—

কুম্ভকর্ণ॥ (*পূর্ববৎ*) ঝিমঝিম করে মাথা, আমি নাইরে—

বিভীষণ॥ ওরে দাদারে...

[*কুম্ভকর্ণের নাক ডাকছে। রাবণ ও কালনেমি ছুটে এলো।*]

কালনেমি॥ ছাড়! ছাড়! ওকে মারিস কেন রে?

হনুমান॥ কী করেছে জানো? কারাগারের দরজা খুলে দিয়ে বলে, যা পালিয়ে যা।

কালনেমি॥ সেই রকমই তো কথা ছিল। কথামতো কাজ করেছে। ছাড়!

হনুমান॥ বাঃ বাঃ দশানন, বলিহারি তোমার প্রশাসন! প্রশাসন, না প্রহসন!

[*হনুমান হাত ঢিলে করে, কাদার তালের মতো বিভীষণ খসে পড়ে।*]

অবশেষে গোপনে পাথর মারছো! (*রাবণ মাথা নিচু করে*) তবে ভাইটিকে এখনো চেনোনি! ও কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিচ্ছিল..বিনিময়ে তোমার সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়ে দিতে হবে ওকে!

রাবণ॥ তাই বলেছে!

হনুমান॥ (*বিভীষণকে*) অ্যাই বল, কী বলেছিস! উফ্! কীভাবে যে নিজেকে সম্বরণ করেছি কি বলবো! মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতকে এমন সুযোগ কেউ করে দেয়!

[*কালনেমি মাথা নাড়ে।*]

রাবণ॥ (*বিভীষণকে টেনে তুলে*) আবার! আবার সিংহাসন!

বিভীষণ॥ দাদা...

রাবণ॥ কেন তুই ফিরে এলি নির্বাসন থেকে!

বিভীষণ॥ মূলস্রোতে থাকার জন্যে দাদা!

কালনেমি॥ মূলস্রোত!

বিভীষণ॥ ও মামা, রাজনীতির মূলস্রোতে জড়িয়ে না থাকলে যে মুছে যেতে হয়। তাই ভাবলুম, যেভাবেই হোক, মূলস্রোতে ভিড়ে থাকি! সুযোগ মতো—

রাবণ॥ আমার স্কন্ধে কামড় বসাবি!

বিভীষণ॥ সব সত্যি কথা বলে দিলুম মহারাজ, এবারের মতো অনুজকে ক্ষমা করো অগ্রজ! ক্ষমা...ক্ষমা...

রাবণ॥ ক্ষমা! যা, চিরতরে নির্বাসনে যা তুই!

বিভীষণ ॥ (*কাঁদতে কাঁদতে নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের পা জড়িয়ে ধরে*) মেজদা...ও মেজদা...বড়দাকে একটু বলো না আমার জন্যে...ও মেজদা...

কুম্ভকর্ণ ॥ (*ধড়ফড় করে জেগে উঠে পাথরটা তুলে নেয়*) অ্যাঁ-অ্যাঁ ? কই...কই. কই পালাচ্ছে! মেরে ফ্যানাভাত বানিয়ে দেবো...

[*সামনে কালনেমিকে দেখতে পেয়ে তার দিকেই পাথর তোলে কুম্ভ*

কালনেমি ॥ (*আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে*) ওরে বাবারে...আমি না...আমি না...

[*কালনেমি পড়িমরি ছুটে পালায়। তাকে তাড়া করে বেরিয়ে যায় কুম্ভকর্ণ। বিং নিষ্ক্রান্ত হয় কুম্ভকর্ণের পিছু পিছু।*]

রাবণ ॥ (*হনুমানকে*) বাছা হনু, তোমাকে যত দেখছি, তত মুগ্ধ হচ্ছি! ে মতো অসীম চারিত্রিক গুণসম্পন্ন বন্দী যে কোনো কালের যে কোনো দেশের লুফে নেবে বাছা। তুমি আমার গর্ব!

হনুমান ॥ আমড়াগাছি না করে তালাটা লাগাবে?

[*রাবণ থতমত খেয়ে তালা লাগ*

টেনে দ্যাখো, লেগেছে কিনা ঠিক মতো।

[*রাবণ টেনে দেখে ঘাড় না*

তালাটি কি আমি গায়ের জোরে ভাঙতে পারবো?

রাবণ ॥ (*উৎসাহে*) কেন, তুমি কি ভাঙার কথা ভাবছো? তবে ঢিলে করে রাখি

হনুমান ॥ (*জোরে*) না, তোমার মুরোদ শেষ অবধি না দেখে যাওয়ার ইচ্ছে নেই

রাবণ ॥ তবে নিজের তালা নিজে টেনে দেখে বুঝে নাও।

হনুমান ॥ (*তালা পরীক্ষা করে*) হুঁ! চলবে। ভালোকথা, তাহলে ফাঁসি হচ্ছে কবে

রাবণ ॥ ঠিক ঠিক দিন বলতে পারবো না। তবে চেষ্টা করছি...হয়ে গেলেই যাবে!

হনুমান ॥ ধুচ্ছাই, ঘুমোইগে যাই...

[*হনুমান হাঁ-মুখে তুড়ি বাজাতে বাজাতে ভেতরে চলে গেলো। ছত্রধারী ও পা পুঁটিরামকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে ঢুকলো।*]

ছত্রধারী ॥ ধরেছি প্রভু, সাগরের পাড়ে ধরে ফেলেছি...কিছুতেই ফিরবেন না। করে টেনে আনলুম।

পাখাধারী ॥ এই থলির মধ্যে সোনার বাঁট রয়েছে প্রভু...বামাল সমেত কট!

রাবণ ॥ কী ব্যাপার হে পুঁটি? তুমি শেষে পালাচ্ছিলে!

পুঁটিরাম ॥ কী করবো স্যার? কিছুতেই গোল্ড স্মাগলিং-এর লাইসেন্সটা দিচ্ছেন না.. ভাবলাম...

রাবণ ॥ ও তুমি যাই বলো, আমি কিন্তু প্রচণ্ড আহত হয়েছি। সোনা নিয়েছো সোনা নিয়ে কোনো কথা নয়। কিন্তু আমরা কি এই বোঝাপড়া নিয়ে দেশে বিংশশত পুঁটিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলুম! না পুঁটি, তোমরা যদি সবাই মিলে করো, বাধ্য হয়ে আমাকে তো পদত্যাগ করতে হয়।

পুঁটিরাম ॥ সে কি স্যার! আপনি পদত্যাগ করবেন!

রাবণ॥ তা এইভাবে কী একটা দেশ চলে! যেটাই করতে চাইছি, সেটাই ভেস্তে যাচ্ছে। এদিকে ভাইগুলো এই রকম...ওদিকে ছেলেটা ভাবমূর্তি নিয়ে এমনই ক্ষেপে উঠেছে জগতে সব কাজই তার কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে! ও তোমরা যা পারো করো। আমার ওপর যখন কারো কোনো আস্থাই নেই...আমি এর মধ্যে নেই। আরে একটা কুলাঙ্গার পর্যন্ত মিলছে না...এ কি একটা দেশ! ধরো তো, পদত্যাগপত্র ধরো!

[*পদত্যাগপত্র দেয় পুঁটিরামকে।*]

পুঁটিরাম॥ একী! আমার কাছে দিচ্ছেন কেন?

রাবণ॥ তোমার কাছে রাখো, দরকার মতো চেয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারবো। আবার কার হাতে চলে যাবে, সে তো আমাকে পদচ্যুত করেই বসবে!

পুঁটিরাম॥ এখনো ফাঁসুড়ে পাননি স্যার!

রাবণ॥ এমনভাবে বলছো, যেন চারদিকে ছড়ানো রয়েছে..আমি ইচ্ছে করে কানামাছি খেলছি!

পুঁটিরাম॥ বেতন বাড়ান স্যার, বেতন বাড়ান। ফাঁসুড়ে পোস্টের জন্যে একটা লম্বা স্কেল করুন। দেখবেন কুলাঙ্গারেরা গোপন আস্তানা ছেড়ে ছোঁকছোঁক করে বেরিয়ে আসছে!

রাবণ॥ কত বেতনের কথা বলছো?

পুঁটিরাম॥ কত টত নয়। দেশের সর্বোচ্চ বেতন ধার্য করা হোক দেশের সর্বোত্তম কুলাঙ্গারটির জন্যে। সেই সঙ্গে দিন ফ্রি কোয়ার্টার। যেটা হবে লঙ্কেশ্বর দশাননের সুবিশাল সুবর্ণপ্রাসাদের চেয়ে দশগুণ বড়। যার মধ্যে থাকবে সোনার জলের ফোয়ারা, জ্বলবে সোনার ঝাড়বাতি, সোনালি প্রজাপতির মতো একঝাঁক সেবাদাসী সোনার নূপুর পায়ে দিবারাত্র নাচবে সেখানে...

রাবণ॥ এতো আমারে প্রাসাদে হয় না হে পুঁটিরাম!

পুঁটিরাম॥ কুলাঙ্গারের প্রাসাদে হবে! আমার পুঁটিতন্ত্রে তাই হবে! আপনার রথ আছে ক'খানা?

রাবণ॥ এক শত।

পুঁটিরাম॥ কুলাঙ্গারের জন্য শত শত। কুম্ভকর্ণ কত মাল টানে এক এক দমে?

রাবণ॥ হাঁড়ি হাঁড়ি!

পুঁটিরাম॥ কুলাঙ্গার পাবে গাড়ি গাড়ি। ট্যাক্স ফ্রি! এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ সম্ভোগ বিলাসব্যসন কুলাঙ্গারের জন্যে বরাদ্দ করুন স্যার, দেখবেন কাল সকালেই ফাঁসির রশিতে টান পড়েছে...টানছে দলে দলে ...যেমন করে রথযাত্রার রথ টানে দলে দলে...গড়গড়িয়ে চলবে পুঁটিতন্ত্রের বিজয়রথ! ...এবার যাই স্যার?

রাবণ॥ কোথায়?

পুঁটিরাম॥ হাওড়া! গুডবাই স্যার..

[*বলেই পুঁটিরাম হাঁটা শুরু করে।*]

রাবণ॥ না না...ধর্ ওকে ধর্...

[*ছত্রধারী ও পাখাধারী পুঁটিরামের পেছনে ছোটে।*]

ছত্রধারী ও পাখাধারী॥ পুঁটিরামজি ...পুঁটিজি...

দ্বিতীয় কাণ্ড // তৃতীয় দৃশ্য

সবার উপরে কুলাঙ্গার সত্য

[*বক্কেশ্বর ও টেঁপার গান।*]

বক্কেশ্বর ও টেঁপা॥ (*গান*) সবার সেরা ফাঁসুড়ে
সবার সেরা ফাঁসুড়ে...
লঙ্কার কী বা হাল রে...
সবার সেরা ফাঁসুড়ে!
সবচেয়ে যে লোকটা ছোট হীন নীচ জঘন্য
বসেন তিনি উচ্চাসনে মহামান্যগণ্য!
তফাৎ কোনো থাকে না তো ইতরে ঠাকুরে...

দ্বিতীয় কাণ্ড // চতুর্থ দৃশ্য

ফাঁসির মঞ্চে বিবাহের মন্ত্রপাঠ

[*বধ্যভূমি। বিশাল ফাঁসি মঞ্চ সুসজ্জিত। নেপথ্যে মহা কোলাহল। শল্লক এসে দাঁড়ালো ফাঁসিবেদীর ওপর।*]

শল্লক॥ (*নেপথ্যের উদ্দেশে*) শান্তি...শান্তি...শান্ত হোন আপনারা! কর্মপ্রার্থিগণ! এখনি নির্বাচন শুরু হবে। প্রার্থীদের যোগ্যতা, কে কত বড় কুলাঙ্গার সবই স্থির হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। (*থেমে*) ফাঁসুড়ে নির্বাচন শেষ হয়ে গেলেই, আরম্ভ হবে আজকের মূল অনুষ্ঠান, ফাঁসি!...ওই যে মহারাজ আসছেন। প্রার্থিগণ, আপনারা সারি বেঁধে দাঁড়ান, যাতে ডাক পড়লেই আসতে পারেন।

[*রাবণ ও মাল্যবান ঢুকলো। পিছনে পাখাধারী ও ছত্রধারী। তাদের কাঁধে আজ দরখাস্তের বোঝা। রাবণ ঢোকামাত্র নেপথ্যে জয়ধ্বনি উঠলো—জয় হোক মহারাজের।*]

রাবণ॥ (*আনন্দে বগল বাজিয়ে*) আহা কত প্রার্থী মন্ত্রী! আর একটি প্রার্থীর জন্যে আমরা এতদিন কীভাবে না দিশেহারা হয়েছি!

শল্লক॥ আরো আসছে প্রভু। লঙ্কায় চতুর্দিক থেকে সাগরের ঢেউ-এর মতো দলে দলে ছুটে আসছে কুলাঙ্গার প্রার্থী।

রাবণ॥ (*আনন্দে*) তবে যে বলো লঙ্কায় কুলাঙ্গারের অভাব!

মাল্যবান॥ বেতনবৃদ্ধিই শেষ পর্যন্ত কাজে দিলো প্রভু!

রাবণ॥ অহো কী বুদ্ধি দিয়ে গেল পুঁটি। ভবিষ্যত কালের মানুষের মাথা দেখে তাজ্জব বনতে হয় মাল্যবান। তাদের একটি মাথার কাছে আমার দশটি মাথা হেঁট হয়ে গেলো।

মাল্যবান॥ এবার প্রার্থীদের ডাকা যাক্!

রাবণ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠতম কুলাঙ্গারটিকে খুঁজে নিতে হবে। যোগ্যতা বাজিয়ে নিতে হবে! ডাকো ডাকো—

মাল্যবান॥ (*একটি দরখাস্ত পত্রে চোখ বুলিয়ে*) ক্রমিক সংখ্যা তেষট্টি!

শল্লক॥ (*জোরে*) ক্রমিক সংখ্যা তেষট্টি হাজির!

[*বেগে পণ্ডিতের প্রবেশ।*]

পণ্ডিত॥ উপস্থিত!

রাবণ॥ (*চমকে*) এ কে! পণ্ডিত! তুমি!

পণ্ডিত॥ যা জিজ্ঞেস করবেন করুন প্রভু, জীবনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষাটি আজ দিই।

মালাবান॥ কিন্তু এখানে কেন? আপনি পণ্ডিত মানুষ...

পণ্ডিত॥ আর ও পরিচয় কেন মন্ত্রী মাল্যবান! বাসাংসি জীর্ণানি যথা...না-না-না না-না-না...টোল পাঠশালা সব তুলে দিয়ে ঝাড়া হাত-পায় এসেছি বাবা!

রাবণ॥ তুমি ফাঁসুড়ের কর্ম নেবে পণ্ডিত! ফাঁসুড়ের!

পণ্ডিত॥ স্কেলটা যে বড্ড ভালো প্রভু। রাজপ্রাসাদের মতো কোয়ার্টার পাবো, যানবাহন নেশাভাঙ সব ফ্রি পাবো। শতজন্ম পণ্ডিতি করেও এর ধূলিপরিমাণও যে জুটতো না প্রভু দশানন!

মাল্যবান॥ কিন্তু পদটি যে কুলাঙ্গারের জন্যে সংরক্ষিত!

পণ্ডিত॥ আমিও তো তাই!

রাবণ॥ তাই!

পণ্ডিত॥ তাই। ধরুন টোলের পড়ুয়াদের কাছ থেকে মাস পুরলে পুরো বেতন নিয়েছি, সারা মাসে বিদ্যে বিতরণ শূন্য। ভুল পড়িয়ে, না-পড়িয়ে, অন্যত্র পার্টটাইম চালিয়ে প্রতিটি শিশুর ভাগ্য মেরে রেখেছি! প্রজন্মকে প্রজন্ম মেরে এলুম, এর পরেও আমাকে কুলাঙ্গার বলবেন না প্রভু?

রাবণ॥ যুক্তি আছে, যুক্তি আছে। দাও চাকরিটা একেই দাও হে মন্ত্রী!

শল্লক॥ আপনাকে কালো পোশাক পরতে হবে!

পণ্ডিত॥ পোশাকে কী আসে যায়, স্কেলটা ভালো!

ছত্রধারী॥ টিকি ছিঁড়তে, হবে!

পণ্ডিত॥ ক্ষতি কি! ডি.এ. আছে...টি.এ. আছে...পেনসন আছে...

মাল্যবান॥ পরের জনকে ডাকি প্রভু!

রাবণ॥ তা ডাকো। কিন্তু পণ্ডিতকে কেউ রুখতে পারবে না! বসো পণ্ডিত।

পণ্ডিত॥ (*বসে*) আশা দিচ্ছেন প্রভু?

মাল্যবান॥ ক্রমিক সংখ্যা তিনশো তেরো...

শল্লক॥ (*হাঁকে*) তিনশো তেরো!

[*বৈদ্য ঢোকে। কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে।*]

রাবণ॥ বৈদ্য!

বৈদ্য॥ প্রভু...

রাবণ॥ ফাঁসুড়ের চাকরি!

বৈদ্য॥ হ্যাঁ প্রভু...

রাবণ॥ তোমার বৈদ্যগিরি?

বৈদ্য॥ আজ্ঞে বৈদ্যগিরি তো প্রকারান্তরে ফাঁসুড়েগিরি!

রাবণ॥ অর্থাৎ?

বৈদ্য॥ (*কেঁদে ওঠে*) ইদানিং আমার হাতে কোনো রোগীই বাঁচে না। সবাই মরেছে!

রাবণ॥ কাঁদো কেন?

বৈদ্য॥ (*সজোরে কাঁদতে কাঁদতে*) আজ্ঞে কিছুদিন ধরেই অনুভূতি হচ্ছিল, অধঃপতন হচ্ছে! আমি গোল্লায় যাচ্ছি! তাই হলো। ফাঁসুড়ের চাকরি নিয়েই আমার অধোযাত্রার সমাপ্তি ঘটতে চলেছে—

রাবণ॥ মাল্যবান! এ কুলাঙ্গারের তো অনুতাপও আছে। এ তো প্রথম শ্রেণীতে প্রথম!

পণ্ডিত॥ প্রভু—

রাবণ॥ তাই তো! কাকে নিই? দুজনেই উৎকৃষ্ট!

মাল্যবান॥ অন্যদেরও দেখা যাক্ প্রভু। সবাই আশা করে এসেছেন।

রাবণ॥ আর কত দেখবে? যতই দেখো এমন সরেস মাল পাবে না।

[*কুম্ভকর্ণ টলতে টলতে ঢোকে।*]

কুম্ভকর্ণ॥ এখানে নাকি চাকুরি দেওয়া হচ্ছে?

রাবণ॥ এ কী! তুমি এখানে কেন ভাই কুম্ভ!

কুম্ভকর্ণ॥ শুনলাম চাকুরিতে নাকি অঢেল নেশার সুযোগ রয়েছে! তবে চাকুরিটা আমায় দাও দাদা...

রাবণ॥ কুম্ভকর্ণ! যাও, তোমার ছায়াপুরীতে যাও! ঘুমোও গে যাও...

কুম্ভকর্ণ॥ ঘুম আসছে না দাদা। বুকের মধ্যে দামাল ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি করছে...পাতা...পাতা...পাতা খাবে তারা। শুনলাম এ চাকুরিতে যা চাইবো তাই পাবো! ও দাদা, চাকুরিটা আমায় দাও না, এক খণ্ড রাজ্য তো দেবে না। দিনরাত পাতাটানার ব্যবস্থাটা করে দাও!

রাবণ॥ কুম্ভ, হনুমানের গলায় ফাঁসির দড়ি টানবি! এ যে তোর কত বড় অসম্মান!

কুম্ভকর্ণ॥ প্রেতের আবার মান সম্মান কী দাদা? আমি তো আমার প্রেত! ছায়ামূর্ত্তি! ফাঁসুড়ের চাকুরিই আমার যোগ্য চাকুরি...দাও দাদা...

[*কালনেমি ঢোকে।*]

কালনেমি॥ আরে বাপু, তোমার যেরকম হাত পা কাঁপছে, তুমি কি ওই ভারি শক্ত দড়ি ঠিক মতো টানতে পারবে ভাগ্নে কুম্ভকর্ণ!

পণ্ডিত ও বৈদ্য॥ ঠিকই তো! ঠিকই তো! হনুমান মারা ওঁর কম্মো না!

কুম্ভকর্ণ॥ কে! কে বলে পারবো না? (*ঝুলন্ত ফাঁসির দড়িটা দুলছে—কুম্ভকর্ণ সেটা*

ধরার চেষ্টা করে) আরে বাবা, যে লোকটা ঘুমিয়ে আর নেশা করে প্রতি পলে প্রতি দণ্ডে নিজের আত্মাকে একটু একটু করে ধ্বংস করতে পারলো, সে একটা হনুমান মারতে পারবে না! জগতের সব অন্যায় সব পাপ সব অন্ধকার সব কুৎসিত...সব টুঁড়ে ফেলতে পারে সে! কোনো মান নেই মর্যাদা নেই...আর কিছু হারাবার ভয় নেই তার—

[*দোলায়মান দড়িটার পিছু ছুটোছুটি করতে করতে পড়ে যায় কুম্ভকর্ণ।*]

কালনেমি॥ যাক্! পড়েছে, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে! যা সরিয়ে নিয়ে যা...

[*শল্লক, পাখাধারী ও ছত্রধারী কুম্ভকর্ণকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।*]

কালনেমি॥ (*মাল্যবানকে*) ওহে তোমরা উল্টোপাল্টা সংখ্যা ধরে ডাকছো কেন হে? কোথায় তেষট্টি....কোথায় তিনশো তেরো! অথচ আমার দরখাস্তের ক্রমিক সংখ্যা এক! আমার আগে (*প্রার্থীদের দেখিয়ে*) এদের ডাকা হয় কী করে?

মাল্যবান॥ মামাজি! আপনিও প্রার্থী!

কালনেমি॥ হ্যাঁ, আমিও!

মাল্যবান॥ ফাঁসুড়ের পদে—!

কালনেমি॥ ফাঁসুড়ের পদে।

[*কালনেমি প্রার্থী দলে বসে।*]

পণ্ডিত॥ রত্ন প্রসবিনী স্বর্ণলঙ্কার প্রবীণতম পুরুষ...রাজসরকারে ফাঁসুড়ের চাকরি!

মাল্যবান॥ আপনি যান। সরকারি চাকুরির বয়েস আপনার নেই মামাজি!

কালনেমি॥ তা নেই।...নেই বলেই তো আর ধৈর্য নেই রে ভাগ্নেরা। এতকাল নিঃস্বার্থ ভাবে রাজকার্য পরিচালনায় উপদেশামৃত বর্ষণ করে গেলুম, জীবনে কোনো পদের প্রত্যাশী হইনি। আজ শেষ জীবনে একটা পুরস্কার তো আমি আমার দেশবাসীর কাছে আশা করতেই পারি, নাকি ভাগ্নেরা?

পণ্ডিত॥ আপনার তো ধন দৌলতের অভাব নেই মামাজি, তবে কেন....

কালনেমি॥ ওরে বৃদ্ধে যখন পদটি চাইছে, তখন বোঝা উচিত—ধনৈশ্বর্য তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য অন্য!

বৈদ্য॥ আর কোন্ লক্ষ্য?

কালনেমি॥ (*লজ্জিত মুখে*) লক্ষ্য মাছরাঙা!

সকলে॥ মাছরাঙা!

কালনেমি॥ সুন্দরী মাছরাঙা দেবীর পাণিগ্রহণ...

বৈদ্য॥ গোল্লায় গেছেন! এই বয়েসে বিয়ে করবেন!

কালনেমি॥ দেশের জন্যে সবই করতে হবে বৈদ্য!

পণ্ডিত॥ এতে দেশের কী হচ্ছে!

কালনেমি॥ হচ্ছে না? এর পর দেশে ফাঁসুড়ের আর অভাব থাকবে? আমার আর মাছরাঙার সন্তানেরা ফাঁসুড়ে নামে খ্যাত হবে। ভেবে দ্যাখো এই সুযোগে আমি হচ্ছি একটি প্রজাতির জনক!

সকলে॥ প্রজাতির জনক!

কালনেমি॥ আহা ফাঁসুড়ের প্রজাতির জনক হচ্ছি না? (রাবণকে) ভাগ্নে দশানন, তুমি

আমায় বঞ্চিত করো না ভাগ্নে...এ এক দুর্লভ গৌরব! একটি প্রজাতির স্রষ্টা!...ওকি, আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছো কেন, ভাগ্নে দশানন?

[উত্তেজিত শল্লকের প্রবেশ।]

শল্লক॥ মহারাজ, মহা সর্বনাশ! রাজপথ জনঅরণ্য। ঘরদোর শূন্য করে লঙ্কাবাসীরা দলে দলে ছুটে আসছে। চাকরি চাই, ফাঁসুড়ের চাকরি। বাঁধভাঙা ঢেউ-এর মতো অবিশ্রাম ছুটে আসছে। ওই শুনুন তাদের কোলাহল!

[রাবণ হা হা করে হেসে উঠলো।]

রাবণ॥ লঙ্কারও আজ এক দুর্লভ গৌরব। অহো, কত কুলাঙ্গার! হাঃ হাঃ হাঃ। ঘরে ঘরে কুলাঙ্গার! কাকে নেবো? সবাই বড় উপযুক্ত! ভেতরে যারা, বাইরে যারা—সবাই রত্ন! কোন্ রত্নটিকে ফেলে কোন মণিটিকে বেছে নেবো! উঃ আজ যদি পুঁটিরাম থাকতো!

[হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে পুঁটিরামের প্রবেশ।]

পুঁটিরাম॥ আছি স্যার, আছি!

রাবণ॥ পুঁটি!

পুঁটিরাম॥ চলেই যাচ্ছিলুম! কিন্তু যাবো কী করে? লঙ্কাপুরীর লোকজন ঠেলতে ঠেলতে ফিরিয়ে আনলো। ভিড়ের ঠেলায় ফিরে এলুম! আসবার সময় হনুকেও নিয়ে এলুম!

রাবণ॥ পুঁটিরাম, এত কুলাঙ্গার ছিল আমার দেশে!

পুঁটিরাম॥ গা ঢাকা দিয়ে ছিল স্যার। পুঁটিতন্ত্র সেই সুপ্ত গুপ্ত কুলাঙ্গারদের টেনে দিবালোকে এনে দিলো স্যার। কিন্তু স্যার পদমাত্র একটি...দেশময় বুভুক্ষু উপবাসী ছারপোকা! কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন! আপনাকে যে ছিঁড়ে ফেলবে স্যার!

[বাইরে কোলাহল। শল্লক হইচই থামাতে বাইরে গেলো।]

রাবণ॥ এখন উপায় কী পুঁটি?

পুঁটিরাম॥ উপায় একটাই! আপনারা একটু বাইরে যান মামাজি। যাও যাও পণ্ডিত বৈদ্য। অনেকক্ষণ বসে আছো। আর একটু সবুর করো ক্যাণ্ডিডেটগণ, এখুনি নির্বাচন হয়ে যাবে। মন্ত্রিমশাইও যান।

[কালনেমি বৈদ্য পণ্ডিত মাল্যবানের প্রস্থান।]

স্যার, আপনি বরং হনুমানকে ছেড়ে দিয়ে এইগুলোকে ফাঁসিতে লটকে দিন!

রাবণ॥ অ্যাঁ!

পুঁটিরাম॥ হ্যাঁ স্যার! এক গুষ্টি ফাঁসুড়ে আর একটা আসামীর চেয়ে—ফাঁসুড়ে একটা আর আসামী অনেক হলে আপনার ঝামেলা কমে যাবে। আদেশ দিন, আমিই ফাঁসটা টেনে দিই!

রাবণ॥ তুমি! তুমি হবে ফাঁসুড়ে!

পুঁটিরাম॥ অ্যাদ্দিন আপনার চোখের সামনে ঘুরলুম, কেন যে আমার বাসনাটা বুঝতে পারলেন না বুঝিনে। আর কী করে যোগ্যতা দেখাবো স্যার...হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচি, শুধু কুলাঙ্গার না স্যার, কালজয়ী কুলাঙ্গার!

রাবণ॥ তবে তাই হোক! তোমার হাতেই ছেড়ে দিলুম। দাও, রাবণের গুষ্টি নাশ করে দাও।

পুঁটিরাম॥ মোস্ট গ্ল্যাডলি অ্যাণ্ড গ্রেটফুলি আই ডু অ্যাকসেপট দ্য চ্যালেঞ্জ! শোন হনু, তোকে লঙ্কাদাহন করতে হবে! এত লোক আমি একা লটকে উঠতে পারবো না। তুই বরং কিছু পুড়িয়ে দিয়ে যা। এই নে দেশলাই, কার্বোরাইস্‌ড দেশলাই ...লঙ্কার ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যা ভাই।

রাবণ॥ (*পুঁটিরামের সামনে নতজানু হয়ে বসে*)

পুঁটি পুঁটু, রাবণ হৈল নতজানু।
সাধের স্বর্ণপুরী হৈছে ধ্বংস
রসাতলে যায় মোর সমগ্র বংশ...
বলো এবে কী হৈবে আমার!

পুঁটিরাম॥ উঠ উঠ দশানন, রাম রাম! তুমি ধরিলে চরণ!

নহি আমি অযোধ্যার রাম—
আমি হাওড়ার পুঁটিরাম...

তবে হ্যাঁ রামচন্দ্রের হাতে হেনস্থার লজ্জা তোমায় আর বিশেষ পোহাতে হবে না... হাওড়ার পুঁটিরাম তাঁর কাজ চোদ্দোআনা সেরে রেখে দিয়ে গেল।

[*হনুমান পুঁটিরামকে প্রণাম করে।*]

আরে কী করিস?

হনুমান॥ তোমা নামে আছে মোর প্রভুর নাম—প্রণাম! প্রণাম!

গুরু, মূল অনুষ্ঠান হৈবে কি শুরু?
দেখিতে অভিলাষী, কেমনে হয় ফাঁসি!

পুঁটিরাম॥ আচ্ছা দেখে যা। প্রথমে কাকে ঝোলাবো! নে, তুই যাকে বলবি, তাকেই ঝোলাই!

[*হনুমান লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পণ্ডিতকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে ফাঁসি মঞ্চে তুললো। গলায় ফাঁস জড়িয়ে দিলো। পুঁটিরাম দড়িটা টানতে গেল। ফুলের মালা হাতে দৌড়ে মাছরাঙা ছুটে আসে পুঁটিরামের কাছে।*]

মাছরাঙা॥ থামো থামো আর্যপুত্র—

অগ্রে শুনিবে তো মন্ত্রসূত্র!
...বিনা মন্ত্রে কবে হয়—শুভ পরিণয়!

পুঁটিরাম॥ পছন্দ হয়েছে কি মোরে?

মাছরাঙা॥ তোমারে পেয়েছি ওগো জনম জনমের অধিকারে!

হনুমান॥ (*পণ্ডিতকে দেখিয়ে*) আরেকজন দাঁড়িয়ে আছেন যমের দোরে! পণ্ডিত, মরণের আগে পড় হে মন্ত্র! শেষ মাত্র, পুঁটিদাদা ঘোরাইবে যন্ত্র! জয় পুঁটিরাম।

পণ্ডিত॥ যদিদং হৃদয়ং....তদস্তু না-না-না...না-না-না...

হনুমান॥ এই মরেছে! ভুলে গেছে!

পণ্ডিত॥ না-না-না...না-না-না...

হনুমান॥ শিগগির শেষ করো...শেষ করো...মাছরাঙা পুঁটিদাদার গলায় মালা দিতে পারছে না...পুরো মন্ত্র শোনাও...

পণ্ডিত॥ না-না-না...না-না-না...
হনুমান॥ সর্বনাশ করেছে! এত না-না-না করেই চলবে...
পণ্ডিত॥ না-না-না...না-না-না...
হনুমান॥ দশানন আদেশ করো—শেষ করতে বলো—
রাবণ॥ শেষ করলেই তো ঝুলবে। যতক্ষণ পারিস চালিয়ে যা—

[*রাবণ বেরিয়ে গেল।*]

পণ্ডিত॥ যদিং হৃদয়ং...না-না-না...না-না-না...

[*বক্কেশ্বর ও টেঁপা ঢোকে।*]

বক্কেশ্বর॥ আট আনা...মাত্র আট আনা...
টেঁপা॥ লঙ্কাদেশে ফাঁসি পাচ্ছেন...হর্তুকি বয়ড়া আদা ত্রিফলা পাচ্ছেন...
পণ্ডিত॥ না-না-না...না-না-না...
হনুমান॥ শেষ করো বলছি!

[*কালনেমি পণ্ডিত বৈদ্য মাল্যবান শল্লক—সবাই এসে পণ্ডিতের পেছনে দাঁড়ায়।*]

সকলে॥ চালিয়ে যা—চালিয়ে যা...
পণ্ডিত॥ না-না-না...না-না-না...
বক্কেশ্বর॥ সর্দি কাশি হাজা মজা অম্লশূল ভালো হয়, একবার পড়ে দেখুন...
পণ্ডিত॥ না-না-না...না-না-না...
হনুমান॥ দূর! একি শেষ হবে না?
রাবণের দল॥ চালিয়ে যা—চালিয়ে যা...
পণ্ডিত॥ তদস্তু হৃদয়ং ম...না-না-না...না-না-না...

মৃত্যুর চোখে জল

চরিত্র

বঙ্কিম (বৃদ্ধ) ॥ রবি ॥ শম্ভু ॥ ডাঃ সেন ॥
পদো ॥ নীহার (বৃদ্ধা) ॥ কণিকা ॥

প্রথম অভিনয়

প্রযোজনা : সুন্দরম্
থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য
প্রতিযোগিতায় (১৯৫৯, সেপ্টেম্বর) প্রথম
অভিনয় এবং প্রথম পুরস্কার লাভ।
নির্দেশনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী ॥
রূপকর্ম : অনন্ত দাশ ॥
মঞ্চ : সুরেন চক্রবর্তী ॥
আলো : কনিষ্ক সেন ॥
আবহ : পার্থপ্রতিম চৌধুরী ॥

অভিনয়ে

বঙ্কিম (বৃদ্ধ)	:	মনোজ মিত্র
রবি	:	চন্দন ব্যানার্জি
শম্ভু	:	পার্থপ্রতিম চৌধুরী
ডাঃ সেন	:	দিলীপ ব্যানার্জি
পদো	:	অমিয় মুখার্জি
নীহার (বৃদ্ধা)	:	রত্না গোস্বামী
কণিকা	:	গীতা বসু
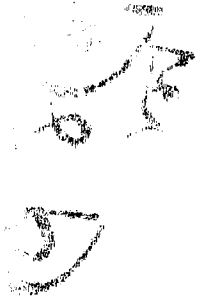
[সিঁড়ির মুখে এ ঘরখানায় কেউ নজর দেয় না। দেওয়াল চুনবালি ঝরছে, ধুলোময়লায় অপরিচ্ছন্ন। মাঝখানে ও কোণাকুণি ডানদিকে দুটো দরজা। বাঁদিক চেপে কপাট-ভাঙা জানালা। অবহেলার ছাপ থাকলে কি হবে, ঘরটি রবির সত্তর বছরের রুগ্ন পড়ুটে বাবা বঙ্কিমের। এই ঘরের ওপর দিয়েই বাড়িতে ঢুকতে বেরুতে হয়। জানালার নিচে ভাঙা তক্তাপোষ, ঠিক তার পাশে বহুকেলে পুরনো মিট্‌সেফ আর একটা টুল। আসবাব বলতে এই। একটা শাড়ির ছেঁড়া পাড় টাঙিয়ে ফতুয়া ইত্যাদি ঝুলানো। অন্যান্য দরকারী জিনিস-পত্তরের সঙ্গে দেখা যায় মিটসেফের ভেতরে ও ওপরে একরাশ ওষুধের শিশি বোতল, প্যাকেট। একটা জলের কুঁজো, ভাঙা সুটকেস, একটা ঝুড়ির মধ্যে আরো কিছু শিশি বোতল, একখানা তালপাতার পাখা—ঘরের এদিকে ওদিকে পড়ে আছে। পর্দা উঠলে দেখা গেল, বৃদ্ধ বঙ্কিম তক্তাপোষে ব'সে ঝাপসা চোখে একটা ওষুধের শিশির লেবেল পড়ার চেষ্টা করছে। কিছু বাদে চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে খোঁজে।]

বঙ্কিম॥ ওরে পদো, বৌমা—ও বৌমা—

[সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে চাদর গায়ে শুয়ে পড়ে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। একটু বাদে কথা বলতে বলতে বাইরে থেকে ডাক্তার সেনের প্রবেশ—চিন্তিত শম্ভু পেছনে।]

সেন॥ না, না, ভয়ের কোন কারণ নেই। একটুতেই অতো ভেঙে পড়লে চলে? বাচ্চা ছেলে, ওর ভেতরের অস্বস্তির কথা তোমরা কিছুই ধরতে পারছ না। তাই সবকিছুই এমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। (হঠাৎ সচেতন হয়ে) কই?

শম্ভু॥ আপনি এখানে দাঁড়ালেন যে? খোকা তো ওপরে, বৌদির ঘরে।

সেন॥ ওহোঃ তাইতো। এই দেখ, তোমাদের বাড়িতে আগে যে কয়েকবার এসেছি, এই ঘরেই এসেছি কিনা! অন্যমনস্কভাবে আজও তাই দাঁড়িয়ে পড়েছি।...তা শম্ভু, তোমার বাবা এখন আছেন কেমন? এই সন্ধ্যেবেলায়...এখন বেশ চুপচাপ ঘুমুচ্ছেন দেখছি!

শম্ভু॥ ওঁর আর চুপ ক'রে ঘুমুনো। ঘরটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন না, আপনার গোটা ডিস্‌পেনসারিটা হার মেনে যাবে। ঘুমুচ্ছেন, তাও দেখুন, মুঠোয় ওষুধের শিশি।

সেন॥ (একটু হেসে) তাইতো দেখছি! তা কি আর করবে বলো? একটি দু'টি দিন তো নয়। দীর্ঘ পনেরোটা বছর ভুগছেন। বয়েসও এখন কম হ'লো না। এখন ঐ ভাবে যে ক'টা দিন যায়...হ্যাঁ চলো...

শম্ভু॥ চলুন...

[শম্ভু ও সেন ভেতরে চলে গেল।]

বঙ্কিম॥ (হঠাৎ জেগে) কে? কে যাও? রবি ফিরলে নাকি? (ভেতরে তাকিয়ে) ওরে পদো...রবির মা...ও রবির মা....

[রবির মা নীহার ঢোকে।]

নীহার॥ ডাকাডাকি ক'রে যে বাড়ি মাথায় তুলেছ। গলায় জোরও আছে বাপু। ...কী, ডাকছ কেন বলো?

বঙ্কিম॥ না ডাকলে তো একবার এ পথে হাঁচতে কাশতেও আসো না। (চাদরের তলা থেকে শিশিটা বার করে) দেখ দেখি, কী ওষুধ এটা...

নীহার॥ হ্যাঁ, রাতদিন তোমার ঘরে বসে ওষুধ দেখি আমি। খেয়ে দেখ কী ওষুধ। পেটের, না তোমার হার্টের...

বঙ্কিম॥ বেশ বলো যা হোক্। হোক্ শেষে একটা মালিশের ওষুধ, খেয়ে মরি আমি!

নীহার॥ তা মরো যদি তুমি ঐ ওষুধ-ওষুধ ক'রেই মরবে! সময়ে অসময়ে অত ভক্তি ক'রে মানুষ যে দেবদেবীর প্রসাদও খায় না!

বঙ্কিম॥ এমনো বলো তুমি!

নীহার॥ বলি বড় সাধে!

বঙ্কিম॥ মরার জন্যে আমি ওষুধ খাই নাকি?

নীহার॥ এখনো বাঁচার ইচ্ছে আছে তোমার?

বঙ্কিম॥ (*মুখ বিকৃতি করে*) হ্যাঁ, বাঁচার ইচ্ছে! সে ইচ্ছে থাকলে কবে এতদিন দু'ফোঁটা মালিশের ওষুধ জিবে ঠেকিয়ে আমি তোমাদের হাত থেকে বাঁচতাম! দিনরাত ঐ বাঁচা নিয়ে আমায় খোঁটা দেওয়া!...নাও, দেখ, কী ওষুধ এটা...

নীহার॥ (*ওষুধটা দেখে*) খাও! বুকের মালিশ!

বঙ্কিম॥ হ্যাঁ, মালিশ না আরো কিছু!...কই কাঁচের গেলাসটা কই? আমার পাশে সব গুছিয়ে রাখ। ছ'টার ঘন্টা সেই কখন বেজে গেছে, শিশির লেবেলটা পড়ে দেওয়ার আর সময় হ'লো না কারুর!

নীহার॥ (*বঙ্কিমের বিছানা, জামা-কাপড় গোছাতে গোছাতে*) দু'দশটা মিনিট এদিক-ওদিক হ'লে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না তোমার। আর হয়তো হোক্, পনেরো বছর ধরে নিক্তিমাপা সময়ে কেউ তোমায় ওষুধ খাওয়াতে পারবে না! চোখের মাথা খেয়েছ? সুখ-অসুখ নেই আর মানুষের?

বঙ্কিম॥ আমি তোমার কথা বলছি না। কিন্তু বাড়িতে তো আরও প্রাণী আছে...

নীহার॥ তাদের কি আমার মতো কপাল পুড়েছে..সব সময় তোমায় কোলে নিয়ে বসে থাকবে!

বঙ্কিম॥ হ্যাঃ! তুমি তো কত একেবারে আমার সেবা করছ! সকাল থেকে ক'দণ্ড এসেছ তুমি এ ঘরে?

নীহার॥ লজ্জা সরম বেচে খাইনি আমি!

বঙ্কিম॥ আমি সেই দুপুরবেলা তেষ্টায় মরতে মরতে কুঁজোটার পাশে যাই...গিয়ে দেখি পাশে গেলাস নেই। গেলাস ঐ ওপাশে টুলের ওপর! বলো ঐ গেলাস এনে জল ভরে খাওয়ার সামর্থ্য এই বয়সে আর আছে আমার...আছে?

নীহার॥ না, কোন সামর্থ্য নেই তোমার। আছে কেবল গলা ফাটিয়ে চীৎকার করবার সামর্থ্য!... তোমার জ্বালায় যে মুখ দেখাবার উপায় নেই আমার।...দুপুর থেকে কচি ছেলেটা যে জ্বরে বেহুঁশ..সে খবর রাখ?

বঙ্কিম॥ (*নিস্পৃহ স্বরে*) আবার জ্বর হ'লো কার?

নীহার॥ সে বেলায় তুমি অন্ধ! আজ পাঁচদিন যে রবির ছেলেটার জ্বর ছাড়ছে না, সে খবর রাখ? ছেলেমানুষ বৌটাকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করেছ? তা নয়, ওরা মরুক-বাঁচুক সে আমার দেখার দরকার নেই...আমি কেবল ওদের কাছে ঠিক সময়ে সেবা চাই...পথ্য

চাই...ওষুধ চাই....

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ, চাইলেই যেন পাচ্ছি আমি! রোগে রোগে আমি খুন হয়ে গেলাম! যে কোন মুহূর্তেই দম আটকে যেতে পারে! তা চেয়ে দেখ, কটা ওষুধ আর আছে আমার!

নীহার ॥ আরো ওষুধ চাই তোমার!

বঙ্কিম ॥ রবিকে শম্ভুকে ব'লে ব'লে মুখ তেতো হয়ে গেল আমার! সেই কবে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে গেছে! তারপর তো আর একবার এনে দেখাতে হয়! রুগ্ন শরীরে কখন একটা কি হয়...

নীহার ॥ ঐ রোগ-রোগ করে পাগল হয়ে গেছ তুমি!

বঙ্কিম ॥ (রেগে) আর তুমি! তোমাকে যে কাল থেকে বলছি, সকালে একটু মুখে দিই, এমন একটা দ্রব্য ঘরে নেই...ওপর থেকে একটু হরলিক্স এনে দাও...তা একবার কানে তুলেছ কথাটা?

নীহার ॥ চুপ করো!

বঙ্কিম ॥ আমি তো সব তাতেই চুপ করব! ...পদো বলে গেল, এই এতো বড় একটা হরলিক্স-এর বোতল এসেছে...খোকার জন্যে!

নীহার ॥ না, খোকার জন্যে আসবে না, আসবে তোমার জন্যে! তাদের কুলে বাতি দেবে তুমি! (নিজের মনে) সে সব গেছে, জ্ঞান বুদ্ধি লজ্জাসরম সে সব আর নেই!

[প্রস্থানোদ্যত।]

বঙ্কিম ॥ ও কি, আবার যাচ্ছ কোথায়?

নীহার ॥ কী বলবে, বলো। ডাক্তারবাবু এসেছেন, আমি আর এখানে বসতে পারব না।

বঙ্কিম ॥ (চঞ্চল হয়ে) কে? ডাক্তার এসেছে? কখন, কোথায় ডাক্তার? আচ্ছা আমায় একবার ডাকনি কেন?

নীহার ॥ ডাকলে কী করতে?

বঙ্কিম ॥ বেশ বলো যা হোক্! ডাক্তারের কাছে কি একটা দরকার নাকি আমার?

নীহার ॥ উঃ, তুমি মানুষ না! ছেলেটাকে নিয়ে বাছারা আমার নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে...এর মধ্যে তোমার আবার উজিয়ে উঠল!

বঙ্কিম ॥ এমনো বলো তুমি! ডাক্তার বাড়ির ওপর, আমায় একবার না দেখে...

নীহার ॥ তুমি থামবে? ছেলে-বউ শুনলে কী মনে করবে?

বঙ্কিম ॥ কেন, আমার রোগটা রোগ না?

নীহার ॥ রোগ-রোগ কোর না, এমনিতেই মরার বয়স হয়েছে তোমার।

[প্রস্থানোদ্যত।]

বঙ্কিম ॥ যাচ্ছ কোথায়?

নীহার ॥ তোমায় নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

বঙ্কিম ॥ তোমার দেখি বাপু সব একেবারে আলাদা। রোগীর কাছে থাকে না আবার কোন্ মানুষটা?

নীহার ॥ সখ দেখিয়ো না। কচি ছেলেটা জ্বরে বেহুঁশ...

বঙ্কিম॥ (*রাগত স্বরে*) তুমি কি ওখানে যাচ্ছ?

নীহার॥ যাচ্ছি!

বঙ্কিম॥ এদিকে শোন...

নীহার॥ (*চাপা বিরক্তিতে*) কেন?

বঙ্কিম॥ এসো বলছি!

নীহার॥ (*কাছে আসে*) কী বলবে বলো।

বঙ্কিম॥ কিছু বলবে নাতো? (*নীহারের হাত ধরে ক্ষুব্ধ স্বরে*) তুমি তো আমার সব কথাতেই আজকাল...

[*দরজায় অফিস-ফেরত রবি। হাতে আঙুরের ঠোঙা। নীহার চমকে বঙ্কিমের হাত ছেড়ে পিছিয়ে আসে।*]

রবি॥ মা, তুমি যে এখানে! খোকা কেমন?

নীহার॥ সেন ডাক্তারকে ডেকে এনেছে শম্ভু।

রবি॥ তবে তো একই রকম। তা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে...

বঙ্কিম॥ রবি, অফিস থেকে ফিরলে?

রবি॥ হ্যাঁ।

নীহার॥ (*রেগে*) ফিরল! কেন?

বঙ্কিম॥ না, বলছিলাম কি ছেলেপিলের ওরকম মাঝে মাঝে গা গরম হয়েই থাকে! ও নিয়ে অত ভাবতে গেলে চলে না। তুমি একবার আমার এই নির্দেশপত্রটা প'ড়ে দিও তো!...বাড়িতে একটা লোক নেই যে পড়ে! ক'চামচ করে কখন-কখন খেতে হবে...আচ্ছা দেখ দেখি, এতে কোন্ কোন্ ভিটামিন....

নীহার॥ আঃ, জামা কাপড়টা ছাড়তে দাও ওকে। তুই যা বাবা, ওপরে বৌমা একা...

রবি॥ (*বঙ্কিমকে*) যে কয় চামচ সয়, খান।

বঙ্কিম॥ হ্যাঁ যে কয় চামচ! বেশ বলো যা হোক। জেনো বাবা ওষুধ সব বিষ...একটু বেশি মাত্রা হলে...

রবি॥ বিষ হলে খাবেন না!

নীহার॥ পারিসনে, ধ'রে বেঁধে এক শিশি একদিন গলার মধ্যে উপুড় করে দিতে পারিস নে?

রবি॥ বাদ দাও ওসব। তুমি এই আঙুর ক'টা শিগগির শিগগির একটু গরম জলে ধোও দেখি...

বঙ্কিম॥ (*লুব্ধ গলায়*) আবার আঙুর আনলে কেন? এখনকার আঙুর দুর্মূল্য! ছোঁবে কার বাপের সাধ্যি!

রবি॥ ধুয়ে রস করে ওপরে নিয়ে এস! ...আমি গেলাম।

[*রবির প্রস্থান।*]

নীহার॥ (*একটু চুপ করে থেকে*) কই, কই, তোমার গেলাস? জল-জল করে তো পাগল করে তুলেছ।

বঙ্কিম॥ জল আবার আমি চেয়েছি কখন?

নীহার॥ না চাইলেই দিচ্ছি আমি! দুপুর থেকেই তো...

বঙ্কিম॥ খালি-পেটে জল পড়া ভালো না!

নীহার॥ (সন্দিগ্ধ স্বরে) কী?

বঙ্কিম॥ লেবুও তো নেই। যাকগে..দাও দুটো আঙুরই না হয়...দাও...

[*বঙ্কিম হাত বাড়ায়। নীহার দিতে যায়। দ্রুত পদোর প্রবেশ।*]

পদো॥ উঁ-হু-হু। একটা ফল কম পড়লে চলবে না। যেখানকার আঙুর সেখানে যাবে। ডাক্তারবাবু বললেন, খোকা ও খেতে পারবে না...টক! কই শিগগির দিন।

নীহার॥ অসুখে বিসুখে টাকার নয়ছয়। যা ফেরতই না হয় দিয়ে আয়...

বঙ্কিম॥ ওরে পদো, গেলাসটা খুঁজে এক গেলাস জল ভরে দে না...

পদো॥ কী যে বলেন তার হদিশ নেই! ঐ পয়সা ফেরত নিয়ে, এখুনি মুসুম্বি লেবু কিনে আনতে হবে। ...কই, আঙুরগুলো দিন, আর একবার ওপরে যান, বৌদিমণি ডাকছেন...

[*পদোর হাতে আঙুর দিয়ে নীহার বেরিয়ে যাচ্ছে।*]

বঙ্কিম॥ তাড়াতাড়ি এস যেন!

নীহার॥ কেন? কোন্ রাজকার্যে?

বঙ্কিম॥ না, ঐ ঠিক সাতটার সময় আবার হার্টের ওষুধটা খেতে হবে তো।

নীহার॥ ঐ ওষুধের শিশিগুলো মুখে গুঁজে শুয়ে থাক তুমি।

[*নীহারের প্রস্থান।*]

পদো॥ টাইম মেপে ওষুধ খেতে পারেন, কথা বলতে পারেন না!

বঙ্কিম॥ (*চিৎকার করে*) তুই থাম!

পদো॥ উঁ, থামবে!

বঙ্কিম॥ তুই কোন কথা বলবিনে...

পদো॥ না, বলবে না...

[*কথা বলতে বলতে সেন ও শম্ভু আসছে।*]

শম্ভু॥ কী? আবার চেঁচামেচি কিসের? ...কী হয়েছে রে পদো?

বঙ্কিম॥ তোরা কেন এই হতভাগাটাকে রেখেছিস রে শম্ভু? আমার কোন উপকার হবার নয় এর দ্বারা!

শম্ভু॥ আঃ, এ সময়ও তুমি চিৎকার করে বাড়ি ফাটাবে? রোগ শোকও মানবে না তুমি?

বঙ্কিম॥ হ্যাঁ, রোগ-শোক মানার মত লোক আছে নাকি এ বাড়িতে? এই লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরটাকে সেই থেকে বলছি...

শম্ভু॥ ওকে বকো না। অসময়ে তোমার চেয়ে বেশি উপকার হচ্ছে ওকে দিয়ে। (*পদোকে*) যা তুই...

[*পদো বাইরে গেল।*]

শম্ভু॥ হ্যাঁ, কি বলছিলেন ডাক্তারবাবু?

বঙ্কিম॥ (*চমকে*) কে? ডাক্তার নাকি গো?

শম্ভু॥ হ্যাঁ। কী, হবে কী?.

বঙ্কিম॥ তুমি একবার এদিক দিয়ে একটু ঘুরে যেও ডাক্তার। দুপুর থেকে বুকের সেই যন্ত্রণাটা...

শম্ভু॥ কী? কী আরম্ভ করলে তুমি?

বঙ্কিম॥ না, ঠিক আগের মত নয়, বুঝেছ ডাক্তার, সে রকম নয়। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন বুকের দুপাশে একটা ধাক্কা...

শম্ভু॥ চুপ করো!

বঙ্কিম॥ (*এবার শম্ভুকে*) চুপ করবো কি রে? ডাক্তার বাড়ির ওপর, আমি চুপ করে থাকবো?

শম্ভু॥ (*অপেক্ষাকৃত জোরে*) হ্যাঁ থাকবে।

বঙ্কিম॥ বেশ। (*একটু চুপ করে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে*) তা অন্তত এইটা পড়ে দিক ডাক্তার। ওষুধটা যে কোন্ মাত্রায় কখন খেতে হবে, তাই বলে দেবার একটা লোক হ'লো না!

শম্ভু॥ লোক না হয় খেও না। তাই ব'লে জ্বালাতন করতে পারবে না। চুপ করে বসে থাক।

[*বঙ্কিম বিড় বিড় করতে করতে চুপ করে।*]

সেন॥ (*শম্ভুকে*) এ সময় কখনো মাথা গরম করলে চলে?

শম্ভু॥ এখন কেমন ডাক্তারবাবু?

সেন॥ ওষুধটা লিখে দিচ্ছি...তাড়াতাড়ি কিনে আনো।

[*লিখছে।*]

শম্ভু॥ কোন আশা নেই?

সেন॥ উঁ-হু। নার্ভাস হয়ে পড়ো না। দাদা-বৌদির প্রথম সন্তান। ওদের মুখের দিকে চেয়ে...

শম্ভু॥ কী করি বলুন দেখি...

সেন॥ টাকা দিয়ে এখুনি কাউকে পাঠিয়ে দাও ওষুধটা আনতে। যাও দেরি ক'রো না। ...অলটারনেটিভ লিখে দিয়েছি...এটা যদি না পাও...

শম্ভু॥ (*ডাকতে ডাকতে বাইরে ছোটে*) পদো... ওরে পদো...

[*হঠাৎ বঙ্কিম স্বপ্নোত্থিতের মতো*—]

বঙ্কিম॥ পদো, ও পদো...ওরে কে আছিস, পদোকে একবার ডেকে দিস্তো...

শম্ভু॥ (*ঘুরে*) কেন, কী হবে?

বঙ্কিম॥ (*নির্বিকারভাবে*) আমার বুকের মালিশটা একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

শম্ভু॥ আর এক ফোঁটা ওষুধ নতুন করে কেনা হবে না তোমার জন্যে। যা আছে ঐ নিয়ে যে ক'দিন পার বেঁচে থাক!

[*শম্ভুর প্রস্থান।*]

বঙ্কিম॥ বেশ বলিস যা হোক। ওরে কতকগুলো খালি শিশি শুঁকে যদি বেঁচে থাকা যেত, তবে আর ডাক্তার-বদ্যিকে ডাকতো না লোকে। (*শম্ভু চ'লে গেছে দেখে, জোরে*) তার মানে তোরা চাস আমি যেন আর না বাঁচি। আর বেঁচে কাজও নেই আমার! ...কে, ডাক্তার?

সেন॥ (কাছে এসে) মিছিমিছি আপনি চিৎকার করছেন। বাড়ির ভেতরে একটা লাইফ্ অ্যাণ্ড ডেথ-এর স্ট্রাগল্ চলেছে।

বঙ্কিম॥ আর আমার বুঝি মৃত্যু ঘটতে পারে না?

সেন॥ সে কথা নয়। আপনি বুড়ো মানুষ, ওদিকে একটা শিশু! রবির প্রথম সন্তান। আপনার পুত্রবধূর কথা একবার ভাবুন।

বঙ্কিম॥ রোগী মাত্রই শিশু। আমার দিকে কে তাকাচ্ছে?

সেন॥ আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না।

বঙ্কিম॥ আর বোঝাতে হবে না। আমি আর বুঝতে চাই না। তুমি একবার আমার বুকটা দেখ দেখি।...আমি যেন ঠিক..

সেন॥ বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির জন্যে আমারও দুশ্চিন্তা কম নয়। রবির কাছে আমি কি কৈফিয়ত দেবো বলুন তো?

বঙ্কিম॥ বেশ বলো যা হোক। আমি তো আজ তিনমাস ধরে রবিকে শম্ভুকে বলছি, তোমাকে একবার কল্ দেওয়ার জন্যে। কমপক্ষে পনেরো দিন অন্তর আমার মত একটা রোগীকে পরীক্ষা করা উচিত।

[*রবির প্রবেশ।*]

রবি॥ এই যে সেন, তুমি এখানে?

সেন॥ হ্যাঁ। ওষুধটা আনতে বলেছি। ওটা না আসা পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই ভাই...

বঙ্কিম॥ (অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে) করারই যখন কিছু নেই...তুমি যখন বলছই ডাক্তার...তখন আমায় একবার দেখে নিলেই পারতে...

রবি॥ (চাপা বিরক্তিতে) এই সিঁড়ির মুখ থেকে আপনাকে সরাতে হবে। কাকপক্ষীর পা মাড়ানোর উপায় নেই এধারে।

[*ওষুধ নিয়ে পদোর প্রবেশ।*]

পদো॥ এই যে ডাক্তারবাবু, ওষুধ এনেছি...

সেন॥ এনেছো? কই দাও। চল রবি।

রবি॥ তুমি যাও। আমি আর ওখানে থাকতে পারছি না।

সেন॥ ভেঙে পড়ো না ভাই।

সেন॥ এত বাড়াবাড়ি, অথচ আগে আমায় একটা খবর দিলে না?

রবি॥ প্রথমে অত বুঝতে পারিনি...তা ছাড়া নানা ঝামেলায় একেবারে...

[*উভয়ের প্রস্থান।*]

বঙ্কিম॥ (ক্লান্ত স্বরে) কোন্ দোকান থেকে আনলি রে ওষুধটা?

পদো॥ ওঃ সে কি এখানে? সেই ঘোষের বাজারে। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম।

বঙ্কিম॥ এত তাড়াতাড়ি ছুটতে পারিস তুই?

পদো॥ খোকার অসুখ। আজ আমি হাতির মত হাঁটব?

বঙ্কিম॥ ...যা কলতলা থেকে আমার পিকদানিটা নিয়ে আয় শিগ্‌গির।

পদো॥ দয়া মায়া বলতে শরীরে নেই আপনার। বললাম, এতটা পথ হেঁটে এলাম,

একটু আরাম বিশ্রাম দরকার হয় না?

[শম্ভুর প্রবেশ।]

শম্ভু॥ এই পদো...আবার যেতে হবে রে!

পদো॥ তাতে কী হয়েছে? বলুন ছোটদা, কোথায় যেতে হবে।

শম্ভু॥ যেতে হবে ঘোষের বাজারে।

পদো॥ বেশ তো যাচ্ছি। কী আনতে হবে বলুন...

শম্ভু॥ কি আনতে হবে? এই দ্যাখ, ভুলে গেলাম আবার। আয়, আয় ওপরে আয়।......

পদো॥ চলুন...

বঙ্কিম॥ সেই ঘোষের বাজারেই যাচ্ছিস যখন পদো...

শম্ভু॥ নাঃ। বিরক্ত করে মারলে দেখছি! তোমার চিৎকারের জ্বালায় কি কিছু মনে রাখবার উপায় আছে? ফের একটা কথা বলবে না তুমি!

বঙ্কিম॥ বেশ বলিস যা হোক। কথা বলব না কি রে? ওষুধ পথ্য দরকার হলেও বলব না?

শম্ভু॥ না, বলবে না।

বঙ্কিম॥ কিন্তু বুঝে দ্যাখ শম্ভু, ওষুধ পত্তর কেনায় এমন হেলাফেলা করলে রোগ যে আরও বেড়ে যাবে। মানে, তখন তোদেরই আবার...

শম্ভু॥ কিছু হবে না...কিছু হবে না আমাদের।

বঙ্কিম॥ বেশ বলিস যা হোক।

শম্ভু॥ ঠিকই বলছি!

বঙ্কিম॥ কী বলছিস তুই?

শম্ভু॥ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি! একটি কথাও যেন আর কানে না যায় আমাদের! (পদোকে) চল্...

পদো॥ এত করে বললেও তো মানুষ বোঝে...

শম্ভু॥ তুই থাম্!

পদো॥ চলুন...

[শম্ভু ও পদোর প্রস্থান।]

বঙ্কিম॥ (আপন মনে) এখন কিছু খেয়াল করবি না! না করিস, করিস নে। এবার আবার হার্টের অ্যাটাক হলে...এই শরীরে ....(অপেক্ষাকৃত জোরে) একেবারে মরণাপন্ন না হলে তো তোদের টনক নড়বে না! শেষে ছোট পদো...ছোট শম্ভু...আন ওষুধ...আন হরলিক্স...

[বাইরে যাওয়ার মুখে পদো।]

পদো॥ খোকা হরলিক্স খাবে না।

বঙ্কিম॥ আমি খোকার কথা বলছি না।

পদো॥ নিজের কথা বলছেন? তা বলুন।

[পদোর প্রস্থান।]

বঙ্কিম॥ পদো...এই পদো...ওরে শুনে যা...

[*জানালায় একজনকে দেখা যায়।*]

কে যাও? একবার শুনে যেও তো।

[*লোকটি আড়ালে চলে যায়।*]

রবির মা, বলি ও রবির মা, তোমরা কে আছ...আমার এই জানালাটা বন্ধ করে দিও তো...কে রে...জানালায় কে...

[*জানালায় পাশে রবির স্ত্রী কণিকা। একটা জলের প্যান দু-হাতে ধরে।*]

কণিকা॥ আমি..

বঙ্কিম॥ কে? বৌমা?

কণিকা॥ (*ভেতরে ঢুকে*) হ্যাঁ।

বঙ্কিম॥ তোমার হাতে ওটা কী?

কণিকা॥ জল।

বঙ্কিম॥ (*সাগ্রহে*) জল?

কণিকা॥ ডাক্তারবাবুর হাত ধোয়ার জল। ...খোকা এখন একটু ভালো।

বঙ্কিম॥ তবে ডাক্তারবাবুকে একটু ডেকে দিও তো...

কণিকা॥ আজ সারারাত উনি খোকার ঘরে থাকবেন বলেছেন। এখনো ভয় কাটেনি।

বঙ্কিম॥ আমার এই মিনিট দু'য়েকের জন্যে...

কণিকা॥ সব সময় থাকবেন। বাচ্চা ছেলেমেয়ের কখন কী হয় আমরা সব বুঝতে পারি না।

বঙ্কিম॥ তবে এই কাগজটা নিয়ে যাও। শোন, একটু আড়ালে এটা পড়িয়ে এনো। ...রবি শম্ভু যেন না জানতে পারে।

কণিকা॥ আমার দু'হাত জোড়া।

বঙ্কিম॥ তা ওটা নামিয়ে রেখে নিয়ে যাও। আমায় যে এখুনি ওষুধ খেতে হবে। ...আচ্ছা কটা বেজেছে বৌমা?

কণিকা॥ প্রায় সাতটা বাজল।

বঙ্কিম॥ আহা, 'প্রায়' বললে তো চলে না। ওষুধ পত্তর ঠিক সময়টিতে না খেলে ফল হবে উল্টো...ঠিক ক'টা বেজেছে?

কণিকা॥ (*বিরক্ত স্বরে*) চোখের সামনে তো ঘড়ি নেই!

বঙ্কিম॥ তা তো বুঝতে পারছি। আমার ঘরের ঘড়িটা তখন তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে গেলে। তা যাক...সাতটা বাজল বোধ হয়?

কণিকা॥ বললাম তো, বলতে পারব না।

বঙ্কিম॥ তোমায় আর বলতে হবে না মা, ওষুধ খাওয়ার সময় হ'লে আমি ঠিক বুঝতে পারি সাতটা বেজেছে। (*বঙ্কিম ধীরে ধীরে মিটসেফের কাছে যায়। ওষুধ খোঁজে।*) তুমি আমার ওষুধ খাওয়ার গেলাসটা নিয়ে এস বৌমা...

কণিকা॥ খোকার ঘর থেকে সেটা আজ ভেঙে গেছে!

বঙ্কিম॥ কী? (*কাঁপতে কাঁপতে এসে তক্তাপোষে বসে*) ভেঙে গেছে? নাঃ তোমরা

আমার একটা জিনিস একটু নজর দিয়ে রাখতে পার না। ওষুধের মাপে দাগ কাটা ছিল ঐ গেলাসের গায়ে। আমি এখন কি করি বলো দেখি...! হাঁ করে ভাবছ কী?

কণিকা॥ (চমকে) অ্যাঁ? না, কিছু না।

বঙ্কিম॥ তা কিছু অন্তত একটা ভাবো। সাতটা বাজল। এখন কি দাঁড়িয়ে থাকবার সময়?

কণিকা॥ এমনো বাড়ি! কোনখানে দু'দণ্ড তিষ্ঠোবার উপায় নেই!

বঙ্কিম॥ আহা, এখন কি তিষ্ঠোবার সময়? জীবন-মৃত্যুর সমস্যা! তোমরা তো সব খেলা-খেলা ভাবো...

কণিকা॥ আমি ঠিক জানি, এ বাড়িতে খোকা বাঁচবে না...

বঙ্কিম॥ খোকার কথা কে বলেছে?

[শম্ভু আসছে। বঙ্কিম চুপ করল।]

শম্ভু॥ বৌদি, ও বৌদি, একটু জল আনতে গিয়ে বুড়ি হয়ে গেলে...কি? এখানে কি করছ?

বঙ্কিম॥ কে, শম্ভু নাকি রে?

শম্ভু॥ হ্যাঁ! ...আচ্ছা বৌদি, ডাক্তারবাবু তো বললই শুনলে—ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্বর এখন ছাড়ার মুখে। তবে কেন তুমি মন খারাপ করে নিচে এসে দাঁড়িয়েছ?

কণিকা॥ না, মন খারাপ করলাম কই? আমি তো জল নিয়েই যাচ্ছিলাম...

শম্ভু॥ (বঙ্কিমকে) তবে তুমি আটকে রেখেছ! আচ্ছা, কি বলে তুমি এ সময়...

বঙ্কিম॥ তোরা সবাই খোকার কাছে রয়েছিস। আমারও তো একজন লোক চাই।

শম্ভু॥ তাই জলসুদ্ধ ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছ! নাঃ নেহাতই তুমি ছেলেমানুষ বৌদি।

কণিকা॥ আমি কি করবো বলো? উনি যদি একটু বিবেচনা না করেন।

শম্ভু॥ উনি করবেন বিবেচনা? তবেই হয়েছে! যাও, শিগগির জল নিয়ে যাও। হ্যাঁ শোন, নতুন যে হরলিকসটা আছে ওটা আর ভেঙো না। খোকা হরলিকস খাবে না।

কণিকা॥ আচ্ছা।

[কণিকা চলে যায়।]

বঙ্কিম॥ বৌমা...ও বৌমা...

শম্ভু॥ আবার ডাকছ কেন?

বঙ্কিম॥ আমার ঘরের একটা আলো...

শম্ভু॥ এখনও সন্ধ্যে হয় নি। এর মধ্যে আলো না হলে থাকতে পারছ না?

বঙ্কিম॥ আর তো দেরি নেই সন্ধ্যের।

শম্ভু॥ না থাক্! এখন আলো পাওয়া যাবে না।

বঙ্কিম॥ কেন রে? আমার ঘরের বাল্‌বটা কাটা।

শম্ভু॥ অত কৈফিয়ৎ দেওয়ার সময় নেই। ডাক্তারবাবুর ওখানে তিনটে আলো লাগছে।

[শম্ভু দ্রুত মিটসেফের ভেতর কিছু খোঁজে।]

বঙ্কিম॥ (শঙ্কিত) কী খুঁজছিসরে তুই?

শম্ভু॥ দুদ্দুর! যত ছাইভস্মে মিটসেফটা ভরাট।

বঙ্কিম॥ ওরে ওতে তোদের কিছু নেই রে!

শম্ভু॥ আছে কি না আছে আমি দেখছি। ...পদো...পদো...

[পদোর প্রবেশ।]

পদো॥ এই যে ছোটদা...

শম্ভু॥ নে, ফেলে দেতো এগুলো...

বঙ্কিম॥ ওরে না, না। ওর মধ্যে কোথায় কী আছে! আমায় কি মারবি তোরা? ওরে পদো একটা আলো জ্বেলে দে...

পদো॥ আলো কি গড়াবো?

বঙ্কিম॥ ওরে, তোরা কি চাস বল না।

শম্ভু॥ একটা ওষুধ-বাটা খলনুড়ি ছিল না?

বঙ্কিম॥ আছে, কিন্তু সে তো দেওয়া যাবে না।

শম্ভু॥ দেওয়া যাবে না কি?

বঙ্কিম॥ হ্যাঁ, দেওয়া যাবে না।

শম্ভু॥ কি বকবক করছ! কোথায় রেখেছ?

[রবির প্রবেশ।]

রবি॥ কিরে শম্ভু, পেলি?

পদো॥ উনি তা লুকিয়ে রেখেছেন।

শম্ভু॥ কোথায় রেখেছো! বার করো—

পদো॥ দিন না...

রবি॥ কোথায় সেটা?

বঙ্কিম॥ রবি, এই দ্যাখ, আরেকটু পরে যে হজমি বড়ি বেটে খেতে হবে... বড়ি না খেলে আবার...

রবি॥ আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? শিগগির দিন।

পদো॥ এই যে ছোড়দা পেয়েছি।

শম্ভু॥ যা, যা, শিগগির নিয়ে যা।

[খলনুড়ি নিয়ে পদোর প্রস্থান।]

বঙ্কিম॥ ওরে পদো...রবির মা....

রবি॥ চিৎকার করছেন কেন?

বঙ্কিম॥ ওরে, আমার ঘরের আলো?

শম্ভু॥ আলো নেই।

বঙ্কিম॥ অন্ধকার হয়ে আসছে...

শম্ভু॥ আসুক!

বঙ্কিম॥ আমি অন্ধকারে থাকব?

শম্ভু॥ থাকবে!

[পদোর প্রবেশ।]

পদো॥ দাদাবাবু, শিগগির আসুন....খোকন...

রবি॥ খোকন? খোকন কি...?

পদো॥ খোকন কেমন করছে!

রবি॥ অ্যাঁ?

পদো॥ হ্যাঁ দাদাবাবু, শিগগির যান....

শম্ভু॥ চলো দেখি...

রবি॥ খোকন কেমন করছে...খোকন কেমন করছে! সেন...সেন...

[দ্রুত শম্ভু ও রবির প্রস্থান।]

বঙ্কিম॥ (বুক চেপে) পদো...

পদো॥ কী? বলছেন কী? সারাক্ষণ পদো পদো! দাদাবাবুরা ডাকেন বলে, আপনি কি জিদ করে ডাকেন?

বঙ্কিম॥ (খুব কষ্টের সঙ্গে) একবার এদিকে আয়।

পদো॥ বাড়ির আপদ বিপদও বোঝেন না?

বঙ্কিম॥ একবার বুকে হাত রাখ...

পদো॥ কেন, খোকার মতো আপনারো বুকে কাশি জমেছে নাকি?

বঙ্কিম॥ একবার রবিকে ডাক...

পদো॥ বড়দাবাবুর কি মাথার ঠিক আছে?

বঙ্কিম॥ তবে শম্ভুকে ডাক...

পদো॥ কেন অনর্থক হেনস্থা হবেন?

বঙ্কিম॥ (সামলে) ওরে পদো, আমি কী খাব রে? হরলিকসটাও ভাঙা হবে না রে!

পদো॥ আপনি দেখছি ছেলেপিলেরও অধম হলেন! খোকার তো অত খাই-খাই নেই। দু-ঠোঁটের ফাঁকে যা দিচ্ছে...তাই গড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে। ডাবের জল...বার্লির জল...লেবুর রস...মুসুম্বির রস...

বঙ্কিম॥ ওরে, তোকে কি আমি ফর্দ শোনাতে বলেছি!

[কণিকার দ্রুত প্রবেশ।]

কণিকা॥ পাখাটা কই? পাখা...

বঙ্কিম॥ ওই যে পাখা। দাও দেখি বৌমা একটু বাতাস। বুকের ভেতরটা...

কণিকা॥ (পাখা নিয়ে) পদো শিগগির এস ওপরে...

বঙ্কিম॥ ওকি, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

কণিকা॥ এক কথার আর কতবার জবাব দেব!

বঙ্কিম॥ কিন্তু পাখাটা...

কণিকা॥ আমাদের পাখাটা পাচ্ছি না।

বঙ্কিম॥ কিন্তু আমি?

রবি॥ (নেপথ্যে) কই? পাখা আনতে গিয়ে কী হ'লো তোমার?

[কণিকার প্রস্থান।]

বঙ্কিম॥ পদো, ওরে পদো ডাক..শিগগির ডাক...

পদো॥ চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

বঙ্কিম॥ ওরে আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে...দম আটকে আসছে...

পদো॥ সব আপনার চালাকি!

বঙ্কিম॥ ওরে নারে, তুই বুঝতে পারছিস না।

পদো॥ খুব, খুউব পারছি। পনেরো বছর ধরে দেখছি, আর বুঝতে পারব না? যত না রোগ, তার বেশি ভোগ আপনার...

বঙ্কিম॥ ওরে, এ তোর ঐ ছিঁচকে জ্বরকাশি না! কোনো উপসর্গ নেই... অথচ যে কোনো মুহূর্তে আমার দম...(*নিঃশ্বাস আটকে আসে*) একটু জলের হাত রাখ বুকে...

[*পদো কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিতে যায়। রবির প্রবেশ।*]

রবি॥ পদো..এই পদো শিগগির জলের কুঁজোটা নিয়ে আয়..

বঙ্কিম॥ কুঁজো?

পদো॥ হ্যাঁ।

[*কুঁজো নিয়ে পদো চ'লে যায়।*]

বঙ্কিম॥ ওটা নিসনে...নিসনে রবি...

রবি॥ আপনি একটু চুপ করুন দেখি। আপনার জন্যে যে আরো অশান্তি!

বঙ্কিম॥ আমার জল?

রবি॥ জলটাই বড় হ'লো? খোকা যে বাঁচে না আর।

শম্ভু॥ (*নেপথ্যে*) দাদা...শিগগির এস।

[*রবি ছুটে ভেতরে গেল।*]

বঙ্কিম॥ রবি...রবি...

[*ঢং ঢং করে সাতটা বাজল।*]

সাতটা...সাতটা বাজল...ওষুধ...আমার ওষুধ...রবির মা, ও রবির মা, আমার বুকের ভেতরটা..আমায় একটু ধরো...রবির মা, আমার একটা আলো নেই...একটা আলো নেই...আলো...আলো...

[*বঙ্কিম উঠে দাঁড়ায়। দরজায় নীহার। লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরেছে। নীহার পাথরের মতো শান্ত, কঠিন।*]

নীহার॥ এই তো আলো!

বঙ্কিম॥ কে? রবির মা?

নীহার॥ হ্যাঁ।

বঙ্কিম॥ আমার ওষুধ...বুকে বড় চাপ লাগছে...আমি কথা বলতে পারছি না। (*নীহারের মুখ চোখ দেখে চমকে ওঠে*) ওকি, তুমি অমন করছ কেন?

নীহার॥ কী?

বঙ্কিম॥ কিছু বলছ না কেন?

নীহার॥ কই তোমার ওষুধ?

[*নীহার মিটসেফের দিকে এগিয়ে যায়।*]

বঙ্কিম॥ ওই মিটসেফের ওপর। দ্যাখো...সব ছড়ানো কিন্তু।

নীহার॥ থাকুক।

[নীহার অন্যমনস্ক হাতে একটা শিশি তুলে নেয়।]

বঙ্কিম॥ ওকী, ওটা কী ওষুধ!

নীহার॥ বুকের ওষুধ!

বঙ্কিম॥ না...

নীহার॥ হ্যাঁ...খাও....

বঙ্কিম॥ (সভয়ে) না...না...ভাল করে দ্যাখো...

[নীহার বঙ্কিমের দিকে এগোয়।]

নীহার॥ দেখতে হবে না। খাও...

বঙ্কিম॥ না। খাব না...

নীহার॥ (শান্ত কঠিন গলায়) তোমায় খেতে হবে।

বঙ্কিম॥ (ভয়ে) রবির মা, রবির মা....

নীহার॥ নাও ধরো....হাঁ করো....

বঙ্কিম॥ না...না....

[*নীহার জোর করে বঙ্কিমের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়। বঙ্কিম অস্ফুট আর্তনাদ করে তক্তাপোষে ঢলে পড়ে। নীহার পাথরের মতো স্থির। মঞ্চ নীরব। বাড়ির মধ্যে তীক্ষ্ণ কান্নার রোল উঠল।*]

নীহার॥ (*শীতল গলায়*) রবির ছেলেটা মারা গেল। ওগো শুনছ, রবির ছেলেটা যে মারা গেল...

বঙ্কিম॥ অ্যাঁ... ?

[বঙ্কিম উঠে বসে।]

নীহার॥ কাঁদো...

বঙ্কিম॥ রবির মা!

নীহার॥ কাঁদো শিগগির!

বঙ্কিম॥ রবির মা!

নীহার॥ কই, কাঁদো...

বঙ্কিম॥ রবির মা, ওষুধ খেয়েও আমার বুকের চাপ কমেনি। আমার কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে!

নীহার॥ (*বঙ্কিমকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে*) তবু কাঁদো...

বঙ্কিম॥ আমি পারব না...

নীহার॥ পারবে। কেঁদে তুমি জানিয়ে দাও ওদের, আমরা দু'জনে এ ঘরে এখনও বেঁচে আছি!

[*চুনবালি ঝরা ঘরটির ভেতর বৃদ্ধ বঙ্কিম কাঁদবার অক্লান্ত চেষ্টা করছে।*]

কাক
চরিত্র
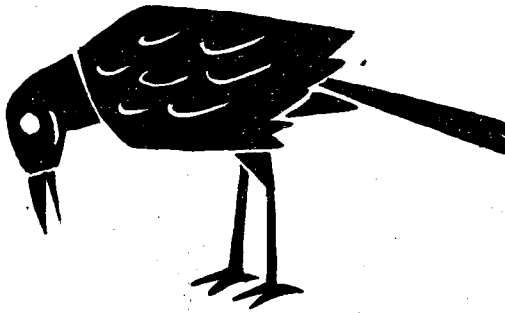
চরিত্র

ব্যোমকেশ

ডাক্তার দাশ

সাধুবাবা

চেলা

কাক

[বাইরে একটা কাক ডাকছে।
ব্যোমকেশের অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই—নাটক লেখায় এমনি সে ডুবে রয়েছে। রীতিমত অ্যাকটিং করতে করতে লিখছে ব্যোমকেশ...নিঃশব্দে এক একটি সংলাপ ভেঁজে নেবার সঙ্গে হাত ছুঁড়ছে, পা ছুঁড়ছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, চিবুক নাচাচ্ছে। কখনো মুখখানা কাঁদো-কাঁদো, এই আবার হাসি-হাসি।
আপাতত ঠেকে গেছে ব্যোমকেশ ঐ হাসি নিয়ে। নায়কের মুখে হাসি বসাতে হবে...কিন্তু হাসিটা হো-হো না হি-হি না হা-হা হবে কিছুতে স্থির করে উঠতে পারছে না। পালা করে হো-হো হা-হা হি-হি চেখে চেখে দেখছে...
বাইরে কাকটা থেকে থেকে ডেকে উঠছে কা-কা। এবং শেষ পর্যন্ত সেই অরসিক কাক তার একনিষ্ঠ সাধনায় ব্যোমকেশের কলম কাঁপিয়ে ছাড়ল।]

ব্যোমকেশ॥ হুস্! হুস্! যা! হাট হাট! হুস্স্...হুস্স্...

[কাকটা থেমেছে। ব্যোমকেশ কাজে মন দিতে আবার আচমকা ডেকে উঠল। ব্যোমকেশ জানালার দিকে ঘুরে বসল।]

ব্যোমকেশ॥ (কপালের ওপর চশমা তুলে পরিশ্রান্ত ঘোলাটে চোখে বাইরে তাকিয়ে) এই যে, আমার এই গাছটি ছাড়া কি তোমার আর জায়গা নেই? (কাকটা ডাকল) রোজ আমার পেছনে লাগা তোমার চাই-ই চাই? (কাকটা ডাকল) কেন—এই দুপুরবেলাটা কি বন্ধ রাখা যায় না, তোমার গলাসাধা? (কাক সাড়া দিল কা-কা) বাঃ কী একাগ্র সাধনা! শোনো ঐ নিমগাছটি শিগ্‌গিরই আমি কেটে ফেলব। তোমার বাসাটি ভাঙব। হুঁ! বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে রেফিউজী হয়ে ঐ ফর্সা আকাশে তখন লাট খেয়ে বেড়াতে হবে। (নেপথ্যে কাকটা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করল। ব্যোমকেশের ধৈর্য লুপ্ত হ'ল) খুন করে ফেলব শালা! মার্ শালাকে...মার্....মার্...

[ক্ষিপ্ত ব্যোমকেশ ছেঁড়া কাগজের পিণ্ড পাকিয়ে সজোরে জানালার বাইরে ছুঁড়তে লাগল। কাকের ডাক চতুর্গুণ বাড়ল। ব্যোমকেশ দুহাতে কান চেপে বসে পড়ল।]

ব্যোমকেশ॥ থাম্ থাম্ ওরে বাবা...(দু'হাত জোড় করে) থাক্ যদ্দিন খুশি....থাক্ বাবা...গাছ কাটবো না...ছেলেপুলে নাতিপুতি গুষ্টি নিয়ে সংসার কর্ বাবা...কিচ্ছু বলব না...শুধু আমায় একটু লিখতে দে...দে না মাইরি...এই, এই নাটকটা আজ আমায় শেষ করতেই হবে! হ্যাঁরে, ডিরেকটার ছোকরা তাগাদার পর তাগাদা মারছে...আমি মাসের পর মাস ঘোরাচ্ছি! ...আলটিমেটাম দিয়ে গেছে আজ স্ক্রিপট না পেলে, দলের ছেলেদের দিয়ে আমার কুশপুত্তলি দাহ করবে! (কাক ডাকল) বিশ্বাস হচ্ছে না? তা হবে কি করে! তুমি তো শালা জানো না, বাংলা থিয়েটারে নাটকের কী ক্যানট্যাংকারাস্ অবস্থা!...মৌলিক নাটক...অরিজিন্যাল প্লে...বছরে দেড়খানাও পয়দা হয় না! ...পুরো ফ্যামিলি প্ল্যানিং! আর তুমি শালা বায়সপুঙ্গব...আমায় লিখতে দিচ্ছ না...একটা সৎ প্রচেষ্টায় বাগড়া মারছ! হাজার হাজার থিয়েটার গোষ্ঠীর অভিশাপ খাবি রে শালা...

[টেলিফোন বেজে উঠল।]

ব্যোমকেশ॥ (ফোনে) কে? ..বলছি। হ্যাঁ ভাই দেবো...এই দিচ্ছি...আজই দিচ্ছি! না-না...এক্ষুনি এসো না...এখনো ডেলিভারি দেবার মতো হয়নি! কেন? নাও শোনো...(*রিসিভারটা শূন্যে ধরল, বাইরে কাকটাও ডেকে উঠল।*) বুঝতে পারছ, কেন? হ্যাঁ ভাই কাক! লেম্‌ একস্‌কিউজ? কী বলছ! এই রকম হারামজাদা কাক যদি ডজন দুচ্চার এককাট্টা হয়, গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসও থামিয়ে দিতে পারে! ...আরো ঘন্টা কয়েক লাগবে! ...এখন যতো তাড়াতাড়ি তুমি ছাড়বে!...রোখো...রোখো...হো-হো...হা-হা...হি-হি কোন্‌টা পছন্দ? আরে হাসি হাসি। হো-হো...হা-হা...হি-হি...কোন্‌ হাসিটা পেলে তোমাদের অভিনয় করতে সুবিধে হবে! হ্যা-হ্যা-হ্যা! ও-কে ...ও-কে ছাড়ো...(*ফোন নামাতে গিয়ে, আবার কানে তুলে*) কটা হ্যা? হ্যা-হ্যায় কটা হ্যা চাই...হ্যা-হ্যা না হ্যা-হ্যা-হ্যা- নাকি হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা.....

[*ব্যোমকেশের দৃষ্টিপথ আটকে জানালায় একটা ঘন কালো ছায়া এসে দাঁড়াল। ছায়া নয়, মূর্তিমান কাক। কানে চাপা রিসিভারটা মুঠির মধ্যে শিথিল হ'ল। স্থির চোখে নিঃশব্দে ব্যোমকেশ ও কাক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কাকটাই নীরবতা ভাঙল। শুকনো ফ্যাসফেসে গলায় ডেকে উঠল...কা-কা—*]

ব্যোমকেশ॥ কী...হচ্ছে কী?

কাক॥ ভুখা! ভুখা!

ব্যোমকেশ॥ ভুখা!

কাক॥ ভুখা লেগেছে গা...ভুখা! ভুখা!

ব্যোমকেশ॥ কী করে মনে হ'ল, তোমার জন্যে ধর্মশালা খুলে বসে আছি...

কাক॥ ভুখা! ভুখা!

ব্যোমকেশ॥ যা ওদিকে যা....ঐ মাংসের দোকানের দিকে দ্যাখ। তিনটে বাজলেই পিয়ার আলি পাঁঠা কাটবে....

কাক॥ কাটবে না গা...কাটবে না...পাঁঠা আজ কাটবে না....

ব্যোমকেশ॥ কাটবে...কাটবে..রোববার..প্রচুর নাড়িভুঁড়ি খেতে পাবি...

কাক॥ না গা...না গা...দোকান খুলবে না! ডাকাত পড়েছে গা...ডাকাত!

ব্যোমকেশ॥ ডাকাত! কোথায় ...কখন....

কাক॥ গয়নার দোকানে। মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছ। এত্তো গয়না নিয়ে ডাকাত ভাগলবা ...ভাগলবা...

ব্যোমকেশ॥ যাব্বাবা, কখন কী হচ্ছে...কিচ্ছুই তো জানতে পারিনি...

কাক॥ কী করে জানবে? আছো তেতলায় বসে। নিচে নেমে দ্যাখো। গাদা গাদা লোক ছুটোছুটি করছে। সব দোকান বন্দ। ডাকাতটা পাড়ার মধ্যে সিঁধিয়েছে গা...সিঁধিয়েছে গা...

ব্যোমকেশ॥ যা, তুইও যা, দেখগে কোথায় সিঁধোলো ডাকাত...যা...

কাক॥ ভুখা...ভুখা...

ব্যোমকেশ॥ মহা মুশকিলে পড়লুম গা! ওরে আমার এখানে গলা ফাটালে কী হবে! যা নিচে যা! তোর বৌদি আছে। বৌদির কাছে যা....

কাক॥ বৌদির ঘরের দরজা জানালা বন্দ গা...

ব্যোমকেশ॥ ওরে জানালার পাশে গিয়ে জোরসে হাঁক পাড়...

কাক॥ দূর! কতোক্ষণ ডাকলাম...বৌদি সাড়াই দিচ্ছে না...

ব্যোমকেশ॥ তাহলে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। আছে বেশ। আমি এদিকে লেখা নিয়ে নাজেহাল...

কাক॥ তুমি চলো না...বৌদিকে ডেকে দেবে...

ব্যোমকেশ॥ মাইরি! লেখা ফেলে আমি এখন ওনার লাঞ্চের যোগাড় করব! যম এলেও এখান থেকে নড়াতে পারবে না...

কাক॥ (*খিঁচিয়ে*) কী ছাইপাঁশ লিখছ গা..

ব্যোমকেশ॥ ছাঁইপাশ! ব্যাটা বলে কী! আরে এই, আমি কে তুই জানিস?

কাক॥ কে আবার! কাজ নেই কম্মো নেই...সারাদিন বসে বসে লেখো আর ছেঁড়ো...

ব্যোমকেশ॥ ওরে ওই লিখতে লিখতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে...ঐ যে...ঐ দ্যাখ...রাষ্ট্রপতির পুরস্কারটি পেয়েছি...

কাক॥ সত্যি! ওটা রাষ্ট্রপতি-পুরস্কার!

ব্যোমকেশ॥ ব্যোমকেশ ভৌমিক...ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার!

কাক॥ রাষ্ট্রপতি তোমায় পুরস্কার না দিয়ে আমায় যদি একখানা রুটি দিত গা!

ব্যোমকেশ॥ চুপ! রাষ্ট্রপতির কাজের ভুল ধরতে নেই!

কাক॥ (*ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে*) তা কই দেখি, কী লিখেছ! পড়ো তো শুনি, রাষ্ট্রপতি কী দেখে তোমায় পুরস্কার দিলো...পড়ো...

ব্যোমকেশ॥ তুই নাটক শুনবি!

কাক॥ তা তুমি কষ্ট করে লিখতে পারলে, আমি একটু দয়া করে শুনতে পারব না! শুরু করো...শুরু করো...খেতে যখন দিলে না...শালা নাটকই শুনি...

[*কাক গম্ভীর মুখে গালে হাত দিয়ে বসে।*]

ব্যোমকেশ॥ ব্যাটা বসেছে দ্যাখো! ন্যায়রত্ন তর্কবাগীশ! ভাগ্‌....

কাক॥ (*ধমকের গলায়*) কা-কা!

ব্যোমকেশ॥ একটু শুনেই কাটবি! (*পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে*) দূর শালা, কার কাছে পড়ছি!

কাক॥ (*গম্ভীর গলায়*) কা-কা—

ব্যোমকেশ॥ কিছুই বুঝবি না...কেন মিছিমিছি আমায় খাটাচ্ছিস!

কাক॥ (*লম্বা টানে*) কা-আ-আ—

ব্যোমকেশ॥ আচ্ছা দাঁড়া...কাকে বলে নাটক, আগে তোকে তাই বোঝাই...! শোন্, নাটকে একটা গল্প থাকে...কতগুলো চরিত্র থাকে...তাদের মুখে কথা থাকে...হাতে পায়ে অ্যাকশান থাকে। কোনো কোনো নাট্যকার কল্পনায় এ সব বানিয়ে বানিয়ে লেখে...কিন্তু আমি ব্যোমকেশ ভৌমিক বাস্তব জীবন থেকে তুলে এনে বসাই! যাকে বলে বাস্তববাদী...জীবনবাদী লেখা...

কাক॥ আরেকটু কঠিন করে বলো না...বড্ড জলভাত হয়ে যাচ্ছে...

ব্যোমকেশ॥ কাক না আঁতেল! (*জানালায় গিয়ে*) ঐ যে...ঐ যে ভদ্রলোক যাচ্ছেন...দ্যাখ দ্যাখ...ছোট্টখাট্টো মানুষটি...কাঁধে ঝোলা...মাথায় টাক...উঠে দ্যাখ না...

কাক॥ উঠতে হবে না। বন্ননা যা দিলে, দ্বিজুবাবু ছাড়া কেউ না! ...হলদে বাড়িতে থাকে...সকালে মুরগির ডিম খায়...

ব্যোমকেশ॥ চিনিস তুই!

কাক॥ কেন চিনব না! ডেইলি ওর আস্তাকুঁড়ে ডিমের খোলা পাই...

ব্যোমকেশ॥ ঐ দ্বিজুবাবুই আমার এই নতুন নাটকের হিরো...

কাক॥ সে কি গা! তোমার হিরো অতো বেঁটে!

ব্যোমকেশ॥ ওরে বাইরে বেঁটে, ভেতরে যে লোকটা এতোখানি লম্বারে...এমনি চওড়া ওর বুক....

কাক॥ মেপে দেখেছ!

ব্যোমকেশ॥ দেখেছি...দেখেছি বলেই বলছি অমন মানুষ একটিও দেখিনি। অমন পরোপকারী নিঃস্বার্থ মানুষ...কটা আছে...কটা আছে এ পাড়ায়? বল্, কটা লোক ওর মতো হাজার হাজার ইঁদুর মেরেছে!

কাক॥ ইঁদুর অবিশ্যি ও অনেক মেরেছে!

ব্যোমকেশ॥ শুধু ইঁদুর! আরশোলা ছারপোকা টিকটিকি...কী না? বাড়ি বাড়ি ঢুকে খাটের নিচেয় হামাগুড়ি দিয়ে...ভাঁড়ার ঘরে কালিঝুলি মেখে...লোকটা পোকামাকড় সাফা করে দেয়! বিনে পয়সায়..নিজে থেকে ...ডাকতে হয় না...খবর পেলেই ছুটে আসে! কাক, মহামানবকে হিরো বানিয়ে সবাই লেখে, কে খবর রাখে এদের...এইসব ছোটোখাটো মানুষের ছোটো ছোটো মহত্বের! এরা ভীড়ের মধ্যে মিশে থাকে। ধরা দেয় না, তাই এদের চেনা যায় না। এইতো আমার বুক-র‍্যাকে উঁই ধরল, কিছুতে ছাড়ায় না...কতো পয়সা ব্যয় করি, শালা এখানে ডুব মেরে ওখানে ভেসে ওঠে...শেষে দ্বিজুবাবু এলেন...সারাদিন উটকে পাটকে উঁই-এর বাসা বার করলেন...একটি একটি করে টিপে টিপে উঁই মারলেন...

[শুনতে শুনতে কাক হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।]

ব্যোমকেশ॥ কী হ'ল?

কাক॥ (কাঁদতে কাঁদতে) আমার কী হবে গা...আমার কী হবে গা...

ব্যোমকেশ॥ আরে কী হয়েছে বলবি তো...

কাক॥ ক্ষেতি করেছি গা...অতো বড় মানুষটার কেন এমন সর্বনাশ করলুম গা...

ব্যোমকেশ॥ দ্বিজুবাবুর! কী করেছিস তুই?

কাক॥ মানিব্যাগটা ঝেড়ে দিয়েছি গা...

ব্যোমকেশ॥ মানিব্যাগ!

কাক॥ পরশুদিন ওর পাঁচিলে ঠেক নিয়েছিলাম। দেখি ঘরের জানালা খোলা...টেবিলে মানিব্যাগটা পড়ে রয়েছে! (*ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে ওঠে*) আমার মাথায় কী শয়তান চাপল গা...সাঁ করে ঢুকে পড়ে ছোঁ মেরে ব্যাগটা তুলে...

ব্যোমকেশ॥ ছি ছি ছি ...তুই...তুই দ্বিজুবাবুর মানিব্যাগ মারলি...

কাক॥ চিনতে পারিনি গা...মানুষটাকে চিনতে পারিনি গা...

ব্যোমকেশ॥ তোকে গুলি করে মারা উচিত!

কাক॥ আমার কী হবে গা...কী হবে গা...কা-কা...

[*কাক ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেরিয়ে গেল।*]

ব্যোমকেশ॥ সাতটা খচ্চর মরে একটা কাক হয়! উফ্ এই রকম একটা হারামি কিনা আমার শেলটারে বাসা বেঁধেছে! দ্বিজুবাবুর কাছে আমি মুখ দেখাবো কী করে...(*চীৎকার করে*) গাছ কাটতে হবে...ও গাছ আমাকে কাটতেই হবে...

[*কাক ঢোকে।*]

কাক॥ না গা...না গা...গাছ কাটলে আমার বাচ্চাগুলো মরবে গা..ওদের মেরো না গা...ওদের কী দোষ...ধরো, ব্যাগ ধরো...দ্বিজুবাবুকে ফেরত দিয়ে দিয়ো...

[*ব্যোমকেশকে মানিব্যাগ দেয়।*]

ব্যোমকেশ॥ এ কী! এ কার ব্যাগ!

কাক॥ ঐ তো...তুলে এনে বাসায় রেখেছিলাম...(*মাথা চাপড়ায়*) আর কোনোদিন হলদেবাড়ির ধারে কাছে যাবো না গা...যাবো না গা...

ব্যোমকেশ॥ এতো আমার ব্যাগ!

কাক॥ তোমার!

ব্যোমকেশ॥ (*ব্যাগ খুলে ঝাড়তে ঝাড়তে*) কই, টাকা কই?

কাক॥ টাকা!

ব্যোমকেশ॥ তিনশো...তিনখানা একশোর পাত্তি...সত্যি বল্ কোত্থেকে তুলেছিস!

কাক॥ দ্বিজুবাবুর ঘর থেকে! মা শেতলার দিব্যি!

ব্যোমকেশ॥ মার খেয়ে মরে যাবি কাক। দ্বিজুবাবুর ঘরে আমার ব্যাগ যাবে কেমন করে?

কাক॥ তাইতো! ব্যাগের তো কাকের মতো ডানা নেই যে উড়ে যাবে!

ব্যোমকেশ॥ কাক!

কাক॥ কী ভাবছ বলতো, আমি তোমার টাকা মারতে ব্যাগ সরিয়েছি! আমার কিছু বলার নেই, বুঝলে! হ্যাঁ, রুটিমুটি চুরিটুরি করি...পেটের জ্বালায় করতে হয়...কিন্তু পাত্তি নিয়ে আমার কী গুষ্টির পিণ্ডি হবে! আমার কাছে টাকা মাটি, মাটি-টাকা...মাটি কলম...

[*কাক একটা কলম বার করে।*]

ব্যোমকেশ॥ কলম!

কাক॥ কাল তুলে এনেছি....

ব্যোমকেশ॥ (*খপ করে কলমটা নিয়ে*) আরে!

কাক॥ বলো ওটাও তোমার!

ব্যোমকেশ॥ আমার...গোল্ডক্যাপ পার্কার...

কাক॥ কী আশ্চয্যি! যেটাই দেখাচ্ছি সেটাই তোমর! এটাও তোমার?

[*কাক একটা হাতঘড়ি ছুঁড়ে দেয়।*]

ব্যোমকেশ॥ ঐ তো... ঐ তো সেই রিস্টওয়াচ! ...এসব দ্বিজুবাবুর ঘরে ছিল!

কাক॥ ছিল মানে কি, দ্বিজুবাবুর ঘরে তো কতোই থাকে...

ব্যোমকেশ॥ কতোই থাকে..

কাক॥ কতো! গাদা গাদা কলম মানিব্যাগ রিস্টওয়াচ ...এটা ওটা সেটা ...টেবিলে

ডাঁই করা থাকে। রোজ দ্বিজুবাবু ঐ ঝুলিটা ভরতি করে নিয়ে আসে। পরের দিন দ্বিজুর বৌ বেচে দেয়...দ্বিজু আবার এনে দেয়...আবার বেচে দেয়। ঐ তো আজও ঝুলি নিয়ে বেরুল...কতোকি নিয়ে আসবে..কানের দুল...নাকের ফুল...গলার হার....

ব্যোমকেশ॥ লোকটা চোর!

কাক॥ না না উঁই মেরে দেয়...

ব্যোমকেশ॥ চুপ! শালা উঁই মারতে বাড়ি ঢুকে, হাঁড়ি মেরে বেরিয়ে যায়!

কাক॥ না না, মহৎ লোক!

ব্যোমকেশ॥ শালা এই রকম একটা পাকা জোচ্চোরকে আমি মহান বানিয়েছি! হিরো বানিয়েছি!

[ব্যোমকেশ লেখা পাতা ছিঁড়ছে।]

কাক॥ ছিঁড়ো না...ওকি, না না..কতো গা ঘামিয়ে লিখেছ....রেখে দাও, রাষ্ট্রপতি আবার পুরস্কার দেবে...

ব্যোমকেশ॥ কিচ্ছু হয়নি! অল ফল্‌স! ব্যাটা বাইরে বেঁটে ভেতরে বামন!

কাক॥ কেন মরতে মানিব্যাগটা দেখালাম গা!

ব্যোমকেশ॥ তুই না দেখালে একটা মিথ্যে...ডাঁহা মিথ্যে...ফাঁকতালে চিরকালের মতো সত্যি হয়ে বাজারে চলত রে...

কাক॥ সেও তো তবু চলত গা...এ যে তোমাদের থ্যাটার অচল হয়ে যাবে গা..থ্যাটারের লোকে আমায় অভিশাপ দেবে গা...পরজন্মেও কাক হয়ে আমি যে নোংরা ঘেঁটে মরব গা! ...আমার কী হবে গা...কী হবে গা...

[কাক ছটফট করতে করতে বেরিয়ে যায়। ব্যোমকেশ তখনো লেখা কাগজ ছিঁড়ছে। ছেঁড়া পাতার দিকে তাকিয়ে দুঃখে হাসছে। বাইরের দরজায় ডাক্তার দাশ এসে দাঁড়ায়।]

দাশ॥ মে আই ডিস্টারব ইউ?

ব্যোমকেশ॥ কে? আরে ডাক্তার দাশ!

দাশ॥ একটু বিরক্ত করতে পারি স্যার?

ব্যোমকেশ॥ আসুন, আসুন...

দাশ॥ বার কয়েক ঘুরে গেছি...তা এইবারে আপনার চাকর এনট্রি দিলো...দাদাবাবুর লেখা এতোক্ষণে নিশ্চয় খতম হয়ে গেছে!

ব্যোমকেশ॥ খতম...পুরা খতম....ওই যে....

[মেঝেতে ছড়ানো ছেঁড়া কাগজ দেখায়।]

দাশ॥ ও মশাই, রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র লিখেছিলেন, আপনি যে লিখে লিখে পত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছেন! হ্যা-হ্যা-হ্যা...করেছেন কি ও ব্যোমকেশবাবু, চতুর্ধারে যে মা সরস্বতী গড়াগড়ি খাচ্ছেন...কোথায় পা ফেলি...

ব্যোমকেশ॥ ফেলুন...ওপরেই ফেলুন...

দাশ॥ না না...

ব্যোমকেশ॥ বলছি ফেলুন...জোরসে ফেলুন...ভূষিমাল!

[ব্যোমকেশ কাগজের ওপর নিঃসঙ্কোচে পায়চারি করছে।]

দাশ॥ কারো ওপর ক্ষেপে গেছেন মনে হচ্ছে!

ব্যোমকেশ॥ কারও ওপর না—নিজের ওপর..নিজের এই চোখদুটোর ওপর...বসুন... যতোক্ষণ খুশি বসতে পারেন ডাক্তার দাশ, এই মুহূর্তে হাতে আমার কোনো লেখা নেই। কলম বন্ধ! নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধান না মেলা পর্যন্ত...

দাশ॥ লক আউট! বাঁচা গেছে! (সামলে) মানে হাত যখন ফাঁকা....সন্ধেবেলা আজ আমার গৃহে একটু পদধূলি দিন না ব্যোমকেশবাবু...বড় ইচ্ছে আপনাকে দিয়েই স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্বোধন করাই....

ব্যোমকেশ॥ স্মৃতিস্তম্ভ!

দাশ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...শ্বেতপাথরেরই করলুম। খরচ হল, তা প্রায় সাড়ে দশ হাজার! হ্যা হ্যা হ্যা দাঁড়িয়ে দেখবার মত হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভটি...

ব্যোমকেশ॥ কিন্তু কার স্মৃতিস্তম্ভ!

দাশ॥ আপনি জানেন না?

ব্যোমকেশ॥ না তো!

দাশ॥ শোনেন নি!

ব্যোমকেশ॥ না!

দাশ॥ আমাদের ছেদিলালের...

ব্যোমকেশ॥ ছেদিলাল..

দাশ॥ রাজমিস্ত্রি! ঐ যে অ্যাকসিডেনটে মারা গেল..আমার বাড়ির কার্নিশ থেকে পড়ে গিয়ে...

ব্যোমকেশ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ...মই উল্টে...

দাশ॥ নিয়তি মশাই নিয়তি! নইলে চোদ্দতলা বাড়ির মাথায় যে ছেদিলাল অবলীলায় লাফিয়ে বেড়াতো...সে কি না মাত্তর দু'তলার ওপর থেকে মই ফসকে...বিশ্বাস করা যায়! আপনি বিশ্বাস করেন?

ব্যোমকেশ॥ ছেদিলালের স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছেন আপনি!

দাশ॥ গড়ব না? (চোখ মুছে) তার হাতের এক একটি ইঁট যে আমার বাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছে ব্যোমকেশবাবু...জীবন দিয়ে যে আমার আশ্রয় গড়ে দিয়ে গেল...

ব্যোমকেশ॥ সত্যি ডাক্তার দাশ, গরিব মিস্ত্রিকে আপনি যে সম্মান দেখাচ্ছেন...

দাশ॥ কিছু না...কিছু না মশাই..ছেদি যে দরের রাজমিস্ত্রি ছিল... শিল্পী ছিল..সে তুলনায় কিছুই পেল না! এই হচ্ছে আমাদের সমাজব্যবস্থা!

ব্যোমকেশ॥ আপনি মহান ব্যক্তি ডাক্তার দাশ...

দাশ॥ হো হো হো একী বলছেন, না না মশাই...

ব্যোমকেশ॥ লজ্জার কিছু নেই ডাক্তার দাশ...লজ্জা পাক তারা, যারা ছেদিলালদের ভুলে যায়। ছেদিলালেরা ঘাম ঝরিয়ে ইঁট বয়ে আমাদের ইমারত গড়ে দিয়ে যায়...আমরা টপ-ফ্লোরে বসে ভুলে যাই, কার ঘাড়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ প্রাসাদ!

দাশ॥ বিপ্লব চাই... খেটে খাওয়া মানুষকে মর্যাদা দিতে চাই আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব! এই ঘুণধরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঙ্কালের ওপর বসে তারই সাধনা করতে হবে

ব্যোমকেশবাবু! কায়েমী স্বার্থ নিপাত যাক্!

ব্যোমকেশ॥ লিখতে হবে...আমাকে লিখতে হবে। স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ছেদিলালকে অমর করে রাখছেন আপনি, নাটক লিখে আপনাকে আর ছেদিলালকে অমর করে রাখব আমি!

দাশ॥ সাবজেক্ট ম্যাটার পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে!

ব্যোমকেশ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নতুন নাটকের বিষয়বস্তু ঐ স্মৃতিস্তম্ভ ...আপনিই তার হিরো!

দাশ॥ বলেন কী, মশাই, আমি...আমি আপনার নাটকে আসছি!

ব্যোমকেশ॥ প্লীজ উঠে পড়ুন, আমায় লিখতে দিন!

[*ব্যোমকেশ উত্তেজিত। কাগজ কলম গুছিয়ে বসে পড়ে।*]

দাশ॥ হিরো!...আঁ্যা, হুবহু আমি!...আমি নাটকে কথা বলব!

[*ব্যোমকেশ লিখতে বসে।*]

..শিহরিত হচ্ছি মশাই...হি হি হি রোমাঞ্চিত হচ্ছি! আমি মডেল...সাহিত্যের মডেল! ...আমি জীবনে ...আমি নাটকে....ভাবা যায় না..এই আমি, সেই আমি...ব্যোমকেশবাবু...(*ব্যোমকেশ নীরবে লিখছে*) আরে, লোকটা যে কথা বলতে বলতে বাহ্যজ্ঞানরহিত! ...ব্যোমকেশবাবু। ডুবে গেছে ...আমারই মধ্যে তলিয়ে গেছে...হারিয়ে গেছে....(*হেসে*) জীবনে বাড়ি পেয়েছি..গাড়ি পেয়েছি...লিটারেচারেও ঠাঁই পেলুম...(*ব্যোমকেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে*) চালিয়ে যান...এ জিনিস আমি পাবলিশ করব...সাড়ে দশ হাজারে স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছি...দশ বিশ যা লাগে আমি পাবলিশ করব....লিখুন...লিখে যান...(*বাইরে কাক ডাকে*) চুপ্! চেঁচাবি না! ডোন্ট ডিসটারব! ক্রিয়েশান হচ্ছে! (*কাক ডাকে*) দাঁড়া শালা, হুলো বেড়াল দিয়ে খাওয়াবো তোকে...

[*পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার দাশ। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে লিখছে ব্যোমকেশ। সহসা কাক ঝড়ের বেগে ঢুকল।*]

কাক॥ ডাকাত! ডাকাত!

ব্যোমকেশ॥ (*প্রচণ্ড বিরক্তিতে*) আঃ!

কাক॥ (*থতমত খেয়ে*) শিগগির চলো না...বৌদির ঘরে ডাকাত ঢুকেছে গা..

ব্যোমকেশ॥ আঁ্যা! ডাকাত!

কাক॥ (*চাপা গলায়*) নির্ঘাত সেই গয়নার ডাকাত! লোকজনের তাড়া খেয়ে আর জায়গা না পেয়ে বৌদির ঘরে ঘুষেছে...আমি ডাকাতের গলা পেলাম গা...

ব্যোমকেশ॥ কী...কী বলছে...

কাক॥ বলছে...(*মোটা গলায়*) তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব না গা...বাঁচব না গা...

ব্যোমকেশ॥ বাঁচব না গা...তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব না গা...ডাকাত বলছে...!

কাক॥ আর বৌদি বলছে, (*মেয়েলি গলায়*) আঃ কী করছ...ছাড়ো...ছেড়ে দাও...অসভ্য! (*নিজের গলায়*) এতোক্ষণ ডাকাতটা ঠিক বৌদির গলা টিপে ধরেছে গা...

[*ব্যোমকেশ হো হো করে হেসে ওঠে।*]

ব্যোমকেশ॥ গাধা...তুই একটা গাধা।

কাক॥ আমি কাক...

ব্যোমকেশ॥ ওরে কাক তুই যা শুনেছিস, সেটা একটা নাটকরে গাধা..

কাক॥ ঘরের মধ্যে নাটক!

ব্যোমকেশ॥ রেডিয়োর নাটক! রোববার আড়াইটের প্রোগ্রাম! আজ আমারই লেখা নাটক হচ্ছে...তোর বৌদি শুনছে...

কাক॥ বলছ ডাকাত না?

ব্যোমকেশ॥ দূর পাঁঠা, ডাকাত কখনো বলে তোমায় ছেড়ে বাঁচব না...? ও ডায়ালগ প্রেমের ডায়ালগ, বুঝলি তো? আমারই হাতের...(থেমে) আমাকে তো কাছে পায় না...তাই আমার লেখা নিয়ে ভুলে আছে তোর বৌদি...বড় একা...থাক্, চোঁচাসনে...

কাক॥ তাহলে বৌদি এখন দরজা খুলবে না!

ব্যোমকেশ॥ নাটক শেষ না হলে খুলবে না...

কাক॥ আমিও খেতে পাবো না!

ব্যোমকেশ॥ এখনো খাসনি!

কাক॥ দিচ্ছে কে! ...বাচ্চাগুলোও না খেয়ে রয়েছে! ওঃ পোড়া পেটের জ্বালায় সারাদিন যে কী ভাবে কাটে! ভোর হতে না হতে শুরু হয় মাথা কোটাকুটি...একদলা ভাত...তোমাদের পাতের উচ্ছিষ্ট...

ব্যোমকেশ॥ দ্যাখ না, আর কারো বাড়ি...

কাক॥ কার বাড়ি যাবো! সকলেরই আমি টুকটাক ক্ষেতি করে রেখেছি! যে দ্যাখে সেই দূর দূর করে! এক ভালোবাসতো ছেদিলালের বৌ...তা সেও কি রকম হয়ে গেছে, বরটা খুন হবার পর...

ব্যোমকেশ॥ (চমকে) খুন! কে খুন!

কাক॥ কেন, ছেদিলাল মিস্ত্রি!

ব্যোমকেশ॥ অ্যাকসিডেন্ট!

কাক॥ খুন!

ব্যোমকেশ॥ (জোরে) অ্যাকসিডেন্ট!

কাক॥ খুন!

ব্যোমকেশ॥ অ্যাকসিডেন্ট! ডাক্তারবাবুর দোতলা থেকে মই উল্টে পড়ে...

কাক॥ উল্টে না! ডাক্তার মই ঠেলে ফেলে দিয়েছে!

ব্যোমকেশ॥ ঠেলে ফেলে দিয়েছে!

কাক॥ স্বচক্ষে দেখেছি! আমি তখন পাশের বাড়ির অ্যানটেনায় বসে। সব দেখলাম...

ব্যোমকেশ॥ কী দেখলি!

কাক॥ দেখলাম মিস্ত্রি আর ডাক্তারে খুব বচসা হচ্ছে! মিস্ত্রি বলছে, আপনার কালো টাকা নুকোবার চেম্বার গড়ে দিলাম...দশহাজার টাকা দেবার কথা...দিচ্ছেন মাত্তর পাঁচশো...? ডাক্তার বলছে, ওর বেশি দিতে পারব না!...মিস্ত্রি বলছে, তাহলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে! ডাক্তার হেসে উঠল—দেবরে দেব, যা বলেছি দেব...নে এখন কার্নিশটা গেঁথে দে। ছেদিলাল খুশি হয়ে তরতর করে মই বেয়ে উঠেছে, ডাক্তারও টুক করে মইটা ঠেলে দিল..আর ছেদিলাল হুড়মুড় করে....(থেমে) লোভ! লোভ! খচ্চর ডাক্তার

কালো টাকার চেম্বার গড়ে নিয়ে খুন করলো মিস্ত্রিকে...

ব্যোমকেশ॥ খুন করব তোকে...

কাক॥ কেন গা!

ব্যোমকেশ॥ লিখতে দিবি না...তুই কি আমাকে লিখতে দিবি না ঠিক করেছিস...

কাক॥ বারে তুমি যা লিখছ, লেখো না...

ব্যোমকেশ॥ কী লিখব! যেটা ধরতে যাচ্ছি সেটা ভেঙে দিচ্ছিস! জগতের যতো মন্দ যতো নোংরা যতো কুৎসিত কি তোরই চোখে পড়ে, তোরই চোখে পড়ে...

[*ব্যোমকেশ পেপারওয়েট নিয়ে কাকের দিকে তেড়ে যায়।*]

কাক॥ (*নিজের মাথা বাঁচিয়ে*) যা সত্যি তাই পড়ে...যা পড়ে তাই সত্যি...

ব্যোমকেশ॥ কী সত্যি! শয়তান, তোর একটা কথাও সত্যি না! সব মিথ্যে! তুই ডাহা নিন্দুক। লোকের ভালো সহ্য হয় না...বেরো...বেরো তুই...

[*ব্যোমকেশ হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে কাকটাকে আক্রমণ করে।*]

কাক॥ (*ছুটোছুটি করে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে*) মেরো না গা....মেরো না গা...আমার কী হবে গা...

ব্যোমকেশ॥ এইজন্যে তোদেরও ভালো হয় না...খেতে পাস না...তবু তোদের শিক্ষা হয় না...

কাক॥ কেন মরতে আমার চোখেই সব পড়ে গা...এ চোখ নিয়ে আমি কী করব গা...

[*কাক ঝটপট করতে করতে বেরিয়ে যায়। দরজার ওধারে বাজখাঁই গলার হাঁক শোনা যায়, 'জয় নন্দিকেশ্বর...জয় জটিলেশ্বর'।...দরজায় এসে দাঁড়ায় এক দশাসই সাধু, সঙ্গে এক চেলা।*]

সাধু॥ জয় বিষাণধারী ত্রিশূলপাণি গিরিজাপতি শিবশঙ্কর...

চেলা॥ শঙ্করর্র্...

সাধু॥ (*থেমে, কটমট চোখে তাকিয়ে*) তুই তো ব্যোমকেশ...?

ব্যোমকেশ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু॥ ড্রামার বই লিখিস?

ব্যোমকেশ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু॥ (*ব্যোমকেশের আংটি দেখিয়ে*) গোমেদ ধারণ করেছিস!

ব্যোমকেশ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, গোমেদ!

সাধু॥ নীচস্থ রাহু?

ব্যোমকেশ॥ (*বিষণ্ন গলায়*) আজ্ঞে হ্যাঁ-আ...

সাধু॥ হারাধন কবে মারা গেল!

ব্যোমকেশ॥ আজ্ঞে?

সাধু॥ কবে মারা গেল হারাধন? ...সিক্সটি ফাইভে?

ব্যোমকেশ॥ আপনি কি বাবাকে চিনতেন?

চেলা॥ শিবশঙ্করর্র্...

সাধু॥ নীলমণির তো একটি মেয়ে দুটি কুকুর...একটি নেড়ি একটি অ্যালসেসিয়ান!

ব্যোমকেশ॥ আমার শ্বশুরমশায়কেও চেনেন!

সাধু॥ শিবশঙ্কর...

চেলা॥ শিবশঙ্করর্র্র্...

সাধু॥ লাঞ্চে হেলেঞ্চা খেয়েছিস?

ব্যোমকেশ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু॥ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড নিয়েছিস?

ব্যোমকেশ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

চেলা॥ আমাশা আছে?

ব্যোমকেশ॥ হুঁ...

সাধু॥ আজ থেকে সাতবছর তেরোদিন পাঁচঘণ্টা গতে, তুই ওয়ার্লড ড্রামাটিস্‌ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হবি....

ব্যোমকেশ॥ (*বিস্ময়ে উত্তেজনায় সাধুর পা জড়িয়ে ধরে*) কে আপনি বাবা, আমার ভূত ভবিষ্যৎ সবই অবগত?

সাধু॥ জয় নন্দিকেশ্বর, জয় জটিলেশ্বর...মামাবাড়ি কেষ্টনগর?

ব্যোমকেশ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু॥ চার মামা?

ব্যোমকেশ॥ আজ্ঞে না...তিন মামা!

সাধু॥ চার...

ব্যোমকেশ॥ তিন...

সাধু॥ (*প্রচণ্ড গর্জনে*) চার!

ব্যোমকেশ॥ (ঘাবড়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ চার...

চেলা॥ শিবশঙ্করর্র্র্...

ব্যোমকেশ॥ মানে ছিল চার...আছে তিন। বিশ বছর আগে মেজোমামা বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বোধহয় বেঁচে নেই!

সাধু॥ কে বললে!

ব্যোমকেশ॥ অনেক খোঁজা হয়েছে!

সাধু॥ হিমালয় খুঁজেছিস!

ব্যোমকেশ॥ সম্ভব না।

সাধু॥ গৃহত্যাগ করে মেজোমামা গেল হিমালয়ে...দুর্গম গিরিকোটরে বসলো দুরূহ তপস্যায়!...বিশ বছরের সাধনায় সিদ্ধি ক্যাপচার করে...জয় জটিলেশ্বর...মেজোমামা এখন (নিজেকে দেখিয়ে) মহারাজ পর্বতানন্দ সিদ্ধিবাবা...

চেলা॥ শিবশঙ্করর্র্র্...

ব্যোমকেশ॥ মামা...আপনি ...তুমি মেজোমামা!

সাধু॥ বাবা বল্! গৃহাশ্রমে মেজোমামা....সন্ন্যাসাশ্রমে সিদ্ধিবাবা...

ব্যোমকেশ॥ ওঃ! কদ্দিন বাদে তুমি ফিরলে সিদ্ধিমামা...সিদ্ধিবাবা...

সাধু॥ ফিরতুম না। গিরিকোটর ছেড়ে কোনোদিন প্লেনল্যাণ্ডে দর্শন দিতুম নারে....নেহাত ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার অ্যাটাকে...

ব্যোমকেশ॥ ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া!

সাধু॥ ওধারে এবার বেজায় শীত...হু হু হিমপ্রবাহ...তুষারঝঞ্ঝা...হু হু হু হু ...বাইশজন সাধক নিউমোনিয়ায় স্বর্গগত!

ব্যোমকেশ॥ বলো কি? সাধুদের নিউমোনিয়া! হিমালয়ে তপস্যা...সে তো আবহমানকাল চলে আসছে মেজোমামা...মেজোবাবা..কোনোদিন শুনিনিতো তপস্বীদের ব্রঙ্কিয়াল ট্রাবল্‌স....

সাধু॥ হয়। মেন্টাল ডিজিজও হয়...

ব্যোমকেশ॥ অ্যাঁ? মানসিক রোগ...মানে পাগলামি...

সাধু॥ পাগল...উন্মাদ ...ঘোর উন্মাদ...বদ্ধ উন্মাদ...ক্ষ্যাপা...টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি!

চেলা॥ শিবশঙ্কর্‌র্‌র্‌...

ব্যোমকেশ॥ কী করে বোঝা যায়...মামা....বাবা...সাধুদের কোন্‌টা ক্ষ্যাপামি...কোন্‌টা নরম্যাল?

সাধু॥ (*ভয়ঙ্কর গলায়*) বুঝতে চাস?

চেলা॥ হাঃ হাঃ হাঃ...হোঃ হোঃ হোঃ..হিঃ হিঃ হিঃ...

ব্যোমকেশ॥ (*সভয়ে*) থাক্‌...কী দরকার আমার বুঝে...চুপ করতে বলো মেজোমামা...মেজোবাবা...(*সাধুর নির্দেশে চেলা থামে*) তোমার এই শিষ্য বোধহয় পূর্বাশ্রমে যাত্রাদলে ছিলেন? হা-হা হো-হো হি-হি সবরকম হাসি পারে...

সাধু॥ কাঁচা সিদ্ধি খেয়ে গলাটা ঐরকম হয়েছে ওর। আজকের রাতটা তোর ঘরে শেলটার নেব ব্যোমকেশ!

ব্যোমকেশ॥ বলার কি আছে...এতো তোমারই বাড়ি। আমি মিনুকে খবর দিই...(*জোরে*) মিনু, আমার মেজোমামা মানে মেজোবাবা মানে সিদ্ধিমামা...

[*ব্যোমকেশ প্রস্থানোদ্যত।*]

সাধু॥ বোস্‌ বোস্‌!—মামাবাবা গুলিয়ে ফেলছিস! বোস্‌! (*চীৎকার করে*) কাউকে ডাকবি না। নারী এবং সংসারীর সংস্পর্শ করি না আমি...!

চেলা॥ শিবশঙ্কর্‌র্‌র্‌...

সাধু॥ তোর কথা স্বতন্ত্র! তুই সাধক! তুই যোগী!

ব্যোমকেশ॥ ঠিক আছে...ঘরে কাউকে ঢুকতে দেব না।

চেলা॥ শিবশঙ্কর্‌র্‌র্‌...

সাধু॥ ব্যোমকেশ,...

ব্যোমকেশ॥ উঁ?

সাধু॥ আমাকে নিয়ে একটা ড্রামা লেখ না...

ব্যোমকেশ॥ তা লেখা যায়। তোমার লাইফ যেরকম ড্রামাটিক! তাছাড়া সারাদিন ছটফট করছি একটা বিষয়বস্তুর সন্ধানে...

সাধু॥ জানি...জানি...ওরে তোর জ্বালা কি জানি না? সেইজন্যেই তো অ্যাপিয়ার

করলুম। তোকে ভক্তিরসের ড্রামা লিখতে হবে...

ব্যোমকেশ॥ ভক্তিরস!

সাধু॥ শুকিয়ে গেছে। গিরিশচন্দ্রের পরে হেজেমেজে গেছে। তোকে আবার মজিয়ে দিতে হবে...ভক্তিরসস্রোতে সুদূর লাদাখ থেকে ভাইজাগ পর্যন্ত ভারতের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে ব্যোমকেশ...

ব্যোমকেশ॥ ...কিন্তু ভক্তিরস আমার যে আসে না মামা...

সাধু॥ (*ঝুলি থেকে প্যাঁড়া বার করে*) খা! হৃষীকেশের প্যাঁড়া খা। খেলেই আসবে! তরতরিয়ে আসবে...তোর কলম হরিপ্রেমে মেতে উঠে কাগজের ওপর নেচে নেচে বেড়াবে...

চেলা॥ শিবশঙ্কর্র্র্...

[*ব্যোমকেশ ভক্তিভরে প্যাঁড়া গালে দিতে যাবে, ক্ষুধার্ত কাক জানালায় এসে দাঁড়াল। লোভাতুর গলায় ডাকছে।*]

কাক॥ কা কা...

ব্যোমকেশ॥ আর একটা হবে সিদ্ধিবাবা...

সাধু॥ প্যাঁড়া?

ব্যোমকেশ॥ দাও না, কাকটাকে দিই...

সাধু॥ হৃষীকেশের প্রসাদী প্যাঁড়া খাবে কাক!

চেলা॥ (*চোখ রাঙিয়ে*) শিবশঙ্কর্র্র্...

ব্যোমকেশ॥ বেচারী সারাদিন খায়নি ...বাচ্চারাও না...শোনো কিরকম কাঁদছে—

সাধু॥ হুউস্স্...!

চেলা॥ (*ত্রিশূল উঁচিয়ে তেড়ে যায়*) শিবশঙ্কর্র্র্...

ব্যোমকেশ॥ (*চেলাকে বাধা দেয়*) না না...

সাধু॥ বায়স কুক্কুট শিবা সারমেয়...অপাংক্তেয় অপাংক্তেয়! তুই খা...কতো খাবি খা....হাঁ কর্...

[*ব্যোমকেশ ঊর্দ্ধমুখে হাঁ করে। সাধু ব্যোমকেশের গালে প্যাঁড়া ফেলছে...কাক সব ধৈর্য হারিয়ে ভেতরে ঢুকে সাধুর ঝুলিতে ছোঁ মারে।*]

চেলা॥ শিবশঙ্কর্র্র্...

সাধু॥ (*চিৎকার করে*) হেই...হেই...

ব্যোমকেশ॥ ভাগ্! ভাগ্!

চেলা॥ হালায় কাউয়া দেহি বড্ড বাড় বাড়াইছে। শিবশঙ্করেও ডর পায় না! যাঃ পালা!

[*কাকও ঝুলি ছাড়বে না, চেলাও না। সারা ঘরে ছোটাছুটি চলছে।*]

সাধু॥ মার্...মার্ শালাকে মার্....

ব্যোমকেশ॥ দাও না, একটা প্যাঁড়া দাও না...দেখি ঝুলিটা....

সাধু॥ না! হারামজাদা কাকের গুষ্টির তুষ্টি করব আজ!

[*ব্যোমকেশের ঘর রণক্ষেত্র। সাধুর অবস্থা সঙ্কটজনক। কাক একটানা চিৎকারে এবং*

নানা আক্রমণে সাধুকে অস্থির করে তুলেছে। চেলা ক্রমাগত ত্রিশূল নাচিয়েও তাকে থামাতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত কাক ঝুলি কেড়ে নিয়ে উপুড় করে ফেলল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল গয়না। কাক পালিয়ে গেল।]

ব্যোমকেশ॥ গয়না! এসব কার গয়না মামা...

[ব্যোমকেশ মুখ তুলতে দেখে—সাধুর মাথা খালি। পরচুলাটা খসে পড়ে গেছে। চেলার হাতে পিস্তল।]

ব্যোমকেশ॥ কে! কে!

চেলা॥ (পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে) চিল্লাবি না..হালায় বুক সিলাই কইর‍্যা দিমু...চুপ! চুপ কইর‍্যা দাঁড়া...

ব্যোমকেশ॥ মামা!

সাধু॥ দূর শালা!

চেলা॥ (পিস্তল উঁচিয়ে) টিস্যুম! টিস্যুম!

[দরজায় কাছাকাছি গিয়ে সাধু ও চেলা বোঁ করে ঘুরে বেরিয়ে গেল।]

ব্যোমকেশ॥ ডাকাত!

[কাক ঢুকল।]

কাক॥ গয়নার ডাকাত! বললাম না, তাড়া খেয়ে এ পাড়ায় ঢুকেছে...

ব্যোমকেশ॥ হ্যাঁরে আমার মামাই কি ডাকাত হয়েছে, না ডাকাতটা সব খোঁজ নিয়ে মামা সেজেছে রে!

কাক॥ মামাই ডাকাত...না ডাকাতই মামা...তুমি তাই নিয়ে ভাবো...আমি এখন যার জিনিস তাকে দিয়ে আসি...

[কাক ঝুলিতে গয়না ঢুকিয়ে নিচ্ছে।]

ব্যোমকেশ॥ একটা কথা বলবি?

কাক॥ কী কথা?

ব্যোমকেশ॥ সত্যি করে বলতো, তুই প্যাঁড়া খুঁজতে গিয়ে ডাকাত ধরলি...নাকি ডাকাত জেনেই ডাকাত ধরেছিস!

কাক॥ ডাকাত জেনেই ডাকাত ধরেছি, তবে ধরেছি ঐ প্যাঁড়া দেখেই...

ব্যোমকেশ॥ প্যাঁড়া দেখে?

কাক॥ তাইতো। কাশীর প্যাঁড়া হলদে চাঁপাফুল....হৃষীকেশের প্যাঁড়া লালচে গোলাপজাম...এ তো সাদা ফকফকে...(থেমে) নির্ঘাৎ হ্যারিসন রোড...! তক্ষুনি বুঝেছি, ঝুলিতে মাল আছে...

ব্যোমকেশ॥ তুই...তুই এতো জানিস কাক...

কাক॥ বেশি জানিনে, তবে খাবারে আমায় ঠকানো যাবে না। দিনভর পেটের তাড়ায় ঘুরি, লোকের আঁস্তাকুড় ঘাঁটি ...আস্তাকুড়ের মাল দেখলেই গেরস্ত চেনা যায়। যদি রোজ চাইনিজ প্যাকেট পাওয়া যায়, বোঝাই যায় মাল বাঁ হাতে আমদানি করেন...

[কাক চলে যাচ্ছে।]

ব্যোমকেশ॥ কাক, তুই আমাকে খবর দিবি...

কাক॥ কী খবর!

ব্যোমকেশ॥ মানুষের খবর! তুই যাদের দেখিস তাদের খবর...

কাক॥ এই খেয়েছে! তুমি কি আমার কথা শুনে লিখবে নাকি গা...

ব্যোমকেশ॥ লিখবরে লিখব। সত্যি কথা লিখব। এই তেতলার ওপর থেকে ঐ দূরের মানুষ ঠিকমত দেখা যায় না...চেনা যায় না...কিন্তু তোর ঐ চোখদুটোর কাছে কারো কিছু গোপন থাকে না....

[*ব্যোমকেশের ফোন বেজে ওঠে।*]

ব্যোমকেশ॥ (*ফোনে*) কে? ...না ভাই, এখনো হয়নি। তবে হবে, শিগগির হবে। এমন নাটক—যা আগে কোনোদিন লিখিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ...আমি ব্যোমকেশ ভৌমিক... বহু পুরস্কার পাওয়ার পরও বলছি...ট্রাশ...অল্ বোগাস! গজদন্ত মিনারে বসে আমি এতোকাল বাস্তববাদী লেখক হবার গর্ব করছিলাম। ভেঙে গেছে! এবার নতুন করে শুরু করব! ...আমার এক বন্ধু আমাকে মেটিরিয়াল্‌স যোগান দেবে। তার মেটিরিয়াল্‌স-এর কোনো অভাব নেই। ...সে কে? ...রঙটা তার কালো...চোখদুটো তার আরো কালো...দুটো বড় বড় ডানা আছে তার....সেই বেজায় কালো ডানায় ভর দিয়ে সে আমার ঘরে ভেসে আসে...আলতো করে তার ডানা দুটো ঝাড়ে...আর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে ঝকঝকে সব রত্ন...সত্য নির্ভেজাল সত্য...রত্নের মতো উজ্জ্বল....উজ্জ্বল ধ্রুব সত্য! আর কিছু বলব না...এখন তোমরা অপেক্ষা করো...

[*ফোন নামিয়ে ব্যোমকেশ কাকের দিকে ঘোরে।*]

অ্যাদ্দিন যা লিখেছি তা নাটক নারে...নাটক না...

কাক॥ (*ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায়*) না...নাটক না।

ব্যোমকেশ॥ সত্যি নাটক না!

কাক॥ না, নাটক না। এটাও না...নিচেরটাও না...

ব্যোমকেশ॥ নিচেরটা....!

কাক॥ বৌদির ঘরেরটা ...নাটক না...!

ব্যোমকেশ॥ (*অবুঝের মতো*) কী নাটক না?

কাক॥ রেডিয়োর নাটক না। ঘরে একটা লোক রয়েছে...

ব্যোমকেশ॥ কি!

কাক॥ রোজ দুপুরে তুমি যখন এখানে বসে লেখ, ও তখন নিচের তলায় বৌদির ঘরে ঢোকে। দুজনে ভালবাসার কথা বলে। এখনো আছে, চলো দেখবে...

[*ব্যোমকেশ রক্তশূন্য মুখে চেয়ারে বসে পড়ে।*]

কাক॥ কী হ'ল? বসে পড়লে কেন গা? এই না বললে সত্যি খবর চাই? বুকে বল না থাকলে সত্যি কথা জেনে কী করবে গা! সত্যি কথা লিখতে সাহস লাগে যে!

[*ব্যোমকেশের মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে।*]

আরে কাঁদছ নাকি? এতেই এরকম করছ? আর আমার দ্যাখো...কতো কষ্টে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাদের জন্ম দিই...কতো যত্নে খাবার খুঁটে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়াই...তারপর গলায় জোর পেতেই তারা একদিন ডেকে ওঠে, কুহু কুহু! ডাকতে ডাকতে কোথায় উড়ে চলে যায়। হ্যাঁগো, কোকিল এসে আমার বাসায় ডিম পেড়ে রেখে যায়। নিজের ভেবে পরের ডিমে তা দিই...ফোটাই ...আদর করি...তারপর একদিন কুহু কুহু! দুখানা ডানা নাড়তে নাড়তে তারা চলে যায়..পিছু ফিরেও চায় না...কোন্ আকাশে হারিয়ে যায়...(*থেমে, গলার বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে*) তা বলে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? যা সত্যি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে...

[*কাক ডানা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল।*]

আঁখি
পল্লব

চরিত্র

আঁখি

পল্লব

শকুন্তলা

হর্ষ

প্রথম অভিনয়

প্রযোজনা : স্বপ্নসন্ধানী

শিশিরমঞ্চ : ৪ আগস্ট ১৯৯২

নির্দেশনা : কৌশিক সেন

আলো ও মঞ্চ : জয় সেন

আলোক সম্পাত : বাবলু রায়

আবহ : গৌতম ঘোষ

অভিনয়

পল্লব : কৌশিক সেন

আঁখি : ময়ূরী মিত্র

হর্ষ : তাপস চক্রবর্তী

শকুন্তলা : চিত্রা সেন

এক

[টিনের ছাতে ঝুমঝুম বৃষ্টি। শরতের বর্ষা আচমকা আসে যায়। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আর বৃষ্টির ছাঁট ঢুকছে ঘরে। জানালা-লাগোয়া আলনায় কয়েকটা শাড়ি সায়া। উড়ছে ভিজছে—এক-আধটা নিচে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। শহুরতলীর বস্তিতে আঁখি আর পল্লবের বাসা। শোয়াবসার ঘর একখানাই। এরই মধ্যে পল্লবের পড়ার টেবিল চেয়ার এবং অজস্র বইপত্র। বইগুলো ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে যত্রতত্র।
রাত আট সাড়ে-আট। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় প্রাচীন পুঁথি পড়ছে পল্লব। চশমার মোটা কাঁচের নিচে তার চোখ নিবিড় নিবিষ্ট। বাইরের দরজায় ঘা পড়ছে। খানিক পরে বাইরে থেকে বিরক্ত বিব্রত আঁখির চিৎকার ভেসে এলো: 'কী হ'লো? কই? আরে শুনছ! পল্লব! পল্লব!' ...হঠাৎই এক সময় ধড়ফড় করে উঠে দরজা খুলে দিয়ে ঐ পায়েই দ্রুত তার পুঁথির কাছে ফিরে এসে বসল পল্লব। কে এলো না এলো সেদিকে নজরই দিলো না। ঝড়জলের দমকা ঝাপটার সঙ্গে টালমাটাল আঁখি ঢুকল। বেশ খানিকটা ভিজে এসেছে আঁখি। পায়ের দিকের কাপড়-চোপড় লতপত করছে। চুলের গুছি বেয়ে জল। ব্যাগ ছাতা সামলেসুমলে বাইরের দরজা বন্ধ করতে করতে কড়কড় করে ওঠে আঁখি—]

আঁখি॥ ব্যাপারটা কী। গলা ফাটিয়ে ডাকছি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে মরছি, খেয়াল থাকে না?

পল্লব॥ (পুঁথিতে চোখ রেখে) উঁ? ...হুঁ...না, শুনতে পাইনি!

আঁখি॥ (তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে) শুনতে পাওনি, না শুনেও নড়োনি! ডাকছে ডাকুক। আমাকে মানুষ জ্ঞান করো না!

পল্লব॥ দাঁড়াও দাঁড়াও...

আঁখি॥ কাল থেকে আমার ফেরার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে, কান খাড়া করে রাখবে! ...কী হ'লো? কী বললাম শুনতে পেলে?

পল্লব॥ (গভীর মনোযোগ পুঁথিতে) উঁ, হ্যাঁ, হুঁ...

আঁখি॥ (ভেংচি কেটে) উঁ-হ্যাঁ-হুঁ.... (খোলা জানালাটা দেখতে পায়) ওকী! মাগো! সব যে ভেসে গেল! (আঁখি ছুটে যায় জানালার দিকে। পল্লব ঘাড় বাঁকিয়ে সেদিকের অবস্থাটা দেখে. চমকায়) জানালাটা পর্যন্ত লাগায়নি! গেল...সব কাপড়চোপড় গেল! কাল কী পরে বেরুবো আমি!

[আঁখি জানালা বন্ধ করছে। পল্লব সহসা অতি তৎপর হয়ে উঠে আলনা থেকে আঁখির জামাকাপড় সরাতে গেল। পল্লবকে ঠেলে সরিয়ে দিল আঁখি।]
আমার জিনিস ধরবে না তুমি! যাও পুঁথি পড়ছো, পড়ো গিয়ে। মন লাগিয়ে রিসার্চ করো। ...নাম্বার ওয়ান সেলফিস! নিজের জামাকাপড় যাতে না ভেজে—সেগুলো ঠিক আলনা থেকে সরিয়ে রেখেছে।

পল্লব॥ আমি কোনো কিছুতেই হাত দিই না। তুমি যেখানে যেটা রেখে গিয়েছিলে, তাই আছে!

আঁখি॥ তা অবশ্য! কোনোকিছুতে হাত দেবার সময় কোথায় তোমার! সারাক্ষণ জ্ঞানচর্চা...উচ্চমার্গে বিচরণ! এসব তুচ্ছ কাজের জন্যে (নিজেকে দেখিয়ে) লোক তো রয়েছে! ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো!

পল্লব॥ (আঁখির হাত ধরে টেবিলের দিকে টানে) এদিকে এসো...তোমায় একটা জিনিস দেখাই আঁখি! এই যে পুঁথিখানা...

আঁখি॥ দেখেছি দেখেছি! আজ একমাস ধরে ওটার ওপরে মুখ গুঁজে রয়েছ...

পল্লব॥ অমূল্য...অমূল্য আঁখি! মাষ্টারমশাই মৃত্যুকালে পুঁথিখানা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তোমায় একটা সম্পদ দিয়ে গেলুম পল্লব। তখন আমি বুঝতে পারিনি—স্যার কেন বলেছিলেন!

আঁখি॥ বইমাত্তরই তাঁর অমূল্য মনে হতো! এর মধ্যে বিশেষত্ব কী আছে?

পল্লব॥ না, না, নিশ্চয় তিনি কিছু আবিষ্কার করেছিলেন এর মধ্যে!...বার বার পুঁথিখানা পড়ে আমার...আমার এমন একটা ধারণা হচ্ছে...আর আমার ধারণাটা যদি সত্যি হয় আঁখি...যা ভাবছি তাই যদি হয়...বঙ্গদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি দর্শনের ইতিহাসই বদলে যাবে আঁখি!

আঁখি॥ যাও যাও। সব হবে! (কোনো আমল না দিয়ে কোলের কাপড়ে নজর দেয়) এখন এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় এ কাপড়-চোপড় শুকবো!

পল্লব॥ রাখো তো ওসব! (আঁখির হাত থেকে ভিজে কাপড় নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল) বসো! বসো! (আঁখিকে চেয়ারে বসাল) আমার কী মনে হচ্ছে, কেন... শোনো আঁখি। এটা প্রাচীন ভারতীয় ন্যায় দর্শনের একটি ব্যাখ্যা! ব্যাখ্যাটি চমকপ্রদ! যে সে পণ্ডিতের লেখা নয়। আচ্ছা সেটা পরে বলছি! এখন দ্যাখো অক্ষরগুলো সব ঝাপসা! হরফগুলো একশো বছর আগের। মানে পুঁথির বয়েস একশো বছর! কিন্তু না, এটা মূল রচনা নয়। এটা একটা প্রতিলিপি। আরো প্রাচীন কোনো গ্রন্থের প্রতিলিপি! কোন্ গ্রন্থ! কতো প্রাচীন?

আঁখি॥ ঠাণ্ডা লাগছে! ভিজে কাপড়ে তোমার পাগলামি শুনতে হবে!

পল্লব॥ নাওনা, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসো!

[*বিছানার চাদরটা টেনে আঁখির গায়ে জড়িয়ে দিল।*]

এবার তোমাকে দেখতে হবে বঙ্গদেশে ন্যায় শাস্ত্র চর্চা কবে সুরু হয়েছিল, কোথায়? ...হয়েছিল পাঁচশো বছর আগে...নবদ্বীপে! নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। বাসুদেবের দুই শিষ্য ...রঘুনাথ শিরোমণি আর নিমাই। চৈতন্য নিমাই। বাসুদেব সার্বভৌমের রচনা সংরক্ষিত রয়েছে, আছে রঘুনাথের পদার্থ-খণ্ডনও। কিন্তু চৈতন্য...? চৈতন্যের এক ছত্রও নেই! কিন্তু নিমাইতো লিখেছিলেন...

আঁখি॥ (*দাঁতে দাতে চেপে*) তোমার এই আনমাইণ্ডফুল প্রফেসরি ঢঙটা আমার একবারে সহ্য হয় না পল্লব! (*পল্লব জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়*) গায়ে ভিজে কাপড়, দিলে শুকনো চাদর জড়িয়ে!

পল্লব॥ ও। (*পল্লব আঁখির গায়ের চাদরটা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে*) কোথায় গেল নিমাই-এর রচনা!

[*বাইরে বৃষ্টির শব্দ। আঁখি হি হি করে কাঁপছে।*]

নিমাই একদিন গঙ্গায় নৌকো চড়ে চলেছেন। সঙ্গে সতীর্থ রঘুনাথ। নিমাই তাঁর রচনা পাঠ করে শোনাচ্ছেন। অপূর্ব অভূতপূর্ব সেই ভাষ্য শুনতে শুনতে রঘুনাথ কাঁদছেন। নিমাই,

তোমার এ ভাষ্যের পর কে পড়বে আমার রচনা! বৃথাই গেল আমার সাধনা। ..এই কথা! নিমাই বললেন. ভাই রঘুনাথ তোমার রচনাই থাক, আমারটাব সন্ধান কেউ কোনোকালে পাবে না! এই না বলে নিমাই তাঁর পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে ফেললেন গঙ্গায়।

আঁখি॥ চুকে গেল!

পল্লব॥ কী চুকে গেল!

আঁখি॥ নিমাই-এর অভূতপূর্ব ভাষ্য রচনা। গঙ্গায় ডুবে গেল তো! (আঁখি ওঠে) গপ্পো শেষ!

পল্লব॥ (উত্তেজিত হয়ে ওঠে) পৃথিবীতে একটা জিনিস কখনো বিনষ্ট হয় না আঁখি! তার নাম বিদ্যা। মানুষের সংগৃহীত বিদ্যা কখনো লুপ্ত হয় না! সে ঠিক রয়েই যায়...কোনো না কোনো আকারে! খুনী আততায়ী যেমন কোনোভাবেই তার খুনের প্রমাণ মুছে ফেলতে পারে না..থেকেই যায়—তেমনি বিদ্যাও থেকে যায়। তার প্রমাণ কখনো মুছে যায় না। কতকাল পরে আবার দেখা মেলে! নিমাই পাণ্ডুলিপি ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার একটা খসড়া, একটা প্রাইমারি ড্রাফট তো থেকে যেতে পারে কারো কাছে...আর তার নকল যদি কেউ করে থাকে...

আঁখি॥ এটা সেই পুঁথি! চৈতন্যের প্রাইমারি ড্রাফট!

পল্লব॥ আঁখি! যদি তাই হয়..তাহলে? ....বাংলার ইতিহাস বদলে যাচ্ছে না! স্যার কেন বলেছিলেন, সম্পদ, এ পুঁথি সম্পদ—বুঝতে পারছ আঁখি?

আঁখি॥ এ তো শিগগির মারধোর খাবে রে!

পল্লব॥ কেন?

আঁখি॥ কেন কী! যতো উদ্ভট অসম্ভব অবাস্তব আবিষ্কার করলে লেখাপড়া জানা লোকেরা তোমায় ছেড়ে দেবে! নিমাই-এর প্রাইমারি ড্রাফট! ঠেঙিয়ে বৃন্দাবন পাঠাবে!

পল্লব॥ (ক্ষেপে) যাদের এতোটুকু কল্পনা নেই, কৌতূহল নেই, তারাই বলবে উদ্ভট! সরি! তোমাকে এসব বলার মানে হয় না।

আঁখি॥ (দপ করে জ্বলে ওঠে) কী হয়েছে!

পল্লব॥ সবার মাথায় সব ঢোকে না! অলরাইট! আমি যদি প্রমাণ করতে পারি...

আঁখি॥ (এক মুহূর্ত দৃষ্টির আগুনে পল্লবকে পুড়িয়ে) আরো কদ্দিন চলবে তোমার এই গবেষণা...? একটা ডেট-লাইন ঠিক করে দেবে আমায়?

পল্লব॥ সময় বেঁধে গবেষণা করা যায় না। ক-রাত জেগে শেষ করে ফেললুম! এটা কি ইস্কুলের পরীক্ষা!

আঁখি॥ আবার কী! থিসিস লেখাও তো পরীক্ষাই দেওয়া। দিচ্ছে না লোকে? দুচারখানা বই পড়ে এবার ওধার থেকে টুকেমুকে হেঁজিপেঁজিরা পর্যন্ত ডক্টরেট পেয়ে যাচ্ছে...

পল্লব॥ আমি ডক্টরেট পাওয়ার জন্যে পড়ছি না!

আঁখি॥ তবে কীসের জন্যে পড়ছ! লোকে পড়ে কেন? ভেবেছিলুম এম. এ. পাশ করে চাকরি করবে! দিনরাত পাগলের মতো খেটে এম.এ. পাশ করালুম! পাশ করেই ধরলে রিসার্চ! বললে, দুবছরে শেষ হয়ে যাবে! সাড়ে তিনবছরের মাথায় নতুন উৎপাত জুটল এই পুঁথি! এ নিয়ে আর ক-বছর চালাবে? এরপর চাকরির বয়েস থাকবে?

পল্লব॥ ধ্যাত্তেরি চাকরি! প্লিজ, একটু চুপ করবে?

[*পল্লব পুঁথিতে মন দিলো। খেয়াল করল না আঁখির সারামুখে কী রোষ ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো।*]

আঁখি॥ ...আছে ভালো। কাজকর্ম চাকরি-বাকরির কোনো চিন্তা নেই, বছরের পর বছর চলছে ইতিহাস গবেষণা! আরো সুবিধে, সারাদিন আমি থাকছি বাইরে, সারাদিন একা একখানা ঘরে! শুয়ে বসে চিৎ হয়ে বই মুখে! বই...বই বেড়ালছানার মতো সারা ঘরে বই ঘুরছে দ্যাখো। বাদুলে পোকার মতো থিক থিক করছে বই আর বই! কবে এ জঞ্জালের হাত থেকে মুক্তি পাবো! পারছি না...আর যে পারছি না!

[*পল্লব চেয়ার ছেড়ে উঠল। একটা তোয়ালে নিয়ে আঁখির পাশে এলো।*]

পল্লব॥ নাও....

আঁখি॥ (*অবাক চোখে*) কী হবে?

পল্লব॥ ভিজে গেছ! তাই...

আঁখি॥ তাই কী!

পল্লব॥ মুছে ফেল। সেদিন জ্বর হয়েছিল না তোমার! গায়ে জল বসালে রিল্যাপস করতে পারে!

[*আঁখির অনাবৃত হাতখানা টেনে নিয়ে পল্লব তোয়ালে দিয়ে মোছায়। আঁখি হেসে ওঠে।*]

হাসছ যে!

আঁখি॥ (*হাসতে হাসতে*) আমি মরে গেলেও যে টেবিল ছেড়ে ওঠে না, সে তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিচ্ছে! তুমি সেন্সে আছো তো! (*হাসতে হাসতেই রেগে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় আঁখি*) এসব লোকদেখানো সৌজন্য আমার অসহ্য হয়ে উঠছে পল্লব!

পল্লব॥ আমার সবকিছুই দেখছি তোমার অসহ্য ঠেকছে! কিছু করলেও রাগ, না করলেও রাগ! কী করব বলতে পারো?

আঁখি॥ (*বাঁকা গলায়*) পড়ো পড়ো! আর কী করবে! প্রাচীন পুঁথির ঝাপসা হরফগুলোর পাঠোদ্ধার করো! বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস তোমায় নতুন করে লিখতে হবে। বৌ-এর গা মোছালে চলবে!

পল্লব॥ প্লিজ আঁখি, ঝগড়াটা কটা দিন বন্দ রাখা যায় না!

আঁখি॥ ঝগড়া কোথায়, ভালো কথাই বলছি! বৌ চাকরি করে টাকা জোগাবে, তুমি হিস্টোরিয়ান হবে...বৌ-এর ঘাড়ে বডি ফেলে বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক হবে...সত্যি কথাটা শুনতে খারাপ লাগে কেন?

পল্লব॥ আজকাল রোজ বাড়ি ফিরে তুমি একরাশ খোঁচা মারো। সবাই জানে তোমার রোজগারের টাকায় আমি পড়ছি!..লেখাপড়ার সুযোগটা তোমার জন্যেই পেয়েছি! বার বার তা শুনিয়ে লাভ কী?

আঁখি॥ শোনাতে হয়, যেহেতু তোমার মুখে চোখে কোথাও এক ছিটে কৃতজ্ঞতা নেই। বেহুঁশের মতো জ্ঞানসাগরে সাঁতার কাটছো! অথচ যে লোকটা তোমায় এ পর্যন্ত মদত দিলো—তার দিকে ফিরে তাকাও না।

পল্লব॥ আচ্ছা এসব কথা কি তোমার কেবল আমার পড়ার সময়েই মনে পড়ে! যত

দুঃখু, রাগ কেবল এই সময়টার জন্যে জমিয়ে রাখো! বলো, যতো খুশি বলো...

[*পল্লব পড়তে বসে।*]

আঁখি॥ আমিও দেখেছি, আজকাল আমি কাজ থেকে ফিরে এলেই যত পড়া সুরু হয়। তোমার মুখটা পেঁচার মতো হয়ে যায়! যেন এই এলো, আমার জ্বালাতন ফিরে এলো! সারাদিন ঘরটা দখল করে থাকতে থাকতে তোমার এমন একটা ধারণা হয়েছে, যেন ঘরটা তোমার একারই! নইলে কেউ এই অবস্থা করে রাখে! একেই এই বস্তির ঘরে আমার দম বন্দ হয়ে যায়, তারপর এইসব এখন পরিষ্কার করতে হবে! (*আঁখি ঘরটাকে গোছাতে থাকে*)...পেয়ে পেয়ে তোমার এমন চাহিদা হয়ে গেছে...এই ঘরে যদি আমাকে থাকতে হয়—যতোক্ষণ থাকবো...আমাকে তোমার ঐতিহাসিক আবিষ্কারের কাহিনী শুনতে হবে! কেন?

পল্লব॥ শুনো না, আর কোনোদিন বলব না!

আঁখি॥ কেন বলো? কই, তুমি শোনো আমার কথা-! আমি যে ভোর থেকে এই রাত আটটা পর্যন্ত রোজ কী কাজ করে আসি, তার ভালো মন্দ কোনো কথা কোনোদিন ভুলেও জিজ্ঞেস করো তুমি!

পল্লব॥ ওর আর জিগ্যেস করার কি আছে। সারাদিন একজন গোয়েন্দা-গপ্পো লেখিকার ডিক্টেশান নাও! শকুন্তলা দেবী গড়গড় করে গপ্পো বলে যায়, তুমি সরসর করে লিখে যাও!...সত্যি এ-কাজের ভালো মন্দ কতটুকু যে তাই নিয়ে আলোচনা করা যায়! নিজেই বুঝে দ্যাখো...কতখানি বিরক্তিকর ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে...

[*পল্লব পড়ায় মন দিলো।*]

আঁখি॥ এই বিরক্তিকর ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে কাজটা আমায় করতে হচ্ছে কেন?

পল্লব॥ (*অন্যমনস্কভাবে*) উঁ? হুঁ....হ্যাঁ...

আঁখি॥ আমারো হিস্ট্রিতে অনার্স ছিল! পড়াশুনোয় নিরেট ছিলুম না! চালাতে পারলে আমিও আজ রিসার্চ করতে পারতুম!

পল্লব॥ (*যন্ত্রের মতো*) হুঁ, হ্যাঁ...উঁ?

আঁখি॥ পারিনি সেও তোমার জন্যে। তোমার সঙ্গে প্রেম করতে হ'লো বলেই বি.এ-তে ডাব্বা খেলুম!

পল্লব॥ (*পূর্ববৎ*) হুঁ-উ-উ!

আঁখি॥ নিজে তুমি ফার্স্ট ক্লাস পেলে...

পল্লব॥ হুঁ!

আঁখি॥ সেটা কিন্তু আমার জন্যে! অ্যাজ বিকজ আই ইন্‌সপায়ারড ইউ! তোমার দাদারা তোমায় পড়াতে চায় নি, কলেজের খরচও বন্দ করে দিয়েছিল...আমি নিজের টাকা দিয়ে তোমায় পড়িয়েছিলাম! প্রেমের খেসারত দিয়েছিলাম!

পল্লব॥ হুঁ!

আঁখি॥ শুধু তাই নয়। তুমি বি.এ. পাশ করার পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তোমাকে বিয়ে করলুম, নিজের লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি করে তোমায় এম.এ. পড়ালুম...

পল্লব॥ হুঁ-উ!

আঁখি॥ তাহলে বুঝতে পারছ, তোমার ভালবাসা আমার বারোটা বাজিয়েছে...ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে জীবনে ঢুকিয়েছে...কিন্তু আমার দিক দিয়ে তুমি বেঁচে গেছ...বেঁচে আছো...ওপরে উঠছ...

পল্লব॥ হুঁ—

আঁখি॥ অ্যাই, হুঁ হুঁ করবে না, স্পষ্ট করে কথা বলতে ইচ্ছে হয় বলো, নইলে চুপ করে থাকো!

[*আঁখি ছুটে গিয়ে পল্লবের সামনে থেকে পুঁথিখানা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। পল্লব লাফিয়ে উঠল।*]

পল্লব॥ অ্যাই! অ্যাই কী করছ!

[*আঁখির হাত থেকে পুঁথিখানা নিতে যায়।*]

আঁখি॥ কলেজে আরো মেয়ে ছিল...সবাইকে ছেড়ে আমার সঙ্গে ভাব করেছিলে কেন?

পল্লব॥ দাও আঁখি, পাতাগুলো ভেঙে যাবে...গুঁড়ো হয়ে যাবে...আরে ওভাবে ধরে না...আঁখি...

[*পুঁথিখানা নিতে যায় পল্লব। আঁখি ছাড়ে না। পল্লব কেড়েও নিতে পারে না। আঁখির সামনে অসহায়ভাবে হাত পা ছোঁড়ে।*]

দাও, দাও আমার বই...

আঁখি॥ কেন আমাকে পড়া ছেড়ে তোমায় বিয়ে করতে হ'লো? কেন বিরক্তিকর ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে কাজ করতে হচ্ছে! আর সে কাজ নিয়ে কথা বলতে তোমার কেন ঘেন্না হবে! কেন?

[*আঁখির চোখে জল এসেছে। কিন্তু গলার উত্তাপ কিছুমাত্র কমেনি।*]

পল্লব॥ আমার জন্যে! সব আমার জন্যে! তুমি পাশে না দাঁড়ালে আমি মরে যেতুম, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হতো আমায়। আঁখি, পুঁথিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! দাও। তোমায় পায়ে পড়ি লক্ষ্মী সোনা...

[*আঁখি বিজয়িনীর মতো পুঁথিটা রাখল টেবিলে। ছটফটানিতে পল্লবের চশমাটা বেঁকে গিয়ে নাকের ডগায় ঝুলছে।*]

পল্লব॥ (*ক্ষোভে দুঃখে কাঁপা কাঁপা গলায়*) আ-আমার কোনো বইতে হাত দেবে না তুমি! এসব দামী! টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না! কখনো ধরবে না!

[*টেবিলের নিচে একটা মুখছেঁড়া লম্বা খাম দেখতে পেয়ে আঁখি সেটা তুলে নিল।*]

আঁখি॥ এ তো আমার চিঠি!... (*দেখল খামটা খালি*) কই? চিঠিটা কই?

পল্লব॥ কী চিঠি!

আঁখি॥ আরে এই তো খালি খামটা পড়ে রয়েছে।

[*আঁখি টেবিলের বইপত্র উল্টেপাল্টে দেখতে চায়।*]

পল্লব॥ এখানে নেই! এখানে নেই!

আঁখি॥ কোথায় গেল সেটা!

পল্লব॥ জানি না!

আঁখি॥ তুমি তো খামটা ছিঁড়ে সেটা পড়েছ!

পল্লব ॥ আমি কোন চিঠি ফিঠি দেখিনি। ঐরকমই এসেছে!

আঁখি ॥ এই মুখছেঁড়া খালি খামটা এসেছে?

পল্লব ॥ ওরে বাবা ওটা পুরনো চিঠির খাম!

আঁখি ॥ না। পুরনো না। এ খামটা আগে দেখিনি। আজই এসেছে। মনে করে দেখো কোত্থেকে এলো! কে লিখেছে!...কী হ'লো? কে লিখেছে বলো...

পল্লব ॥ (জোরে) ফর হেভেন্‌স সেক্‌ একটু চুপ করবে! আসা থেকে হৈচৈ লাগিয়ে দিয়েছ! কী পড়ছিলাম, কিছু মনে পড়ছে না! আমার ন্যায়সূত্র বইটা কোথায় রাখলে! সব এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে দাও না...

আঁখি ॥ খাম ছিঁড়ে পড়তে পারলে, আর কোত্থেকে এসেছে সেটা বলতেই তোমার এতো কষ্ট! কে দিয়েছে, মা?

পল্লব ॥ না!

আঁখি ॥ অনেকগুলো চাকরির দরখাস্ত করেছি। কোনোটার ইনটারভিউ-এর চিঠি নয়তো?

পল্লব ॥ নাঃ!

আঁখি ॥ শ্যামলীর?

পল্লব ॥ না!

আঁখি ॥ মেজদা?

পল্লব ॥ না, না—

আঁখি ॥ তবে আর কার?

পল্লব ॥ একটা ফালতু চিঠি! ঐ একটা দোকানের বিজ্ঞাপন না কি যেন! সে আমি ফেলে দিয়েছি!

আঁখি ॥ সেটা এতোক্ষণ বলতে কী হয়েছে?

পল্লব ॥ শুনলে তো! এবার চুপ করো।

আঁখি ॥ করছি। আর একটি কথাও বলছি নে। পড়ো তুমি!

[*ভিজে কাপড়, তোয়ালে, ভিজে ছাতা সব নিয়ে আঁখি ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ঘুরে বলে গেল—*]

তুমিও আমার সঙ্গে কথা বলবে না! হুঁদো কোথাকার!

[*আঁখি বেরিয়ে যেতে পল্লব চোরের মতো টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চিঠি বার করল। টেবিলল্যাম্পের সামনে চিঠিটা মেলে ধরল। দৃশ্যের সব আলো গুটিয়ে এসে কেবল পল্লবের মুখের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। দুচোখে তার ভয়। পল্লবের চোখে একটি অতীত-দৃশ্য ভেসে ওঠে।*]

অতীত দৃশ্য

[*বিকেল বেলা। বৃষ্টি নেই। পল্লব তার বইপত্তরের পাঁজার মধ্যে এ বই ও বই ঘাঁটাঘাঁটি করে কিছু একটা তথ্য খুঁজছে। পাচ্ছে না। বিরক্ত হচ্ছে। বাইরের দরজায় কড়া নড়ে। পল্লব আরো বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিলো। একটি সুবেশ যুবক দাঁড়িয়ে। নাম হর্ষ।*]

হর্ষ॥ পাঁচের তেরো?

পল্লব॥ (*ব্যস্ত, অন্যমনস্ক*) উঁ? অ্যাঁ? কী চাইছেন?

হর্ষ॥ বলছি, নাম্বারটা কি পাঁচের তেরো?

পল্লব॥ হুঁ হ্যাঁ। পাঁচের তেরো।

[*বলেই পল্লব ফিরে এসে তার খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। হর্ষকে আমলই দিলো না।*]

হর্ষ॥ (*দরজা থেকে জোরে*) আঁখি থাকেন এখানে? আঁখি বসুমল্লিক?

পল্লব॥ থাকে...

হর্ষ॥ বলবেন একটু...

পল্লব॥ (*কাজ করতে করতে*) বাড়ি নেই।

হর্ষ॥ (*পিছন ফিরে ডাকছে*) আসুন পিসিমা, পাওয়া গেছে, এই বাড়ি।

[*এক থপথপে বৃদ্ধা দরজা এলো। হর্ষ তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বৃদ্ধার চেহারা পোশাক অভিজাত। ছড়ি ভর দিয়ে সামান্য খুঁড়িয়ে চলে। হাঁপাচ্ছে।*]

বৃদ্ধা॥ আচ্ছা গোলকধাঁধারে বাবা! পাঁচ আছে তেরো আছে...পাঁচের তেরো নেই! হয়রানি কাকে বলে। অথচ এই বাড়িটার সামনে দিয়ে সাতবার পাক খেলুম!

[*বৃদ্ধা পল্লবের পড়ার চেয়ারে বসে পড়ল।*]

পল্লব॥ বললাম যে আঁখি বাড়ি নেই!

বৃদ্ধা॥ একসময় ফিরবে তো?

পল্লব॥ ...কাজে বেরিয়েছে! রাত আটটার আগে না!

বৃদ্ধা॥ (*হর্ষকে*) বসো হর্ষ! ঘন্টা তিনেক বসতে হবে!

পল্লব॥ (*ঘাবড়ে*) তিন ঘন্টা বসবেন?

হর্ষ॥ আমাদের তাড়া নেই!

পল্লব॥ আঁখির কিন্তু ফেরার কোনো ঠিক নেই। শকুন্তলাদেবী কতোক্ষণ ডিকটেশন দেবেন কেউ জানে না! আর যদি একবার ফ্লো এসে যায়, রাত দশটাও বাজিয়ে দিতে পারে!

বৃদ্ধা॥ (*হর্ষকে*) এই হয়েছে তোমাদের লেখিকা শকুন্তলা দেবী! ছাইপাঁশ গোয়েন্দাগপ্পো লিখেই চলেছে, লিখেই চলেছে! ওর হাত থেকে কলমটা কেউ কেড়ে নিতে পারে না!

হর্ষ॥ বলবেন না পিসিমা! এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে! ওর নামে ফ্যানক্লাব আছে!...আর কলম কেড়ে নিয়েও ওঁকে থামানো যাবে না। নিজে তো আর লেখেন না—মুখে বলে যান, অনুলেখিকা লিখে যায়।

বৃদ্ধা॥ অপরাধ তুমি নিজের হাতেই করো, আর অন্যকে দিয়েই করাও—মাত্রা কিছু কমে না।

পল্লব॥ (অস্বস্তি গোপন করতে পারে না) আঁখিকে কিছু বলার থাকলে, আমায় বলে যেতে পারেন।

হর্ষ॥ ওঁর জন্যে একটা চিঠি আছে।

পল্লব॥ রেখে যান, দিয়ে দেব।

বৃদ্ধা॥ তুমি কে? আঁখির বর?

পল্লব॥ হুঁ। কই, কী চিঠি? দিন।

বৃদ্ধা॥ ও তুমিই সেই পল্লব! কিছু মনে করো না—বয়েসে ছোটদের আপনি আজ্ঞে বলতে পারিনে, আবার এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো বড়দেরও তুমি বলতে শিখিনি। তা তুমি নাকি সেই কোন্ আমলের কী সব পুঁথিটুঁথি পেয়েছ?

পল্লব॥ আপনারা কারা? কোত্থেকে আসছেন?

হর্ষ॥ (বৃদ্ধাকে দেখিয়ে) মিস বনলতা সেন!

পল্লব॥ বনলতা সেন!

হর্ষ॥ জীবনানন্দের কবিতা মনে পড়ছে তো? 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন...'

বৃদ্ধা॥ পাখির নীড়! আর হাসিও না হর্ষ। গেঁটেবাত নীড় বেঁধেছে সর্ব অঙ্গে। আমি শিলচরের বনলতা সেন! একটি সুখবর এনেছি! (ব্যাগ থেকে মুখআঁটা লম্বা খাম বার করে) আঁখির অ্যাপয়েনটমেন্ট লেটার।

পল্লব॥ চাকরির! কী চাকরি! বসুন বসুন! মাইনে কতো?

হর্ষ॥ চাকরিটা এক কথায় লোভনীয়। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের আশ্রমে সুপারভাইজারের পোস্ট!

বৃদ্ধা॥ মাইনেও ভালো দেব। এখানে তোমাদের গোয়েন্দাগপ্পের লেখিকা যা দেয় তার তিনগুণ! সঙ্গে ফ্রী কোয়ার্টার! ফ্রী ফুডিং!

পল্লব॥ চা খাবেন আপনারা? বানাবো?

বৃদ্ধা॥ তা বানাও...

হর্ষ॥ না না...প্লিজ, ব্যস্ত হবেন না। পিসিমা, উনি পড়াশোনা নিয়ে আছেন। আমরা ওঁকে ডিস্টার্ব করবো না। প্লিজ, যা করছিলেন করুন পল্লববাবু...

পল্লব॥ কবে থেকে হচ্ছে চাকরিটা?

বৃদ্ধা॥ কাল থেকেই। কালই ওকে শিলচরে নিয়ে যাবো আমরা।

পল্লব॥ কোথায়? শিলচরে!

হর্ষ॥ শিলচরে পিসিমার বিশাল এস্টেট। অনেকগুলো জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। তার মধ্যে একটি নগেন্দ্রবালা মাতৃমন্দির। পিসিমার ঠাকুমার নামে। সংসারত্যাগী বৃদ্ধবৃদ্ধাদের আশ্রম!

পল্লব॥ আঁখিকে কি শিলচরে গিয়ে থাকতে হবে নাকি?

হর্ষ॥ মনে হচ্ছে এ চাকরির ব্যাপারে আপনি আগে কিছু শোনেননি?

পল্লব॥ নাঃ!

হর্ষ॥ অবাকই লাগছে। সাত তারিখে পার্ক হোটেলে আঁখি ইনটারভিউ দিয়ে এলেন...আমরা ওঁকে একরকম কথাই দিয়েছিলাম...তারপরেও আপনাকে কিছু বলেননি!

পল্লব॥ ইনটারভিউ-এর কথাই তো জানি না! জানলে নিশ্চয়ই আঁখিকে শিলচরে চাকরি নিয়ে যেতে দিতুম না!

বৃদ্ধা॥ বারে, ও যে আমাকে বলল ঘণ্টা কয়েকের নোটিশে কলকাতা ছাড়তে পারে। তোমার দিক দিয়ে কোনো আপত্তি নেই!

হর্ষ॥ ওঁর কথা মতো কাল প্লেনের টিকিট বুক করা হয়েছে। দশটায় ফ্লাইট!

পল্লব॥ টিকিট ক্যান্সেল করুন! না না, শিলচরে যাবো কি করে আমরা? আমার পড়াশুনোর জগতটাই কলকাতায়। সব কানেকশান্স এখানে। ইউনিভার্সিটির মাস্টারমশাইদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকবে নাকি অতদূরে গেলে? কলকাতার মতো লাইব্রেরি ফেসিলিটি পাবো শিলচরে? আঁখি কি পাগল হয়েছে? না, না, এ চাকরি করবে না ও।

বৃদ্ধা॥ লাইব্রেরি শিলচরেও আছে। কী হর্ষ, আমারই ঠাকুর্দার নামে যে লাইব্রেরি...আর তার যে স্টক...ভারতবর্ষের কোথাও তা আছে?

হর্ষ॥ প্রচুর ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ নথিপত্র...বিশাল আর্কাইভ...তবে ওনার তাতে কোনো সুবিধে হচ্ছে না পিসিমা। উনি তো শিলচরে যাবেন না!

পল্লব॥ না, তবে ওরকম একটা লাইব্রেরি যদি পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে...আচ্ছা চৈতন্যদেবের ওপর বইপত্রের সংগ্রহ আছে? মানে আমার গবেষণার বিষয়টা ঐ—

বৃদ্ধা॥ অজস্র আছে বাপু, কে আর সে সব পুঁথিপত্র খুঁটিয়ে দেখছে। তবে একটা পুঁথি নিয়ে এক সময় খুব হৈচৈ হয়েছিল। ন্যায়শাস্ত্রের ওপর লেখা, খুবই প্রাচীন রচনা! সেই ষোড়শ শতাব্দীর!

পল্লব॥ ষোড়শ শতাব্দীর! ন্যায়শাস্ত্র!

বৃদ্ধা॥ রচনাকারীর হদিশ কেউ করতে পারেনি এ পর্যন্ত!

পল্লব॥ আপনি দেখেছেন পুঁথিখানা!

বৃদ্ধা॥ হুঁ...

পল্লব॥ দেখুন তো, এই রকম? (*খুব উত্তেজিত ভাবে*) দেখুন, এক রকম?

বৃদ্ধা॥ বলতে পারব না বাপু, আমি তো পুঁথিবিশারদ নই!

পল্লব॥ ঠিক আছে। কাল যখন আমরা শিলচরে যাচ্ছি—

হর্ষ॥ আপনি ভুল করছেন পল্লববাবু। চাকরিটা আঁখির, আপনার নয়। গেলে আঁখি যাবেন। আপনি যেতে চাইলেও, আমরা অ্যালাউ করব না।

পল্লব॥ মানে!

হর্ষ॥ নগেন্দ্রবালা মাতৃমন্দিরের রীতিটাই এইরকম। সংসার বিতৃষ্ণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চোখের সামনে সুপারভাইজার স্বামী নিয়ে সংসার পাতবে, এটা কর্তৃপক্ষ চান না! অতীতে এই কারণে অনেক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলেই পিসিমা নিয়মটা এই রকম রেখেছেন।

পল্লব॥ আঁখি জানে তাকে একা যেতে হবে!

হর্ষ॥ ডেফিনিটলি! ডিটেল্স-এ সব কথাই হয়েছে!

পল্লব॥ তবু রাজি হয়েছে!

হর্ষ॥ না হলে আমরা এলুম কেন? পিসিমা নিজে এলেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে!...পল্লববাবু এ সব কী বলছেন পিসিমা...

বৃদ্ধা॥ আমি ভাবছি, মেয়েটি কি ডেঞ্জারাস! অ্যাঁ! স্বামীর কাছে সব গোপন করে তলে তলে কলকাতা ছেড়ে ভেগে পড়তে চাইছে!

হর্ষ॥ ওটা আঁখির পার্সোনাল ব্যাপার পিসিমা!... আমরা যদ্দূর দেখেছি, তাতে আঁখি সব দিকেই খুব সুন্দর!

বৃদ্ধা॥ তোমাদের ছেলেছোকরাদের নিয়ে ঐ বড় মুশকিল হর্ষ। কারুর চেহারা সুন্দর দেখলে, তোমরা আর কিছু দেখতে চাও না। সত্যি কথাটা হ'লো, তুমি জোরাজুরি করলে বলেই আমি ওকে চাকরিটা দিলুম। নইলে একশো তিরিশ জন ক্যাণ্ডিডেটের মধ্যে ওর চেয়ে ঢের বেশি যোগ্য প্রার্থী ছিল।

হর্ষ॥ ঠিক আছে। আঁখি ফিরুন। সামনাসামনি সব কথা হবে।....পল্লববাবু, প্লিজ আপনি এখন এ নিয়ে ভাববেন না। কী একটা খুঁজছিলেন আপনি। খুঁজুন। রিয়েলি, যে দুর্লভ জগতে আপনার বিচরণ এ সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সেখানে ভাবার সময় কোথায়?

পল্লব॥ (*হাতের বইটা ফেলে বৃদ্ধার সামনে আসে*) শুনুন আঁখি আমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। আঁখি চলে গেলে একা একা কী করব আমি? কার কাছে থাকব?

বৃদ্ধা॥ কেন, তোমার আর কেউ নেই?

পল্লব॥ কেউ নেই! কে দেখবে আমায়? খেতে দেবে কে? ঘরটা গোছাবে কে? বইপত্রগুলো সামলাবে কে? ও না থাকলে আমার কিছু হবে না। কিছু না! টাকা দেবে কে আমায়! কোথায় যাবে রিসার্চ! আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

হর্ষ॥ ছেলেমানুষি করবেন না পল্লববাবু!

পল্লব॥ কে বললে ছেলেমানুষি! আমি যখন রাত জেগে পড়ি, যখন পিঠভরতি মশা—গায়ে কে আমার চাদরটা টেনে দেবে...কে আমার...

হর্ষ॥ এসব কথা আমাদের বলে কী লাভ? এসব আপনি তাঁর সঙ্গে বুঝে নেবেন!

বৃদ্ধা॥ না না, এ মেয়েটিকে আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছিনে হর্ষ। আমার তো মনে হচ্ছে শিলচরে পালিয়ে গিয়ে হয়ত ওকে টাকাও পাঠাবে না! ভুলেও যেতে পারে ছেলেটাকে!

হর্ষ॥ সেটা আমাদের বিবেচ্য নয় পিসিমা! তিনি চাকরি চেয়েছেন, আমাদেরও তাঁকে ভাল লেগে গেছে—ব্যস্...ব্যাপার ফুরিয়ে গেছে!

বৃদ্ধা॥ তুমি তো তাই বলবে! কেননা তুমি যে ওকে সিলেক্ট করেছ! কেন জানি না ওকে শিলচরে নিয়ে যাবার জন্যে তুমি যেন বড় বেশি উৎসাহিত!

হর্ষ॥ কারণ আমার মনে হয়েছে ও কাজের মেয়ে! আর স্বভাবটাও চমৎকার! আর ...ওর ভেতরে কোথায় যেন একটা গোপন দুঃখ আছে। তাই আমার মনে হয়, ওকে আমাদের দেখা উচিত—

বৃদ্ধা॥ তোমাকে দেখতে হবে কেন? তার স্বামী আছে।

হর্ষ॥ ওঁর সময় কোথায়?

পল্লব॥ চুপ করুন। আমাদের গোপন দুঃখের খবর কে দিল আপনাকে? দুঃখটুখ্যু নেই আমাদের। ভাল আছি আমরা, সুখে আছি। যান আপনারা, চাকরি লাগবে না—সাহায্য লাগবে না।

বৃদ্ধা॥ শিলচরে যাবে না আঁখি!

পল্লব॥ আর জ্বালাতন করবেন না—দয়া করে এখন যান আপনারা!

বৃদ্ধা॥ প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে!

পল্লব॥ যান, বেরোন!

হর্ষ॥ এ কী ধরনের অভদ্রতা!

পল্লব॥ (তেড়ে যায়) হ্যাঁ, অভদ্র আমি! যান, যান বলছি—

[বৃদ্ধা অস্ফুট চিৎকার করে পায়ের ব্যথা ভুলে এক রকম ছুটেই পালালো। হর্ষও গেল। পল্লব দেখল টেবিলের ওপর মুখআঁটা লম্বা খামটা—চাকরির চিঠিটা পড়ে আছে। পল্লব খামটা তুলে নিল। বাইরে মোটরগাড়ি স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল।]

● অতীত দৃশ্য শেষ হ'লো ●

[পল্লব চিঠি হাতে টেবিলল্যাম্পের সামনে। অতীত-দৃশ্য সুরুর পূর্বমুহূর্তে যেমন ছিল। আঁখি ঘরে ঢুকছে। পল্লব চিঠি লুকোলো। আঁখি চান করেছে, কাপড় বদলেছে। হাতে একটি দুধের পাত্র। গম্ভীর মুখে পল্লবের সামনে এসে দাঁড়াল আঁখি।]

পল্লব॥ (মিষ্টি গলায়) কী?

[আঁখি কথা বন্ধ করেছে। তাই উত্তর না দিয়ে পাত্রটা পল্লবের সামনে নাড়ায়।]

পল্লব॥ হ্যাঁ দুধ! তাই কী!

[আঁখি দুধের পাত্র নিয়ে পল্লবের আরো কাছে আসে।]

পল্লব॥ খাও না। খাও। আচ্ছা আমি ধরছি, তুমি চুমুক দাও। চু—চু—

[পল্লব পাত্রটা আঁখির মুখে ধরে। আঁখি ইশারায় দুধটা দেখাচ্ছে।]

পল্লব॥ (হঠাৎ মনে পড়ে) ও দুধটা তুমি গরম করে রাখতে বলে গিয়েছিলে! সরি! একদম ভুলে গেছি! ইস্! (আঁখি আবার দেখায়)তাইতো! হলদে সর পড়ে গেছ! (আঁখি নীরবে মুখ নেড়ে জানাচ্ছে কী হবে এখন?) এই তুমি কথা বলছ না কেন? ওহোঃ তুমি তো কোন কথা বলবে না, তাই না! (আঁখি ঘাড় নেড়ে জানায়, তাই। পল্লব আঁখির গলা জড়িয়ে ধরে) বলবে না? আঁখু...আচ্ছা বেশ আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা চাইছি। আচ্ছা তুমি আমাকে মারো...মারো না। দুম দুম করে বেশ খানিকটা মারো তো—বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরো—তাহলেই দেখবে তুমি যা চাও আমি তাই হয়ে গেছি! মারো না! ভীষণ মার খেতে ইচ্ছে করছে! একবারে পিষে মারো। মারতে মারতে শুধু বলো, যাবে না, তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না।

আঁখি॥ (পল্লবের চুল মুঠি করে টেনে ধরে) দুধ জ্বাল দিয়ে রাখোনি কেন? আমি এখন খাবো কী? আমার মাথা ধরেছে। গরম দুধ খাবো। (থেমে) কথা না বলেও পারা যায় না!

[পল্লব আঁখির মাথায় চড় মেরে হাসতে হাসতে রান্না ঘরে গিয়ে স্টোভ নিয়ে আসে।]

পল্লব॥ নাও, গরম করে নাও।

আঁখি॥ করে দাও।

পল্লব॥ প্লিজ আঁখি, একটু অ্যাডজাস্ট করো, লক্ষ্মী সোনা বউ! আমি আর ঘন্টাখানেক একটু কাজ করি, অ্যাঁ?

আঁখি॥ অ্যাঁ-ফ্যাঁ না। চাকরি করতে গেছি এক শর্তে। ফিরে এসে আমি যেন রোজ গরম দুধ পাই। লক্ষ্মী সোনা বর, এক বছরে একদিনও তুমি কথা রাখোনি!

পল্লব॥ ঠিক আছে, দুধ গরম করে দিলে আমার আজকের ডিউটি শেষ? আমাকে পড়তে দেবে তো? দুষ্টুমি করবে না তো?

আঁখি॥ একটু একটু।

[*পল্লব আঁখির গালে আস্তে চড় মেরে স্টোভ জ্বালাতে তোড়জোড় করছে।*]

আঁখি॥ চাকরি করে টাকা আনব, এক গেলাস গরম দুধ পাবো না কেন!

পল্লব॥ ও-কে! ও-কে! ঠিকই তো আছে। শালা বুড়িটা ফালতু ভয় দেখিয়ে গেল খানিকটা!

আঁখি॥ বুড়িটা! বুড়িটা কে!

পল্লব॥ (সামলে) না বুড়োটা! ঐ সিগারেটের দোকানের বুড়োটা! বলে ধারে সিগারেট খেলে নাকি ক্যান্সার হয়। বোঝোতো! ...অ্যাই তুমি আমার সিগারেট এনেছ তো? কোটার সিগারেট!

আঁখি॥ পাবে! কোটা পাবে।

[*পল্লব খুশি মনে স্টোভে পাম্প করছে। আঁখি হাত পা ছড়িয়ে খাটে শুয়ে পড়ে। আড়মোড়া ভাঙে। গানের কলি গুনগুন করে।*]

পল্লব॥ কী বৃষ্টি! একটু করে থামছে, একটু করে হচ্ছে! আগস্টের বর্ষা তো! কাল থেকে সব সময় জানালা টানালা সব বন্দ করে রাখব। আর বইপত্র সব গুছিয়ে রাখব। আর তোমার কাপড় শুকিয়ে ইস্তিরি করে রাখব। আর তোমার দুধ ফুটিয়ে রাখব। আর ফেরা মাত্র দরজা খুলেই চুমু খাবো। তাহলে হবে তো?

আঁখি॥ জানো পল্লব, ভাবছি শকুন্তলাদির লেখার কাজটা ছেড়েই দেবো। একটা অন্য চাকরি ধরব এবার!

পল্লব॥ না না! একদিক দিয়ে এটাইতো আরামের চাকরি!

আঁখি॥ উঁ! আরাম না? খুব আরাম! লিখতে লিখতে ঘাড়মাথা টনটন করে। কোমরে ব্যথা ধরে!

পল্লব॥ একটু রেস্ট নিয়ে নিয়ে লেখো না কেন? তোমার শকুন্তলাদিকে বললেই পারো...

আঁখি॥ রেস্ট নেওয়ার সময় আছে নাকি? এই পুজোয় দশখানা ঢাউস উপন্যাসের বায়না নিয়েছে। কাগজের সম্পাদকরা দিনরাত তাড়া দিচ্ছে—

পল্লব॥ দশখানা উপন্যাস! সে তো গোটা একখানা মহাভারত!

আঁখি॥ সেই সঙ্গে ডজন দুচ্চার চ্যাংব্যাং ছোটগল্প!

পল্লব॥ কতগুলো নামালে?

আঁখি॥ একখানাও পুরো কমপ্লিট হয়নি। সব আধা খাঁচড়া হয়ে আছে!

পল্লব॥ মাইকেল মধুসূদনের মতো অনেকগুলো একসঙ্গে ধরে নাকি শকুন্তলাদি?

আঁখি॥ ধরে! ধরে হাঁসফাঁস করে মরে! লিখবো কি! যদি বুড়ির ইমোশান এসে গেল, অর্ধেক কথা মুখ দিয়ে বেরুবেই না! হাপুস হুপুস করবে...যেন দুধভাত খাচ্ছে! (পল্লব হাসে) একটা কথাও তখন বোঝা যায় ন।

পল্লব॥ ঐতো! ঐ ফাঁকটায় তুমি রেস্ট নিয়ে নেবে।

আঁখি॥ দূর! উঠতে দিলে তো? সে তো ভাবছে সে ভালই ডিক্টেশান দিচ্ছে! আমিও যা মনে আসে বানিয়ে বানিয়ে লিখে যাচ্ছি!

পল্লব॥ সে কি! শকুন্তলাদেবীর হয়ে তুমি লিখে দিচ্ছ! তাঁর তো বদনাম হয়ে যাবে! কী লিখতে কী লিখছ!

আঁখি॥ হ্যাঃ! পুজোসংখ্যা অত খেয়াল করে কেউ পড়ে নাকি? পাতা ভরতি হ'লেই হলো।

পল্লব॥ যা খুশি লিখছ! শকুন্তলাদি কিছু বলেন না?

আঁখি॥ বুঝতেই পারে না! বলবে কী? জানো সেদিন আমারই লেখা, আমায় শোনাচ্ছে—দ্যাখ আঁখি, এ জায়গাটায় কেমন গা-ছমছমে রহস্য পাকিয়ে তুলেছি! নিজে যে লেখেনি, তাও ধরতে পারে না!

[*পল্লব হাসে।*]

জানো, বুড়িটা খাটিয়েও নেয় খুব! খানিক খানিক ডিক্টেশন দেবে আর হাপসাবে, ও আঁখি আর পারছি নে, চা কর। ও আঁখি, যা পান সেজে আন। ও আঁখি, ধর ধর টেলিফোনটা ধর!

পল্লব॥ ও সবও তোমাকে করতে হয়?

আঁখি॥ আর কে করবে! নিজে তো নড়তে পারে না! বাড়িতে কে আছে?

পল্লব॥ কেন, তুমি যে বলেছিলে একরাশ নাতিপুতি আছে।

আঁখি॥ সব বাড়ি থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে। লিখতে হবে বলে বাড়ি খালি করে রেখেছে। নাতিপুতি সব সেই পুজোর পরে ফিরবে।

পল্লব॥ বলো, পুজোসংখ্যার পরে।

আঁখি॥ (*একটু থেমে*) একটা চাকরি খুঁজছি। পেতেও পারি। খুব আশা দিয়েছে। হলে, শিগগিরই হবে!

পল্লব॥ উঁ? কোথায়? কী চাকরি?

আঁখি॥ এমন একটা চাকরি, যে কাজটা আমি নিজে করছি বলে মনে হবে...স্বাধীনভাবে! ...ভদ্রলোক আমায় এতো ভরসা দিলেন...

পল্লব॥ কে ভদ্রলোক?

আঁখি॥ (*হেসে*) চাকরি হলে বলব—না হলে বলবই না!

পল্লব॥ এখন ওসব পাগলামি করো না! দাঁড়াও, আমার কাজটা আগে শেষ হোক।

আঁখি॥ কাজ! তোমার কাজে তোমার আনন্দ আছে, খ্যাতি আছে। আমার কি আছে? এই যে দিনের পর দিন পাতার পর পাতা পরের গপ্পো টুকে যাওয়া....এতে আমার কী কৃতিত্ব আছে বলো তো! গল্প ভাল হলেই বা কী, রাবিশ হলেই বা কী! আমার কী! যা হবে ওঁর হবে। ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন, এরকম পরস্মৈপদী কাজে নিজেকে খোয়ানোর

মানে হয় না!...চাকরিটার জন্যে আমি হাপিত্যেশ করে আছি—সব ছেড়ে ছুড়ে দূরেও চলে যেতে পারি পল্লব!

[*হঠাৎ পল্লব স্টোভটা মাটিতে আছড়াতে শুরু করল।*]

কী হ'লো কি, ভাঙবে নাকি! এখনো ধরাতেই পারলে না!

পল্লব॥ (*স্টোভটা আছড়াচ্ছে*) ছাতা, এমন একটা স্টোভ...তেলই উঠছে না। দুধফুদ গরম করতে পারব না, যাও।

আঁখি॥ পল্লব!

পল্লব॥ আমার ঘরে প্রায় পাঁচশো বছর আগের একটা...একটা অমূল্য ঐশ্বর্য রয়েছে—সেটা ফেলে রেখে দুধ গরম করছি! কেন ঠাণ্ডা দুধ খেলে কী হয়েছে? কোনো সেন্স নেই! সারাটা দিন আমায় সবাই মিলে উত্যক্ত করছে! পারব না!

আঁখি॥ (*উঠে বসে*) এই, তুমি নিজেকে কী ভাবো বলত?

পল্লব॥ কিছু ভাবি না। প্লিজ, আমাকে তুমি একটু ছেড়ে দাও।

আঁখি॥ চেঁচাবে না! এমন একটা এয়ার নিয়ে থাকো যেন লেখাপড়ার মর্মটা কেবল তুমিই বোঝ, আর কেউ বোঝে না! নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে একটা কিছু ভাবতে চাইছ! যেন তোমার মতো বিরাট প্রতিভাকে স্টোভ জ্বালাতে বলা, দুধ গরম করতে বলা, একটা মস্ত অপরাধ! অথচ লোকে তোমার জন্যে ঐ কাজগুলো করবে।

পল্লব॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইবার তো বলবে, তুমি আমাকে খাওয়াচ্ছ। পড়াচ্ছ! আমাকে পুষছ! আমি তো তোমার ঘরের দারোয়ান! তোমার চাকর! একটা কলেপড়া ইঁদুর, ইচ্ছে করলেই তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীনভাবে দূর দেশে পাড়ি জমাতে পারো! তাই যদি করবে সেদিন হুটপাট করে বিয়ে করেছিলে কেন?

আঁখি॥ অন্যায় করেছিলাম?

পল্লব॥ বোকামি করেছিলে!

আঁখি॥ বোকামি!

পল্লব॥ ইয়েস...বোকামি! তুমি ভাল করেই জানতে, বিয়ে করেই আমি চাকরি করতে যাবো না। সংসার করতে যাবো না। আমি এম. এ. কমপ্লিট করব, রিসার্চ করব। সব জেনেও গোঁয়ার্তুমি করতে গেলে কেন?

আঁখি॥ গোঁয়ার্তুমি করে সেদিন আমি তোমার পাশে না দাঁড়ালে, তোমার দাদারা তাদের আদরের ছোটভাইকে যে গাঁয়ে গিয়ে সার্ভে অফিসে জমি মাপার কাজ করতে পাঠাতো। অ্যাদ্দূর লেখাপড়া হতো?

পল্লব॥ হতো না-হতো আমি বুঝতাম! তোমাকে আমি বার বার বলেছিলাম, আঁখি যা করছ ভেবেচিন্তে করো। বলিনি, বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি যে আমার সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছ, এতে তোমার লাইফ ডুমড্ হয়ে যাবে! ডিনাই করতে পারো? ...আমি কোথায় থাকব কী খাবো কিছু ঠিক নেই!...সব জেনেও তুমি জোর করতে লাগলে! মায়ের গায়ের গয়না চুরি করে এনে আমায় টেনে নিয়ে গেলে রেজিষ্ট্রি অপিসে! যা করেছ নিজের বুদ্ধিতে করেছ—বা বোকামিতে করেছ! আমি তার জন্যে কোনো ভাবেই দায়ী না!

[*পল্লব পড়া ফেলে ভেতরে গেল। আঁখি জানালাটা খুলে দিল। বাইরে টিপটিপ বর্ষা। আঁখি*

চুপ করে বাইরে তাকিয়ে রইল। হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরল। অন্যমনস্কভাবে ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই জল ছড়াতে লাগল।]

আঁখি॥ (*অভিমানে*) থাকব না তোমার এখানে! ফিরে যাবো কাল মার কাছে! আমার গয়না ফিরিয়ে দাও! মা গয়না ফেরত চেয়েছে! ...কৈ কী হ'লো....দেবে না? ...কেন দেবে না? নিজেই তো খেয়েছ, বই কিনেছ, ঘরভাড়া দিয়েছ! ...এঁ:! আমি ওনাকে জোর করে রেজিষ্ট্রি অপিসে নিয়ে গেছি! নিজে যে আমায় পাগল করে দিয়েছে, তা বলছে না। কলেজে রাস্তায় দেখা হলেই এক প্যানপ্যানানি...আঁখি, আমার আর পড়াশুনো হবে না...দাদারা পড়ার পেছনে আর খরচ করবে না...গাঁয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে...কলকাতা ছাড়লে আমার রিসার্চ করা হবে না...ও আঁখি, আমি সুইসাইড করব! একদিন আবার ঘুমের বড়ি খেয়ে এক কীর্তি বাঁধাল! আরে আমি কোথায় ভাবলুম, ছেলেটা মরবে! তার চেয়ে যা হয় হোক আমার...লাগে লাগুক আমার মা-বাবার প্রাণে ব্যথা...আমি ওকে নিয়ে বাসা করে থাকি...আমি খাটি, ও পড়ুক! এখন লম্বা লম্বা বাৎ ঝাড়ছে, আমার বোকামি হয়েছে! থাকব না, কিছুতে আর থাকব না আমি! একটা কোনো পথ পেলেই চলে যাবো।

[*আঁখি আরো একটুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল আনমনে। ধীর পায়ে আঁখি পড়ার টেবিলের কাছে এলো। আলো এখন কেবল আঁখির মুখটাকে ধরেছে।*]

আমি জানি আমাকে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে ফুরিয়ে যাবে। ঐ পুঁথিটা পাওয়ার পর থেকেই দুরন্ত বেগে ফুরিয়ে যাচ্ছে! (*টেবিলের ওপর থেকে পুঁথিটা তুলে নিল*) আর কিছুদিন পরে যখন তুমি এই আশ্চর্য পুঁথিটার রহস্যভেদ করবে, যখন তুমি এই বিপুল সম্পদ আবিষ্কার করবে, তখন যে একেবারেই কোনো দাম থাকবে না আমার পল্লব। সারা দেশ তোমায় মাথায় নিয়ে হৈচৈ বাঁধাবে, আমি হারিয়ে যাবো। (*ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানে*) তুমি যতক্ষণ নিজেকে গড়ছিলে আমায় দরকার লাগছিল...যখন গড়ার কাজটা শেষ, তখন আঁখি কে? (*একটু পরে*) সেদিনটা আসছে। পল্লব, তুমি যা ভেবেছ তাই সত্যি! তাই সত্যি হতে চলেছে! এ পুঁথি সেই পুঁথি—প্রায় পাঁচশো বছর আগে যা গঙ্গায় ভেসে গিয়েছিল—তারই প্রতিলিপি। তোমার মাস্টারমশাই-এর অসুখের সময় আমি তাঁর ঘরে ক'রাত জেগেছিলাম। উনি আমাকে বলেছিলেন ওঁর ধারণার কথা! কিন্তু আমি তোমাকে বলিনি পল্লব। বলিনি ভয়ে। তুমি বিরাট কিছু হয়ে যাবে সেই ভয়ে...পল্লব আজ সেই ভয়টাই...

[*ঘরে শব্দ হ'লো। দৃশ্যের আলো স্বাভাবিক হ'লো। দেখা গেল পল্লব ঢুকেছে। আঁখির ব্যাগে হাত ঢোকাচ্ছে।*]

ও কী হচ্ছে?

পল্লব॥ সিগারেট!

আঁখি॥ (*তীক্ষ্ণ স্বরে*) সিগারেট-ফিগারেট নেই।

পল্লব॥ বললে যে এনেছ!

আঁখি॥ আনিনি!

পল্লব॥ রোজই তো আনো।

আঁখি॥ আর আনব না,ব্যস!

পল্লব॥ ও-কে! খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। রুটিফুটি কী আছে বার করো!

আঁখি॥ রুটি কি আমার আনবার কথা!

পল্লব॥ বাঃ সকালে বেরুবার সময় তাই তো বলে গেলে!

আঁখি॥ আনিনি!

পল্লব॥ সেই কখন দুপুরবেলা খেয়েছি! পেট চুঁইচুঁই করছে, দাও....

আঁখি॥ আমার কোনো দায় নেই!

পল্লব॥ (একটু পরে) এনেছো!

[পল্লব আবার ব্যাগটা খুলতে যায়। আঁখি ছুটে এসে ব্যাগটা কেড়ে নেয়।]

আঁখি॥ বলছি ব্যাগে হাত দেবে না।

পল্লব॥ কেন, হাত দিলে কী হয়েছে?

আঁখি॥ আমি পছন্দ করি না।

পল্লব॥ তুমি সিরিয়াসলি বলছ!

আঁখি॥ ব্যাগের মধ্যে আমার গোপন কাগজপত্র থাকে, যখন তখন ঘাঁটবে না!

পল্লব॥ মরুকগে কাগজপত্তর! আমাকে রাত জাগতে হবে। খেতে দাও।

আঁখি॥ বলছি তো আমায় কিছু বলবে না!

[আঁখি ব্যাগটা খুলে একটা মোটা মোড়ক বার করে। পল্লবকে আড়াল করে মোড়কটা খাটের নিচে রাখা স্যুটকেশের মধ্যে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়।]

আঁখি॥ (হাতব্যাগটা ছুঁড়ে দেয় পল্লবের দিকে—) নাও ব্যাগটা খাও!

পল্লব॥ আঁখি!

আঁখি॥ (ডুকরে কেঁদে ওঠে) নিষ্কৃতি দেবে আমায়!

পল্লব॥ আমাকে দিতে হবে কেন? তার ব্যবস্থা তো নিজেই করেছ। (চিঠিটা বার করে ছুঁড়ে দেয়) শিলচরে তোমার চাকরি হয়েছে! অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার! (আঁখি চিঠিটা নেয়) শিলচরের বনলতা সেন!

আঁখি॥ বনলতা সেন! এসেছিলেন!

পল্লব॥ কাল সকাল দশটায় ফ্লাইট! আমায় না জানিয়ে তুমি পার্ক হোটেলে ইন্টারভিউ দিয়েছ!...বলেছ ঘন্টা কয়েকের নোটিশে কলকাতা ছাড়বে, আমায় ছাড়বে!...পেলে তো নিষ্কৃতি! (চিঠিটা হাতে নিয়ে অদ্ভুত চোখে পল্লবের দিকে তাকিয়ে থাকে আঁখি) দাও, এবার এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দাও। যাওয়ার আগে দিয়ে দাও।

[বাইরের দরজা ঠেলে হর্ষ ঢুকল।]

ঐ যে! হর্ষবাবু তোমায় নিতে এসেছেন! আর কি, তৈরী হয়ে নাও।

[আঁখি সলাজ হাসিতে ছুটে ভেতরে গেল।]

হর্ষ॥ ওকে নয় পল্লববাবু, নিতে এলাম আপনাকে।

পল্লব॥ আমাকে?

হর্ষ॥ হুঁ, পিসিমার ইচ্ছে, কাজটা আপনি নিন। বুড়ি আপনার কষ্টের কথা ভেবে মুষড়ে পড়েছেন। আমি অবশ্য তাঁর প্রস্তাবটা এখনো মেনে নিতে পারছি না—তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছেটাই তো থাকবে।

পল্লব॥ আমায় শিলচরে যেতে হবে!

হর্ষ॥ উনি মনে করছেন, চাকরিটা পেলে আপনি স্বনির্ভরতা পাবেন।

পল্লব॥ কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে পিসিমার লাইব্রেরী পাচ্ছি? আর সেই ষোড়শ শতাব্দীর পুঁথিখানা...

হর্ষ॥ পাচ্ছেন একটি বিশাল লাইব্রেরী, অফুরন্ত সময়। নগেন্দ্রবালা মাতৃমন্দিরে পরিবেশ শান্ত নির্জন। যদি রাজি থাকেন—কাল সকাল দশটায় ফ্লাইট। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রেও ঐ এক কণ্ডিশন। শিলচর যাবেন আপনি, আঁখি নয়।

পল্লব॥ রাজি....আমি রাজি!

হর্ষ॥ জানতাম রাজি আপনি হবেনই।

[*হর্ষ একটি লম্বা মুখ আঁটা খাম পল্লবের হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পল্লব চিঠি হাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আলো নিভল।*

কয়েক ঘণ্টা পরে। মধ্যরাতে বৃষ্টি থামেনি। আলো জ্বলছে পড়ার টেবিলে। পল্লব টেবিলে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছে। আঁখি খাটে ঘুমোচ্ছে। একটু পরে পল্লব বাচ্চা ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।]

পল্লব॥ আমি একটা সেলফিস...আমি শুধু আমারটা ছাড়া কিছু বুঝি না! তোমর জীবনটা আমি নষ্ট করেছি, করছি। আমি তোমাকে এক্সপ্লয়েট করছি। (*পল্লব টেবিলে মাথা কোটে*) আঁখি যখন তুমি ঘরে থাকো না...যখন দুপুরবেলা, রাস্তাঘাটে একটা লোক থাকে না...যখন বৃষ্টি নামে—যখন আমি ঘরের মধ্যে একা...শুধু বই আর আমি...চারদিক ফাঁকা...তখন মনে হয়, হয়ত সারাজীবনই আমি তোমায় এক্সপ্লয়েট করে যাবো...আঁখি, তখন আমার নিজের ওপর ঘেন্না হয়...ইচ্ছে হয় ঘুমের বড়ি খেয়ে মরে থাকি ঘরের মধ্যে! ভীষণ...ভীষণ ইচ্ছে করে মরতে! (*টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বার করে*) আঁখি তোমায় ফেলে আমি...শিলচরে চলে যাবো? স্বনির্ভর হবো? গবেষণা শেষ করব! কেন এমন সাংঘাতিক ইচ্ছেটা হ'লো! ওঃ কী এক পুঁথি দিয়ে গেলেন মাস্টারমশাই, আমি তোমাকে ছাড়ার কথাও ভাবছি! (*কৌটো খুলে অনেকগুলো বড়ি করতলে রাখে*) কাল তোমার কাছ থেকে কী বলে বিদায় নেব! তুমি তো হাসবে! আমায় ঘেন্না করবে! তার চেয়ে মরে যাই! তোমাকে ছেড়ে যাবার আগে মরব আঁখি।...একবার এই বড়ি আমি খেয়েছিলুম। দাদারা যখন আমার পড়া বন্দ করে দিয়েছিল। আজও এই ঘুমের বড়ির সে স্বাদ আমার জিবে জড়িয়ে আছে। সেই ঝিমঝিমুনি এখনো মাথার মধ্যে আটকে রয়েছে আমার...ঠিক এই টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার মত ঝিমঝিম...আমি মরব আঁখি....

[*পল্লব বড়িগুলো মুখে দেয়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ভেতরে। আঁখি ঘুমুচ্ছে। টেবিলল্যাম্পটা জ্বলছে।*

কয়েক ঘণ্টা পরে। ভোরের আলো ঢুকছে ঘরে। বাইরের দরজায় টোকা পড়ে। আঁখি জেগে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খোলে। শিলচরের বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে।]

আঁখি॥ ওমা, শকুন্তলাদি! ভোরেই এসে গেছ!

শকুন্তলা॥ (*ফিসফিস গলায়*) সারারাত ছটফট করেছি। তোদের কী হ'লো ভাবতে ভাবতে রাত পোহালো! কাল বড় ভয়ঙ্কর খেলাটা খেলে গেছি তো! সে কোথায়? হ্যাঁরে রাতে

কী হ'লো? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?

আঁখি॥ (*শকুন্তলার গলা জড়িয়ে*) জানো দিদি...কাল সারারাত ও কেঁদেছে। শুধু একটাই কথা, মরে যাবো সেও ভাল—তবু আঁখিকে ফেলে শিলচর যাবো না। কোনো সুখের পেছনে ছুটবো না। সে যত বড় সুখই নাকি হোক!

শকুন্তলা॥ কী দেখলি গবেষণা বড়, না তুই বড় ওর কাছে?

আঁখি॥ আমি! আমি!

শকুন্তলা॥ তাহলে আর কোনো ভয় নেই তোর?

আঁখি॥ ন্‌না! একটুও না।

শকুন্তলা॥ (*আঁখির থুতনি নেড়ে*) মেয়ে ভয়েই মরে—ঐ পুঁথি যদি পাঁচশো বছরের আগের গঙ্গার সেই পুঁথি হয়, তবে তো বর আমাকে আর তোয়াক্কা করবে না!—দুভাবে টেস্ট করেছি। একবার তোকে চাকরি দিয়ে শিলচরে নিয়ে যেতে চেয়েছি—আর একবার ওকে চাকরি দিয়ে। দেখা গেল, কোনোবারই ও তোকে ছাড়ল না।

[*আঁখি রাঙা মুখখানা নিচু করে ঘাড় নাড়ল।*]

আজ থেকে মন দিয়ে লিখবি তো? (*আঁখি ঘাড় নাড়ল*) চল্, অনেক লেখা বাকি!...কই, বরকে ডাক।

আঁখি॥ সে তো কাল সুইসাইড করেছে!

শকুন্তলা॥ অ্যাঁ?

আঁখি॥ এখন অবশ্য রান্নাঘরের সামনে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে! (*ভেতরের দিকে তাকিয়ে*) আরে ওঠ! ওঠ! গবেষকরা এতো বেলা অবধি ঘুমোয় কী করে রে বাবা! শুনছ, শকুন্তলাদি আজ তাড়াতাড়ি যেতে বলছেন। নতুন উপন্যাস ধরা হবে। দুধটা দিয়ে গেলে জ্বাল দিয়ে রেখো। আর দুপুরের খাওয়াটা আজ শকুন্তলাদির বাড়ি থেকে আসবে। আর ঐ ইস্তিরিবুড়োর কাছে তোমার একটা প্যান্ট আর পাঞ্জাবি রয়েছে ক'দিন ধরে। ওগুলো এক ফাঁকে এনে নিয়ো, বুঝলে? ওরে বাবা, ওঠো না! এমন নক্সা করছে যেন কাল রাতে সত্যি সত্যি ঘুমের বড়ি খেয়েছে! তোমার যে একটু ও বাতিক আছে, সেটা বুঝে ঘুমের বড়ি সরিয়ে সব সময় যে আমি দিদির কথামতো চিনির দলা পুরে রাখি, তা কি জানো স্যার? এদিকে এসো...

[*আঁখি বাইরে গিয়ে পল্লবকে টেনে আনে।*]

এই যে শিলচরের বনলতা সেন! (*খিলখিল করে হেসে ওঠে*) তুমি কী গো, একবারো মনে হ'লো না, ওটা সাজানো নাম! লেখক লেখিকার ছদ্মনাম ওইরকম হয়, যেমন বনফুল...

পল্লব॥ আপনি...আপনি কে...

আঁখি॥ দ্যাখো! ঐতো আমার শকুন্তলাদি!

পল্লব॥ শকুন্তলাদি! কাল তাহলে যা-যা ঘটেছে...

শকুন্তলা॥ (*পল্লবের চুলের মুঠি ধরে*) এই ছেলেটা ভেলভেলেটা শিলচরে যাবি...একটা রাঙা পয়সা দেব, মেঠাই কিনে খাবি! হ্যাঁরে আঁখি, কাল তোদের যে ইংলিশ কেক আর ইটালিয়ান পিৎজা খেতে দিয়েছিলুম, ওকে দিয়েছিলি তো!

আঁখি॥ উঁহু! সব বাক্সে তুলে রেখেছি।

শকুন্তলা॥ সে কি! সারারাত না খেয়ে...দিলি না কেন?

আঁখি॥ কেন দেব? আমায় ছেড়ে একাই শিলচরে যেতে চাইল কে? থাকুক না খেয়ে। না খেয়েই তো মাঝরাতে আসল কথাটা পেট থেকে বেরুল গো!

শকুন্তলা॥ না না...দে দে, মুখটা শুকিয়ে আছে। বেচারাকে আর ভোগাস না! (*পল্লবকে*) আরে তুমি কেমন ছেলে হে, আমাকে বসতে বলছ না কেন?

পল্লব॥ বাবা, আপনি তো পুরো একটা উপন্যাসই লিখে গেলেন আমাদের ঘরে এসে। রেগুলার মিষ্ট্রি থ্রিলার।

শকুন্তলা॥ তোমার ঐ পুঁথিখানা মোর মিস্টেরিয়াস! আমরা সবাই চেয়ে আছি—শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত শোনার জন্যে।

পল্লব॥ (*চেয়ার এগিয়ে দেয়*) বসুন...বসুন...

শকুন্তলা॥ নো থ্যাঙ্কস্! নতুন উপন্যাস ধরতে হবে। সময় নেই। (*বাইরের দরজায় হর্ষ*) ঐ যে সম্পাদক মশাই সাতসকালেই তাড়া লাগাতে হাজির। মহালয়ায় পুজোসংখ্যা বার করবে। বেচারীর ঘুম নেই।

হর্ষ॥ পুজো সংখ্যার আগে সম্পাদকরা লেখকদের ফাইফরমাস খাটে ভালো লেখাটা পাওয়ার জন্যে। কাল রাতে আমাকেও খাটতে হয়েছে। মনে রাখবেন, যা করেছি—এই লেখিকা আর ঐ অনুলেখিকার আদেশে। (*সকলে হাসে*) আশা করি এবার একটা ভাল লেখাই পাচ্ছি শকুন্তলাদির কাছ থেকে, আর মহালয়ার আগেই পাবো?

শকুন্তলা॥ পাচ্ছ—পাবে। ও আঁখি আয় আয়—আমি গাড়ি এনেছি।

আঁখি॥ আসছি। তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো না বাপু...

শকুন্তলা॥ আয়, আর দেরি করিসনে। চলো হে সম্পাদক।

[*শকুন্তলা ও হর্ষ হাসতে হাসতে চলে যায়। আঁখি বাক্স খুলে সেই মোড়কটা বার করে। খোলে। খাবারগুলো পল্লবের সামনে রাখে।*]

আঁখি॥ খাও।

[*আঁখি চলে যাচ্ছে।*]

পল্লব॥ আঁখি....

[*পল্লব আঁখির হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে আসে।*]

আঁখি॥ না! সময় নষ্ট করো না! খেয়েদেয়ে টেনে পড়াশোনা করো।

[*নেপথ্যে মোটরের হর্ন। আঁখি হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।*]

মহাবিদ্যা

চরিত্র

মহারাজ
দেওয়ান
কোতোয়াল
সান্ত্রী
গৌরহরি
তুলসীদাস

[এক দেশে, নিশুতি রাতে, রাজধানীর ঘুমন্ত গৃহস্থ-পল্লীতে একটি বাড়ির সদর দরজা খুলে সন্তর্পনে পথে বেরিয়ে এলো একটি বউ। কুলবধূ সালংকারা। হাতে পায়ে কোমরে গায়ে নানান গহনা, ঝুনঝুন বাজছে। মাথায় লম্বা ঘোমটা আর কাঁখে চকচকে একটি কলসি। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চারদিক লক্ষ্য করে নিয়ে বউটি, কেন বলা যায় না, কোমরটিকে একটু বেশী বেশী দুলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ দূর থেকে নৈশ প্রহরীর হাঁক ভেসে এল। বউটি ভয় পেয়ে দেয়াল ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে যেই আবার পথ ধরেছে, আবার নৈশ প্রহরীর হাঁক। এবার কাছে পিঠেই। বউটি ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘোমটা-পরা মুণ্ডুটা বাইরে বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

টহল দিতে দিতে নৈশ-সান্ত্রী ঢুকল। তার জীর্ণ মলিন পোশাক আর বেঢপ ঢলঢলে জুতোয় মালুম হয়—এদেশটা অনুন্নত কিংবা উন্নতিশীল অথবা নিতান্তই উন্নতিকামী। বেচারা খোঁড়াচ্ছে। পদক্ষেপনে পদমর্যাদা ধরে রাখতে পারছে না কিছুতে। রাস্তার কাগজ, কাপড়ের টুকরো কুড়িয়ে গোড়ালিতে গুঁজে কত ভাবে না মানিয়ে নেবার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত হাতের বর্শা লণ্ঠন নামিয়ে এই বাড়ির দরজায় বসে পড়ল। সান্ত্রী জানেই না যে সে বৌটির পথ আটকে বসে আছে। বউটি অগত্যা বাড়ির দরজা বন্দ করে ভেতরে অদৃশ্য হলো। জুতো খুলে আহত গোড়ালিতে ফুঁ দিচ্ছে সান্ত্রী।]

সান্ত্রী॥ ফুঁ! ফুঁ! ইসস্! ফোসকাটা টোসকে গেছেরে! উরিরিরি ফুঁ!... (এক হাতে জুতো তুলে) মাল বটে একখানা! আমার সঙ্গে আমার চোদ্দ পুরুষের হাত-পা ঢুকে যাবে। জুতো না পাতকুয়ো রে!...ফুঁ! ফুঁ! ...এই পরে পাহারাদারি...রাতদুপুরে পায়চারি...চোরদস্যু ধরাধরি। মরুক গে যাক্...এই বসলুম...রাজ্য রসাতলে যাক্। দেশ আগে না পা আগে! সারারাত আজ এই খানেই বসে থাকবো। ..ফুঁ! ফুঁ!

[সান্ত্রীর পেছনের দরজাটা আবার খানিকটা খুলে গেছে। ঘোমটা ঢাকা বউটি সান্ত্রীকে একপ্রস্থ চড় ঘুষি লাথি দেখিয়ে আবার দরজা ভেজিয়ে দিল। সান্ত্রীর অবশ্য দরজা ছাড়ার আশু সম্ভাবনা নেই।]

সান্ত্রী॥ ...কোতোয়াল মশাইকে কত বলি, প্রভু এক জোড়া ফিটিং জুতো কি এজন্মে পাব না? গুয়োর ব্যাটা কোতোয়াল দেওয়ানকে ঠেকাবে...দেওয়ান মহারাজকে দেখাবে। তিনি হুমকি লাগাবেন, পা বড় কর্। মর শালারা! ফুঁ-উ-উ! ফুঁ-উ-উ...

[পেছনের দরজা খুলে বউটি সান্ত্রীকে বক দেখিয়ে আবার অদৃশ্য হ'লো। বউটির মুখ দেখা গেল না কখনো।]

সান্ত্রী॥ সর্বমোট একান্ন জোড়া জুতো আছে এই রাজ্যে। মানে—এই জুতো। নৈশ সান্ত্রীদের জন্যে লোহার পাত বসিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত। যার যখন ডিউটি পড়বে, একান্ন জোড়ার একজোড়ায় পা গলাতে হবে। সে তোমার খাটুক বা না খাটুক! ফুঁ...এমন একান্নবর্তী পাদুকা কোন্‌দেশে আছে বাপু?

[*দরজার ফাঁক দিয়ে বউটি ঝাঁটার গোড়া দিয়ে সান্ত্রীর মাথায় খোঁচা মেরেই অদৃশ্য হয়।*]

সান্ত্রী॥ কে রে! মারলো কে? কাঠবেড়ালিই হবে! ল্যাজের ঝাপটা মেরে গেল! (*চিন্তা করে*) না কি...কোতোয়াল না তো? বসার জো আছে? দেশে চুরি চামারি বাড়ল কেন—তদন্ত সমিতি বসেছে। কোতোয়াল দেওয়ান মায় মহারাজা পর্যন্ত মাঝরাতে পথে পথে বেড়ালের মত হামা দিয়ে বেড়াচ্ছেন....লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছেন...একটু বসতে দেখলেই...(*আধখানা দেহ তুলে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ঘুরিয়ে*) কে? কোতোয়াল মশাই নাকি? একটু টিফিন করছি প্রভু..হেঁ হেঁ হেঁ...না, কোতোয়াল না। হলে টিফিনের নাম শুনে কোতোয়াল শালা ছুটে এসে টিফিনে ভাগ বসাতো। ফুঁ! ফুঁ! (*পা-টা কোলের উপর তুলে নিয়ে*) আঃ চিরকাল তো পরপদসেবা করলাম, আজ নিজের পদসেবা করি। (*কোলের উপর পা-টা নাচাতে নাচাতে পা-কে উদ্দেশ করে*) আহা কি হয়েছে...আহা উঁহু...ফুঁ! ফুঁ! কাঁদে না...কাঁদে না...

[*চিড়বিড়ে জ্বালায় সান্ত্রী কাঁদছে। আপনমনে টলতে টলতে ধাঙড় তুলসীদাস ঢোকে। রঙচঙা জামা কাপড় পরা, মাথায় ফুলতোলা টুপি, বগলে মদের বোতল আর বুকে মেডেল ঝুলছে। তুলসীদাস নেশায় চুরচুর।*]

সান্ত্রী॥ (*লাফিয়ে উঠে*) হুকামদার।

তুলসীদাস॥ (*ধড়ফড় করে জড়িত গলায়*) আমি...আমি বাবা, আমি মালদার। দেখতে পাচ্ছ না, দেদার মাল টেনে আমি 'গিহদ্বার' খুঁজে বেড়াচ্ছি...

সান্ত্রী॥ ব্যাটা তুলসীদাস!

তুলসী॥ (*নমস্কার করে*) তুলসীদাস...ধাঙড় তুলসীদাস...মহারাজের ধাঙড়। তুই কে?

সান্ত্রী॥ মহারাজের সান্ত্রী।

তুলসী॥ দুস্ শালা ফেকলু।

সান্ত্রী॥ ফেকলু!

তুলসী॥ আবার কী? তোর সঙ্গে মহারাজের সম্পক্কো কী? কিস্সু না। আমি ধাঙড়...মহারাজের মলমূত্র সাফা করি। ঘনিষ্ঠ সম্পক্কো।

সান্ত্রী॥ ওটা একটা সম্পর্ক হ'লো?

তুলসী॥ হ'লো না? মহারাজের ময়লা আমি দুহাতে ধরি...তুই তো চোখেও দেখিস না, হে হে হে...(*গান ধরে*) ফুল তুলিতে বনে এলাম...ভাগ্যে তোমার দেখা পেলাম...এবার মনের কথা খুলে বল্‌না ...কি বলবি তাই বল্‌না....(*থেমে*) দ্যাখ মহারাজ আমার কাজে খুশি হয়ে মেডেল বকশিস করেছে ...আমি ফুর্তি করে শিস দিতে দিতে ঝুপড়িতে ফিরছি। কিন্তু তুই! (*সান্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তুলসী সান্ত্রীর চিবুক ধরে*) বল্ না—কী বলবি তাই বল্ না।

সান্ত্রী॥ ভাগ্ শালা।

তুলসী॥ বল্ না...আমার ঝুপড়িটা কোন্ দিকে বল্ না...

সান্ত্রী॥ মারবো টেনে লা-লা...(*লাথি ছুঁড়তে গিয়ে আহত গোড়ালি টাটিয়ে ওঠে*) ফুঁ-ফুঁ! নিজের ঝুপড়ি নিজে খুঁজে নিগে যা...

তুলসী॥ কী ভেবেছিস! ঝুপড়ি হারিয়ে ফেলেছি! ভুট্! ঝুপড়িই আমায় হারিয়ে ফেলেছে।

দ্যাখ্‌ সোজা হেঁটে ঝুপড়িতে ফিরে যাবো ...তারপর মাছভাজা খাবো...তারপর ভোরবেলা ঝাঁটা বালতি নিয়ে মহারাজের ময়লা সাফা করবো। (*গান ধরে*) ফুল তুলিতে বনে এলাম...

[*কয়েক পা টলমল করে এগিয়ে তুলসীদাস ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।*]

সান্ত্রী॥ উঃ! সোজা হেঁটে যাবো! খা শালা, বাকি রাতটা ডানা ভাঙা কোকিলের মত পথের ধুলো খা! (*ভেংচি কেটে*) ফুল তুলিতে বনে এলাম...কোন্‌ কুঞ্জবনে গিয়েছিলে? মাথায় টুপি...গায়ে আতর...পায়ে জু...

[*সান্ত্রী খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে তুলসীদাসের পা থেকে এক পাটি জুতো খুলে নিয়ে নিজের পায়ে পরে। বেশ আরাম বোধ করে। লণ্ঠন ধরে আর এক পাটি খোঁজে।*]

সান্ত্রী॥ আর এক পাটি কোথায় ফেলল!

তুলসী॥ (*ঘাড় তুলে*) আমার এক পাটি!

সান্ত্রী॥ মানে! এক পায়ে জুতো পরে বেরিয়েছিলি বলতে চাস?

তুলসী॥ দুপায়ে পরলে যদি কেউ খুলে নেয়? মাল খেলে তো আমার কোন হুঁশ থাকে না। হুঁ হুঁ বাবা এক পাটি কেউ নেবে না।

সান্ত্রী॥ (*তুলসীর জুতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়*) আমার বাবাও তোর মত এতো সতক্কো মাতাল ছিল না...

তুলসী॥ আমায় একটু কোলে তুলে নিবি কাকু?

সান্ত্রী॥ কোলে তুলে নেব!

তুলসী॥ কাকু, তাই সান্ত্রী। ছেলেপুলে রাস্তায় পড়ে গেলে কোলে বসিয়ে ঘরে পৌঁছে দেওয়া তোর ডিউটি।

সান্ত্রী॥ আমার ডিউটি তো খুব জানা আছে... ধেড়ে ধাঙড়, তুই ছেলেপুলে!

তুলসী॥ দুধ খেলে আর মাল খেলে ছেলেপুলে বলে, হুঁউ! কাকু আমি তোর ছেলে...মাছভাজু খাবো..

[*তুলসী সান্ত্রীর হাঁটু ধরে ঝুলে পড়ে।*]

সান্ত্রী॥ হাট শালা।

তুলসী॥ দে না—কাকু মাছভাজু দে না—ও কাকু দে না—

[*পা ঝাড়া দিয়ে তুলসীকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বর্শার গোড়া দিয়ে খোঁচাতে শুরু করে।*]

সান্ত্রী॥ ওঠ্‌। ওঠ্‌। যাতায়াতের পথে পড়ে থাকতে দেব না। ওঠ্‌ বলছি—

[*খোঁচা খেতে খেতে তুলসী উঠে পড়ে।*]

তুলসী॥ দেখলি তো কেমন গুঁতোটা মারিয়ে নিলুম।

সান্ত্রী॥ মারিয়ে নিলি!

তুলসী॥ খুব দরকার ছিল। গুঁতো না খেলে আজ আমি পথেই পড়ে থাকতাম! তাইতো তোকে দিয়ে মারিয়ে নিলুম। চলি...

[*খপ করে সান্ত্রীর লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে তুলসী বাড়ির পথ ধরে।*]

সান্ত্রী॥ অ্যাই! অ্যাই! লণ্ঠনটা দিয়ে যা...

তুলসী॥ এতো আমার লণ্ঠন...

সান্ত্রী॥ মারব এক চাপড়।

তুলসী॥ মাইরি...এই দ্যাখ আলো ছড়াচ্ছে। আমার লণ্ঠন আলো ছড়ায়...

সান্ত্রী॥ তোর বাপের লণ্ঠনও আলো ছড়ায়....

তুলসী॥ তা'লে এটা আমার বাপের লণ্ঠন। চলি...

সান্ত্রী॥ অ্যাই ধাঙড়!

তুলসী॥ এ কী রে। চার পাঁচটা লণ্ঠন দেখছি কেন রে!

সান্ত্রী॥ ঐ চার পাঁচটা তোর...এটা আমার। দে...

[*তুলসীর গালে চড় কসিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে ঘুরতেই সান্ত্রীর সামনে পড়ে বাড়ির খোলা জানালাটা। থমকে দাঁড়ায় সান্ত্রী। আলোটা বাড়ায়। ভেতরে উঁকি দেয়। সান্ত্রীর চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।*]

তুলসী॥ (*রাগে কাঁপতে কাঁপতে*) তুই...তুই মারলি! একটা শিশুর গায়ে হাত দিলি তুই! কী করব, এখন আমার গায়ে বল নেই...নালে তোর গায়ের চামড়া আমি গুটিয়ে দিতুম! কাল সকালেও যে তোকে কিছু করব, তারও উপায় নেই। সকালে আমার রাতের কথা কিছু মনে পড়বে না। কে যে আমায় মারল...সব ভুলে যাব! খুব বাঁচা বেঁচে গেলি। যাঃ...

[*তুলসী চলে যাচ্ছে।*]

সান্ত্রী॥ (*ঘুরে চাপা উত্তেজনায়*) তুলসী...অ্যাই তুলসী—

তুলসী॥ যাঃ, তোকে মাপ করে দিলুম....

সান্ত্রী॥ কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া ভাই, আঁধারে পড়ে মরবি। শোন, আমি তোকে লণ্ঠন ধরে ঝুপড়িতে পৌঁছে দেব...তুই শুধু একটা ছোট কাজ আমার করে দে ভাই লক্ষ্মী সোনা...

তুলসী॥ না...তুই আমায় মারলি!

সান্ত্রী॥ আরে আমি কোথায় মারলুম, তুই তো আমায় দিয়ে মারিয়ে নিলি।

তুলসী॥ তাই? আমি মারিয়ে নিলুম? তবে কাজটা তোর করে দেব। কই, তোর কাজ কই...

সান্ত্রী॥ শোন, আগে বলতো ভাই, তোকে দিয়ে আমি এখন যে কাজটা করিয়ে নেব, নেশা ছুটে গেলে সেটা কি তোর মনে পড়বে?

তুলসী॥ ভুট্। কাজ কি বলছিস...এই যে নেশা করেছি...কাল সকালে সে কথাটাও আমার মনে থাকবে না।

সান্ত্রী॥ ঠিক তো? কাল সকালে মহারাজের ময়লা সাফ করতে গিয়ে বলে ফেলবি না তো, সান্ত্রী আমায় দিয়ে ইয়ে চুরি করে নিয়েছে! আচ্ছা, কাল সকালে তুই আমাকে সনাক্ত করতে পারবি?

তুলসী॥ তোকে তো আমি আজই সনাক্ত করতে পারছিনে। (*সান্ত্রীর মুখ ধরে*) তুই কে বলতো?

সান্ত্রী॥ হবে...তোকে দিয়েই হবে...আয়, এদিকে আয়...

[*তুলসীকে টেনে নিয়ে সান্ত্রী জানালার সামনে আসে। লণ্ঠন তুলে ধরে।*]

সান্ত্রী॥ কী দেখছিস?

তুলসী॥ (*ভেতরে উঁকি দিয়ে*) কিছু না!

সান্ত্রী॥ ভালো করে দ্যাখ্...

তুলসী॥ (*চোখ রগড়ে*) তাইতো রে কাকু...এ যে সপ্নের কিন্নরী।

সান্ত্রী॥ চেঁচাস নে। বউটা ঘুমুচ্ছে। জেগে গেলে কাজটা হবে না...

তুলসী॥ কার বউরে কাকু?

সান্ত্রী॥ জানিনে...

তুলসী॥ ও বউ, তুমি কার গো?

সান্ত্রী॥ চুপ! যার হোক তোর কী?

তুলসী॥ মুখখানা দেখা যাচ্ছে না কাকু। ঘোমটা দিয়ে ঘুমুচ্ছে কেন রে কাকু! ও বউ ঘোমটা তোল....

সান্ত্রী॥ (*দাঁতে দাঁতে চেপে*) মাতালটা ডোবালো। চুপ কর! ঘরে মালপত্তর কী দেখছিস?

তুলসী॥ (*জানালায় হুমড়ি খেয়ে*) শালা। গায়ে রাশ রাশ গয়না।

সান্ত্রী॥ তা আছে। হাতে বাজুবন্ধ...গলায় হার, মাজায় গোঁট বিছে...পায়ে নুপুর..

তুলসী॥ বউটা একা একা ঘুমুচ্ছে কেন রে?

সান্ত্রী॥ (*চাপা আনন্দে*) বরটা নেই।

তুলসী॥ মরে গেছে?

সান্ত্রী॥ মরবে কেন? বাড়ি নেই! দেখছিস না খাটে দ্বিতীয় বালিশ নেই। বালিশ নেই মানে বর ঘরে নেই (*মহানন্দে*) শালা কোন পুরুষ মানুষই নেই।

তুলসী॥ (*ফিঁৎ করে কেঁদে*) বউটার কি কষ্ট নারে কাকু?

সান্ত্রী॥ ছেড়ে দে। বউ ছাড়া ঘরে আর কী দেখছিস?

তুলসী॥ বড় বড় তোরঙ্গ।

সান্ত্রী॥ ছেড়ে দে। আর কী?

তুলসী॥ বাসনপত্তর। থালা বাটি...কত বড় কলসী।

সান্ত্রী॥ ছেড়ে দে। খাটের নিচে তাকা...কী দেখছিস?

তুলসী॥ কিস্‌সু না।

সান্ত্রী॥ (*তুলসীর ঘাড় ঠেসে ধরে*) ভালো করে দ্যাখ্।

তুলসী॥ (*চেঁচিয়ে ওঠে*) কত জুতো!

সান্ত্রী॥ চুপ! (*চারধারে এক চক্কর ঘুরে এসে*) চুপ! একজোড়া জুতো বার করে আনতে হবে তুলসীদাস।

তুলসী॥ জুতো!

সান্ত্রী॥ (*জানালা দিয়ে দেখায়*) ঐ যে ঐ জোড়া। ঐ যে জরির ফুল তোলা...আহা পায়ে দিয়ে আরাম...শীত গ্রীষ্ম বর্ষা...মচমচ, মচমচ! ঐ জোড়া...

তুলসী॥ খালি জুতো!

সান্ত্রী॥ খালি জুতো...যদিও মেয়েমানুষের জুতো...তা হোক্ ...আমার পাও তেমন কিছু বড় না! ...খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মেয়েমানুষের মাপেই এসে গেছে। হাল্কা জিনিস...হরিণীর মত ছুটে বেড়াবোরে। আহা...আহা...

তুলসী॥ খালি জুতো!

সান্ত্রী॥ হ্যাঁরে ব্যাটা হ্যাঁ...খালি জুতো! (বাড়ির দেওয়াল দেখিয়ে) শোন্ এখানটায় একটা গত্তো কাটতে হবে।

তুলসী॥ গত্তো!

সান্ত্রী॥ সিঁদ। সিঁদ কেটে ঢুকে যাবি।

তুলসী॥ কেটে দাও, ঢুকে যাচ্ছি!

সান্ত্রী॥ চুপ! (*এক চক্কর ঘুরে চারপাশটা দেখে নিয়ে*) আমি আমার হাত দিয়ে কাটবো না! তোর হাতে কাটিয়ে নেব। (*বর্শাটা তুলসীর হাতে দেয়*) নে, লেগে পড়্।

তুলসী॥ খালি জুতো!

সান্ত্রী॥ চুপ! কলের গানের মত খালি জুতো...খালি জুতো! গত্তো কর্...(*তুলসীদাস গত্তো খুঁড়তে শুরু করে*) হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যাবি, মাল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবি। ভুলেও ব্যাটা দাঁড়াতে যাস্ না...টলে পড়ে যাবি। হামাগুড়ি...হামাগুড়ি....

তুলসী॥ (*গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে*) খালি জুতো!

সান্ত্রী॥ (*চিৎকার করে*) খালি জুতো...খালি জুতো...খালি জুতো! সোনাদানা টাকাকড়ি জামা কাপড় বাসনকোষন কিছু চাইনে। খালি জুতো। জুতো ছাড়া আবার কী রে। মাপ মতন জুতো না হলে..ইচ্ছে মতন চোর ডাকাতের পশ্চাদ্ধাবন করা যাচ্ছে না। চাকরির পদোন্নতিও হচ্ছে না। পায়ের তলের জুতো যদি কাউকে অবিরাম গুঁতো মারে, তার পক্ষে জীবনে কিছু করা সম্ভব! হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ব্যাটা, জুতো এনে দে...

তুলসী॥ সান্ত্রীজী, তুমি চুরি করা জুতো পরে চোর ধরবে! হেঃ হেঃ হেঃ!

সান্ত্রী॥ চুপ! (*তুলসী আরো জোরে হাসে*) চুপ! (*তুলসী আরো জোরে হাসে*) চুপ! চুপ! চুপ!

[*হঠাৎ মাঝ পথে হাসি থামিয়ে তুলসীদাস পরিষ্কার জড়তাহীন গলায় বলে*—]

তুলসী॥ তুমি আমাকে দিয়ে গেরস্তর জুতো চুরি করাচ্ছো সান্ত্রীজি!

সান্ত্রী॥ আস্তে! আস্তে! পাড়া জাগিয়ে ছাড়ল রে ব্যাটা।

তুলসী॥ আমি তোমার জন্যে জুতো চুরি করছি!

সান্ত্রী॥ তাতে কী হয়েছে। ব্যাটা নেশার ঘোরে করেছিস! তোর কাছে জুতোও যা...শালগ্রাম শিলাও তাই...

তুলসী॥ না, নেশার ঘোরে নেই...আমার তো নেশা ছুটে গেছে গো...

সান্ত্রী॥ সে কি? তোর নেশা ছুটে গেছে!

তুলসী॥ তুমিই তো ছুটিয়ে দিলে। মাতাল ধাঙড়কে একা পেয়ে অপকম্মো করিয়ে নেওয়া। বজ্জাত কাঁহাকা!

[*তুলসীদাস বর্শার ফলাটা সান্ত্রীর পেটে চেপে ধরে।*]

সান্ত্রী॥ অ্যাই অ্যাই তুলসী...কী হচ্ছে ভাই...ঢুকে যাবে।

তুলসী॥ জুতো চাই...খালি জুতো!

সান্ত্রী॥ মাছভাজা খাবিনে? ভাই তুলসী!

তুলসী॥ মাছভাজা!

সান্ত্রী॥ তুই তো ভালোবাসিস। জুতো গেঁড়িয়ে রান্না ঘরটা ঢুঁড়ে আয়। ভাগ্য ভালো

থাকলে তোরও হ'লো...আমারও হ'লো! জুতো আর মাছভাজা। হেঁ হেঁ। বাকি মালটার সঙ্গে মাছভাজা খুব জমবে।

তুলসী॥ ময়লা সাফ করে খাই বলে আমি নোংরা কুত্তা! গেরস্তর ঘরে ঢুকে জুতো আর মাছভাজা মুখে বয়ে আনবো!

সান্ত্রী॥ নেশাটা তোর কখন ছুটলো বলতো। ঐ যখন খালি জুতো, খালি জুতো করছিলি, তখনই বোধহয় মরে আসছিল, নারে?

তুলসী॥ চলো, মহারাজের কাছে চলো। বলবো—মহারাজ, আপনার সান্ত্রীটা এক ঝুড়ি দুর্গন্ধ ময়লা। আজই এটাকে সাফা করে দিন মহারাজ।

[*তুলসী সান্ত্রীর হাত ধরে টানে।*]

সান্ত্রী॥ অ্যাই গায়ে হাত দিবি না...আমি ডিউটিতে আছি...

তুলসী॥ সে আমি বুঝবো।

সান্ত্রী॥ অ্যাই ধাঙড়, আমার বর্শা দে কিন্তু...ছেড়ে দে কিন্তু...

তুলসী॥ ছেড়ে দেব! কে জানে তুমি শয়তান আরো কতদিন আমাকে বেহুঁশ পেয়ে আরো কী কী করিয়ে নিয়েছ..চলো...চলো...চল্ বলছি...

[*তুলসী সবলে সান্ত্রীকে টানছে।*]

সান্ত্রী॥ (*কেঁদে ফেলে*) যাবো না...কিছুতেই মহারাজের সামনে যাবো না...

[*সান্ত্রী ধপ করে বসে পড়ে।*]

তুলসী॥ যাবিনে? দাঁড়া, তোকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাব। (*আস্তিন গুটিয়ে বোতল থেকে কয়েক ঢোক গিলে*) আয় চল্ চল্...(*জড়িত গলায়*) আয় না কাকু, আয়...আমায় ঝুপড়িতে পৌঁছে দিবি! (*সান্ত্রী চুপচাপ তুলসীকে লক্ষ্য করে*) ও কাকু বলনা কী চুরি করব? জুতো? আর মাছভাজা? আঃ, কতদিন খাইনি! কোনদিন খেয়ে আমার পেট ভরে না কাকু, আশ মেটে না। আজ আমি দুহাতে খাবো, আর তুই দু পায়ে পরবি...জুতো। আয় না কাকু, চুরি করিয়ে নে! ও কাকু রাগ করলি!

সান্ত্রী॥ তবে ক্ষেপে গিয়েছিলি কেন রে ব্যাটা! (*তুলসীর পেছনে লাথি মারে*) যা, গত্তো কাট।

তুলসী॥ (*বর্শার ফলা দিয়ে দেয়ালে দুটো খোঁচা মেরে*) এটা কার বাড়ি কাকু?

সান্ত্রী॥ জানিনে। তোরই বা অতো খবরে কাজ কী? চুরি করছিস, তাই কর্!

তুলসী॥ কার বাড়ি না জানলে চুরি করতে ভালো লাগে না! উঁ উঁ উঁ—

সান্ত্রী॥ বকবক করিসনে ব্যাটা, আবার নেশা ছুটে যাবে!

তুলসী॥ নেশা ছুটলেই বোতলটা মুখে পুরে দিবি কাকু...

[*তুলসী দেওয়ালে গর্ত খুঁড়ছে। সান্ত্রী লণ্ঠন তুলে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে আছে।*]

সান্ত্রী॥ হেই! আস্তে! বউটা পাশ ফিরছে! (*তুলসী হাত গুটিয়ে বসে*) চালা চালা...(*তুলসী হাত চালায়*) থাম! হুঁ...চালা! ...থামা!...চালা...(*থেমে*) চালা চালা জোরসে!...থামা! ...নে চালা! হুঁ জোরসে...থামা..চালা চালা জোরসে...আউর থোড়া...হুঁ হুঁ হুঁ...

[*সান্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ চলছে। নিঃশব্দ পায়ে কোতোয়াল এসে দাঁড়িয়েছে সান্ত্রীর পিছনে। কোতোয়াল চাল চলনে সপ্রতিভ। পোশাকেও উচ্চতর। তবে তারও জীর্ণ বিবর্ণ।*

কোতোয়াল সান্ত্রীর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঘরের ভেতরটা এক চোখ দেখে নিয়ে, হাতের ছড়ি দিয়ে টোকা মারে সান্ত্রীর মাথায়। সান্ত্রী ঘুরেই কোতোয়ালকে দেখতে পায়। হাঁ করে চেয়ে থাকে। তুলসীদাস এসব দেখেনি। সে এক মনে দেওয়ালের দিকে মুখ করে গর্ত খুঁড়ছে আর বিড়বিড় করছে।]

তুলসী॥ (একমনে) চালা...চালা...থামা থামা...চালা চালা...

সান্ত্রী॥ কোতোয়ালজী...প্রভুজী...আমার কোন দোষ নেই প্রভুজী...সব দোষ এই মাতালটার...

তুলসী॥ গত্তো কি আরো বড় করবো কাকু...

সান্ত্রী॥ চুপ! আমি প্রভু যথা-আজ্ঞা ডিউটি দিয়ে বারোটার ঘন্টা বাজতে একটু টিফিন খেতে বসেছি...নেশায় চুরচুর ঐ ধাওড়টা বাঘের মত লাফ দিয়ে আমার টিফিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো...

তুলসী॥ আমি বাঘ! হি হি হি...নেশার কালে শুনেছি আমার পা টলে। আমি তো বাঘের মত লাফ দিতে পারব না চাচাজী।

সান্ত্রী॥ অ্যাই, নেশার কালে তোর হুঁশ থাকে? তা'লে? বেহুঁশ অবস্থায় তুই বাঘের মত না ব্যাঙের মত লাফ দিলি কী করে বলছিস? প্রভু এই বর্শা কেড়ে নিয়ে আমার বুকে মারলো খোঁচা। দেখুন আমার গোড়ালি পর্যন্ত রক্তাক্ত।

তুলসী॥ বুকে মারলো গোড়ালিতে রক্ত! হি হি হি...

সান্ত্রী॥ তারপরে বলে, আমি সুন্দরী রমণীর সঙ্গে ফুর্তি করবো। এই দেখুন সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিল! ঐ দেখুন সিঁদকাটার যন্ত্র।

তুলসী॥ ওগো সান্ত্রীমশাই ...আমি যন্ত্র...তুমি যন্ত্রীমশাই। তোমার বর্শা দিয়ে করছি চেরাই...

[কোতোয়াল ভারী বুটের আওয়াজ তুলে জানালার কাছে যায়।]

সান্ত্রী॥ ঐ যে মহিলা! (কোতোয়াল গম্ভীর মুখে ভেতরে তাকায়) আগে বাঁ-ধারে কাৎ হয়ে ঘুমুচ্ছিল...এখন পাশ ফিরেছে। ঘোমটা আগেও ছিল। ঐ জুতো জোড়া...ঠিক পাখির পালকের হবে..আগে ভালো দেখা যাচ্ছিল না..এখন পরিস্কার ...খুব কচি পাখির পালক...তাই না প্রভুজী?

[কোতোয়াল আগুন চোখে তাকিয়ে রয়েছে সান্ত্রীর দিকে। সান্ত্রী মাথা নিচু করে ঠকঠক করে কাঁপছে। কোতোয়াল জুতো ঠকঠকিয়ে সান্ত্রীকে প্রদক্ষিণ করল। সান্ত্রীর হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিল। এবং হঠাৎ চিতাবাঘের মত লাফিয়ে উঠে সান্ত্রীকে সপাটে পদাঘাত করল।]

সান্ত্রী॥ (দূরে ছিটকে পড়ে) প্রভু আর করবো না!

কোতোয়াল॥ (গর্জে ওঠে) হাত উঁচা!

সান্ত্রী॥ (মাথার ওপর দু'হাত তুলে) ক্ষমা করুন প্রভু..

কোতোয়াল॥ (পূর্ববৎ) পিছা মোড়..

সান্ত্রী॥ (অ্যাবাউট টার্ন হয়ে) প্রভু...মা বাপ...

কোতোয়াল॥ বেল্লিক! এই তোর পাহারাদারি! রাজপথে তিনশো পঁয়ষট্টি পাক দিবি তুই। লাগা ছুট!

সান্ত্রী॥ প্রভু, আমার পা জখম হয়ে গেছে।

কোতোয়াল॥ তবে চাকরি খতম!

সান্ত্রী॥ (কাঁদতে কাঁদতে) ছুটছি...ছুটছি...

[*সান্ত্রী দু'হাত তুলে ছুটল।*]

কোতোয়াল॥ রুখ্ যা!

[*সান্ত্রী দাঁড়াল।*]

কোতোয়াল॥ জুতা লাগা!

[*সান্ত্রী ফিরে এসে নিজের ঢলঢলে জুতোয় পা গলালো।*]

কোতোয়াল॥ লাগা ছুট!

[*বিপর্যস্ত সান্ত্রী বর্শা লণ্ঠন ফেলে রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে বেরিয়ে গেল।*]

কোতোয়াল॥ ধাঙড়!

[*তুলসীদাসের নেশা ভেঙে গেছে। এখন সে স্বাভাবিক।*]

তুলসী॥ (*সভয়ে*) প্রভুজী...

কোতোয়াল॥ চুরি...ডাকাতি...রাহাজানি! ...কোতোয়ালিতে তোর নামে বিশটা অভিযোগ ঝুলছে!

তুলসী॥ ...প্রভুজী, এ সব আমার শত্তুরের কম্মো!

কোতোয়াল॥ শত্তুর!

তুলসী॥ এই যে...এই শত্তুর! (*মদের বোতল তুলে*) এই বোতল আমার শত্তুর! প্রভুজী সারাদিন ময়লা ঘাঁটি...হাতে গায়ে আমার বদ গন্ধ...তাই সন্ধেবেলা এইটা খেয়ে গন্ধ তাড়াতে যাই! খাই...বেহুঁশ হই...আর ঠিক তখনই কোনো শয়তান আমার হাত দিয়ে তার কাজ হাসিল করিয়ে নেয়!...শত্তুর! এ জনমে এ শত্তুরের মুখ আর দেখব না প্রভুজী...

[*তুলসীদাস বোতলটা ভাঙতে যায়। কোতোয়াল ওর হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নেয়।*]

কোতোয়াল॥ খেলাটা বেড়ে ধরেছিস রে ধাঙড়!

তুলসী॥ খেলা!

কোতোয়াল॥ (*গর্জে ওঠে*) জরুর খেলা! মালের দোহাই পেড়ে তুই রাজ্যের লোককে বোকা বানাচ্ছিস! কী বলতে চাসরে, এই মালে এমনই নেশা হবে...যে তোকে দিয়ে চুরি ডাকাতি রাহাজানি সব করিয়ে নেওয়া যাবে!

তুলসী॥ হ্যাঁ প্রভুজী! জ্ঞান থাকতে আমি কক্ষনো চুরি করি না প্রভুজী।

কোতোয়াল॥ চুপ যা! এ-মালে এমন কিছু মশলা নেই যে দু-ঢোকে জ্ঞানছুট!

তুলসী॥ দু-ঢোক কী বলছেন...এক ঢোকে ব্রহ্মতালু ফেটে যায় প্রভুজী! শত্তুর, মহা শত্তুর...সব ভুলিয়ে দেয়...

কোতোয়াল॥ খা তো দেখি, কী হয় তোর! যদি সত্যি জ্ঞানহারা হোস্ ...কোতোয়ালির মামলা খারিজ! যদি না হোস্...চুরি ডাকাতি রাহাজানির অভিযোগে তোকে এবার শূলে চড়াবোরে ধাঙড়....

তুলসী॥ দেখুন প্রভুজী...দেখুন আপনি...স্বচক্ষে দেখুন কী সর্বনাশা শত্তুর এ আমার....

[*তুলসীদাস ঢকঢক করে বোতলের বাকি তরল পদার্থ বেশ খানিকটা গিলে ফেলে দুহাতে বুক চাপড়াচ্ছে। সারা মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে। চোয়াল ঝুলে পড়ে, চোখদুটো ঝাপসা*

হয়ে আসে।]

তুলসী॥ (হেঁচকি তুলতে তুলতে গান ধরে) ফুল তুলিতে বনে এলাম...ভাগ্যে তোমার দেখা পেলাম..এবার মনের কথা খুলে বল্‌না...কী বলবি তাই বল্‌না...

কোতোয়াল॥ গর্তটা বড় কর্‌...

[নীরবে হাসে।]

তুলসী॥ কে রে তুই? কোতোয়াল জেঠু! আময় একটু ঝুপড়িতে পৌঁছে দিবি। কাল ভোরে মহারাজের ময়লা সাফ করবো।

কোতোয়াল॥ গর্তটা বড়ো কর!

তুলসী॥ গত্তো! গত্তো কত্তো বড়ো করবো রে জেঠু?

কোতোয়াল॥ এই এমনি...একটা পোঁটলা যাতে গলে বেরিয়ে আসতে পারে।

তুলসী॥ পোঁটলা!

কোতোয়াল॥ পোঁটলা...গয়নার পোঁটলা!

তুলসী॥ গয়না!

কোতোয়াল॥ সোনার গয়না! বাজুবন্ধ সীতাহার গোঁটবিছে নূপুর! সব পোঁটলা বেঁধে নিয়ে আসবি! নাকে কানে আর যা যা আছে..

তুলসী॥ জেঠু নাকে গয়না পরবে! হি হি হি...

কোতোয়াল॥ দূর ব্যাটা মালখোর, আমি না...পরবে আমার মেয়ে। তাহলে তোকে বলিরে তুলসীদাস...মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি বেশ বড়লোকের ঘরেই। দানসামগ্রী গয়নাগাঁটি খাটপালঙ্ক পণের কড়ি...কিছুই কম দিইনি। তবু আমার বড়লোক জামাই বেয়াই বেয়ানের মন উঠল না। মেয়েটাকে চিলে কোঠায় আটকে রেখে চাবুক দিয়ে চাবকায়। বলে যা তোর কোতোয়াল বাপের কাছ থেকে আরও গয়না নিয়ে আয়। (থেমে) এক পুঁটলি গয়না ছাড়া মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করা যাবে না! (থেমে) গর্ত কাট।

[তুলসীদাস বর্শা তুলে নেয়।]

কোতোয়াল॥ গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে পোঁটলা বাঁধবি...আর পোঁটলা টেনে এনে দিবি গর্তের মুখে...মনে থাকবে তো?

তুলসী॥ থাকবে থাকবে! সান্ত্রী কাকুর জুতো আর কোতোয়াল জেঠুর গয়না!...সান্ত্রী কাকুর ছোট গত্তো...কোতোয়াল জেঠুর বড়ো গত্তো (থেমে) ফুট্‌ শালা, পারবো না!

কোতোয়াল॥ কী হ'লো?

তুলসী॥ গায়ের গয়না খুলতে গেলে বউ যদি জেগে উঠে আমায় চেপ্পে ধরে? আমি বুঝতে পেরেছি তুই আমাকে বিপদে ফেলছিস জেঠু! ভেবেছিস মাতাল বলে আমার কোন তাল নেই, না?

কোতোয়াল॥ জাগবে কেন রে ধাঙড়, নরম হাতে একটা একটা করে গা থেকে খুলে নিবি গয়নাগুলো।

তুলসী॥ কী বলছিস? নরম হাতে গোঁটবিছে ছেঁড়া যায়! হ্যাঁচকা টান লাগবে। জেগে যাবে।

কোতোয়াল॥ আরে ব্যাটা গোড়াতেই হ্যাঁচকা টান লাগাবি কেন? ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে পালঙ্কে উঠলি...বৌটার পাশে শুয়ে পড়লি ....হাতখানা নরম করে বৌটার গায়ে বোলালি...

তুলসী॥ (মুগ্ধ হয়ে) আহা..আহা...

কোতোয়াল॥ দাঁড়া, তোকে তালিম দিয়ে দিচ্ছি! আচ্ছা শো ব্যাটা, শুয়ে পড়! (তুলসী শুয়ে পড়ে) ধর, তুই ঐ বৌটা, অ্যাঁ? আমি হলাম তুই, উঁ? এই আমি হামা দিয়ে তোর দিকে এগুচ্ছি...

[*কোতোয়াল হামাগুড়ি দিয়ে তুলসীর দিকে এগিয়ে ধরতে যায়, তুলসী লজ্জায় এক পাক ঘুরে যায়।*]

কোতোয়াল॥ ঘুরে গেলি কেন?

তুলসী॥ বাঃ, আমি বৌ না? তুমি পরপুরুষ...আমার লজ্জা হবে না?

কোতোয়াল॥ (*কাছে টেনে নিয়ে*) আরে ব্যাটা, ঘুমের ভেতরে তুই ভাবছিস আমি তোর বর। বর ভেবে তুই আরো কাছে আসবি। (*তুলসী কোতোয়ালের বুকের দিকে এলো*) হুঁ এই তো শিখেছিস। এইবার তোকে আমি ঘন ঘন আদর করব...আর তুই কী করবি? (*তুলসীদাস নিজেই কোতোয়ালকে জড়িয়ে ধরে*) হুঁ। এইবার আস্তে আস্তে এক এক করে খুলে নেব তোর কানের দুল...গলার হার...কোমরের গোঁটবিছে!

[*কোতোয়ালের হাত যখন তুলসীর কানে গলায় লাগল তুলসী নির্বিকার রইল। কোমরে হাত পড়তেই তুলসীদাস শুয়ে শুয়ে পাক খেয়ে সরে সরে গেল। কোতোয়াল এগিয়ে গেল...তুলসী পাক ঘুরলো...একটা নয়—পরপর ঘুরতে লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে কোতোয়াল তার দিকে এগুচ্ছে।*]

কোতোয়াল॥ কোথায় যাচ্ছিস ব্যাটা, দাঁড়া-দাঁড়া—

[*কোতোয়াল উন্মত্তের মতো এগিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তুলসীর ওপরে। কোতোয়ালের বুকের নিচে মাতাল ধাঙড়টা নড়াচড়া করে। বৃদ্ধ দেওয়ানকে নিয়ে সান্ত্রী ঢোকে।*]

দেওয়ান॥ ছ্যা ছ্যা ছ্যা! শেষে ধাঙড়টার সঙ্গে—

[*কোতোয়াল সান্ত্রীকে ও দেওয়ানকে দেখে ঘোরলাগা চোখে চেয়ে থাকে।*]

দেওয়ান॥ মধ্যরাত্রে প্রকাশ্য রাস্তায় একটা অচ্ছুতকে বুকে জড়িয়ে...ছ্যাঃ! কী প্রবৃত্তি তোমার কোতোয়াল!

কোতোয়াল॥ এটা কে রে?

সান্ত্রী॥ (*দেওয়ানকে*) আপনাকে বলছে এটা কে রে!

দেওয়ান॥ এমনই উন্মত্ত রাজ্যের দেওয়ানকেও চিনতে পারছে না! মহারাজের পরেই যার অধিষ্ঠান!

সান্ত্রী॥ মহারাজও আপনাকে মান্য করেন প্রভু..

[*কোতোয়াল ছুটে এসে দেওয়ানের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে ভুলক্রমে লণ্ঠন কপালে তুলে অভিবাদন করে।*]

কোতোয়াল॥ প্রভু...প্রভু...

দেওয়ান॥ থাক্! তোমাকে আর হ্যারিকেন তুলে আরতি করতে হবে না! তুমি শুয়ে থাকো।

সান্ত্রী॥ (*কোতোয়ালের হাত থেকে লণ্ঠন কেড়ে নিয়ে*) প্রভু, গর্তটা দেখুন...

দেওয়ান॥ হ্যাঁ যথার্থই...এতো গর্তই! তুই তো সত্যই বলেছিস সান্ত্রী...

কোতোয়াল॥ অত্যন্ত কাজের ছেলে। বহুকাল আমার আণ্ডারে কাজ করছে ...ছোকরা যে কী সাঙ্ঘাতিক ডিউটিফুল...আপনাকে কী বলব প্রভু...

দেওয়ান॥ তোমাকে আমড়াগাছি করতে হবে না। শুয়ে থাকো।

সান্ত্রী॥ (*দেওয়ানকে*) আমি একটা ছোট্ট গর্ত করিয়ে নিয়েছিলাম...এখন দেখুন সেটা কতটা বড় হয়েছে। বুঝুন কার হাত পড়েছে!

[*নেশার ঘোরে তুলসীদাস ঘুমে অচেতন।*]

দেওয়ান॥ কোতোয়াল!

কোতোয়াল॥ আজ্ঞা করুন প্রভুপাদপদ্ম—

দেওয়ান॥ ছোট গর্তটি না বুঁজিয়ে তুমি তাকে বড় করলে কেন? সত্য বলো। সান্ত্রী সত্যি স্বীকার করেছে...তুমিও করো...

কোতোয়াল॥ একটা পোঁটলা গলিয়ে আনবো বলে!

দেওয়ান॥ পোঁটলা! যার ওপর প্রজাবর্গের নিরাপত্তা নির্ভর করছে...সে পোঁটলা গলাবে! তুমি কি মাসিক বেতন পাও না?

কোতোয়াল॥ (*মরিয়া হয়ে*) পাই কিনা আপনিই বলুন! ছ-মাসে একটি কানাকড়িও ছাড়েন নি। আপনি সর্বদাই বলছেন, রাজকোষে অর্থাভাব...এখন বেতন হবে না!

দেওয়ান॥ বেতন না পাও ডিউ-স্লিপটা তো পাচ্ছো। বলেছি তো সব হিসেব থাকছে...কোন না কোনদিন দেশের অবস্থা ফিরলে সবই পেয়ে যাবে!

কোতোয়াল॥ কবে ফিরবে? কবে পাবো? দারা পুত্র কন্যা মায় বাড়ির মেনি বেড়ালটাকেও তো আর ডিউস্লিপে শান্ত করা যাচ্ছে না প্রভু। যে দেশে কর্মচারীরা বেতন পায় না...সেই অনুন্নত দেশে...

দেওয়ান॥ না, অনুন্নত বলবে না কোতোয়াল...বলবে উন্নতিশীল কিংবা উন্নতিকামী দেশ! আমাদের প্রিয় মহারাজ দেশের প্রভূত উন্নতি কামনা করে বিদেশ থেকে প্রতিদিন প্রভূত ঋণ আনয়ন করছেন। এক দেশ থেকে ঋণ এনে আরেক দেশের সুদ মেটাচ্ছেন। দেশের উন্নতিতে তুমি বিশ্বাস হারিয়ো না কোতোয়াল!

কোতোয়াল॥ আজ্ঞে হারাইনি। সেই জন্যেই নিজের উন্নতির চেষ্টা করছিলুম!

দেওয়ান॥ চুপ করো! (*সান্ত্রীকে*) সেই গবাক্ষটি কইরে? যার মধ্যে দিয়ে কক্ষাভ্যন্তর পরিদৃশ্যমান!

সান্ত্রী॥ ঐ যে প্রভু...

[*সান্ত্রী জানালায় লণ্ঠনটি উঁচু করে ধরে। দেওয়ান ভেতরে তাকায়। তাকিয়েই নির্নিমেষ।*]

কোতোয়াল॥ (*স্বগত*) এতক্ষণ ধরে কী দেখছে? ভাবসমাধি হয়ে গেল যে!

দেওয়ান॥ (*নিমজ্জিত গলায়*) আলোটা বাড়া...আরেকটু...আচ্ছা কমা...অল্প ঘোরা...

নিবু-নিবু কর...ডাইনে বাড়া...আরো হাল্‌কা...এবার বাড়া...

কোতোয়াল ॥ (স্বগত) এতো নানা প্রকার আলোক সম্পাতের মধ্যে দেখছে!

দেওয়ান ॥ (পূর্ববৎ) কমিয়ে আন...কমিয়ে আন...

কোতোয়াল ॥ আহা বেশ স্বপ্নালু 'আলু' হয়েছে প্রভু। অতো করে কী দেখছেন?

দেওয়ান ॥ দেখছি এক অসহায়া অবলা স্বামী বিরহে কাতরা হয়ে একাকিনী যামিনী যাপন করছে...আর...

কোতোয়াল ॥ আর...

দেওয়ান ॥ আর দেশের চেড়িবৃন্দ...কেউ তার পয়জার , কেউ তার অলঙ্কার হরণে প্রবৃত্ত! সান্ত্রী!

সান্ত্রী ॥ প্রভু...

দেওয়ান ॥ ঐ শয্যাশায়িনী নিতম্বিনীকে আমি গৃহে নিয়ে যেতে চাই।

সান্ত্রী ॥ এখনই!

দেওয়ান ॥ এখনই! তোমাদের মতো উন্নতিকামীদের মাঝে আর আমি তাকে ফেলে রাখতে পারি না!

কোতোয়াল ॥ ক্ষমা করবেন প্রভু, আমি যতদূর জানি—আমাদের পরমারাধ্যা দেওয়ান-গৃহিনী বাড়িতে সুন্দরী মেয়েছেলে নিয়ে তোলা পছন্দ করবেন না।

দেওয়ান ॥ সে সচেতনতা আমার আছে। তাই বাড়িতে তুলবো না...তুলবো বাগানবাড়িতে—

কোতোয়াল ॥ ভদ্রঘরের গৃহিনী কি বাগানবাড়িতে উঠতে রাজি হবে?

দেওয়ান ॥ আশঙ্কা অমূলক নয়। বলপূর্বক হরণ করো....

কোতোয়াল ॥ সেটা ভালো প্রভু! জুতা নয় অলঙ্কার নয় আপনি যদি গোটা বৌটাকেই হরণ করেন...আমাদের কু-প্রবৃত্তিগুলি আর হাত বাড়াবার সুযোগ পাবে না।

দেওয়ান ॥ সেই জন্যেই তো করছি। পাপের স্পর্শ থেকে তোমাদের বাঁচাবার জন্যেই নীলকণ্ঠের মতো পুরো পাপ আমি একাই গিলছি! ...তাড়াতাড়ি কর্, আমার আর ত্বর সইছে না...

[*আচমকা বাইরে থেকে গৌরহরি মাইতি চেঁচাতে চেঁচাতে ঢোকে।*]

গৌরহরি ॥ কারারে! লোকের বাড়ির আনাচে কানা মারছে কোন্ শালা! (*দেওয়ানের মুখোমুখি পড়ে থমকে যায়*) দেওয়ানজী...কোতোয়ালজী...সান্ত্রীজী...আপনারা এখানে!

দেওয়ান ॥ এ ব্যক্তি কে?

গৌরহরি ॥ আজ্ঞে গৌরহরি মাইতি...

কোতোয়াল ॥ একটা গাঁইতি আনতে পারো?

গৌরহরি ॥ গাঁইতি? গাঁইতি দিয়ে কী হবে?

কোতোয়াল ॥ একটা ছিদ্রকে বড়ো করতে হবে।

গৌরহরি ॥ ছিদ্র! কেমন ছিদ্র?

কোতোয়াল ॥ এই...এই এমন...

[*হাতের মাপে বোঝায়।*]

গৌরহরি॥ ছিদ্র বলছেন কেন? যা দেখাচ্ছেন, সুড়ঙ্গ!

কোতোয়াল॥ হ্যাঁ! সুড়ঙ্গ...সুড়ঙ্গটিকে আরো ফাটাতে হবে। যাতে করে একটা মানুষ আর একটা মানুষকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

গৌরহরি॥ ও! ঘর থেকে বেরুবেন, তা সুড়ঙ্গ পথে কেন? ঘরের তো দরজা আছে।

সান্ত্রী॥ দরজা আছে, কিন্তু আমরা দরজা কাজে লাগাবো না।

গৌরহরি॥ কতোবড়ো মানুষ নিয়ে বেরুবেন..?

দেওয়ান॥ বড়...সুগঠিত দেহবল্লরী!

গৌরহরি॥ জীবিত না মৃত?

কোতোয়াল॥ নিদ্রিত। মুখে কাপড় বেঁধে বার করা হবে। আর তোমার কিছু জানার আছে?

গৌরহরি॥ কোদালে হবে?

কোতোয়াল॥ নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি আনবে।

গৌরহরি॥ আজ্ঞে দেরি কেন হবে। এইতো আমার বাড়ি!

দেওয়ান॥ কার বাড়ি?

কোতোয়াল॥ তোমার বাড়ি?

সান্ত্রী॥ এটা তোমার!

গৌরহরি॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোতোয়াল॥ নিজের বাড়ি ছেড়ে রাতদুপুর পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে বেড়ানো হচ্ছে?

গৌরহরি॥ আড্ডা দেবো কেন কোতোয়ালজী, আমি তো দোকান বন্দ করে ফিরছি।

কোতোয়াল॥ রাত দুপুরে দোকান!

গৌরহরি॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার হ'লো সোনারূপোর দোকান। তা আজকাল চুরি ডাকাতি কি রকম বেড়ে গেছে! তাই পাহারা দিচ্ছিলুম...

সান্ত্রী॥ দোকান পাহারা দিচ্ছিলে, এদিকে বাড়ি কে সামলায়?

গৌরহরি॥ কী করবো, একা মানুষ। কোন্ দিক সামলাই? তাই আদ্ধেক রাত দোকান পাহারা দিই...আর আদ্ধেক রাত কাদম্বিনীকে মানে আমার বৌকে পাহারা দিই...

দেওয়ান॥ দোকান পাহারা সেরে এখন বৌ পাহারা দিতে এলে!

গৌরহরি॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কাদম্বিনী খুব ভীতু তো। আর আমাকে এতো ভালোবাসে! নতুন বিয়ে হয়েছো তো, সব সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে...আর আমিও খানিকক্ষণ যদি কাদুকে দেখতে না পাই—

[লজ্জায় চুপ করল।]

কোতোয়াল॥ দোকান দেখোগে, আমরা তোমার বৌকে দেখছি...

গৌরহরি॥ আজ্ঞে?

কোতোয়াল॥ পাহারা দিচ্ছি।

গৌরহরি॥ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। স্বয়ং দেওয়ানজী আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। সামান্য নাগরিকের ধনসম্পত্তি পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। বহু পুণ্যে এমন মহান

দেশে জন্মেছি...

সান্ত্রী॥ কাল তুমি বাড়ি পাহারা দিয়ো, আমরা দোকানের সোনা রূপো পাহারা দেবো...

গৌরহরি॥ ধন্য...ধন্য মহান দেশের সুমহান রাজকর্মচারী...

দেওয়ান॥ গৌরহরি, এবার প্রস্থান করো।

গৌরহরি॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। (*বেরিয়ে যেতে গিয়ে ঘুরে*) একবার কাদম্বিনীকে একটু দেখে যাই...

কোতোয়াল॥ (*গৌরহরিকে ঠেলে*) ঘুমুচ্ছে! কী দেখবে! দেখার কী আছে?

গৌরহরি॥ কাদু কেমন আছে...

কোতোয়াল॥ ভালো আছে—আরো ভালো থাকবে!

গৌরহরি॥ আমি তবে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি দেওয়ানজী?

দেওয়ান॥ এসো...

[*গৌরহরি বেরুনোর জন্য পা বাড়াতে দেওয়ালের গর্ত দেখতে পায়।*]

গৌরহরি॥ এ কী! এ যে দেখছি সুড়ঙ্গ!

সান্ত্রী॥ আমরা বুঁজিয়ে দিয়ে যাব।

গৌরহরি॥ আমার ঘরে কি চোর ঢুকেছে!

সান্ত্রী॥ ঢোকে নি, ঢুকবে। (*তুলসীকে দেখিয়ে*) ঐ যে ঘুমুচ্ছে...ঘুম থেকে উঠেই ঢুকবে।

গৌরহরি॥ অ্যাঁ! শিগগির হাতকড়ি পরান...এখনো ছেড়ে রেখেছেন কেন? ধাঙড়টা যে কতো লোকের কতো সর্বনাশ করেছে!

দেওয়ান॥ গৌরহরি আমরা চাই ও তোমার ঘরে ঢুকুক...

গৌরহরি॥ সে কী! ঘরে যে যথেষ্ট সোনাদানা মোহর রয়েছে...

দেওয়ান॥ আমরা ওকে চুরি করতে দেব।

গৌরহরি॥ কাদম্বিনী রয়েছে...মাতালটা যদি ওর সর্বনাশ করে!

দেওয়ান॥ আমরা তো চাই ও সর্বনাশ করুক।

গৌরহরি॥ সে কী!

দেওয়ান॥ যেই করবে অমনি ওকে হাতেনাতে ধরব। দেশের তদন্ত সমিতির পক্ষে তখনই সুবিধে হবে ওর বিরুদ্ধে জোরদার মামলা রুজু করার...

কোতোয়াল॥ অন্তত দশ বছর মামলা চালাতে হবে প্রভু...যাতে কয়েদ খেটে খেটে মদো মাতালটা বদ্ধ মাতাল হয়ে যায়।

গৌরহরি॥ কিন্তু আমার সোনাদানা...আমর কাদম্বিনীর কী হবে? তাদের ফিরে—

সান্ত্রী॥ মামলা চলাকালে মাল পাবে না। তদ্দিন দেওয়ানজীর বাগানবাড়িতে সব গচ্ছিত থাকবে! তবে দশ বছর পরে যদি আস্ত থাকে, ফিরে পেতেও পারো..

গৌরহরি॥ না না...আমার কাদম্বিনীকে চুরি হতে দেব না! ওগো শুনছো...

[*গৌরহরি দরজার দিকে ছোটে। কোতোয়াল ও সান্ত্রী তাকে ধরে ফেলে।*]

কোতোয়াল॥ যাও...দোকানে যাও...

গৌরহরি॥ না না ছেড়ে দিন...আমার বাড়িতে চোর ঢুকতে দেব না...

দেওয়ান॥ তদন্ত-সমিতির কার্যসূচীতে বাধা দিয়ো না গৌরহরি...

[কোতোয়াল ও সান্ত্রী গৌরহরিকে বাইরের দিকে ঠেলে।]

গৌরহরি॥ নিকুচি করেছে তদন্তের! ওগো...ওগো...

কোতোয়াল॥ (গর্জে ওঠে) হাত উঁচা! (গৌরহরি দুহাত ওপরে তোলে) পিছা মোড়! (গৌরহরি বাহিরের দিকে ঘোরে) লাগা ছুট্!

[কোতোয়াল পা দিয়ে ঠেলা দেয়।]

গৌরহরি॥ আমার সর্বনাশ হয়ে গেল রে...

[গৌরহরি দু'হাত তুলে ছুটে বেরিয়ে যায়।]

দেওয়ান॥ ব্যাটাচ্ছেলে আবার ঘুরে আসবে! হয়ত লোকজন ডেকে আনবে। কোতোয়াল, যা করার তাড়াতাড়ি করো।

কোতোয়াল॥ (নিদ্রিত তুলসীকে) অ্যাই...অ্যাই মাতালের বাচ্চা ওঠ্...ঢের ঘুমিয়েছিস...এবার লেগে পড়্।

[জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সান্ত্রী চিৎকার করে ওঠে।]

সান্ত্রী॥ প্রভু! নেই!

দেওয়ান॥ নেই!

সান্ত্রী॥ পালঙ্ক খালি!

দেওয়ান॥ কাদম্বিনী?

সান্ত্রী॥ বোধ হয় খিড়কি দিয়ে পালালো!

দেওয়ান॥ ওরে কোতোয়াল!

কোতোয়াল॥ (তুলসীকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে) ওরে ধাঙড়!

[তুলসীদাস ধড়ফড় করে উঠে বসে। চোখমুখ ঝরঝরে, দৃষ্টি স্বচ্ছ। মুখে ক্লেদের চিহ্ন নেই।]

তুলসী॥ (অবাক চোখে চারদিকে চেয়ে) কোতোয়ালজী...দেওয়ানজী...আপনারা কেন আমার ঝুপড়িতে? ঝুপড়ি কই? এতো পথ। আমি পথে কেন? তবে কি ...তবে কি রাতে মাল গিলেছিলুম! (যুক্ত করে) মহারাজের ময়লা সাফা করতে কি দেরি হয়ে গেল! যাচ্ছি...এখুনি যাচ্ছি। এই নাক কান মুলছি...আর কোনদিন মাল ছোঁব না...

সান্ত্রী॥ (চিৎকার করে ওঠে) প্রভু, নেশা কেটে গেছে!

দেওয়ান॥ (উত্তেজনায় অধীর হয়ে) নেশাও কেটে গেল...ওদিকেও কেটে গেল!... ওরে কোতোয়াল!

[কোতোয়াল মদের বোতলটা তুলসীদাসের মুখে ধরে।]

কোতোয়াল॥ খা...

তুলসী॥ না, এ জীবনে না..

কোতোয়াল॥ এ জীবনে খাবি...পর জীবনেও খাবি। খা...

তুলসী॥ না! আমার সব্বোনাশ করবেন না....আর খাবো না!

সান্ত্রী॥ তোর বাপ খাবে!

[সান্ত্রী ছুটে গিয়ে তুলসীকে চেপে ধরে। কোতোয়াল ওর মুখে বোতল উপুড় করে ধরে। তুলসীদাস ছটফট করতে করতে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।]

তুলসী॥ (জড়িত গলায়) নেশা বড় সর্বনাশা...

সান্ত্রী ও কোতোয়াল॥ হ্যা হ্যা হ্যা....

দেওয়ান॥ শোন্ ব্যাটা মদমাতঙ্গ, বৌটা পালাচ্ছে...ধরে টেনে বার করে আনবি—

সান্ত্রী॥ আর আমার জন্যে পাখির পালকের জুতো জোড়া!

কোতোয়াল॥ আমার চাই গয়না...

তুলসী॥ (জড়িত গলায়) বুঝেছি বুঝেছি। কাকুর জুতো...জেঠুর গয়না...দাদুর জন্যে বৌ! (হেসে) ছোট গত্তো...মাঝারি গত্তো...বড়ো গত্তো। আমায় তোবা ঢুকিয়ে দে...

[তুলসী হাত-পা এলিয়ে বসে আছে। কোতোয়াল ও সান্ত্রী তাকে চ্যাংদোলা করে গর্তের মুখে নিয়ে আসে।]

সান্ত্রী॥ (চেঁচিয়ে ওঠে) প্রভু এ গত্তে ঢুকবে না।

দেওয়ান॥ ঢুকবে ঢুকবে। সিঁদ কি সিংদরজা...যে গড়গড় করে ঢুকবে? ঠেলেঠুলে ঢোকা....

[সান্ত্রী ও কোতোয়াল কোন রকমে চেপেচুপে তুলসীদাসকে ঘরের মধ্যে চালান করল। গৌরহরি পাগলের মত ছুটে এলো।]

গৌরহরি॥ কাদম্বিনী...কাদম্বিনী...আমার কাদু...

সান্ত্রী ও কোতোয়াল॥ মার ব্যাটাকে...মার মার...

[সান্ত্রী দেওয়ান কোতোয়াল একযোগে তেড়ে যেতে গৌরহরি পালাল। ঘরের মধ্যে মাতাল তুলসীদাসের কুৎসিত হাসি শোনা গেল। বাড়ির সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল সেই লম্বা ঘোমটা টানা কলসী-কাঁখে বৌটি। তাকে দেখেই সান্ত্রী-দেওয়ান কোতোয়াল ধর্ ধর্ করে শিকারের দিকে ছুটল। ভীত সন্ত্রস্ত বৌটি পালাবার জন্যে ছুটল। ওরাও পিছু ধরল। দু'চার পাক ঘোরাঘুরির পর বৌটি ধরা পড়ল ...এক সঙ্গে তিনজনের হাতে। ধস্তাধ্বস্তিতে বৌটির ঘোমটা সরে যেতে কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে এক বৃদ্ধ পুরুষের মুখ। সান্ত্রী কোতোয়াল দেওয়ান ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল।]

সান্ত্রী॥ কে?

কোতোয়াল॥ মহারাজ!

দেওয়ান॥ স্বপ্ন দেখছি!

[বৃদ্ধ মহারাজের হাঁপ ধরে গেছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সামলে নেয়। তারপর সরোষে মুখ তোলে।]

মহারাজ॥ হারামজাদা পথের ওপর আমায় ন্যাংটো করে ছাড়লোরে!

দেওয়ান॥ প্রভু মহীপতি আপনি যে নারীরূপে কক্ষে অবস্থান করছেন তা তো বুঝতে পারিনি!

মহারাজ॥ বুঝতে দেবো না বলেই যে নারীরূপ ধরেছি, এটা বুঝতে পারছ না!

ব্যাটারা জুতো নেবে, গয়না নেবে, মেয়েমানুষ নেবে! কলা নিবি! ওরে তোদের আগেই আমি সব নিয়ে বসে আছি।

দেওয়ান॥ অ্যাঁ!

মহারাজ॥ হ্যাঁ। সন্ধ্যের পর-পরই সখি সেজে গৌরহরির বাড়িতে ঢুকেছি। কাদম্বিনীর মুখে কাপড় গুঁজেছি। শৌচাগারে বেঁধে রেখেছি। সিন্দুক ভেঙেছি। সোনাদানা মোহর সব এই কলসীতে ভরেছি। প্রাসাদে ফিরে যাবার পথ ধরেছি! তখনই ব্যাটারা একে একে এসে জুটলি! (*সান্ত্রীকে*) বসলো তো বসলো দরজার গোড়ায় রাস্তা আটকে বসলোরে!

কোতোয়াল॥ প্রভু আপনিও চুরি করতে!

মহারাজ॥ একে চুরি বলে না রে গাধা...ডাকাতি বলে, ডাকাতি! আমার বাপ ঠাকুরদাও করে গেছেন...আমিও করছি! তাঁরা রাজসভায় বসে করেছেন...আমি রাজপথে নেমেছি। অর্থনৈতিক সঙ্কট আমাকে পথে নামিয়েছে!

দেওয়ান॥ ভূপতি ডাকাতি করছেন! এ কী স্বপ্ন...না মায়া...না দৃষ্টি বিভ্রম...

মহারাজ॥ কোনটাই না...এটাই সত্যি! জানো না—বৈদেশিক ঋণে আমার কানের লতি পর্যন্ত ডুবে গেছে...আমার দেশ বিকিয়ে গেছে...বছরে এতো এতো সুদ মেটাতে হচ্ছে...সুদ শুধতে নতুন করে ঋণ করতে হচ্ছে....ও দেশ থেকে ঋণ নিয়ে সে-দেশের সুদ মেটাতে হচ্ছে...(*থেমে ভেংচি কেটে*) ভূপতি ডাকাতি করছেন! আসল ডাকাত যে ঐ বিদেশী সুদখোর রাজ্যগুলি সেটা বুঝিস! না চাইতে আগ বাড়িয়ে ঋণ দিয়েছে...এখন দিন রাত হুমকি দিচ্ছে, সুদ না মেটালে আমাকে উৎখাত করে বাপের সিংহাসনটা কেড়ে নেবে রে...

[*মহারাজ কেঁদে ফেলে।*]

দেওয়ান॥ কিন্তু লুকিয়ে ডাকাতি কেন, আপনি তো প্রকাশ্যেই আরো আরো কর বসিয়ে রাজকোষ পূর্ণ করতে পারেন..

মহারাজ॥ তোমার তো দেখছি টুকে পাশ-করা বিদ্যেবুদ্ধি! আরে প্রকাশ্যে কর বসালে প্রজারা ক্ষেপে যাবে না? ওদিকে বিদেশী ব্যাটারাও বুঝবে আমি আর দেশ চালাতে পারছি নে! তখন ঋণও বন্দ করে দেবে। ঘর সামলাবো না বার সামলাবো? বিদেশনীতিও বোঝে না...স্বদেশনীতিও বোঝে না!

দেওয়ান॥ তা হলে আর তদন্ত সমিতি বসিয়ে কী লাভ?

মহারাজ॥ কোন লাভ নেই!...যিনিই বসিয়েছেন এ পর্যন্ত সবকটা ডাকাতি তিনিই করেছেন! রাতে ডাকাতি...দিনে তদন্ত! কোন লাভ নেই।

কোতোয়াল॥ একটা লাভ কিন্তু আছে প্রভু! বিদেশীরা বুঝবে অন্তত দেশের আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারটা আমরা পুরো কব্জায় রেখেছি।

মহারাজ॥ শিগগিরই তোমার পদোন্নতি হবে। সান্ত্রী, দ্যাখতো কলসীর মুখে কলাপাতায় চারটি মাছের পেটি মোড়া আছে। একখানি দে তো। বুঝলে কোতোয়াল, প্রাসাদে যে রান্না হয়...ব্যাটারা এতো তেল মশলা দেয়...গলা জ্বালা করে। কিন্তু এই কলাপাতায় মোড়া হাল্কা আঁচের ভাপে সেদ্ধ করা কাদম্বিনীর মিষ্টি হাতের যত্নলাগা চেতল মাছের

পেটি...এর স্বোয়াদ আমি কোনদিন পাইনিরে...

[সান্ত্রীর হাত থেকে মাছের টুকরো নিয়ে খেতে উদ্যত হয়।]

দেওয়ান॥ রাজেশ্বর পথে দাঁড়িয়ে মাছ সেদ্ধ খাবেন?

মহারাজ॥ ঘোমটার আড়ালে খাবো! কোতোয়াল তুলে দাও।

[কোতোয়াল খসে-যাওয়া ঘোমটাখানি মহারাজের মাথায় তুলে দিল। কলসীটা কাঁখে বসিয়ে দিল। গৌরহরি মাইতিকে ঢুকতে দেখে মহারাজ নববধূটির মতো দুলে দুলে প্রাসাদের পথে পা বাড়ালো। সান্ত্রী কোতোয়াল ও দেওয়ান তার পিছু ধরলো। সবাই বেরিয়ে গেলো। ঐ অত্যাশ্চর্য রাজকীয় মিছিলের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে গৌরহরি। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তুলসীদাস। সামনে তুলসীকে পেয়ে তাকে জাপটে ধরে গৌরহরি চিৎকার করতে লাগলো।]

গৌরহরি॥ চো-ও-র! চো-ও-র!

[মাতাল তুলসীদাস গলা ফাটিয়ে হাসছে।]

পাখি

চরিত্র

শ্যামা ॥ নীতিশ ॥ চৈতালী চ্যাটার্জি ॥
গোপাল ॥

প্রথম অভিনয়

প্রযোজনা : বহুরূপী
একাডেমী মঞ্চ ॥ মার্চ, ১৯৭৭
নির্দেশনা : তৃপ্তি মিত্র
আলো : দিলীপ ঘোষ
মঞ্চ : উৎপল নায়েক

অভিনয়ে

শ্যামা	:	শাঁওলী মিত্র
নীতিশ	:	সৌমিত্র বসু
চৈতালী	:	রানী মিত্র
গোপাল	:	রমাপ্রসাদ বণিক

[ভাঙাচোরা পুরনো বাড়ির ঘর। একদিকে বাইরের দরজা, উল্টোদিকে ভেতরের। ঘরে একটা সাবেকি পালঙ্ক, ওপরে ছেঁড়া গদি। একটা চেয়ার। টেবিলের ওপর চোঙবসানো গ্রামোফোন। মাটির ফুলদানি, কিছু রজনীগন্ধা। মোমদানিতে পাঁচটি মোমবাতি বসানো। নবদম্পতির ছবি। নীতিশ আর শ্যামা। শ্যামার হাতে ফুলের তোড়া, লাজনম্র।

পর্দা সরে যাবার পর প্রথম দৃষ্টিকে হকচকিয়ে দেয় এ ঘরের আশ্চর্য সুন্দর সাজ-সজ্জা। দেয়ালে, জানালায়, দরজায়—পালঙ্কের গায়ে এবং মাথার ওপরে..প্রায় চারধারেই ঝুলছে নানা রঙের নানা আকারের কাগজের শিকলি ফুল, বিচিত্র সব কারুকর্ম। রঙ আর রূপের সমারোহ এ সংসারের মালিন্য ঢেকে দিয়েছে।

নীতিশ ঘরটাকে সাজাচ্ছে। গ্রামোফোনে রেকর্ড চালিয়ে দিল। পুরনো দিনের গান বেজে উঠল "যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন"। পালঙ্কের ওপর আধশোয়া হয়ে বিড়ি টানতে টানতে নিজের শিল্পকীর্তি উপভোগ করছে নীতিশ, আর তাল ঠুকছে।

বড় উদ্বিগ্ন ভাবেই বাইরে থেকে শ্যামা ঢুকল। হাতে ব্যাগ। শ্যাম ঘরের চেহারা আর নীতিশের কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে হতবাক। শ্যামা একটু রোগা, একটু কালো, কঠিন চিবুক, চোখের কোণে কালি। বড় বড় চোখ। সঘন মেঘের মতো রাশিকৃত ঘনকৃষ্ণ কোঁকড়া চুল শ্যামার।]

নীতিশ॥ (শ্যামাকে দেখে আনন্দে) এসেছো ? যাক্ বাবা...

শ্যামা॥ (ভুরু কুঁচকে) তোমার না অসুখ ?

নীতিশ॥ আমার অসুখ! কে বল্লে ?

শ্যামা॥ নিজেই তো চিঠি দিয়েছো! বেদম জ্বর!

নীতিশ॥ ও! হ্যাঁ, ছেড়ে গেছে!

শ্যামা॥ এসব কী ?

নীতিশ॥ হাঁপাচ্ছ যে! বসো না!

শ্যামা॥ (রেগে) বলো, বলো—

নীতিশ॥ (দুষ্টু হাসিতে) বলছি রে বাবা,—তোমার ছোটদি ভাল আছে ?

[শ্যামা গ্রামোফোন বন্ধ করতে যায়।]

নীতিশ॥ এই, এই, আস্তে আস্তে! একটু কেটেকুটে গেলে পুরো দাম গচ্চা দিতে হবে। হুঁ হুঁ বাবা, ভাড়ার মাল। রাত দশটায় অ্যাজ ইট্ ইজ ফেরত যাবে।

শ্যামা॥ সুটকেস কই আমার! কাপড়চোপড়...

নীতিশ॥ ছাতে..

শ্যামা॥ আলনা মাদুর বিছানা পত্তর...

নীতিশ॥ ছাতে ছাতে...

শ্যামা॥ (ঘরের কোণে তাকিয়ে) ঠাকুর! আমার ঠাকুরের আসন!

নীতিশ॥ বলছি তো ছাতে!

শ্যামা॥ (আর্তনাদের মতো) কোথায় ?

নীতিশ॥ রোদ পোয়াচ্ছে। এই ড্যাম্প ঘরে আটকে রেখেছ, ঠাকুর একটু আলো বাতাসে

হাত পা খেলিয়ে আসুক!

শ্যামা॥ কী, কী করছ কী তুমি!

নীতিশ॥ ঘর সাজাচ্ছি!

শ্যামা॥ কেন?

নীতিশ॥ সব বলব! ধীরে বৎস ধীরে! গুচ্ছের মালপত্রে গোডাউন বাঁধিয়ে রেখেছিলে...ওর মধ্যে কী সাজানো যায়! শিকলিগুলো কেমন হয়েছে গো? এই যে...এই যে...ফুল...বিউটিফুল! করেছি। (*দু আঙুল কাঁচির মত চালিয়ে*) স্রেফ হাতের গুণ! হ্যাঁ হ্যাঁ—চেহারাটা পালটে দিয়েছি তোমার ঘরের...রাতে আলোক সজ্জা হচ্ছে! লাল নীল আলোর রোশনাই!

শ্যামা॥ নরক, নরক! সাত সকালে বসে বসে নরককুণ্ড পাকাচ্ছে রে। আর কিভাবে আমায় জ্বালাবে রে!

নীতিশ॥ বাজে বোকো না! নরক ছিল তোমার, আমি স্বর্গ বানাচ্ছি। এমন করছ না, যেন বিবাহ-বার্ষিকীটা আমার একার!

শ্যামা॥ কী হয়েছে!

নীতিশ॥ আজ কতো তারিখ?

শ্যামা॥ কতো তারিখ?

নীতিশ॥ সাতুই ফাল্গুন! আমাদের বিয়ের তারিখ!

শ্যামা॥ তাই কী?

নীতিশ॥ তইতো সব! ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি!

শ্যামা॥ (*মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে*)মাথাটা একেবারে গেছে রে!

নীতিশ॥ কী হ'লো? মাধবীলতার মতো হেলে পড়লে যে! ওঠো—ওঠো—আজ যে সাতুই ফাল্গুন গো!

শ্যামা॥ (*তেড়ে ওঠে*) তবে আর কী? সাতুই ফাল্গুন তো মাথায় আগুন জ্বলে উঠল! হুজুগ! হুজুগ! হুজুগ একটা পেলেই হ'লো! লাগাও উচ্ছব...লাগাও মচ্ছব! ফ্যাচাং ...ফ্যাচাং...ফ্যাচাং একটা না একটা জুটেও যায় তোমার!

নীতিশ॥ অ্যাই অ্যাই!

[*শ্যামা ভয়ঙ্করভাবে তেড়ে যেতে নীতিশ সভয়ে পিছিয়ে যায়।*]

শ্যামা॥ গেছি কদিনের জন্যে ছোটদির কাছে...এবেলা ওবেলা তলব যাচ্ছে...অসুস্থ শয্যাশায়ী মরণাপন্ন..

নীতিশ॥ দূর ছাতা, মরণাপন্ন হলেই যেন বেশি খুশি হতে!

শ্যামা॥ হতাম। জ্ঞান নেই...গম্যি নেই! এতো যে ঠোকা খাচ্ছে, খুসুনি খাচ্ছে, তবু লজ্জা হবে! বুড়ো বয়েসে বিবাহবার্ষিকী! এখুনি যে লোকে দাঁত কাৎ করে হাসবে—

নীতিশ॥ ভেঙে দেবো—

শ্যামা॥ অ্যাঁ!

নীতিশ॥ যে ব্যাটারা দাঁত বার করবে। আমরা বুড়ো! বিয়ের মাত্তর ফিপথ্ ইয়ার!

শ্যামা॥ রাখো রাখো! ফেরিওয়ালার অত শোভা পায় না।

নীতিশ॥ অ্যাই যা-তা বলবে না বলে দিচ্ছি শ্যামা। রেগুলার সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ।

শ্যামা॥ হুঁ হুঁ সেলস্ রিপ্রেজেন...তেলাপোকা আবার পাখি! হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়...

নীতিশ॥ তা হ্যারিকেন কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভের হাতে কি গোলাপের তোড়া থাকবে?

শ্যামা॥ না...গাদাগুচ্ছের হ্যারিকেন নাচবে...ঢং ঢং ঢং। হাতে হ্যারিকেন! চারশো টাকা মাস গেলে আর পার হ্যারিকেন বিশ পয়সা কমিশন, লজ্জা করে না গান বাজাতে!

নীতিশ॥ আরে দুত্তেরি! ওর চেয়ে কম পয়সায় একদিন ইচ্ছে করলে কলের গান ভাড়া করা যায়। যারা করে না তারা মড়া গোমড়া, আমরা করব।

শ্যামা॥ করো, করো...

নীতিশ॥ করছি তো। সন্ধেবেলা তো সেজেগুজে বসছি। (*শ্যামাকে টেনে পাশে বসিয়ে*) ধুতি পাঞ্জাবি...চন্দনের ফোঁটা লড়িয়ে ...হ্যাঃ হ্যাঃ...আয় দেখে যা...কে দেখবি দেখে যা...কীগো ননীবাবু...হাঁ হয়ে গেলে যে বাবুরা...কী ভাবছ? দুদিন অন্তর তোমরাই শুধু লড়াতে পার, কুকুরের জন্মতিথি! আমরাও পারি! পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী! ঐ পাঁচটা মোমবাতি আজ তুমি নিজের হাতে জ্বালাবে শ্যামা!

[*শ্যামা নীতিশের হাত ঠেলে ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটা তুলে নেয়।*]

শ্যামা...

শ্যামা॥ খোলো, খোলো বলছি ওই দড়াদড়ির ফাঁস!

নীতিশ॥ এই, এই শ্যামা...

শ্যামা॥ উঁ: আবার ফুল তৈরী হয়েছে, ছেলে-ভুলনো খেলনা! ছিঁড়েকুটে ফেলব সব।

নীতিশ॥ কী হচ্ছে!

শ্যামা॥ কোথাকার আধমরা রজনীগন্ধা, মেটে ফুলদানি, সস্তার তিন অবস্থা! পোড়া কপাল আমার! আয়োজন দেখলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে। ওই দেখে ননীবাবুরা নাকি ভির্মি খাবে! থুতু দেবে...ওরা এতে পাও মোছে না, বুঝলে, পাও মোছে না...

নীতিশ॥ তা কী করব...রোশনচৌকি ভাড়া করতে হবে?

শ্যামা॥ কে করতে বলেছে! কিছু করতে হবে না...কিছু করতে হবে না! দয়া করে ক্যারিকেচারটা থামাও!

নীতিশ॥ (*নিচু গলায়*) অনুষ্ঠান করবে না!

শ্যামা॥ না। (*গোপনে চোখের জল মুছে*) রাখো, যেখানে যেটা ছিল তুলে রাখো! যাও, ভাড়ার মাল সব ফেরত দিয়ে এসো!

নীতিশ॥ কেন এমন করছ? লক্ষ্মীটি শ্যামা, শোন না—

শ্যামা॥ যাও...কাজে বেরোও।

নীতিশ॥ (*চিৎকার করে*) কী করব? বিবাহ-বার্ষিকী যে বউ ছাড়া করা যায় না, নইলে তাই করতাম...

শ্যামা॥ তুমি কাজে বেরোবে কিনা!

নীতিশ॥ উপায় থাকলে বেরোতাম। বসে বসে তোমার খিঁচুনি শুনতাম না। নেহাৎ ছুটিটা নিয়ে ফেলেছি...

শ্যামা॥ ছুটি নিয়েছ?

নীতিশ॥ পাওনা ছিল নিয়েছি, তাতেও দোষ!

শ্যামা॥ একটা দিন কামাই করার মানে বোঝ? হ্যারিকেন নিয়ে যেদিন না বেরুবে, পার হ্যারিকেন বিশ পয়সার কমিশনও মিলবে না।

নীতিশ॥ আরে দূর! খালি হ্যারিকেন হ্যারিকেন—ড্যাম ইয়োর হ্যারিকেন!

শ্যামা॥ তাতো বটেই। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন রেশন উঠছে না, বাড়িআলা মুদির কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছি! আমি মরছি ছোটদি বড়দির কাছে হাত পেতে পেতে...কোথায় দুটো পয়সা বেশি রোজগার করব... না ড্যাম ড্যাম হ্যারিকেন! থাকবে না, থাকবে না, এ চাকরিটাও যাবে!

নীতিশ॥ হ্যাঁ যাবে! কেরে আমার গণৎকার!

শ্যামা॥ যাবে যাবে! অতো ফাঁকি মারলে থাকে! যায়নি আগে দু দুবার! আসেনি এত্তোবড় লম্বা খামে ডিসমিস লেটার! আবার এলো বলে!

নীতিশ॥ জানি করতে দেবে না। সকালবেলায় বাড়িতে পা দিয়েই যত অলুক্ষুণে কথা বলছে। একটা শুভদিন যে..

শ্যামা॥ শুভদিন না, বড্ড শুভদিন! ওদিকে সে বুড়ি...মা-বুড়ি হাঁ করে পোস্টাপিসের দিকে চেয়ে আছে, কবে তার পুত্তুর টাকা পাঠাবে সেই আশায়! পুত্তুর এদিকে বৌ নিয়ে বিয়ের দিন পালন করছেন... পুত্তুর এদিকে বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়াচ্ছেন...

নীতিশ॥ হ্যাঁ, ওড়াচ্ছি...

শ্যামা॥ কাটা ঘুড়ি ধরবেন বলে লোকের পাঁচিল টপকাচ্ছেন, বাচ্চাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে...

নীতিশ॥ না, বছরের একটা দিন ঘুড়ি ওড়াবে না! বিউটিফুল-ফুল সব ঘুড়িগুলো ভোঁকাট্টা হয়ে চোখের ওপর ছুটে বেড়াচ্ছে!...আরে বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়িটা মাস্ট!

শ্যামা॥ ওই তো! ফ্যাচাং! ফ্যাচাং একটা পেলেই হ'লো। কবে বিশ্বকর্মা, কবে ঝুলনপূর্ণিমে, একটা না একটা কপালে জুটেও যায় বটে! টাকা পেলে কোথায়?

নীতিশ॥ কি?

শ্যামা॥ এই যে পয়সাগুলো ছাইভস্ম করে ওড়ানো হচ্ছে, কোথায় পেলে?

নীতিশ॥ যেখানেই পাই তোমার সংসারের অ্যাকাউন্ট থেকে নিইনি, ব্যাস!

শ্যামা॥ আহাহা, সংসারের অ্যাকাউন্ট! কটা টাকা ফেলে দিয়ে খালাস। সারা মাস কি করে চালাই, তার ঠিক নেই! কোত্থেকে এল এসব?

নীতিশ॥ ধার করেছি; ব্যাস!

শ্যামা॥ (*চোখ বড় বড় করে*) ধার করে ফুর্তি করা হচ্ছে?

নীতিশ॥ ধার না, মানে একজন দিয়েছে...কিন্তু ফেরত নেবে না...মানে, এমনি দিয়ে দিল!

শ্যামা॥ এমনি দিয়ে দিল?

নীতিশ॥ বন্ধু—বলছি তো ভীষণ বন্ধু—যেই শুনেছে পাঁচ বছরে একবারো আমরা বিয়ের দিন পালন করি নি—একবারো তোমায় নেতারহাটে বেড়াতে নিয়ে যাইনি, অমনি পকেট থেকে টাকা বের করে—

শ্যামা॥ বন্ধুর নাম বলো—ঠিকানা বলো।

নীতিশ॥ তুমি চিনবে না, দূর সম্পর্কের বন্ধু—

শ্যামা॥ বন্ধু...দূর সম্পর্কের!

নীতিশ॥ জানি না যাও! উকিল কোথাকার!

শ্যামা॥ দেখি কত টাকা! দেখি ব্যাগটা!

নীতিশ॥ (*পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে*) কম নাগো, পাক্কা আটশো...আটখানা কড়কড়ে...নইলে কি ভাবছ খালি হাতে তড়পাচ্ছি?

শ্যামা॥ (*হাত বাড়ায়*) দেখি....

নীতিশ॥ (*আলগোছে শ্যামার হাতটা ঠেলে সরিয়ে*) যাবে শ্যামা, নেতারহাটে যাবে একবার? দারুণ জায়গা...পাহাড়ের ওপর চারদিক খোলামেলা...সবুজ অরণ্য.. উপত্যকা...

শ্যামা॥ উপত্যকা...খুব সবুজ?

[*নীতিশের পকেটের দিকে হাত বাড়ায়।*]

নীতিশ॥ তোমায় একটা বত্রিশ টাকার গো-গো গগলস কিনে দেব। নেতারহাটে পরে বেড়াবে!

শ্যামা॥ রক্ষে করো!

নীতিশ॥ কেন? কেউ তো চেনাশোনা নেই যে দেখে ফেলবে। (*শ্যামার হাত ঠেলে সরিয়ে*) বাইরে গেলে আমি দেখেছি, সবাই ওসব পরে। কলকাতায় বিশ্রীভাবে থাকে...বাইরে গেলে খেঁদিপেঁচি সব্বাই বেলবট পরে...গুরু পাঞ্জাবি পরে...গুরু গুরু গুরু...(*শ্যামা পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছে, নীতিশ চমকে ব্যাগ কেড়ে নিল*) আই বাপ্!

শ্যামা॥ (*এগিয়ে এসে কাতর গলায়*) দাও!

নীতিশ॥ (*চোখ পাকিয়ে*) ফিলিঙের মাথায় কি করছিলাম, বাঘের ঘরে ছাগল ছেড়ে দিচ্ছিলাম!

শ্যামা॥ দাও লক্ষ্মী সোনা দাও, নেতারহাটে যাবো...

নীতিশ॥ তোমায় আমি চিনি না গুরু। তুমি নেতারহাটে যাবার লোক! সংসার খরচা চালাবে!

শ্যামা॥ নাগো, সত্যি যাবো, তোমায় ছুঁয়ে বলছি....

নীতিশ॥ হুঁ হুঁ, গায়ে হাত বুলিয়ে টাকাটা একবার হাতাতে পারলে বোঝ!

শ্যামা॥ দেবে না তো?

নীতিশ॥ ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায় শ্যামা?

শ্যামা॥ দাও বলছি!

নীতিশ॥ বাবার শ্রাদ্ধের সময়...মনে আছে দেড়টি হাজার টাকা এনে দিয়েছিলুম ওই হাতে! শুধু শ্রাদ্ধটা একটু ধুমধাম করে করব বলে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে বেশ একটা বড় রকমের শ্রাদ্ধ। সেদিনও ঠিক এমনি করে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় ফকির করে ছেড়েছিলে...

শ্যামা॥ বেশ করেছিলাম। ধার করে শ্রাদ্ধ করে চুল পর্যন্ত ডুবত। তখন চাকরিও ছিল না! বড় অন্যায় করেছিলাম, না?

নীতিশ॥ করেছিলেই তো! কার্ড ছাপাতে পারিনি, বন্ধু বান্ধব নেমন্তন্ন করতে পারিনি! কেত্তন গাওয়াতে পারিনি...গঙ্গার ঘাটে বসে নমো নমো করে মাথা কামিয়ে ফিরেছিলাম....

শ্যামা॥ তাতে পরলোকে তোমার বাবার আত্মার কষ্ট হয়নি, ইহলোকে তোমার যতটা হচ্ছে...

নীতিশ॥ হচ্ছেই তো। একটা পিতৃশ্রাদ্ধ, তাও করতে দাও নি। জুন মাসের মাইনে পেয়ে বললুম চলো, দু'জনে একটু চাউমিন চাউচাউ খেয়ে আসি। মানিব্যাগটা উধাও করে তুমি আমায় সে রাতে কচুর ঘণ্ট খাইয়েছিলে!

শ্যামা॥ একদিন চাউচাউ গিলে সারাটা মাস যে চৈ চৈ করে বেড়াতে হত!

নীতিশ॥ তবু তার একটা মানে থাকত। আর তোমার কথা শুনছিনে। অনুষ্ঠান করব। করবই! য়া যা ইচ্ছে আছে, সব করব! খালি খালি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা তুলেছি ভেবনা।

শ্যামা॥ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে তুলেছ?

নীতিশ॥ তুলেছি।

শ্যামা॥ তুমি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ভেঙেছ!

নীতিশ॥ ধুত্তেরি! প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ছাড়া চ্যারিটি ফাণ্ড কোথায় পাব? বারবার কোন্ বন্ধু আমায় ধার দেবে? বোঝে না!

শ্যামা॥ কি করব? এ লোককে নিয়ে কি করব আমি! (*নীতিশ হাসছে*) হাতের তা পাতের তা সর্বস্ব ঘুচিয়ে—

নীতিশ॥ ও যতই খ্যাঁচখ্যাঁচ ফ্যাঁচফ্যাঁচ কর...এবার আর ঠেকাতে পারছ না। আমার নেমতন্ন-টেমতন্ন সব করা হয়ে গেছে।

শ্যামা॥ অ্যাঁ!

নীতিশ॥ অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ! সন্ধেবেলা আসছে সব খেতে!

শ্যামা॥ কারা?

নীতিশ॥ ননী, ননীর বৌ...ননীর বাচ্চারা...ভুবন...ভুবনের বৌ, ভুবনের রাঙা কাকিমা, তার ছোট বোন...ইন অল থারটিন হেড্স আসছে...

শ্যামা॥ কোথায়?

নীতিশ॥ তোমার বাড়ি।

শ্যামা॥ ভগবান!

নীতিশ॥ ছাতে, হাওয়া খাচ্ছে!

শ্যামা॥ আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।

নীতিশ॥ এই, এই শ্যামা...

শ্যামা॥ (*চুলে গিঁট বেঁধে শ্লিপার খুঁজতে খুঁজতে*) যাচ্ছি ছোড়দির বাড়ি! তিনমাসের মধ্যে এমুখো যদি হই...

নীতিশ॥ (*শ্যামার পিছু পিছু*) মরে যাবো শ্যামা...ইনভাইট করা হয়ে গেছে, সবাই খাবে, শ্যামা...

শ্যামা॥ (*দুপাশ থেকে কনুই দিয়ে নীতিশকে সরাতে সরাতে*) তোমার মত শয়তানকে কি করে জব্দ করতে হয়...

নীতিশ॥ একদম কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে শ্যামা...তুমি না থাকলে...

শ্যামা॥ কেন? ইনভাইট করবার সময় আমায় বলে করেছিলে?

নীতিশ॥ আরে দূর! বল্লে করতে দিতে....

[*শ্যামা সরোষে দৃষ্টি হেনে দরজার দিকে অগ্রসর হয়।*]

নীতিশ॥ (*ছুটে গিয়ে*) শ্যামা, শ্যামা...ননী...ননীর বৌ খুব পয়সাআলা ঘরের মেয়ে...একদম বারোটা বাজিয়ে দেবে আমার...ননীর বাচ্চারা...ফুটফুটে...একদম সাহেবের বাচ্চার মত দেখতে...ভুবনের রাঙা কাকিমা...তুমি না থাকলে গেছি...শ্যামা...এবারটা ক্ষমা কর, আর কোনদিন হবে না।

শ্যামা॥ সাতগুষ্টির লোককে গেলাবো কী?

[*দরজার দিকে ছোটে।*]

নীতিশ॥ হয়ে যাবে...সব হয়ে যাবে...তুমি একটু ঠাণ্ডা হও! তোমার মত বৌ ঘরে থাকলে...

শ্যামা॥ শয়তান, বদমাস, হাতে-হ্যারিকেন!

নীতিশ॥ (*ক্ষেপে*) অ্যাই ফের ওসব বলবে না বলে দিচ্ছি। আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আমি ভাঙব, আমার যাদের খুশি খাওয়াব, তুমি তাদের সাতগুষ্টির লোক বলার কে?

[*শ্যামা ছুটে বেরোতে যায়, নীতিশ আটকায়।*]

(*শ্যামাকে বসায়*) সুযোগ পেয়ে খুব শোধ তুলে নিচ্ছ। কি ভেবেছ কী? নিজের ইচ্ছেমত কিছু করতে দেবে না? ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে দেবে! বন্ধুরা সব বলছে কবে খাওয়াবি নিতু, কবে খাওয়াবি? ...ভাবলাম ছেলের অন্নপ্রাশনে বলা যাবে...(*থেমে*) ছেলেরই দেখা নেই!

[*শ্যামা উঠতে যায়। নীতিশ তৈরী ছিল, কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দেয়। বাইরের দরজায় বৃদ্ধা মিস চৈতালী চ্যাটার্জি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চৈতালী উকিল, গায়ে উকিলের পোশাক। হাতে ব্রিফকেস।*]

চৈতালী॥ (*স্বামী স্ত্রীকে একত্রে দেখে মুখ ঘুরিয়ে মাত্রাতিরিক্ত গাম্ভীর্যে প্রচণ্ড একটা গলা খাঁকারি দেয়।*)

নীতিশ॥ (*চমকে*) আ-আপনি!

চৈতালী॥ যেন ভূত দেখছেন?

নীতিশ॥ ভূত, ভূত কেন! (*আমতা আমতা করে শ্যামাকে*) মিস্ চ্যাটার্জি মানে আমার সেই কেসের উকিল...

চৈতালী॥ (*গট গট করে শ্যামার সামনে এসে*) মিস চৈতালী চ্যাটার্জি....অ্যাডভোকেট। আমি আপনার স্বামীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

নীতিশ॥ হ্যাঁ আপনি না থাকলে নির্ঘাৎ আমার সেবার একটা জেল কি জরিমানা...

চৈতালী॥ আপনার হাজব্যাণ্ড...আমার ফিসের টাকা চোট করেছেন!

শ্যামা॥ শয়তান!

চৈতালী॥ চিরকাল উকিল মোক্তারদের দুর্নাম দেওয়া হয়, তারাই মক্কেলদের কাঁদায়! এমন মক্কেলও থাকে, যারা মোক্তার উকিলদের ফাঁসায়!

শ্যামা॥ ঐ তো!

চৈতালী॥ আমি ওর নামে কেস করব।

শ্যামা॥ করুন।

চৈতালী॥ অমি ওকে লক-আপে ঢোকাব—

শ্যামা॥ আমি একটুও কাঁদব না—

নীতিশ॥ ইয়ে, বসবেন না উকিলবাবু—

চৈতালী॥ সাট আপ! এতবড় সাহস, অ্যাডভোকেটের ফিস চোট করে পালিয়ে বেড়ায়! বলে কেসটা লড়ে যান, পরে সব বিল করে দেবেন। পাঁচ টাকার কোর্টপেপারও আমায় দিয়ে কিনিয়েছে! ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। এই নোংরা পাড়ায় আমায় টেনে এনেছে!

নীতিশ॥ কেন এলেন? আমি তো বলেইছি...মানে একটু সুবিধে হলেই আপনার টাকা মিটিয়ে দিয়ে আসব।

চৈতালী॥ ইউ! ইউ! দেড়বচ্ছর সময় দিয়েছি, এখনো সুবিধে! আপনার স্বামীর মত আসামী আমি খুব কম দেখেছি।

শ্যামা॥ আপনি কম দেখেছেন, আমি একটাও দেখিনি।

চৈতালী॥ রাস্তায় দেখা হলে চিনতে পারে না!

শ্যামা॥ মাঝে মাঝে কাউকেই চিনতে পারে না। আমাকেও না!

চৈতালী॥ চিনিয়ে দেব! সিওর পানিশমেন্ট থেকে ছাড়িয়ে আনলুম, ফিস দেবে না? নির্ঘাৎ জেল জরিমানা বাঁচিয়ে আনলুম!

শ্যামা॥ কেন গেলেন বাঁচাতে? মরতো ঘানি টেনে! ওই বয়েসের মানুষ যদি লোকের ঘরের দোরে যায় ক্রিকেট খেলতে—

চৈতালী॥ খেলা, হোয়াট ডু ইউ মীন বাই খেলা? রেগুলার পেটাপিটি করেছে। ইয়োর হাজব্যাণ্ড, অ্যান এ্যাডাল্ট অব থারটিওয়ান, দত্ত মজুমদারের প্রাইভেট প্যাসেজে ডিউস বল পেটাপিটি করেছে। টাঁই টাঁই—এদিকে হাঁকড়াচ্ছে, ওদিক হাঁকড়াচ্ছে...

শ্যামা॥ জানলার কাঁচ ফাটিয়ে, অ্যাকোরিয়াম ফাটিয়ে....

চৈতালী॥ দত্ত মজুমদারের মাদার-ইন-ল'র মাথার রক্ত ছুটিয়ে দিল ওয়ান সানডে মর্নিং! ওয়াজ দ্যাট খেলা? গুণ্ডামির জায়গা পায় নি! টাকা ছাড়ুন।

নীতিশ॥ টাকা? নেই দিদিমনি...

[*চৈতালী ব্রিফকেস খুলে প্যাড বার করে খসখস লিখতে থাকে।*]

শ্যামা॥ আর পারি না ভগবান, কতদিক সামলাবো? এই লোকটাকে নিয়ে—

চৈতালী॥ (*লিখতে লিখতে চাপা হিংস্র হাসিতে*) ভুলে গেছে, আমাকে ভুলে গেছে! ইচ্ছে করলে দশটা কেসে ফাঁসিয়ে দিতে পারি। অমন মুখমিষ্টি মিছরির চাকু আমি কিছু কম দেখি নি। ইন মাই লাইফ, বহু দেখেছি। ওরা শুধু ঠকাতে জানে।...স্পেশাল পাওয়ার খাটিয়ে, ওয়ারেন্ট বার করে হ্যাণ্ডক্যাপ পরিয়ে আজ আমি ওকে...

নীতিশ॥ আজই! আজকের দিনটা ছেড়ে দিলে হয় না? (*চৈতালী স্যাট স্যাট প্যাডের পাতা ছিঁড়ে পরের পাতায় লিখছে*) আপনার তো অনেক বড় অবস্থা দিদিমণি, দুশোটা টাকার জন্যে কেন অমন করছেন?

চৈতালী॥ দুশো নয়, সাড়ে পাঁচশো। ফাইনের টাকাটাও আমাকে জমা দিতে হয়েছে! ভুলে গেছ? একটা পেটি হ্যারিকেনওয়ালা আমাকে ঠকাবে! অসহ্য!

নীতিশ॥ মাত্তর একটা রোববার একটু পেটাপেটির জন্যে ফাইনের টাকা গচ্চা দিতে কারুর মন চায়! আমার মত পুওরম্যান—আপনি বলুন না।

শ্যামা॥ আপনার টাকা, না! কিছু করতে হবে না আপনাকে। ওকে ধরুন। টাকা আছে ওর কাছে।

নীতিশ॥ শ্যামা!

শ্যামা॥ আছে, ধরুন, ওই গেঞ্জির ভেতরে আছে।

নীতিশ॥ শ্যামা!

শ্যামা॥ না যদি দেয়, হাতকড়ি পরিয়ে নিয়ে যান।

[*শ্যামা ভেতরে চলে গেল। নীতিশের জাল-গেঞ্জির ভেতর নোটের তাড়া উঁকি দিচ্ছে, চৈতালী সেইদিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করে। নীতিশ কুড়িটা টাকা বার করে ধরে।*]

চৈতালী॥ কুড়ি টাকা!

[*নীতিশ আর একটা একটাকার নোট বাড়িয়ে দেয়।*]

চৈতালী॥ হোয়াট? একটাকা বাড়ানো হচ্ছো! অ্যাডভোকেটের সঙ্গে চিংড়ি মাছের দরাদরি!

[*চৈতালী লিখতে থাকে।*]

নীতিশ॥ এসকিউজ...মানে ছেড়ে দিন...এর থেকে আর দিলে মুশকিলে পড়ে যাবো দিদিমণি।

চৈতালী॥ দিদিমণি?

নীতিশ॥ হ্যাঁ, না মানে ওই ননী, ননীর বৌ, তিনটে বাচ্চা....

চৈতালী॥ বাচ্চা..

নীতিশ॥ ফুটফুটে বাচ্চা...এইরকম ফুটফুটে...আর ভুবন...ভুবনের রাঙা কাকিমা...অনেক খরচা...তারপর নেতারহাট...

চৈতালী॥ হেল! হেল! নেতারহাট...হেল অব ইয়োর...

[*বাইরের দরজায় গোপালের কণ্ঠস্বর: ধরো..ধরো...বাজার এসে গেছে।*]

নীতিশ॥ পুওর ম্যান..একদম পুওর ম্যান...খেতে পাই না...

[*পেল্লায় এক বাজার বোঝাই চ্যাঙারি নিয়ে কোনরকমে টলতে টলতে গোপাল ঢুকছে। মস্ত বড় এক ঘিয়ের টিন তার মাথায় উঁচিয়ে আছে।*]

গোপাল॥ বাপরে বাপ। দেড়মণ ওজন...... তোমার বাজার বইতে বইতে...... কই গো ধর......

নীতিশ॥ (*হাতের ইশারায় গোপালকে বেরিয়ে যেতে বলছে, চোখ টিপছে, আর চৈতালীকে*) পুওর ম্যান, ভেরি পুওর...

গোপাল॥ হ্যাঁ পুওরম্যান! মোটমাট তিনশো সত্তর টাকা দশ পয়সার কাঁচা বাজার। কিছু কেনাকাটা করলে বটে। ধরবে না কিরে বাবা—ধরুন তো মাসিমা....

চৈতালী॥ সাট আপ!

[*ধমক খেয়ে গোপাল চ্যাঙারি সমেত বসে পড়ে। নীতিশ ছুটে বেরিয়ে যায়।*]

হু আর ইউ?

গোপাল ॥ মাসতুতো ভাই!

চৈতালী ॥ মাসতুতো ভাই! চোরে চোরে...

গোপাল ॥ হুঁ! না। আমি বেকবাগানে থাকি।

চৈতালী ॥ বেকবাগান থেকে এসে তুমি এদের বাজার করছ যে?

গোপাল ॥ আমি না করলে কে করবে মাসিমা? আজ যে এদের বিবাহবার্ষিকী!

চৈতালী ॥ ও! ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি!

গোপাল ॥ সব কিনতে হ'লো। মায় এক সেট কাঁটাচামচ!

[*কাঁটা তুলে ধরে।*]

চৈতালী ॥ কিপ ইট।

গোপাল ॥ (*জোরে*) কে গো নিতুদা? ....আপনি কে?

চৈতালী ॥ লোকের বাজার বয়ে বেড়াচ্ছ, অফিস যাবে কখন?

গোপাল ॥ আমার অফিস-টপিস নেই।

চৈতালী ॥ বেকার! চাকরি পাও না?

গোপাল ॥ কেন পাব না! প্রায়ই একটা দুটো পাই, করি না।

চৈতালী ॥ পাও...কিন্তু কর না?

গোপাল ॥ দশটা পাঁচটা চেয়ারে বসে থাকা আমার পোষাবে না মাসিমা।

চৈতালী ॥ কী পোষায় তোমার?

গোপাল ॥ লোকের উপকার টুপকার করা।

চৈতালী ॥ কিরকম উপকার?

গোপাল ॥ মহা জ্বালায় পড়লুম তো....

চৈতালী ॥ অ্যান্সার মি!

গোপাল ॥ লোকের বাজার-হাট করে দিই, ওষুধ এনে দিই, হাসপাতালে নিয়ে যাই...তারপর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে ঠিকমত পোড়াই...দশটা পাঁচটা ফিট হয়ে গেলে কখন ফ্রি-সারভিস দেব?

চৈতালী ॥ ও, পরহিতৈষী!

গোপাল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ফ্রি-সারভিসের লোভে কেউ আমায় ছাড়তে চায় না। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এলেই পাড়ায় সে কী কান্নার রোল ওঠে—গোপলা বুঝি চাকরিতে ফেঁসে গেল রে...

[*গোপাল পালাবার চেষ্টা করে।*]

চৈতালী ॥ (*ধমকে*) দাঁড়াও। আমায় একটু হেল্প কর গোপলা। চট করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।

গোপাল ॥ ট্যাক্সি? (*হাঁকতে হাঁকতে দরজার দিকে অগ্রসর হয়*) ট্যাক্সি, ট্যাক্সি...

চৈতালী ॥ আর তোমার মাসতুতো দাদার মালটা তাতে তুলে দাও।

গোপাল ॥ এ আর বেশি কি? এর চেয়ে কতো বড় বড় উপকার করে বেড়াই আমি।

[*গোপাল বাইরের দিকে চ্যাঙারি টানছে। শ্যামা লাফিয়ে ঢোকে।*]

শ্যামা॥ অ্যাই অ্যাই! কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? ছাড়্ ছাড়্ বলছি...

চৈতালী॥ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির মার্কেটিং হচ্ছে...পুওর ম্যান...গোপলা, ট্যাক্সিতে মাল তোলো...

গোপাল॥ (চ্যাঙারি টানতে টানতে হাঁকে) ...ছেড়ে দাও বৌদি, মাসিমার উপকার করতে দাও!

শ্যামা॥ (*চ্যাঙারি ধরে টেনে*) ছাড় ছাড়...সাতগুষ্ঠির লোক আসছে খেতে। তাদের পাতে দেব কী?

চৈতালী॥ ফ্রড! জোচ্চোর! আমার সঙ্গে চালাকি!

শ্যামা॥ অ্যাই গালাগাল দেবেন না কিন্তু...

চৈতালী॥ গোপলা, ট্যাক্সি...

গোপাল॥ ট্যাক্সি—ই—ই...

শ্যামা॥ অ্যাই...অ্যাই....

চৈতালী॥ (*নিজেই চ্যাঙারি টানে*) আই ওয়ারন ইউ...লক আপে দেব...দুজনকেই ঘুঘু দেখিয়ে দেব...মিস চৈতালী চ্যাটার্জি ...অ্যাডভোকেট...জরিমানার টাকাও আমায় জমা দিতে হয়েছে...

শ্যামা॥ দূর দূর, আমার বলে মাথা ভেঙে বাজ পড়েছে!

[*শ্যামা ও চৈতালী দুপাশ থেকে টানছে। আর কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে। গোলমালের মধ্যে আলো নিভে যায়।*]

[*আলো জ্বললে দেখা যায়, বিকেল। ঘরে নীতিশ ও গোপাল। নীতিশ টাকা গুণছে। গোপাল প্লেটে মাংস চাখছে আর গাইছে।*]

গোপাল॥ ঝঞ্ঝাট ঝামেলা কেটে যাক..আনন্দে দিন যাক্ কেটে যাক....(*গান থামিয়ে*) আঃ ফার্স্টক্লাস হয়েছে! কী গন্ধ ছেড়েছে! এই নিতুদা, দেখ না কী গন্ধ ছেড়েছে। আরে দেখই না...

[*প্লেট বাড়িয়ে ধরে*]

নীতিশ॥ (*হিসেবে অন্যমনস্ক*) গন্ধ দেখতে হয় না। (*নাক টেনে*) আমার বৌটা রাঁধে ভালো বুঝলি গোপলা!

গোপাল॥ কার বৌদি দেখতে হবে তো...! বেলবট পরবে নিতুদা, যোগাড় করে আনব?

নীতিশ॥ ধ্যাৎ, বিয়ের দিন বলে কথা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে হয়!

গোপাল॥ ফোট্ ! তোমার আবার বাড়াবাড়ি। বেশ বেলবট চড়িয়ে বৌদির পাশে দাঁড়ালে—সেই থেকে কি গুণছ একশবার?

নীতিশ॥ কত রইল দেখছি। মিস চৈতালী চ্যাটার্জি পুরো একখানা পাত্তি নিয়ে বেরোলো। উঃ আসবি আয় ঠিক আজই...

গোপাল॥ কমের ওপর গেছে। চ্যাঙারি নিয়ে গেলে বিবাহবার্ষিকীর বারোটা বাজিয়ে দিত—

[*প্লেট রেখে মুখ মুছে গোপাল ওঠে।*]

নীতিশ॥ (*সপ্রশ্ন চোখে*) কী রে?

গোপাল॥ কাটি।

নীতিশ॥ কাটবি কি রে?

গোপাল॥ না...যাই দেখি, বেকবাগানের দিকে আবার কি হচ্ছে। কার কি দরকার পড়ে—আজকাল খুব বসন্ত হচ্ছে।

নীতিশ॥ বোস! একবার বেকবাগানে ঢুকে পড়লে সন্ধেবেলা তোকে আর পাওয়া যাবে? সাত দিনের ভেতর টিকি দেখা যাবে না। দই মিষ্টিগুলোর কি হবে?

গোপাল॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ...দাও টাকা দাও...

নীতিশ॥ শ্যামা, রান্নার কদ্দূর?

শ্যামা॥ (ভেতরে) সব হয়ে গেছে, ফিসফ্রাইটা ওরা এলে ভেজে দেব।

নীতিশ॥ তুমি একটু সাজবে গুজবে তো শ্যামা।

শ্যামা॥ (ভেতর থেকে) সাজব আবার কি, রান্নার কাপড়টা পাল্টে নেব।

নীতিশ॥ জানিস গোপলা, সাজলে গুজলে তোর বৌদিকে এমন দেখায় না, আমার আবার ওকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে! (*গুনগুন করে*) তোমায় সাজাবো যতনে...

গোপাল॥ কুসুম যদি বা আছে আমার রতন নেইরে..

নীতিশ॥ সাড়ে তিনটে বাজে, দই মিষ্টিটা এনে রাখ—পরে আর সময় পাবি না!...ডেকরেটারের দোকানে আমার তেরোটা ফোল্ডিং চেয়ার বলা আছে...শ্যামা, পান আনাবো, তবক দেওয়া পান?

শ্যামা॥ (বাইরে) তোমার ইচ্ছে হলে আনাও, কিন্তু ওরা পান খায় তো?

নীতিশ॥ বুঝলি তো, ম্যাক্সিমাম সাইজের নিবি মিষ্টিগুলো..ওঃ হো গোপলা, চকোলেট! বড়রা তো এসে সরবতের গেলাস ধরবে...বাচ্চাদের হাতে একটা কিছু ধরিয়ে দিবি তো...

গোপাল॥ (*বাইরের দরজার ওপাশ থেকে চিঠি কুড়িয়ে*) তোমার চিঠি।

নীতিশ॥ চিঠি! কোত্থেকে এল?

গোপাল॥ দ্যাখো তো, মনে হচ্ছে দেশ থেকে মাসিমা—

নীতিশ॥ মা? কই দে দে।

[*চিঠিটা নিয়ে পকেটে রাখে।*]

গোপাল॥ পড়লে না?

নীতিশ॥ পড়ব'খন।

গোপাল॥ দ্যাখো হয়ত জরুরি।

নীতিশ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ জরুরি।

গোপাল॥ মাসিমার অসুখ হয়েছিল, কেমন আছে...

নীতিশ॥ সেরে গেছে, সব সেরে গেছে—

গোপাল॥ (*খপ করে চিঠিটা তুলে নেয়*) বৌদি, চিঠি!

নীতিশ॥ (*চাপা হিসহিসে গলায়*) চিঠি! চিঠি! (*চিঠি কেড়ে নিয়ে*) মাথায় এক ভূত চাপলে নামতে চায় না! ডোবাতে চাস!

গোপাল॥ দ্যাখো না কেমন আছে মাসি...

নীতিশ॥ ভাল আছে। এঁ: মা'র পোড়ে না মাসির পোড়ে!

গোপাল॥ মাসির জন্যে বড় কষ্ট হয় নিতুদা!

নীতিশ॥ তোর ?

গোপাল॥ বুড়ো মানুষ, একা একা গাঁয়ে পড়ে থাকে...তোমাদের সাতপুরুষের ভিটে আগলে! কেউ দেখার নেই। তুমি তো খোঁজ খবর নাও না...টাকা পাঠাতে ভুলে যাও! ...কোনদিন শুনবে বুড়ি পুকুরঘাটে পা হড়কে, কি ভোরবেলা শিউলিতলায় শীতে জমে..

নীতিশ॥ তুই এসব ইমাজিন করিস ?

গোপাল॥ জানো, এক একদিন রাতে ঘুম আসে না...সব বুড়োবুড়ি, কেউ যাদের দেখার নেই, সবার মুখগুলো ভাসে নিতুদা...

নীতিশ॥ কোথাকার ইন্টারন্যাশনাল পরহিতৈষী রে!

গোপাল॥ চিঠিটা দাও না...দেখি বুড়িটা বেঁচে আছে কিনা!

নীতিশ॥ আছে, এখন সলতে পাকাচ্ছে। সাঁঝের বেলা তোর নামে পিদিম জ্বালবে। বাবা, বেঁচে কি মরে সেটা কি আর ঘণ্টাকয় পরে জানলে ভারতবর্ষ উলটে যাবে ?

[*শ্যামা ঢোকে।*]

শ্যামা॥ যাবে। সব কিছু বাদবাদ করে বাদ দিয়ে রাখলে চলে না। পড়ে দ্যাখো কি হয়েছে মা'র। মাঘ মাস থেকে বুড়ি শয্যাশায়ী। সাত সাতটা চিঠি দিয়েছে, সব তুমি ছিঁড়ে ফেল। মা'র নাম পর্যন্ত মুখে আনো না।

নীতিশ॥ দোহাই তোমাদের। এতগুলো ভদ্দরলোকের ছেলেকে যখন নেমন্তন্ন করেই ফেলেছি, আর উটকো ঝঞ্ঝাট বাঁধিয়ো না!

শ্যামা॥ (*গোপালের দিকে ঘুরে*) মা হ'লো উটকো ঝঞ্ঝাট!

নীতিশ॥ একবার পেছনে যখন লেগেছে...সাধ্য কি আমার কিছু করার!...ওই যে দেখেছে রয়েছে...পকেটে টাকা রয়েছে, ব্যস...চারধার থেকে সব...কটা টাকা তুলে এনেছিলাম...উকিলটা খামচা দিয়ে নিয়ে গেল...আবার...

শ্যামা॥ (*গোপালকে*) দেখছো রাশ রাশ টাকা উড়োচ্ছে আর সেদিকে...

গোপাল॥ দরকারের বেলায় তুমি বড্ড কিপ্টে নিতুদা!

নীতিশ॥ চুপ কর! ব্যাটা শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। ছিল, আমার চিঠি পড়ে ছিল...তুই তুলতে গেলি কেন ?

শ্যামা॥ মাতাল হয়েছ তুমি! নইলে ফুর্তি ছেড়ে আগে চিঠিটা পড়তে...

নীতিশ॥ শ্যামা, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেব কিন্তু...

গোপাল॥ কী লোক তুমি মাইরি নিতুদা! পৃথিবীতে একজনও নেই যে হাতে চিঠি পেয়ে না খুলে থাকতে পারে!

শ্যামা॥ বলো, বলো তোমরা...পাগল কি গারদে থাকে, না থাকে সংসারে ?

নীতিশ॥ পাগল, হ্যাঁ আমি পাগল! ছেলেবেলা থেকে উপোস করে করে আমি পাগল হয়ে গেছি। আমার বন্ধুদের কারো কোন অভাব নেই। তারা কত কী করে! আর আমি ? ...মাঘ মাস থেকে মা বলছে দেখতে যেতে, পারি না...খালি হাতে দেখতে যাবো কি!

মা যে কিছু আশা করে। চিঠি কেন ছিঁড়ে ফেলি!...পাড়ার লোক ধরে ধরে মা পত্তর দেয়। প্রত্যেকটা পত্রে অবস্থা খারাপ...আরো খারাপ...আরো! এতে কী লেখা আছে...কী লেখা থাকতে পারে আমি জানি...সেই এতটুকু বয়েস থেকে জানি কখন কোন্ চিঠি কোন্ খবর নিয়ে আসে! ভাল খবর কখনো আসে না রে! সকাল থেকে আজও জানতাম আসছে...একটা খবর আসছে। ভয় করছিল আমার। তাই হ'লো! আজকের দিনে এটা আমি পড়তে পারব না। একটা দিন...মাত্তর কয়েক ঘণ্টা আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। জীবনে আর কোনদিন কিছু চাইব না। (*শ্যামা অদূরে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে*) গোপলা—

গোপাল॥ উঁ?

নীতিশ॥ (*টাকা দেয়*) চকোলেট!

গোপাল॥ চকোলেট!

নীতিশ॥ (*টাকা দেয়*) দই মিষ্টি পান...

গোপাল॥ রোজ ওয়াটার...

নীতিশ॥ (*টাকা দেয়*) ডেকরেটার!

গোপাল॥ তেরটা ফোল্ডিং চেয়ার। মনে আছে! বৌদি...এই বৌদি...কথাই বলছ না, তোমার জন্যে একটা বেলফুলের মালা আনব?

[*নীতিশের ইশারায় গোপাল চলে যায়। নীতিশ শ্যামার কাছে যায়। আনত বিষণ্ণ মুখখানি তুলে ধরে।*]

নীতিশ॥ (*একটু থেমে*) কথা বলবে না?

শ্যামা॥ (*ঠোঁট কামড়ে*) কী করতে হবে বলো?

নীতিশ॥ ওদের যে আসার সময় হ'লো!

শ্যামা॥ যা বলবে...সব করে দিচ্ছি।

[*শ্যামা ঘরের কোণে রাখা ভাঁজ করা চাদরটা এনে পালঙ্কের ওপর বিছোয়। নীতিশ হাত লাগায়।*]

নীতিশ॥ বাঃ বাঃ ফাইন, ফাইন! (*দুজনে ঘুরে ঘুরে চাদরের কোণাগুলো মুড়ছে।*) দ্যাখো তো আর দেখা যাচ্ছে...ছেঁড়া গদি...হুড়হুড় করে তুলো বেরুচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আর..

শ্যামা॥ (*অস্ফুট স্বরে*) না।

নীতিশ॥ তবে! একটু চেষ্টা করলে সবই যখন ঢাকা যায়...অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে দিব্যি ঢেকে রাখা যায়...(*নীরবে চাদরের ওপর সুতোর কাজে হাত বোলাচ্ছে*) বাঃ! বারে বা! কতদিন বাদে দেখছি, কী সুন্দর লাগছে! সেলাইয়ের কাজ বড্ড ভাল জানতে গো! মনে আছে, বিয়ের পরে তুমি সেই রং বেরঙের সুতো আর চুমকি বসিয়ে একটা হরিণ তৈরী করেছিলে...লিখেছিলে সোনার হরিণ কোন্ বনেতে থাকো....আর এই চাদরের কাজটা! এতো সুন্দর! কেউ পারে, কারো বৌ পারে এমন ছেঁড়া কাপড়ের সুতো দিয়ে তুলতে এমন সুন্দর 'এক ডালে দুই পাখি!' মনে আছে তোমার, ছোড়দি প্রথমবার বেড়াতে এসে কী বলেছিল? একটা পাখি নিতু, আর একটা পাখি শ্যামা!

[*শ্যামার চোখ ঘিরে বর্ষার কালো ছায়া।*]

শ্যামা॥ তোমার ঘরে ক'পয়সার ন্যাপথলও কি জুটল...একটা পাখি পোকায় কেটে দিল।

নীতিশ॥ (হুমড়ি খেয়ে পড়ে) আরে আরে তাই তো! ইস, একবারে শেষ করে দিয়েছে।

শ্যামা॥ একটা পাখি আমার শেষ করে দিয়েছে, কুরেকুরে কেটে কেটে...

নীতিশ॥ শ্যামা!

শ্যামা॥ (আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) ছোড়দি বলেছিল না, একটা পাখি তুমি আর একটা আমি! এই শেষ হয়ে যাওয়াটা আমি...

নীতিশ॥ সত্যি তুমি একেবারে পালটে গেছ...সেই তুমি...আর এই তুমি...

শ্যামা॥ (ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে) বলছি তো, বলছি তো, আমি শেষ হয়ে গেছি!

নীতিশ॥ শ্যামা...এই শ্যামা, কেঁদোনা, কেঁদোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে শ্যামা... (হঠাৎ কি মনে পড়ে) শ্যামা, আই বাস, সেটা তোমায় দেখানো হয়নি।

[*নীতিশ ছুটে গ্রামোফোনের কাছে যায়।*]

বলতো কী এনেছি? (*একটা রেকর্ড বার করে।*) সেই গানটা...তুমি বিয়ের পর গাইতে!

শ্যামা॥ (*চোখ মুছে*) কোন্‌টা?

নীতিশ॥ সেই যে সারাক্ষণ গাইতে...ধ্যাৎ, তোমার মনে নেই? রবীন্দ্রসঙ্গীত...

শ্যামা॥ উঁহু, কোন্‌টা বলো তো?

[*নীতিশ রেকর্ড চালিয়ে দেয়। গান বেজে ওঠে: 'ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ'*]

নীতিশ॥ কী? মনে পড়েছে? মনে পড়েছে? ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ।

[*শ্যামার চোখেমুখে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। শ্যামা ছুটে গিয়ে রেকর্ড থামিয়ে গেয়ে ওঠে।*]

শ্যামা॥ ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ....
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ....
তুমি নও তো সূর্য নও তো চন্দ্র...তাই বলি কি কম আনন্দ...
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছ...
ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ...

[*বাইরে হর্নের শব্দ।*]

নীতিশ॥ (*তড়াক করে লাফিয়ে*) এসে গেছে! ননীর গাড়ি, সাদা গাড়ি...ফাইভ টু থ্রি নাইন...(*দরজা অবধি ছুটে গিয়ে*) ধুস! ডাইং ক্লিনিঙের টেম্পো!

শ্যামা॥ এতো বেলা থাকতে আসবে নাকি, সব কাজের মানুষ।

নীতিশ॥ আরে দূর দুর, কাজ! কুত্তাবাবুর আবার কাজ!

শ্যামা॥ কুত্তাবাবু!

নীতিশ॥ জানো না...বলিনি তোমাকে...ননীর কাজ তো কুকুর নিয়ে...

শ্যামা॥ কুকুর নিয়ে?

নীতিশ॥ হ্যাঁ গো, অল ইণ্ডিয়া ডগ...ডগ...মানে ওই কুকুর নিয়ে কি একটা ফেডারেশন আছে। কুকুর মানে ভাল কুকুর...দামী দামী বিদেশী দারুণ দারুণ...নেড়িকুত্তা না তা বলে তা ননী হ'লে তার প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি....অল ইন অল..

শ্যামা॥ বাবা, কুকুর নিয়ে ননীবাবু অত বড়লোক!

নীতিশ॥ বড়লোক মানে! রেগুলার রইস পার্টি! বাড়ি...গাড়ি...টাকা, প্রেস্টিজ! এই কনফারেন্স হচ্ছে..মিটিং হচ্ছে...বিরাট বিরাট পার্টি দিচ্ছে...এই শুনল অমুক জায়গায় ডালকুত্তার

সর্দি হয়েছে, হুট করে প্লেনে চেপে, হুস করে ননীবাবু চলে গেল। বড়লোকদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা..

শ্যামা॥ অত বড়লোকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব....

নীতিশ॥ কি করে হ'লো? আরে এক কেলাসে পড়তুম যে। ওঃ ননীটা তখন কি ট্যারাই ছিল! জানো, ভূগোল-স্যার ম্যাপে রাশিয়া দেখাতে বললে, স্ট্রেট আমেরিকার দিকে তাকাত।

শ্যামা॥ ও বাবা, সে যে বিশ্ব-ট্যারা গো—

নীতিশ॥ হুঁ! কেলাস থেকে বেরিয়ে ওর কেলাস আর আমার কেলাস আলাদা হয়ে গেল।

শ্যামা॥ বাচ্চারা তো বলো খুব সুন্দর!

নীতিশ॥ হ্যাঁ খুব সুন্দর। ফুটফুটে, সায়েবের মত গায়ের রং, খুব মিষ্টি...আমি গেলেই কাঁধে চড়বে...ননীর বাচ্চাদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়...

শ্যামা॥ একদিন রাখা যায় না? মানে আজকের রাতটা বাচ্চারা যদি আমার কাছে থাকে...

নীতিশ॥ পাগল না পায়জামা! ননীর বাচ্চারা একরাতেই আমার ট্যাঁক ফাঁক করে দেবে। কত বায়না...ওর চেয়ে নিজের ছেলে হ'লে কমে হ'ত।

[*শ্যামা দুম দুম করে কিল মারে নীতিশের পিঠে।*]

নীতিশ॥ (আনন্দ গুনগুন করে) ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ...

শ্যামা॥ তোমার বন্ধুরা বড়লোক বলে তোমার খুব দুঃখু—তাই না?

নীতিশ॥ দুঃখু! আরে না না, তা না! শুধু মাঝে মাঝে কিরকম খোঁচা লাগে...একদম এইখানে। ননীর ছোটমেয়ের মুখেভাতে...ওঃ, সে কী এলাহি ব্যাপার...হ্যাঁ, খাওয়ার টেবিলে খোঁচাটা কড়াং করে লেগেছিল!

শ্যামা॥ খোঁচা! কী খোঁচা গো!

নীতিশ॥ ভুবন আমার পাশে বসেছিল। বলল, নিতুর বাড়ি কবে যাচ্ছি আমরা? শুনেই ননী হা হা করে উঠল—যেদিন বৃষ্টি হবে, আর যেদিন বৃষ্টি হবে না...দুটো দিন বাদ দিয়ে নিতু আমাদের খাওয়াবে। কড়াং করে যেন চাবুক পড়ল শ্যামা, এইখানে। সেদিন থেকে তাক করে আছি, একদিন ব্যাটাদের আমি তাক লাগিয়ে দেব! ঠিক! শুধু তোরাই আমায় ডেকে খাওয়াবি, আমি তোদের ডাকতে পারি না! তখন ভাবলাম যা থাকে কপালে...প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তো প্রভিডেন্ট ফাণ্ডেই সই! লড়িয়ে দিলাম!

শ্যামা॥ কী বা করতে পারছি আমরা...লোকের বাড়ি এক একটা উৎসবে কত হৈ চৈ ..কত আলো জ্বলে...কত রকমের বাজি পোড়ে...বাজনা বাজে...ফুলের ভারে দরজাগুলো নুয়ে পড়ে...ছবির মতো...আর তুমি কাগজের শিকলি করেছ।

নীতিশ॥ (একটু পরে) ভুবন বোধহয় একটা প্রেসার কুকার দেবে।

শ্যামা॥ (পাকা বুড়ির মত) না গো না, এক প্যাক চানাচুর!

নীতিশ॥ চানাচুর! অতো বড়লোক, চানাচুর প্রেজেন্ট করবে? ধ্যাৎ!

শ্যামা॥ হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, মিলিয়ে নিয়ো। বড়লোক কত দেখলাম। সেবারে তোমার আগের কোম্পানির কার্তিকবাবুর মেয়ের বিয়েতে দেখনি, লাল সোনালি রূপোলি রংবেরং-এর কার্ড

দিয়ে অত করে নেমতন্ন করে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালো খালি এককাপ কফি!...প্রেসার কুকার দিচ্ছে! দিলে যে উপকার হবে একটু! ওই চানাচুরই ঠেকাবে!

নীতিশ॥ (ক্রুদ্ধ চোখে) আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে ও যদি চানাচুরের প্যাকেট দেয়—(থেমে) ধ্যাৎ, আমরা বড্ড লোভী! কী পাবো তাই ভাবছি! যা খুশি দেবে! আমরা তো আর পাওয়ার জন্যে অনুষ্ঠান করছি না।

[*একটা ফোল্ডিং চেয়ার কাঁধে গোপাল ছুটে আসে।*]

গোপাল॥ নিতুদা...

নীতিশ॥ কিরে...

গোপাল॥ এসে গেছে...

নীতিশ॥ এসে গেছে! শ্যামা গেট রেডি...

[*নীতিশ বাইরের দিকে পা বাড়ায়।*]

গোপাল॥ (বাধা দিয়ে) আগে শুনবে তো কে এসেছে!

নীতিশ॥ কে? ননী না ভুবনের ফ্যামিলি...?

গোপাল॥ ননীও না, ছানাও না! মোড়ের মুদি...

নীতিশ॥ মুদি! মুদি কেন? তাকে তো ইনভাইট করিনি!

গোপাল॥ আরে দূর ছক্কা। তাগাদায় এসেছে। তোমার কাছে টাকা পাবে?

নীতিশ॥ পাবে। সব মুদিই সব গেরস্থের কাছে টাকা পায়। যখন তখন চাইলেই হ'লো! দেখাচ্ছি!

গোপাল॥ আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। খালি মুদি না, গোয়ালাও...

নীতিশ॥ গোয়ালাও জুটেছে...

গোপাল॥ সঙ্গে মাংসঅলা...

নীতিশ॥ (সভয়ে) রহমৎ!

গোপাল॥ নবমী পুজোর দিন মাংস এনেছিলে?

শ্যামা॥ হ্যাঁ এনেছিল!

নীতিশ॥ এনেছিলাম। নবমীতে মাংসটা খেতে হয়, মাস্ট। নইলে আনতাম না।

গোপাল॥ ফলআলার কাছ থেকে শাঁকালু এনেছিলে কোনদিন?

শ্যামা॥ হ্যাঁ এনেছিল।

নীতিশ॥ ক'জন এসেছে...খোলসা করে বল তো?

গোপাল॥ বাজার ঝেঁটিয়ে ধার করে রেখেছো, জন ত্রিশ এসেছো, আরো আসছে...

[*নেপথ্যে পাওনাদারের কোলাহল।*]

নীতিশ॥ সবাই মিলে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন?

শ্যামা॥ দেখছে তোমার ঘরে ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে...

নীতিশ॥ তার মানে? ওরা কোত্থেকে দেখলে?

[*বাইরে গোলমাল।*]

গোপাল॥ বাঃ রিক্সো করে মোট মোট বাজার আনছি, দেখছে না!

নীতিশ॥ সক্কলকে দেখিয়ে দেখিয়ে আনছিস কেন?

গোপাল॥ আরে বাবা, মোট মোট মাল, পকেটে করে আনব? ওরা তো সন্দেহ করেছে....

নীতিশ॥ কী? আমি লটারি পেয়েছি?

শ্যামা॥ তোমারও তেমনি! সারা বছর ওদের কাছে ধারে খাবে, নগদ কেনার সময় অন্য জায়গায় কিনবে...

নীতিশ॥ হাঁদার মত কথা বোল না। ওদের ঘরে নগদ বাজারটি করতে গেলে, নগদটি রেখে আসতে হত...বাজারটি হত না। যা, ওদের ভাগা।

গোপাল॥ আমি!

নীতিশ॥ পেছনে পেছনে জুটিয়ে নিয়ে এলি, তুই না তো মুই! হাটা, দরজা থেকে ভীড় হাটা!

গোপাল॥ বৌদি...

[*শ্যামার পিছনে যায়।*]

শ্যামা॥ খামোকা ওকে ঠেলো না। এক-বাজার লোক সরানো ওর কম্ম নয়। দাও...

নীতিশ॥ কী?

শ্যামা॥ টাকা দাও...ওরা আজ শুনবে না কিছুতে...

নীতিশ॥ কেন? কেন শুনবে না? আমার কি হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া উঠেছে? প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা তুলে কেউ শাঁকালুর দেনা মেটায় না!

শ্যামা॥ রহমৎ চ্যাঁচাচ্ছে, বিশ্রী কাণ্ড করবে। ওকে জানো তো!

নীতিশ॥ (*দরজার দিকে এগিয়ে*) বড়লোক হইনি, লটারি পাইনি...প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ভেঙেছি! (*শ্যামা নীতিশের পকেটে হাত ঢোকায়*) এই, হাত তোল...ছিঁড়ে যাবে....মাত্তর এই কটা টাকা...

শ্যামা॥ ধার পুষে রাখা তোমার স্বভাব!

নীতিশ॥ এখনো অনেক খরচা...

শ্যামা॥ আগের খরচা আগে করো, বাবুয়ানি পরে হবে, পাড়ার লোকে যে ছিছি করছে...

নীতিশ॥ শ্যামা ভালো হবে না!

শ্যামা॥ লজ্জা করে না এর মধ্যে বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে....

[*শ্যামা মুঠোয় টাকা নিয়ে হাত তোলে।*]

নীতিশ॥ টাকা, আমার টাকা, দাও বলছি...

শ্যামা॥ কেন? কেন? তোমার জন্যে অপমান হতে হবে? বাড়ি ঢুকে অপমান করবে তাই সইতে হবে? নিজে তো বাজার হাট যাওয়া বন্ধ করেছ...যেতে হয় আমায়...মুখ দেখাতে হয় আমায়! আমার মান আমায় রাখতে হবে! সরে যাও।

নীতিশ॥ বিশ্রী! তুমি একটা বিশ্রী! পোকায় কাটা ঐ পাখিটার মতো...

গোপাল॥ নিতুদা, এই নিতুদা, চুপ করো!

শ্যামা॥ গোপাল, চল মিটিয়ে দিয়ে আসি।

[*শ্যামা ও গোপাল বেরিয়ে গেল।*]

নীতিশ॥ (*অসহায়ের মতো চিৎকার করতে থাকে*) শ্যামা...শ্যামা...দিয়ে যাও...ও আমার আলাদা টাকা...

[*শ্যামা ফিরল না। নীতিশের চোখে পড়ল মেঝেতে চিঠিটা পড়ে আছে। শ্যামার সঙ্গে কাড়াকাড়ির সময় কখন পকেট থেকে পড়ে গেছে। রাগে গরগর করতে করতে খামের মুখটা ছেঁড়ে, চিঠিটা পড়ে। চিঠির ওপর চোখ বুলিয়েই নীতিশ অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। নীতিশ চিৎকার করে বিছানার চাদরটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাজানো শিকলি ছেঁড়ে, ফুলদানি আছড়ে ভাঙে, রজনীগন্ধা পা দিয়ে মাড়ায়। এর মধ্যে ঘরের বাল্‌বটা ফিউজ হয়। অন্ধকারে নীতিশ সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। শ্যামা ঢুকছে।*]

শ্যামা॥ শুনছ, সবাইকে কিছু কিছু মিটিয়ে দিলাম। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু টাকা ফেরতও এনেছি। এ কী, বাল্‌বটা গেল নাকি? সময়কালে কী বিপত্তি! দেশলাইটা জ্বালো না! শুনছ! কোথায় তুমি! প্রদীপটা কোথায় রেখেছ? (*পায়ে কী যেন লাগে*) একী! এখানে কী পড়ে আছে?

[*শ্যামা ভেতরে যায় এবং একটা জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে ঢোকে। প্রদীপের আলোয় শ্যামা ঘরটা দেখে আঁতকে ওঠে।*]

ও মাগো! একী! এসব কে করলে! আমার ফুলগুলো...এমন করে সব তচনচ করলে কে? ...আমার চাদরটা এমন করে...

[*চাদরটা মাটি থেকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে।*]

কেন, আমার সর্বনাশ কেন করলে?

[*নীতিশ এতোক্ষণ গুম হয়ে অন্ধকার কোণে বসেছিল।*]

নীতিশ॥ যা চাইছিলে তাইতো হয়েছে!

শ্যামা॥ কী, কী চাইছিলাম? সব নষ্ট করে দিতে! ...কী, কী ভেবেছ কী তুমি! একটা দিন আনন্দ করতে আমার প্রাণ চাইতে পারে না? কী...কী এমন অন্যায় করেছি, এমন করে শোধ তুলবে! হ্যাঁ নিয়েছি...তোমার টাকা কেড়ে নিয়েছি...বোঝো না, চারদিকে তোমার ধার দেনা...বোঝো না সব দায় এড়িয়ে আনন্দ করা যায় না। বোঝো না...

নীতিশ॥ (*হঠাৎ চিৎকার করে*) সাজিয়ে রেখে কী হবে শ্যামা....কাদের জন্যে রাখব? ওরা কেউ আসবে না।

শ্যামা॥ কারা? কারা আসবে না?

নীতিশ॥ ননী ভুবন। ওরা তোমার ঘরে নেমন্তন্ন রাখতে আসছে না!

শ্যামা॥ সেকী! কেন?

নীতিশ॥ পড়ো...এই চিঠিখানা পড়ো....

শ্যামা॥ চিঠি!

নীতিশ॥ ওটা মা-র লেখা না! ননী লিখেছে। পড়ো, পড়ো...

শ্যামা॥ (*প্রদীপের আলোয় চিঠিটা মেলে ধরে একটুখানি পড়ার চেষ্টা করে*) তুমি পড়ো না...

নীতিশ॥ (*চিঠিটা হাতে নিয়ে*) শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কোথায় একটা চাকরি খালি আছে, দরখাস্ত করতে বলেছে, আর....

শ্যামা॥ আর...আর কী?

নীতিশ॥ আর লিখেছে যে খাওয়াতে চেয়েছি, এই ঢের! আমার যা অবস্থা সত্যি সত্যি

না খাওয়ালেও চলবে! শ্যামা, ওরা নাকি সত্যি সত্যি আমাদের কাছে খেতে চায়নি!

শ্যামা ॥ চায়নি?

নীতিশ ॥ না। লিখেছে আমি বাহাদুর লোক...এই অবস্থার মধ্যে ওদের নেমন্তন্ন করার সাহস রাখি। আর শেষ লাইন...তুই খুশিতো নিতু, এতোবড় একটা খরচের হাত থেকে তোকে রেহাই দিলাম...

শ্যামা ॥ ও! ননীবাবুরা ভেবেছেন যে তাঁরা না এলেই তাঁদের গরিব বন্ধু বেশি খুশি হবে!

নীতিশ ॥ হ্যাঁ, ওরা বিশ্বাসই করে না আমরা ওদের জন্যে এতো আয়োজন করে বসে থাকতে পারি!...ননী, আমি তোদের বন্ধু, আর তোরা বিশ্বাসই করিস না আমার একটা অন্তর আছে! (*দুচোখে জল টলমল করে। মাথা নিচু করে*) এতো লজ্জা করছে শ্যামা!

শ্যামা ॥ (*অদ্ভুত চাপা গলায়*) কেন যাও, কেন যাও ঐ বড়লোক বন্ধুদের কাছে, যারা শুধু আমাদের গরিব বলে করুণা করে! কেন, কেন যাও?

নীতিশ ॥ শ্যামা...

শ্যামা ॥ (*বাতিদানে পাঁচটি মোমবাতি জ্বালাচ্ছে*) নাইবা এলো ওরা...নাইবা জ্বলল আলো...বাজল বাজনা! কিন্তু আমাদের দিনটা মিছে কেন হবে...সাতুই ফাল্গুন...আমাদের একটা দিন! বলো...ওরা কে আমাদের অ্যাঁ, যে এলো না বলে সব নষ্ট করে দিতে হবে? ওরা আমাদের কেউ না গো...কেউ না...

[*শ্যামা ও নীতিশ মোমবাতির আলোয় মুখোমুখি তাকায়।*]

নাট্য পরিচিতি

চাক ভাঙা মধু

রচনা : ১৯৬৯

পুনর্লিখন : ১৯৭১

'এক্ষণ' পত্রিকার নবম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় ১৩৭৮ সালে প্রকাশিত। বই হিসেবে প্রথম প্রকাশিত ১৯৭২

'চাক ভাঙা মধু' সম্পর্কে এপিক থিয়েটার (১৯৭৩) পত্রিকায় উৎপল দত্ত লিখেছিলেন,

'এ নাটকে দেখলাম জীবন্ত বলিষ্ঠ মারমুখো একদল আস্ত মানুষকে—যারা মারে, কামড়াকামড়ি করে, কাঁদে, সতর্ক ধূর্ততায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়, মুহূর্তে ভয়ংকর রহস্যময় সব প্রাচীন আচারের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। কার্ড-বাহী অনেক নাটকের চেয়ে এ নাটক আসল ব্রেখ্‌টের অনেক কাছাকাছি। ব্রেখ্‌টের যেটা মর্মবাণী তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর বিদ্রোহের ডাক, চাক ভাঙা মধু সেটিকে আত্মস্থ করে নিয়েছে।

মেষ ও রাক্ষস

রচনা : ১৯৭৯

প্রকাশ : ১৯৮০ (আশ্বিন ১৩৮৭)

এ নাটক সম্পর্কে সাপ্তাহিক দেশ ২৫ এপ্রিল ১৯৮১ সংখ্যায় বলা হয়েছিল—

'রূপকথার আদলে এই নাটক আসলে সর্বাধুনিক একটি রূপক—যা আমাদের সমাজের বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের জটিল আবর্তনকে স্বচ্ছ বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ করায়। ...গঞ্জের কাঠুরের ছেলে বিভ্রান্তকারী প্রেতদের উদ্দেশ্যে যখন বলে—রাক্ষসের এঁটো খাওয়া কুকুর...আজ বুঝি এসেছ আমাদের মাঝে হানাহানি শুরু করে দিতে... প্রেত তোরা সত্যিই প্রেত! পালা বদলের দিনে তোদের খেলা প্রেতের খেলা। দর্শক তখন হঠাৎই রূপকথার চেতনা থেকে সমকালীন চৈতন্যে ফিরে আসেন।'

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, এ নাটক হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়।

কেনারাম বেচারাম

রচনা : ১৯৭০

পুনর্লিখন : ১৯৭৭

গ্রুপ থিয়েটারের জন্যে রচিত হলেও এ নাটকটি 'বাবাবদল' নামে প্রথম প্রযোজিত হয় পেশাদারী মঞ্চে। জহর রায়ের পরিচালনায় 'রঙমহল'-এ মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। অভিনয় করেছিলেন— জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সরযূবালা, সাধনা রায়চৌধুরী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী। ১৯৮৫-তে অরবিন্দ

মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এ নাটকের চিত্ররূপ হয়েছিল। অভিনয় করেছিলেন মনোজ মিত্র, রবি ঘোষ, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, তাপস পাল, মহুয়া রায়চৌধুরী, নির্মলকুমার ও আরো অনেকে। এ নাটকটি অনূদিত হয়ে অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দীতে প্রযোজিত হয়।

অলকানন্দার পুত্রকন্যা

রচনা : ১৯৮৮

প্রথম প্রকাশ: 'দেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা ১৯৮৯, বই হিসেবে প্রকাশিত ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'থিয়েটার ওয়র্কশপ' কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটক হিসেবে 'সত্যেন মিত্র স্মৃতি পুরস্কার' এবং প্রযোজক 'সুন্দরম' নাট্যগোষ্ঠী শিরোমণি পুরস্কার লাভ করে। মারাঠী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

পরবাস

রচনা : ১৯৭০

পুনর্লিখন : ১৯৭৫

এ নাটক নিয়ে Frontier পত্রিকা ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৫ মন্তব্য করেছিল—

An unique combination of Satire and Pathos, and Chaplin's Modern Times and Gold Rush come readily to mind as examples. Quite a memorable play with a quiet emphasis on the flevy of human values and how we are addicted to our petty selfish little motives which make up the sum total human life.

নৈশভোজ

রচনা : ১৯৮৪-৮৫

প্রকাশ : ১৯৮৬ (শ্রাবণ ১৩৯৩)

'নৈশভোজ' প্রথমে একাঙ্ক নাটক হিসেবে লেখা হয় ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। পরে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়।

পুঁটিরামায়ণ

রচনা : ১৯৮৯-৯০

প্রথম প্রকাশ : সাপ্তাহিক বর্তমান। সেপ্টেম্বর ১৯৯০। বই হিসেবে ১৯৯০ (অগ্রহায়ণ ১৩৯৭)

মৃত্যুর চোখে জল

রচনা : ১৯৫৮

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'ত্রিংশ শতাব্দী' পত্রিকায়।

এটি মনোজ মিত্র রচিত প্রথম নাটক। থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় (সেপ্টেম্বর ১৯৫৯) প্রথম স্থান লাভ করে। এ নাটক অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, তামিল, পাঞ্জাবী, প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে।

কাকচরিত্র

রচনা : ১৯৮২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মহানগর' পত্রিকায়। বই হিসেবে একই বছরে নভেম্বর (অগ্রহায়ণ ১৩৯০) মাসে।

আঁখিপল্লব

রচনা : ১৯৯০

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা, শারদীয়া সংখ্যা ১৯৯০। **বই হিসেবে প্রকাশ : 'ওয়ান অ্যাক্ট'** নামক সংকলনে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ (১৯৯২) গ্রন্থিত।

মহাবিদ্যা

রচনা : ১৯৮৬

প্রথম প্রকাশ : আজকাল, শারদীয়া সংখ্যা ১৯৮৬

অভিনয় : প্রযোজনা : শৌভনিক

১লা বৈশাখ ১৩৯৪

পাখি

রচনা : ১৯৬০

প্রকাশ : 'ফসল' পত্রিকায় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'পাখির চোখ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্লিখিত ও 'পাখি' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দী ভাষায় এ নাটকের অনুবাদ করেন প্রখ্যাত নাট্যনির্দেশক রাজিন্দারনাথ।